মুসলিম শরীফ

দ্বিতীয় খণ্ড

ইমাম আবুল হুসায়ন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ
আল-কুশায়রী আন-নিশাপুরী (র)

সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক অনূদিত ও সম্পাদিত

অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন

মুসলিম শরীফ (২য় খণ্ড)
ইমাম আবুল হুসায়ন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশায়রী আন-নিশাপুরী (র)
সম্পাদনা পরিষদের তত্ত্বাবধানে অনূদিত এবং সম্পাদিত
পৃষ্ঠা সংখ্যা : ৫০১

ইফাবা অনুবাদ ও সংকলন প্রকাশনা : ৯৫/১
ইফাবা প্রকাশনা : ১৬৭৯/৩
ইফাবা গ্রন্থাগার : ২৯৭.১২৪৩
ISBN : 989-06-0008-9

প্রথম প্রকাশ
মে ১৯৯১

চতুর্থ সংস্করণ
এপ্রিল ২০১০
বৈশাখ ১৪১৭
জমাদিউল আউয়াল ১৪৩১

প্রকাশক
নুরুল ইসলাম মানিক
পরিচালক, অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

প্রচ্ছদ শিল্পী
জসিম উদ্দিন

কম্পোজ, মুদ্রণ ও বাঁধাই
মোহাম্মদ হালিম হোসেন খান
প্রকল্প পরিচালক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রেস
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

মূল্য ঃ ২৩০.০০ টাকা

MUSLIM SHARIF (2nd Vol.) : Compilation of Hadith by Imam Abul Hussain Muslim Ibnul Hazzaz Al Kushaire An Nishapuri (Rh), translated and edited by the Editorial Board and published by Nurul Islam Manik, Director, Translation and Compailation Department, Islamic Foundation Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207 April 2010

Website : www.islamicfoundation-org.bd.
E-mail : islamicfoundation@yahoo.com

Price : Tk 195.00; US Dollar : 6.60

মহাপরিচালকের কথা

বিশ্ববিখ্যাত হাফিযুল হাদীস হযরত আবুল হুসায়ন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ নিশাপুরী (র) মুসলিম শরীফের সংকলন প্রণয়ন করেন। তিনি পবিত্র মক্কা ও মদীনা, সিরিয়া, ইরাক, মিসর প্রভৃতি দেশে দীর্ঘ সফর করে সীমাহীন ত্যাগ-তিতিক্ষা স্বীকার করে পবিত্র হাদীসসমূহ সংগ্রহ করেন। ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল (র) তাঁর অন্যতম উস্তাদ ছিলেন এবং ইমাম তিরমিযী (র) ছিলেন তাঁর অন্যতম ছাত্র। তিনি তাঁর সংগৃহীত তিন লক্ষ হাদীসের মধ্য থেকে নিবীড়ভাবে যাচাই বাছাই করে প্রায় চার হাজার হাদীস তাঁর সহীহ সংকলনে লিপিবদ্ধ করেন। এসব হাদীসের মধ্যে তিনি একটি হাদীসও পুনরাবৃত্তি করেননি।

হিজরী তৃতীয় শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে শরী'আতের প্রামাণ্য উৎস এ সকল হাদীস সংগ্রহ এবং পরিশুদ্ধতার মানদণ্ডে উত্তীর্ণ হওয়ার পর বিভিন্ন অধ্যায় ও পরিচ্ছেদে বিষয়ানুক্রমিকভাবে বিন্যাস করা ছিল এক কঠিন শ্রম ও মেধাসাধ্য কাজ। কিন্তু মহান আল্লাহ তা'আলার বিশেষ অনুগ্রহে সুদীর্ঘ অধ্যাবসায় ও অসাধারণ প্রতিভা কাজে লাগিয়ে তিনি যে সংকলনটি উপহার দেন, ইসলামী শরী'আতের প্রয়োজনীয় প্রায় প্রতিটি বিষয়ের উল্লেখযোগ্য হাদীসগুলো এতে স্থান পেয়েছে। বিষয়ের প্রাসঙ্গিকতা ও হাদীসের তত্ত্বগত দিক বিবেচনা করে তিনি একটি বিশেষ ধারায় তা বিন্যাস করেন, যা হাদীসবেত্তাদের বিচক্ষণ পর্যালোচনায় উচ্ছ্বাসিত প্রশংসা লাভ করে। এ মূল্যবান গ্রন্থটি সকল যুগেই ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের এক অবিস্মরণীয় উৎস হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। অনাগত দিনেও এর প্রয়োজন কখনো ফুরাবে না।

বস্তুত ইসলামী শরী'আতের মৌলিক দু'টি উৎস পবিত্র কুরআন ও হাদীসের মধ্যে এ সংকলনটি এক অনিবার্য অনুসঙ্গ। মুসলিম বিশ্বে ব্যাপকভাবে গৃহীত এ গ্রন্থটি বাংলাদেশেও মাদরাসার উচ্চ শ্রেণীতে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট বিভাগে পাঠ্য তালিকাভুক্ত হওয়ায় কেবল শিক্ষিত ব্যক্তিগণের মধ্যেই এর অধ্যয়ন সীমাবদ্ধ ছিল। ১৯৯৪ সালে সাধারণ শিক্ষিত সর্বস্তরের পাঠকদের জন্য ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক দেশের প্রথিতযশা আলিমদের সহায়তায় এর বাংলা অনুবাদ করিয়ে প্রথম প্রকাশ করা হয়। ব্যাপক পাঠক চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমানে গ্রন্থটির দ্বিতীয় খণ্ডের চতুর্থ মুদ্রণ প্রকাশ করা হলো।

মহান আল্লাহ আমাদের এ পরিশ্রম কবুল করুন এবং পবিত্র হাদীস ও সুন্নাহ অনুসারে জীবন গড়ার তৌফিক দিন। আমিন।

সামীম মোহাম্মদ আফজাল
মহাপরিচালক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন

প্রকাশকের কথা

মহানবী ﷺ-এর হাদীস মিল্লাতের এক অমূল্য সম্পদ, শরীয়তের অপরিহার্য উৎস, ইসলামী জীবন বিধানের মূলভিত্তি হচ্ছে আল-কুরআন। হাদীস হচ্ছে পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও মানব জীবনে কুরআনের আদেশ-নিষেধ বাস্তবায়নের কর্মপন্থা। এক কথায় বলা যেতে পারে, কুরআন হচ্ছে প্রদীপ আর হাদীস হচ্ছে তার বিচ্ছুরিত আলো।

কুরআনের পর সকল প্রকার জ্ঞানের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান হচ্ছে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নাহ্ বা হাদীস। বিশুদ্ধতার মানদণ্ডে সিহাহ সিত্তার হাদীস গ্রন্থসমূহের মধ্যে 'মুসলিম শরীফে'র স্থান অনন্য। মুসলিম শরীফের সংকলক ইমাম আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ ইবন মুসলিম আল কুশায়রী, আল-নিশাপুরী (র) তাঁর সংগৃহীত প্রায় পাঁচ লক্ষ হাদীস পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে যাচাই বাছাই করে পুনরাবৃত্তি ছাড়া চার হাজার হাদীস 'মুসলিম শরীফে' সংকলন করেন। এই কিতাবের বিন্যাস ও সংকলনে তিনি অপরিসীম সতর্কতা অবলম্বন করেন। তিনি এই অমূল্য কিতাব সংকলনকালে স্থির করেন যে, তিনি শুধু সেই সমস্ত হাদীসই মুসলিম শরীফে অন্তর্ভুক্ত করবেন সেগুলো দু'জন নির্ভরযোগ্য তাবেঈ, দু'জন নির্ভরযোগ্য সাহাবী থেকে বর্ণনা করেছেন।

যুগ যুগ ধরে মুসলিম শরীফ সমগ্র বিশ্বে একটি অত্যন্ত উঁচুমানের নির্ভরযোগ্য কিতাব হিসেবে সমাদৃত হয়ে আসছে। বাংলাভাষী পাঠকগণ যাতে এই অমূল্য কিতাবখানা মাতৃভাষায় অধ্যয়ন করে সমৃদ্ধ হতে পারেন এ লক্ষ্যে ইসলামিক ফাউন্ডেশন দেশের বিশিষ্ট আনুবাদক দ্বারা অনুবাদ করে প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করে।

গ্রন্থটি প্রকাশের অল্প দিনের মধ্যেই এর সকল খন্ড নিঃশেষ হয়ে যাওয়ায় ব্যাপক পাঠক চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে সকল খণ্ড পুনর্মুদ্রণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। বর্তমান সংস্করণে প্রকাশিত সকল খণ্ডের কলেবরের সমতা আনায়নের লক্ষ্যে এটি সাত খণ্ডের স্থলে ছয় খণ্ডে পুনর্বিন্যাস করে প্রকাশ করা হলো। বর্তমান সংস্করণকালে সবগুলো খণ্ডই পুনঃসম্পাদনা করান হয়েছে। বর্তমান পর্যায়ে এটি পুনঃসম্পাদনা করেছেন হাফেজ মাওলানা মোহাম্মদ ইসমাঈল।

আশা করি, এ সংস্করণটি আগের চেয়ে মানসম্পন্ন ও পাঠক মহলে আরো অধিক সমাদৃত হবে।

আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে মহানবী ﷺ-এর আদর্শকে সঠিকভাবে জানার ও সে অনুযায়ী আমল করে জীবন গড়ার তৌফিক দিন। আমীন।

নুরুল ইসলাম মানিক
পরিচালক
অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন

সূচিপত্র

মসজিদ অধ্যায়

মসজিদে নববীর প্রতিষ্ঠা ৩২
বায়তুল মুকাদ্দাস হতে কা'বার দিকে কিবলা পরিবর্তন ৩৪
কবরের উপর মসজিদ নির্মাণ, মসজিদে ছবি বানানো, কবরকে সিজদার স্থান করার প্রতি নিষেধাজ্ঞা ৩৫
মসজিদ নির্মাণের ফযীলত এবং তার প্রতি উৎসাহ প্রদান ৩৮
রুকুর সময় দুই হাত হাটুতে রাখা উত্তম হওয়া এবং তাতবীক রহিত হওয়া ৩৯
গোড়ালীর উপর নিতম্ব রেখে বসা ৪১
সালাতে কথা বলা নিষেধ এবং এর পূর্ব অনুমতির বিধান রহিতকরণ ৪২
সালাতে শয়তানকে লানত করা, শয়তান হতে আশ্রয় প্রার্থনা করা এবং 'আমলে কালীল' করা বৈধ ৪৬
সালাতে শিশুদের কাঁধে উঠানো, কাপড় অপবিত্র প্রমাণ না হওয়া পর্যন্ত তাকে পবিত্র জ্ঞান করা এবং 'আমলে কালীল' দ্বারা সালাত নষ্ট না হওয়া ৪৭
সালাতে প্রয়োজনবশত দু'এক কদম চলা ৪৯
কোমরে হাত রেখে সালাত আদায় করা মাকরূহ ৫০
সালাতে কঙ্কর সরানো এবং মাটি সমান করা মাকরূহ ৫০
সালাতে হোক বা সালাতের বাইরে, মসজিদে থুথু ফেলা নিষেধ ৫১
জুতা পরে সালাত আদায় ৫৪
নকশাদার কাপড়ে সালাত আদায় করা মাকরূহ ৫৫
ক্ষুধার্ত অবস্থায় খাবার সামনে আসলে এবং তৎক্ষণাৎ খাবার ইচ্ছা থাকলে তা না খেয়ে ও মলমূত্রের বেগ চেপে রেখে সালাত আদায় করা মাকরূহ ৫৬
রসুন-পিঁয়াজ, মূলা ইত্যাদি দুর্গন্ধযুক্ত দ্রব্য খাওয়ার পর মুখে থেকে দুর্গন্ধ দূর না হওয়া পর্যন্ত মসজিদে প্রবেশ করা নিষেধ এবং এরূপ ব্যক্তিকে মসজিদ থেকে বের করে দেওয়ার নির্দেশ ৫৮
মসজিদে হারানো বস্তুর ঘোষণা দেওয়া নিষেধ; কেউ এরূপ ঘোষণা শুনলে সে যা বলবে ৬২
সালাতে ভুল হওয়া এবং এর জন্য সাহু সিজদা করা ৬৩
সিজদা-ই-তিলাওয়াত ৭২
সালাতে বসা ও দুই উরুর উপর দুই হাত রাখার নিয়ম ৭৫
সালাত সমাপনীর সালাম ও তার পদ্ধতি ৭৭
সালাতের পর যিকর ৭৮
তাশাহহুদ ও সালামের মাঝখানে কবর আযাব, জাহান্নামের আযাব এবং জীবন মৃত্যু, মাসীহ দাজ্জালের ফিতনা ও গুনাহ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা ৭৯
সালাতের মধ্যে এসব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা ৮০
সালাতের পর যিক্‌র মুস্তাহাব বেং এর বিবরণ ৮৪

তাকবিরে তাহরীমা ও কিরা'আতের মধ্যে কী পাঠ করবে ৯১
সালাতে ধীরে সুস্থে আসা উত্তম এবং দৌড়ে আসা নিষেধ ৯৩
সালাতে মুকতাদীরা কখন দাঁড়াবে ৯৪
যে ব্যক্তি সালাতের এক রাক'আতও পেয়েছে, সে উক্ত সালাত পেয়েছে ৯৫
পাঁচ ফরয সালাতের সময় ৯৮
তীব্র গ্রীষ্মের সময় তাপ কমে আসলে যোহর আদায় করা মুস্তাহাব ১০৪
প্রচণ্ড রোদ না হলে যোহরের সালাত প্রথম ওয়াক্তে আদায় করা মুস্তাহাব ১০৭
আসরের সালাত আগেভাগে আদায় করা মুস্তাহাব ১০৮
আসরের সালাত ছুটে যাওয়া সম্পর্কে কঠোর বাণী ১১১
যারা বলেন, মধ্যবর্তী সালাত আসরের সালাত আসরের সালাত, তাদের প্রমাণ ১১২
ফজর ও আসরের সালাতের ফযীলত ও এ দু'সালাতের প্রতি যত্নবান হওয়া ১১৫
সূর্য ডুবে যাওয়ার পর মুহূর্তেই মাগরিবের প্রথম ওয়াক্ত ১১৬
ইশার সময় ও তাতে দেরী করা ১১৮
ফজরের সালাত প্রত্যুষে প্রথম ওয়াক্তে যাকে 'তাগলীস্' বলা হয়, আদায় করা মুস্তাহাব এবং তাতে সূরা পাঠের পরিমাণ ১২৪
সালাতের বৈধ সময় থেকে বিলম্বে সালাত আদায় মাকরূহ আর ইমাম বিলম্ব করলে মুক্তাদি কি করবে? ১২৭
জামা'আতে সালাত আদায়ের ফযীলত, তা বর্জনকারীর প্রতি কঠোরতা ১২৯
যে ব্যক্তি আযান শোনে, মসজিদে আসা তার উপর ওয়াজিব ১৩৩
কোন ওযরবশত জামা'আতে শরীক না হওয়া ১৩৬
জামা'আতে নফল সালাত এবং চাটাই, জায়নামাজ ও কাপড় ইত্যাদি পাক বস্তুর উপর সালাত আদায় করা প্রসঙ্গ ১৩৯
ফরয সালাত জামা'আতে আদায় করার ফযীলত এবং সালাতের জন্য অপেক্ষা করা ও মসজিদের দিকে অধিক পদচারণা ও যাতায়াতের ফযীলত ১৪১
ফজরের সালাতের পর বসে থাকার ফযীলত এবং মসজিদের মর্যাদা ১৪৭
ইমামতির জন্য কে বেশী যোগ্য ১৪৮
যখন মুসলমানদের উপর কোন বিপদ আসে, তখন সকল সালাতে কুনূতে নাযিলা পাঠ মুস্তাহাব হওয়া প্রসঙ্গ ১৫১
কাযা সালাত আদায় এবং কাযার ব্যাপারে তাড়াতাড়ি করা মুস্তাহাব ১৫৭

মুসাফিরের সালাত ও তার কসর

মুসাফিরের সালাত এবং তার কসম ১৬৫
মিনার সালাত কসর করা ১৭১
বৃষ্টির দিনে ঘরে সালাত আদায় করা ১৭৩
সফরে সাওয়ারী জন্তুর উপর নফল সালাত আদায় বৈধ, জন্তুটি যেদিকেই গমন করুক ১৭৬
সফরে দুই ওয়াক্তের সালাত একত্রে আদায় করার বৈধতা ১৭৯
মুকীম অবস্থায় দুই সালাত একত্রে আদায় ১৮১
সালাতশেষে ডানে-বামে ফিরার বৈধতা ১৮৪
ইমামের ডানাপার্শ্বে থাকা মুস্তাহাব ১৮৫
মুয়ায্যিন ইকামত দেওয়া শুরু করলে নফল সালাত আরম্ভ করা মাকরূহ ১৮৫
মসজিদে প্রবেশের সময় কী পাঠ করবে ১৮৭

দু'রাক'আত তাহিয়্যাতুল মসজিদ আদায় করা মুস্তাহাব এবং দু'রাক'আত আদায় করার পূর্বে বসা মাকরূহ ১৮৮
সফর থেকে ফিরে এসে মসজিদে দু' রাক'আত সালাত আদায় করা মুস্তাহাব ১৮৯
চাশতের (পূর্বাহ্নের) সালাত মুস্তাহাব হওয়া ১৯০
ফজরের দু' রাক'আত সুন্নাত মুস্তাহাব, তা আদায়ে উৎসাহ দান, তা সংক্ষেপে আদায় করা, সর্বদা আদায় করা এবং এতে যে সূরা পড়া মুস্তাহাব ১৯৫
ফরযের আগে ও পরে নিয়মিত সুন্নাতের ফযীলত এবং তার সংখ্যার বিবরণ ১৯৮
দাঁড়িয়ে ও বসে নফল সালাত আদায় এবং একই রাক'আতের অংশবিশেষ দাঁড়িয়ে ও অংশবিশেষ বসে আদায় করার বৈধতা ২০০
রাতের সালাত, রাতের বেলা নবী ﷺ-এর সালাতের রাক'আত সংখ্যা, বিত্র সালাত এক রাক'আত এবং এক রাক'আত সালাতও বিশুদ্ধ হওয়া প্রসঙ্গ ২০৫
কিয়ামে রমযান অর্থাৎ তারাবীহ্ সম্পর্কে উৎসাহ দান ২২৫
শবে-ক'দরে রাত্রি জাগরণে উৎসাহ দান এবং তা যে সাতাশে রমযান তার প্রমাণ ২২৭
রাতের বেলা নবী ﷺ-এর সালাত ও দু'আ ২২৮
রাতের সালাতে দীর্ঘ কিরা'আত পাঠ করা মুস্তাহাব ২৪১
তাহাজ্জুদের সালাতের প্রতি উৎসাহ দান যদিও তা পরিমাণে স্বল্প হয় ২৪২
নফল সালাত নিজের ঘরে আদায় করা মুস্তাহাব, মসজিদে আদায় করাও জায়েয ২৪৩
রাতের ইবাদত ও অন্যান্য ক্ষেত্রে স্থায়ী ও নিয়মিত আমলের ফযীলত ২৪৫
সালাতে তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়লে কিংবা কুরআন তিলাওয়াত ও যিকরে জিহ্বা জড়িয়ে যেতে লাগলে ঘুমিয়ে পড়া কিংবা বিশ্রাম নেয়ার আদেশ, যাতে তার তন্দ্রাভাব কেটে যায় ২৪৮

ফাযাইলুল কুরআন অধ্যায়

কুরআন সংরক্ষণে যত্নবান হওয়ার নির্দেশ; অমুক আয়াত ভুলে গিয়েছি বলার অপসন্দনীয়তা ও আমাকে ভুলিয়ে দেয়া হয়েছে বলার বৈধতা প্রসঙ্গে ২৪৯
কুরআন পাঠের আওয়াযে মাধুর্য সৃষ্টি করা মুস্তাহাব ২৫১
কুরআন তিলাওয়াতের সময় 'সাকীনা' বা প্রশান্তি অবতরণ ২৫৪
হাফিযুল কুরআনের মর্যাদা ২৫৬
বিশিষ্ট ও দক্ষ লোকদেরকে কুরআন তিলাওয়াত করে শোনানো মুস্তাহাব; তিলাওয়াতকারী শ্রোতার চেয়ে শ্রেষ্ঠ হলেও ২৫৭
কুরআন তিলাওয়াত শোনার ফযীলত, তিলাওয়াত শোনার জন্য হাফিযুল কুরআনকে তিলাওয়াত করার অনুরোধ ও তিলাওয়াতকালে ক্রন্দন এবং মনোনিবেশ করা ২৫৮
সালাতে কুরআন তিলাওয়াত এবং কুরআন শিক্ষা করার ফযীলত ২৬০
কুরআন তিলাওয়াত এবং সূরা বাকারা তিলাওয়াতের ফযীলত ২৬১
সূরা ফাতিহা ও সূরা বাকারার শেষ অংশের ফযীলত, সূরা বাকারার শেষ দুই আয়াত তিলাওয়াত উৎসাহ দান ২৬২
সূরা কাহ্ফ এবং আয়াতুল কুরসীর ফযীলত ২৬৪
সূরা ইখলাস পাঠের ফযীলত ২৬৫
মু'আব্বিযাতায়ন (সূরা ফালাক ও সূরা নাস) পাঠের ফযীলত ২৬৭
কুরআন অধ্যয়ন ও শিক্ষাদানে রত ব্যক্তির ফযীলত এবং যে ব্যক্তি ফিক্হ ইত্যাদির সূক্ষ্ম জ্ঞান আহরণ করে, তদনুসারে আমল করে ও শিক্ষা দেয়, তার ফযীলত ২৬৮

কুরআন সাত হরফে অবতীর্ণ হওয়ার বিবরণ ও এর মর্মার্থ ২৬৯
ধীরস্থিরতার সাথে কিরা'আত পড়া। অতিদ্রুত পাঠ বর্জন করা এবং এক রাক'আতে দুই ও ততোধিক সূরা পড়ার বৈধতা ২৭৩
কিরা'আত সম্পর্কিত বিষয়াবলী ২৭৭
যে সকল ওয়াক্তে সালাত আদায় করা নিষেধ ২৭৯
মাগরিবের (ফরয) সালাতের পূর্বক্ষণে দু' রাক'আত পড়া মুস্তাহাব ২৮৭
ভয়-ভীতিকালে সালাত আদায়ের পদ্ধতি ২৮৮

জুমু'আ অধ্যায়
জুমু'আর দিন সুগন্ধি ব্যবহার ও মিসওয়াক করা প্রসঙ্গ ২৯৬
জুমু'আর দিন খুতবার সময় নীরব থাকা প্রসঙ্গ ২৯৮
জুমু'আর দিন দু'আ কবূলের মুহূর্ত প্রসঙ্গ ২৯৯
জুমু'আর দিনের ফযীলত ৩০১
জুমু'আর নামায সূর্য ঢলে যাওয়ার পরে ৩০৫
সালাতের আগে দু'টি খুত্‌বা এবং তার মাঝখানে বৈঠক ৩০৬
জুমু'আ ত্যাগ সম্পর্কে কঠোর সতর্কবাণী ৩০৯
সালাত ও খুত্‌বা সংক্ষিপ্তকরণ ৩০৯
ইমামের খুতবাকালে তাহিয়্যাতুল-মাসজিদ আদায় করা ৩১৪
জুমু'আর সালাতে যা পড়া হবে ৩১৭
জুমু'আর পরবর্তী (সুন্নাত) সালাত ৩১৯

দুই ইদের সালাত অধ্যায়
ঈদগাহে নারীদের গমন ও খুত্‌বা শ্রবণের বৈধতা এবং পুরুষদের থেকে পৃথক থাকা ৩২৬
ঈদগাহে ঈদের সালাত আদায়ের আগে ও পরে নফল না পড়া ৩২৭
দুই ঈদের সালাতে কোন কিরাআত পড়া হবে ৩২৮
ঈদের দিনসমূহে নিষ্পাপ খেলাধূলার বৈধতা ৩২৮

ইসতিস্‌কার সালাত অধ্যায় ৩৩২

সালাতুল কুসূফ অধ্যায়
সূর্যগ্রহণের সালাতে কবর আযাবের উল্লেখ ৩৪৩

জানাযা সম্পর্কিত অধ্যায়
মুমূর্ষকে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু-এর তালকীন করা ৩৫৫
বিপদকালে যা বলতে হয় ৩৫৬
মৃত ব্যক্তির চোখ বন্ধ করে দেওয়া ও মৃত্যুকালে তার জন্য দু'আ করা ৩৫৮
মৃত ব্যক্তির জন্য ক্রন্দন ৩৫৯
রোগী দেখতে যাওয়া ৩৬১
বিপদের প্রথম মুহূর্তেই ধৈর্যধারণ করা চাই ৩৬১
মৃত ব্যক্তিকে তার পরিবারবর্গের কান্নাকাটির কারণে শাস্তি দেওয়া হয় ৩৬২

বিলাপ সম্পর্কে কঠোর সতর্ক বাণী	৩৬৯
নারীদের প্রতি জানাযার পিছনে গমনে নিষেধাজ্ঞা	৩৭২
মৃত ব্যক্তির গোসল প্রসঙ্গ	৩৭২
মৃত ব্যক্তির কাফন প্রসঙ্গ	৩৭৫
মৃতের সমস্ত শরীর আবৃত করা	৩৭৭
মৃতকে ভাল কাপড়ে কাফন দেওয়া	৩৭৭
জানাযা দ্রুত সম্পন্ন করা প্রসঙ্গ	৩৭৮
জানাযার সালাত আদায় ও তার অনুগামী হওয়ার ফযীলত	৩৭৯
জানাযার তাকবীর	৩৮৪
কবরের উপর জানাযার সালাত	৩৮৬
শবদেহের জন্য দাঁড়ানো	৩৮৮
শবদেহের জন্য দাঁড়ানো রহিত হওয়া প্রসঙ্গ	৩৯১
জানাযার সালাতে মৃত ব্যক্তির জন্য দুআ	৩৯২
জানাযার সালাতে ইমাম মায়্যিতের কোন বরাবর দাঁড়াবে	৩৯৪
জানাযা হতে প্রত্যাবর্তনকালে বাহনে চড়া	৩৯৫
বগলী কবর খনন ও কাঁচা ইট ব্যবহার	৩৯৬
কবরে চাদর ব্যবহার	৩৯৬
কবর (মাটির) সমান করা	৩৯৬
কবর পাকা করার নিষেধাজ্ঞা	৩৯৭
কবরের উপর বসা ও সালাত আদায়ে নিষেধাজ্ঞা	৩৯৮
মসজিদে জানাযার সালাত আদায়	৩৯৯
কবরস্থানে প্রবেশের দু'আ	৪০০
আত্মহত্যাকারীর জানাযা না পড়া	৪০৪
যাকাত অধ্যায়	
সাদকা-ই-ফিতর	৪০৯
যাকাত অনাদায়কারীর অপরাধ	৪১২
যাকাত উসূলে কর্মরতদেরকে সন্তুষ্ট রাখা	৪১৯
যে ব্যক্তি যাকাত আদায় করে না, তার প্রতি কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা	৪২০
দান-সদকায় উৎসাহ প্রদান	৪২১
দানের ব্যাপারে উৎসাহ প্রদান এবং দাতাকে বিনিময় প্রদানের সুসংবাদ	৪২৫
পরিবার-পরিজন ও দাস-দাসীদের প্রতি ব্যয় করার ফযীলত এবং তাদের হক নষ্টকারী ব্যক্তির পাপ	৪২৬
ব্যয়ের ব্যাপারে প্রথমে হক নিজের, এরপর পরিবার-পরিজনের, তারপর নিকটতম আত্মীয় স্বজনের	৪২৭
নিকটাত্মীয়, স্বামী, সন্তান-সন্ততি ও পিতামাতার জন্য খরচ করার ফযীলত, যদিও তারা মুশরিক হয়	৪২৮
মৃত ব্যক্তির পক্ষ হতে সদকা করা এবং করলে এর সাওয়াব তার কাছে পৌঁছে যাওয়া	৪৩২
প্রত্যেক কল্যাণকর কাজই সদকা	৪৩৩
দানশীল ও কৃপণ প্রসঙ্গ	৪৩৬

সেই দিন আসার আগে দান-সদকায় উৎসাহ প্রদান যেদিন তার কোন গ্রহীতা পাওয়া যাবে না	৪৩৬
হালাল উপার্জন থেকে সদকা গৃহীত হওয়া ও তার পরিচর্যা	৪৩৮
সদকার উৎসাহ দান, যদিও তা এক টুকরা খেজুর অথবা একটি উত্তম কথার দ্বারা হয়, সদকা জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষাকবচ	৪৩৯
দান-সদকা করার উদ্দেশ্যে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে বোঝা বহন করা এবং স্বল্প পরিমাণ সদকাকারী ব্যক্তিকে হেয় মনে না করা	৪৪৩
দুগ্ধবতী পশু দান করার ফযীলত	৪৪৪
দানশীল ও কৃপণের দৃষ্টান্ত	৪৪৪
সদকাদাতা সাওয়াব পাবে, যদিও তা কোন ফাসিক এবং অনুরূপ কারো হস্তগত হয়	৪৪৬
আমানতদার খাজাঞ্চি এবং যে স্ত্রী তার স্বামীর গৃহ হতে তার সুস্পষ্ট অনুমতি বা প্রচলিত নিয়মানুসারে ক্ষতি করার ইচ্ছা ব্যতীত যা দান করে, তার সাওয়াব পাবে	৪৪৭
মনিবের মাল থেকে দাসের ব্যয় করা	৪৪৮
সদকার সাথে অন্যান্য নেককাজ মিলিয়ে করার ফযীলত	৪৪৯
ব্যয় করার প্রতি উৎসাহ দান এবং গণে গুণে দান করা অপসন্দ হওয়া	৪৫১
পরিমাণ অল্প হলেও তা থেকে সদকা দেওয়ার উৎসাহ দান, অল্প পরিমাণ দান তুচ্ছ মনে করে বিরত না থাকা	৪৫২
গোপনে দান করার ফযীলত	৪৫২
সুস্থ অবস্থায় সম্পদের প্রতি আকর্ষণ থাকাকালের সদকাই হল উত্তম সদকা	৪৫৩
উপরের হতে নিচের হাত থেকেউত্তম; উপরের হাত হল দানকারীর এবং নিচের হাত হল যাচনাকারীর	৪৫৪
সাওয়াল করা নিষিদ্ধ হওয়া	৪৫৫
যার জন্য সাওয়াল করা হালাল	৪৬০
সাওয়াল ও লালসা ব্যতীত দান গ্রহণ বৈধ	৪৬১
পার্থিব সম্পদের প্রতি লোভ করা অপসন্দনীয়	৪৬৩
অল্পে তুষ্টির ফযীলত	৪৬৫
পার্থিব জাঁকজমক ও প্রাচুর্যে প্রতারিত হওয়া সম্পর্কে ভীতি প্রদর্শন	৪৬৬
ভিক্ষা থেকে বিরত থাকা, ধৈর্যধারণ ও অল্পে তুষ্ট থাকার ফযীলত এবং এগুলোর প্রতি উৎসাহ দান	৪৬৮
ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করা উদ্দেশ্য, তাকে এবং ঐ ব্যক্তি, যাকে দান না করলে ঈমান থেকে ফিরে যাবার আশংকা রয়েছে, তাদের দান করা এবং মূর্খতার কারণে কঠোরতার সাথে সাওয়াল করলে তা সহ্য করা, আর খারিজীদের বর্ণনা ও তাদের বিধান	৪৬৯
খারিজীদেরকে হত্যা করতে উৎসাহ দান	৪৮৭
রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং তাঁর বংশধরদের জন্য যাকাত গ্রহণ করা অবৈধ; তাঁর বংশধর হল, বনী হাশিম এবং বনী মুত্তালিব গোত্রের লোকজন, অন্য কেউ নয়	৪৯৩
নবী ﷺ, বনী হাশিম এবং বনী মুত্তালিবের জন্য হাদিয়া গ্রহণ করা বৈধ; যদিও হাদিয়াদাতা তার মালিক হয়েছে সদকা হিসাবে	৪৯৭
যাকাতদাতার জন্য দু'আ করা	৪৯৯
যাকাত উসূলকারীকে সন্তুষ্ট করা, যতক্ষণ না সে হারাম বস্তু যাঞ্চা করে	৫০০

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ভূমিকা

যাবতীয় প্রশংসা বিশ্বজাহানের প্রতিপালক আল্লাহ তা'আলার জন্য। সালাত ও সালাম তাঁর প্রিয় হাবীব মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উপর।

হাদীস মুসলিম মিল্লাতের এক অমূল্য সম্পদ, ইসলামী শরী'আতের অপরিহার্য উৎস এবং ইসলামী জীবন বিধানের অন্যতম মূল ভিত্তি। কুরআন মজীদ যেখানে ইসলামী জীবন ব্যবস্থার মৌলনীতি পেশ করে, হাদীস সেখানে এই মৌলনীতির বিস্তারিত বিশ্লেষণ ও তা বাস্তবায়নের কার্যকর পন্থা বলে দেয়। কুরআন ইসলামের প্রদীপ-স্তম্ভ, হাদীস তার বিচ্ছুরিত আলো। ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানে কুরআন যেন হৃৎপিন্ড, আর হাদীস এই হৃৎপিন্ডের সাথে সংযুক্ত ধমনী, জ্ঞানের বিশাল ক্ষেত্রে এই ধমনী প্রতিনিয়ত তাজা তপ্ত শোণিতধারা প্রবাহিত করে এর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে অব্যাহতভাবে সতেজ ও সক্রিয় রাখে। হাদীস একদিকে যেমন কুরআনুল আযীমের নির্ভুল ব্যাখ্যা দান করে, অনুরূপভাবে তা পেশ করে কুরআনের ধারক ও বাহক মহানবী ﷺ-এর পবিত্র জীবন-চরিত্র, কর্মনীতি ও আদর্শ এবং তাঁর কথা ও কাজ, হিদায়াত ও উপদেশের বিস্তারিত বিবরণ। এজন্যই ইসলামী জীবন-বিধানে কুরআনে হাকীমের পরপরই হাদীসের স্থান।

আল্লাহ তা'আলা জিবরাঈল আমীনের মাধ্যমে মহানবী ﷺ-এর উপর যে ওহী নাযিল করেন তাই হচ্ছে হাদীসের মূল উৎস। ওহী অর্থ -"ইশারা করা, গোপনে অপরের সাথে কথা বলা, অপরের অজ্ঞাতসারে কাউকে কিছু জানিয়ে দেয়া"--(উমদাতুলকারী, ১ম খ. পৃ. ১৪)। ওহীলব্ধ জ্ঞান দুই প্রকার। প্রথম প্রকার মৌল জ্ঞান-যা প্রত্যক্ষ ওহীর (وحى متلوء) মাধ্যমে প্রাপ্ত যার নাম 'কিতাবুল্লাহ' বা 'আল-কুরআন'। এর ভাব ও ভাষা উভয়ই আল্লাহর, রাসূলুল্লাহ ﷺ তা হুবহু আল্লাহর ভাষায় প্রকাশ করেছেন। দ্বিতীয় প্রকারের জ্ঞান-যা প্রথম প্রকারের জ্ঞানের ভাষ্য এবং যা পরোক্ষ ওহী (وحى غير متلوء) মাধ্যমে প্রাপ্ত; এর নাম 'সুন্নাহ' বা 'আল-হাদীস; এর ভাব আল্লাহর, কিন্তু নবী ﷺ তা নিজের ভাষায়, নিজের কথায় এবং নিজের কাজ ও সম্মতির মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন। প্রথম প্রকারের ওহী রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উপর সরাসরি নাযিল হত এবং তাঁর কাছে উপস্থিত লোকেরা তা উপলব্ধি করতে পারত। কিন্তু দ্বিতীয় প্রকারের ওহী তাঁর উপর প্রচ্ছন্নভাবে নাযিল হত এবং অন্যরা তা উপলব্ধি করতে পারত না।

আখেরী নবী ও রাসূল হযরত মুহাম্মদ ﷺ কুরআনের ধারক ও বাহক, কুরআন তাঁর উপরই নাযিল হয়। আল্লাহ তা'আলা তাঁর কিতাবে মানব জাতিকে একটি আদর্শ অনুসরণের ও অনেক বিধি-বিধান পালনের নির্দেশ দিয়েছেন, কিন্তু তা বাস্তবায়নের বিস্তারিত বিবরণ দান করেননি। এর ভার ন্যস্ত করেছেন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উপর। তিনি নিজের কথা-কাজ ও আচার-আচরণের মাধ্যমে কুরআনের আদর্শ ও বিধান বাস্তবায়নের পন্থা ও নিয়ম-কানুন বলে দিয়েছেন। কুরআনকে কেন্দ্র করেই তিনি ইসলামের এ পূর্ণাঙ্গ জীবনাদর্শ ও জীবন বিধান পেশ করেছেন। অন্য কথায়, কুরআন মজীদের শিক্ষা ও নির্দেশসমূহ ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে কার্যকর করার জন্য নবী ﷺ যে পন্থা অবলম্বন করেছেন তাই হচ্ছে হাদীস।

হাদীসও যে ওহীর সূত্রে প্রাপ্ত এবং তা শরী'আতের মৌল বিধান পেশ করে-তার প্রমাণ কুরআন ও মহানবী ﷺ-এর বাণীর মধ্যেই বর্তমান রয়েছে। মহান আল্লাহ তাঁর প্রিয় নবী সম্পর্কে বলেন :

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى. اِنْ هُوَ اِلاَّ وَحْيٌ يُّوْحٰى.

"তিনি (নবী ﷺ) নিজের ইচ্ছামত কোন কথা বলেন না, যা কিছু বলেন-তা সবই আল্লাহর ওহী।" (সূরা নাজম : ৩-৪)

وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْاَقَاوِيْلِ لَاَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِيْنِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِيْنَ.

"তিনি (নবী) যদি নিজে রচনা করে কোন কথা আমাদের নামে চালিয়ে দিতেন, তবে আমরা তার ডান হাত ধরে ফেলতাম এবং তার কণ্ঠনালী ছিন্ন করে ফেলতাম।" (সূরা আল-হাক্কাহ : ৪৪-৪৬)

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : "রুহুল কুদুস (জিবরাঈল) আমার মানসপটে এ কথা ফুঁকে দিলেন, নির্ধারিত পরিমাণ রিযিক পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ না করা পর্যন্ত এবং নির্দিষ্ট আয়ুষ্কাল শেষ হওয়ার পূর্বে কোন প্রাণীই মরতে পারে না।" (বায়হাকী শারহুস সুন্নাহ)। "আমার নিকট জিবরাঈল এলেন এবং আমার সাহাবীগণকে উচ্চস্বরে তাকবীর ও তাহলীল বলতে আদেশ করার জন্য আমাকে নির্দেশ দিলেন।"(নাইলুল আওতার ৫ম খ.পৃ. ৫৩) "জেনে রাখ! আমাকে কুরআন দেয়া হয়েছে এবং তার সাথে দেয়া হয়েছে এর অনুরূপ আরও একটি জিনিস। "(আবূ দাউদ, ইব্‌ন মাজাহ, দারিমী)। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আনুগত্য করার জন্য আল্লাহ পাক আমাদেরকে নিম্নোক্ত ভাষায় নির্দেশ দিয়েছেন :

وَمَا اٰتَاكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهٰكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا.

"রাসূল তোমাদের যা কিছু দেন তা গ্রহণ কর এবং যা করতে নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাকা" (সূরা হাশর ঃ ৭)।

হাদীস অধ্যয়নের উদ্দেশ্য সম্পর্কে আল্লামা বদরুদ্দীন আল-আয়নী (র) লিখেছেন, "দুনিয়া ও আখিরাতের পরম কল্যাণ লাভই হচ্ছে হাদীস অধ্যায়নের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য। আল্লামা কিরমানী (র) লিখেছেন, "কুরআনের পর সকল প্রকার জ্ঞানের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ, সর্বোত্তম এবং তথ্য ও তত্ত্ব সমৃদ্ধ সম্পদ হচ্ছে ইল্‌মে হাদীস। কারণ এই জ্ঞানের সাহায্যেই আল্লাহর কালামের লক্ষ্য ও তাৎপর্য জানা যায় এবং তাঁর হুকুম—আহকামের উদ্দেশ্য অনুধারন করা যায়।"

হাদীসের পরিচয়

শাব্দিক অর্থে হাদীস (حَدِيْثٌ) কথা; এর বিপরীত বিষয় প্রাচীন ও পুরাতন। এর অর্থে যেসব কথা-কাজ ও বস্তু পূর্বে ছিল না, এখন অস্তিত্ব লাভ করেছে, তাই হাদীস। ফকীহগণের পরিভাষায় মহানবী ﷺ আল্লাহর মনোনীত রাসূল হিসাবে যা কিছু বলেছেন, যা কিছু করেছেন এবং যা কিছু বলার বা করার অনুমতি দিয়েছেন অথবা সমর্থন জানিয়েছেন, তাকে হাদীস বলে। কিন্তু মুহাদ্দিসগণ এর সঙ্গে রাসূলুল্লাহ ﷺ সম্পর্কিত বর্ণনা ও তাঁর গুণাবলী সম্পর্কিত বিবরণকেও হাদীসের অন্তর্ভুক্ত করেন। এ হিসাবে হাদীসকে প্রাথমিক পর্যায়ে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায় ঃ কাওলী হাদীস, ফে'লী হাদীস ও তাকরীরী হাদীস।

প্রথমত, কোন বিষয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ যা বলেছেন, অর্থাৎ যে হাদীস তাঁর কোন কথা উধৃত হয়েছে, তাকে কাওলী (কথামূলক) হাদীস বলে। দ্বিতীয়ত, মহানবী ﷺ-এর কাজকর্ম, চরিত্র ও আচার-আচরণের ভেতর দিয়েই ইসলামের যাবতীয় বিধি-বিধান ও রীতিনীতি পরিস্ফুট হয়েছ। অতএব যে হাদীসে তাঁর কোন কাজের বিবরণ উল্লেখিত হয়েছে, তাকে ফে'লী (কর্মমূলক) হাদীস বলে। তৃতীয়ত, সাহাবীগণের যেসব কথা ও কাজ মহানবী ﷺ-এর অনুমোদন ও সমর্থনপ্রাপ্ত হয়েছে, সে ধরনের কোন কথা বা কাজের বিবরণ হতেও শরী'আতের দৃষ্টিভঙ্গি জানা যায়। অতএব যে হাদীসে এ ধরনের কোন ঘটনার বা কাজের উল্লেখ পাওয়া যায়, তাকে তাকরীরী (সমর্থনমূলক) হাদীস বলে।

হাদীসের অপর নাম সুন্নাত (سنة)। সুন্নাত শব্দের অর্থ চলার পথ, কর্মের নীতি ও পদ্ধতি। যে পন্থা ও রীতি মহানবী ﷺ অবলম্বন করতেন তাই সুন্নাতুন নবী। অন্য কথায় রাসূলুল্লাহ ﷺ কর্তৃক প্রচারিত যে উচ্চতম আদর্শ, তাই সুন্নাত। কুরআন মজীদে মহোত্তম আদর্শ (اسوة حسنة) বলতে এই সুন্নাতকেই বুঝানো হয়েছে। (ফিক্হশাস্ত্রে সুন্নাত বলতে ফরয ও ওয়াজিব ব্যতীত ইবাদতরূপে যা করা হয়, তা বুঝায়। যেমন সুন্নাত সালাত)। হাদীসকে আরবী ভাষায় খবর (خبر)-ও বলা হয়। তবে খবর শব্দটি দ্বারা যুগপৎভাবে হাদীস ও ইতিহাস উভয়টিই বুঝায়।

আছার (اثار) শব্দটিও কখনও কখনও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাদীস নির্দেশ করে। কিন্তু অনেকেই হাদীস ও আছার-এর মধ্যে কিছু পার্থক্য করে থাকেন। তাঁদের মতে সাহাবীদের থেকে শরী'আত সম্পর্কে যা কিছু উদ্ধৃত হয়েছে, তাকে আছার বলে। তবে এ ব্যাপারে সবাই একমত যে, শরী'আত সম্পর্কে সাহাবীদের নিজস্বভাবে কোন বিধান দেয়ার প্রশ্নই উঠে না। কাজেই এ ব্যাপারে তাঁদের উদ্ধৃতিসমূহ মূলত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উদ্ধৃতি। কিন্তু কোন কারণে শুরুতে তাঁরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নাম উল্লেখ করেননি। উসূলে হাদীসের পরিভাষায় এসব আছারকে বলা হয় 'মাওকূফ হাদীস।'

ইল্‌মে হাদীসের কতিপয় পরিভাষা

সাহাবী : যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহচর্য লাভ করেছেন, তা তাঁকে দেখেছেন ও তাঁর একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন, অথবা জীবনে একবার তাঁকে দেখেছেন এবং ঈমানের সাথে মৃত্যুবরণ করেছেন, তাঁকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবী বলে।

তাবিঈ : যিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কোন সাহাবীর নিকট হাদীস শিক্ষা করেছেন অথবা অন্ততপক্ষে তাঁকে দেখেছেন এবং মুসলমান হিসেবে মৃত্যুবরণ করেছেন, তাঁকে তাবিঈ বলে।

মুহাদ্দিস : যে ব্যক্তি হাদীস চর্চা করেন এবং বহু সংখ্যক হাদীসের সনদ ও মতন সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান রাখেন, তাঁকে মুহাদ্দিস বলে।

শায়খ : হাদীসের শিক্ষাদাতা রাবীকে শায়খ বলে।

শায়খায়ন : সাহাবীগণের মধ্যে আবূ বক্‌র (রা) ও উমর (রা)-কে একত্রে শায়খায়ন বলা হয়। কিন্তু হাদীসশাস্ত্রে ইমাম বুখারী ও মুসলিম (র)-কে এবং ফিক্‌হের পরিভাষায় ইমাম আবূ হানীফা (র) ও আবূ ইউসুফ (র)-কে একত্রে শায়খায়ন বলা হয়।

হাফিয : যিনি সনদ ও মতনের সমস্ত বৃত্তান্তসহ একলাখ হাদীস আয়ত্ত করেছেন, তাকে হাফিয বলে।

হুজ্জাত : একইভাবে যিনি তিনলক্ষ হাদীস আয়ত্ত করেছেন তাঁকে হুজ্জাত বলে।

হাকিম : যিনি সমস্ত হাদীস আয়ত্ত করেছেন, তাকে হাকিম বলে।

রাবী : যিনি হাদীস বর্ণনা করেন তাকে রাবী বা বর্ণনাকারী বলে।

রিজাল : হাদীসের রাবী সমষ্টিকে রিজাল বলে। যে শাস্ত্রে রাবীগণের জীবনী বর্ণনা করা হয়েছে তাকে আসমাউর রিজাল বলে।

রিওয়ায়াত : হাদীস বর্ণনা করাকে রিওয়ায়াত বলে। কখনও কখনও মূল হাদীসকেও রিয়ওয়াত বলা হয়। যেমন, এই কথার সমর্থনে একটি রিওয়ায়াত (হাদীস) আছে।

সনদ : হাদীসের মূল কথাটুকু যে সূত্র পরম্পরায় গ্রন্থ সংকলনকারী পর্যন্ত পৌঁছেছে, তাকে সনদ বলে। এতে হাদীস বর্ণনাকারীগণের নাম একের পর এক সজ্জিত থাকে।

মতন : হাদীসের মূল কথা ও তার শব্দ সমষ্টিকে মতন (متن) বলে।

মারফূ : যে হাদীসের সনদ (বর্ণনা পরম্পরা) রাসূলুল্লাহ ﷺ পর্যন্ত পৌঁছেছে, অর্থাৎ যে সনদের ধারাবাহিকতা রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে হাদীস গ্রন্থ সংকলনকারী পর্যন্ত সুরক্ষিত আছে এবং মাঝখান থেকে কোন রাবীর নাম বাদ পড়েনি তাকে মারফূ হাদীস বলে।

মাওকূফ : যে হাদীসের বর্ণনা সূত্র ঊর্ধ্বদিকে সাহাবী পর্যন্ত পৌঁছেছে, অর্থাৎ যে সনদ সূত্রে কোন সাহাবীর কথা বা কাজ বা অনুমোদন বর্ণিত হয়েছে-তাকে মাওকূফ হাদীস বলে। এর অপর নাম আছার।

মাকতূ : যে হাদীসের সনদ কোন তাবিঈ পর্যন্ত পৌঁছেছে, তাকে মাকতূ হাদীস বলে।

তা'লীক : কোন কোন গ্রন্থকার কোন হাদীসের পূর্ণ সনদকে বাদ দিয়ে কেবল মূল হাদীসটিকেই বর্ণনা করেছেন। এরূপ করাকে তা'লীক বলে। কখনো কখনো তা'লীকরূপে বর্ণিত হাদীসকেও তা'লীক বলে। ইমাম বুখারী (র) এর সহীহ-এ এরূপ বহু তা'লীক রয়েছে। কিন্তু অনুসন্ধানে দেখা গিয়েছে যে, বুখারীর সমস্ত তা'লীকেরই মুত্তাসিল সনদ রয়েছে। অপর সংকলনকারীগণ এই সমস্ত তা'লীক মুত্তাসিল সনদে বর্ণনা করেছেন।

মুদাল্লাস : যে হাদীসের রাবী নিজের প্রকৃত শায়খের (উস্তাদের) নাম উল্লেখ না করে তার উপরস্থ শায়খের নামে এভাবে হাদীস বর্ণনা করেছেন যাতে মনে হয় যে, তিনি নিজেই উপরস্থ শায়খের নিকট তা শুনেছেন; অথচ তিনি তার নিকট সেই হাদীস শুনেন নাই, সে হাদীসকে হাদীসে মুদাল্লাস বলে এবং এরূপ করাকে 'তাদলসি' বলে। আর যিনি এই রূপ করেন তাকে মুদাল্লিস বলে। মুদাল্লিসের হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়—যে পর্যন্ত না একথা নিশ্চিতরূপে জানা যায় যে, যিনি একমাত্র ছিকাহ রাবী থেকেই তাদলসি করেন অথবা তিনি আপন শায়খের নিকট শুনেছেন বলে পরিস্কারভাবে বলে দেন।

মুযতারাব : যে হাদীসের রাবী হাদীসের মতন বা সনদকে বিভিন্ন প্রকারে গোলমাল করে বর্ণনা করেন-সে হাদীসকে হাদীসে মুযতারাব বলে। যে পর্যন্ত না এর কোনরূপ সমন্বয় সাধন সম্ভবপর হয়, সে পর্যন্ত এই সম্পর্কে তাওয়াক্কুফ (অপেক্ষা) করতে হবে। অর্থাৎ এ ধরনের রিওয়ায়াত প্রমাণ হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না।

মুদরাজ : যে হাদীসের মধ্যে রাবী নিজের অথবা অপরের উক্তিকে প্রক্ষেপ করেছেন, সে হাদীসকে মুদরাজ (প্রক্ষিপ্ত) বলে এবং এইরূপ করাকে ইদরাজ বলে। ইদ্‌রাজ হারাম, অবশ্য যদি এদ্বারা কোন শব্দ বা বাক্যের অর্থ প্রকাশ হয় এবং একে মুদরাজ বলে সহজে বুঝা যায়, তবে দুষনীয় নয়।

মুত্তাসিল : যে হাদীসের সনদের ধারাবাহিকতা উপর থেকে নিচ পর্যন্ত পূর্ণরূপে রক্ষিত আছে, কোন স্তরেই কোন রাবীর নাম বাদ পড়েনি, তাকে মুত্তাসিল হাদীস বলে।

মুনকাতি : যে হাদীসের সনদের ধারাবাহিকতা রক্ষিত হয়নি, মাঝখানের কোন এক স্তরে কোন রাবীর নাম বাদ পড়েছে, তাকে মুনকাতি হাদীস বলে। আর এই বাদ পড়াকে বলে ইনকিতা।

মুরসাল : যে হাদীসের ইনকিতা শেষের দিকে হয়েছে, অর্থাৎ সাহাবীর নাম বাদ পড়েছে এবং তাবিঈ সরাসরি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামোল্লেখ করে হাদীস বর্ণনা করেছেন তাকে মুরসাল হাদীস বলে।

মুতাবি' ও শাহিদ : এক রাবীর হাদীসের অনুরূপ যদি অপর রাবীর কোন হাদীস পাওয়া যায়, তবে দ্বিতীয় রাবীর হাদীসটিকে প্রথম রাবীর হাদীসটির মুতাবি' বলে। যদি উভয় হাদীসের মূল রাবী (অর্থাৎ সাহাবী) একই ব্যক্তি হন। আর এরূপ হওয়াকে মুতাবাআত বলে। যদি মূল রাবী একই ব্যক্তি না হন তবে দ্বিতীয় ব্যক্তির হাদীসটিকে শাহিদ বলে। আর এইরূপ হওয়াকে শাহাদত বলে। মুতাবা'আত ও শাহাদতদ্বারা প্রথম হাদীসটির শক্তি বা প্রমাণ্যতা বৃদ্ধি পায়।

মুআল্লাক : সনদের ইনকিতা প্রথমদিকে হলে, অর্থাৎ সাহাবীর পর এক বা একাধিক রাবীর নাম বাদ পড়লে তাকে মুআল্লাক হাদীস বলে।

মারূফ ও মুনকার : কোন দুর্বল রাবীর বর্ণিত হাদীস অপর কোন দুর্বল রাবীর বর্ণিত হাদীসের বিরোধী হলে অপেক্ষাকৃত কম দুর্বল রাবীর হাদীসকে মারূফ বলে এবং অপর রাবীর হাদীসটিকে মুনকার বলে। মুনকার হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়।

সহীহ : যে মুত্তাসিল হাদীসের সনদে উল্লেখিত প্রত্যেক রাবীই পূর্ণ আদালত ও যাবত গুণসম্পন্ন এবং হাদীসটি যাবতীয় দোষত্রুটিমুক্ত, তাকে সহীহ হাদীস বলে।

হাসান : যে হাদীসের কোন রাবীর যাব্‌ত গুণে পরিপূর্ণতার অভাব রয়েছে, তাকে হাসান হাদীস বলে। ফিকহবিদগণ সাধারণত সহীহ ও হাসান হাদীসের ভিত্তিতে আইন প্রণয়ন করেন।

যঈফ : যে হাদীসের কোন রাবী হাসান হাদীসের রাবীর গুণসম্পন্ন নন, তাকে যঈফ হাদীস বলে। রাবীর দুর্বলতার কারণেই হাদীসটিকে দুর্বল বলা হয়; অন্যথায় (নাউযুবিল্লাহ) মহানবী ﷺ-এর কোন কথাই যঈফ নয়।

মাওযূ' : যে হাদীসের রাবী জীবনে কখনও ইচ্ছাকৃতভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামে মিথ্যা কথা রচনা করেছে বলে প্রমাণিত হয়েছে, তার বর্ণিত হাদীসকে মাওযূ' হাদীস বলে। এরূপ ব্যক্তির বর্ণিত হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়।

মাতরূক : যে হাদীসের রাবী হাদীসের ক্ষেত্রে নয়; বরং সাধারণ কাজেকর্মে মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করে বলে খ্যাত, তার বর্ণিত হাদীসকে মাতরূক হাদীস বলে। এরূপ ব্যক্তির বর্ণিত হাদীসও পরিত্যাজ্য।

মুবহাম : যে হাদীসের রাবীর উত্তমরূপে পরিচয় পাওয়া যায়নি—যার ভিত্তিতে তার দোষগুণ বিচার করা যেতে পারে, এরূপ রাবীর বর্ণিত হাদীসকে মুবহাম হাদীস বলে। এই ব্যক্তি সাহাবী না হলে তার হাদীসও গ্রহণযোগ্য নয়।

মুতাওয়াতির : যে সহীহ হাদীস প্রত্যেক যুগে এত অধিক লোক রিওয়ায়াত করেছেন, যাদের পক্ষে মিথ্যার জন্য দলবদ্ধ হওয়া সাধারণত অসম্ভব-তাকে মুতাওয়াতির হাদীস বলে। এই ধরণের হাদীস দ্বারা নিশ্চিত জ্ঞান (علم اليقين) লাভ হয়।

খবরে ওয়াহিদ : প্রত্যেক যুগে এক, দুই অথবা তিনজন রাবীকর্তৃক বর্ণিত হাদীসকে খবরে ওয়াহিদ বা আখবারুল আহাদ বলে। এই হাদীস তিন প্রকার :

মাশহূর : যে সহীহ হাদীস প্রত্যেক যুগে অন্ততপক্ষে তিনজন রাবী বর্ণনা করেছেন, তাকে মাশহূর হাদীস বলে।

আযীয : যে সহীহ হাদীস প্রত্যেক যুগে অন্তত দুইজন রাবী বর্ণনা করেছেন, তাকে আযীয বলে।

গরীব : যে সহীহ হাদীস কোন যুগে একজন মাত্র রাবী বর্ণনা করেছেন, তাকে গরীব (متلوء) হাদীস বলে।

হাদীসে কুদ্‌সী : এ ধরণের হাদীসের মূল কথা সরাসরি আল্লাহর নিকট থেকে প্রাপ্ত এবং আল্লাহর সাথে সম্পর্কিত করে। যেমন : আল্লাহ তাঁর নবী ﷺ-কে ইলহাম, কিংবা স্বপ্নযোগে অথবা জিবরীল (আ)-এর মাধ্যমে তা জানিয়ে দিয়েছেন; মহানবী ﷺ তা নিজ ভাষায় বর্ণনা করেছেন। হাদীসে কুদসীকে ইলাহী বা রব্বানী ও বলা হয়।

মুত্তাফাক আলায়হ : যে হাদীস একই সাহাবী থেকে ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম উভয়ে গ্রহণ করেছেন, তাকে মুত্তাফাক আলায়হ্ হাদীস বলে।

আদালাত : যে সুদৃঢ় শক্তি মানুষকে তাকওয়া শিষ্টাচার অবলম্বনে এবং মিথ্যা আচরণ থেকে বিরত থাকতে উদ্ধুদ্ধ করে, তাকে আদালাত বলে। এখানে তাকওয়া বলতে অশোভনীয় ও অভদ্রোচিত কাজ থেকে বিরত থাকা যেমন হাট-বাজারে বা প্রকাশ্যে পানাহার করা বা রাস্তা-ঘাটে পেশাব-পায়খানা করা ইত্যাদি থেকে বিরত থাকা বুঝায়। এসব গুণে গুণান্বিত ব্যক্তিকে আদিল বলে।

যাব্‌ত : যে স্মৃতিশক্তিদ্বারা মানুষ শ্রুত বা লিখিত বিষয়কে বিস্মৃতি বা বিনাশ থেকে রক্ষা করতে সক্ষম হয় এবং যখন ইচ্ছা তা সঠিকভাবে স্মরণ করতে পারে, তাকে যাব্‌ত বলে।

সিকাহ : যে রাবীর মধ্যে আদালাত ও যাব্‌ত, উভয় গুণপূর্ণভাবে বিদ্যমান, তাকে সিকাহ, সাবিত বা সাবাত বলে।

হাদীস গ্রন্থসমূহের শ্রেণী বিভাগ

হাদীস গ্রন্থ প্রণয়নের বিভিন্ন ধরন ও পদ্ধতি রয়েছে। এসব গ্রন্থের নামও বিভিন্ন ধরনের। নিম্নে এর কতিপয় প্রসিদ্ধ পদ্ধতির নাম উল্লেখ করা হল :

১. **আল-জামি :** যে সব হাদীস গ্রন্থে আকীদা-বিশ্বাস, আহ্‌কাম—শরীআতের আদেশ নিষেধ), আখলাক ও আদব, দয়া, সহানুভূতি, পানাহারের আদব, সফর ও কোন স্থানে অবস্থান, কুরআনের তাফসীর, ইতিহাস, যুদ্ধ ও সন্ধি, শত্রুদের মোকাবিলায় মুজাহিদ বাহিনী প্রেরণ, বিশৃংখলা -বিপর্যয়, রিকাক, প্রশংসা ও মর্যাদার বর্ণনা ইত্যাদি সকল প্রকারের হাদীস বিভিন্ন অধ্যায়ে সন্নিবেশিত হয়, তাকে আল-জামি (الجامع) বলা হয়। সহীহ বুখারী ও জামি তিরমিযী এর অন্তর্ভুক্ত। সহীহ মুসলিমে যেহেতু তাফসীর ও কিরাআত সংক্রান্ত হাদীস খুবই কম, তাই কোন কোন হাদীস বিশারদের মতে তা জাতি শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত নয়।

২. **আস-সুনান :** যেসব হাদীস গ্রন্থে কেবলমাত্র শরীআতের হুকুম-আহকাম ও ব্যবহারিক জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় নিয়মনীতি ও আদেশ-নিষেধমূলক হাদীস একত্র করা হয় এবং ফিকহের গ্রন্থের ন্যায় বিভিন্ন অধ্যায়-অনুচ্ছেদে সজ্জিত হয়, তাকে সুনান (السنن) বলে। যেমন সুনান আবূ দাউদ, সুনান নাসাঈ, সুনান ইব্‌ন মাজাহ ইত্যাদি। তিরমিযী শরীফও এ হিসাবে সুনান গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত।

৩. **আল মুসনাদ :** যেসব হাদীস গ্রন্থে সাহাবীদের থেকে বর্ণিত হাদীসসমূহ তাঁদের নামের আদ্যাক্ষর অনুযায়ী পরপর সংকলিত হয়, ফিক্‌হের পদ্ধতিতে সংকলিত হয় না, তাকে আল-মুসনাদ (المسند) বা আল-মাসানীদ (المسانيد) বলে। যেমন হযরত আয়েশা (রা) কর্তক বর্ণিত সমস্ত হাদীস তাঁর নামের শিরোনামের অধীনে একত্র করা হয়। যেমন ইমাম আহমদ (র)-এর আল-মুসনাদ গ্রন্থ, মুসনাদে আবূ দাউদ তায়ালিসী ইত্যাদি।

৪. **আল মু'জাম :** যে হাদীস গ্রন্থে মুসনাদ গ্রন্থের পদ্ধতিতে এক একজন উস্তাদের নিকট থেকে প্রাপ্ত হাদীসসমূহ পর্যায়ক্রমে একত্রে সন্নিবেশ করা হয়, তাকে আল-মু'জাম (المعجم) বলে। যেমন ইমাম তাবারানী সংকলিত আল-ম'জামুল কাবীর।

৫. **আল-মুস্তাদরাক :** যেসব হাদীস বিশেষ কোন হাদীস গ্রন্থে শামিল করা হয়নি অথচ তা সংশ্লিষ্ট গ্রন্থকারের অনুসৃত শর্তে পূর্ণমাত্রায় উত্তীর্ণ হয় -সেই সব হাদীস যে গ্রন্থে সন্নিবেশ করা হয় তাকে আল-মুসতাদরাক (المستدرك) বলে। যেমন ইমাম হাকিম নিশাপুরীর আল-মুসতাদরাক গ্রন্থ।

৬. **রিসালা :** যে ক্ষুদ্র কিতাবে মাত্র এক বিষয়ের হাদীসসমূহ একত্র করা হয়েছে, তাকে রিসালা (رسالة) বা জুয (جزء) বলে।

সিহাহ সিত্তা : বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, আবূ দাউদ, নাসাঈ ও ইব্ন মাজাহ—এই ছয়টি গ্রন্থকে একত্রে সিহাহ সিত্তাহ (الصحاح الستة) বলা হয়। কিন্তু কতিপয় বিশিষ্ট আলিম ইব্ন মাজারহ পরিবর্তে ইমাম মালিক (র)-এর মুওয়াত্তাকে, আর কতকে সুনানুদ- দারিমীকে সিহাহ সিত্তাহর অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

সাহীহায়ন : সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমকে একত্রে সহীহায়ন (صحيحين) বলে।

সুনানে আরবাআ : সিহাহ সিত্তার অপর চারটি গ্রন্থ—আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ ও ইব্ন মাজাহেক একত্রে সুনানে আরবাআ (السنن الاربعة) বলে।

হাদীসের কিতাবসমূহের স্তর বিভাগ

হাদীসের কিতাবসমূহকে মোটামুটিভাবে পাঁচটি স্তর বা তাবাকায় ভাগ করা হয়েছে। শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবী (র)-ও তাঁর 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা' নামক কিতাবে এরূপ পাঁচ স্তরে ভাগ করেছেন।

প্রথম স্তর

এ স্তরের কিতাবসমূহে কেবল সহীহ হাদীসই রয়েছে। এ স্তরের কিতাব মাত্র তিনটি; 'মুয়াত্তা ইমাম মালিক', 'বুখারী শরীফ' ও 'মুসলিম শরীফ'। সকল হাদীস বিশেষজ্ঞ এ বিষয়ে একমত যে, এ তিনটি কিতাবের সমস্ত হাদীসই নিশ্চিতরূপে সহীহ।

দ্বিতীয় স্তর

এ স্তরের কিতাবসমূহ প্রথম স্তরের খুব কাছাকাছি। এ স্তরের কিতাবে সাধারণত সহীহ ও হাসান হাদীসই রয়েছে। যঈফ হাদীস এতে খুব কমই আছে। নাসাঈ শরীফ, আবূ দাঊদ শরীফ ও তিরমিযী শরীফ এ স্তরেরই কিতাব। সুনান দারিমী, সুনান ইব্ন মাজাহ এবং শাহ ওয়ালী উল্লাহ (র)-এর মতে মুসনাদ ইমাম আহমদকেও এ স্তরে শামিল করা যেতে পারে। এই দুই স্তরের কিতাবের উপরই সকল মাযহাবের ফকীহগণ নির্ভর করে থাকেন।

তৃতীয় স্তর

এ স্তরের কিতাবে সহীহ, হাসান, যঈফ, মারূফ ও মুনকার সকল রকমের হাদীসই রয়েছে। মুসনাদ আবী ইয়ালা, মুসনাদ আবদুর রায্যাক, বায়হাকী, তাহাবী ও তাবারানী (র)-এর কিতাবসমূহ এ স্তরেরই অন্তর্ভুক্ত।

বিশেষজ্ঞগণের বাছাই ব্যতীত এ সকল কিতাবের হাদীস গ্রহণ করা যেতে পারে না।

চতুর্থ স্তর

এ স্তরের কিতাবসমূহে সাধারণত : যঈফ, গ্রহণের অযোগ্য হাদীসই রয়েছে। ইব্‌ন হিব্বানের কিতাববুয-যুআফা, ইব্‌ন আছীরের কামিল ও খাতীব বাগদাদী, আবূ নু'আয়েমের কিতাবসমূহ এই স্তরের কিতাব।

পঞ্চম স্তর

উপরিউক্ত স্তরে যে সকল কিতাবের স্থান হয় নাই, সে সকল কিতাবই এ স্তরের কিতাব।

সহীহায়নের বাইরেও সহীহ্ হাদীস রয়েছে :

বুখারী ও মুসলিম শরীফ হাদীসের সহীহ কিতাব। কিন্তু সমস্ত সহীহ হাদীসই যে বুখারী ও মুসলিমে রয়েছে তা নয়। ইমাম বুখারী (র) বলেছেন :

"আমি আমার এ কিতাবে সহীহ ব্যতীত কোন হাদীসকে স্থান দেই নাই এবং বহু সহীহ হাদীসকে আমি বাদও দিয়েছি।"

এইরূপে ইমাম মুসলিম বলেন :

"আমি আমার এ কিতাবে যে সকল হাদীস সংকলন করেছি তা সমস্তই সহীহ্, কিন্তু আমি এ কথা বলি না যে এর বাইরে যে সকল হাদীস রয়েছে সেগুলি সমস্তই যঈফ।"

সুতরাং এই দুই কিতাবের বাইরেও সহীহ হাদীস ও সহীহ কিতাব রয়েছে। শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিস দেহলবীর মতে 'সিহাহ সিত্তাহ' ' মুআত্তা ইমাম মালিক' ও 'সুনান দারিমী ব্যতীত নিম্নোক্ত কিতাবসমূহও সহীহ (যদিও বুখারী ও মুসলিমের পর্যায়ের নয়)।

১. সহীহ ইব্‌ন খুযায়মা— আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক (৩১১ হি.)

২.সহীহ ইব্‌ন হিব্বান—আবূ হাতিম মুহাম্মাদ ইব্‌ন হিব্বান (৩৫৪ হি.)

৩. আল মুস্তাদরাক হাকিম—আবূ আবদুল্লাহ নিশারপুরী (৪০২) হি.)

৪. আল- মুখতারা যিয়াউদ্দিন—আল-মাকদিসী (৭৪৩ হি.)

৫. সহীহ আবূ আওয়ানা—ইয়াকূব ইব্‌ন ইসহাক (৩১১ হি.)

৬. আল মুনতাকা—ইবনুল জারূদ আবদুল্লাহ ইব্‌ন আলী।

এতদ্ব্যতীত মুহাম্মদ ইব্‌ন মুহাম্মদ রাজা সিনধী (২৮৬ হি.) এবং ইব্‌ন হাযম যিহিরীর (৪৫৬ হি.) ও এক-একটি সহীহ কিতাব রয়েছে বলে কোন কোন কিতাবে উল্লেখ দেখা যায়। কিন্তু পরবর্তী মুহাদ্দিসগণ এগুলিকে সহীহ বলে গ্রহণ করেছেন কি না, বা এগুলির পাণ্ডুলিপি বিদ্যমান আছে কিনা তা জানা যায় নাই।

হাদীসের সংখ্যা

হাদীসের মুল কিতাবসমূহের মধ্যে ইমাম আহমদ ইব্‌ন হাম্বলের 'মুসনাদ' একটি বৃহৎ কিতাব। এতে সাতশত সাহাবী কর্তৃক বর্ণিত পুনরুল্লেখ (তাকরার)[১]-সহ মোট ৪০ হাজার এবং তাকরার বাদ ৩০ হাজার হাদীস রয়েছে। শায়খ আলী মুত্তাকী জৌনপুরীর 'মুনতাখাব কানযিল উম্মাল'-এ ৩০ হাজার এবং মূল কানযুল উম্মাল-এ (তাকরার বাদে) মোট ৩২ হাজার হাদীস রয়েছে। অথচ এই কিতাব বহু মূল কিতাবের সমষ্টি। একমাত্র হাসান ইব্‌ন আহমদ সমরকান্দীর 'বাহরুল আসানীদ' কিতাবেই এক লক্ষ হাদীস রয়েছে বলে বর্ণিত আছে। মোট হাদীসের সংখ্যা

১. এক কথাকে পুনঃ পুনঃ বলাকেই 'তাকরার' বলে। আমাদের মুহাদ্দিসগণ নানা কারণে এক হাদীসকে বিভিন্ন অধ্যায়ে অনেক বার বর্ণনা করেছেন।

সাহাবা ও তাবেঈনের আছার সহ সর্বমোট একলক্ষের অধিক নয় বলে মনে হয়। এর মধ্যে সহীহ হাদীসের সংখ্যা আরো অনেক কম। হাকিম আবূ আবদুল্লাহ নিশাপুরীর মতে প্রথম শ্রেণীর সহীহ হাদীসের সংখ্যা ১০ হাজারেরও কম। সিহাহ সিত্তাহয় মাত্র পৌণে ছয় হাজার হাদীস রয়েছে। এর মধ্যে ২৩২৬টি হাদীস মুত্তাফাক আলায়হি। তবে যে বলা হয়ে থাকে, হাদীসের বড় বড় ইমামগণের লক্ষ লক্ষ হাদীস জানা ছিল। তার অর্থ এই যে, অধিকাংশ হাদীসের বিভিন্ন সনদ রয়েছে, এমনকি শুধু নিয়ত সম্পর্কীয় (انما الاعمال بالنيات) হাদীসটিরই ৭ শতের মত সনদ রয়েছে (তাদবীন ৫৪ পৃঃ)। অথচ আমাদের মুহাদ্দিসগণ যে হাদীসের যতটি সনদ রয়েছে সেটিকে তত সংখ্যক হাদীস বলে গণ্য করেন।

হাদীস সংকলন ও তার প্রচার

সাহাবায়ে কিরাম (রা) মহানবী ﷺ-এর প্রতিটি কথা মনোযোগ দিয়ে শুনতেন এবং তাঁর প্রতিটি কাজ ও আচরণ সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে লক্ষ্য করতেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সাহাবীগণকে ইসলামের আদর্শ ও এর যাবতীয় নির্দেশ যেমন মেনে চলার হুকুম দিতেন, তেমনি তা স্মরণ রাখতে এবং অনাগত মানব সভ্যতার কাছে পৌঁছে দেয়ারও নির্দেশ দিয়েছেন। হাদীসচর্চাকারীর জন্য তিনি নিম্নোক্ত ভাষায় দু'আ করেছেন :

نَضَّرَ اللّٰهُ امْرًا سَمِعَ مَقَالَتِيْ فَحَفِظَهَا وَوَعَاهَا وَاَدَّاهَا اِلٰى مَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا

"আল্লাহ সেই ব্যক্তিকে সজীব ও আলোকোজ্জ্বল করে রাখুন, যে আমার কথা শুনে স্মৃতিতে ধরে রাখল, তার পূর্ণ হিফাযত করল এবং এমন লোকের কাছে পৌঁছে দিল যে তা শুনতে পায়নি।" (তিরমিযী, ২য়, খ,পৃ. ৯০ উমদাতুল কারী, ২য় খ.পৃ. ৩৫)

মহানবী ﷺ আবদুল কায়স গোত্রের প্রতিনিধিদলকে প্রয়োজনীয় উপদেশ দান করে বললেন : "এই কথাগুলো তোমরা পুরোপুরি স্মরণ রাখবে এবং যারা তোমাদের পেছনে রয়েছে, তাদের কাছে পৌঁছে দেবে।" (বুকারী) তিনি সাহাবীগণকে সম্বোধন করে বলেছেন : "আজ তোমরা (আমার নিকট দীনের কথা) শুনছ, তোমাদের নিকট থেকেও (তা) শোনা হবে এবং তোমাদের নিকট থেকে যারা শুনবে—তাদের থেকে (তা) শোনা হবে।" (মুসতাদরাক হাকিম, ১ম খ, পৃ. ৯৫)। তিনি আরো বলেন : "আমার পরে লোকেরা তোমাদের নিকট হাদীস শুনতে চাইবে। তারা এই উদ্দেশ্যে তোমাদের নিকট এলে তাদের প্রতি সদয় হও এবং তাদের নিকট হাদীস বর্ণনা কর।" (মুসনাদ আহমদ)। তিনি অন্যত্র বলেছেন : "আমার নিকট থেকে একটি বাক্য হলেও তা অন্যের কাছে পৌছে দাও।" (বুখারী)। ৮ম হিজরীতে মক্কা বিজয়ের পরের দিন এবং ১০ম হিজরীতে বিদায় হজ্জের ভাষণে মহানবী বলেন : "উপস্থিত লোকেরা যেন অনুপস্থিতদের নিকট আমার এ কথাগুলো পৌঁছে দেয়।" (বুখারী)

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উল্লেখিত বাণীর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে তাঁর সাহাবীগণ হাদীস সংরক্ষণে উদ্যোগী হন। প্রধানত তিনটি শক্তিশালী সূত্রের মাধ্যমে মহানবী ﷺ-এর হাদীস সংরক্ষিত হয় : (১) উম্মাতের নিয়মিত আমল; (২) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর লিখিত ফরমান, সাহাবীদের নিকট লিখিত আকারে সংরক্ষিত হাদীস ও পুস্তিকা এবং (৩) হাদীস মুখস্থ করে স্মৃতির ভাণ্ডারে সঞ্চিত রাখা, অতঃপর বর্ণনা ও অধ্যাপনার মাধ্যমে লোক-পরম্পরায় তার প্রচার।

তদানীন্তন আরবদের স্মরণশক্তি অসাধারণ প্রখর ছিল। কোন কিছু স্মৃতিতে ধরে রাখার জন্য একবার শ্রবণই তাদের জন্য যথেষ্ট ছিল। স্মরণশক্তির সাহায্যে আরববাসীরা হাজার বছর ধরে তাদের জাতীয় ঐতিহ্যকে সংরক্ষণ

করে আসছিল। হাদীস সংরক্ষণের ক্ষেত্রে প্রাথমিক উপায় হিসাবে এই মাধ্যমটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। মহানবী ﷺ যখনই কোন কথা বলতেন, উপস্থিত সাহাবীগণ পূর্ণ আগ্রহ ও আন্তরিকতা সহকারে তা শুনতেন, অতঃপর মুখস্থ করে নিতেন। তদানিন্তন মুসলিম সমাজে প্রায় এক লাখ লোক রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাণী ও কাজের বিবরণ সংরক্ষণ করেছেন এবং স্মৃতিপটে ধরে রেখেছেন। আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, "আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাদীস মুখস্থ করতাম। এভাবেই তাঁর নিকট থেকে হাদীস মুখস্থ করা হত।" (সহীহ মুসলিম, ভূমিকা, পৃ. ১০)।

উম্মাতের নিরবচ্ছিন্ন আমল, পারস্পরিক পর্যালোচনা, শিক্ষাদান ও অধ্যাপনার মাধ্যমেও হাদীস সংরক্ষিত হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ যে নির্দেশই দিতেন সাহাবীগণ সাথে সাথে তা কার্যে পরিণত করতেন। তাঁরা মসজিদে অথবা কোন নির্দিষ্ট স্থানে একত্র হতেন এবং হাদীস আলোচনা করতেন। আনাস ইব্ন মালিক (রা) বলেন, "আমরা মহানবী ﷺ-এর নিকট হাদীস শুনতাম। তিনি যখন মজলিস থেকে উঠে চলে যেতেন, আমরা শ্রুত হাদীসগুলো পরস্পর পুনরাবৃত্তি ও পর্যালোচনা করতাম। আমাদের এক-একজন করে সব কয়টি হাদীস মুখস্থ শুনিয়ে দিত।" ধরনের প্রায় বৈঠকেই অন্তত ষাট-সত্তরজন লোক উপস্থিত থাকত। বৈঠক থেকে আমরা যখন উঠে যেতাম, তখন আমাদের প্রত্যেকেরই সব কিছু মুখস্থ হয়ে যেত।" (আল-মাজমাউয-যাওয়াইদ, ১ম খ. পৃ. ১৬১)।

আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, "আমি রাতকে তিন অংশে ভাগ করে নিই। এক অংশে ঘুমাই, এক অংশে ইবাদত করি এবং এক অংশে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাদীস অধ্যায়ন করি।" (দারিমী)। মসজিদে নববীকে কেন্দ্র করে স্বয়ং মহানবী ﷺ-এর জীবদ্দশায় যে শিক্ষায়তন গড়ে উঠেছিল, সেখানে একদল বিশিষ্ট সাহাবী (আহলুস সুফ্ফা) সার্বক্ষণিকভাবে কুরআন-হাদীস শিক্ষায় রত থাকতেন।

হাদীস সংরক্ষণের জন্য যথাসময়ে যথেষ্ট পরমাণ লেখনীশক্তিরও সাহায্য নেয়া হয়। প্রাথমিক পর্যায়ে কুরআন মজীদ ব্যতীত সাধারণত অন্য কিছু লিখে রাখা হত না। পরবর্তীকালে হাদীসের বিরাট সম্পদ লিপিবদ্ধ হতে থাকে। "হাদীস মহানবী ﷺ-এর জীবদ্দশায় লিপিবদ্ধ হয়নি, বরং তাঁর ইনতিকালের শতাব্দীকাল পর লিপিবদ্ধ হয়েছে"-বলে যে ভুল ধারণা প্রচলিত আছে তার আদৌ কোন ভিত্তি নাই। অবশ্য একথা ঠিক যে, কুরআনের সঙ্গে হাদীস মিশ্রিত হয়ে মারাত্মক পরিস্থিতির উদ্ভব হতে পারে-কেবল এই আশংকায় ইসলামী দাওয়াতের প্রাথমিক পর্যায়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছিলেন :

لاَتَكْتُبُوْا مِنِّىْ وَمَنْ كَتَبَ عَنِّىْ غَيْرَ الْقُرْاٰنِ فَلْيَمْحُهٗ

"আমার কোন কথাই লিখ না। কুরআন ব্যতীত আমার নিকট থেকে কেউ অন্য কিছু লিখে থাকলে তা যেন মুছে ফেলে।" (মুসলিম)

কিন্তু যেখানে এরূপ বিভ্রান্তির আশংকা ছিল না, মহানবী ﷺ সে সকল ক্ষেত্রে হাদীস লিপিবদ্ধ করে রাখতে বিশেষভাবে উৎসাহিত করেন। আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন, "হে আল্লাহর রসূল! আমি হাদীস বর্ণনা করতে চাই। তাই আমি স্মরণশক্তি ব্যবহারের সাথে সাথে লেখনীরও সাহায্য গ্রহণ করতে ইচ্ছুক—যদি আপনি অনুমতি দেন। তিনি বললেন ঃ আমার হাদীস কণ্ঠস্থ করার সাথে সাথে লিখেও রাখতে পার।" (দারিমী)

আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রা) আরও বলেন, "আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট যা কিছু শুনতাম, মনে রাখার জন্য তা লিখে নিতাম। কতিপয় সাহাবী আমাকে তা লিখে রাখতে নিষেধ করলেন এবং বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-একজন মানুষ, কখনও স্বাভাবিক অবস্থায় আবার কখনও রাগান্বিত অবস্থায় কথা বলেন। এ কথা বলার পর আমি

হাদীস লেখা পরিত্যাগ করলাম। অতঃপর তা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জানালাম। তিনি নিজ হাতের আংগুলের সাহায্যে স্বীয় মুখের দিকে ইংগিত করে বললেন :

اُكْتُبْ فَوَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ مَا يَخْرُجُ مِنْهُ اِلاَّ الْحَقُّ

"তুমি লিখে রাখ। সেই সত্তার কসম, যার হাতে আমার প্রাণ। এই মুখ দিয়ে সত্য ছাড়া অন্য কিছু বের হয় না।" (আবূ দাউদ, মুসনাদ আহমাদ, দারিমী, হাকিম, বায়হাকী)

তার সংকলনের নাম ছিল সহীফায়ে সাদিকা'। এ সম্পর্কে তিনি বলেন, "সাদিকা হাদীসের একটি সংকলন-যা আমি নবী ﷺ-এর নিকট শুনেছি।" (উলূমুল হাদীস, পৃ. ৪৫) ই সংকলনে এক হাজার হাদীস লিপিবদ্ধ ছিল। আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, "এক আনসারী সাহাবী রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে আরয করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি যা কিছু বলেন, আমার কাছে খুবই ভালো লাগে, কিন্তু মনে রাখতে পারি না। মহানবী ﷺ বললেন : اِسْتَعِنْ بِيَمِيْنِكَ وَاَوْمَا بِيَدِهِ اِلَى الْخَطِّ

"তুমি ডান হাতের সাহায্য নাও"-অতঃপর তিনি হাতের ইশারায় লিখে রাখার প্রতি ইঙ্গিত করলেন। (তিরমিযী)

আবূ হুরায়রা (রা) আরো বলেন, "মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ ভাষণ দিলেন—আবূ শাহ-ইয়ামানী (রা) আরয করলেন, হে আল্লাহর রসূল! এ ভাষণ আমাকে লিখিয়ে দিন। নবী ﷺ ভাষণটি তাকে লিখে দেয়ার নির্দেশ দেন।" (বুখারী, তিরমিযী, মুসনাদ আহমাদ)

হাসান ইব্ন মুনাব্বিহ বলেন, "আবূ হুরায়রা (রা) আমাকে বিপুল সংখ্যক কিতাব (পাডুলিপি) দেখালেন। তাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাদীস লিপিবদ্ধ ছিল।" (ফাতহুল বারী) আবূ হুরায়রা (রা)-এর সংকলনের একটি কপি (ইমাম ইব্ন তাইমিয়ার হস্তলিখিত) দামেশক এবং বার্লিনের লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত আছে।

হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা) তার (স্বহস্তে লিখিত) সংকলন বের করে ছাত্রদের দেখিয়ে বলেন, আমি এসব হাদীস মহানবী ﷺ-এর নিকট শুনে তা লিখে নিয়েছি। অতঃপর তাঁকে তা পড়ে শুনিয়েছি (মুসতাদরাক হাকিম, ৩য় খ. পৃ.৫৭৩)।

রাফি ইব্ন খাদীজ (রা)-কে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ হাদীস লিখে রাখার অনুমতি দেন। তিনি প্রচুর হাদীস লিখে রাখেন-(মুসনাদ আহমদ)।

আলী ইব্ন আবী তালিব (রা)-ও হাদীস লিখে রাখতেন। চামড়ার থলের মধ্যে রক্ষিত সংকলনটি তার সাথেই থাকত। তিনি বলতেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট থেকে এই সহীফা ও কুরআন মজীদ ব্যতীত আর কিছু লিখিনি। সংকলনটি স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ লিখিয়েছিলেন। এতে যাকাত, রক্তপণ (দিয়াত), বন্দীমুক্তি, মদীনার হেরেম এবং আরও অনেক বিষয় সম্পর্কিত বিধান উল্লেখ ছিল (বুখারী, ফাতহুল বারী)। আবদুল্লাহ ইব্ন মাসঊদ (রা)-এর পুত্র আবদুর রহমান একটি পাণ্ডুলিপি নিয়ে এসে শপথ করে বললেন, এটা ইব্ন মাসঊদ (রা)-এর স্বহস্তে লিখিত। (জামি বায়ানিল ইল্‌ম, ১ম খ. পৃ. ১৭)

স্বয়ং মহানবী ﷺ হিজরত করে মদীনায় পৌছে বিভিন্ন জাতির সমন্বয়ে যে চুক্তিপত্র সম্পাদন করেন (যা মদীনার সনদ নামে প্রসিদ্ধ), হুদায়বিয়ার প্রান্তরে মক্কার মুশরিকদের সাথে যে সন্ধি করেন, বিভিন্ন সময়ে যে সব ফরমান জারী করেন, বিভিন্ন গোত্র প্রধান ও রাজণ্যবর্গকে ইসলামের যে দাওয়াতনামা প্রেরণ করেন এবং বিভিন্ন ব্যক্তি ও গোত্রকে জমি, খনি ও কূপ দান করেন, তা সবই লিপিবদ্ধ আকারে ছিল এবং তা সবই হাদীসরূপে গণ্য।

এসব ঘটনা থেকে পরিষ্কারভাবে প্রমাণিত হয় যে, নবী ﷺ-এর সময় থেকেই হাদীস লেখার কাজ শুরু হয়। তাঁর দরবারে বহু সংখ্যক লেখক সাহাবী সব সময় উপস্থিত থাকতেন এবং তাঁর মুখে যে কথাই শুনতে পেতেন তা লিখে নিতেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জীবদ্দশায়ই অনেক সাহাবীর নিকট স্বহস্তে লিখিত সংকলন বর্তমান ছিল্। উদাহরণ স্বরূপ আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রা)-এর সহিফায়ে সাদিকা, আবূ হুরায়রা (রা), ইব্ন উমর (রা)-এর সংকলন সমধিক প্রসিদ্ধ।

সাহাবীগণ যেমনিভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট থেকে হাদীসের জ্ঞান লাভ করেন, তেমনিভাবে হাজার হাজার তাবিঈ সাহাবীগণের কাছে হাদীসের শিক্ষালাভ করেন। একমাত্র হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-এর নিকট আটশত তাবিঈ হাদীস শিক্ষা করেন। সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব, উরওয়া ইবনুয যুবায়র, ইমাম যুহরী, হাসান বসরী, ইব্ন সীরন, নাফে, ইমাম যয়নুল আবিদীন, মুজাহিদ, কাযী শুরাইহ, মাসরূক, মাকহুল, আতা, কাতাদা, ইমাম শা'বী, আলকামা ইবরাহীম নাখঈ প্রমুখ প্রবীণ তাবিঈগণের প্রায় সকলে ১০ম হিজরীর পর জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৪৮ হিজরীর মধ্যে ইন্তিকাল করেন। অন্যদিকে সাহাবীগণ ১১০ হিজরীর মধ্যে ইন্তিকাল করেন। এদিক থেকে বিচার করলে দেখা যায়, তাবিঈগণ সাহাবীগণের দীর্ঘ সাহচর্য লাভ করেন। একজন তাবিঈ বহু সংখ্যক সাহাবীর সাথে সাক্ষাত করে মহানবী ﷺ-এর জীবনের ঘটনাবলী, তাঁর বাণী, কাজ ও সিদ্ধান্তসমূহ সংগ্রহ করেন এবং তা তাদের পরবর্তীগণ অর্থাৎ তাব-ই তাবিঈনের নিকট পৌছে দেন।

হিজরী দ্বিতীয় শতকের শুরু থেকে কনিষ্ঠ তাবিঈন ও তাব-ই তাবিঈনের এক বিরাট দল সাহাবা ও প্রবীণ তাবিঈদের লিখিত হাদীসগুলো ব্যাপকভাবে একত্র করতে থাকেন। তারা গোটা মুসলিম জাহানে চড়িয়ে পড়ে সমগ্র উম্মতের মধ্যে হাদীসের জ্ঞান পরিব্যাপ্ত করে দেন। এ সময় ইসলামী বিশ্বের খলীফা উমর ইবন আবদুল আযীয (র) দেশের বিভিন্ন এলাকার প্রশাসকদের নিকট হাদীস সংগ্রহ করার জন্য রাজকীয় ফরমান প্রেরণ করেন। ফলে সরকারি উদ্যোগে সংগৃহীত হাদীসের বিভিন্ন সংকলন রাজধানী দামেশকে পৌঁছতে থাকে। খলীফা সেগুলোর একাধিক পাণ্ডুলিপি তৈরি করে দেশের সর্বত্র পাঠিয়ে দেন। একালে ইমাম আযম আবূ হানীফা (র)-এর নেতৃত্বে কূফায় এবং ইমাম মালিক-এর নেতৃত্বে মদীনায় হাদীস ও ইসলামী আইনচর্চার বিরাট কেন্দ্র গড়ে উঠে। ইমাম মালিক (র) তার মুওয়াত্তা গ্রন্থ এবং ইমাম আবূ হানীফার দুই সহচর ইমাম মুহাম্মদ ও আবূ ইউসূফ (র) ইমাম আবূ হানীফার রিওয়ায়াতগুলো একত্র করে কিতাবুল আছার সংকলন করেন। এ যুগের আরও কয়েকটি উল্লেখযোগ্য হাদীস সংকলন হচ্ছে : জামি সুফইয়ান সাওরী, জামি ইবনুল মুবারক, জামি ইমাম আওযাঈ, জামি ইব্ন জুরায়জ ইত্যাদি।

হিজরী দ্বিতীয় শতকের শেষার্ধ থেকে চতুর্থ শতকের শেষ পর্যন্ত হাদীসের চর্চা আরও ব্যাপকতর হয়। এ সময়কালেই হাদীসের প্রসিদ্ধ ইমাম-বুখারী, মুসলিম, আবূ ঈসা তিরমিযী, আবূ দাঊদ সিজিস্তানী, নাসাঈ ইব্ন মাজাহ (র)-এর আবির্ভাব হয় এবং তাঁদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও দীর্ঘ অধ্যাবসায়ের ফলশ্রুতিতে সর্বাধিক সহীহ ছয়খানি হাদীস গ্রন্থ (সিহাস সিত্তাহ) সংকলিত হয়। এ যুগেই ইমাম শাফিঈ তাঁর কিতাবুল উম্ম ও ইমাম আহমদ তাঁর আল মুসনাদ গ্রন্থ সংকলন করেন। হিজরী চতুর্থ শতকে মুসতাদরাক হাকিম, সুনানুদ-দারা কুতনী, সহীহ ইব্ন হিব্বান, সহীহ ইব্ন খুযায়মা, তাবরানীর আল-মু'জাম, মুনান্নাফুত তাহাবী এবং আরো কতিপয় হাদীস গ্রন্থ সংকলিত হয়। ইমাম বায়হাকীর সুনানুল-কুবরা ৫ম হিজরী শতকে সংকলিত হয়।

চতুর্থ শতকের পর থেকে এই পর্যন্ত সংকলিত হাদীসের মৌলিক গ্রন্থগুলোকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন ধরনের সংকলন ও হাদীসের ভাষ্য গ্রন্থ এবং এই শাস্ত্রের শাখা-প্রশাখার উপর ব্যাপক গবেষণা ও বিভিন্ন গ্রন্থ রচিত হয়।

বর্তমানকাল পর্যন্ত এ কাজ অব্যাহত রয়েছে। এসব সংকলনের মধ্যে তাজরীদুস সিহাহ ওয়াস সুনান, আত-তারগীব ওয়াত তারহীব, আল-মুহাল্লা, শারহুস-সুন্নাহ, নাইলুল আওতার প্রভৃতি সমধিক প্রসিদ্ধ।

ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলিম বিজয়ের প্রাক্কাল (৭১২ খৃ.) থেকেই হাদীস চর্চা শুরু হয় এবং এখানে মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে ইসলামী জ্ঞানচর্চা ব্যাপকতর হয়। ইসলামের প্রচারেক ও বাণীবাহকগণ উপমহাদেশের সর্বত্র ইসলামী জ্ঞানচর্চার কেন্দ্র গড়ে তোলেন।। খ্যাতনামা মুহাদ্দিস শায়খ শরফুদ্দীন আবূ তাওয়ামা (র) (৭০০ হি.) ৭ম শতকে ঢাকার সোনারগাঁও আগমন করেন এবং কুরআন ও হাদীসচর্চার ব্যাপক ব্যবস্থা করেন। বঙ্গদেশের রাজধানী হিসাবে এখানে অসংখ্য হাদীসবেত্তা সমবেত হন, এবং ইলমে হাদীসের জ্ঞান এতদঞ্চলে ছড়িয়ে দেন। মুসলিম শাসনের শেষ পর্যন্ত এই ধারা অধ্যাহত ছিল এবং বর্তমানকাল পর্যন্ত এধারা অভ্যাহত রয়েছে। এভাবে যুগ ও বংশ পরম্পরায় মহানবী ﷺ-এর হাদীস ভান্ডার আমাদের কাছে পৌছেছে এবং ইনশাআল্লাহ অব্যাহতভাবে তা অনাগত মানব সভ্যতার কাছে পৌঁছে যাবে।

ইমাম মুসলিম (র)

ইমাম মুসলিমের পূর্ণ নাম আবুল হুসায়ন ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশায়রী আন -নিশাপুরী। বনূ গোত্র কুশায়র ছিল আরবের প্রসিদ্ধ এক ঐতিহ্যবাহী গোত্র। খুরাসানের নিশাপুরে এসে তাঁর পূর্বপুরুষ বসতি স্থাপন করেন। সেখানে তিনি ২০৪ হিজরী সনে (মতান্তরে ২০৩ হিজরী সনে) জন্মগ্রহণ করেন। নিশাপুর তৎকালে যেমন একটি প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্র হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিল, তেমনিভাবে শিক্ষা-দীক্ষাক্ষেত্রেও ছিল এর অবস্থান খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

শৈশব হতেই তিনি হাদীস শিক্ষায় আত্মনিয়োগ করেন। হাদীস শিক্ষার উদ্দেশ্যে তিনি তৎকালীন মুসলিম জাহানের সব কয়টি কেন্দ্রেই গমন করেন। ইরাক, হিজায, সিরিয়া, মিসর প্রভৃতি শহরে উপস্থিত হয়ে তথায় অবস্থানকারী হাদীসের উস্তাদ ও মুহাদ্দিসগণের নিকট থেকে হাদীস শিক্ষা ও সংগ্রহ করেন। তাঁর প্রখ্যাত উস্তাদের মধ্যে ছিলেন ইমাম আহমদ ইব্‌ন হাম্বল, ইমাম বুখারী, ইয়াহইয়া ইব্‌ন ইয়াহইয়া আত-তামিমী, সাঈদ ইব্‌ন মানসূর প্রমুখ।

ইমাম মুসলিম হাদীস বিষয়ে বিরাট ও বিশাল জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। তিনি যে হাদীসের ইমাম ছিলেন এ বিষয়ে বিশ্বের হাদীস বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিগণ সম্পূর্ণ একমত। সেকালের বড় বড় মুহাদ্দিসগণ তাঁর নিকট থেকে হাদীস শিক্ষা করেছেন। এই পর্যায়ে আবূ হাতিম আর রাযী, মূসা ইব্‌ন হারূন, আহমদ ইব্‌ন সালামা, মুহাম্মদ ইব্‌ন মাখলাদ এবং ইমাম তিরমিযী প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁরা সকলেই ইমাম মুসলিমের জ্ঞান ও শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে একমত। হাদীসে ইমাম মুসলিমের অতি উচ্চ মর্যাদা ও স্থানের কথা তারা সকলেই স্বীকার করেছেন। প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ইসহাক (র) ইমাম মুসলিমকে বলেছিলেন : "যতদিন আল্লাহ আপনাকে মুসলিমদের জন্য হায়াতে রাখবেন ততদিন তারা কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হবে না। ইমাম আবূ যুরআ ও আবূ হাতিম আর-রাযী হাদীসের বিষয়ে তাঁকে সর্বোচ্চে স্থানে দিতেন। সুপ্রসিদ্ধ হাদীসবিদ ইমাম আবূ কুবায়শ বলেন, হাফিযুল হাদীস চারজন, ইমাম মুসলিম হলেন তাঁদের একজন। ইমাম মুসলিমের মহামূল্যবান গ্রন্থাবলীও তাঁর গভীর জ্ঞানের কথা অকাট্যভাবে প্রমাণ করে। গ্রন্থাবলীর মধ্যে অধিকাংশই হাদীস সম্পর্কিত জরুরী বিষয়ে প্রণীত। তন্মধ্যে তাঁর সহীহ মুসলিম, আল-মুসনাদুল কাবীর ও আল-জমিউল কাবীর বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

তিনি অনুপম চরিত্র মাধুরীর অধিকারী ছিলেন। শাহ আবদুল আযীয দেহলবী (র) লিখেন : তিনি তাঁর জীবনে কারো গীবত করেননি বা কাউকে গালি দেননি কিংবা মারেননি।

২/৪ —

ইমাম মুসলিম ২৬১ হিজরী সনে ৫৭ বৎসর বয়সে নিশাপুরে ইন্তিকাল করেন। তাঁর মৃত্যুর কাহিনীও আশ্চর্য ধরনের। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি হাদীস নিয়ে মগ্ন ছিলেন। একবার তাকে একটি হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়। তাৎক্ষণিকভাবে এ সম্পর্কে তিনি কিছু বলতে পারেননি। পরে ঘরে এসে তিনি তাঁর সংগৃহীত পাণ্ডুলিপির মধ্যে হাদীসটি অনুসন্ধান করতে লাগলেন। কাছে একটি পাত্রে খেজুর রাখা ছিল। তিনি এক একটি করে খেজুর খাচ্ছিলেন আর হাদীসটি তালাশ করছিলেন। এত গভীর মনোযোগসহ তিনি এতে লিপ্ত ছিলেন যে, যখন হাদীসটি পেলেন তখন এদিকে পাত্রের খেজুরও শেষ হয়ে গেছে। শেষে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং ইন্তিকাল করেন।

তাঁর ইন্তিকালের পর ইমাম আবূ হাতিম আর-রাযী তাঁকে স্বপ্নে দেখে তাঁর অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলেন। তখন তিনি বলেছিলেন, আল্লাহ তা'আলা আমার জন্য সমস্ত জান্নাত হালাল করে দিয়েছেন, যেখানে ইচ্ছা, আমি যেমন বসবাস করতে পারি।

সহীহ মুসলিম শরীফ

হাদীসের সবচে' বিশুদ্ধ গ্রন্থ ছয়টি। ইসলামী পরিভাষায় এগুলো 'আস-সিহাহ আস-সিত্তাহ নামে প্রসিদ্ধ। এই বিষয়ে মুসলিম উম্মাহ ও ইসলাম বিশেষজ্ঞগণের মধ্যে কোন মতবিরোধ নেই যে, এগুলোর মধ্যে সহীহ বুখারীর পরেই হল সহীহ মুসলিমের স্থান। এই মহান সংকলনটি হলো ইমাম মুসলিমের শ্রেষ্ঠ অবদান। ইমাম মুসলিম সরাসরি উস্তাদের নিকট থেকে শ্রুত তিন লক্ষ হাদীস থেকে বাছাই ও চয়ন করে গ্রন্থখানি সংকলন করেছেন। এই গ্রন্থে তাকরার বা একাধিকবার উদ্ধৃত হাদীসসহ মোট বার হাজার হাদীস সন্নিবেশিত হয়েছে। তাকরার বাদ দিলে হাদীসের সংখ্যা প্রায় চার হাজার। ইমাম মুসলিম কেবল নিজের জ্ঞান ও বুদ্ধি বিবেচনার উপর নির্ভর করেই কোন কোন হাদীসকে সহীহ বলে এই গ্রন্থে শামিল করেন নাই, অধিকন্তু প্রত্যেকটি হাদীসের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে সমসাময়িক অন্যান্য মুহাদ্দিসগণের সঙ্গেও পরামর্শ করেছেন এবং সমসাময়িক মুহাদ্দিসগণ যে হাদীসের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে সম্পূর্ণ একমত, কেবল তা-ই তিনি এই অমূল্য গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন। সমাপ্ত হওয়ার পর তিনি এটি তদানিন্তন প্রখ্যাত হাফিযে হাদীস ইমাম আবূ যুরআ আর-রাযীর সম্মুখে উপস্থিত করেন। ইমাম মুসলিম বলেন : "আমি এই গ্রন্থখানি ইমাম আবু যুর'আ আর-রাযীর নিকট পেশ করেছিলাম। তিনি যে হাদীস সন্বন্ধে দোষ আছে বলে ইঙ্গিত করেছেন, আমি তা পরিত্যাগ করেছি, সেগুলো গ্রন্থে সন্নিবেশিত করিনি। আর যে হাদীস সম্পর্কে তিনি মত দিয়েছেন যে, তা সহীহ এবং এতে কোন প্রকার ত্রুটি নাই, আমি তা এই গ্রন্থে শামিল করেছি। তিনি আরো বলেন : কেবল আমার বিবেচনায় সহীহ হাদীসসমূহই আমি কিতাবে শামিল করি নাই বরং এই কিতাবে কেবল সেই সব হাদীসই সন্নিবেশিত করেছি যেগুলোর বিশুদ্ধতা সম্পর্কে মুহাদ্দিসগণ একমত।

এভাবে দীর্ঘ পনেরো বৎসর পর্যন্ত অবিশ্রান্ত সাধনা, গবেষণা ও যাচাই-বাছাই করার পর সহীহ হাদীসসমূহের এক সুসংবদ্ধ সংকলন তৈরি করা হয়।

এই হাদীস গ্রন্থে সন্নিবেশিত হাদীসসমূহের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে ইমাম মুসলিম নিজেই বলেন : মুহাদ্দিছগণ দুইশত বৎসর পর্যন্ত যদি হাদীস লিখতে থাকেন, তবুও এই বিশুদ্ধ গ্রন্থের উপর অবশ্যই নির্ভর করতে হবে।

ইমাম মুসলিমের এই দাবি যে কত সত্য পরবর্তী ইতিহাসই তার প্রমাণ। আজ এগারশ বৎসরেরও অধিককাল অতিক্রান্ত হয়েছে কিন্তু সহীহ মুসলিমের সমমানের কিংবা তা থেকে উন্নত মর্যাদার কোন গ্রন্থ প্রণয়ন করা সম্ভব হয় নাই। আজিও এর সৌন্দর্য ও বিশুদ্ধতা বিশ্ব মানবকে বিশুদ্ধ ও পরিচ্ছন্ন আলো দান করছে।

এই গ্রন্থের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে তিনি এত সতর্ক ছিলেন যে, মতন ও সনদ ছাড়া আর কিছুই তিনি এতে সন্নিবেশিত করেন নাই। এমনকি নিজের তরফ থেকে তরজুমাতুল বাব বা হাদীসের শিরোনাম পর্যন্ত লিখেন নাই। তবে এমনভাবে তিনি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এটির বিন্যাস করেছেন যে, অতি সহজেই শিরোনাম নির্ধারণ করা যায়। বর্তমানে যে শিরোনাম দেখা যায়, তা মুসলিম শরীফের প্রখ্যাত ব্যাখ্যাকার ইমাম নববীর সংযোজন।

মুহাদ্দিসেগণ এর বিশুদ্ধতা সম্পর্কে একমত, শুধু তাই নয়, পরবর্তীকালের কয়েকজন যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিসের মতে বুখারী শরীফের তুলনায় মুসলিম অধিক বিশুদ্ধ ও শ্রেষ্ঠ।

প্রখ্যাত মুহাদ্দিস কাযী ইয়ায বলেন, আমার উস্তাদ প্রখ্যাত মুহাদ্দিসগণ বুখারী অপেক্ষা মুসলিম শরীফকেই অগ্রাধিকার দিতেন। আমি আবূ আলী নিশাপুরীকে (যার মত হাদীসের বড় হাফিয আমি আর একজনও দেখি নাই) এই কথা বলতেও শুনেছি যে, আকাশের তলে ইমাম মুসলিমের হাদীস গ্রন্থ অপেক্ষা বিশুদ্ধতর কিতাব আর একখানিও দেখি নাই। এ সম্পর্কে বিখ্যাত মুহাদ্দিস হাফিযুল হাদীস আবদুর রহমান ইব্ন আলী ইয়ামানী বলেন : কিছু লোক এসে বুখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফ সম্পর্কে আমার সামনে বিতন্ডা শুরু করে। তারা বলছিল, বুখারী শরীফ শ্রেষ্ঠ না মুসলিম শরীফ শ্রেষ্ঠ। আমি বললাম : বিশুদ্ধতার বিচারে যেমন বুখারী শরীফ মর্যাদাসম্পন্ন, তেমনি অভিনবত্ব, বিন্যাস বৈশিষ্ট্য ও পরিবেশনা কৌশল বিচারে সহীহ মুসলিম অতুলনীয়। হাফিযুল হাদীস ইব্ন কুরতবী সহীহ মুসলিম সম্পর্কে লিখেন : ইসলামে এইরূপ আর একখানি গ্রন্থ নাই।

ইমাম মুসলিমের সংকলিত এই হাদীস গ্রন্থখানি তার নিকট থেকে বহু ছাত্র শ্রবণ করেছেন এবং তাঁর সূত্রে এটি বর্ণনাও করেছেন। কিন্তু যার সূত্রে এই গ্রন্থখানির বর্ণনাধারা সর্বত্র সাম্প্রতিক যুগ পর্যন্ত চলে আসছে, তিনি হলেন প্রখ্যাত মুহাদ্দিস শায়খ আবূ ইসহাক ইবরাহীম ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন সুফইয়ান নিশাপুরী। তিনি ৩০৮ হিজরী সনে ইন্তিকাল করেন। এই ইবরাহীম ইব্ন সুফইয়ানের সঙ্গে ইমাম মুসলিমের এক বিশেষ সম্পর্কে ছিল। তিনি সব সময়ই ইমাম মুসলিমের সাহচর্যে থাকতেন ও তাঁর নিকট হাদীস অধ্যয়ন করতেন।

আল্লাহর দরবারে এই মহান গ্রন্থটি যে কতটুকু মকবূল নিম্নোক্ত বর্ণনাটি তার প্রমাণ ঃ

প্রখ্যাত মুহাদ্দিছ আবূ আলী আয-যাগওয়ানী (র)-এর মৃত্যুর পর স্বপ্নে একজন তাকে জিজ্ঞেস করেছিল : আপনি কিসের ওসীলায় নাজাত পেয়েছেন? তিনি তখন তাঁর হাতে রাখা মুসলিম শরীফের একটি কপির দিকে ইঙ্গিত করে বললেন : এই মহাগ্রন্থখানির ওসীলায় আমি নাজাত পেয়েছি।

মুসলিম শরীফ অনুবাদকগণের তালিকা

দেশের বিখ্যাত মুহাদ্দিসগণের মাধ্যমে সিহাহ সিত্তাহ-এর হাদীস গ্রন্থসমূহ বাংলা অনুবাদের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। মুসলিম শরীফ অনুবাদের সঙ্গে যে সমস্ত মুহাদ্দিস সংশ্লিষ্ট ছিলেন, নিম্নে তাদের নাম উল্লেখ করা হলো :

১. শায়খুল হাদীস মাওলানা রিজাউল করীম ইসলামাবাদী
২. শায়খুল হাদীস মাওলানা কুতবুদ্দীন
৩. মাওলানা আবদুল্লাহ বিন সাঈদ জালালাবাদী
৪. মাওলানা মুমিনুল হক
৫. মাওলানা আবুল বাশার আখন্দ
৬. মাওলানা মুশতাক আহমদ
৭. মাওলানা আবদুল জলীল
৮. মাওলানা হাসান রহমতী

৯. মাওলানা মুহাম্মদ মূসা
১০. মাওলানা আহমদ হুসাইন
১১. মাওলানা বুরহানউদ্দীন
১২ . মাওলানা খুরশীদউদ্দীন
১৩ . মাওলানা হেমায়েতউদ্দিন
১৪. মাওলানা আবদুল মতীন মাসঊদী
১৫ . হাফিয মাওলানা মুহাম্মদ ইসমাইল

অনুবাদ সম্পর্কে কিছু জ্ঞাতব্য

১. সনদের ক্ষেত্রে প্রথম রাবী এবং শেষ সাহাবীর নাম উল্লেখ করা হয়েছে যেমন মুহাম্মদ ইব্‌নুল মুসান্না (র)....... আবু হুরায়রা (রা) থেকে.......

২. সনদের যেখানে তাহবীল রয়েছে, সেখানে প্রথম রাবীর সঙ্গেই এই তাহবীল কৃত রাবীর নাম উল্লেখ করা হয়েছে।

৩. আরবী-ফার্সী-উর্দু বানানের ক্ষেত্রে ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রকাশিত প্রতিবর্ণায়ন নির্দেশিকার অনুমোদিত রূপটি গ্রহণ করা হয়েছে।

৪. আলাইহিস সালাম-এর ক্ষেত্রে (আ) রাদীআল্লাহু তা'আলা আনহু, আনহুম, আনহা-এর ক্ষেত্রে (রা) এবং রাহমাতুলাহি আলাইহি, আলাইহিম, আলাইহা-এর ক্ষেত্রে (র) পাঠ সংকেত গ্রহণ করা হয়েছে।

৫. একাধিক রাবীর নাম একত্রে আসলে সর্বশেষ নামের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সম্মান সূচক পাঠ সংকেত উল্লেখ করা হয়েছে, যেমন আনাস, আব্বাস ও আবূ হুরায়রা (রা)।

৬. কুরআন মজীদের আয়াতের ক্ষেত্রে প্রথম সূরার নাম পরে আয়াত নম্বর উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন- বাকারা ঃ ৩৮।

পরিশেষে সম্পাদনা পরিষদের পক্ষ থেকে ধর্ম মন্ত্রণালয় ও ইসলামিক ফাউন্ডেশনকে আন্তরিক মুবারকবাদ জ্ঞাপন করছি যে, তারা এমন একটি মহান কাজের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। এই মহাপ্রয়াসের সঙ্গে জড়িত সকল পর্যায়ের আলিম-উলামা-সুধী, কর্মকর্তা ও কর্মচারিগণের জন্য দু'আ করি, তিনি যেন এই ওসীলায় তাদের ও আমাদের সকল গুনাহ-খাতা মাফ করে দেন এবং নেক জাযা দেন। আমিন

সম্পাদনা পরিষদ

كِتَابُ الْمَسَاجِدِ وَمَوَاضِعِ الصَّلَاةِ
অধ্যায় : মসজিদ ও সালাতের স্থান

١٠٤٤- حَدَّثَنَا اَبُوْ كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشِ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِبْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ وَاَبُوْ كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِيِّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ ذَرٍّ قَالَ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَيُّ مَسْجِدٍ وُضِعَ فِى الْاَرْضِ اَوَّلاً قَالَ الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ قُلْتُ ثُمَّ اَيٌّ قَالَ الْمَسْجِدُ الْاَقْصٰى قُلْتُ كَمْ بَيْنَهُمَا قَالَ اَرْبَعُوْنَ سَنَةً وَاَيْنَمَا اَدْرَكَتْكَ الصَّلَاةُ فَصَلِّ فَهُوَ مَسْجِدُ وَفِى حَدِيْثِ اَبِىْ كَامِلٍ ثُمَّ حَيْثُمَا اَدْرَكَتْكَ الصَّلَاةُ فَصَلِّهْ فَاِنَّهُ مَسْجِدُ.

১০৪৪. আবূ কামিল আল-জাহ্দারী, আবূ বাক্র ইব্ন আবূ শায়বা ও আবূ কুরায়ব (র)...... আবূ যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! পৃথিবীতে সর্বপ্রথম কোন মসজিদটি নির্মিত হয়েছিল? তিনি বললেন, 'মাসজিদুল হারাম' (কা'বাগৃহ)। আমি জিজ্ঞেস করলাম, অতঃপর কোনটি? তিনি বললেন, 'মাসজিদুল আক্সা' (বায়তুল মুকাদ্দাস)। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এই দু'টির মধ্যে কালের ব্যবধান কতটুকু? তিনি বললেন, চল্লিশ বছর। তবে যেখানেই সালাতের ওয়াক্ত হবে, সেখানেই সালাত আদায় করে নিবে। সেটিই মসজিদ।

١٠٤٥- حَدَّثَنِىْ عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ قَالَ اَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ يَزِيْدَ التَّيْمِيِّ قَالَ كُنْتُ اَقْرَاُ عَلٰى اَبِى الْقُرْاٰنَ فِى السُّدَّةِ فَاِذَا قَرَاْتُ السَّجْدَةَ سَجَدَ فَقُلْتُ لَهُ يَاَابَتِ أَتَسْجُدُ فِى الطَّرِيْقِ قَالَ اِنِّىْ سَمِعْتُ اَبَا ذَرٍّ يَقُوْلُ سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنْ اَوَّلِ مَسْجِدٍ وُضِعَ فِى الْاَرْضِ قَالَ الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ قُلْتُ ثُمَّ اَيٌّ قَالَ الْمَسْجِدُ الْاَقْصٰى قُلْتُ كَمْ بَيْنَهُمَا قَالَ اَرْبَعُوْنَ عَامًا ثُمَّ الْاَرْضُ لَكَ مَسْجِدٌ فَحَيْثُمَا اَدْرَكَتْكَ الصَّلَاةُ فَصَلِّ.

১০৪৫. আলী ইব্ন হুজ্র আস-সা'দী (র)...... ইব্রাহীম ইব্ন ইয়াযীদ আত-তায়মী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার পিতাকে মসজিদের আঙ্গিনায় কুরআন পাঠ করে শোনাতাম। আমি যখন সিজ্দার আয়াত পড়তাম, তখন তিনি সিজ্দা করতেন। আমি তাঁকে বললাম, হে পিতা, আপনি কি রাস্তায় সিজ্দা করছেন ? তিনি বললেন, আমি আবূ যার (রা)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলতেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলাম, কোন মসজিদটি দুনিয়ায় সর্বপ্রথম স্থাপিত? তিনি বললেন, মসজিদুল হারাম। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এরপর

কোনটি? তিনি বললেন, মসজিদুল আকসা। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এ দু'টির মধ্যে কত বছরের ব্যবধান? তিনি বললেন, চল্লিশ বছর। তবে সারা দুনিয়াই তোমার জন্য মসজিদ। যেখানেই সালাতের ওয়াক্ত হবে সেখানেই তুমি সালাত আদায় করে নিবে।

١٠٤٦- حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ يَحْيٰى قَالَ اَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ سَيَّارٍ عَنْ يَزِيْدَ الْفَقِيْرِ عَنْ جَابِرِبْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْاَنْصَارِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اُعْطِيْتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ اَحَدٌ قَبْلِيْ كَانَ كُلُّ نَبِيٍّ يُبْعَثُ اِلٰى قَوْمِهٖ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ اِلٰى كُلِّ اَحْمَرَ وَاَسْوَدَ وَاُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ وَلَمْ تُحَلَّ لِاَحَدٍ قَبْلِيْ وَجُعِلَتْ لِيَ الْاَرْضُ طَيِّبَةً طَهُوْرًا وَمَسْجِدًا فَاَيُّمَا رَجُلٍ اَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ صَلّٰى حَيْثُ كَانَ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ بَيْنَ يَدَيْ مَسِيْرَةِ شَهْرٍ وَاُعْطِيْتُ الشَّفَاعَةَ.

১০৪৬. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র)...... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ আল-আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, আমাকে পাঁচটি জিনিস দেয়া হয়েছে, যা পূর্ববর্তী কাউকে দেয়া হয়নি : ১. প্রত্যেক নবীকে বিশেষভাবে তাঁর গোত্রের প্রতি পাঠানো হয়েছে, আর আমাকে পাঠানো হয়েছে লাল-কাল সবার প্রতি; ২. আমার জন্য গনীমতের মাল হালাল করা হয়েছে, আমার পূর্ববর্তী কারও জন্য তা হালাল ছিল না; ৩. আমার জন্য সমগ্র ভূপৃষ্ঠ পবিত্র, পবিত্রকারী ও মসজিদ বানিয়ে দেওয়া হয়েছে। সুতরাং যেখানে যার সালাতের ওয়াক্ত হবে, সেখানে সে সালাত আদায় করে নিবে; ৪. আমাকে 'রো'ব' বা প্রবল প্রভাব দ্বারা সাহায্য করা হয়েছে, যা একমাসের ব্যবধান থেকে অনুভূত হয়; ৫. আর আমাকে সুপারিশ করার অনুমতি দান করা হয়েছে।

١٠٤٧- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِبْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ حَدَّثَنَا سَيَّارٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ الْفَقِيْرُ قَالَ اَخْبَرَنَا جَابِرُبْنُ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ.

১০৪৭. আবূ বাক্র ইব্ন আবূ শায়বা (র)...... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

١٠٤٨- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِبْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُبْنُ فُضَيْلٍ عَنْ اَبِيْ مَالِكٍ الْاَشْجَعِيِّ عَنْ رِبْعِيٍّ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فُضِّلْنَا عَلَى النَّاسِ بِثَلَاثٍ جُعِلَتْ صُفُوْفُنَا كَصُفُوْفِ الْمَلَائِكَةِ وَجُعِلَتْ لَنَا الْاَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدًا وَجُعِلَتْ تُرْبَتُهَا لَنَا طَهُوْرًا اِذَا لَمْ نَجِدِ الْمَاءَ وَذَكَرَ خَصْلَةً اُخْرٰى.

১০৪৮. আবূ বাক্র ইব্ন আবূ শায়বা (র)...... হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, তিনটি জিনিসদ্বারা অন্যদের উপর আমাদের মর্যাদা দান করা হয়েছে : ১. আমাদের (সালাতের) কাতারগুলোকে ফেরেশ্তাদের কাতারের ন্যায় করা হয়েছে এবং ২. আমাদের জন্য সমগ্র ভূমণ্ডলকে মসজিদ বানানো হয়েছে। আর তার মাটিকে করা হয়েছে আমাদের জন্য পবিত্রকারী, যখন আমরা পানি না পাই। তিনি আরও একটি বিষয় উল্লেখ করেছেন (যা আমি ভুলে গিয়েছি)।

١٠٤٩- حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ مُحَمَّدُبْنُ الْعَلاَءِ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ اَبِىْ زَائِدَةَ عَنْ سَعْدِبْنِ طَارِقٍ قَالَ حَدَّثَنِى رِبْعِىُّ بْنُ حِرَاشٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِمِثْلِهِ.

১০৪৯. আবূ কুরায়ব মুহাম্মাদ ইবনুল আলা (র)...... হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

١٠٥٠- وَحَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ اَيُوْبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَعَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلاَءِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فُضِّلْتُ عَلَى الْاَنْبِيَاءِ بِسِتٍّ اُعْطِيْتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ وَاُحِلَّتْ لِىَ الْغَنَائِمُ وَجُعِلَتْ لِىَ الْاَرْضُ طَهُوْرًا وَمَسْجِدًا وَاُرْسِلْتُ اِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً وَخُتِمَ بِىَ النَّبِيُّوْنَ.

১১০৫০. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আইউব, কুতায়বা ইব্ন সাঈদ ও আলী ইব্ন হুজ্র (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, আমাকে ছয়টি জিনিস দ্বারা অন্য নবীদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করা হয়েছে : ১. আমাকে অল্প কথায় ব্যাপক তথ্যপূর্ণ ও অর্থবহ বাণী দান করা হয়েছে; ২. আমাকে প্রবল প্রভাব দ্বারা সাহায্য করা হয়েছে; ৩. আমার জন্য গনীমতের মাল হালাল করা হয়েছে; ৪. আমার জন্য মাটিকে পবিত্রকারী ও মসজিদ বানানো হয়েছে; ৫. আমাকে সমগ্র সৃষ্টিজগতের প্রতি প্রেরণ করা হয়েছে; ৬. আমার দ্বারা নবীদের সীলমোহর (নবূওয়াতের সমাপ্তি) করা হয়েছে।

١٠٥١- حَدَّثَنِىْ اَبُوْ الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ قَالاَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِى يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيْدِبْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بُعِثْتُ بِجَوَامِعِ الْكَلِمِ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ وَبَيْنَا اَنَا نَائِمٌ اُتِيْتُ بِمَفَاتِيْحِ خَزَائِنِ الْاَرْضِ فَوُضِعَتْ فِىْ يَدَىَّ قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ فَذَهَبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَنْتُمْ تَنْتَثِلُوْنَهَا.

১০৫১. আবুত তাহির ও হারমালা (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, আমি অল্প কথায় ব্যাপক তথ্যপূর্ণ ও অর্থবহ বাণীসহ প্রেরিত হয়েছি। আমি প্রবল প্রভাবদ্বারা সাহায্য-প্রাপ্ত হয়েছি। আমি একবার নিদ্রিত ছিলাম, তখন বিশ্ব ধনভাণ্ডারের চাবি আমার হাতে দেওয়া হয়েছিল। আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ চলে গেছেন, আর তোমরা ঐগুলো বের করছ।[১]

١٠٥٢- وَحَدَّثَنَا حَاجِبُ بْنُ الْوَلِيْدِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُبْنُ حَرْبٍ عَنِ الزُّبَيْدِىِّ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ اَخْبَرَنِىْ سَعِيْدُبْنُ الْمُسَيَّبِ وَاَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مِثْلَ حَدِيْثِ يُوْنُسَ.

১০৫২. হাজিব ইবনুল ওয়ালীদ (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি ইউনুস কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

---

১. দুনিয়ার ধনসম্পদ ভোগ করছ।

١٠٥٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُبْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُبْنُ حُمَيْدٍ قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَاَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ.

১০৫৩. মুহাম্মাদ ইব্‌ন রাফি ও আব্‌দ ইব্‌ন হুমায়দ (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি নবী থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

١٠٥٤- وَحَدَّثَنِيْ اَبُوْ الطَّاهِرِ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِوبْنِ الْحَارِثِ عَنْ اَبِيْ يُوْنُسَ مَوْلٰى اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّهُ حَدَّثَهُ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ قَالَ نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ عَلَى الْعَدُوِّ وَاُوْتِيْتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ وَبَيْنَمَا اَنَا نَائِمٌ اُتِيْتُ بِمَفَاتِيْحِ خَزَائِنِ الْاَرْضِ فَوُضِعَتْ فِيْ يَدَيَّ.

১০৫৪. আবুত তাহির (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, আমাকে প্রবল প্রভাব দ্বারা শত্রুর বিরুদ্ধে সাহায্য করা হয়েছে এবং অল্প কথায় ব্যাপক তথ্যপূর্ণ ও অর্থবহ বাণী দান করা হয়েছে। একবার আমি যখন নিদ্রিত ছিলাম, তখন জগতের ধন-ভাণ্ডারের চাবি আমাকে দেওয়া হয় এবং তা আমার দুই হাতে রাখা হয়।

١٠٥٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرُ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هٰذَا مَا حَدَّثَنَا اَبُوْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرَ اَحَادِيْثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ وَاُوْتِيْتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ.

১০৫৫. মুহাম্মাদ ইব্‌ন রাফি (র)...... হাম্মাম ইবন মুনাব্বিহ্ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবূ হুরায়রা (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে কতিপয় হাদীস বর্ণনা করেন এবং বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : আমি প্রবল প্রভাব দ্বারা সাহায্যপ্রাপ্ত হয়েছি এবং ব্যাপক তথ্যপূর্ণ ও অর্থবহ বাণী প্রদত্ত হয়েছি।

١- بَابُ ابْتِنَاءِ مَسْجِدِ النَّبِيِّ ﷺ.

১. পরিচ্ছেদ : মসজিদে নববীর প্রতিষ্ঠা

١٠٥٦- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى وَشَيْبَانُ بْنُ فَرُّوْخَ كِلاَهُمَا عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ قَالَ يَحْيٰى اَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِي التَّيَّاحِ الضُّبَعِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ فَنَزَلَ فِيْ عِلْوِ الْمَدِيْنَةِ فِيْ حَيٍّ يُقَالُ لَهُمْ بَنُوْ عَمْرِوبْنِ عَوْفٍ فَاَقَامَ فِيْهِمْ اَرْبَعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً ثُمَّ اَنَّهُ اَرْسَلَ اِلٰى مَلاَ بَنِي النَّجَّارِ فَجَاؤُا مُتَقَلِّدِيْنَ بِسُيُوْفِهِمْ قَالَ فَكَاَنِّيْ اَنْظُرُ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى رَاحِلَتِهِ وَاَبُوْ بَكْرٍ رِدْفُهُ وَمَلَاُ بَنِي النَّجَّارِ حَوْلَهُ حَتّٰى اَلْقٰى بِفِنَاءِ اَبِيْ اَيُّوْبَ قَالَ فَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّيْ حَيْثُ اَدْرَكَتْهُ الصَّلاَةُ وَيُصَلِّيْ فِيْ مَرَابِضِ الْغَنَمِ ثُمَّ اَنَّهُ اَمَرَ

بِالْمَسْجِدِ قَالَ فَأَرْسَلَ اِلَىٰ مَلاَ بَنِى النَّجَّارِ فَجَاؤُا فَقَالَ يَابَنِى النَّجَّارِ ثَامِنُوْنِى بِحَائِطِكُمْ هٰذَا قَالُوْا لاَوَ اللّٰهِ لاَنَطْلُبُ ثَمَنَهُ اِلاَّ اِلَى اللّٰهِ قَالَ اَنَسٌ فَكَانَ فِيْهِ مَا اَقُوْلُ كَانَ فِيْهِ نَخْلٌ وَقُبُوْرُ الْمُشْرِكِيْنَ وَخَرِبٌ فَأَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِالنَّخْلِ فَقُطِعَ وَبِقُبُوْرِ الْمُشْرِكِيْنَ فَنُبِشَتْ وَبِالْخَرِبِ فَسُوِّيَتْ قَالَ فَصَفُّوْا النَّخْلَ قِبْلَةً وَجَعَلُوْا عِضَادَتَيْهِ حِجَارَةً قَالَ فَكَانُوْا يَرْتَجِزُوْنَ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَعَهُمْ وَهُمْ يَقُوْلُوْنَ اللّٰهُمَّ اِنَّهُ لاَخَيْرَ اِلاَّخَيْرُ الْاٰخِرَةْ * فَانْصُرِ الْاَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَةْ.

১০৫৬. ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া ও শায়বান ইব্‌ন ফাররূখ (র)...... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মদীনায় আগমন করলেন এবং মদীনার উচ্চ এলাকার এক মহল্লায় অবতরণ করলেন। যাকে আম্‌র ইব্‌ন আওফ গোত্রের মহল্লা বলা হয়। সেখানে তিনি চৌদ্দ রাত্রি অবস্থান করলেন। তারপর তিনি নাজ্জার গোত্রের নেতৃবৃন্দকে খবর পাঠালেন। তারা তরবারি ঝুলিয়ে এলেন। আনাস (রা) বলেন, আমি যেন এখনও রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে দেখতে পাচ্ছি। তিনি তাঁর সওয়ারীর ওপর এবং আবূ বকর (রা) তাঁর পিছনে আর নাজ্জার গোত্রের নেতৃবৃন্দ তাঁর চতুর্দিকে ছিলেন। অবশেষে তিনি আবূ আইউবের গৃহ প্রাঙ্গণে অবতরণ করলেন। আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যেখানেই সালাতের ওয়াক্ত হতো, সেখানেই সালাত আদায় করে নিতেন। বক্‌রীর বাথানেও তিনি সালাত আদায় করতেন। তারপর তাঁকে মসজিদ নির্মাণের নির্দেশ দেওয়া হয়। আনাস (রা) বলেন, তখন নাজ্জার গোত্রের প্রধানদের খবর দিলেন। তারা এলো। তিনি তাঁদের বললেন, হে বনূ নাজ্জার! তোমাদের এই বাগানখানি আমার নিকট বিক্রি কর। তাঁরা বললেন, আল্লাহর কসম! আমরা তার মূল্য একমাত্র আল্লাহ্‌র কাছেই চাই। আনাস (রা) বলেন, ঐ বাগানটিতে কি ছিল তা আমি বলছি; খেজুরগাছ, মুশরিকদের কবর ও পুরাতন ঘর-দুয়ারের ভগ্নাবশেষ। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর আদেশে খেজুরগাছ কেটে দেয়া হলো, কবরগুলো খুঁড়ে ফেলা হলো এবং ধ্বংসাবশেষ সমান করে দেয়া হলো। আনাস (রা) বলেন, তারপর কিব্‌লার দিকে খেজুর গাছের সারিবদ্ধ থাম দেওয়া হলো এবং দুইপাশে পাথর স্থাপন করা হলো। নির্মাণকাজের সময় সাহাবা-ই- কিরাম 'রাজায' (উৎসাহোদ্দীপক শ্লোক) আবৃত্তি করছিলেন এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁদের সাথে আবৃত্তি করছিলেন। তারা বলছিলেন اَللّٰهُمَّ اِنَّهُ لاَخَيْرَ اِلاَّخَيْرُ الْاٰخِرَةَ * فَانْصُرِ الْاَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَةَ (হে আল্লাহ্! আখিরাতের কল্যাণই প্রকৃত কল্যাণ। সুতরাং আনসার ও মুহাজিরদেরকে আপনি সাহায্য করুন)।

١٠٥٧- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذِ الْعَنْبَرِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ التَّيَّاحِ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّى فِىْ مَرَابِضِ الْغَنَمِ قَبْلَ اَنْ يُبْنَى الْمَسْجِدُ.

১০৫৭. উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন মু'আয আল-আম্বারী (র)...... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মসজিদ তৈরি হওয়ার পূর্বে বক্‌রীর বাথানে সালাত আদায় করতেন।

١٠٥٨- وَحَدَّثَنَاهُ يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِى ابْنَ الْحٰرِثِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِى التَّيَّاحِ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسًا يَقُوْلُ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِمِثْلِهِ.

১০৫৮. ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র)...... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনিও উপরোক্তরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٢- بَابُ تَحْوِيْلِ الْقِبْلَةِ مِنَ الْقُدْسِ اِلَى الْكَعْبَةِ

২. পরিচ্ছেদ : বায়তুল মুকাদ্দাস হতে কা'বার দিকে কিব্‌লা পরিবর্তন

١٠٥٩- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِبْنُ اَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا اَبُوالاَحْوَصِ عَنْ اَبِى اِسْحٰقَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِىِّ ﷺ اِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا حَتّٰى نَزَلَتِ الْاٰيَةُ الَّتِىْ فِى الْبَقَرَةِ "وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ شَطْرَهُ" فَنَزَلَتْ بَعْدَمَا صَلَّى النَّبِىُّ ﷺ فَانْطَلَقَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ فَمَرَّ بِنَاسٍ مِنَ الاَنْصَارِ وَهُمْ يُصَلُّوْنَ فَحَدَّثَهُمْ فَوَلَّوْا وُجُوْهَهُمْ قِبَلَ الْبَيْتِ.

১০৫৯. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা (র).....বারা ইব্‌ন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ -এর সাথে বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করে ষোল মাস পর্যন্ত সালাত আদায় করেছি। অবশেষে সূরা বাকারার এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয় : وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ شَطْرَهُ (তোমরা যেখানেই থাক, তোমাদের চেহারা কা'বার দিকে কর)। নবী ﷺ সালাত শেষ করার পর আয়াতটি নাযিল হয়। এরপর একজন সাহাবী চলে গেলেন এবং পথিমধ্যে একদল আনসারকে সালাত আদায় করতে দেখলেন। তিনি তাঁদেরকে এ বিষয় অবহিত করলেন, তাঁরা তাদের চেহারা বায়তুল্লাহ্‌র দিকে ফিরিয়ে নিলেন।

١٠٦٠- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُبْنُ الْمُثَنّٰى وَاَبُوْ بَكْرِ بْنُ خَلاَّدٍ جَمِيْعًا عَنْ يَحْيٰى قَالَ ابْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ اِسْحٰقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يَقُوْلُ صَلَّيْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا اَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا ثُمَّ صُرِفْنَا نَحْوَ الْكَعْبَةِ.

১০৬০. মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না ও আবূ বাক্‌র ইব্‌ন খাল্লাদ (র)...... বারা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাথে ষোল অথবা সতের মাস বায়তুল মুকাদ্দানের দিকে সালাত আদায় করেছি। অতঃপর আমাদেরকে কা'বার দিকে ফিরিয়ে দেয়া হয়।

١٠٦١- حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوْخَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنْ مَالِكِ بْنِ اَنَسٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ بَيْنَمَا النَّاسُ فِىْ صَلاَةِ الصُّبْحِ بِقُبَاءٍ اِذْ جَاءَهُمْ اٰتٍ فَقَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَدْ اُنْزِلَ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ وَقَدْ اُمِرَ اَنْ يَسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةَ فَاسْتَقْبِلُوْهَا وَكَانَتْ وُجُوْهُهُمْ اِلَى الشَّامِ فَاسْتَدَارُوْا اِلَى الْكَعْبَةِ.

১০৫৬১. শায়বান ইব্‌ন ফাররূখ ও কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র)...... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোকেরা কুবায় ফজরের সালাত আদায় করছিল, ইতিমধ্যে একজন লোক এসে বলল, এ রাত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর প্রতি কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে এবং কা'বার দিকে মুখ করার আদেশ প্রদান করা হয়েছে। অতএব, তোমরাও কা'বার দিকে মুখ করে দাঁড়াও। তাদের চেহারা ছিল তখন সিরিয়ার দিকে। অতঃপর তারা কা'বার দিকে ঘুরে গেলেন।

١٠٦٢- حَدَّثَنِى سُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنِى حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ بَيْنَمَا النَّاسُ فِى صَلاَةِ الْغَدَاةِ اِذْ جَاءَهُمْ رَجُلٌ بِمِثْلِ حَدِيْثِ مَالِكٍ.

১০৬২. সুওয়ায়দ ইব্‌ন সাঈদ (র)...... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোকজন ফজরের সালাত আদায় করছিল, ইতিমধ্যে একজন লোক তাদের কাছে আসলো। পরবর্তী অংশ মালিকের হাদীসের অনুরূপ।

١٠٦٣- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِبْنُ اَبِى شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُبْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّى نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ فَنَزَلَتْ « **قَدْنَرٰى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِى السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ** » فَمَرَّ رَجُلٌ مِنْ بَنِى سَلَمَةَ وَهُمْ رُكُوْعٌ فِى صَلاَةِ الْفَجْرِ وَقَدْ صَلُّوْا رَكْعَةً فَنَادٰى اَلاَ اِنَّ الْقِبْلَةَ قَدْ حُوِّلَتْ فَمَالُوْا كَمَا هُمْ نَحْوَ الْقِبْلَةِ.

১০৬৩. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)...... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে সালাত আদায় করতেন। অতঃপর এ আয়াতটি নাযিল হলো : قَدْ نَرٰى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِى السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ (আকাশের দিকে তোমার বার বার তাকানোকে আমি প্রায়ই লক্ষ্য করি। সুতরাং তোমাকে এমন কিব্‌লার দিকে ফিরিয়ে দিচ্ছি, যা তুমি পসন্দ কর। অতএব, তুমি মাসজিদুল হারামের দিকে মুখ ফিরাও)। অতঃপর সালামা গোত্রের একজন লোক যাচ্ছিল। সে দেখল, লোকেরা ফজরের সালাতের রুকূতে আছে এবং ইতোমধ্যে তারা এক রাক'আত আদায় করেছে, সে উচ্চস্বরে বললো, ওহে, কিব্‌লা বদলে গেছে। তখন তারা ঐ অবস্থায়ই কিব্‌লার দিকে ফিরে গেল।

٣- بَابُ النَّهْىِ عَنْ بِنَاءِ الْمَسَاجِدِ عَلَى الْقُبُوْرِ وَاتِّخَاذِ الصُّوَرِ فِيْهَا وَالنَّهْىِ عَنِ اتِّخَاذِ الْقُبُوْرِ مَسَاجِدَ.

৩. পরিচ্ছেদ : কবরের উপর মসজিদ নির্মাণ, মসজিদে ছবি বানানো, কবরকে সিজ্‌দার স্থান করার প্রতি নিষেধাজ্ঞা

١٠٦٤- وَحَدَّثَنِى زُهَيْرُبْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ اَخْبَرَنِى اَبِى عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ اُمَّ حَبِيْبَةَ وَاُمَّ سَلَمَةَ ذَكَرَتَا كَنِيْسَةً رَأَيْنَهَا بِالْحَبْشَةِ فِيْهَا تَصَاوِيْرُ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اُوْلٰئِكِ اِذَا كَانَ فِيْهِمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ فَمَاتَ بَنَوْا عَلٰى قَبْرِهِ مَسْجِدًا وَصَوَّرُوْا فِيْهِ تِلْكَ الصُّوَرَ اُوْلٰئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللّٰهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

১০৬৪. যুহায়র ইব্‌ন হারব (র)......আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, উম্মু হাবীবা ও উম্মু সালামা (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে একটি গীর্জার কথা উল্লেখ করলেন, যা তাঁরা আবিসিনিয়ায় দেখেছিলেন। তাতে অনেক ছবি ছিল।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : তাদের মধ্যে যখন কোন নেক লোক মারা যেত, তখন তার কবরের উপর তারা মসজিদ নির্মাণ করত এবং তারা সেখানে এদের ছবি তৈরি করত। এইসব লোক কিয়ামতের দিন আল্লাহ্র কাছে অত্যন্ত নিকৃষ্ট বলে গণ্য হবে।

١٠٦٥- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِبْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَعَمْرُوْا لنَّاقِدُ قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهُمْ تَذَاكَرُوْا عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ مَرَضِهِ فَذَكَرَتْ اُمُّ سَلَمَةَ وَاُمُّ حَبِيْبَةَ كَنِيْسَةً ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَهُ.

১০৬৫. আবূ বাক্র ইব্ন আবূ শায়বা ও আম্র আন-নাকিদ (র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, সাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে তাঁর মৃত্যু রোগের সময় আলাপ-আলোচনা করছিলেন, তখন উম্মু সালামা ও উম্মু হাবীবা (রা) একটি গীর্জার কথা উল্লেখ করেন, পরবর্তী অংশ উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ।

١٠٦٦- حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ ذَكَرْنَ اَزْوَاجُ النَّبِىِّ ﷺ كَنِيْسَةً رَأَيْنَهَا بِاَرْضِ الْحَبَشَةِ يُقَالُ لَهَا مَارِيَةُ بِمِثْلِ حَدِيْثِهِمْ.

১০৬৬. আবূ কুরায়ব (র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর স্ত্রীগণ একটি গীর্জার সম্পর্কে আলোচনা করলেন, যা তাঁরা আবিসিনিয়ায় দেখেছিলেন। যার নাম ছিল মারিয়া। পরবর্তী অংশ উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ।

١٠٦٧- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِبْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ قَالاَ حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ هِلاَلِ بْنِ اَبِىْ حُمَيْدٍ عَنْ عُرْوَةَ ابْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ مَرَضِهِ الَّذِىْ لَمْ يَقُمْ مِنْهُ لَعَنَ اللّٰهُ الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارٰى اِتَّخَذُوْا قُبُوْرَ اَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ قَالَتْ فَلَوْلاَ ذٰلِكَ اُبْرِزَ قَبْرُهُ غَيْرَ اَنَّهُ خَشِىَ اَنْ يُتَّخَذَ مَسْجِدًا * وَفِىْ رِوَايَةِ بْنِ اَبِىْ شَيْبَةَ وَلَوْلاَ ذَاكَ لَمْ يَذْكُرْ قَالَتْ.

১০৬৭. আবূ বাক্র ইব্ন আবূ শায়বা ও আমর আন-নাকিদ (র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-যে রোগ থেকে আরোগ্য লাভ করেন নি, সে রোগশয্যায় থেকে বলেছেন, ইয়াহূদী ও নাসারাদের প্রতি আল্লাহর অভিশাপ বর্ষিত হোক। তারা তাদের নবীদের কবরগুলোকে সিজদার স্থান বানিয়ে নিয়েছে। আয়েশা (রা) বলেন, যদি এরূপ আশংকা না হতো, তবে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কবর উঁচুকরা হতো। কিন্তু তিনি তাকে মসজিদ বানানোর আশংকা করেছিলেন। ইব্ন আবূ শায়বার বর্ণনায় وَلَوْلاَ ذَاكَ আছে। কিন্তু قَالَتْ শব্দটি নেই।

١٠٦٨- حَدَّثَنَا هٰرُوْنُ بْنُ سَعِيْدٍ الْاَيْلِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ وَمَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ سَعِيْدُبْنُ الْمُسَيَّبِ اَنَّ اَبَاهُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَاتَلَ اللّٰهُ الْيَهُوْدَ اِتَّخَذُوْا قُبُوْرَ اَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ.

১০৬৮. হারূন ইব্ন সাঈদ আল-আয়লী (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ্ ইয়াহূদীদেরকে ধ্বংস করুক, তারা তাদের নবীদের কবরগুলোকে সিজদার স্থান বানিয়ে নিয়েছে।

١٠٦٩- وَحَدَّثَنِى قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْفَزَارِىُّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ الاَصَمِّ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ الْاَصَمِّ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَعَنَ اللّٰهُ الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارَى اِتَّخَذُوْا قُبُوْرَ اَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ.

১০৬৯. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, ইয়াহূদী ও নাসারাদের প্রতি আল্লাহ্র অভিশাপ বর্ষিত হোক। তারা তাদের নবীদের কবরগুলোকে সিজদার স্থান বানিয়ে নিয়েছে।

١٠٧٠- وَحَدَّثَنِى هٰرُوْنُ بْنُ سَعِيْدٍ الْاَيْلِىُّ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيٰى قَالَ حَرْمَلَةُ اَخْبَرَنَا وَقَالَ هٰرُوْنُ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِى يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِى عُبَيْدُ اللّٰهِ ابْنُ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ عَائِشَةَ وَعَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَبَّاسٍ قَالاَ لَمَّا نُزِلَ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ طَفِقَ يَطْرَحُ خَمِيْصَةً لَهُ عَلٰى وَجْهِهِ فَاِذَا اغْتَمَّ كَشَفَهَا عَنْ وَجْهِهِ فَقَالَ وَهُوَ كَذَالِكَ لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الْيَهُوْدِ وَالنَّصَارٰى اِتَّخَذُوْا قُبُوْرَ اَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ يُحَذِّرُ مِثْلَ مَاصَنَعُوْا.

১০৭০. হারূন ইব্ন সাঈদ আল-আয়লী ও হারমালা ইয়াহইয়া (র)...... আয়েশা (রা) ও আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তাঁরা বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর ওফাত যখন নিকটবর্তী হলো, তখন তিনি চাদর দিয়ে তাঁর চেহারা ঢাকছিলেন। আবার তাঁর শ্বাস রুদ্ধ হয়ে এলে চেহারা থেকে তা সরিয়ে ফেলছিলেন। এমতাবস্থায় তিনি বললেন, ইয়াহূদী-নাসারার উপর আল্লাহ্র অভিশাপ। তারা তাদের নবীদের কবরগুলোকে সিজদার স্থান বানিয়ে নিয়েছে। তিনি (এ কথা বলে) তাদের মত করা থেকে সতর্ক করে দিচ্ছিলেন।

١٠٧١- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِبْنُ اَبِى شَيْبَةَ وَاِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَاللَّفْظُ لِاَبِى بَكْرٍ قَالَ اِسْحٰقُ اَخْبَرَنَا وَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ حَدَثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ عَدِىٍّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ زَيْدِ بْنِ اَبِى اُنَيْسَةَ عَنْ عَمْرِوبْنِ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَارِثِ النَّجْرَانِىِّ قَالَ حَدَّثَنِى جُنْدُبُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ قَبْلَ اَنْ يَمُوْتَ بِخَمْسٍ وَهُوَ يَقُوْلُ اِنِّى اَبْرَأُ اِلَى اللّٰهِ اَنْ يَكُوْنَ لِى مِنْكُمْ خَلِيْلٌ فَاِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى قَدِ اتَّخَذَنِى خَلِيْلاً كَمَا اتَّخَذَ اِبْرَاهِيْمَ خَلِيْلاً وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ اُمَّتِى خَلِيْلاً لاَتَّخَذْتُ اَبَا بَكْرٍ خَلِيْلاً اَلاَ وَاِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوْا يَتَّخِذُوْنَ قُبُوْرَ اَنْبِيَائِهِمْ وَصَالِحِيْهِمْ مَسَاجِدَ اَلاَ فَلاَ تَتَّخِذُوا الْقُبُوْرَ مَسَاجِدَ اِنِّى اَنْهَاكُمْ عَنْ ذَالِكَ.

১০৭১. আবূ বাক্র ইব্ন আবূ শায়বা ও ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম (র)...... জুনদুব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-এর ওফাতের পাঁচদিন আগে তাঁকে বলতে শুনেছি, তোমাদের কেউ আমার খলীল (অন্তরঙ্গ বন্ধু) হওয়া থেকে আমি আল্লাহ্র কাছে নিষ্কৃতি চাইছি। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে তাঁর খলীলরূপে গ্রহণ করেছেন-যেমনিভাবে খলীলরূপে গ্রহণ করেছিলেন ইব্রাহীমকে। আমি যদি আমার উম্মাতের মধ্যে কাউকে খলীলরূপে গ্রহণ করতাম তবে আবূ বাক্রকেই খলীলরূপে গ্রহণ করতাম। সাবধান! তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা তাদের নবী ও নেক্কারদের কবরগুলোকে সিজদার স্থান বানিয়েছে। সাবধান! তোমরাও কবরকে সিজদার স্থান বানিও না। আমি তোমাদের তা থেকে নিষেধ করছি।

٤- بَابُ فَضْلِ بِنَاءِ الْمَسَاجِدِ وَالْحَثِّ عَلَيْهَا

৪. পরিচ্ছেদ : মসজিদ নির্মাণের ফযীলত এবং তার প্রতি উৎসাহ প্রদান

١٠٧٢- حَدَّثَنِي هٰرُوْنُ بْنُ سَعِيْدٍ الْاَيْلِيُّ وَاَحْمَدُ بْنُ عِيْسٰى قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِي عَمْرٌو اَنَّ بُكَيْرًا حَدَّثَهُ اَنَّ عَاصِمَ بْنَ عُمَرَبْنِ قَتَادَةَ حَدَّثَهُ اَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ اللّٰهِ الْخَوْلَانِيَّ يَذْكُرُ اَنَّهُ سَمِعَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ عِنْدَ قَوْلِ النَّاسِ فِيْهِ حِيْنَ بَنٰى مَسْجِدَ الرَّسُوْلِ ﷺ اِنَّكُمْ قَدْ اَكْثَرْتُمْ وَاِنِّي سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ بَنٰى مَسْجِدًا لِلّٰهِ تَعَالٰى قَالَ بُكَيْرٌ حَسِبْتُ اَنَّهُ قَالَ يَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ اللّٰهِ بَنَى اللّٰهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَقَالَ ابْنُ عِيْسٰى فِيْ رِوَايَتِهِ مِثْلَهُ فِي الْجَنَّةِ.

১০৭২. হারূন ইব্ন সাঈদ আল-আয়লী ও আহ্মাদ ইব্ন ঈসা (র)...... উবায়দুল্লাহ্ আল-খাওলানী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন হযরত উসমান (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর মসজিদটি (মসজিদ-ই নববী ভেঙে নতুনভাবে) তৈরি করলেন এবং লোকেরা তাঁর বিরুদ্ধে সমালোচনা করতে লাগল, তখন তাঁকে বলতে শুনেছি যে, তোমরা বাড়াবাড়ি করছ। আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে মসজিদ প্রতিষ্ঠা করবে, বর্ণনাকারী বুকায়র বলেন, আমার ধারণা তিনি বলেছেন, তদ্দারা তার আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভ করাই উদ্দেশ্যে হবে, তার জন্য আল্লাহ্ জান্নাতে একটি ঘর তৈরি করবেন।

١٠٧٣- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنّٰى قَالَا حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الْحَمِيْدِ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنِي اَبِيْ عَنْ مَحْمُوْدِبْنِ لَبِيْدٍ اَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ اَرَادَ بِنَاءَ الْمَسْجِدِ فَكَرِهَ النَّاسُ ذَالِكَ فَاَحَبُّوْا اَنْ يَدَعَهُ عَلٰى هَيْئَتِهِ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ بَنٰى مَسْجِدًا لِلّٰهِ بَنَى اللّٰهُ لَهُ فِي الْجَنَّةِ مِثْلَهُ.

১০৭৩. যুহায়র ইব্ন হারব ও মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না (র)...... মাহমূদ ইব্ন লাবীদ (র) থেকে বর্ণিত। উসমান ইব্ন 'আফ্ফান (রা) যখন নতুনভাবে মসজিদ-ই নববী নির্মাণের সংকল্প করলেন, লোকে তা পসন্দ করল না। তারা সেটি আগের মত রাখাই ভাল মনে করেছিল। তখন উসমান (রা) বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে মসজিদ নির্মাণ করবে, আল্লাহ্ তার জন্য জান্নাতে অনুরূপ ঘর তৈরি করবেন।

٥- بَابُ النَّدْبِ اِلَى وَضْعِ الاَيْدِىْ عَلَى الرُّكَبِ فِى الرُّكُوْعِ وَنَسْخِ التَّطْبِيْقِ

৫. পরিচ্ছেদ : রুকূর সময় দুই হাত হাঁটুতে রাখা উত্তম হওয়া এবং তাতবীক[১] রহিত হওয়া

١٠٧٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ الْهَمْدَانِىُّ اَبُوْ كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ وَعَلْقَمَةَ قَالاَ اَتَيْنَا عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ مَسْعُوْدٍ فِىْ دَارِهِ فَقَالَ اَصَلّٰى هٰؤُلاَءِ خَلْفَكُمْ فَقُلْنَا لاَ قَالَ فَقُوْمُوْا فَصَلُّوْا فَلَمْ يَأمُرْنَا بِاَذَانٍ وَلاَ اِقَامَةٍ قَالَ وَذَهَبْنَا لِنَقُوْمَ خَلْفَهُ فَاَخَذَ بِاَيْدِيْنَا فَجَعَلَ اَحَدَنَا عَنْ يَمِيْنِهِ وَالْاٰخَرَ عَنْ شِمَالِهِ قَالَ فَلَمَّا رَكَعَ وَضَعْنَا اَيْدِيْنَا عَلٰى رُكَبِنَا قَالَ فَضَرَبَ اَيْدِيْنَا وَطَبَّقَ بَيْنَ كَفَّيْهِ ثُمَّ اَدْخَلَهُمَا بَيْنَ فَخِذَيْهِ قَالَ فَلَمَّا صَلّٰى قَالَ اِنَّهُ سَتَكُوْنُ عَلَيْكُمْ اُمَرَاءُ يُؤَخِّرُوْنَ الصَّلاَةَ عَنْ مِيْقَاتِهَا وَيَخْنُقُوْنَهَا اِلَى شَرَقِ الْمَوْتٰى فَاِذَا رَاَيْتُمُوْهُمْ قَدْ فَعَلُوْا ذَالِكَ فَصَلُّوْا الصَّلاَةَ لِمِيْقَاتِهَا وَاجْعَلُوْا صَلاَتَكُمْ مَعَهُمْ سُبْحَةً وَاِذَا كُنْتُمْ ثَلاَثَةً فَصَلُّوْا جَمِيْعًا وَاِذَا كُنْتُمْ اَكْثَرَ مِنْ ذَالِكَ فَلْيَؤُمَّكُمْ اَحَدُكُمْ وَاِذَا رَكَعَ فَلْيُفْرِشْ ذِرَاعَيْهِ عَلٰى فَخِذَيْهِ وَلْيَجْنَأْ وَلْيُطَبِّقْ بَيْنَ كَفَّيْهِ فَكَاَنِّىْ اَنْظُرُ اِلَى اخْتِلاَفِ اَصَابِعِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاَرَاهُمْ.

১০৭৪. মুহাম্মাদ ইবনুল আলা আল-হামদানী আবূ কুরায়ব (র)...... আসওয়াদ ও আলকামা (র) থেকে বর্ণিত। তাঁরা বলেন, আমরা দু'জনে আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসঊদ (রা)-এর বাসগৃহে উপস্থিত হলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের পিছনে যাঁরা রয়েছেন (অর্থাৎ শাসকগণ) তারা কি সালাত আদায় করেছেন? আমরা বললাম, না। তিনি বললেন, তাহলে ওঠ এবং সালাত আদায় কর (কেননা, সালাতের ওয়াক্ত হয়ে গেছে এবং আমীর ও শাসকদের অপেক্ষায় সালাত আদায়ে বিলম্ব করা যায় না)। তিনি আমাদের আযান ও ইকামাতের আদেশ দিলেন না। আমরা তাঁর পিছনে দাঁড়াতে চাইলাম, তিনি আমাদের একজনকে হাত ধরে ডানদিকে এনে দাঁড় করালেন এবং অন্যজনকে বামদিকে। যখন তিনি রুকূ করলেন, আমরা আমাদের দুই হাত হাঁটুর উপর রাখলাম। তিনি আমাদের হাতে আঘাত করলেন, তারপর দু'হাত জোড় করে আঙ্গুলসমূহ বুনে দুই উরুর মাঝখানে রাখলেন। সালাতশেষে বললেন, অচিরেই তোমাদের মধ্যে এমন এমন আমীরের আবির্ভাব ঘটবে যারা সালাতকে তার ওয়াক্ত হতে দেরী করে পড়বে এবং (আসরের) সালাতকে এরূপ দেরী করে পড়বে যে, সূর্য অস্ত যাওয়ার উপক্রম হবে। অতএব তোমরা যখন তাদের এরূপ করতে দেখবে, তখন তোমরা ওয়াক্তের ভিতরে সালাত আদায় করে নিবে। তারপর তাঁদের সাথে দ্বিতীয়বার নফল হিসেবে পড়বে। আর তোমরা যখন তিনজন হবে, তখন সবাই মিলে সালাত আদায় করবে (অর্থাৎ সবাই এক কাতারে দাঁড়াবে এবং ইমাম মাঝখানে থাকবে)। যখন তিনের অধিক হবে, তখন একজনকে ইমাম বানিয়ে নিবে (এবং তিনি সামনে দাঁড়াবেন)। আর যখন রুকূ করবে, তখন দুই হাত দুই উরুর উপর রেখে ঝুঁকে পড়বে এবং দুই হাতের তালু জোড় করে (দুই উরুর মাঝে) রাখবে। আমি যেন এখনও রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর এক হাতের আঙ্গুলগুলো আরেক হাতের আঙ্গুলের ফাঁকে ঢুকেছে দেখতে পাচ্ছি। এই বলে তাদের দেখালেন।

---

১. তাতবীক অর্থ দু'হাতের আঙ্গুল বুনে তা দু'হাঁটু বা দু'উরুর মাঝখানে রাখা।

١٠٧٥- حَدَّثَنَا مِنْجَابُ بْنُ الْحَارِثِ التَّمِيْمِيُّ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ مُسْهِرٍ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ ح قَالَ وَحَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اٰدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا مُفَضَّلٌ كُلُّهُمْ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ وَالاَسْوَدِ اَنَّهُمَا دَخَلاَ عَلٰى عَبْدِ اللّٰهِ بِمَعْنٰى حَدِيْثِ اَبِى مُعَاوِيَةَ وَفِىْ حَدِيْثِ ابْنِ مُسْهِرٍ وَجَرِيْرٍ فَلَكَاَنِّىْ اَنْظُرُ اِلَى اخْتِلاَفِ اَصَابِعِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ رَاكِعٌ.

১০৭৫. মিনজাব ইবনুল হারিস আত-তামীমী, উসমান ইব্ন আবূ শায়বা, মুহাম্মাদ ইবন রাফি' (র)...... আলকামা ও আস্ওয়াদ (র) থেকে বর্ণিত যে, তাঁরা উভয়ে আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসঊদ (র)-এর নিকট গেলেন। তারপর আবূ মু'আবিয়ার হাদীসের মর্ম অনুযায়ী বর্ণনা করেছেন। আর ইব্ন মুসহির ও জারীরের হাদীসে আছে, "আমি যেন এখনও দেখতে পাচ্ছি রুকূ' অবস্থায় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর এক হাতের আঙ্গুল আরেক হাতের আঙ্গুলে ঢোকানো।

١٠٧٦- وَحَدَّثَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِىُّ قَالَ اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوْسٰى عَنْ اِسْرَائِيْلَ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ وَالاَسْوَدِ اَنَّهُمَا دَخَلاَ عَلٰى عَبْدِ اللّٰهِ فَقَالَ اَصَلّٰى مَنْ خَلْفَكُمْ قَالاَ نَعَمْ فَقَامَ بَيْنَهُمَا وَجَعَلَ اَحَدَهُمَا عَنْ يَمِيْنِهِ وَالْاٰخَرَ عَنْ شِمَالِهِ ثُمَّ رَكَعْنَا فَوَضَعْنَا اَيْدِيْنَا عَلٰى رُكَبِنَا فَضَرَبَ اَيْدِيْنَا ثُمَّ طَبَّقَ بَيْنَ يَدَيْهِ ثُمَّ جَعَلَهُمَا بَيْنَ فَخِذَيْهِ فَلَمَّا صَلّٰى قَالَ هٰكَذَا فَعَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ .

১০৭৬. আবদুল্লাহ্ ইবন আবদুর রহমান আদ-দারিমী (র)...... আলকামা ও আসওয়াদ (র) থেকে বর্ণিত যে, তাঁরা উভয়ে আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসঊদ (রা)-এর নিকট গেলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের পিছনের লোকেরা কি সালাত আদায় করেছে? তাঁরা বললেন, হ্যাঁ। অতঃপর আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসঊদ (রা) তাঁদের মধ্যভাগে দাঁড়ালেন এবং একজনকে ডানপাশে দাঁড় করালেন ও অপরজনকে বামপাশে। তাঁরা বললেন, আমরা রুকূ করার সময় আমাদের দুই হাত হাঁটুর উপর রাখলাম। তিনি আমাদের হাতে আঘাত করলেন। তারপর তাঁর দুই হাত জোড় করে দুই উরুর মাঝখানে রাখলেন। সালাতশেষে বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এরূপই করেছেন।

١٠٧٧- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَاَبُوْ كَامِلٍ الْجَحْدَرِىُّ وَاللَّفْظُ لِقُتَيْبَةَ قَالاَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ اَبِى يَعْفُوْرٍ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ صَلَّيْتُ اِلَى جَنْبِ اَبِىْ قَالَ وَجَعَلْتُ يَدَىَّ بَيْنَ رُكْبَتَىَّ فَقَالَ لِىْ اَبِىْ اِضْرِبْ بِكَفَّيْكَ عَلٰى رُكْبَتَيْكَ قَالَ ثُمَّ فَعَلْتُ ذٰلِكَ مَرَّةً اُخْرٰى فَضَرَبَ يَدَىَّ وَقَالَ اِنَّا نُهِيْنَا عَنْ هٰذَا وَاُمِرْنَا اَنْ نَضْرِبَ بِالْاَكُفِّ عَلَى الرُّكَبِ.

১০৭৭. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ ও আবূ কামিল আল-জাহদারী (র)...... মুস'আব ইব্ন সা'দ (র) থেকে বর্ণিত যে, আমি আমার পিতার পার্শ্বে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করলাম এবং (রুকূ করাকালীন) আমার দুই হাত দুই হাঁটুর মাঝখানে রাখলাম। তিনি আমাকে আমার দুই হাতের তালু আমার দুই হাঁটুর উপর রাখতে বললেন। আমি

দ্বিতীয়বার ঐরূপ করলাম। তিনি আবার আমার হাতের উপর আঘাত করলেন এবং বললেন, আমাদের এরূপ করতে নিষেধ করা হয়েছে, আর হাতের তালু দুই হাঁটুর উপর রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

١٠٧٨- حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ كِلاَهُمَا عَنْ اَبِىْ يَعْفُوْرٍ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ اِلٰى قَوْلِه فَنُهِيْنَا عَنْهُ وَلَمْ يَذْكُرَا مَا بَعْدَهُ.

১০৭৮. খালাফ ইব্‌ন হিশাম ও ইব্‌ন আবূ উমর (র)...... আবূ ইয়া'ফূর (র) থেকে বর্ণিত। তিনি উক্ত সনদে "আমাদের এরূপ করতে নিষেধ করা হয়েছে" পর্যন্ত বর্ণনা করেন। তবে এ সনদে ঐ হাদীসের পরের কথাটি উল্লেখ করেন নি।

١٠٧٩- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ اَبِىْ خَالِدٍ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِىٍّ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ رَكَعْتُ فَقُلْتُ بِيَدَىَّ هٰكَذَا يَعْنِىْ طَبَّقَ بِهِمَا وَوَضَعَهُمَا بَيْنَ فَخِذَيْهِ فَقَالَ اَبِىْ اِنَّا قَدْ كُنَّا نَفْعَلُ هٰذَا ثُمَّ اُمِرْنَا بِالرُّكَبِ.

১০৭৯. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)...... মুস'আব ইব্‌ন সা'দ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রুকূ করার সময় দুই হাত এরূপ করলাম অর্থাৎ তিনি দুই হাত জোড় করে দুই উরুর মাঝখানে রাখলেন। আমার পিতা বললেন, আমরা প্রথমে এরূপ করতাম কিন্তু পরে আমাদের হাঁটুর উপর হাত রাখতে আদেশ করা হয়েছে।

١٠٨٠- حَدَّثَنِى الْحَكَمُ بْنُ مُوْسٰى قَالَ اَخْبَرَنَا عِيْسٰى بْنُ يُوْنُسَ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ اَبِىْ خَالِدٍ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِىٍّ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدِ بْنِ اَبِىْ وَقَّاصٍ قَالَ صَلَّيْتُ اِلٰى جَنْبِ اَبِىْ فَلَمَّا رَكَعْتُ شَبَّكْتُ اَصَابِعِىْ وَجَعَلْتُهُمَا بَيْنَ رُكْبَتَىَّ فَضَرَبَ يَدَىَّ فَلَمَّا صَلّٰى قَالَ قَدْ كُنَّا نَفْعَلُ هٰذَا ثُمَّ اُمِرْنَا اَنْ نَرْفَعَ اِلَى الرُّكَبِ.

১০৮০. হাকাম ইব্‌ন মূসা (র)...... মুস'আব ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন আবূ ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার পিতার পার্শ্বে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করছিলাম। যখন রুকূতে গেলাম, তখন এক হাতের আঙ্গুল আরেক হাতে আঙ্গুলের ফাঁকে ঢুকিয়ে উভয় হাত হাঁটুর মাঝখানে রাখলাম। তিনি আমার হাতে মারলেন এবং সালাত শেষ করে বললেন, প্রথমে আমরা এরূপ করতাম। কিন্তু আমাদের হাঁটুর উপর রাখার আদেশ দেয়া হয়।

٦- بَابُ جَوَازِ الْاِقْعَاءِ عَلَى الْعَقِبَيْنِ

৬. পরিচ্ছেদ : গোড়ালির উপর নিতম্ব রেখে বসা

١٠٨١- حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا حَسَنُ الْحُلْوَانِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَتَقَارَبَا فِى اللَّفْظِ قَالاَ جَمِيْعًا اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ اَبُو الزُّبَيْرِ اَنَّهُ سَمِعَ طَاؤُسًا يَقُوْلُ قُلْنَا لاِبْنِ عَبَّاسٍ فِى الْاِقْعَاءِ عَلَى الْقَدَمَيْنِ فَقَالَ هِىَ السُّنَّةُ فَقُلْنَا لَهُ اِنَّا لَنَرَاهُ جَفَاءً بِالرَّجُلِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ بَلْ هِىَ سُنَّةُ نَبِيِّكَ ﷺ.

১০৮১. ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম ও হাসান আল-হুলওয়ানী (র)...... তাউস (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, আমরা ইব্ন আব্বাস (রা)-কে ইক'আ (দুই সিজ্‌দার মাঝখানে গোড়ালির উপর নিতম্ব রেখে বসা) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম, তিনি বললেন, তা সুন্নাত। আমরা বললাম, আমরা তো এই ধরনের বসাকে একজন লোকের অশিষ্টতা মনে করি। ইব্ন আব্বাস (রা) বললেন বরং এটি তোমার নবী ﷺ-এর সুন্নাত।

٧- بَابُ تَحْرِيْمِ الْكَلاَمِ فِى الصَّلاَةِ وَنَسْخِ مَا كَانَ مِنْ اِبَاحَتِهِ.

৭. পরিচ্ছেদ : সালাতে কথা বলা নিষেধ এবং এর পূর্ব অনুমতির বিধান রহিতকরণ

١٠٨٢- حَدَّثَنَا اَبُوْ جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَاَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ وَتَقَارَبَا فِىْ لَفْظِ الْحَدِيْثِ قَالاَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ حَجَّاجٍ الصَّوَّافِ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ عَنْ هِلاَلِ بْنِ اَبِىْ مَيْمُوْنَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ السُّلَمِىِّ قَالَ بَيْنَا اَنَا اُصَلِّى مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِذْ عَطَسَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ فَقُلْتُ يَرْحَمُكَ اللّٰهُ فَرَمَانِى الْقَوْمُ بِاَبْصَارِهِمْ فَقُلْتُ وَاثُكْلَ اُمِّيَاهُ مَا شَأْنُكُمْ تَنْظُرُوْنَ اِلَىَّ فَجَعَلُوْا يَضْرِبُوْنَ بِاَيْدِيْهِمْ عَلَى اَفْخَاذِهِمْ فَلَمَّا رَأَيْتُهُمْ يُصَمِّتُوْنَنِى لٰكِنِّىْ سَكَتُّ فَلَمَّا صَلَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَبِاَبِىْ هُوَ وَاُمِّىْ مَا رَأَيْتُ مُعَلِّمًا قَبْلَهُ وَلاَ بَعْدَهُ اَحْسَنَ تَعْلِيْمًا مِنْهُ فَوَاللّٰهِ مَا كَهَرَنِىْ وَلاَ ضَرَبَنِىْ وَلاَ شَتَمَنِىْ ثُمَّ قَالَ اِنَّ هٰذِهِ الصَّلاَةَ لاَ يَصْلُحُ فِيْهَا شَىْءٌ مِنْ كَلاَمِ النَّاسِ اِنَّمَا هُوَ التَّسْبِيْحُ وَالتَّكْبِيْرُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْاٰنِ اَوْ كَمَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ حَدِيْثُ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ وَقَدْ جَاءَ اللّٰهُ بِالْاِسْلاَمِ وَاِنَّ مِنَّا رِجَالاً يَأْتُوْنَ الْكُهَّانَ قَالَ فَلاَ تَأْتِيْهِمْ قَالَ وَمِنَّا رِجَالٌ يَتَطَيَّرُوْنَ قَالَ ذَاكَ شَىْءٌ يَجِدُوْنَهُ فِىْ صُدُوْرِهِمْ فَلاَ يَصُدَّنَّهُمْ (قَالَ ابْنُ الصَّبَّاحِ فَلاَ يَصُدَّنَّكُمْ) قَالَ قُلْتُ وَمِنَّا رِجَالٌ يَخُطُّوْنَ قَالَ كَانَ نَبِىٌّ مِنَ الاَنْبِيَاءِ يَخُطُّ فَمَنْ وَافَقَ خَطَّهُ فَذَاكَ قَالَ وَكَانَتْ لِىْ جَارِيَةٌ تَرْعٰى غَنَمًا لِىْ قِبَلَ اُحُدٍ وَالْجَوَّانِيَّةِ فَاطَّلَعْتُ ذَاتَ يَوْمٍ فَاِذَا الذِّئْبُ قَدْ ذَهَبَ بِشَاةٍ مِنْ غَنَمِهَا وَاَنَا رَجُلٌ مِنْ بَنِىْ اٰدَمَ اٰسَفُ كَمَا يَأْسَفُوْنَ لٰكِنِّىْ صَكَكْتُهَا صَكَّةً فَاَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَعَظَّمَ ذَالِكَ عَلَىَّ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَفَلاَ أُعْتِقُهَا قَالَ ائْتِنِىْ بِهَا فَاَتَيْتُهُ بِهَا فَقَالَ لَهَا اَيْنَ اللّٰهُ قَالَتْ فِى السَّمَاءِ قَالَ مَنْ اَنَا قَالَتْ اَنْتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ أَعْتِقْهَا فَاِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ.

১০৮২. আবূ জা'ফর মুহাম্মাদ ইবনুস্ সাব্বাহ্ ও আবূ বাক্‌র ইবন আবূ শায়বা (র)...... মু'আবিয়া ইবনুল হাকাম আস-সুলামী (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে সালাত আদায় করছিলাম।

ইত্যবসরে আমাদের মধ্যে একজন হাঁচি দিল। আমি 'ইয়ারহামুকাল্লাহ্' বললাম। তখন লোকেরা আমার দিকে আড় চোখে দেখতে লাগল। আমি বললাম, আমার মায়ের পুত্র বিয়োগ হোক।[১] তোমরা আমার প্রতি তাকাচ্ছ কেন? তখন তারা তাদের উরুর উপর হাত চাপড়াতে লাগল। আমি যখন বুঝতে পারলাম যে, তারা আমাকে চুপ করাতে চাচ্ছে, অগত্যা আমি চুপ হয়ে গেলাম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সালাত শেষ করলেন, আমার মাতাপিতা তাঁর জন্য কুরবান হোক! আমি তাঁর মত এত সুন্দর করে শিক্ষা দিতে পূর্বেও কাউকে দেখি নি, তাঁর পরেও কাউকে দেখি নি। আল্লাহ্র কসম; তিনি আমাকে ধমক দিলেন না, মারলেন না, গালিও দিলেন না; বরং বললেন, সালাতে কথাবার্তা বলা ঠিক নয়। বরং তা হচ্ছে তাসবীহ্, তাক্বীর ও কুরআন পাঠের জন্য। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! জাহিলী যুগ বিদূরিত হল বেশি দিন হয়নি, এই তো ইসলাম এসেছে। আমাদের কেউ কেউ তো গণকদের নিকট আসা যাওয়া করে। তিনি বললেন, তুমি তাদের কাছে যেও না। আমি পুনরায় বললাম, আমাদের কেউ কেউ তো শুভ অশুভ লক্ষণ মানে। তিনি বললেন, এটি তাদের মনগড়া বিষয়। এটি যেন তাদেরকে (কোন ভাল কাজ করতে) বাধা না দেয়। আমি বললাম, আমাদের মধ্যে কিছু লোক রেখা অঙ্কন করে, (ভাগ্য নির্ণয় করে)। তিনি বললেন, একজন নবী রেখা অঙ্কন করতেন। যার রেখা সেই নবীর রেখার সঙ্গে মিলবে, তারটা ঠিক হবে। (বর্ণনাকারী মু'আবিয়া বলেন,) আমার একটি দাসী ছিল। সে উহুদ ও জাওয়ানিয়ার দিকে আমার ছাগল চরাত। একদিন আমি সেখানে উপস্থিত হয়ে দেখি, একটি বাঘ এসে একটি ছাগল নিয়ে গেল। যেহেতু আমিও মানুষ, সেহেতু অন্যান্য মানুষের মত আমারও রাগ এসে গেল। আমি তাকে একটি চড় বসিয়ে দিলাম। তারপর আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট এলাম। তিনি আমার এই কাজকে অত্যন্ত অপসন্দ করলেন। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি কি তাকে আযাদ করে দেব? তিনি বললেন, তাকে আমার নিকট নিয়ে এসো। আমি তাকে তাঁর নিকট নিয়ে এলাম। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, আল্লাহ্ কোথায় আছেন? সে বলল, আকাশে। তিনি বললেন, আমি কে? সে বলল, আপনি আল্লাহ্র রাসূল। তখন তিনি বললেন, ওকে আযাদ করে দাও; কেননা ও মু'মিনা।

١٠٨٣- حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَخْبَرَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَوْزَاعِيُّ عَنْ يَحْيٰى بْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ نَحْوَهُ.

১০৮৩. ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম (র)....... ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আবূ কাসীর (র) থেকে উপরোক্ত সূত্রে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

١٠٨٤- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ نُمَيْرٍ وَاَبُوْ سَعِيْدٍ الْاَشَجُّ وَاَلْفَاظُهُمْ مُتَقَارِبَةٌ قَالُوْا حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كُنَّا نُسَلِّمُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ فِى الصَّلَاةِ فَيَرُدُّ عَلَيْنَا فَلَمَّا رَجَعْنَا مِنْ عِنْدِ النَّجَاشِىْ سَلَّمْنَا عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْنَا فَقُلْنَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَيْكَ فِى الصَّلَاةِ فَتَرُدُّ عَلَيْنَا فَقَالَ اِنَّ فِى الصَّلَاةِ شُغُلاً.

১০৮৪. আবূ বাক্র ইব্ন আবূ শায়বা, যুহায়র ইব্ন হারব, ইব্ন নুমায়র ও আবূ সাঈদ আল-আশাজ্জ (র)...... আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে তাঁর সালাতরত অবস্থায়

১. আরবী বাগধারা; বিস্ময়, ক্রোধ, ঘৃণা ইত্যাদি প্রকাশার্থে ব্যবহার করা হয়।

সালাম করতাম এবং তিনি ঐ অবস্থায়ই আমাদের সালামের জওয়াব দিতেন। কিন্তু আমরা আবিসিনিয়া হতে ফিরে এসে যখন ঐ অবস্থায় তাঁকে সালাম করলাম, তিনি তার কোনও জওয়াব দিলেন না। সালাত শেষে তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমরা ইতিপূর্বে আপনার সালাতরত অবস্থায় আপনাকে সালাম দিতাম (আপনি তার জওয়াব দিতেন, কিন্তু এখন আপনি জওয়াব দিলেন না, এর কারণ কি?)। তিনি বললেন, সালাতে নির্ধারিত আমল রয়েছে (সুতরাং এ সময় অন্য কাজে মশগুল হওয়া যায় না)।

١٠٨٥- حَدَّثَنِيْ ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ اِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ السَّلُوْلِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا هُرَيْمُ بْنُ سُفْيَانَ عَنِ الْاَعْمَشِ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ نَحْوَهُ.

১০৮৫. ইবন নুমায়র (র)...... আ'মাশ (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি উক্তরূপ বর্ণনা করেছেন।

١٠٨٦- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى قَالَ اَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ اَبِيْ خَالِدٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ شُبَيْلٍ عَنْ اَبِيْ عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَرْقَمَ قَالَ كُنَّا نَتَكَلَّمُ فِي الصَّلَاةِ يُكَلِّمُ الرَّجُلُ صَاحِبَهُ وَهُوَ اِلٰى جَنْبِهِ فِي الصَّلَاةِ حَتّٰى نَزَلَتْ «**وَقُوْمُوْا لِلّٰهِ قَانِتِيْنَ**» فَاُمِرْنَا بِالسُّكُوْتِ وَنُهِيْنَا عَنِ الْكَلَامِ.

১০৮৬. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র)....... যায়দ ইব্ন আরকাম (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, আমরা সালাতে কথাবার্তা বলতাম। প্রত্যেকেই তার পাশের ব্যক্তির সাথে আলাপ করত। অতঃপর যখন وَقُوْمُوْا لِلّٰهِ قَانِتِيْنَ (আল্লাহ্র জন্য দাঁড়াবে বিনীতভাবে) (সূরা বাকারা : ২৩৮) আয়াতটি নাযিল হলো, তখন আমাদেরকে চুপ থাকতে নির্দেশ দেওয়া হয় এবং পরস্পরে আলাপ করতে নিষেধ করা হয়।

١٠٨٧- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَوَكِيْعٌ ح وَحَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَخْبَرَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ كُلُّهُمْ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ اَبِيْ خَالِدٍ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ نَحْوَهُ.

১০৮৭. আবূ বাক্র ইবন আবূ শায়বা ও ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম (র)...... ইসমাঈল ইব্ন আবূ খালিদ (র) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

١٠٨٨- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالَ اَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ اَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ اَنَّهُ قَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بَعَثَنِيْ لِحَاجَةٍ ثُمَّ اَدْرَكْتُهُ وَهُوَ يَسِيْرُ قَالَ قُتَيْبَةُ يُصَلِّيْ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَاَشَارَ اِلَيَّ فَلَمَّا فَرَغَ دَعَانِيْ فَقَالَ اِنَّكَ سَلَّمْتَ اٰنِفًا وَاَنَا اُصَلِّيْ وَهُوَ مُوَجِّهٌ حِيْنَئِذٍ قِبَلَ الْمَشْرِقِ.

১০৮৮. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ ও মুহাম্মাদ ইব্ন রুমহ্ (র)...... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে একটি কাজে পাঠিয়েছিলেন। আমি ফিরে এসে দেখি, তিনি চলছেন। কুতায়বা বলেন, (সাওয়ারীতে নফল) সালাত আদায় করছেন। আমি (ঐ অবস্থায়ই) তাঁকে সালাম করলাম। তিনি ইঙ্গিতে

আমাকে চুপ করতে বললেন। তারপর সালাত শেষ করে আমাকে ডাকলেন এবং বললেন, তুমি এইমাত্র আমাকে সালাম দিয়েছিলে অথচ আমি সালাতরত ছিলাম। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি এই সময় পূর্বমুখী ছিলেন।[১]

١٠٨٩– حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ اَرْسَلَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ مُنْطَلِقٌ اِلٰى بَنِى الْمُصْطَلِقِ فَاَتَيْتُهُ وَهُوَ يُصَلِّىْ عَلٰى بَعِيْرِهِ فَكَلَّمْتُهُ فَقَالَ لِىْ بِيَدِهِ هٰكَذَا وَاَوْمَا زُهَيْرٌ بِيَدِهِ ثُمَّ كَلَّمْتُهُ فَقَالَ لِىْ هٰكَذَا فَاَوْمَأَ زُهَيْرٌ اَيْضًا بِيَدِهِ نَحْوَ الْاَرْضِ وَاَنَا اَسْمَعُهُ يَقْرَأُ يُوْمِئُ بِرَأْسِهِ فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ مَا فَعَلْتَ فِى الَّذِىْ اَرْسَلْتُكَ لَهُ فَاِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِىْ اَنْ اُكَلِّمَكَ اِلاَّ اَنِّىْ كُنْتُ اُصَلِّىْ قَالَ زُهَيْرٌ وَاَبُو الزُّبَيْرِ جَالِسٌ مُسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةِ فَقَالَ بِيَدِهِ اَبُو الزُّبَيْرِ اِلٰى بَنِىْ الْمُصْطَلَقِ فَقَالَ بِيَدِهِ اِلٰى غَيْرِ الْكَعْبَةِ.

১০৮৯. আহ্‌মাদ ইব্‌ন ইউনুস (র)...... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বনী মুস্তালিক গোত্রের দিকে যাওয়ার সময় আমাকে কোনও এক কাজে পাঠিয়েছিলেন। আমি ফিরে এসে দেখি, তিনি তাঁর উটের উপর সালাত আদায় করছেন। আমি ঐ অবস্থায়ই তাঁর সাথে কথা বললাম। তিনি হাতদ্বারা (চুপ করতে) ইশারা করলেন। বর্ণনাকারী যুহায়র এই সময় তাঁর হাতদ্বারা ইশারা করে দেখালেন, আমি আবার কথা বললাম। তিনি আবার এরূপ ইশারা করলেন। বর্ণনাকারী যুহায়র এবারও তাঁর হাতদ্বারা মাটির দিকে ইশারা করে দেখালেন। তখন আমি তাঁর কুরআন তিলাওয়াত শুনছিলাম। তিনি মাথায় ইশারা করে রুকূ-সিজ্‌দা করছিলেন। তারপর সালাত শেষ করে তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, আমি যে কাজে তোমাকে পাঠিয়েছিলাম, তার কি করেছ? আমি সালাত আদায় করছিলাম বলে তোমার কথার উত্তর দিতে পারি নি। যুহায়র বলেন, আবুয-যুবায়র এ হাদীস বর্ণনা করার সময় কিব্‌লামুখী হয়ে বসেছিলেন। তিনি হাতে ইশারা করে বনী মুস্তালিকের দিকে দেখিয়েছিলেন। সেদিক ছিল কা'বার ভিন্নদিকে।

١٠٩٠– حَدَّثَنَا اَبُوْ كَامِلٍ الْجَحْدَرِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ كَثِيْرٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِىِّ ﷺ فَبَعَثَنِىْ فِىْ حَاجَةٍ فَرَجَعْتُ وَهُوَ يُصَلِّىْ عَلٰى رَاحِلَتِهِ وَوَجْهُهُ عَلٰى غَيْرِ الْقِبْلَةِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَىَّ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ اِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِىْ اَنْ اَرُدَّ عَلَيْكَ اِلاَّ اَنِّىْ كُنْتُ اُصَلِّىْ.

১০৯০. আবূ কামিল আল-জাহ্‌দারী (র)...... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, আমি এক সফর উপলক্ষে নবী ﷺ-এর সহযাত্রী ছিলাম। তিনি আমাকে কোনও এক কাজে পাঠালেন। ফিরে এসে দেখি, তিনি কিবলা ছাড়া অন্যদিকে মুখ করে তাঁর উষ্ট্রীর উপর সালাত আদায় করছেন। আমি সালাম করলাম। কিন্তু উত্তর দিলেন না। সালাত শেষ করে বললেন, আমি যদি সালাতরত না থাকতাম, তবে তোমার সালামের উত্তর অবশ্যই দিতাম।

---

১. সাওয়ারী অবস্থায় নফল সালাতে তাক্‌বীরে তাহরীমার সময় কিব্‌লা রুখ হয়ে দাঁড়িয়ে শুরু করার পর আর কিব্‌লা রুখ থাকার প্রয়োজন নেই।

١٠٩١- وَحَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا كَثِيْرُ بْنُ شِنْظِيْرَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ بَعَثَنِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِيْ حَاجَةٍ بِمَعْنٰى حَدِيْثِ حَمَّادٍ.

১০৯১. মুহাম্মাদ ইব্‌ন হাতিম (র)...... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে কোনও এক কাজে পাঠিয়েছিলেন। অতঃপর বর্ণনাকারী হাম্মাদ কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٨- بَابُ جَوَازِ لَعْنِ الشَّيْطَانِ فِيْ أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ وَالتَّعَوُّذِ مِنْهُ وَجَوَازِ الْعَمَلِ الْقَلِيْلِ فِي الصَّلَاةِ

৮. পরিচ্ছেদ : সালাতে শয়তানকে লানত করা, শয়তান হতে আশ্রয় প্রার্থনা করা এবং 'আমলে কালীল' করা বৈধ[১]

١٠٩٢- حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَاِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ وَهُوَ ابْنُ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ عِفْرِيْتًا مِنَ الْجِنِّ جَعَلَ يَفْتِكُ عَلَيَّ الْبَارِحَةَ لِيَقْطَعَ عَلَيَّ الصَّلَاةَ وَاِنَّ اللّٰهَ اَمْكَنَنِيْ مِنْهُ فَذَعَتُّهُ فَلَقَدْ هَمَمْتُ اَنْ اَرْبِطَهُ اِلٰى جَنْبِ سَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ حَتّٰى تُصْبِحُوْا تَنْظُرُوْنَ اِلَيْهِ اَجْمَعُوْنَ اَوْ كُلُّكُمْ ثُمَّ ذَكَرْتُ قَوْلَ اَخِيْ سُلَيْمَانَ "رَبِّ اغْفِرْلِيْ وَهَبْلِيْ مُلْكًا لَا يَنْبَغِيْ لِاَحَدٍ مِنْ بَعْدِيْ" فَرَدَّهُ اللّٰهُ خَاسِئًا وَقَالَ ابْنُ مَنْصُوْرٍ شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ.

১০৯২. ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র) ও ইসহাক ইব্‌ন মানসূর (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, গতরাতে একটি দুষ্ট জিন্ন আমার সালাত নষ্ট করার জন্য হানা দিয়েছিল। কিন্তু আল্লাহ্ তাকে আমার আয়ত্তাধীন করে দিলেন। আমি তার ঘাড় মটকিয়ে দিলাম। আমার ইচ্ছা হয়েছিল যে, তাকে মসজিদের কোনও একটি খুঁটির সাথে বেঁধে রাখি। যাতে তোমরা সবাই ভোরবেলা তাকে দেখতে পাও। পরে আমার ভাই সুলায়মান আলাইহিস্ সালামের প্রার্থনা মনে পড়ে গেল। তিনি প্রার্থনা করেছিলেন- رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَهَبْلِيْ مُلْكًا لَا يَنْبَغِيْ لِاَحَدٍ مِنْ بَعْدِيْ (হে আমার রব! আমাকে ক্ষমা কর এবং আমাকে এমন রাজত্ব দান কর যা আমার পর অন্য কেউ না পায়) এরপর আল্লাহ্ তাকে (দুষ্ট জিন্নকে) লাঞ্ছিত করে বিতাড়িত করলেন।

١٠٩٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُبْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ هُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ ح قَالَ وَحَدَّثَاهُ اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةَ فِيْ هٰذَا الْاِسْنَادِ وَلَيْسَ فِيْ حَدِيْثِ ابْنِ جَعْفَرٍ قَوْلُهُ فَذَعَتُّهُ وَاَمَّا ابْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ فَقَالَ فِيْ رِوَايَتِهِ فَدَعَتُّهُ.

১. আমলে কালীলদ্বারা সালাতের মধ্যে এমন কাজ করা বুঝায়, দর্শক যারদ্বারা বুঝতে পারে যে, সে সালাতরতই আছে। যেমন এক হাতদ্বারা শরীর চুলকানো, এক হাতে হাই থামানোর চেষ্টা করা, এক হাতে কাপড়ের ভাঁজ ঠিক করা ইত্যাদি।

১০৯৩. মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার ও আবূ বাক্র ইব্ন আবূ শায়বা...... শু'বা (র) থেকে উপরোক্ত সনদে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তবে ইব্ন জা'ফরের বর্ণনায় "আমি তার ঘাড় মটকিয়ে দিলাম" কথাটি নেই। আর ইব্ন আবূ শায়বার বর্ণনায় আছে, "আমি তাকে সজোরে ধাক্কা দিলাম।"

١٠٩٤-حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ يَقُوْلُ حَدَّثَنِي رَبِيْعَةُ بْنُ يَزِيْدَ عَنْ اَبِي اِدْرِيْسَ الْخَوْلاَنِيِّ عَنْ اَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَسَمِعْنَاهُ يَقُوْلُ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْكَ ثُمَّ قَالَ الْعَنُكَ بِلَعْنَةِ اللّٰهِ ثَلاَثًا وَبَسَطَ يَدَهُ كَأَنَّهُ يَتَنَاوَلُ شَيْئًا فَلَمَّا فَرَغَ مِنَ الصَّلاَةِ قُلْنَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ سَمِعْنَاكَ تَقُوْلُ فِي الصَّلاَةِ شَيْئًا لَمْ نَسْمَعْكَ تَقُوْلُهُ قَبْلَ ذَالِكَ وَرَأَيْنَاكَ بَسَطْتَ يَدَكَ قَالَ اِنَّ عَدُوَّ اللّٰهِ اِبْلِيْسَ جَاءَ بِشِهَابٍ مِنْ نَارٍ لِيَجْعَلَهُ فِي وَجْهِي فَقُلْتُ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْكَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ قُلْتُ اَلْعَنُكَ بِلَعْنَةِ اللّٰهِ التَّامَّةِ فَلَمْ يَسْتَأْخِرْ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ اَرَدْتُ اَخْذَهُ وَاللّٰهِ لَوْلاَ دَعْوَةُ اَخِيْنَا سُلَيْمَانَ لاَصْبَحَ مُوْثَقًا يَلْعَبُ بِهِ وِلْدَانُ اَهْلِ الْمَدِيْنَةِ.

১০৯৪. মুহাম্মাদ ইব্ন সালামা আল-মুরাদী (র)...... আবুদ-দারদা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সালাতের উদ্দেশ্যে দাঁড়ালেন। আমি শুনতে পেলাম, তিনি বলছিলেন- اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْكَ (আমি তোমার থেকে আল্লাহ্র আশ্রয় প্রার্থনা করছি)। তারপর তিনবার বললেন, আমি তোমাকে লা'নত করছি, যেরূপ আল্লাহ্ তোমাকে লা'নত করেছেন। এরপর তিনি তাঁর হাত বাড়িয়ে দিলেন–যেন কোনও জিনিস ধরছিলেন। পরে যখন তিনি সালাত শেষ করলেন, তখন আমি আরয করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আজ আমি আপনাকে সালাতে এমন কিছু বলতে শুনেছি, যা ইতিপূর্বে কখনও শুনিনি। আরও দেখলাম যে, আপনি আপনার হাত বাড়িয়ে দিলেন। তিনি বললেন, আল্লাহ্র দুশমন ইব্লীস আমার মুখে লাগানোর জন্য আগুনের একটি শিখা নিয়ে এসেছিল। তাই আমি তিনবার اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْكَ বললাম। তারপর তিনবার বললাম, اَلْعَنُكَ بِلَعْنَةِ اللّٰهِ التَّامَّةِ অর্থাৎ আমি তোমার উপর আল্লাহ্র পূর্ণ অভিশাপ বর্ষণ করছি। কিন্তু সে তখনও হটে গেল না। শেষে তাকে পাকড়াও করার ইচ্ছা হয়েছিল। আল্লাহ্র কসম! যদি আমার ভাই সুলায়মান আলাইহিস্ সালামের দু'আ না থাকত, তবে সে ভোর পর্যন্ত বাঁধা থাকত আর মদীনার শিশুরা তাকে নিয়ে খেলা করত।

٩-بَابُ جَوَازِ حَمْلِ الصِّبْيَانِ فِي الصَّلاَةِ وَاَنَّ ثِيَابَهُمْ مَحْمُوْلَةٌ عَلَى الطَّهَارَةِ حَتَّى يَتَحَقَّقَ نَجَاسَتَهَا وَاَنَّ الْفِعْلَ الْقَلِيْلَ لاَيُبْطِلُ الصَّلاَةَ

৯. পরিচ্ছেদ : সালাতে শিশুদের কাঁধে উঠানো, কাপড় অপবিত্র প্রমাণ না হওয়া পর্যন্ত তাকে পবিত্র জ্ঞান করা এবং 'আমলে কালীল' দ্বারা সালাত নষ্ট না হওয়া

١٠٩٥- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قُلْتُ لِمَالِكٍ حَدَّثَكَ عَامِرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ عَنْ اَبِي قَتَادَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي وَهُوَ حَامِلٌ

أُمَامَةَ بِنْتِ زَيْنَبَ بِنْتِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَلِاَبِى الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيْعِ فَاِذَا قَامَ حَمَلَهَا وَاِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا قَالَ يَحْيٰى قَالَ مَالِكٌ نَعَمْ .

১০৯৫. আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসলামা ইব্ন কা'নাব, কুতায়বা ইব্ন সাঈদ ও ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র)...... আবূ কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর কন্যা যয়নাবের মেয়ে উমামাকে (আবুল আস ইব্ন রবী'র ঔরসজাত) স্বীয় কাঁধে উঠিয়ে সালাত আদায় করতেন। যখন তিনি দাঁড়াতেন তাকে উঠিয়ে নিতেন আর যখন সিজ্দা করতেন, তখন নামিয়ে রাখতেন।

١٠٩٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اَبِى عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ اَبِى سُلَيْمَانَ وَابْنِ عَجْلَانَ سَمِعَا عَامِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ يُحَدِّثُ عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِىِّ عَنْ اَبِى قَتَادَةَ الْاَنْصَارِىِّ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَؤُمُّ النَّاسَ وَاُمَامَةُ بِنْتُ اَبِى الْعَاصِ وَهِىَ ابْنَةُ زَيْنَبَ بِنْتِ النَّبِىِّ ﷺ عَلٰى عَاتِقِهِ فَاِذَا رَكَعَ وَضَعَهَا وَاِذَا رَفَعَ مِنَ السُّجُوْدِ اَعَادَهَا.

১০৯৬. মুহাম্মাদ ইব্ন আবূ উমর (র)...... আবূ কাতাদা আল-আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-কে আবুল আ'সের কন্যা উমামাকে (রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে কন্যা যায়নাবের মেয়ে) স্বীয় কাঁধের উপর রেখে ইমামতি করতে দেখেছি। তিনি যখন রুকূ করতেন, তখন তাকে রেখে দিতেন আর যখন সিজ্দা হতে দাঁড়াতেন, তাকে আবার কাঁধের উপর তুলে নিতেন।

١٠٩٧- حَدَّثَنِىْ اَبُوْ الطَّاهِرِ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ بُكَيْرٍ ح وَحَدَّثَنَا هٰرُوْنُ بْنُ سَعِيْدٍ الْاَيْلِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ مَخْرَمَةُ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِىِّ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا قَتَادَةَ الْاَنْصَارِىَّ يَقُوْلُ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّى لِلنَّاسِ وَاُمَامَةُ بِنْتُ اَبِى الْعَاصِ عَلٰى عُنُقِهِ فَاِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا .

১০৯৭. আবূ তাহির ও হারূন ইব্ন সাঈদ (র)...... আবূ কাতাদা আল-আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে আবুল আসের কন্যা উমামাকে স্বীয় কাঁধে নিয়ে সালাতে ইমামতি করতে দেখেছি। তিনি যখন সিজ্দা করতেন, তখন তাকে নিচে রেখে দিতেন।

١٠٩٨- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرٍ الْحَنَفِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيْدِ بْنُ جَعْفَرٍ جَمِيْعًا عَنْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِىِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِىِّ سَمِعَ اَبَا قَتَادَةَ يَقُوْلُ بَيْنَا نَحْنُ فِى الْمَسْجِدِ جُلُوْسٌ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِنَحْوِ حَدِيْثِهِمْ غَيْرَ اَنَّهُمْ لَمْ يَذْكُرْ اَنَّهُ اَمَّ النَّاسَ فِىْ تِلْكَ الصَّلَاةَ

১০৯৮. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ ও মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না (র)...... আবূ কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, আমি মসজিদে বসা ছিলাম, ইত্যবসরে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের নিকট আগমন করলেন। হাদীসের পরবর্তী অংশ উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ। তবে এ হাদীসে ঐ সালাতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর ইমামতির কথা উল্লেখ নাই।

١٠-بَابُ جَوَازِ الْخُطْوَةِ وَالْخُطْوَتَيْنِ فِى الصَّلَاةِ

১০. পরিচ্ছেদ : সালাতে প্রয়োজনবশত দু'এক কদম চলা

١٠٩٩- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ قَالَ يَحْيَى اَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ اَبِىْ حَازِمٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ نَفَرًا جَاءُوْا اِلَى سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَدْ تَمَارَوْا فِى الْمِنْبَرِ مِنْ اَىِّ عُوْدٍ هُوَ فَقَالَ اَمَا وَاللّٰهِ اِنِّى لَاَعْرِفُ مِنْ اَىِّ عُوْدٍ هُوَ وَمَنْ عَمِلَهُ وَرَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَوَّلَ يَوْمٍ جَلَسَ عَلَيْهِ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ يَا اَبَا عَبَّاسٍ فَحَدِّثْنَا قَالَ اَرْسَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلَى امْرَأَةٍ قَالَ اَبُوْ حَازِمٍ اِنَّهُ لَيُسَمِّيْهَا يَوْمَئِذٍ انْظُرِى غُلَامَكِ النَّجَّارَ يَعْمَلُ لِىْ اَعْوَادًا اُكَلِّمُ النَّاسَ عَلَيْهَا فَعَمِلَ هٰذِهِ الثَّلَاثَ دَرَجَاتٍ ثُمَّ اَمَرَبِهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَوُضِعَتْ هٰذَا الْمَوْضِعَ فَهِىَ مِنْ طَرْفَاءِ الْغَابَةِ وَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَامَ عَلَيْهِ فَكَبَّرَ وَكَبَّرَ النَّاسُ وَرَاءَهُ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ ثُمَّ رَفَعَ فَنَزَلَ الْقَهْقَرٰى حَتّٰى سَجَدَ فِىْ اَصْلِ الْمِنْبَرِ ثُمَّ عَادَ حَتّٰى فَرَغَ مِنْ اٰخِرِ صَلَاتِهِ ثُمَّ اَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ يَا اَيُّهَا النَّاسُ اِنِّىْ اِنَّمَا صَنَعْتُ هٰذَا لِتَأْتَمُّوْا بِىْ وَلِتَعَلَّمُوْا صَلَاتِىْ.

১০৯৯. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া ও কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (রা)........ আবূ হাযিম (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, কতিপয় লোক সাহল ইব্ন সা'দ (রা)-এর নিকট আগমন করল এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর মিম্বর কি কাঠের তৈরি ছিল, তা নিয়ে তারা বিতর্ক করতে লাগল। তিনি (সাহল ইব্ন সা'দ) বললেন, আল্লাহ্র কসম! সেটি কি কাঠের তৈরি ছিল, কে তৈরি করেছিল, তা আমি ভাল করে জানি এবং সর্বপ্রথম কোনদিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার উপর আরোহণ করেছিলেন, তাও আমি দেখেছি। আবূ হাযিম বলেন, আমি সাহল (রা)-কে বললাম, হে আব্বাসের পিতা! আপনি ঐসব ঘটনা পুনরায় আমাদের নিকট বর্ণনা করুন। তিনি বললেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এক মহিলাকে বলে পাঠালেন [আবূ হাযিম বলেন, সাহল ইব্ন সা'দ (রা) সেইদিন মহিলাটির নামও বলেছিলেন] তুমি তোমার কাঠমিস্ত্রী গোলামটিকে একটু ফুরসত দিও। সে আমার জন্য একটি মিম্বর তৈরি করে দিবে, আমি তার উপর থেকে মানুষকে ওয়ায-নসীহত করব। অতঃপর সেই গোলামটি তিন সিঁড়িবিশিষ্ট এই মিম্বরটি বানায় এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নির্দেশে সেটি মসজিদের এই স্থানে (বর্তমান স্থানে) রাখা হয়। তার কাঠগুলো গাবা[১] অঞ্চলের ঝাউগাছের ছিল। আর আমি দেখলাম, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার উপর দাঁড়ালেন এবং (সালাতের) তাক্বীর বললেন, লোকেরাও তাঁর পিছনে তাক্বীর বলল। তিনি মিম্বরের উপরেই ছিলেন, অতঃপর তিনি রুকূ হতে উঠে দু'এক কদম পিছনের দিকে হেঁটে নিচে নেমে গেলেন। আর মিম্বরের গোড়ায় সিজ্দা করলেন। আবার তিনি পূর্বস্থানে চলে গেলেন। এভাবে তিনি তাঁর সালাত সমাপ্ত করলেন। তারপর তিনি লোকদের দিকে ফিরে বললেন, হে লোক সকল! আমার এরূপ করার কারণ হলো, যেন তোমরা আমার অনুকরণ করতে পার এবং আমার সালাত শিখে নিতে পার।

١١٠٠- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِىُّ الْقُرَيْشِىُّ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ حَازِمٍ اَنَّ رِجَالًا اَتَوْا سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرٍ

১. 'গাবা' মদীনার নয় মাইল দূরে অবস্থিত মালভূমির নাম।

بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ اَبِىْ عُمَرَ قَالُوْا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ اَبِىْ حَازِمٍ قَالَ اَتَوْا سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ فَسَأَلُوْهُ مِنْ اَىِّ شَىْءٍ مِنْبَرُ النَّبِىِّ ﷺ وَسَاقُوا الْحَدِيْثَ نَحْوَ حَدِيْثِ ابْنِ اَبِىْ حَازِمٍ.

১১০০. কুতায়াবা ইব্‌ন সাঈদ, আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা, যুহায়র ইব্‌ন হারব ও ইব্‌ন আবূ উমর (র)....... আবূ হাযিম (র) থেকে বর্ণিত যে, কয়েক ব্যক্তি সাহল ইব্‌ন সা'দ (রা)-এর নিকট আসল এবং নবী করীম ﷺ-এর মিম্বর কিসের তৈরি, তা জানতে চাইল। এরপর তাঁরা উপরোক্ত ইব্‌ন আবূ হাযিমের হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন।

١١- بَابُ كَرَاهَةِ الْاِخْتِصَارِ فِى الصَّلَاةِ

১১. পরিচ্ছেদ : কোমরে হাত রেখে সালাত আদায় করা মাকরূহ

١١٠١- وَحَدَّثَنِى الْحَكَمُ بْنُ مُوْسَى الْقَنْطَرِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ خَالِدٍ وَاَبُوْ اُسَامَةَ جَمِيْعًا عَنْ هِشَامٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهُ نَهٰى اَنْ يُصَلِّىَ الرَّجُلُ مُخْتَصِرًا وَفِىْ رِوَايَةِ اَبِىْ بَكْرٍ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ .

১১০১. হাকাম ইব্‌ন মূসা আল-কানতারী ও আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ কোমরে হাত রেখে সালাত আদায় করতে নিষেধ করেছেন। আবূ বকরের বর্ণনায় نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ উল্লেখ রয়েছে।

١٢- بَابُ كَرَاهَةِ مَسْحِ الْحَصٰى وَتَسْوِيَةِ التُّرَابِ فِى الصَّلَاةِ

১২. পরিচ্ছেদ : সালাতে কঙ্কর সরানো এবং মাটি সমান করা মাকরূহ

١١٠٢ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِىُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ مُعَيْقِيْبٍ قَالَ ذَكَرَ النَّبِىُّ ﷺ الْمَسْحَ فِى الْمَسْجِدِ يَعْنِىْ الْحَصٰى قَالَ اِنْ كُنْتَ لَابُدَّ فَاعِلًا فَوَاحِدَةً.

১১০০. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)......মু'আয়কীব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ কঙ্কর সরানো সম্বন্ধে আলোচনা করলেন এবং বললেন, তা যদি তোমার করতেই হয় তবে একবার মাত্র করতে পার।

١١٠٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ ابْنُ اَبِىْ كَثِيْرٍ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ مُعَيْقِيْبٍ اَنَّهُمْ سَأَلُوْا النَّبِىَّ ﷺ عَنِ الْمَسْحِ فِى الصَّلَاةِ فَقَالَ وَاحِدَةً.

১১০৩. মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না (র)......মু'আয়কীব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোকেরা নবী ﷺ-কে সালাতের মধ্যে কঙ্কর সরানো সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, মাত্র একবার।

١١٠٤- وَحَدَّثَنِيْهِ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ وَقَالَ فِيْهِ حَدَّثَنِيْ مُعَيْقِيْبٌ ح وَحَدَّثَنَاهُ اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوْسٰى قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيٰى عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنِيْ مُعَيْقِيْبٌ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فِي الرَّجُلِ يُسَوِّى التُّرَابَ حَيْثُ يَسْجُدُ قَالَ اِنْ كُنْتَ فَاعِلاً فَوَاحِدَةً.

১১০৪. উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন উমর আল-কাওয়ারীরী ও আবূ বাক্র ইব্ন আবূ শায়বা (র)......মু'আয়কীব (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, সালাতে সিজদাস্থলের মাটি সমান করা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন, যদি তা তোমার করতেই হয় তবে একবারমাত্র করতে পার।

١٣- بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْبُصَاقِ فِي الْمَسْجِدِ فِي الصَّلَاةِ وَغَيْرِهَا

১৩. পরিচ্ছেদ : সালাতে হোক বা সালাতের বাইরে, মসজিদে থুথু ফেলা নিষেধ

١١٠٥- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى التَّمِيْمِيُّ قَالَ قَرَأْتُ عَلٰى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ رَاٰى بُصَاقًا فِيْ جِدَارِ الْقِبْلَةِ فَحَكَّهُ ثُمَّ اَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ اِذَا كَانَ اَحَدُكُمْ يُصَلِّيْ فَلَا يَبْصُقْ قِبَلَ وَجْهِهِ فَاِنَّ اللّٰهَ قِبَلَ وَجْهِهِ اِذَا صَلّٰى.

১১০৫. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া আত-তামীমী (র)......আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ (মসজিদের) কিব্লার দেয়ালে শ্লেষ্মা লেগে থাকতে দেখে তা ঘষে তুলে ফেললেন। অতঃপর লোকদের উদ্দেশ্য করে বললেন, তোমাদের কেউ যখন সালাত আদায় করবে, তখন সম্মুখের দিকে থুথু নিক্ষেপ করবে না। কেননা আল্লাহ্ সালাত আদায়ের সময় তার সম্মুখে থাকেন।

١١٠٦- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَاَبُوْ اُسَامَةَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِيْ جَمِيْعًا عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ ح وَحَدَّثَنِيْ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ يَعْنِي ابْنَ عُلَيَّةَ عَنْ اَيُّوْبَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ فُدَيْكٍ اَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ يَعْنِي ابْنَ عُثْمَانَ ح وَحَدَّثَنِيْ هٰرُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِيْ مُوْسَى بْنُ عُقْبَةَ كُلُّهُمْ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ رَاٰى نُخَامَةً فِيْ قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ اِلَّا الضَّحَّاكَ فَاِنَّ فِيْ حَدِيْثِهِ نُخَامَةً فِي الْقِبْلَةِ بِمَعْنٰى حَدِيْثِ مَالِكٍ.

১১০৬. আবূ বাক্র ইব্ন আবূ শায়বা, ইব্ন নুমায়র, কুতায়বা ইব্ন সাঈদ, মুহাম্মাদ ইব্ন রুমহ্, যুহায়র ইব্ন হারব, ইব্ন রাফি' ও হারূন ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র).......ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মসজিদের কিব্লার দিকে শ্লেষ্মা দেখতে পেলেন......। রাবী বলেন, হাদীসের অবশিষ্ট অংশ মালিকের উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ।

١١٠٧- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَاَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَعَمْرُوٌ النَّاقِدُ جَمِيْعًا عَنْ سُفْيَانَ قَالَ يَحْيٰى اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ رَأَى نُخَامَةً فِىْ قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ فَحَكَّهَا بِحَصَاةٍ ثُمَّ نَهٰى اَنْ يَبْزُقَ الرَّجُلُ عَنْ يَمِيْنِهِ اَوْ اَمَامَهُ وَلٰكِنْ يَبْزُقُ عَنْ يَسَارِهِ اَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرٰى.

১১০৭. ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া, আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা ও আম্‌র আন-নাকিদ (র)...... আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, নবী ﷺ মসজিদে কিব্‌লার দিকে শ্লেষ্মা দেখতে পেয়ে একটি কঙ্কর দ্বারা তা ঘষে তুলে ফেললেন। অতঃপর তিনি ডানদিক ও সামনের দিকে থুথু ফেলতে নিষেধ করেন। তবে প্রয়োজনে বামদিক ও বাম পায়ের নিচে থুথু ফেলতে অনুমতি দিয়েছেন।

١١٠٨- حَدَّثَنِي اَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُوْنُسَ ح وَحَدَّثَنِىْ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ كِلاَهُمَا عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ وَاَبَا سَعِيْدٍ اَخْبَرَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ رَأَى نُخَامَةً بِمِثْلِ حَدِيْثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ.

১১০৮. আবূ তাহির, হারমালা ও যুহায়র ইব্‌ন হারব (র)......আবূ হুরায়রা ও আবূ সাঈদ (রা) থেকে উয়ায়না বর্ণিত উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন।

١١٠٩- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ اَنَسٍ فِيْمَا قُرِئَ عَلَيْهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ رَأَى بُصَاقًا فِىْ جِدَارِ الْقِبْلَةِ اَوْ مُخَاطًا اَوْ نُخَامَةً فَحَكَّهُ.

১১০৯. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, নবী ﷺ মসজিদের কিব্‌লার প্রাচীরে থুথু কিংবা শ্লেষ্মা বা কফ দেখতে পেয়ে তা ঘষে তুলে ফেললেন।

١١١٠- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ جَمِيْعًا عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ اَبِىْ رَافِعٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ رَأَى نُخَامَةً فِىْ قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ فَاَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ مَا بَالُ اَحَدِكُمْ يَقُوْمُ مُسْتَقْبِلَ رَبِّهِ فَيَتَنَخَّعُ اَمَامَهُ اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يُسْتَقْبَلَ فَيُتَنَخَّعَ فِىْ وَجْهِهِ فَاِذَا تَنَخَّعَ اَحَدُكُمْ فَلْيَتَنَخَّعْ عَنْ يَسَارِهِ تَحْتَ قَدَمِهِ فَاِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَقُلْ هٰكَذَا وَوَصَفَ الْقَاسِمُ فَتَفَلَ فِىْ ثَوْبِهِ ثُمَّ مَسَحَ بَعْضَهُ عَلٰى بَعْضٍ.

১১১০. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা ও যুহায়র ইব্‌ন হারব (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, (একবার) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মসজিদে কিব্‌লার দিকে শ্লেষ্মা দেখতে পেলেন। অতঃপর লোকদের দিকে ফিরে বললেন, তোমাদের কি হয়েছে? তোমাদের একজন তো প্রভুর দিকে মুখ করে সালাতে দাঁড়ায়, তারপর সে সামনের দিকে থুথু নিক্ষেপ করতে থাকে। তোমাদের কেউ কি এটা পসন্দ করবে যে, কেউ তার দিকে মুখ করে দাঁড়াবে অতঃপর তার মুখের উপর থুথু নিক্ষেপ করবে? যখন তোমাদের কারও থুথু এসে পড়ে, তখন বামদিকে

পায়ের নিচে ফেলবে। যদি জায়গা না থাকে, তবে এরূপ করবে—বর্ণনাকারী কাসিম এর ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে নিজ কাপড়ে থুথু ফেললেন এবং এক প্রান্তকে আরেক প্রান্ত দিয়ে ঘষে ফেললেন।

١١١١- وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوْخَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى قَالَ اَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ كُلُّهُمْ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ اَبِىْ رَافِعٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ نَحْوَ حَدِيْثِ ابْنِ عُلَيَّةَ وَزَادَ فِىْ حَدِيْثِ هُشَيْمٍ قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ كَاَنِّىْ اَنْظُرُ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَرُدُّ ثَوْبَهُ بَعْضَهُ عَلٰى بَعْضٍ.

১১১১. শায়বান ইব্‌ন ফাররূখ, ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া ও মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে ইব্‌ন উলায়্যার অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে হুশায়মের বর্ণিত হাদীসে অতিরিক্ত আছে : আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, আমি যেন দেখতে পাচ্ছি, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর কাপড়ের একাংশ আরেক অংশের সাথে ঘষছেন।

١١١٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا كَانَ اَحَدُكُمْ فِى الصَّلَاةِ فَاِنَّهُ يُنَاجِىْ رَبَّهُ فَلَا يَبْزُقَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَا عَنْ يَمِيْنِهِ وَلٰكِنْ عَنْ شِمَالِهِ تَحْتَ قَدَمِهِ.

১১১২. মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না ও ইব্‌ন বাশ্‌শার (র)...... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন সালাতরত থাকে, তখন সে তার রবের সাথে একান্তে আলাপ করে। অতএব তার সম্মুখে ও ডানদিকে থুথু ফেলবে না, বরং বামদিকে পায়ের নিচে ফেলবে।

١١١٣- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ يَحْيٰى اَخْبَرَنَا وَقَالَ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اَبُوْعَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْبُزَاقُ فِى الْمَسْجِدِ خَطِيْئَةٌ وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا.

১১১৩. ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া ও কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র)......আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, মসজিদে থুথু নিক্ষেপ করা গুনাহ। তার কাফ্‌ফারা (প্রায়শ্চিত্ত) হচ্ছে তা মাটিচাপা দেওয়া।

١١١٤- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيْبٍ الْحَارِثِىُّ قَالَ اَخْبَرَنَا خَالِدٌ يَعْنِىْ ابْنَ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَأَلْتُ قَتَادَةَ عَنِ التَّفْلِ فِى الْمَسْجِدِ فَقَالَ سَمِعْتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ التَّفْلُ فِى الْمَسْجِدِ خَطِيْئَةٌ وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا.

১১১৪. ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন হাবীব আল-হারিসী (র)...... শু'বা (র) বলেন, আমি কাতাদা (র)-কে মসজিদে থুথু ফেলা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, আমি আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে শুনেছি। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, মসজিদে থুথু নিক্ষেপ করা গুনাহের কাজ এবং তার কাফ্‌ফারা হচ্ছে মাটিচাপা দেওয়া।

١١١٥- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ اَسْمَاءَ الضُّبَعِيُّ وَشَيْبَانُ بْنُ فَرُّوْخَ قَالاَ حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُوْنٍ حَدَّثَنَا وَاصِلُ مَوْلَى اَبِىْ عُيَيْنَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عُقَيْلٍ عَنْ يَحْيَي بْنِ يَعْمُرَ عَنْ اَبِى الْاَسْوَدِ الدَّيْلِىِّ عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ عُرِضَتْ عَلَىَّ اَعْمَالُ اُمَّتِى حَسَنُهَا وَسَيِّئُهَا فَوَجَدْتُ فِى مَحَاسِنِ اَعْمَالِهَا الْاَذٰى يُمَاطُ عَنِ الطَّرِيْقِ وَوَجَدْتُ فِىْ مَسَاوِىْ اَعْمَالِهَا النُّخَامَةَ تَكُوْنُ فِى الْمَسْجِدِ لاَ تُدْفَنُ.

১১১৫. আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন আসমা আয-যুবাঈ ও শায়বান ইব্‌ন ফাররূখ (র)...... আবূ যার (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, আমার সামনে আমার উম্মাতের ভালমন্দ সমস্ত আমল পেশ করা হল। আমি তাদের নেক আমলের মধ্যে একটা দেখলাম রাস্তা হতে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে ফেলা, আর তাদের মন্দ কর্মসমূহের মধ্যে একটা দেখলাম সেই শ্লেষ্মা যা মসজিদে ফেলা হয় অথচ মাটিচাপা দেওয়া হয় না।

١١١٦- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ قَالَ حَدَّثَنَا كَهْمَسٌ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الشِّخِّيْرِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَرَأَيْتُهُ تَنَخَّعَ فَدَلَكَهَا بِنَعْلِهِ.

১১১৬. উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন মু'আয আল-আম্বারী (র)......আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন শিখ্খীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাথে সালাত আদায় করলাম। তাঁকে দেখতে পেলাম যে, তাঁর কফ বের হলে তিনি জুতা দ্বারা তা ঘষে ফেললেন।

١١١٧- وَحَدَّثَنِى يَحْيَى بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنِ الْجُرَيْرِىِّ عَنْ اَبِى الْعَلاَءِ يَزِيْدَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الشِّخِّيْرِ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ صَلَّى مَعَ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ فَتَنَخَّعَ فَدَلَكَهَا بِنَعْلِهِ الْيُسْرٰى.

১১১৭. ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া (র)...... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন শিখ্খীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তিনি নবী ﷺ-এর সাথে সালাত আদায় করেছেন। তিনি বলেন, অতঃপর তাঁর কফ বের হলে তিনি বাম পায়ের জুতা দিয়ে তা ঘষে ফেললেন।

١٤- بَابُ جَوَازِ الصَّلاَةِ فِى النَّعْلَيْنِ

১৪. পরিচ্ছেদ : জুতা পরে সালাত আদায়

١١١٨- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ اَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ اَبِىْ مَسْلَمَةَ سَعِيْدِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ قُلْتُ لاَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّىْ فِى النَّعْلَيْنِ قَالَ نَعَمْ.

১১১৮. ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া (র)......আবূ মাসলামা সাঈদ ইব্‌ন ইয়াযীদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাস ইব্‌ন মালিক (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কি জুতা পরিধান করে সালাত আদায় করতেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ।

١١١٩- حَدَّثَنَا اَبُو الرَّبِيْعِ الزَّهْرَانِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ يَزِيْدَ اَبُوْ مَسْلَمَةَ قَالَ سَأَلْتُ اَنَسًا بِمِثْلِهِ.

১১১৯. আবুর-রাবী' আয-যাহারানী (র)......সাঈদ ইব্‌ন ইয়াযীদ আবূ মাসলামা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন-আমি আনাস (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম। অতঃপর পূর্বের অনুরূপ।

١٥- بَابُ كَرَاهَةِ الصَّلاَةِ فِيْ ثَوْبٍ لَهُ اَعْلاَمُ

১৫. পরিচ্ছেদ : নক্‌শাদার কাপড়ে সালাত আদায় করা মাকরূহ

١١٢٠- حَدَّثَنِى عَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ح قَالَ وَحَدَّثَنِى اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِى عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ صَلَّى فِىْ خَمِيْصَةٍ لَهَا اَعْلاَمٌ وَقَالَ شَغَلَتْنِىْ اَعْلاَمُ هٰذِهِ فَاذْهَبُوْا بِهَا اِلَى اَبِىْ جَهْمٍ وَائْتُوْنِىْ بِاَنْبِجَانِيِّهِ.

১১২০. আম্‌র আন-নাকিদ, যুহায়র ইব্‌ন হারব ও আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)......আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ একটি নক্‌শাদার চাদর পরিধান করে সালাত আদায় করলেন এবং বললেন, এই নক্‌শাগুলো আমাকে ঝঞ্ঝাটে ফেলে দিয়েছে (সালাতে অমনোযোগী করে ফেলেছে)। এটি আবূ জাহমের নিকট নিয়ে যাও এবং আমাকে তার মোটা চাদরটি এনে দাও।

١١٢١- حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيٰى حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّىْ فِىْ خَمِيْصَةٍ ذَاتِ اَعْلاَمٍ فَنَظَرَ اِلَى عَلَمِهَا فَلَمَّا قَضٰى صَلاَتَهُ قَالَ اذْهَبُوْا بِهٰذِهِ الْخَمِيْصَةِ اِلَى اَبِىْ جَهْمِ بْنِ حُذَيْفَةَ وَائْتُوْنِىْ بِاَنْبِجَانِيِّهِ فَاِنَّهَا الْهَتْنِىْ اٰنِفًا فِىْ صَلاَتِىْ.

১১২১. হারমালা ইব্‌ন ইয়াহইয়া (র)......আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একটি নক্‌শাকৃত চাদর পরিধান করে সালাতে দাঁড়ালেন। চাদরের নক্‌শাগুলো তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করল। সালাতশেষে তিনি বললেন, এই চাদরটি আবূ জাহম ইব্‌ন হুযায়ফার নিকট নিয়ে যাও এবং তার মোটা চাদরটি আমাকে এনে দাও। কেননা এটি এখন আমাকে আমার সালাতে অন্যমনস্ক করেছে।

١١٢٢- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَتْ لَهُ خَمِيْصَةٌ لَهَا عَلَمٌ فَكَانَ يَتَشَاغَلُ بِهَا فِى الصَّلاَةِ فَاَعْطَاهَا اَبَا جَهْمٍ وَاَخَذَ كِسَاءً لَهُ اَنْبِجَانِيًّا.

১১২২. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)......আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর একটি নক্‌শাদার চাদর ছিল। চাদরখানি সালাতের মনোযোগ নষ্ট করত। তিনি চাদরটি আবূ জাহমকে দিয়ে দিলেন এবং তার মোটা চাদরটি গ্রহণ করলেন।

١٦-بَابُ كَرَاهَةِ الصَّلاَةِ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ الَّذِي يُرِيدُ أَكْلَهُ فِي الْحَالِ وَكَرَاهَةِ الصَّلاَةِ مَعَ مُدَافَعَةِ الأَخْبَثَيْنِ

১৬. পরিচ্ছেদ : ক্ষুধার্ত অবস্থায় খাবার সামনে আসলে এবং তৎক্ষণাৎ খাবার ইচ্ছা থাকলে তা না খেয়ে ও মলমূত্রের বেগ চেপে রেখে সালাত আদায় করা মাকরূহ

١١٢٣- أَخْبَرَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِذَا حَضَرَ الْعَشَاءُ وَأُقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَابْدَءُوا بِالْعَشَاءِ.

১১২৩. আমর আন-নাকিদ, যুহায়র ইব্‌ন হারব ও আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)...... ইব্‌ন 'উয়ায়না (র) যুহরী (র) থেকে এবং তিনি আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, যখন রাত্রির খাবার আসবে, ওদিকে সালাতের ইকামাত বলা হবে, তখন প্রথমে খাবার খেয়ে নিবে।

١١٢٤- حَدَّثَنَا هٰرُوْنُ بْنُ سَعِيْدٍ الْاَيْلِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِي عَمْرٌو عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا قُرِّبَ الْعَشَاءُ وَحَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَابْدَءُوا بِهِ قَبْلَ اَنْ تُصَلُّوْا صَلاَةَ الْمَغْرِبِ وَلاَ تَعْجَلُوْا عَنْ عَشَائِكُمْ.

১১২৪. হারূন ইব্‌ন সাঈদ আল-আয়লী (র)...... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, খাবার সামনে পেশ করা হলে এবং সালাতের সময় হলে তোমরা মাগরিবের সালাতের পূর্বে খাবার খেয়ে নিবে। খাবার রেখে সালাতের জন্য তাড়াহুড়া করবে না।

١١٢٥- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا بْنُ نُمَيْرٍ وَحَفْصٌ وَوَكِيْعٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيْثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ اَنَسٍ.

১১২৫. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)......আয়েশা (রা) থেকে। ইব্‌ন 'উয়ায়না (র) কর্তৃক যুহরী (র)-এর সূত্রে হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ ।

١١٢٦- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِي ح قَالَ وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِي شَيْبَةَ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا وُضِعَ عَشَاءُ اَحَدِكُمْ وَاُقِيْمَتِ الصَّلاَةُ فَابْدَءُوْا بِالْعَشَاءِ وَلاَ يَعْجَلَنَّ حَتّٰى يَفْرُغَ مِنْهُ.

১১২৬. ইব্‌ন নুমায়র ও আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)....... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যখন তোমাদের কারও সামনে রাতের খাবার রাখা হয়, ওদিকে সালাতের ইকামত শুরু হয়ে যায়, তখন সে প্রথমে খাবার খেয়ে নিবে। খাবার শেষ না করে সালাতের জন্য তাড়াহুড়া করবে না।

١١٢٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْحٰقَ الْمُسَيَّبِيُّ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَنَسٌ يَعْنِيْ ابْنَ عِيَاضٍ عَنْ مُوْسَى بْنِ عُقْبَةَ ح وَحَدَّثَنَا هٰرُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا الصَّلْتُ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ مُوْسٰى عَنْ اَيُّوْبَ كُلُّهُمْ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ.

১১২৭. মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক আল-মুসায়্যাবী, হারুন ইব্ন আবদুল্লাহ্ ও সালত ইব্ন মাসউদ (র)......ইব্ন উমর (রা) থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

١١٢٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ هُوَ ابْنُ اِسْمَاعِيْلَ عَنْ يَعْقُوْبَ بْنِ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ اَبِيْ عَتِيْقٍ قَالَ تَحَدَّثْتُ اَنَا وَالْقَاسِمُ عِنْدَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا حَدِيْثًا وَكَانَ الْقَاسِمُ رَجُلاً لَحَّانَةً وَكَانَ لِاُمِّ وَلَدٍ فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ مَالَكَ لاَتُحَدِّثُ كَمَا يَتَحَدَّثُ ابْنُ اَخِيْ هٰذَا اَمَا اِنِّيْ قَدْ عَلِمْتُ مِنْ اَيْنَ اُتِيْتَ هٰذَا اَدَّبَتْهُ اُمُّهُ وَاَنْتَ اَدَّبَتْكَ اُمُّكَ قَالَ فَغَضِبَ الْقَاسِمُ وَاَضَبَّ عَلَيْهَا فَلَمَّا رَأَى مَائِدَةَ عَائِشَةَ قَدْ اُتِيَ بِهَا قَامَ قَالَتْ اَيْنَ قَالَ اُصَلِّيْ قَالَتْ اجْلِسْ قَالَ اِنِّيْ اُصَلِّيْ قَالَتْ اجْلِسْ غُدَرُ اِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لاَ صَلاَةَ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ وَلاَ وَهُوَ يُدَافِعُهُ الْاَخْبَثَانِ.

১১২৮. মুহাম্মাদ ইব্ন আব্বাদ (র)......ইব্ন আবূ আতীক (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, আমি ও কাসিম ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন আবূ বকর সিদ্দীক (হযরত আয়েশার ভ্রাতুষ্পুত্র) আয়েশা (রা)-এর কাছে একটি হাদীস আলোচনা করছিলাম। কাসিমের কথায় উচ্চারণগত অনেক ভুল হত। তাঁর মাতা ছিল উম্মু ওয়ালাদ (অর্থাৎ তিনি দাসীর পুত্র ছিলেন)। আয়েশা (রা) তাঁকে বললেন, কাসিম, তোমার কি হয়েছে! তুমি আমার এই ভ্রাতুষ্পুত্রের (ইব্ন আতীক) মত কথা বলছ না কেন ? অবশ্য আমি জানি, তুমি কোথা হতে এসেছ। একে তার মা আদব শিক্ষা দিয়েছে (সে ছিল আযাদ), আর তোমার মা তোমাকে শিক্ষা দিয়েছে (সে ছিল বাঁদী)। রাবী বলেন, এই কথায় কাসিম রেগে গেলেন এবং আয়েশা (রা)-এর প্রতি ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। এরপর যখন দেখলেন যে, আয়েশা (রা)-এর পক্ষ থেকে দস্তরখান বিছানো হচ্ছে, তখন তিনি উঠে দাঁড়ালেন। আয়েশা (রা) বললেন, কোথায় যাচ্ছ? তিনি বললেন, সালাত আদায় করতে। আয়েশা (রা) বললেন, বস। তিনি বললেন, আমি সালাত আদায় করতে যাচ্ছি। আয়েশা (রা) বললেন, রে অকৃতজ্ঞ! বস! আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, খানা সামনে আসার পর কোনও সালাত নেই এবং পেশাব-পায়খানার বেগ থাকা অবস্থায়ও কোন সালাত নেই।

١١٢٩- حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ اَيُّوْبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ اَبُوْ حَزْرَةَ الْقَاصُّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ عَتِيْقٍ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ وَلَمْ يَذْكُرْ فِي الْحَدِيْثِ قِصَّةَ الْقَاسِمِ.

১১২৯. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আইউব, কুতায়বা ইব্ন সাঈদ ও ইব্ন হুজ্র (র)......আয়েশা (রা) থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। অবশ্য এ হাদীসে কাসিম ইব্ন মুহাম্মাদের উক্ত ঘটনা উল্লেখ করা হয়নি।

١٧- بَابُ نَهْيِ مَنْ اَكَلَ ثُوْمًا اَوْ بَصَلاً اَوْ كُرَّاثًا اَوْ نَحْوَهَا مِمَّا لَهُ رَائِحَةٌ كَرِيْهَةٌ عَنْ حُضُوْرِ الْمَسْجِدِ حَتّٰى تَذْهَبَ ذٰلِكَ الرِّيْحُ وَاِخْرَاجُهُ مِنَ الْمَسْجِدِ

১৭. পরিচ্ছেদ : রসূন-পিঁয়াজ, মূলা ইত্যাদি দুর্গন্ধযুক্ত দ্রব্য খাওয়ার পর মুখ থেকে দুর্গন্ধ দূর না হওয়া পর্যন্ত মসজিদে প্রবেশ করা নিষেধ এবং এরূপ ব্যক্তিকে মসজিদ থেকে বের করে দেওয়ার নির্দেশ

١١٣٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى وَهُوَ الْقَطَّانُ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ قَالَ اَخْبَرَنِيْ نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فِيْ غَزْوَةِ خَيْبَرَ مَنْ اَكَلَ مِنْ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ يَعْنِيْ الثُّوْمَ فَلاَ يَأْتِيَنَّ الْمَسَاجِدَ قَالَ زُهَيْرٌ فِيْ غَزْوَةٍ وَلَمْ يَذْكُرْ خَيْبَرَ.

১১৩০. মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না ও যুহায়র ইব্‌ন হারব (র) ......আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ খায়বারের যুদ্ধের সময় বলেছেন, যে ব্যক্তি এই উদ্ভিদ অর্থাৎ রসূন খায়, সে যেন মসজিদে না আসে। যুহায়রের বর্ণনায় শুধু যুদ্ধের কথা উল্লেখ আছে; খায়বারের উল্লেখ নেই।

١١٣١- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا اَبِيْ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ اَكَلَ مِنْ هٰذِهِ الْبَقْلَةِ فَلاَ يَقْرَبَنَّ مَسَاجِدَنَا حَتّٰى يَذْهَبَ رِيْحُهَا يَعْنِيْ الثُّوْمَ.

১১৩১. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা ও মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন নুমায়র (র)......ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি এই সব্‌জি অর্থাৎ রসূন খাবে, সে যেন এর দুর্গন্ধ দূর না হওয়া পর্যন্ত আমাদের মসজিদের নিকটবর্তী না হয়।

١١٣٢- وَحَدَّثَنِيْ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ يَعْنِيْ ابْنَ عُلَيَّةَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ وَهُوَ ابْنُ صُهَيْبٍ قَالَ سُئِلَ اَنَسٌ عَنِ الثُّوْمِ فَقَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَكَلَ مِنْ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ فَلاَ يَقْرَبَنَّا وَلاَ يُصَلِّيْ مَعَنَا.

১১৩২. যুহায়র ইব্‌ন হারব (র)......আবদুল আযীয ইব্‌ন সুহায়ব (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, আনাস (রা)-এর নিকট রসুন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি এই উদ্ভিদ হতে আহার করবে, সে যেন আমাদের নিকট না আসে এবং আমাদের সাথে সালাত আদায় না করে।

١١٣٣- وَحَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ عَبْدٌ اَخْبَرَنَا وَقَالَ ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَكَلَ مِنْ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ فَلاَ يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا وَلاَ يُؤْذِيَنَّا بِرِيْحِ الثُّوْمِ.

১১৩৩. মুহাম্মাদ ইব্ন রাফি' ও আব্দ ইব্ন হুমায়দ (রা)........আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি এই উদ্ভিদ খাবে, সে যেন আমাদের মসজিদের নিকটে না আসে এবং আমদেরকে রসুনের গন্ধদ্বারা কষ্ট না দেয়।

١١٣٤- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا كَثِيْرُ بْنُ هِشَامٍ عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتَوَائِيِّ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ اَكْلِ الْبَصَلِ وَالْكُرَّاثِ فَغَلَبَتْنَا الْحَاجَةُ فَاَكَلْنَا مِنْهَا فَقَالَ مَنْ اَكَلَ مِنْ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ الْمُنْتِنَةِ فَلاَ يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا فَاِنَّ الْمَلاَئِكَةَ تَاَذَّى مِمَّا يَتَاَذَّى مِنْهُ الاِنْسُ.

১১৩৪. আবূ বাক্র ইব্ন আবূ শায়বা (র)......জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পিঁয়াজ ও মূলা খেতে নিষেধ করে দিয়েছেন। অতঃপর একবার নিরূপায় হয়ে আমরা তা খেয়ে ফেললাম। তখন তিনি বললেন, যে ব্যক্তি এই দুর্গন্ধযুক্ত উদ্ভিদ আহার করবে, সে যেন আমাদের মসজিদের নিকটবর্তী না হয়। কেননা মানুষ যাতে কষ্ট অনুভব করে, ফেরেশতাগণও তাতে কষ্ট পান।

١١٣٥- وَحَدَّثَنِىْ اَبُوْ الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ قَالاَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِى يُوْنُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِى عَطَاءُ بْنُ اَبِى رَبَاحٍ اَنَّ جَابِرَبْنَ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ وَفِىْ رِوَايَةِ حَرْمَلَةَ وَزَعَمَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ اَكَلَ ثُوْمًا اَوْ بَصَلاً فَلْيَعْتَزِلْنَا اَوْ لِيَعْتَزِلْ مَسْجِدَنَا وَلْيَقْعُدْ فِىْ بَيْتِهِ وَاِنَّهُ اُتِىَ بِقِدْرٍ فِيْهِ خَضِرَاتٌ مِنْ بُقُوْلٍ فَوَجَدَلَهَا رِيْحًا فَسَأَلَ فَاُخْبِرَ بِمَا فِيْهَا مِنَ الْبُقُوْلِ فَقَالَ قَرِّبُوْهَا اِلَى بَعْضِ اَصْحَابِهِ فَلَمَّا رَاٰهُ كَرِهَ اَكْلَهَا قَالَ كُلْ فَاِنِّىْ اُنَاجِىْ مَنْ لاَ تُنَاجِىْ.

১১৩৫. আবুত তাহির ও হারমালা (র)......জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি পিঁয়াজ ও রসূন খাবে, সে যেন আমাদের নিকট হতে দূরে থাকে এবং নিজ ঘরে বসে থাকে। একবার তাঁর নিকট একটি ডেগ আনা হলো। তাতে তরকারি রান্না হয়েছিল। তিনি তাতে রসূনের গন্ধ পেলেন। জিজ্ঞেস করলেন, এতে কি আছে? বলা হল, এতে রসূন জাতীয় জিনিস আছে। তখন তিনি বললেন, এগুলো অমুক সাহাবীর নিকট নিয়ে যাও। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন দেখলেন, সেও তা খাওয়া পছন্দ করছে না, তখন বললেন, তুমি খেয়ে ফেল। আমি যার সঙ্গে কথা বলি (ফেরেশ্তা) তুমি তার সঙ্গে কথা বল না।

١١٣٦- وَحَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِى عَطَاءٌ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَنْ اَكَلَ مِنْ هٰذِهِ الْبَقْلَةِ الثُّوْمِ وَقَالَ مَرَّةً مَنْ اَكَلَ الْبَصَلَ وَالثُّوْمَ وَالْكُرَّاثَ فَلاَ يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا فَاِنَّ الْمَلاَئِكَةَ تَتَاَذَّى مِمَّا يَتَاَذَّى مِنْهُ بَنُوْ اٰدَمَ.

১১৩৬. মুহাম্মাদ ইব্ন হাতিম (র)......জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি এইসব রসুন তরকারি খাবে, (কখনও বলেছেন) যে ব্যক্তি পিঁয়াজ, রসূন ও কুররাছ (গন্ধে ও স্বাদে পিঁয়াজের মত সব্জিবিশেষ) খাবে, সে যেন আমাদের মসজিদের কাছে না আসে। কেননা আদম সন্তান যাতে কষ্ট পায়, ফেরেশতাগণও তাতে কষ্ট পান।

١١٣٧- وَحَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ح قَالَ وَحَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالاَ جَمِيْعًا اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ مَنْ اَكَلَ مِنْ هٰذِهِ الشَّجَرَةَ يُرِيْدُ الثُّوْمَ فَلاَ يَغْشَنَا فِىْ مَسْجِدِنَا وَلَمْ يَذْكُرِ الْبَصَلَ وَالْكُرَّاثَ.

১১৩৭. ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম ও মুহাম্মাদ ইব্ন রাফি' (র)......ইব্ন জুরায়জ (রা) থেকে উক্ত সনদে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি এই উদ্ভিদ অর্থাৎ রসূন খাবে, সে যেন আমাদের মসজিদে না আসে। এই রিওয়ায়াতে পিঁয়াজ ও কুররাছের কথা উল্লেখ নেই।

١١٣٨- وَحَدَّثَنِىْ عَمْرٌو النَّاقِدُ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ عُلَيَّةَ عَنِ الْجُرَيْرِىِّ عَنْ اَبِىْ نَضْرَةَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ لَمْ نَعْدُ اَنْ فُتِحَتْ خَيْبَرُ فَوَقَعْنَا اَصْحَابُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ تِلْكَ الْبَقْلَةِ الثُّوْمِ وَالنَّاسُ جِيَاعٌ فَاَكَلْنَا مِنْهَا اَكْلاً شَدِيْدًا ثُمَّ رُحْنَا اِلَى الْمَسْجِدِ فَوَجَدَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الرِّيْحَ فَقَالَ مَنْ اَكَلَ مِنْ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ الْخَبِيْثَةِ شَيْئًا فَلاَ يَقْرَبَنَّا فِى الْمَسْجِدِ فَقَالَ النَّاسُ حُرِّمَتْ حُرِّمَتْ فَبَلَغَ ذَاكَ النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ اَيُّهَا النَّاسُ اِنَّهُ لَيْسَ لِىْ تَحْرِيْمُ مَا اَحَلَّ اللّٰهُ لِىْ وَلٰكِنَّهَا شَجَرَةٌ اَكْرَهُ رِيْحَهَا.

১১৩৮. আম্‌র আন-নাকিদ (র)......আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, খায়বার বিজয়ের পর আমরা তখনও ফিরে আসতে পারিনি। এদিকে আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গী-সাথীগণ রসূন ইত্যাদি সব্জি খেতে শুরু করলাম। লোকেরা ছিল খুবই ক্ষুধার্ত। আমরা খুব খেলাম। তারপর মসজিদে গেলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ গন্ধ পেয়ে বললেন, যে ব্যক্তি এই নিকৃষ্ট উদ্ভিদ থেকে কিছু খাবে, সে যেন আমাদের মসজিদের নিকট না আসে। লোকেরা বলতে লাগল, (রসূন) হারাম হয়ে গিয়েছে। হারাম হয়ে গিয়াছে। এ খবর নবী ﷺ-এর নিকট পৌছলে তিনি বললেন, হে লোকসকল! আল্লাহ্ আমার জন্য যা হালাল করেছেন, আমি তা হারাম করতে পারি না। কিন্তু এটি এমন এক উদ্ভিদ যার গন্ধ আমার ভাল লাগে না।

١١٣٩- حَدَّثَنَا هٰرُوْنُ بْنُ سَعِيْدٍ الْاَيْلِىُّ وَاَحْمَدُ بْنُ عِيْسٰى قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عَمْرٌو عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الاَشَجِّ عَنِ ابْنِ خَبَّابٍ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَرَّ عَلٰى زَرَّاعَةِ بَصَلٍ هُوَ وَاَصْحَابُهُ فَنَزَلَ نَاسٌ مِنْهُمْ فَاَكَلُوْا مِنْهُ وَلَمْ يَأْكُلْ اٰخَرُوْنَ فَرُحْنَا اِلَيْهِ فَدَعَا الَّذِيْنَ لَمْ يَأْكُلُوْا الْبَصَلَ وَاَخَّرَ الْاٰخَرِيْنَ حَتّٰى ذَهَبَ رِيْحُهَا.

১১৩৯. হারূন ইব্ন সাঈদ আল-আয়লী ও আহ্মাদ ইব্ন ঈসা (র)......আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সাহাবীগণসহ একটি পিঁয়াজ ক্ষেত অতিক্রম করছিলেন। তাদের মধ্যে কেউ কেউ তাতে নেমে পিঁয়াজ খেলেন এবং কেউ কেউ খেলেন না। এরপর আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট গেলাম। যারা পিঁয়াজ খান নি, তিনি তাদেরকে কাছে ডাকলেন। আর যারা খেয়েছিলেন, তাদের মুখ হতে পিঁয়াজের গন্ধ দূর না হওয়া পর্যন্ত তাদের পিছিয়ে রাখলেন।

١١٤٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ سَالِمِ بْنِ اَبِى الْجَعْدِ عَنْ مَعْدَانَ بْنِ اَبِى طَلْحَةَ اَنَّ عُمَرَبْنَ الْخَطَّابِ خَطَبَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَذَكَرَ نَبِىَّ اللّٰهِ ﷺ وَذَكَرَ اَبَا بَكْرٍ قَالَ اِنِّىْ رَأَيْتُ كَأَنَّ دِيْكًا نَقَرَنِىْ ثَلاَثَ نَقَرَاتٍ وَاِنِّىْ لاَ اُرَاهُ اِلاَّ حُضُوْرَ اَجَلِىْ وَاِنَّ اَقْوَامًا يَأْمُرُوْنَنِىْ اَنْ اَسْتَخْلِفَ وَاِنَّ اللّٰهَ لَمْ يَكُنْ لِيُضِيْعَ دِيْنَهُ وَلاَ خِلاَفَتَهُ وَلاَ الَّذِىْ بَعَثَ بِهِ نَبِيَّهُ ﷺ فَاِنْ عَجِلَ بِىْ اَمْرٌ فَالْخِلاَفَةُ شُوْرٰى بَيْنَ هٰؤُلاَءِ السِّتَّةِ الَّذِيْنَ تُوُفِّىَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ عَنْهُمْ رَاضٍ وَاِنِّىْ قَدْ عَلِمْتُ اَنَّ اَقْوَامًا يَطْعَنُوْنَ فِىْ هٰذَا الْاَمْرِاَنَا ضَرَبْتُهُمْ بِيَدِىْ هٰذِهِ عَلَى الْاِسْلاَمِ فَاِنْ فَعَلُوْا ذَالِكَ فَاُوْلٰئِكَ اَعْدَاءُ اللّٰهِ الْكَفَرَةُ الضُّلاَّلُ ثُمَّ اِنِّىْ لاَ اَدَعُ بَعْدِىْ شَيْئًا اَهَمَّ عِنْدِىْ مِنَ الْكَلاَلَةِ مَا رَاجَعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فِىْ شَىْءٍ مَا رَاجَعْتُهُ فِى الْكَلاَلَةِ وَمَا اَغْلَظَ لِىْ فِىْ شَىْءٍ مَا اَغْلَظَ لِىْ فِيْهِ حَتّٰى طَعَنَ بِاِصْبَعِهِ فِىْ صَدْرِىْ فَقَالَ يَاعُمَرُ اَلاَ تَكْفِيْكَ اٰيَةُ الصَّيْفِ الَّتِىْ فِىْ اٰخِرِ سُوْرَةِ النِّسَاءِ وَاِنِّىْ اِنْ اَعِشْ اَقْضِ فِيْهَا بِقَضِيَّةٍ يَقْضِىْ بِهَا مَنْ يَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ وَمَنْ لاَ يَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ ثُمَّ قَالَ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اُشْهِدُكَ عَلٰى اُمَرَاءِ الْاَمْصَارِ وَاِنِّىْ اِنَّمَا بَعَثْتُهُمْ عَلَيْهِمْ لِيَعْدِلُوْا عَلَيْهِمْ وَلِيُعَلِّمُوْا النَّاسَ دِيْنَهُمْ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِمْ وَيَقْسِمُوْا فِيْهِمْ فَيْئَهُمْ وَيَرْفَعُوْا اِلَىَّ مَا اَشْكَلَ عَلَيْهِمْ مِنْ اَمْرِهِمْ ثُمَّ اِنَّكُمْ اَيُّهَا النَّاسُ تَأْكُلُوْنَ شَجَرَتَيْنِ لاَ اَرَاهُمَا اِلاَّ خَبِيْثَتَيْنِ هٰذَا الْبَصَلَ وَالثُّوْمَ لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِذَا وَجَدَ رِيْحَهُمَا مِنَ الرَّجُلِ فِى الْمَسْجِدِ اَمَرَبِهِ فَاُخْرِجَ اِلَى الْبَقِيْعِ فَمَنْ اَكَلَهُمَا فَلْيُمِتْهُمَا طَبْخًا.

১১৪০. মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না (র)......মা'দান ইব্‌ন আবূ তালহা (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, উমর (রা) একদিন জুম'আর খুতবা দিলেন। এতে তিনি আল্লাহ্‌র নবী ﷺ ও আবূ বকর (রা)-এর আলোচনা করে বললেন, আমি স্বপ্নে দেখলাম, একটি মোরগ এসে আমাকে তিনটি ঠোকর মারল। আমার মতে এর তা'বীর হচ্ছে, আমার মৃত্যু অতি নিকটবর্তী। লোকেরা আমাকে বলেছে আমার একজন স্থলবর্তী নিযুক্ত করতে। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর দীন ও খিলাফতকে নষ্ট করবেন না। আর তাঁর নবী ﷺ-কে যা দিয়ে প্রেরণ করেছেন, তাও নষ্ট করবেন না। যদি শীঘ্রই আমার মৃত্যু এসে পড়ে, তবে খিলাফত ঐ ছয় ব্যক্তির পরামর্শের উপর রইল, যাদের প্রতি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মৃত্যু পর্যন্ত সন্তুষ্ট ছিলেন। আমি জানি, কতিপয় লোক, যাদেরকে আমি নিজ হাতে শাস্তি দিয়েছি, এ ব্যাপারে তারা ইসলামের প্রতি দোষারোপ করবে। তারা যদি তা করে, তবে তারা আল্লাহ্‌র দুশমন ও পথভ্রষ্ট কাফির। আমি 'কালালা' (পিতা-মাতাহীন নিঃসন্তান ব্যক্তি)-র সমস্যা ব্যতীত অন্য কোনও কঠিন সমস্যা রেখে যাচ্ছি না। আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে 'কালালা' সম্পর্কে যতবার জিজ্ঞেস করেছি, ততবার অন্য কোনও বিষয়ে জিজ্ঞেস করি নি। তিনিও আমার প্রতি এ ব্যাপারে যতটা কঠোর ব্যবহার করেছেন, ততটা অন্য কোনও ব্যাপারে করেন নি। এক পর্যায়ে তিনি তাঁর আঙ্গুলদ্বারা আমার বুকে টোকা মেরে বললেন, 'হে উমর! সূরা নিসার শেষভাগের গ্রীষ্মকালীন (কালালা সম্পর্কিত) আয়াতটিই কি তোমার জন্য যথেষ্ট নয়? আর আমি যদি বেঁচে থাকি, তাহলে 'কালালা' সম্পর্কে

এমন এক ফায়সালা রেখে যাব, যাকে ভিত্তি করে কুরআন জানা-অজানা সকলেই ফায়সালা দিতে পারবে। অতঃপর উমর (রা) বললেন, হে আল্লাহ্! আমি তোমাকে সেইসব লোক সম্পর্কে সাক্ষী করছি, যাদেরকে আমি বিভিন্ন শহরে প্রশাসক (গভর্নর, সুবেদার ও অফিসার)-রূপে প্রেরণ করেছি। আমি তাদেরকে এ জন্য পাঠিয়েছি যে, তারা জনগণের মধ্যে সুবিচার কায়েম করবে, তাদেরকে তাদের দীন ও নবীর তরীকা শিক্ষাদান করবে, তাদের মধ্যে তাদের যুদ্ধলব্ধ মাল বন্টন করবে এবং কোনও কঠিন সমস্যার উদ্ভব হলে তা আমার সমীপে উত্থাপন করবে। আর হে জনমণ্ডলী! তোমরা দু'টি গাছ ভক্ষণ করে থাক। আমি ঐ দু'টিকে অপসন্দ করি। তা হাচ্ছে পিঁয়াজ ও রসূন। আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে দেখেছি, যখন তিনি মসজিদে কোনও ব্যক্তি হতে ঐ দু'টির (কোন একটি গাছের) গন্ধ পেতেন, তখন তিনি তাকে 'বাকী' প্রান্তরের দিকে বের করে দেয়ার আদেশ দিতেন। অতএব যে ব্যক্তি তা (পিঁয়াজ রসূন) খেতে চাইবে, উত্তমরূপে রান্না করে খাবে—যাতে তার গন্ধ না থাকে।

١١٤١– حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ عُلَيَّةَ عَنْ سَعِيْدِ ابْنِ اَبِى عَرُوْبَةَ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ كِلاَهُمَا عَنْ شَبَابَةَ بْنِ سَوَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ جَمِيْعًا عَنْ قَتَادَةَ فِى هٰذَا الاِسْنَادِ مِثْلَهُ.

১১৪১. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা, যুহায়র ইব্‌ন হারব ও ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র)......কাতাদা (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি উপরোক্তরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

١٨– بَابُ النَّهْىِ عَنْ نَشْدِ الضَّالَّةِ فِى الْمَسْجِدِ وَمَا يَقُوْلُهُ مَنْ سَمِعَ النَّاشِدَ

১৮. পরিচ্ছেদ : মসজিদে হারানো বস্তুর ঘোষণা দেওয়া নিষেধ; কেউ এরূপ ঘোষণা শুনলে সে যা বলবে

١١٤٢– حَدَّثَنَا اَبُوْ الطَّاهِرِ اَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ حَيْوَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِى عَبْدِ اللّٰهِ مَوْلَى شَدَّادِبْنِ الْهَادِ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ سَمِعَ رَجُلاً يَنْشُدُ ضَالَّةً فِى الْمَسْجِدِ فَلْيَقُلْ لاَ رَدَّهَا اللّٰهُ عَلَيْكَ فَاِنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لِهٰذَا.

১১৪২. আবুত তাহির আহ্‌মাদ ইব্‌ন আম্‌র (র)......আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি কোনও লোককে মসজিদে কোনও হারানো বস্তুর ঘোষণা দিতে শুনবে, তখন সে বলবে, আল্লাহ্ তোমাকে তা ফিরিয়ে না দিন। কেননা মসজিদ এর জন্য তৈরি হয়নি।

١١٤٣– وَحَدَّثَنِيْهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُقْرِئُ قَالَ حَدَّثَنَا حَيْوَةُ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا الاَسْوَدِ يَقُوْلُ حَدَّثَنِى اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ مَوْلَى شَدَّادٍ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ بِمِثْلِهِ.

১১৪৩. যুহায়র ইব্‌ন হারব (র)......হুরায়রা (রা) থেকে উপরোক্তরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

١١٤٤– وَحَدَّثَنِى حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنَا الثَّوْرِىُّ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَجُلاً نَشَدَ فِى الْمَسْجِدِ فَقَالَ مَنْ دَعَا اِلَى الْجَمَلِ الاَحْمَرِ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ لاَوَجَدْتَ اِنَّمَا بُنِيَتِ الْمَسَاجِدُ لِمَا بُنِيَتْ لَهُ.

১১৪৪. হাজ্জাজ ইব্ন শাঈর (র).......বুরায়দা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি মসজিদে উচ্চস্বরে হারানো জিনিস খুঁজল এবং বলল, লাল উটের দিকে ডাকল কে? (অর্থাৎ কে সেটি পেয়েছে)? নবী ﷺ বললেন, তুমি এটি যেন না পাও। মসজিদ যে উদ্দেশ্যে তৈরি হয়েছে, সেই উদ্দেশ্যেই তা ব্যবহৃত হবে।

١١٤٥– حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ اَبِى سِنَانٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ لَمَّا صَلَّى قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ مَنْ دَعَا اِلَى الْجَمَلِ الْاَحْمَرِ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ لاَ وَجَدْتَ اِنَّمَا بُنِيَتِ الْمَسَاجِدُ لِمَا بُنِيَتْ لَهُ.

১১৪৫. আবূ বাক্র ইব্ন আবূ শায়বা (র)......বুরায়দা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, নবী ﷺ যখন সালাত আদায় করলেন, তখন এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল, লাল উটটির দিকে ডাকল কে? নবী ﷺ বললেন, (তোমার উট) তুমি যেন না পাও। মসজিদ যে উদ্দেশ্যে তৈরি হয়েছে, সেই উদ্দেশ্যেই ব্যবহৃত হবে।

١١٤٦– حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شَيْبَةَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ جَاءَ اَعْرَابِىٌّ بَعْدَمَا صَلَّى النَّبِىُّ ﷺ صَلاَةَ الْفَجْرِ فَاَدْخَلَ رَأْسَهُ مِنْ بَابِ الْمَسْجِدِ فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيْثِهِمَا قَالَ مُسْلِمٌ هُوَ شَيْبَةُ بْنُ نَعَامَةَ اَبُوْ نَعَامَةَ رَوَى عَنْهُ مِسْعَرٌ وَهُشَيْمٌ وَجَرِيْرٌ وَغَيْرُهُمْ مِنَ الْكُوْفِيِّيْنَ.

১১৪৬. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র)......বুরায়দা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন যখন নবী ﷺ ফজরের সালাত সম্পন্ন করলেন, তখন জনৈক বেদুঈন এসে মসজিদের দরজা দিয়ে তার মাথা ঢুকাল। অতঃপর রাবী উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করলেন। মুসলিম বলেন, সনদে উল্লেখিত শায়বা হল, শায়বা ইব্ন না'আমা আর না'আমা থেকে মিস'আর, হুসায়ম, জারীর প্রমুখ কূফাবাসী রাবীগণ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

١٩– بَابُ السَّهْوِ فِى الصَّلاَةِ وَالسُّجُوْدِ لَهُ

১৯. পরিচ্ছেদ : সালাতে ভুল হওয়া এবং তার জন্য সাহু সিজ্দা করা

١١٤٧– حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ اَحَدَكُمْ اِذَا قَامَ يُصَلِّى جَاءَهُ الشَّيْطَانُ فَلَبَسَ عَلَيْهِ حَتَّى لاَ يَدْرِى كَمْ صَلَّى فَاِذَا وَجَدَ ذَالِكَ اَحَدُكُمْ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ.

১১৪৭. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র)......আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন সালাত আদায় করতে দাঁড়ায়, তখন শয়তান ভুলাবার জন্য তার নিকট আগমন করে। শেষ পর্যন্ত সে কয় রাক'আত পড়ল, তা তার মনে থাকে না। যখন এরূপ হবে, তখন সে একদিকে সালামের পর বসা অবস্থায় দু'টি সিজ্দা (সাহু) করবে।

١١٤٨– حَدَّثَنِى عَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ وَهُوَ ابْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ كِلاَهُمَا عَنِ الزُّهْرِىِّ بِهٰذَا الاِسْنَادِ نَحْوَهُ.

১১৪৮. আম্‌র আন-নাকিদ, যুহায়র ইব্‌ন হারব, কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ ও মুহাম্মাদ ইব্‌ন রুমহ্ (র)...... যুহরী (র) থেকে উক্ত সনদে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

١١٤٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُمْ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ إِذَا نُوْدِيَ بِالْأَذَانِ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ لَهُ ضُرَاطٌ حَتَّى لَا يَسْمَعَ الْأَذَانَ فَإِذَا قُضِيَ الْأَذَانُ أَقْبَلَ فَإِذَا ثُوِّبَ بِهَا أَدْبَرَ فَإِذَا قُضِيَ التَّثْوِيْبُ أَقْبَلَ يَخْطُرُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ يَقُوْلُ اذْكُرْ كَذَا اذْكُرْ كَذَا لِمَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ حَتَّى يَظَلَّ الرَّجُلُ إِنْ يَدْرِيْ كَمْ صَلَّى فَإِذَا لَمْ يَدْرِ أَحَدُكُمْ كَمْ صَلَّى فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ.

১১৪৯. মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না (র)......আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যখন আযান হতে থাকে, তখন শয়তান বাতকর্ম করতে করতে পলায়ন করে, যাতে সে আযান শুনতে না পায়। যখন আযান শেষ হয়ে যায়, তখন সে ফিরে আসে। যখন তাক্‌বীর আরম্ভ হয়, তখন আবার সে পলায়ন করে এবং তাক্‌বীর শেষে ফিরে এসে সালাত আদায়কারীর অন্তরে কুমন্ত্রণা দিতে থাকে। সে বলে, এই কথা স্মরণ কর, ঐ কথা স্মরণ কর, যা তার স্মরণ ছিল না। শেষ পর্যন্ত সে কত রাক'আত সালাত আদায় করেছে, তা ভুলে যায়। যখন তোমাদের কেউ কত রাক'আত সালাত আদায় করেছে তা ভুলে যাবে, তখন সে বসা অবস্থায় দু'টি সিজ্‌দা করবে।

١١٥٠- حَدَّثَنِيْ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِيْ عَمْرٌو عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ إِنَّ الشَّيْطَانَ إِذَا ثُوِّبَ بِالصَّلَاةِ وَلَّى وَلَهُ ضُرَاطٌ فَذَكَرَ نَحْوَهُ وَزَادَ فَهَنَّاهُ وَمَنَّاهُ وَذَكَّرَهُ مِنْ حَاجَاتِهِ مَالَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ.

১১৫০. হারমালা ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া (র)......আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যখন সালাতের আযান হতে থাকে, তখন শয়তান বাতকর্ম করতে করতে পলায়ন করে। অতঃপর রাবী পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তিনি এতে আরো বর্ণনা করেন যে, সে তার মনে বহু আশা-বাসনার উদ্রেক করে এবং এমন এমন কাজ স্মরণ করায়, যা তার স্মরণ ছিল না।

١١٥١- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُحَيْنَةَ قَالَ صَلَّى لَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ رَكْعَتَيْنِ مِنْ بَعْضِ الصَّلَوَاتِ ثُمَّ قَامَ فَلَمْ يَجْلِسْ فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ وَنَظَرْنَا تَسْلِيْمَهُ كَبَّرَ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ التَّسْلِيْمِ ثُمَّ سَلَّمَ.

১১৫১. ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া (র)......আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন বুহায়না (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কোনও এক সালাতে দু'রাক'আত আদায় করে না বসে দাঁড়িয়ে গেলেন। লোকেরাও তাঁর সাথে দাঁড়িয়ে গেল। যখন তিনি সালাত শেষ করলেন এবং আমরা তাঁর সালাম ফিরানোর অপেক্ষা করছিলাম, তিনি

তাক্‌বীর বললেন এবং (শেষ) সালাম ফিরানোর পূর্বে বসা অবস্থায় পরপর দু'টি সিজ্‌দা করলেন, পরে সালাম ফিরালেন।

١١٥٢- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا ابْنُ رُمْحٍ قَالَ اَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُحَيْنَةَ الْاَسَدِيِّ حَلِيْفِ بَنِى عَبْدِ الْمُطَّلِبِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَامَ فِى صَلَاةِ الظُّهْرِ وَعَلَيْهِ جُلُوْسٌ فَلَمَّا اَتَمَّ صَلَاتَهُ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ يُكَبِّرُ فِى كُلِّ سَجْدَةٍ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ اَنْ يُسَلِّمَ وَسَجَدَهُمَا النَّاسُ مَعَهُ مَكَانَ مَا نَسِىَ مِنَ الْجُلُوْسِ.

১১৫২. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ ও ইব্‌ন রুমহ্ (র)......আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন বুহায়না আল-আসাদী (রা) (তিনি ছিলেন আবদুল মুত্তালিব গোত্রের মিত্র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যোহরের সালাতে প্রথম বৈঠকে ভুলে দাঁড়িয়ে গেলেন। যখন সালাত শেষ করলেন, তখন সালাম ফিরানোর পূর্বে বসা অবস্থায় দু'টি সিজ্‌দা করলেন। প্রত্যেক সিজ্‌দায় তাক্‌বীর বললেন। লোকেরাও তাঁর সাথে দু'টি সিজ্‌দা করল। তা (প্রথম) বৈঠক ভুল করার পরিবর্তে ছিল।

١١٥٣- وَحَدَّثَنَا اَبُو الرَّبِيْعِ الزَّهْرَانِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْاَعْرَجِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَالِكٍ بْنِ بُحَيْنَةَ الْاَزْدِيِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَامَ فِى الشَّفْعِ الَّذِىْ يُرِيْدُ اَنْ يَجْلِسَ فِىْ صَلَاتِهِ فَمَضَى فِىْ صَلَاتِهِ فَلَمَّا كَانَ فِىْ اٰخِرِ الصَّلَاةِ سَجَدَ قَبْلَ اَنْ يُسَلِّمَ ثُمَّ سَلَّمَ.

১১৫৩. আবুর রাবী আয-যাহরানী (র)......আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন বুহায়না আল-আযদী (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সালাতের প্রথম দুই রাক'আতের পর বসার ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও দাঁড়িয়ে গেলেন। তারপর তিনি সালাত আদায় করে যেতে লাগলেন। যখন তিনি সালাতের শেষ পর্যায়ে ছিলেন, তখন সালাম ফিরানোর পূর্বে সিজ্‌দা করলেন, তারপর সালাম ফিরালেন।

١١٥٤- وَحَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ اَحْمَدَ بْنِ اَبِىْ خَلَفٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ دَاوٗدَ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا شَكَّ اَحَدُكُمْ فِىْ صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلّٰى ثَلَاثًا اَمْ اَرْبَعًا فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلٰى مَا اسْتَيْقَنَ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ اَنْ يُسَلِّمَ فَاِنْ كَانَ صَلّٰى خَمْسًا شَفَعْنَ لَهُ صَلَاتَهُ وَاِنْ كَانَ صَلّٰى اِتْمَامًا لِاَرْبَعٍ كَانَتَا تَرْغِيْمًا لِلشَّيْطَانِ.

১১৫৪. মুহাম্মাদ ইব্‌ন আহ্‌মাদ ইব্‌ন আবূ খালাফ (র)......আবু সাঈদ খুদ্‌রী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ তার সালাতে সন্দেহ পতিত হয় এবং সে স্থির করতে ব্যর্থ হয় যে, তিন রাক'আত পড়েছে, না চার রাক'আত, তখন সে সন্দেহ পরিত্যাগ করবে এবং যে-কয় রাক'আতের উপর দৃঢ় প্রত্যয় হয়, সেটিই ধারণ করবে। তারপর সালাম ফিরাবার পূর্বে দু'টি সিজ্‌দা করবে। যদি তার পাঁচ

রাক'আতই পড়া হয়ে গিয়ে থাকে, তবে এই দুই সিজ্দা মিলে ছয় রাক'আত হয়ে যাবে। আর যদি তার সালাত পূর্ণ চার রাক'আতই হয়, তবে দুই সিজ্দা শয়তানের মুখে মাটি নিক্ষেপের শামিল হবে।

١١٥٥- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَمِّىْ عَبْدُ اللّٰهِ قَالَ حدَّثَنِى دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ وَفِىْ مَعْنَاهُ قَالَ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ السَّلَامِ كَمَا قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ.

১১৫৫. আহ্মাদ ইব্ন আবদুর রহমান ইব্ন ওয়াহব (র)......যায়দ ইব্ন আসলাম (র) থেকে উপরোক্ত হাদীস বর্ণনা করেছেন। এতে বর্ণিত হয়েছে যে, সালামের পূর্বে দু'টি সিজ্দা করবে। যেমন সুলায়মান ইব্ন বিলাল বলেছেন।

١١٥٦- وَحَدَّثَنَا اَبُوْبَكْرٍ وَعُثْمَانُ اِبْنَا اَبِىْ شَيْبَةَ وَاِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ جَمِيْعًا عَنْ جَرِيْرٍ قَالَ عُثْمَانُ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ صَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِبْرَاهِيْمُ زَادَ اَوْ نَقَصَ فَلَمَّا سَلَّمَ قِيْلَ لَهُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَحَدَثَ فِىْ الصَّلَاةِ شَىْءٌ قَالَ وَمَا ذَاكَ قَالُوْا صَلَّيْتَ كَذَا وَكَذَا قَالَ فَثَنّٰى رِجْلَيْهِ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ اَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ اِنَّهُ لَوْ حَدَثَ فِى الصَّلَاةِ شَىْءٌ اَنْبَاْتُكُمْ بِهِ وَلٰكِنْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ اَنْسٰى كَمَا تَنْسَوْنَ فَاِذَا نَسِيْتُ فَذَكِّرُوْنِىْ وَاِذَا شَكَّ اَحَدُكُمْ فِىْ صَلَاتِهِ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ فَلْيُتِمَّ عَلَيْهِ ثُمَّ لِيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ.

১১৫৬. আবূ শায়বার দুই পুত্র আবূ বাক্র ও উসমান এবং ইসহাক ইব্ন ইব্রারাহীম (র)......আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ (একবার) সালাত আদায় করলেন। ইব্রাহীম বলেন, ঐ সালাতে কিছু বেশ-কম হয়ে গেল। যখন সালাম ফিরালেন, তখন বলা হল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! সালাতে কি কোনও নতুন হুকুম হয়েছে? তিনি বললেন, সেটি কি? তারা বলল, আপনি এরূপ এরূপ করেছেন। তখন তিনি স্বীয় পদদ্বয় ঘুরালেন এবং কিবলামুখী হয়ে দু'টি সিজ্দা করলেন। তারপর সালাম ফিরালেন। এরপর আমাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, সালাতে যদি নতুন কোনও হুকুম হতো, তবে আমি তোমাদের জানিয়ে দিতাম। কথা হচ্ছে, আমিও একজন মানুষ। তোমরা যেমন ভুল কর, আমিও তেমনি ভুল করে থাকি। অতএব আমি যদি ভুল করি, তোমরা আমাকে স্মরণ করিয়ে দিবে। আর তোমাদের কারও যদি সালাতে সন্দেহ হয়, তবে ভেবেচিন্তে যেটি সঠিক মনে হবে, তার ভিত্তিতে সালাত পূর্ণ করে নিবে। তারপর দু'টি সিজ্দা করবে।

١١٥٥- حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ بِشْرٍ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ كِلَاهُمَا عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ مَنْصُوْرٍ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ وَفِىْ رِوَايَةِ ابْنِ بِشْرٍ فَلْيَنْظُرْ اَحْرٰى ذَالِكَ لِلصَّوَابِ وَفِىْ رِوَايَةِ وَكِيْعٍ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ.

১১৫৭. আবু কুরায়ব, মুহাম্মাদ ইব্ন হাতিম (র)......মানসূর সূত্রে বর্ণিত যে, তিনি কিঞ্চিৎ শাব্দিক পরিবর্তনের সাথে উপরোক্ত হাদীস বর্ণনা করেছেন।

١١٥٨- وَحَدَّثَنَاهُ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِيُّ قَالَ اَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا مَنْصُوْرٌ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ وَقَالَ مَنْصُوْرٌ فَلْيَنْظُرْ اَحْرٰى ذَالِكَ لِلصَّوَابِ وَحَدَّثَنَاهُ اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ الْاُمَوِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُوْرٍ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ وَقَالَ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ.

১১৫৮. আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবদুর রহমান আদ-দারিমী ও ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম (র).......মানসূর (র) সূত্রে বর্ণিত যে, তিনি উপরোক্ত রূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে বর্ণনার শব্দে সামান্য পার্থক্য রয়েছে।

١١٥٩- حَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُوْرٍ بِهٰذَ الْاِسْنَادِ وَقَالَ فَلْيَتَحَرَّ اَقْرَبَ ذَالِكَ اِلَى الصَّوَابِ وَحَدَّثَنَاهُ يَحْيٰى بْنُ يَحْيٰى اَخْبَرَنَا فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ مَنْصُوْرٍ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ وَقَالَ فَلْيَتَحَرَّ الَّذِىْ يُرَى اَنَّهُ الصَّوَابُ وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ اَبِىْ عُمَرَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ عَنْ مَنْصُوْرٍ بِاِسْنَادِ هٰؤُلَاءِ وَقَالَ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ.

১১৫৯. মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না, ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া ও ইব্ন আবূ উমর (র)......মানসূর (র) থেকে সামান্য শব্দ পরিবর্তনের সাথে উপরোক্তরূপ হাদীস বর্ণনা করেন।

١١٦٠- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ صَلَّى الظُّهْرَ خَمْسًا فَلَمَّا سَلَّمَ قِيْلَ لَهُ اَزِيْدَ فِى الصَّلَاةِ قَالَ وَمَا ذَاكَ قَالُوْا صَلَّيْتَ خَمْسًا فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ.

১১৬০. উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন মু'আয আল-আম্বারী (র)......আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, নবী ﷺ যোহরের সালাত পাঁচ রাক'আত পড়লেন। যখন সালাম ফিরালেন, তখন তাঁকে বলা হলো, সালাত কি বেড়ে গেছে ? তিনি বললেন, কিরূপে? তারা বলল, আপনি পাঁচ রাক'আত পড়েছেন। তখন তিনি দু'টি সিজ্দা করলেন।

١١٦١- وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اِدْرِيْسَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ اَنَّهُ صَلَّى بِهِمْ خَمْسًا وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ سُوَيْدٍ قَالَ صَلَّى بِنَا عَلْقَمَةُ الظُّهْرَ خَمْسًا فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ الْقَوْمُ يَا اَبَا شِبْلٍ قَدْ صَلَّيْتَ خَمْسًا قَالَ كَلَّا مَا فَعَلْتُ قَالُوْا بَلٰى قَالَ وَكُنْتُ فِىْ نَاحِيَةِ الْقَوْمِ وَاَنَا غُلَامٌ فَقُلْتُ بَلٰى قَدْ صَلَّيْتَ خَمْسًا قَالَ لِىْ وَاَنْتَ اَيْضًا يَا اَعْوَرُ تَقُوْلُ ذَاكَ قَالَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَانْفَتَلَ فَسَجَدَ

سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ صَلّٰى بِنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَمْسًا فَلَمَّا انْفَتَلَ تَوَشْوَشَ الْقَوْمُ بَيْنَهُمْ فَقَالَ مَا شَانُكُمْ قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ هَلْ زِيْدَ فِي الصَّلَاةِ قَالَ لَا قَالُوْا فَاِنَّكَ قَدْ صَلَّيْتَ خَمْسًا فَانْفَتَلَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ قَالَ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ اَنْسٰى كَمَا تَنْسَوْنَ وَزَادَ ابْنُ نُمَيْرٍ فِيْ حَدِيْثِهِ فَاِذَا نَسِيَ اَحَدُكُمْ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ.

১১৫৯. ইব্‌ন নুমায়র ও উসমান ইব্‌ন আবূ শায়বা (রা)..... ইব্‌রাহীম ইব্‌ন সুওয়ায়দ (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, আলকামা আমাদেরকে নিয়ে যুহরের সালাত পাঁচ রাক'আত আদায় করলেন। যখন সালাম ফিরালেন, তখন লোকেরা বলল, হে আবূ শিব্‌ল (আলকামার কুনিয়াত)! আপনি পাঁচ রাক'আত পড়েছেন। তিনি বললেন, কক্ষণও নয়। আমি (ঐরূপ) করি নি। তারা বলল, অবশ্যই (আপনি পাঁচ রাক'আত পড়েছেন)। বর্ণনাকারী সুওয়ায়দ বলেন, আমি তাদের এক পার্শ্বে ছিলাম। তখন আমি ছেলে মানুষ। আমি বললাম, হ্যাঁ। তখন তিনি ফিরলেন এবং দু'টি সিজ্‌দা করে সালাম ফিরালেন। তারপর বললেন, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একবার আমাদের নিয়ে পাঁচ রাক'আত সালাত আদায় করলেন। যখন সালাত শেষ করলেন, লোকেরা ফিসফিস করতে লাগল। তিনি বললেন, তোমাদের কি হয়েছে? তারা বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! সালাত কি বৃদ্ধি পেয়েছে? তিনি বললেন, না। তারা বলল, আপনি তো পাঁচ রাক'আত পড়েছেন। তখন তিনি ঘুরে বসলেন এবং সিজ্‌দা করে সালাম ফিরালেন। তারপর বললেন, আমি তোমাদরই মত একজন মানুষ। তোমরা যেরূপ ভুলে যাও, আমিও তদ্রূপ ভুলে যাই। ইব্‌ন নুমায়রের বর্ণনায় এটুকু বেশী আছে-অতএব, তোমাদের কেউ যখন ভুলে যাবে, তখন দু'টি সিজ্‌দা করবে।

١١٦٠- وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ سَلَّامٍ الْكُوْفِيُّ قَالَ اَخْبَرَنَا اَبُوْ بَكْرٍ النَّهْشَلِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْاَسْوَدِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ صَلّٰى بِنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَمْسًا فَقُلْنَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ أَزِيْدَ فِي الصَّلَاةِ قَالَ وَمَاذَاكَ قَالُوْا صَلَّيْتَ خَمْسًا قَالَ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ اَذْكُرُ كَمَا تَذْكُرُوْنَ وَاَنْسٰى كَمَا تَنْسَوْنَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ.

১১৬০. আওন ইব্‌ন সাল্লাম আল-কূফী (র)........আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের সহ পাঁচ রাক'আত সালাত আদায় করলেন। আমরা বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! সালাত কি বৃদ্ধি করা হয়েছে? তিনি বললেন, কিরূপে? তারা বলল, আপনি পাঁচ রাক'আত পড়েছেন। তিনি বললেন, আমি তোমাদের মতই একজন মানুষ। তোমরা যেমন স্মরণ রাখ, আমিও তেমনি স্মরণ রাখি। তোমরা যেরূপ ভুলে যাও, আমিও সেরূপ ভুলে যাই। এরপর ভুলের জন্য দু'টি সিজ্‌দা করলেন।

١١٦١- وَحَدَّثَنَا مِنْجَابُ بْنُ الْحَارِثِ التَّمِيْمِيُّ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ صَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَزَادَ اَوْ نَقَصَ قَالَ اِبْرَاهِيْمُ وَالْوَهْمُ مِنِّيْ فَقِيْلَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ أَزِيْدَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ فَقَالَ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ اَنْسٰى كَمَا تَنْسَوْنَ فَاِذَا نَسِيَ اَحَدُكُمْ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ ثُمَّ تَحَوَّلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ.

১১৬১. মিনজাব ইবনুল হারিস আত তামীমী (র)......আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একবার সালাত আদায় করলেন। কিন্তু সালাতে কিছু বেশী অথবা কম হলো। বর্ণনাকারী ইব্‌রাহীম বলেন, এই বেশী অথবা কমের সন্দেহটি আমার। বলা হলো (লোকেরা বলল), ইয়া রাসূলাল্লাহ্! সালাতে কি কিছুটা বাড়ানো হয়েছে? তিনি বললেন, আমি তোমাদের মতই মানুষ বৈ কিছু নই। তোমাদের মতই আমি ভুলে যাই। কাজেই তোমাদের কেউ যদি (সালাতে) ভুলে যায়, তবে বসা অবস্থায় দু'টি সিজ্‌দা করে নিবে। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ঘুরে বসে দু'টি সিজ্‌দা করলেন।

١١٦٢- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ وَاَبُوْ كُرَيْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَفْصٌ وَاَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ بَعْدَ السَّلاَمِ وَالْكَلاَمِ.

১১৬২. আবু বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা, আবূ কুরায়ব ও ইব্‌ন নুমায়র (র)......আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ ভুলের সিজ্‌দাদ্বয় সালাম ও কালামের (কথাবার্তা) পর সম্পন্ন করেছিলেন।[১]

١١٦٣- وَحَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيِّ الْجُعْفِيُّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ صَلَّيْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاِمَّا زَادَ اَوْ نَقَصَ قَالَ اِبْرَاهِيْمُ وَاَيْمُ اللّٰهِ مَاجَاءَ ذَاكَ اِلاَّ مِنْ قِبَلِيْ قَالَ فَقُلْنَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَحَدَثَ فِي الصَّلاَةِ شَيْءٌ فَقَالَ لاَ قَالَ فَقُلْنَا لَهُ الَّذِيْ صَنَعَ فَقَالَ اِذَا زَادَ الرَّجُلُ اَوْ نَقَصَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَالَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ.

১১৬৩. কাসিম ইব্‌ন যাকারিয়া (র)......আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সঙ্গে সালাত আদায় করলাম। তিনি (সালাতের নির্ধারিত রাকা'আত থেকে) বেশী করলেন কিংবা কম করলেন। বর্ণনাকারী ইব্‌রাহীম বলেন, আল্লাহ্‌র কসম! এ সন্দেহ আমার স্মরণের ত্রুটির জন্য হয়েছে। ইব্‌ন মাসঊদ (রা) বলেন, আমরা বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! সালাতে নতুন কিছু হয়েছে কি? তিনি বললেন, না। তখন তিনি যা করেছেন (বেশী কিংবা কম), আমরা তা বললাম। তিনি বললেন, যখন কোন ব্যক্তি (সালাতে) কিছু বেশী কিংবা কম করবে, তখন দু'টি সিজ্‌দা (সাহ্) করে নিবে। রাবী বলেন, অতঃপর তিনি দু'টি সিজ্‌দা (সাহ্) করলেন।

١١٦٤- حَدَّثَنِيْ عَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ جَمِيْعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ عَمْرٌو حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ سِيْرِيْنَ يَقُوْلُ سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ صَلَّى بِنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِحْدَى صَلاَتَيِ الْعَشِيِّ اِمَّا الظُّهْرَ وَاِمَّا الْعَصْرَ فَسَلَّمَ فِيْ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ اَتَى جِذْعًا فِيْ قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ فَاسْتَنَدَ اِلَيْهَا مُغْضَبًا وَفِي الْقَوْمِ اَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ فَهَابَا اَنْ يَتَكَلَّمَا وَخَرَجَ سَرْعَانُ

---

১. খায়বার যুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত সালাতের মধ্যে সামান্য কথাবার্তা জায়েয ছিল, পরে তা নিষিদ্ধ হয়ে যায়। হানাফী মতে সিজদায়ে সাহু কথাবার্তার পূর্বে করতে হবে।

النَّاسِ قُصِرَتِ الصَّلاَةُ فَقَامَ ذُوالْيَدَيْنِ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ أَقُصِرَتِ الصَّلاَةُ اَمْ نَسِيْتَ فَنَظَرَ النَّبِىُّ ﷺ يَمِيْنًا وَشِمَالاً فَقَالَ مَايَقُوْلُ ذُوالْيَدَيْنِ قَالُوْا صَدَقَ لَمْ تُصَلِّ الاَّ رَكْعَتَيْنِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَسَلَّمَ ثُمَّ كَبَّرَ ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ كَبَّرَ فَرَفَعَ ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ ثُمَّ كَبَّرَ وَرَفَعَ قَالَ وَاُخْبِرْتُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ اَنَّهُ قَالَ وَسَلَّمَ.

১১৬৬. আম্‌র আন-নাকিদ ও যুহায়র ইব্‌ন হার্‌ব (র)......আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদেরকে নিয়ে যোহর অথবা আসরের সালাত আদায় করলেন এবং দু'রাক'আত পড়েই সালাম ফিরালেন। অতঃপর তিনি একটি খর্জুর কাণ্ডের খুঁটির নিকট আসলেন, যা মসজিদের সম্মুখদিকে ছিল এবং এর সাথে হেলান দিয়ে রাগান্বিত অবস্থায় দাঁড়ালেন। জামা'আতে আবূ বকর ও উমর (রা)-ও উপস্থিত ছিলেন। তাঁরাও কথা বলতে ভয় পাচ্ছিলেন। আর যাদের তাড়াতাড়ি করে যাওয়ার ছিল, তারা এই বলে চলে গেল যে, সালাত কমে গিয়েছে। তখন যুল-ইয়াদায়ন নামক জনৈক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে গেলেন এবং বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সালাত (-এর রাক'আত) কমে গিয়েছে, না আপনি ভুলে গেছেন ? নবী ﷺ ডানে ও বামে তাকিয়ে বললেন, যুল-ইয়াদায়ন বলে কি? লোকেরা বলল, সে সত্য বলেছে। আপনি দু'রাক'আতই পড়েছেন। তখন তিনি (আরো) দুই রাক'আত পড়লেন এবং সালাম ফিরালেন। তারপর তাক্‌বীর বললেন ও সিজ্‌দা (সাহু) করলেন। অতপর তাক্‌বীর বললেন ও মাথা উঠালেন। আবার তাক্‌বীর বললেন ও সিজ্‌দা করলেন। এরপর পুনরায় তাক্‌বীর বললেন ও মাথা উঠালেন। মুহাম্মাদ ইব্‌ন সীরীন (র) বলেন, ইমরান ইব্‌ন হুসায়ন (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেছেন "এবং সালাম ফিরালেন।"

١١٦٧– حَدَّثَنَا اَبُو الرَّبِيْعِ الزَّهْرَانِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِحْدٰى صَلاَتَىِ الْعَشِىِّ بِمَعْنٰى حَدِيْثِ سُفْيَانَ.

১১৬৭. আবূ রাবী আয-যাহরানী (র)......আবূ হুরায়রা (রা) থেকে উপরোক্তরূপ বর্ণনা করেছেন।

١١٦٨– حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ اَنَسٍ عَنْ دَاوُدَبْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ اَبِىْ سُفْيَانَ مَوْلَى ابْنِ اَبِىْ اَحْمَدَ اَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ صَلَّى لَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَلاَةَ الْعَصْرِ فَسَلَّمَ فِىْ رَكْعَتَيْنِ فَقَامَ ذُوالْيَدَيْنِ فَقَالَ أَقُصِرَتِ الصَّلاَةُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَمْ نَسِيْتَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كُلُّ ذَالِكَ لَمْ يَكُنْ فَقَالَ قَدْ كَانَ بَعْضُ ذَالِكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَاَقْبَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ أَصَدَقَ ذُوالْيَدَيْنِ فَقَالُوْا نَعَمْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ فَاَتَمَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا بَقِىَ مِنَ الصَّلاَةِ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَ هُوَ جَالِسٌ بَعْدَ التَّسْلِيْمِ.

১১৬৮. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র)......আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ্ ﷺ আমাদেরকে আসরের সালাত পড়ালেন এবং দুই রাক'আত আদায় করেই সালাম ফিরালেন। তখন যুল-ইয়াদায়ন দাঁড়িয়ে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! সালাত কি হ্রাস করা হয়েছে, না আপনি ভুলে গেছেন? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, এর

কোনোটাই হয়নি। যুল-ইয়াদায়ন বললেন, যে কোনও একটি অবশ্যই হয়েছে ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ লোকদের প্রতি লক্ষ্য করে বললেন, যুল-ইয়াদায়ন কি সত্য বলেছে? তারা বলল, জী হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ অবশিষ্ট সালাত পূর্ণ করলেন এবং সালাম ফিরানোর পর বসা অবস্থায় দু'টি সিজ্দা (সাহু) করলেন।

١١٦٩. وَ حَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ قَالَ حَدَّثَنَا هٰرُوْنُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ الْخَزَّازُ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ وَ هُوَ ابْنُ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا يَحْيٰى قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ ثُمَّ سَلَّمَ فَاَتَاهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَقُصِرَتِ الصَّلَاةُ اَمْ نَسِيْتَ وَ سَاقَ الْحَدِيْثَ.

১১৬৯. হাজ্জাজ ইব্ন শাঈর (র)......আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যোহরের সালাত দুই রাক'আত পড়ে সালাম ফিরালেন। তখন বনূ সুলায়ম-এর জনৈক ব্যক্তি এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! সালাত কি হ্রাস করা হয়েছে, না আপনি ভুলে গেছেন? রাবী হাদীসের পরবর্তী অংশ বর্ণনা করেন।

١١٧٠. وَ حَدَّثَنِي اِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوْسٰى عَنْ شَيْبَانَ عَنْ يَحْيٰى عَنْ اَبِي سَلَمَةَ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ بَيْنَا اَنَا اُصَلِّي مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ صَلَاةَ الظُّهْرِ سَلَّمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ وَاقْتَصَّ الْحَدِيْثَ.

১১৭০. ইসহাক ইব্ন মানসূর (র)......আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে যোহরের সালাত আদায় করছিলাম। তিনি দুই রাক'আত আদায় করেই সালাম ফিরিয়ে দিলেন। তখন সুলায়ম গোত্রের জনৈক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে গেল। তারপর রাবী উপরোক্তরূপ অবশিষ্ট হাদীসটি বর্ণনা করলেন।

١١٧١. وَ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِي شَيْبَةَ وَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ جَمِيْعًا عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ قَالَ زُهَيْرُ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ ابْنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ خَالِدٍ عَنْ اَبِي قِلَابَةَ عَنْ اَبِي الْمُهَلَّبِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ صَلَّى الْعَصْرَ فَسَلَّمَ فِي ثَلَاثِ رَكْعَاتٍ ثُمَّ دَخَلَ مَنْزِلَهُ فَقَامَ اِلَيْهِ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ الْخِرْبَاقُ وَكَانَ فِي يَدَيْهِ طُوْلٌ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرَ لَهُ صَنِيْعَهُ وَ خَرَجَ غَضْبَانَ يَجُرُّ رِدَاءَهُ حَتّٰى انْتَهٰى اِلَى النَّاسِ فَقَالَ أَصَدَقَ هٰذَا قَالُوْا نَعَمْ فَصَلّٰى رَكْعَةً ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ.

১১৭১. আবূ বাক্র ইব্ন আবূ শায়বা ও যুহায়র ইব্ন হারব (র)....... ইমরান ইব্ন হুসায়ন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আসরের সালাত তিন রাক'আত পড়ে সালাম ফিরালেন। তারপর নিজ গৃহে প্রবেশ করলেন। তখন খিরবাক নামক জনৈক ব্যক্তি যার হাত দু'টি কিছুটা লম্বা ছিল, তাঁর উদ্দেশ্যে উঠে দাঁড়ালেন এবং "হে আল্লাহর রাসূল" বলে সম্বোধন করে বিষয়টি সম্পর্কে তাঁকে জানালেন। তিনি চাদর হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে

রাগান্বিত হয়ে বেরিয়ে এলেন। লোকদের নিকট এসে বললেন, এই লোকটি কি সত্য বলছে? তারা বলল, জী হ্যাঁ। তারপর তিনি এক রাক'আত আদায় করে সালাম ফিরালেন এবং দু'টি সিজ্‌দা (সাহু) করে পুনরায় সালাম ফিরালেন।

١١٧٢. وَ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ وَ هُوَ الْحَذَّاءُ عَنْ اَبِىْ قِلاَبَةَ عَنْ اَبِىْ الْمُهَلَّبِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ قَالَ سَلَّمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ ثَلاَثِ رَكَعَاتٍ مِنَ الْعَصْرِ ثُمَّ قَامَ فَدَخَلَ الْحُجْرَةَ فَقَامَ رَجُلٌ بَسِيْطُ الْيَدَيْنِ فَقَالَ أَقُصِرَتِ الصَّلاَةُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَخَرَجَ مُغْضَبًا فَصَلَّى الرَّكْعَةَ الَّتِىْ كَانَ تَرَكَ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَىِ السَّهْوِ ثُمَّ سَلَّمَ.

১১৭২. ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র)......ইমরান ইব্‌ন হুসায়ন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আসরের সালাত তিন রাক'আত আদায় করে সালাম ফিরালেন। এরপর তিনি উঠে হুজ্‌রার মধ্যে প্রবেশ করলেন। ইত্যবসরে দীর্ঘ দুই হাতবিশিষ্ট জনৈক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! সালাত কি সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে? তখন তিনি রাগান্বিত হয়ে বের হয়ে এলেন এবং তিনি যে রাক'আতটি ছেড়ে দিয়েছিলেন, সেটি আদায় করলেন। এবং সালাম ফিরালেন। এরপর দু'টি সিজ্‌দা (সাহু) করে পুনরায় সালাম ফিরালেন।

٢٠. بَابُ سُجُوْدِ التِّلاَوَةِ

২০. পরিচ্ছেদ : সিজ্‌দা-ই-তিলাওয়াত

١١٧٣. حَدَّثَنِى زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى كُلُّهُمْ عَنْ يَحْيَى الْقَطَّانِ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ قَالَ اَخْبَرَنِىْ نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ فَيَقْرَأُ. سُوْرَةً فِيْهَا سَجْدَةٌ فَيَسْجُدُ وَ نَسْجُدُ مَعَهُ حَتّٰى مَا يَجِدُ بَعْضُنَا مَوْضِعًا لِمَكَانِ جَبْهَتِهِ.

১১৭৩. যুহায়র ইব্‌ন হারব, উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন সাঈদ ও মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না (র)......আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ কুরআন তিলাওয়াত করতেন। যে সূরায় সিজ্‌দার আয়াত রয়েছে, তা পাঠ করে সিজ্‌দা (তিলাওয়াত) করতেন। আমরাও তাঁর সঙ্গে সিজ্‌দা করতাম। এমনকি আমাদের কেউ কেউ (ভিড়ের দরুন) কপাল রাখার জায়গাও পেত না।

١١٧٤. حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُبْنُ بِشْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ رُبَّمَا قَرَأَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْقُرْاٰنَ فَيَمُرُّ بِالسَّجْدَةِ فَيَسْجُدُ بِنَا حَتّٰى ازْدَحَمْنَا عِنْدَهُ حَتّٰى مَا يَجِدُ اَحَدُنَا مَكَانًا لِيَسْجُدَ فِيْهِ فِىْ غَيْرِ صَلاَةٍ.

১১৭৪. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)...... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কখনও কখনও কুরআন তিলাওয়াত করতে গিয়ে সিজদার আয়াত তিলাওয়াত করতেন এবং আমাদের নিয়ে সিজ্‌দা করতেন। ভিড়ের কারণে আমাদের কেউ কেউ সিজ্‌দার জায়গাও পেত না। এ ছিল সালাতের বাইরের ঘটনা।

١١٧٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُبْنُ الْمُثَنّٰى وَ مُحَمَّدُبْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُبْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ قَالَ سَمِعْتُ الْاَسْوَدَ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهُ قَرَأَ وَ النَّجْمِ فَسَجَدَ فِيْهَا وَ سَجَدَ مَنْ كَانَ مَعَهُ غَيْرَ اَنَّ شَيْخًا اَخَذَ كَفًّا مِنْ حَصًى اَوْ تُرَابٍ فَرَفَعَهُ اِلٰى جَبْهَتِهِ وَقَالَ يَكْفِيْنِىْ هٰذَا قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ لَقَدْ رَأَيْتُهُ بَعْدُ قُتِلَ كَافِرًا.

১১৭৫. মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না ও মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র).....আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, নবী ﷺ সূরা ওয়ান্ নাজ্‌ম পাঠ করলেন এবং সিজ্‌দা করলেন। তাঁর সাথে যারা ছিলেন, তারাও সকলে সিজ্‌দা করলেন। কিন্তু এক বৃদ্ধ (উমায়্যা ইব্‌ন খালফ) সিজ্‌দা করল না। সে একমুষ্টি মাটি ও পাথরকুচি উঠিয়ে কপালে লাগাল এবং বলল, আমার জন্য এটিই যথেষ্ট। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসঊদ (রা) বলেন, আমি দেখেছি, পরবর্তীতে (বদরের যুদ্ধে) সে কাফির অবস্থায় নিহত হয়।

١١٧٦- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى وَيَحْيَى بْنُ اَيُّوْبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَابْنُ حُجْرٍ قَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى اَخْبَرَنَا وَقَالَ الْاٰخَرُوْنَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ خُصَيْفَةَ عَنِ ابْنِ قُسَيْطٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ اَنَّهُ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ سَأَلَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ عَنِ الْقِرَاءَةِ مَعَ الْاِمَامِ فَقَالَ لاَ قِرَاءَةَ مَعَ الْاِمَامِ فِىْ شَىْءٍ وَزَعَمَ اَنَّهُ قَرَأَ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَالنَّجْمِ اِذَا هَوٰى فَلَمْ يَسْجُدْ.

১১৭৬. ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া, ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন আয়ূব, কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ ও ইব্‌ন হুজর (র)......আতা ইব্‌ন ইয়াসার (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, তিনি যায়দ ইব্‌ন সাবিত (রা)-কে ইমামের সাথে কিরা'আত পাঠ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। তিনি বললেন, ইমামের সাথে কোনও কিরা'আত নেই এবং আরও বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সম্মুখে সূরা وَالنَّجْمِ اِذَا هَوٰى পাঠ করলাম, কিন্তু তিনি সিজ্‌দা করলেন না।

١١٧٧- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى قَالَ قَرَأْتُ عَلٰى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَزِيْدَ مَوْلَى الْاَسْوَدِ بْنِ سُفْيَانَ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ قَرَأَلَهُمْ اِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ فَسَجَدَ فِيْهَا فَلَمَّا انْصَرَفَ اَخْبَرَهُمْ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ سَجَدَ فِيْهَا

১১৭৭. ইয়াহইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র)......আবূ সালামা ইব্‌ন আবদুর রহমান (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, আবূ হুরায়রা (রা) সালাতে اِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ পাঠ করলেন এবং সিজ্‌দা করলেন। তারপর সালাত শেষ করে বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এই সূরায় সিজ্‌দা করেছেন।

١١٧٨- وَحَدَّثَنِي اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسٰى قَالَ اَخْبَرَنَا عِيْسٰى عَنِ الْاَوْزَاعِيِّ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ عَدِيٍّ عَنْ هِشَامٍ كِلاَهُمَا عَنْ يَحْيٰى بْنِ اَبِيْ كَثِيْرٍ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ.

১১৭৮. ইব্রাহীম ইব্ন মূসা ও মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি উপরোক্ত-রূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

١١٧٩- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِبْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ اَيُّوْبَ بْنِ مُوْسٰى عَنْ عَطَاءِبْنِ مِيْنَاءَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ سَجَدْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِيْ اِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ وَاقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ.

১১৭৯. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা ও আম্‌র আন নাকিদ (র)........ আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, আমরা নবী ﷺ-এর সাথে اِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ এবং اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ সূরাদ্বয়ে সিজ্‌দা করেছি।

١١٨٠- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالَ اَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِيْ حَبِيْبٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْاَعْرَجِ مَوْلٰى بَنِيْ مَخْزُوْمٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّهُ قَالَ سَجَدَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِيْ اِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ وَاقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ.

১১৮০. মুহাম্মাদ ইব্‌ন রুমহ্ (র)....... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ এবং اِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ পাঠ করে সিজ্‌দা করেছেন।

١١٨١- وَحَدَّثَنِيْ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيٰى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِثْلَهُ.

১১৮১. হারমালা ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া (র)....... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি উপরোক্তরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

١١٨٢- وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ الْاَنْبَارِيُّ وَمُحَمَّدُ عَبْدِ الْاَعْلٰى قَالاَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ اَبِيْ بَكْرٍ عَنْ اَبِيْ رَافِعٍ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ اَبِيْ هُرَيْرَةَ صَلاَةَ الْعَتَمَةِ فَقَرَأَ اِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ فَسَجَدَ فِيْهَا فَقُلْتُ لَهُ مَاهٰذِهِ السَّجْدَةُ فَقَالَ سَجَدْتُ بِهَا خَلْفَ اَبِي الْقَاسِمِ ﷺ فَلاَ اَزَالُ اَسْجُدُبِهَا حَتّٰى اَلْقَاهُ وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى فَلاَ اَزَالُ اَسْجُدُهَا.

১১৮২. উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন মু'আয আল-আম্বারী ও মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল আলা (র)......আবূ রাফি' (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, আমি আবূ হুরায়রা (রা)-এর সাথে ইশার সালাত আদায় করলাম। তিনি সালাতে اِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ পাঠ করলেন এবং সিজ্দা করলেন। (সালাতশেষে) আমি জিজ্ঞেস করলাম, এটি কিসের সিজ্দা ? তিনি বললেন, এ সিজ্দাটি আমি আবুল কাসিম ﷺ (রাসূলের কুনিয়াত)-এর পিছনেও করেছি। সুতরাং আমি এটি তাঁর সাথে মিলিত হওয়া পর্যন্ত (মৃত্যু পর্যন্ত) করতে থাকব। ইব্ন আবদুল আলা বলেন, (তিনি বলেছেন) আমি এই সিজ্দা সর্বদা করতে থাকব।

١١٨٣- حَدَّثَنِيْ عَمْرٌو النَّاقِدُ قَالَ حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْ كَامِلٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ يَعْنِى ابْنَ زُرَيْعٍ ح وَحَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمُ بْنُ اَخْضَرَ كُلُّهُمْ عَنِ التَّيْمِيِّ بِهٰذَا الاِسْنَادِ غَيْرَ اَنَّهُمْ لَمْ يَقُوْلُوْا خَلْفَ اَبِى الْقَاسِمِ ﷺ .

১১৮৩. আম্র আন-নাকিদ, আবূ কামিল ও আহ্মাদ ইব্ন আবদা আত-তায়মী (র) সূত্রে বর্ণিত, তিনি উপরোক্তরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে এঁরা "আবুল কাসিম ﷺ-এর পিছনে" কথাটি বলেন নি।

١١٨٤- وحَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ الْمُثَنّٰى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ اَبِىْ مَيْمُوْنَةَ عَنْ اَبِىْ رَافِعٍ قَالَ رَأَيْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ يَسْجُدُ فِىْ اِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ فَقُلْتُ تَسْجُدُ فِيْهَا فَقَالَ نَعَمْ رَأَيْتُ خَلِيْلِىْ ﷺ يَسْجُدُ فِيْهَا فَلاَ اَزَالُ اَسْجُدُ فِيْهَا حَتّٰى اَلْقَاهُ قَالَ شُعْبَةُ قُلْتُ النَّبِىُّ ﷺ قَالَ نَعَمْ.

১১৮৪. মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না ও ইব্ন বাশ্শার (র).......আবূ রাফি' (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবূ হুরায়রা (রা)-কে اِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ পাঠ করে সিজ্দা করতে দেখলাম। আমি বললাম, আপনি এ সূরায় সিজ্দা করেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আমি আমার বন্ধু ﷺ-কে এ সূরায় সিজ্দা করতে দেখেছি। সুতরাং আমি তাঁর সাথে মুলাকাত (মৃত্যু) পর্যন্ত এ সূরায় সিজ্দা করতে থাকব। শু'বা বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, নবী ﷺ (-এর কথা বলছেন)? তিনি বললেন, হ্যাঁ।

٢١- بَابُ صِفَةِ الْجُلُوسِ فِى الصَّلاَةِ وَكَيْفِيَةِ وَضْعِ الْيَدَيْنِ عَلَى الْفَخِذَيْنِ

২১. পরিচ্ছেদ : সালাতে বসা ও দুই উরুর উপর দুই হাত রাখার নিয়ম

١١٨٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرِ بْنِ رِبْعِىٍّ الْقَيْسِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ هِشَامٍ الْمَخْزُوْمِىُّ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ وَهُوَ ابْنُ زِيَادٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيْمٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ عَامِرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا قَعَدَ فِى الصَّلاَةِ جَعَلَ قَدَمَهُ الْيُسْرٰى بَيْنَ فَخِذِهِ وَسَاقِهِ وَفَرَشَ قَدَمَهُ الْيُمْنٰى وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرٰى عَلٰى رُكْبَتِهِ الْيُسْرٰى وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنٰى عَلٰى فَخِذِهِ الْيُمْنٰى وَاَشَارَ بِاِصْبَعِهِ.

১১৮৫. মুহাম্মাদ ইব্‌ন মা'মার ইব্‌ন রিবঈ আল-কায়সী (র)......আবদুল্লাহ্ ইবনুয যুবায়র (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন সালাতে বসতেন, বাম পা'খানি বিছিয়ে দিতেন এবং বাম হাত বাম উরুর উপর ও ডান হাতখানি ডান উরুর উপর রাখতেন, আর আঙ্গুল (তর্জনী) দ্বারা ইশারা করতেন।

١١٨٦- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ خَالِدٍ الاَحْمَرُ عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا قَعَدَ يَدْعُوْ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنٰى عَلٰى فَخِذِهِ الْيُمْنٰى وَيَدَهُ الْيُسْرٰى عَلٰى فَخِذِهِ الْيُسْرٰى وَاَشَارَ بِاِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ وَوَضَعَ اِبْهَامَهُ عَلٰى اِصْبَعِهِ الْوُسْطٰى وَيُلْقِمُ كَفَّهُ الْيُسْرٰى رُكْبَتَهُ.

১১৮৬. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ ও আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)......আবদুল্লাহ্ ইবনুয যুবায়র (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন দু'আ করার জন্য বসতেন, তখন ডান হাত ডান উরুর উপর রাখতেন এবং বাম হাত বাম উরুর উপর। শাহাদাত অঙ্গুলি (তর্জনী) দ্বারা ইশারা করতেন এবং অঙ্গুষ্ঠকে মধ্যমার উপর রাখতেন। আর বাম হাতের তালু দ্বারা বাম হাঁটু আঁকড়িয়ে ধরতেন।

١١٨٧- وَحَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ عَبْدٌ اَخْبَرَنَا وَقَالَ ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ اِذَا جَلَسَ فِى الصَّلاَةِ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلٰى رُكْبَتَيْهِ وَرَفَعَ اِصْبَعَهُ الْيُمْنٰى الَّتِىْ تَلِى الاِبْهَامَ فَدَعَا بِهَا وَيَدَهُ الْيُسْرٰى عَلٰى رُكْبَتِهِ الْيُسْرٰى بَاسِطَهَا عَلَيْهَا.

১১৮৭. মুহাম্মাদ ইব্‌ন রাফি' ও আবদ ইব্‌ন হুমায়দ (র)....... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, নবী ﷺ সালাতে যখন বসতেন, তখন দুই হাত দুই হাঁটুর উপর রাখতেন এবং ডান হতের বৃদ্ধাংগুলির পাশের (শাহাদত) অঙ্গুলি উঠিয়ে তা দ্বারা (ইংগিতে) দু'আ করতেন। আর বাম হাতখানি বাম হাঁটুর উপর বিছিয়ে রাখতেন।

١١٨٨- وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا قَعَدَ فِى التَّشَهُّدِ وَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرٰى عَلٰى رُكْبَتِهِ الْيُسْرٰى وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنٰى عَلٰى رُكْبَتِهِ الْيُمْنٰى وَعَقَدَ ثَلاَثَةً وَخَمْسِيْنَ وَاَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ

১১৮৮. আবদ ইব্‌ন হুমায়দ (র)......আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন তাশাহ্‌হুদ পড়ার জন্য বসতেন, তখন তাঁর বাম হাত বাম হাঁটুর উপর এবং ডান হাত ডান হাঁটুর উপর রাখতেন। আর (ডান হাতের আঙ্গুল দ্বারা) তেপ্পান্ন বানিয়ে শাহাদাত অঙ্গুলি দ্বারা ইশারা করতেন।

١١٨٩- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْمُعَاوِيِّ أَنَّهُ قَالَ رَآنِي عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ وَأَنَا أَعْبَثُ بِالْحَصٰى فِي الصَّلَاةِ فَلَمَّا انْصَرَفَ نَهَانِي فَقَالَ اصْنَعْ كَمَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَصْنَعُ فَقُلْتُ وَكَيْفَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَصْنَعُ قَالَ إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلَاةِ وَضَعَ كَفَّهُ الْيُمْنٰى عَلٰى فَخِذِهِ الْيُمْنٰى وَقَبَضَ أَصَابِعَهُ كُلَّهَا وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ الَّتِي تَلِي الْإِبْهَامَ وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُسْرٰى عَلٰى فَخِذِهِ الْيُسْرٰى.

১১৮৯. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র).......আলী ইব্ন আবদুর রহমান মু'আবী (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) আমাকে সালাতে কংকর নিয়ে খেলা করতে দেখলেন। আমি সালাত শেষ করার পর তিনি আমাকে নিষেধ করলেন এবং বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যেরূপ করতেন তুমিও তদ্রূপ কর। আমি বললাম, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কিরূপ করতেন ? তিনি বললেন, তিনি সালাতে যখন বসতেন, তাঁর ডান হাত ডান উরুর উপর রাখতেন এবং সমস্ত আঙ্গুল গুটিয়ে রেখে বৃদ্ধাঙ্গুলির নিকটস্থ আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করতেন। আর বাম হাতের তালুখানি বাম উরুর উপর রাখতেন।

١١٩٠- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْمُعَاوِيِّ قَالَ صَلَّيْتُ إِلٰى جَنْبِ ابْنِ عُمَرَ فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيْثِ مَالِكٍ وَزَادَ قَالَ سُفْيَانُ فَكَانَ يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا بِهِ عَنْ مُسْلِمٍ ثُمَّ حَدَّثَنِيْهِ مُسْلِمٌ.

১১৯০. ইব্ন আবূ উমর (র)....... আলী ইব্ন আবদুর রহমান মু'আবী (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা)-এর পার্শ্বে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করেছি। তারপর উপরোক্ত হাদীস সদৃশ বর্ণনা করেন।

٢٢- بَابُ السَّلَامِ لِلتَّحْلِيْلِ مِنَ الصَّلَاةِ عِنْدَ فَرَاغِهَا وَكَيْفِيَّتِهِ

২২. পরিচ্ছেদ : সালাত সমাপনীর সালাম ও তার পদ্ধতি

١١٩١- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ وَمَنْصُوْرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ أَنَّ أَمِيْرًا كَانَ بِمَكَّةَ يُسَلِّمُ تَسْلِيْمَتَيْنِ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ أَنّٰى عَلِقَهَا قَالَ الْحَكَمُ فِي حَدِيْثِهِ إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَفْعَلُهُ.

১১৯১. যুহায়র ইব্ন হারব (র).......আবূ মা'মার (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, মক্কায় একজন আমীর ছিলেন, তিনি দু'টি সালাম করতেন। আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) বলেন, তিনি এটা কোথা থেকে পেয়েছেন? হাকাম তাঁর রিওয়ায়াতে বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এরূপ (দু'টি সালাম) করতেন।

١١٩٢- وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ شُعْبَةُ رَفَعَهُ مَرَّةً أَنَّ أَمِيرًا أَوْ رَجُلاً سَلَّمَ تَسْلِيمَتَيْنِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ أَنَّى عَلِقَهَا.

১১৯২. আহ্‌মাদ ইব্‌ন হাম্বল (র).,.....আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, জনৈক আমীর অথবা ব্যক্তি (সালাত শেষ করার জন্য) দু'টি সালাম ফিরালেন। অতঃপর আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) জিজ্ঞেস করলেন, কোত্থেকে তিনি তা হাসিল করেছেন?

١١٩٣- وَحَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنْتُ أَرٰى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ حَتّٰى أَرٰى بَيَاضَ خَدِّهِ.

১১৯৩. ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র)........ সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে তাঁর ডানদিকে ও বামদিকে সালাম করতে দেখতাম। এমনকি সালাম করাকালীন তাঁর গণ্ডদেশের শুভ্রতাও দেখতাম।

٢٣- بَابُ الذِّكْرِ بَعْدَ الصَّلاَةِ

২৩. পরিচ্ছেদ : সালাতের পর যিক্‌র

١١٩٤- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو قَالَ أَخْبَرَنِي بِذَا أَبُو مَعْبَدٍ ثُمَّ أَنْكَرَهُ بَعْدُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كُنَّا نَعْرِفُ انْقِضَاءَ صَلاَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِالتَّكْبِيرِ.

১১৯৪. যুহায়র ইব্‌ন হারব (র)....... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সালাতের সমাপ্তি তাঁর তাক্‌বীর (আল্লাহু আকবার) দ্বারা বুঝতে পারতাম।

١١٩٥- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ سَمِعَهُ يُخْبِرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَاكُنَّا نَعْرِفُ انْقِضَاءَ صَلاَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلاَّ بِالتَّكْبِيرِ قَالَ عَمْرٌو فَذَكَرْتُ ذَالِكَ لِأَبِي مَعْبَدٍ فَأَنْكَرَهُ وَقَالَ لَمْ أُحَدِّثْكَ بِهٰذَا قَالَ عَمْرٌو وَقَدْ أَخْبَرَنِيهِ قَبْلَ ذَالِكَ.

১১৯৫. ইব্‌ন আবূ উমর (র).......'আমর ইব্‌ন দীনার হযরত ইব্‌ন 'আব্বাস (রা)-এর আযাদকৃত গোলাম আবূ মা'বাদ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি তাঁকে হযরত ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করতে শুনেছেন যে, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সালাতের সমাপ্তি তাক্‌বীর দ্বারাই বুঝতে পারতাম। আমর বলেন, আমি বিষয়টি আবার আবূ মা'বাদের কাছে উল্লেখ করলে তিনি তা অস্বীকার করেন এবং বলেন, আমি তা তোমার নিকট বলি নি। অথচ ইতিপূর্বে তিনি তা আমার নিকট বলেছিলেন।

١١٩٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ح قَالَ وَحَدَّثَنِيْ اِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ عَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ اَنَّ اَبَا مَعْبَدٍ مَوْلٰى ابْنِ عَبَّاسٍ اَخْبَرَهُ اَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ اَخْبَرَهُ اَنَّ رَفْعَ الصَّوْتِ بِالذِّكْرِ حِيْنَ يَنْصَرِفُ النَّاسُ مِنَ الْمَكْتُوْبَةِ كَانَ عَلٰى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ وَاَنَّهُ قَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ كُنْتُ اَعْلَمُ اِذَا انْصَرَفُوْا بِذَالِكَ اِذَا سَمِعْتُهُ.

১১৯৬. মুহাম্মাদ ইব্‌ন হাতিম ও ইসহাক ইব্‌ন মানসূর (র)......আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, ফরয সালাতের পর উচ্চস্বরে যিকর করা নবী ﷺ-এর যামানায় প্রচলিত ছিল এবং আমি যখন তা শুনতাম, তখন বুঝতাম যে, লোকেরা সালাত শেষ করেছে।

٢٤-بَابُ اِسْتِحْبَابِ التَّعَوُّذِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ جَهَنَّمِ وَفِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَفِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ وَمِنَ الْمَاثِمِ وَالْمَغْرَمِ بَيْنَ التَّشَهُّدِ وَالتَّسْلِيْمِ.

২৪. পরিচ্ছেদ : তাশাহ্‌হুদ ও সালামের মাঝখানে কবর আযাব, জাহান্নামের আযাব এবং জীবন, মৃত্যু, মাসীহ্ দাজ্জালের ফিত্‌না ও গুনাহ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা

١١٩٧-حَدَّثَنَا هٰرُوْنُ بْنُ سَعِيْدٍ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيٰى قَالَ هٰرُوْنُ حَدَّثَنَا وَقَالَ حَرْمَلَةُ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ يُوْنُسُ بْنُ يَزِيْدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ اَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَعِنْدِيْ امْرَاَةٌ مِنَ الْيَهُوْدِ وَهِيَ تَقُوْلُ هَلْ شَعَرْتِ اَنَّكُمْ تُفْتَنُوْنَ فِي الْقُبُوْرِ قَالَتْ فَارْتَاعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَقَالَ اِنَّمَا تُفْتَنُ يَهُوْدُ قَالَتْ عَائِشَةُ فَلَبِثْنَا لَيَالِيَ ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هَلْ شَعَرْتِ اَنَّهُ اُوْحِيَ اِلَيَّ اَنَّكُمْ تُفْتَنُوْنَ فِي الْقُبُوْرِ قَالَتْ عَائِشَةُ فَسَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بَعْدُ يَسْتَعِيْذُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ.

১১৯৭. হারূন ইব্‌ন সাঈদ ও হারমালা ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র)......আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমার ঘরে এলেন। আমার নিকট তখন এক ইয়াহূদী স্ত্রীলোক বসা ছিল। সে বলছিল, তোমরা কি জান যে, কবরে তোমাদের পরীক্ষা করা হবে? আয়েশা (রা) বলেন, একথা শুনে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বিস্মিত হলেন এবং বললেন, ইয়াহূদীরাই পরীক্ষার সম্মুখীন হবে। আয়েশা (রা) বলেন, তারপর আমরা কয়েক দিন অতিবাহিত করলাম। পরে একদিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তুমি কি জান যে, এই মর্মে আমার নিকট ওহী নাযিল হয়েছে, তোমরা কবরে পরীক্ষার সম্মুখীন হবে? আয়েশা (রা) বলেন, এরপর আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে কবরের আযাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করতে শুনেছি।

١١٩٨- وَحَدَّثَنِيْ هٰرُوْنُ بْنُ سَعِيْدٍ وَحَرْمَةُ بْنُ يَحْيٰى وَعَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ قَالَ حَرْمَلَةُ اَخْبَرَنَا وَقَالَ الْاٰخَرَانِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بَعْدَ ذَالِكَ يَسْتَعِيْذُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ.

১১৯৮. হারূন ইব্‌ন সাঈদ, হারমালা ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া ও আমর ইব্‌ন সাওয়াদ (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি তারপর থেকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে কবরের আযাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করতে শুনেছি।

١١٩٩- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ كِلاَهُمَا عَنْ جَرِيْرٍ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَتْ عَلَىَّ عَجُوْزَانِ مِنْ عُجُزِ يَهُوْدِ الْمَدِيْنَةِ فَقَالَتَا اِنَّ اَهْلَ الْقُبُوْرِ يُعَذَّبُوْنَ فِىْ قُبُوْرِهِمْ قَالَتْ فَكَذَّبْتُهُمَا وَلَمْ اُنْعِمْ اَنْ اُصَدِّقَهُمَا فَخَرَجَتَا وَدَخَلَ عَلَىَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْتُ لَهُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ عَجُوْزَيْنِ مِنْ عُجُزِ يَهُوْدِ الْمَدِيْنَةِ دَخَلَتَا عَلَىَّ فَزَعَمَتَا اَنَّ اَهْلَ الْقُبُوْرِ يُعَذَّبُوْنَ فِىْ قُبُوْرِهِمْ فَقَالَ صَدَقَتَا اِنَّهُمْ يُعَذَّبُوْنَ عَذَابًا تَسْمَعُهُ الْبَهَائِمُ قَالَتْ فَمَا رَأَيْتُهُ بَعْدُ فِىْ صَلاَةٍ اِلاَّ يَتَعَوَّذُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ.

১১৯৯. যুহায়র ইব্‌ন হারব ও ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র).......আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মদীনার দু'জন ইয়াহূদী বৃদ্ধা আমার কাছে এল এবং বলল, কবরবাসীদের কবরের মধ্যে আযাব দেওয়া হয়। আমি তাদের মিথ্যাবাদিনী বললাম। সত্যবাদিনী বলে তাদেরকে খুশি করতে আমার মনে চাইল না। তারা চলে যাওয়ার পর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমার ঘরে এলেন। আমি তাঁকে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! মদীনার দু'জন বৃদ্ধা ইয়াহূদী আমার নিকট এসেছিল। তারা বলেছে, কবরের মধ্যে কবরবাসীদের আযাব দেওয়া হয়। তিনি বললেন, তারা সত্য বলেছে। তাদের এরূপ আযাব দেওয়া হয় যে, তা জীবজন্তুরা শুনতে পায়। আয়েশা (রা) বলেন, এরপর আমি তাঁকে প্রত্যেক সালাতে কবর আযাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করতে দেখেছি।

١٢٠٠- حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِىِّ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ الْاَحْوَصِ عَنْ اَشْعَثَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ وَفِيْهِ قَالَتْ وَمَا صَلّٰى صَلاَةً بَعْدَ ذَالِكَ اِلاَّ سَمِعْتُهُ يَتَعَوَّذُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ.

১২০০. হান্নাদ ইবনুস সারী (র)...... আয়েশা (রা) থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে এতে আছে, আয়েশা (রা) বলেন, এরপর আমি শুনেছি, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ প্রত্যেক সালাতে কবর আযাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন।

٢٥- بَابُ مَا يُسْتَعَاذُ مِنْهُ فِى الصَّلاَةِ -

২৫. পরিচ্ছেদ : সালাতের মধ্যে এসব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা

١٢٠١- حَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ عَنْ صَالِحٍ عَنْ اِبْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ اَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَسْتَعِيْذُ فِىْ صَلاَتِهِ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ.

১২০১. আমর আন-নাকিদ ও যুহায়র ইব্‌ন হারব (র)......আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে তাঁর সালাতে দাজ্জালের ফিত্‌না থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করতে শুনেছি।

١٢٠٢- وَحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ وَابْنُ نُمَيْرٍ وَاَبُوْ كُرَيْبٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ جَمِيْعًا عَنْ وَكِيْعٍ قَالَ اَبُوْ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَوْزَاعِيُّ عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَبِي عَائِشَةَ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ وَعَنْ يَحْيٰى بْنِ اَبِي كَثِيْرٍ عَنْ اَبِي سَلَمَةَ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا تَشَهَّدَ اَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنْ اَرْبَعٍ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنِّي اَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ.

১২০২. নাসর ইব্ন আলী আল-জাহযামী, ইব্ন নুমায়র, আবূ কুরায়ব ও যুহায়র ইব্ন হারব (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ সালাতে তাশাহ্হুদ পড়বে, তখন চারটি বিষয় থেকে আল্লাহ্র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করবে। বলবে :

اَللّٰهُمَّ اِنِّي اَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ.

"হে আল্লাহ্! আমি আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি জাহান্নামের আযাব থেকে, কবরের আযাব থেকে, জীবন-মৃত্যুর ফিত্না থেকে এবং মাসীহ্ দাজ্জালের অনিষ্ট থেকে।"

١٢٠٣- حَدَّثَنِي اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اِسْحٰقَ قَالَ اَخْبَرَنَا اَبُوْ الْيَمَانِ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ اَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ اَخْبَرَتْهُ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَدْعُوْا فِي الصَّلَاةِ اَللّٰهُمَّ اِنِّي اَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ اَللّٰهُمَّ اِنِّي اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ قَالَتْ فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ مَا اَكْثَرَ مَا تَسْتَعِيْذُ مِنَ الْمَغْرَمِ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالَ اِنَّ الرَّجُلَ اِذَا غَرِمَ حَدَّثَ فَكَذَبَ وَوَعَدَ فَاَخْلَفَ.

১২০৩. আবূ বাক্র ইব্ন ইসহাক (র)......নবী সহধর্মিণী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ তাঁর সালাতে এই দু'আ পড়তেন :

اَللّٰهُمَّ اِنِّي اَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ اَللّٰهُمَّ اِنِّي اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ

"হে আল্লাহ্! আমি আপনার নিকট পানাহ চাই কবর আযাব থেকে, আপনার কাছে পানাহ চাই মাসীহ্ দাজ্জালের ফিত্না থেকে এবং আপনার কাছে পানাহ চাই জীবন-মৃত্যুর ফিত্না থেকে। হে আল্লাহ্! আমি আপনার নিকট পানাহ চাই, পাপকার্য ও ঋণগ্রস্ততা থেকে।' আয়েশা (রা) বলেন, এক ব্যক্তি তাঁকে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি ঋণগ্রস্ততা থেকে এতবেশি আশ্রয় প্রার্থনা করছেন কেন? তিনি বললেন, মানুষ যখন ঋণগ্রস্ত হয়, তখন কথা বললে মিথ্যা বলে এবং ওয়াদা করলে তার খেলাফ করে।

١٢٠٤-وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنِي الْاَوْزَعِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ عَطِيَّةَ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ اَبِي عَائِشَةَ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ

ﷺ اذا فرغ احدكم من التشهد الاخر فليتعوذ بالله من اربع من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر المسيح الدجال.

১২০৪. যুহায়র ইব্ন হারব (র)......আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ আখেরী (বৈঠকে) তাশাহ্হুদ শেষ করবে, তখন আল্লাহ্র নিকট চারটি জিনিস থেকে আশ্রয় চাইবে : জাহান্নামের আযাব থেকে, কবরের আযাব থেকে, জীবন-মরণের ফিত্না থেকে এবং মাসীহ দাজ্জালের অনিষ্ট থেকে।

١٢٠٥- وحدثنيه الحكم بن موسى قال حدثنا هقل بن زياد قال وحدثنا على بن خشرم اخبرنا عيسى يعنى ابن يونس جميعا عن الاوزعى بهذا الاسناد وقال اذا فرغ احدكم من التشهد ولم يذكر الاخر.

১২০৫. হাকাম ইব্ন মূসা ও আলী ইব্ন খাশরাম (র)......আওযাঈ (র) থেকে উপরোক্ত সূত্রে বর্ণনা করেন। তারা বলেন, যখন তোমাদের কেউ তাশাহহুদ শেষ করবে, এতে আখেরী (বৈঠকের) কথাটি নেই।

١٢٠٦- حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن ابى عدى عن هشام عن يحيى عن ابى سلمة انه سمع اباهريرة يقول قال نبى الله ﷺ اللهم انى اعوذبك من عذاب القبر وعذاب النار وفتنة المحيا والممات وشر المسيح الدجال.

১২০৬. মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন :

اللهم انى اعوذبك من عذاب القبر وعذاب النار وفتنة المحيا والممات وشر المسيح الدجال

“হে আল্লাহ্! আমি আপনার নিকট পানাহ চাই কবর আযাব থেকে, জাহান্নামের আযাব থেকে, জীবন-মরণে বিপর্যয় থেকে এবং মাসীহ্ দাজ্জালের অনিষ্ট থেকে।”

١٢٠٧- وحدثنا محمد ابن عباد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن طاوس قال سمعت اباهريرة يقول قال رسول الله ﷺ عوذوا بالله من عذاب الله عوذوا بالله من عذاب القبر عوذوا بالله من فتنة المسيح الدجال عوذوا بالله من فتنة المحيا والممات.

১২০৭. মুহাম্মাদ ইব্ন আব্বাদ (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ্র নিকট আল্লাহ্র আযাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা কর, আল্লাহ্র নিকট কবরের আযাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা কর, আল্লাহ্র নিকট মাসীহ্ দাজ্জালের ফিত্না থেকে আশ্রয় প্রার্থনা কর এবং আল্লাহ্র নিকট জীবন-মরণের ফিত্না থেকে আশ্রয় প্রার্থনা কর।

١٢٠٨- حدثنا محمد بن عباد قال حدثنا سفيان عن ابن طاوس عن ابيه عن ابى هريرة عن النبى ﷺ مثله.

১২০৮. মুহাম্মাদ ইব্‌ন আব্বাদ (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী (স) থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

١٢٠٩- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُبْنُ عَبَّادٍ وَاَبُوْ بَكْرِبْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ وَزُهَيْرُبْنُ حَرْبٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ.

১২০৯. মুহাম্মাদ ইব্‌ন আব্বাদ, আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা ও যুহায়র ইব্‌ন হারব (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী ﷺ থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

١٢١٠- حَدَّثَنَا مَحَمَّدُبْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُبْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ بُدَيْلٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَقِيْقٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ كَانَ يَتَعَوَّذُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ جَهَنَّمَ وَفِتْنَةِ الدَّجَّالِ.

১২১০. মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ কবর আযাব, জাহান্নামের আযাব ও দাজ্জালের ফিত্‌না থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন।

١٢١١- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ اَنَسٍ فِيْمَا قُرِئَ عَلَيْهِ عَنْ اَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ طَاؤُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ كَانَ يُعَلِّمُهُمْ هٰذَا الدُّعَاءَ كَمَا يُعَلِّمُهُمُ السُّوْرَةَ مِنَ الْقُرْاٰنِ يَقُوْلُ قُوْلُوا اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ * قَالَ مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ بَلَغَنِيْ اَنَّ طَاوُسًا قَالَ لاِبْنِهِ أَدَعَوْتَ بِهَا فِيْ صَلاَتِكَ فَقَالَ لاَ قَالَ اَعِدْ صَلاَتَكَ لاَنَّ طَاوُسًا رَوَاهُ عَنْ ثَلاَثَةٍ اَوْاَرْبَعَةٍ اَوْ كَمَا قَالَ.

১২১১. কুতয়বা ইব্‌ন সাঈদ (র)......আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদেরকে যেমন কুরআনের সূরা শিক্ষা দিতেন, তেমনি এদু'আও শিক্ষা দিতেন। বলতেন, বল :

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ

"হে আল্লাহ্! আমরা আপনার নিকট পানাহ চাই জাহান্নামের আযাব থেকে, আমি আপনার নিকট পানাহ চাই কবরের আযাব থেকে, আমি আপনার নিকট পানাহ চাই মাসীহ্ দাজ্জালের ফিত্‌না থেকে এবং আমি আপনার নিকট পানাহ চাই জীবন-মরণের ফিত্‌না থেকে।"

মুসলিম ইব্‌ন হাজ্জাজ বলেন, আমি জানতে পেরেছি, তাউস তাঁর পুত্রকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি তোমার সালাতে এই দু'আ পড়েছ? সে বলল, না। তিনি বললেন, তোমার সালাত আবার আদায় কর। কেননা (তোমার পিতা) তাউস এই হাদীসটি তিনজন অথবা চারজন রাবী থেকে বর্ণনা করেছেন। অথবা তিনি যেরূপ বলেছেন।

٢٦-بَابُ اسْتِحْبَابِ الذِّكْرِ بَعْدَ الصَّلاَةِ وَبَيَانِ صِفَتِهِ.

২৬. পরিচ্ছেদ : সালাতের পর যিকর মুস্তাহাব এবং এর বিবরণ

١٢١٢- حَدَّثَنَا دَاوُدُبْنُ رُشَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ عَنِ الْاَوْزَاعِيِّ عَنْ اَبِيْ عَمَّارٍ (اِسْمُهُ شَدَّادُبْنُ عَبْدِ اللّٰهِ) عَنْ اَبِيْ اَسْمَاءَ عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا انْصَرَفَ مِنْ صَلاَتِهِ اسْتَغْفَرَ ثَلاَثًا وَقَالَ اللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلاَمُ وَمِنْكَ السَّلاَمُ تَبَارَكْتَ ذَا الْجَلاَلِ وَالْاِكْرَامِ * قَالَ الْوَلِيْدُ فَقُلْتُ لِلْاَوْزَاعِيِّ كَيْفَ الْاِسْتِغْفَارُ قَالَ تَقُوْلُ اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ.

১২১২. দাঊদ ইব্‌ন রশায়দ (র)...... সাওবান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন তাঁর সালাত শেষ করতেন, তখন তিনবার 'ইস্‌তিগ্‌ফার' করতেন এবং বলতেন :

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلاَمُ وَمِنْكَ السَّلاَمُ تَبَارَكْتَ ذَا الْجَلاَلِ وَالْاِكْرَامِ

"হে আল্লাহ্! আপনি শান্তিময় এবং আপনা থেকেই শান্তি। আপনি বরকতময় হে মহিমান্বিত ও সম্মানিত।" ওয়ালীদ বলেন, আমি আওযাঈকে জিজ্ঞেস করলাম, 'ইস্‌তিগ্‌ফার' কিরূপ ? তিনি বললেন, আস্‌তাগফিরুল্লাহ, আসতাগফিরুল্লাহ্ বলবে।

١٢١٣- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِبْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالاَ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا سَلَّمَ لَمْ يَقْعُدْ اِلاَّ مِقْدَارَ مَايَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلاَمُ وَمِنْكَ السَّلاَمُ تَبَارَكْتَ ذَاالْجَلاَلِ وَالْاِكْرَامِ وَفِيْ رِوَايَةِ ابْنِ نُمَيْرٍ يَاذَا الْجَلاَلِ وَالْاِكْرَامِ.

১২১৩. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা ও ইব্‌ন নুমায়র (র).....আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ সালাম ফিরিয়ে اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلاَمُ وَمِنْكَ السَّلاَمُ تَبَارَكْتَ ذَاالْجَلاَلِ وَالْاِكْرَامِ এই দু'আ পাঠ করার পরিমাণের চেয়ে বেশি বসতেন না। ইব্‌ন নুমায়রের একটি রিওয়ায়াতে আছে : يَاذَاالْجَلاَلِ وَالْاِكْرَامِ

١٢١٤- وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ خَالِدٍ يَعْنِى الْاَحْمَرَ عَنْ عَاصِمٍ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ وَقَالَ يَاذَاالْجَلاَلِ وَالْاِكْرَامِ.

১২১৪. ইব্‌ন নুমায়র (র) আসিম (র) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি يَاذَاالْجَلاَلِ وَالْاِكْرَامِ বলেছেন।

١٢١٥- وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ حَدَّثَنِيْ اَبِيْ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَارِثِ وَخَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَارِثِ كِلاَهُمَا اَنَّ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ بِمِثْلِهِ غَيْرَ اَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ يَاذَا الْجَلاَلِ وَالْاِكْرَامِ.

১২১৫. আবদুল ওয়ারিস ইব্‌ন আব্‌দুস সামাদ (রা)...... আয়েশা (র) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে এতে আছে يَاذَا الْجَلاَلِ وَالْاِكْرَامِ বলতেন।

١٢١٦- حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَخْبَرَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ وَرَّادٍ مَوْلَى الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ كَتَبَ الْمُغِيْرَةُ بْنُ شُعْبَةَ اِلَى مُعَاوِيَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا فَرَغَ مِنَ الصَّلاَةِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَاِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَئٍ قَدِيْرٌ اَللّٰهُمَّ لاَمَانِعَ لِمَا اَعْطَيْتَ وَلاَ مُعْطِىَ لِمَا مَنَعْتَ وَلاَ يَنْفَعُ ذَاالْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ.

১২২৬. ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম (র)...... মুগীর ইব্ন শু'বার আযাদকৃত গোলাম ওয়াররাদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুগীরা ইব্ন শু'বা (রা) মু'আবিয়া (রা)-কে লিখে পাঠালেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সালাতশেষে সালাম ফিরিয়ে বলতেন :

لاَاِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَئٍ قَدِيْرٌ اَللّٰهُمَّ لاَمَانِعَ لِمَا اَعْطَيْتَ وَلاَ مُعْطِىَ لِمَا مَنَعْتَ وَلاَ يَنْفَعُ ذَاالْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ

"আল্লাহ্ ভিন্ন কোন মা'বূদ নেই। তিনি একক। তাঁর কোন অংশীদার নেই। রাজত্ব তাঁরই এবং প্রশংসাও তাঁরই প্রাপ্য। তিনি সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান। হে আল্লাহ্! আপনি যা দিতে চান, তা কেউই রোধ করতে পারে না এবং আপনি যা রোধ করেন, তা কেউ দান করতে পারে না। আর কোন সম্পদশালীর সম্পদ আপনার আযাব থেকে তাকে রক্ষা করতে পারবে না।"

١٢١٧- وَحَدَّثَنَاهُ اَبُوْ بَكْرِبْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَاَبُوْ كُرَيْبٍ وَاَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الاَعْمَشِ عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ وَرَّادٍ مَوْلَى الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنِ الْمُغِيْرَةِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ مِثْلَهُ * قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ وَاَبُوْ كُرَيْبٍ فِىْ رِوَايَتِهِمَا قَالَ فَاَمْلاَهَا عَلَىَّ الْمُغِيْرَةُ وَكَتَبْتُ بِهَا اِلَى مُعَاوِيَةَ.

১২১৭. আবূ বাক্র ইব্ন আবূ শায়বা, আবূ কুরায়ব ও আহমদ ইব্ন সিনান (র)...... মুগীরা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। আবূ বাক্র ও আবূ কুরায়ব তাঁদের রিওয়ায়াতে বলেন যে, মুগীরা (রা) হাদীসটি আমাকে দিয়ে লেখান। আমি তা লিখে মু'আবিয়ার নিকট পাঠাই।

١٢١٨- وَحَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُبْنُ حَاتِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُبْنُ بَكْرٍ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عَبْدَةُ بْنُ اَبِىْ لُبَابَةَ اَنَّ وَرَّادًا مَوْلَى الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ كَتَبَ الْمُغِيْرَةُ بْنُ شُعْبَةَ اِلَى مُعَاوِيَةَ (كَتَبَ ذَالِكَ الْكِتَابَ لَهُ وَرَّادٌ) اِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ حِيْنَ سَلَّمَ بِمِثْلِ حَدِيْثِهِمَا اِلاَّ قَوْلَهُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَئٍ قَدِيْرٌ فَاِنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ.

১২১৮. মুহাম্মাদ ইব্ন হাতিম (র)...... মুগীরা ইব্ন শু'বার আযাদকৃত গোলাম ওয়াররাদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুগীরা ইব্ন শু'বা (রা) মু'আবিয়া (রা)-এর নিকট যে পত্রখানা লিখেছিলেন, তা তিনি লিখেছেন। (এতে ছিল যে,) আমি শুনেছি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সালাতে সালাম ফিরিয়ে বলতেন,...... পরবর্তী অংশ উপরোক্ত আবূ বাক্র ও আবূ কুরায়বের হাদীসের অনুরূপ। কিন্তু তাতে "وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَئٍ قَدِيْرٌ" বাক্যটি নেই। কারণ তা তিনি উল্লেখ করেন নি।

١٢١٩- وَحَدَّثَنَا حَامِدُبْنُ عُمَرَ الْبَكْرَاوِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرٌ يَعْنِى ابْنَ الْمُفَضَّلِ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُبْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنِى اَزْهَرُ جَمِيْعًا عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ عَنْ وَرَّادٍ كَاتِبِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ كَتَبَ مُعَاوِيَةُ اِلَى الْمُغِيْرَةِ بِمِثْلِ حَدِيْثِ مَنْصُوْرٍ وَالْاَعْمَشِ.

১২১৯. হামিদ ইব্‌ন উমর আল-বাকরাবী ও মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না (র)...... মুগীরা ইবন শু'বা-র কাতিব (লেখক) ওয়ারারাদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুগীরা (রা) মু'আবিয়া (রা)-এর নিকট লিখলেন,...... পরবর্তী অংশ মানসূর ও আ'মাশের অনুরূপ।

١٢٢٠- وَحَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عُمَرَ الْمَكِّيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ اَبِىْ لُبَابَةَ وَعَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ سَمِعَا وَرَّادًا كَاتِبَ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ يَقُوْلُ كَتَبَ مُعَاوِيَةُ اِلَى الْمُغِيْرَةِ اُكْتُبْ اِلَىَّ بِشَىْءٍ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فَكَتَبَ اِلَيْهِ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِذَا قَضَى الصَّلاَةَ لاَاِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ اَللّٰهُمَّ لاَمَانِعَ لِمَا اَعْطَيْتَ وَلاَمُعْطِىَ لِمَا مَنَعْتَ وَلاَيَنْفَعُ ذَاالْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ.

১২২০. ইব্‌ন আবূ উমর আল-মাক্কী...... আবদা ইব্‌ন আবূ লুবাবা ও আবদুল মালিক ইব্‌ন উমায়র (র) থেকে বর্ণনা করেন। তাঁরা মুগীরা ইব্‌ন শু'বা (রা)-র কাতিব (লেখক) ওয়াররাদকে বলতে শুনেছেন, মু'আবিয়া (রা) মুগীরা (রা)-কে লিখে পাঠান যে, তুমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে শুনেছ এরূপ কিছু আমাকে লিখে জানাও। তখন তিনি তাঁকে লিখলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে শুনেছি, তিনি সালাত শেষ করে বলতেন :

لاَاِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ اَللّٰهُمَّ لاَمَانِعَ لِمَا اَعْطَيْتَ وَلاَمُعْطِىَ لِمَا مَنَعْتَ وَلاَيَنْفَعُ ذَاالْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ.

١٢٢١- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُبْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ قَالَ كَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَقُوْلُ فِىْ دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ حِيْنَ يُسَلِّمُ لاَاِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ لاَحَوْلَ وَلاَقُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰهِ لاَاِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَلاَ نَعْبُدُ اِلاَّ اِيَّاهُ لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ لاَاِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُوْنَ وَقَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُهَلِّلُ بِهِنَّ دُبُرَ كُلِّ صَلاَةٍ.

১২২১. মুহাম্মাদ ইবন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন নুমায়র (র)...... আবূ যুবায়র (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, ইবনুয যুবায়র (রা) প্রত্যেক সালাতের পর সালাম ফেরানোর সময় বলতেন :

لاَاِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ لاَحَوْلَ وَلاَقُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰهِ لاَاِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَلاَ نَعْبُدُ اِلاَّ اِيَّاهُ لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ لاَاِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُوْنَ.

"আল্লাহ্ ছাড়া কোন মা'বূদ নেই। তিনি এক। তাঁর কোন অংশীদার নেই। রাজত্ব তাঁরই এবং প্রশংসা তাঁরই। তিনিই সব কিছুর ওপর ক্ষমতাবান। আল্লাহ্র সাহায্য ছাড়া কারও শক্তি-সামর্থ্য নেই। আল্লাহ্ ছাড়া কোন মা'বূদ নেই। আর আমরা তাঁকে ছাড়া অন্য কারও বন্দেগী করি না। তাঁরই সমস্ত নি'আমত, সমস্ত অনুগ্রহ ও সমস্ত উত্তম প্রশংসা। আল্লাহ্ ছাড়া কোন মা'বূদ নেই। আনুগত্য একমাত্র তাঁরই উদ্দেশ্যে। যদিও তা কাফিরগণ অপসন্দ করে।" ইবনুয-যুবায়র (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ প্রত্যেক (ফরয) সালাতের পর এই কথাগুলো দ্বারা আল্লাহ্র একত্ব বর্ণনা করতেন।

١٢٢٢- وَحَدَّثَنَاهُ اَبُوْ بَكْرِبْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ مَوْلًى لَهُمْ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ الزُّبَيْرِ كَانَ يُهَلِّلُ دُبُرَ كُلِّ صَلاَةٍ بِمِثْلِ حَدِيْثِ ابْنِ نُمَيْرٍ وَقَالَ فِىْ اٰخِرِهِ ثُمَّ يَقُوْلُ ابْنُ الزُّبَيْرِ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُهَلِّلُ بِهِنَّ دُبُرَ كُلِّ صَلاَةٍ.

১২২২. আবূ বাক্র ইব্ন আবূ শায়বা (র)......হিশাম ইব্ন উরওয়ার আযাদকৃত গোলাম আবুয যুবায়র (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, আবদুল্লাহ্ ইবনুয যুবায়র (রা) প্রত্যেক সালাতের পর ইব্ন নুমায়রের হাদীসের অনুরূপ কালেমা তাওহীদ পাঠ করতেন। তিনি প্রত্যেক সালাতের পর এই কথাগুলো দ্বারা আল্লাহ্র একত্ব বর্ণনা করতেন।

١٢٢٣- وَحَدَّثَنِى يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الدَّوْرَقِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ اَبِى عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِى اَبُوْ الزُّبَيْرِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ الزُّبَيْرِ يَخْطُبُ عَلٰى هٰذَا الْمِنْبَرِ وَهُوَ يَقُوْلُ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِذَا سَلَّمَ فِىْ دُبُرِ الصَّلاَةِ اَوِ الصَّلَوَاتِ فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيْثِ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ.

১২২৩. ইয়া'কূব ইব্ন ইব্রাহীম আদ-দাওরাকী (র)...... আবুয যুবায়র (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ্ ইবনুয যুবায়র (রা)-কে এই মিম্বারের উপর দাঁড়িয়ে খুত্বা দান করতে শুনেছি। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সালাত শেষে সালাম ফিরিয়ে বলতেন, পরবর্তী অংশ হিশাম ইব্ন উরওয়ার হাদীসের অনুরূপ।

١٢٢٤- وَحَدَّثَنِى مُحَمَّدُبْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ مُوْسَى بْنِ عُقْبَةَ اَنَّ اَبَا الزُّبَيْرِ الْمَكِّىَّ حَدَّثَهُ اَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ الزُّبَيْرِ وَهُوَ يَقُوْلُ فِىْ اِثْرِ الصَّلاَةِ اِذَا سَلَّمَ بِمِثْلِ حَدِيْثِهِمَا وَقَالَ فِىْ اٰخِرِهِ وَكَانَ يَذْكُرُذَالِكَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ.

১২২৪. মুহাম্মাদ ইব্ন সালামা আল-মুরাদী (র)...... আবূ যুবায়র আল-মাক্কী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি আবদুল্লাহ্ ইবনুয যুবায়র (রা)-কে সালাতের পর সালাম ফিরিয়ে বলতে শুনেছেন, পরবর্তী অংশ হিশাম ও হাজ্জাজের বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ। এ হাদীসের শেষে রয়েছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন।

١٢٢٥- حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ النَّضْرِ التَّيْمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ كِلاَهُمَا عَنْ سُمَىٍّ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (وَهٰذَا حَدِيْثُ قُتَيْبَةَ) اَنَّ فُقَرَاءَ الْمُهَاجِرِيْنَ اَتَوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالُوْا ذَهَبَ اَهْلُ الدُّثُوْرِ بِالدَّرَجَاتِ الْعُلٰى وَالنَّعِيْمِ الْمُقِيْمِ فَقَالَ وَمَاذَاكَ قَالُوْا يُصَلُّوْنَ كَمَا نُصَلِّى وَيَصُوْمُوْنَ كَمَا نَصُوْمُ وَيَتَصَدَّقُوْنَ وَلاَ نَتَصَدَّقُ وَيُعْتِقُوْنَ وَلاَ نُعْتِقُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَفَلاَ أُعَلِّمُكُمْ شَيْئًا تُدْرِكُوْنَ بِهِ مَنْ سَبَقَكُمْ وَتَسْبِقُوْنَ بِهِ مَنْ بَعْدَكُمْ وَلاَيَكُوْنُ اَحَدٌ اَفْضَلَ مِنْكُمْ اِلاَّ مَنْ صَنَعَ مِثْلَ مَاصَنَعْتُمْ قَالُوْا بَلٰى يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ تُسَبِّحُوْنَ وَتُكَبِّرُوْنَ وَتَحْمَدُوْنَ دُبُرَ كُلِّ صَلاَةٍ ثَلاَثًا وَثَلاَثِيْنَ مَرَّةً قَالَ اَبُوْ صَالِحٍ فَرَجَعَ فُقَرَاءُ الْمُهَاجِرِيْنَ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالُوْا سَمِعَ اِخْوَانُنَا اَهْلُ الْاَمْوَالِ بِمَا فَعَلْنَا فَفَعَلُوْا مِثْلَهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ذَالِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَشَاءُ * وَزَادَ غَيْرُ قُتَيْبَةَ فِىْ هٰذَا الْحَدِيْثِ عَنِ اللَّيْثِ عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ قَالَ سُمَىٌّ فَحَدَّثْتُ بَعْضَ اَهْلِىْ هٰذَا الْحَدِيْثَ فَقَالَ وَهِمْتُ اِنَّمَا قَالَ تُسَبِّحُ اللّٰهَ ثَلاَثًا وَثَلاَثِيْنَ وَتَحْمَدُ اللّٰهَ ثَلاَثًا وَثَلاَثِيْنَ وَتُكَبِّرُ اللّٰهَ ثَلاَثًا وَثَلاَثِيْنَ فَرَجَعْتُ اِلٰى اَبِى صَالِحٍ فَقُلْتُ لَهُ ذَالِكَ فَاَخَذَ بِيَدِىْ فَقَالَ اللّٰهُ اَكْبَرُ وَسُبْحَنَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ اللّٰهُ اَكْبَرُ وَسُبْحَنَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ حَتّٰى تَبْلُغَ مِنْ جَمِيْعِهِنَّ ثَلاَثَةً وَثَلاَثِيْنَ * قَالَ ابْنُ عَجْلاَنَ فَحَدَّثْتُ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ رَجَاءَ بْنَ حَيْوَةَ فَحَدَّثَنِىْ بِمِثْلِهِ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ .

১২২৫. আসিম ইব্‌ন নাযর আত-তায়মী ও কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। হাদীসটির শব্দ কুতায়বা থেকে গৃহীত। তিনি বলেন, একদা দরিদ্র মুহাজিরগণ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন, ধনী লোকেরা উচ্চ মর্যাদা ও স্থায়ী নি'আমত নিয়ে গেল, তিনি বললেন, তা কেমন করে? তাঁরা বললেন, তাঁরা সালাত আদায় করেন, যেরূপ আমরা সালাত আদায় করি, তাঁরা সাওম পালন করেন, যেরূপ আমরা সাওম পালন করি এবং তাঁরা সাদকা করেন, আমরা সাদকা করতে পারি না। তাঁরা (দাস-দাসী) আযাদ করেন, আমরা (দাস-দাসী) আযাদ করতে পারি না। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, আমি কি তোমাদের এমন কিছু শিক্ষা দিব না, যদ্বারা তোমরা তোমাদের অগ্রগামীদের মর্যাদা লাভ করবে এবং অন্যদের থেকে অগ্রগামী থাকবে? আর তোমাদের অপেক্ষা কেউ শ্রেষ্ঠ হতে পারবে না—অবশ্য যারা তোমাদের মত করবে, তাদের কথা ভিন্ন। তাঁরা বললেন, নিশ্চয়ই ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তিনি বললেন, তোমরা প্রত্যেক সালাতের পর তেত্রিশবার করে সুবহানাল্লাহ্, আল্লাহু আক্‌বার ও আলহামদু লিল্লাহ্ পড়বে। আবূ সালেহ্ বলেন, এরপর দরিদ্র মুহাজিরগণ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে ফিরে এলেন এবং বললেন, আমাদের ধনী ভাইয়েরা আমাদের আমলের বিষয়টি শুনে ফেলেছেন এবং তাঁরাও আমাদের মত আমল করা শুরু করেছেন। তিনি বললেন, এটা আল্লাহ্‌র দান—তিনি যাকে ইচ্ছা তা দেন। কুতায়বা ছাড়া অন্যান্য রাবীগণ এই হাদীসে ইব্‌ন আজলান সূত্রে বাড়িয়ে বলেছেন যে, সুমায়্য বলেন, এই হাদীসটি আমি

আমার পরিবারের একজনের কাছে বর্ণনা করলাম। সে আমাকে বলল, তুমি ভুল করেছ। তিনি তো বলেছেন, তুমি সুবহানাল্লাহ্ বলবে তেত্রিশবার, আলহামদু লিল্লাহ্ বলবে তেত্রিশবার এবং আল্লাহু আক্‌বার বলবে তেত্রিশবার। সুমায়্য বলেন, তারপর আমি আবূ সালিহের নিকট গেলাম এবং তাঁকে ঐ কথা বললাম। তিনি আমার হাত ধরে বললেন, 'আল্লাহু আকবার, সুবহানাল্লাহ্, আলহামদু লিল্লাহ্;' 'আল্লাহু আকবার, সুবাহানাল্লাহ্', আলহামদু লিল্লাহ্ এইভাবে সবগুলো মিলিয়ে তেত্রিশবার বলবে। ইব্‌ন আজলান বলেন, আমি এই হাদীস রাজা' ইব্‌ন হাওয়ার কাছে বর্ণনা করলাম। তিনি আমার কাছে আবূ সালিহ্ থেকে, তিনি আবূ হুরায়রা (রা) থেকে এবং তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে এরূপ বর্ণনা করেন।

١٢٢٦- وَحَدَّثَنِي أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامَ الْعَيْشِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُبْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحٌ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُمْ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ذَهَبَ اَهْلُ الدُّثُوْرِ بِالدَّرَجَاتِ الْعُلٰى وَالنَّعِيْمِ الْمُقِيْمِ بِمِثْلِ حَدِيْثِ قُتَيْبَةَ عَنِ اللَّيْثِ اِلاَّ اَنَّهُ اَدْرَجَ فِيْ حَدِيْثِ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَوْلَ اَبِيْ صَالِحٍ ثُمَّ رَجَعَ فُقَرَاءُ الْمُهَاجِرِيْنَ اِلٰى اٰخِرِ الْحَدِيْثِ وَزَادَ فِي الْحَدِيْثِ يَقُوْلُ سُهَيْلٌ اِحْدَى عَشَرَةَ اِحْدَى عَشَرَةَ فَجَمِيْعُ ذَالِكَ كُلُّهُ ثَلاَثَةٌ وَّثَلاَثُوْنَ.

১২২৬. উমায়্য ইব্‌ন বিস্তাম আল-আয়শী (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা দরিদ্র মুহাজিরগণ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্। ধনবান লোকেরা উচ্চ মর্যাদা ও স্থায়ী অনুগ্রহ নিয়ে গেল। হাদীসের অবশিষ্ট অংশ লায়স থেকে কুতায়বার বর্ণনার মত। কিন্তু তিনি আবূ হুরায়রা (রা)-এর হাদীসে আবূ সালিহের কথা, "তারপর গরীব মুহাজিরগণ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে ফিরে আসলেন" থেকে শেষ পর্যন্ত সংযোজন করেছেন। এ হাদীসে এ কথাটিও বেশি বলেছেন যে, সুহায়ল বলতেন, প্রত্যেকটি বাক্য এগারবার করে বলবে, তাতে সর্বমোট তেত্রিশবার হবে।

١٢٢٧- وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عِيْسٰى قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ اَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ قَالَ سَمِعْتُ الْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِيْ لَيْلٰى عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مُعَقِّبَاتٌ لاَيَخِيْبُ قَائِلُهُنَّ اَوْ فَاعِلُهُنَّ دُبُرَ كُلِّ صَلاَةٍ مَكْتُوْبَةٍ ثَلاَثٌ وَّثَلاَثُوْنَ تَسْبِيْحَةً وَّثَلاَثٌ وَّثَلاَثُوْنَ تَحْمِيْدَةً وَّاَرْبَعٌ وَّثَلاَثُوْنَ تَكْبِيْرَةً.

১২২৭. হাসান ইব্‌ন ঈসা (র)....... কা'ব ইব্‌ন উজরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, প্রত্যেক ফরয সালাতের পর এমন কিছু যিক্‌র আছে যা পাঠকারী কিংবা আমলকারী কখনও বঞ্চিত হবে না। (তাহলো) তেত্রিশবার সুবহানাল্লাহ্, তেত্রিশবার আলহামদু লিল্লাহ্ ও চৌত্রিশবার আল্লাহু আকবার।

١٢٢٨- حَدَّثَنَا نَصْرُبْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اَحْمَدَ قَالَ حَدَثَنَا حَمْزَةُ الزَّيَّاتُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِيْ لَيْلٰى عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مُعَقِّبَاتٌ لاَيَخِيْبُ

قَائِلُهُنَّ اَوْفَاعِلُهُنَّ ثَلاَثٌ وَثَلاَثُوْنَ تَسْبِيْحَةً وَثَلاَثٌ وَثَلاَثُوْنَ تَحْمِيْدَةً وَاَرْبَعٌ وَثَلاَثُوْنَ تَكْبِيْرَةً فِىْ دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ.

১২২৮. নাসর ইব্ন আলী আল-জাহ্যামী (র)...... কা'ব ইব্ন উজ্রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, সালাতের পর পাঠ করার এমন কিছু যিক্র আছে, যা পাঠকারী কিংবা আমলকারী কখনো বঞ্চিত হবে না। প্রত্যেক সালাতের পর তেত্রিশবার সুবহানাল্লাহ, তেত্রিশবার আলহামদু লিল্লাহ্ ও চৌত্রিশবার আল্লাহু আক্বার।

١٢٢٩- حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُبْنُ حَاتِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُوبْنُ قَيْسٍ الْمُلاَئِىُّ عَنِ الْحَكَمِ بِهٰذَا الاِسْنَادِ مِثْلَهُ.

১২২৯. মুহাম্মদ ইব্ন হাতিম (র)...... হাকাম (র) সূত্রে উপরোক্ত সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

١٢٣٠- حَدَّثَنِىْ عَبْدُ الْحَمِيْدِ بْنُ بَيَانٍ الْوَاسِطِىُّ قَالَ اَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ اَبِىْ عُبَيْدٍ الْمَذْحِجِىِّ (قَالَ مُسْلِمٌ اَبُوْ عُبَيْدٍ مَوْلٰى سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ) عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيْدَ اللَّيْثِىِّ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مَنْ سَبَّحَ اللّٰهَ فِىْ دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ ثَلاَثًا وَثَلاَثِيْنَ وَحَمِدَ اللّٰهَ ثَلاَثًا وَثَلاَثِيْنَ وَكَبَّرَ اللّٰهَ ثَلاَثًا وَثَلاَثِيْنَ فَتِلْكَ تِسْعَةٌ وَتِسْعُوْنَ وَقَالَ تَمَامَ الْمِائَةِ لاَاِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَئٍ قَدِيْرٌ غُفِرَتْ خَطَايَاهُ وَاِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ.

১২৩০. আবদুল হামীদ ইব্ন বায়ান আল-ওয়াসিতী (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি প্রত্যেক সালাতের পর সুবহানাল্লাহ্ তেত্রিশবার, আল-হামদু লিল্লাহ্ তেত্রিশবার ও আল্লাহু আকবার তেত্রিশবার বলবে, এই হল নিরানব্বই, আর একশত পূর্ণ করার জন্য বলবে :

لاَاِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَئٍ قَدِيْرٌ

তার পাপসমূহ মাফ হয়ে যাবে, যদিও তা সমুদ্রের ফেনার মত হয়।

١٢٣١- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ اَبِىْ عُبَيْدٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِمِثْلِهِ.

১২৩১. মুহাম্মাদ ইবনুস সাব্বাহ্ (র).....আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, পরবর্তী অংশ উক্ত হাদীসের অনুরূপ।

٢٧- بَابُ مَايُقَالُ بَيْنَ تَكْبِيْرَةِ الْاِحْرَامِ وَالْقِرَاءَةِ.

২৭. পরিচ্ছেদ : তাক্‌বিরে তাহ্‌রীমা ও কিরা'আতের মধ্যে কী পাঠ করবে

١٢٣٢- حَدَّثَنِىْ زُهَيْرُبْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ اَبِىْ زُرْعَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا كَبَّرَ فِى الصَّلَاةِ سَكَتَ هُنَيَّةً قَبْلَ اَنْ يَقْرَأَ فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ بِاَبِىْ اَنْتَ وَاُمِّىْ اَرَأَيْتَ سُكُوْتَكَ بَيْنَ التَّكْبِيْرِ وَالْقِرَاءَةِ مَاتَقُوْلُ قَالَ اَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِىْ وَبَيْنَ خَطَايَاىَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اَللّٰهُمَّ نَقِّنِىْ مِنْ خَطَايَاىَ كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْاَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ اَللّٰهُمَّ اغْسِلْنِىْ مِنْ خَطَايَاىَ بِالثَّلْجِ وَالْمَاءِ وَالْبَرْدِ.

১২৩২. যুহায়র ইব্‌ন হারব (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সালাতে তাক্‌বীর তাহ্‌রীমা বলে কিরা'আত পাঠের পূর্বে কিছুক্ষণ নীরব থাকতেন। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার মাতাপিতা আপনার জন্য কুরবান, আপনি তাক্‌বীর তাহ্‌রীমা ও কিরা'আতের মাঝখানে নীরব থেকে কী বলেন তা আমাকে বলুন। তিনি বললেন, আমি পড়ি :

اَللّٰهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِىْ وَبَيْنَ خَطَايَاىَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اَللّٰهُمَّ نَقِّنِىْ مِنْ خَطَايَاىَ كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْاَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ اَللّٰهُمَّ اغْسِلْنِىْ مِنْ خَطَايَاىَ بِالثَّلْجِ وَالْمَاءِ وَالْبَرْدِ.

"হে আল্লাহ্! আমার ও আমার পাপসমূহের মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি করে দিন, যেরূপ আপনি ব্যবধান করে দিয়েছেন পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে। হে আল্লাহ্! আপনি আমাকে আমার পাপসমূহ থেকে পরিষ্কার করে দিন, যেরূপ পরিষ্কার করা হয়ে থাকে সাদা কাপড় ময়লা থেকে। হে আল্লাহ্! আপনি আমার পাপসমূহকে ধুয়ে ফেলুন বরফ, পানি ও শিলা (বৃষ্টির ন্যায় স্বচ্ছ পানি) দ্বারা।"

١٢٣٣- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِبْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْ كَامِلٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ يَعْنِى ابْنَ زِيَادٍ كِلَاهُمَا عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيْثِ جَرِيْرٍ * قَالَ مُسْلِمٌ وَحُدِّثْتُ عَنْ يَحْيَى بْنِ حَسَّانَ وَيُوْنُسَ الْمُؤَدِّبِ وَغَيْرِهِمَا قَالُوْا حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ عُمَارَةُ بْنُ الْقَعْقَاعِ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ زُرْعَةَ قَالَ سَمِعْتُ اَبَاهُرَيْرَةَ يَقُوْلُ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا نَهَضَ مِنَ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ اسْتَفْتَحَ الْقِرَاءَةَ بِالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَلَمْ يَسْكُتْ.

১২৩৩. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা, ইব্‌ন নুমায়র ও আবূ কামিল (র)...... উমারা ইব্‌ন কা'কা (র) থেকে উক্ত সনদে জারীরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। ইমাম মুসলিম বলেন, আমার নিকট ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন হাস্‌সান ও ইউনুস আল-মুআদ্দিব প্রমুখ থেকেও বর্ণনা করা হয়েছে। তাঁরা সকলেই আবদুল ওয়াহিদ ইব্‌ন যিয়াদ ও উমারা

ইব্‌ন কা'কা'র মাধ্যমে আবূ যুর'আর সূত্রে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন দ্বিতীয় রাক'আতে দাঁড়াতেন, তখন 'আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন' দ্বারা কিরা'আত শুরু করতেন এবং নীরব থাকতেন না।

١٢٣٤- وَحَدَّثَنِيْ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ قَالَ اَخْبَرَنَا قَتَادَةُ وَثَابِتٌ وَحُمَيْدٌ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ رَجُلاً جَاءَ فَدَخَلَ الصَّفَّ وَقَدْ حَفَزَهُ النَّفَسُ فَقَالَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيْهِ فَلَمَّا قَضٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَلاَتَهُ قَالَ اَيُّكُمُ الْمُتَكَلِّمُ بِالْكَلِمَاتِ فَاَرَمَّ الْقَوْمُ فَقَالَ اَيُّكُمُ الْمُتَكَلِّمُ بِهَا فَاِنَّهُ لَمْ يَقُلْ بَأْسًا فَقَالَ رَجُلٌ جِئْتُ وَقَدْ حَفَزَنِى النَّفَسُ فَقُلْتُهَا فَقَالَ لَقَدْ رَأَيْتُ اثْنَىْ عَشَرَ مَلَكًا يَبْتَدِرُوْنَهَا اَيُّهُمْ يَرْفَعُهَا.

১২৩৪. যুহায়র ইব্‌ন হারব (র)...... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি এসে সালাতের কাতারে শামিল হলো। সে হাঁফাচ্ছিল। এরপর সে বলল اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيْهِ "আল্লাহ্‌র জন্য প্রশংসা, প্রচুর প্রশংসা, তিনি পবিত্র ও বরকতময়।" রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর সালাত শেষ করার পর বললেন, শব্দগুলোর কথক তোমাদের মধ্যে কে? সকলে নীরব থাকল। তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন, কে এই বাক্যগুলো বলেছ? বস্তুত সে কোনও মন্দ কথা বলেনি। তখন এক ব্যক্তি বলল, আমি যখন এলাম, তখন আমি হাঁফাচ্ছিলাম। তখন আমি তা বলেছিলাম। তিনি বললেন, আমি বারোজন ফেরেশ্‌তাকে দেখলাম, তারা তাড়াহুড়া করছে, কে ঐগুলো উপরে নিয়ে যাবে।

١٢٣٥- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ عُلَيَّةَ قَالَ اَخْبَرَنِى الْحَجَّاجُ بْنُ اَبِىْ عُثْمَانَ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ نُصَلِّىْ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِذْ قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ كَبِيْرًا وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ كَثِيْرًا وَسُبْحٰنَ اللّٰهِ بُكْرَةً وَاَصِيْلاً فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنِ الْقَائِلُ كَلِمَةَ كَذَا وَكَذَا قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ اَنَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ عَجِبْتُ لَهَا فُتِحَتْ لَهَا اَبْوَابُ السَّمَاءِ قَالَ ابْنُ عُمَرَ فَمَا تَرَكْتُهُنَّ مُنْذُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ ذَالِكَ.

১২৩৫. যুহায়র ইব্‌ন হারব (র)...... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে সালাত আদায় করছিলাম। লোকদের মধ্য থেকে একজন বলে উঠল :

اَللّٰهُ اَكْبَرُ كَبِيْرًا وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ كَثِيْرًا وَسُبْحٰنَ اللّٰهِ بُكْرَةً وَاَصِيْلاً

অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জিজ্ঞেস করলেন, কে এই বাক্যগুলোর বক্তা? লোকদের মধ্য থেকে একজন বলল, আমি বলেছি ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তিনি বললেন, আমি আশ্চর্যান্বিত হলাম, ঐগুলোর জন্য আকাশের সব দরজা খুলে দেয়া হয়েছে। ইব্‌ন উমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট এই কথা শোনার পর থেকে আমি কোনও দিন এই বাক্যগুলো পড়া বাদ দেইনি।

٢٨- بَابُ اسْتِحْبَابِ اِتْيَانِ الصَّلاَةِ بِوَقَارٍ وَسَكِيْنَةٍ وَالنَّهْيِ عَنْ اِتْيَانِهَا سَعْيًا.

২৮. পরিচ্ছেদ : সালাতে ধীরে সুস্থে আসা উত্তম এবং দৌড়ে আসা নিষেধ

١٢٣٦- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِبْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُبْنُ حَرْبٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ح وَحَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُبْنُ جَعْفَرِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ اَخْبَرَنَا اِبْرَاهِيْمُ (يَعْنِى ابْنَ سَعْدٍ) عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدٍ وَاَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ح وَحَدَّثَنِيْ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيٰى وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ اَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّ اَبَاهُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِذَا اُقِيْمَتِ الصَّلاَةُ فَلاَ تَأْتُوْهَا تَسْعَوْنَ وَاْتُوْهَا تَمْشُوْنَ وَعَلَيْكُمُ السَّكِيْنَةُ فَمَا اَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوْا وَمَا فَاتَكُمْ فَاَتِمُّوْا.

১২৩৬. আবূ বাক্র ইব্ন আবূ শায়বা, আম্র আন-নাকিদ, যুহায়র ইব্ন হারব, মুহাম্মাদ ইব্ন জা'ফর ইব্ন যিয়াদ ও হারমালা ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, সালাত শুরু হয়ে গেলে তার জন্য দৌড়ে আসবে না। বরং ধীরেসুস্থে আসবে। তারপর যা ইমামের সাথে পাবে, আদায় করবে, আর যা ছুটে যায়, পূর্ণ করে নিবে।

١٢٣٧- حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ اَيُّوْبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَابْنُ حُجْرٍ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ ابْنُ اَيُّوْبَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ قَالَ اَخْبَرَنِي الْعَلاَءُ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا ثُوِّبَ لِلصَّلاَةِ فَلاَتَاْتُوْهَا وَاَنْتُمْ تَسْعَوْنَ وَاْتُوْهَا وَعَلَيْكُمُ السَّكِيْنَةُ فَمَا اَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوْا وَمَا فَاتَكُمْ فَاَتِمُّوْا فَاِنَّ اَحَدَكُمْ اِذَا كَانَ يَعْمِدُ اِلَى الصَّلاَةِ فَهُوَ فِيْ صَلاَةٍ.

১২৩৭. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আয়্যুব, কুতায়বা ইব্ন সাঈদ ও ইব্ন হুজ্র (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যখন সালাতের ইকামত দেওয়া হবে, তার জন্য দৌড়ে আসবে না, বরং ধীরেসুস্থে আসবে। তারপর যা পাবে, আদায় করবে আর যা ছুটে যায়, তা পূর্ণ করে নিবে। কেননা তোমাদের কেউ যখন সালাতের উদ্দেশ্যে চলে, তখন সে সালাতেই গণ্য।

١٢٣٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هٰذَا مَا حَدَّثَنَا اَبُوْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرَ اَحَادِيْثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا نُوْدِيَ بِالصَّلاَةِ فَأْتُوْهَا وَاَنْتُمْ تَمْشُوْنَ وَعَلَيْكُمُ السَّكِيْنَةُ فَمَا اَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوْا وَمَافَاتَكُمْ فَاَتِمُّوْا.

১২৩৮. মুহাম্মাদ ইব্‌ন রাফি' (র)...... হাম্মাম ইব্‌ন মুনাব্বিহ্ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবূ হুরায়রা (রা) আমাদের নিকট রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কতকগুলে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তার মধ্যে এটিও যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যখন সালতের আযান দেওয়া হয়, তখন তোমরা তার দিকে ধীরস্থিরভাবে হেঁটে আসবে। তারপর যা পাবে পড়বে, আর যা ছুটে যায় তা পূর্ণ করে নিবে।

١٢٣٩- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ (يَعْنِى ابْنَ عِيَاضٍ) عَنْ هِشَامٍ ح وَحَدَّثَنِىْ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِبْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا ثُوِّبَ بِالصَّلاَةِ فَلاَ يَسْعَ اِلَيْهَا اَحَدُكُمْ وَلٰكِنْ لِيَمْشِ وَعَلَيْهِ السَّكِيْنَةُ وَالْوَقَارُ صَلِّ مَاَادْرَكْتَ وَاقْضِ مَاسَبَقَكَ.

১২৩৯. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ ও যুহায়র ইব্‌ন হারব (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যখন সালাতের ইকামত দেওয়া হয়, তোমাদের কেউ তার দিকে দৌড়ে আসবে না, বরং ধীরস্থিরভাবে হেঁটে আসবে। যা পাবে আদায় করবে, আর যা ছুটে যায় তা কাযা করে নিবে।

١٢٤٠- حَدَّثَنِىْ اِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ الصُّوْرِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلاَّمٍ عَنْ يَحْيٰى بْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِىْ قَتَادَةَ اَنَّ اَبَاهُ اَخْبَرَهُ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ نُصَلِّى مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَسَمِعَ جَلَبَةً فَقَالَ مَاشَاْنُكُمْ قَالُوْا اسْتَعْجَلْنَا اِلَى الصَّلاَةِ قَالَ فَلاَتَفْعَلُوْا اِذَا اَتَيْتُمُ الصَّلاَةَ فَعَلَيْكُمُ السَّكِيْنَةُ فَمَا اَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوْا وَمَا سَبَقَكُمْ فَاَتِمُّوْا.

১২৪০. ইসহাক ইব্‌ন মানসূর (র)...... আবূ কাতাদা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাথে সালাত আদায় করছিলাম। তিনি পদধ্বনি ও গুঞ্জন শুনলেন। পরে বললেন, তোমাদের কি হয়েছিল? তাঁরা বললেন, আমরা সালাতের জন্য তাড়াহুড়া করে আসছিলাম। তিনি বললেন, এমন করবে না। তোমরা যখন সালাতে আসবে, শান্তভাবে আসবে। অতঃপর যা ইমামের সাথে পাবে, তা আদায় করে নেবে; আর যা তোমাদের আগে ছুটে গেছে, তা পূর্ণ করে নিবে।

١٢٤١- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِبْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ.

১২৪১. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)...... শায়বান (র) সূত্রে উপরোক্ত সনদে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٢٩- بَابُ مَتٰى يَقُوْمُ النَّاسُ لِلصَّلاَةِ.

২৯. পরিচ্ছেদ : সালাতে মুক্তাদীরা কখন দাঁড়াবে

١٢٤٢- وَحَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَعُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالاَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ حَجَّاجٍ الصَّوَّافِ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ اَبِىْ كَثِيْرٍ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِىْ قَتَادَةَ

قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اُقِيْمَتِ الصَّلاَةُ فَلاَ تَقُوْمُوْا حَتّٰى تَرَوْنِىْ * وَقَالَ ابْنُ حَاتِمٍ اِذَا اُقِيْمَتْ اَوْ نُوْدِىَ.

১২৪২. মুহাম্মাদ ইব্ন হাতিম ও উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন সাঈদ (র)...... আবূ কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যখন সালাতের ইকামাত দেওয়া হয় আমাকে না দেখা পর্যন্ত তোমরা দাঁড়াবে না। ইব্ন হাতিম সন্দেহ করেছেন, اِذَا اُقِيْمَتْ (যখন ইকামত দেওয়া হয়) বলেছেন, না اَوْ نُوْدِىَ (যখন আহবান করা হয়) বলেছেন।

١٢٤٣– وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِبْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ وَحَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ حَجَاجِ بْنِ اَبِىْ عُثْمَانَ ح وَحَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ اَخْبَرَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ وَقَالَ اِسْحٰقُ اَخْبَرَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ شَيْبَانَ كُلُّهُمْ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ وَزَادَ اِسْحٰقُ فِىْ رِوَايَتِهِ حَدِيْثَ مَعْمَرٍ وَشَيْبَانَ حَتّٰى تَرَوْنِىْ قَدْخَرَجْتُ.

১২৪৩. আবূ বাক্‌র ইব্ন আবূ শায়বা ও ইসহাক ইব্ন ইব্‌রাহীম (র)...... আবূ কাতাদা (র) সূত্রে নবী ﷺ থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে ইসহাক (র) মা'মার ও শায়বান সূত্রে বর্ণিত হাদীসে আছে, "যাবৎ না দেখ, আমি বের হয়েছি।"

١٢٤٤– حَدَّثَنَا هٰرُوْنُ بْنُ مَعْرُوْفٍ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيٰى قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ اَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ اُقِيْمَتِ الصَّلاَةُ فَقُمْنَا فَعَدَّلْنَا الصُّفُوْفَ قَبْلَ اَنْ يَخْرُجَ اِلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاَتٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى اِذَاقَامَ فِىْ مُصَلاَّهُ قَبْلَ اَنْ يُكَبِّرَ ذَكَرَ فَانْصَرَفَ وَقَالَ لَنَا مَكَانَكُمْ فَلَمْ نَزَلْ قِيَامًا نَنْتَظِرُهُ حَتّٰى خَرَجَ اِلَيْنَا وَقَدِ اغْتَسَلَ يَنْطِفُ رَأْسُهُ مَاءً فَكَبَّرَ فَصَلّٰى بِنَا.

১২৪৪. হারূন ইব্ন মা'রূফ ও হারমালা ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা সালাতের ইকামাত দেওয়া হয়। তখন আমরা দাঁড়িয়ে গেলাম এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের সামনে বের হয়ে আসার আগে আমরা কাতারগুলো সোজা করে নিলাম। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এসে তাঁর মুসাল্লায় গিয়ে দাঁড়ালেন। তাকবীর তাহ্‌রীমা বাঁধার আগে হঠাৎ তাঁর (গোসলের কথা) স্মরণ হয়ে গেল। তিনি ফিরে গেলেন এবং আমাদেরকে বললেন, তোমরা আপন স্থানে থাক। আমরা তাঁর অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকলাম। অবশেষে তিনি গোসল সেরে এমন অবস্থায় আমাদের সামনে এলেন যে, তাঁর মাথা থেকে পানির ফোঁটা পড়ছিল। তারপর তাক্‌বীর বললেন এবং আমাদের নিয়ে সালাত আদায় করলেন।

١٢٤٥– وَحَدَّثَنِىْ زُهَيْرُبْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَمْرٍو يَعْنِى الْاَوْزَاعِىَّ قَالَ حَدَّثَنَا الزُّهْرِىُّ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ اُقِيْمَتِ الصَّلاَةُ وَصَفَّ النَّاسُ

صُفُوْفَهُمْ وَخَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَامَ مَقَامَهُ فَاَوْمَأَ اِلَيْهِمْ بِيَدِهِ اَنْ مَكَانَكُمْ فَخَرَجَ وَقَدِ اغْتَسَلَ وَرَأْسُهُ يَنْطُفُ الْمَاءَ فَصَلّٰى بِهِمْ.

১২৪৫. যুহায়র ইব্‌ন হারব (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার সালাতের ইকামাত হলো। লোকেরা তাদের কাতার করে দাঁড়ালেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বের হয়ে এসে তাঁর স্থানে গিয়ে দাঁড়ালেন। এরপর তাদেরকে হাতের ইশারায় স্ব স্ব স্থানে থাকতে বললেন। তারপর বের হয়ে গেলেন। পরে তিনি গোসল করে আসলেন। তখন তাঁর মাথা থেকে পানি ঝরছিল। অনন্তর তিনি তাদের নিয়ে সালাত আদায় করলেন।

١٢٤٦- وَحَدَّثَنِىْ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسٰى قَالَ اَخْبَرَنَا الْوَلِيْدُبْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الْاَوْزَاعِىِّ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ تُقَامُ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَيَأْخُذُ النَّاسُ مَصَافَّهُمْ قَبْلَ اَنْ يَّقُوْمَ النَّبِىُّ ﷺ مَقَامَهُ.

১২৪৬. ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মূসা (র)....... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর জন্য সালাতের ইকামাত বলা হতো। তিনি আপন জায়গায় দাঁড়াবার পূর্বেই লোকেরা নিজ নিজ কাতারে দাঁড়িয়ে যেত।

١٢٤٧- وَحَدَّثَنِىْ سَلَمَةُ بْنُ شَبِيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ اَعْيَنَ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ جَابِرِبْنِ سَمُرَةَ قَالَ كَانَ بِلَالٌ يُؤَذِّنُ اِذَا دَحَضَتْ فَلَا يُقِيْمُ حَتّٰى يَخْرُجَ النَّبِىُّ ﷺ فَاِذَا خَرَجَ اَقَامَ الصَّلَاةَ حِيْنَ يَرَاهُ.

১২৪৭. সালামা ইবন শাবীব (র)....... জাবির ইব্‌ন সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সূর্য যখন পশ্চিম আকাশে হেলে পড়ত, তখন বিলাল (রা) আযান দিতেন এবং নবী ﷺ বের না হওয়া পর্যন্ত ইকামাত দিতেন না। তিনি বের হলে তাঁকে দেখে ইকামাত দিতেন।

٣٠- بَابُ مَنْ اَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ اَدْرَكَ تِلْكَ الصَّلَاةَ.

৩০. পরিচ্ছেদ : যে ব্যক্তি সালাতের এক রাক'আতও পেয়েছে, সে উক্ত সালাত পেয়েছে

١٢٤٨- وَحَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ يَحْيٰى قَالَ قَرَأْتُ عَلٰى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ مَنْ اَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ اَدْرَكَ الصَّلَاةَ.

১২৪৮. ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, নবী ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন সালাতের এক রাক'আত পেল, সে উক্ত সালাত পেল।

١٢٤٩- وَحَدَّثَنِىْ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيٰى قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ اَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ مَعَ الْاِمَامِ فَقَدْ اَدْرَكَ الصَّلَاةَ.

১২৪৯. হারমালা ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি ইমামের সাথে সালাতের এক রাক'আত পেল, সে উক্ত সালাতই পেল।

١٢٥٠- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ وَعَمْرُ وَالنَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ح وَحَدَثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ وَالْاَوْزَاعِىِّ وَمَالِكِ بْنِ اَنَسٍ وَيُوْنُسَ ح وَحَدَّثَنَا بْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ جَمِيْعًا عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ كُلُّ هٰؤُلَاءِ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيْثِ يَحْيٰى عَنْ مَالِكٍ وَلَيْسَ فِىْ حَدِيْثِ اَحَدٍ مِنْهُمْ مَعَ الْاِمَامِ وَفِىْ حَدِيْثِ عُبَيْدِ اللّٰهِ قَالَ فَقَدْ اَدْرَكَ الصَّلَاةَ كُلَّهَا.

১২৫০. আবূ বাক্‌র ইব্ন আবূ শায়বা, আম্‌র আন-নাকিদ, যুহায়ব ইব্ন হারব, আবূ কুরায়ব, ইব্ন নুমায়র ও ইবনুল মুসান্না (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে ইয়াহ্ইয়ার হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তাদের কারো হাদীসে مَعَ الْاِمَامِ (ইমামের সাথে) কথাটি নাই। উবায়দুল্লাহ্-এর রিওয়ায়াতে আছে "সে সম্পূর্ণ সালাতই পেয়েছে।"

١٢٥١- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى قَالَ قَرَأْتُ عَلٰى مَالِكٍ عَنْ زَيْدِبْنِ اَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ وَعَنْ بُسْرِبْنِ سَعِيْدٍ وَعَنِ الْاَعْرَجِ حَدَّثُوْهُ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ اَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصُّبْحِ قَبْلَ اَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ اَدْرَكَ الصُّبْحَ وَمَنْ اَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ اَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ اَدْرَكَ الْعَصْرَ.

১২৫১. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র)....... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি সূর্যোদয়ের পূর্বে ফজরের সালাতের এক রাক'আত পেয়েছে, সে ফজরের সালাত পেয়েছে এবং যে ব্যক্তি সূর্যাস্তের পূর্বে আসরের এক রাক'আত পেয়েছে, সে আসরের সালাত পেয়েছে।

١٢٥٢- وَحَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ الرَّبِيْعِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يُوْنُسَ بْنِ يَزِيْدَ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ حَدَّثَنَا عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ح وَحَدَّثَنِىْ اَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ وَهْبٍ وَالسِّيَاقُ لِحَرْمَلَةَ قَالَ اَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ اَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَدْرَكَ مِنَ الْعَصْرِ سَجْدَةً قَبْلَ اَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ اَوْ مِنَ الصُّبْحِ قَبْلَ اَنْ تَطْلُعَ فَقَدْ اَدْرَكَهَا وَالسَّجْدَةُ اِنَّمَا هِىَ الرَّكْعَةُ.

১২৫২. হাসান ইব্ন রাবী, আবুত-তাহির ও হারমালা (র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি সূর্যাস্তের পূর্বে আসরের সালাতের একটি সিজ্‌দা পেয়েছে কিংবা সূর্যোদয়ের পূর্বে ফজরের (সালাতের একটি সিজ্‌দা পেয়েছে), সে উক্ত সালাত পেয়েছে। এখানে সিজ্‌দা দ্বারা রাক'আত বুঝানো হয়েছে।

١٢٥٣- وَحَدَّثَنَا عَبْدُبْنُ حُمَيْدٍ قَالَ اَحدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ بِمِثْلِ حَدِيْثِ مَالِكٍ عَنْ زَيْدبْنِ اَسْلَمَ.

১২৫৩. আব্দ ইব্ন হুমায়দ (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে মালিকের হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

١٢٥٤- وَحَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ الرَّبِيْعِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَدْرَكَ مِنَ الْعَصْرِ رَكْعَةً قَبْلَ اَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ اَدْرَكَ وَمَنْ اَدْرَكَ مِنَ الْفَجْرِ رَكْعَةً قَبْلَ اَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ اَدْرَكَ.

১২৫২. হাসান ইব্ন-রাবী' (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি সূর্যাস্তের পূর্বে আসরের এক রাক'আত পেয়েছে, সে উক্ত সালাত পেয়েছে। আর যে ব্যক্তি সূর্যোদয়ের পূর্বে ফজরের এক রাক্'আত পেয়েছে, সে উক্ত সালাত পেয়েছে।

١٢٥٥- وَحَدَّثَنَاهُ عَبْدُ الْاَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ سَمِعْتُ مَعْمَرًا بِهٰذَا الْاِسْنَادِ.

১২৫৫. আবদুল আ'লা ইব্ন হাম্মাদ (র)...... মা'মার (র) সূত্রে উপরোক্ত সনদে বর্ণনা করেছেন।

٣١-بَابُ اَوْقَاتِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ.

৩১. পরিচ্ছেদ : পাঁচ ফরয সালাতের সময়

١٢٥٦- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ رُمْحٍ اَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ اَنَّ عُمَرَبْنَ عَبْدِ الْعَزِيْزِ اَخَّرَ الْعَصْرَ شَيْئاً فَقَالَ لَهُ عُرْوَةُ اَمَا اِنَّ جِبْرِيْلَ قَدْ نَزَلَ فَصَلّٰى اِمَامَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ اِعْلَمْ مَاتَقُوْلُ يَاعُرْوَةُ فَقَالَ سَمِعْتُ بَشِيْرَ بْنَ اَبِىْ مَسْعُوْدٍ يَقُوْلُ سَمِعْتُ اَبَا مَسْعُوْدٍ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ نَزَلَ جِبْرِيْلُ فَاَمَّنِىْ فَصَلَّيْتُ مَعَهُ ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ ثُمَّ صَلَّيْتَ مَعَهُ يَحْسَبُ بِاَصَابِعِهِ خَمْسَ صَلَوَاتٍ.

১২৫৬. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ ও মুহাম্মদ ইব্ন রুমহ্ (র)...... ইব্ন শিহাব (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, উমর ইব্ন আবদুল আযীয (র) একদিন আসরের সালাতে কিছুটা দেরী করলেন। তখন উরওয়া (রা) তাঁকে বললেন, এতে কোন সন্দেহ নাই যে, জিব্রাঈল আলায়হিস্ সালাম অবতরণ করেন এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর ইমাম হয়ে সালাত আদায় করেন। উমর ইব্ন আবদুল আযীয (র) বললেন, হে উরওয়া! তুমি যা বলবে, বুঝে বলবে। তিনি (উরওয়া) বললেন, আমি বাশীর ইব্ন আবূ মাসউদকে বলতে শুনেছি; তিনি বলেন, আমি আবূ মাসউদ (রা) থেকে শুনেছি, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, জিব্রাঈল (আ) নাযিল হয়ে আমার ইমামতি করেন। আমি তাঁর সঙ্গে সালাত আদায় করি। তারপর তাঁর সঙ্গে আবার সালাত আদায় করি। তারপর তাঁর সঙ্গে সালাত আদায় করি। তারপর তাঁর সঙ্গে আবার সালাত আদায় করি। তারপর তাঁর সঙ্গে আবার সালাত আদায় করি। তিনি তাঁর অঙ্গুলি দ্বারা (এরূপ) পাঁচ ওয়াক্ত সালাত গণনা করেন।

١٢٥٧- اَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّيْمِيُّ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ اَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيْزِ اَخَّرَ الصَّلاَةَ يَوْمًا فَدَخَلَ عَلَيْهِ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ فَاَخْبَرَهُ اَنَّ الْمُغِيْرَةَ بْنَ شُعْبَةَ اَخَّرَ الصَّلاَةَ يَوْمًا وَهُوَ بِالْكُوْفَةِ فَدَخَلَ عَلَيْهِ اَبُوْمَسْعُوْدٍ الاَنْصَارِىُّ فَقَالَ مَاهٰذَا يَامُغِيْرَةُ أَلَيْسَ قَدْ عَلِمْتَ اَنَّ جِبْرِيْلَ نَزَلَ فَصَلَّى فَصَلَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ صَلَّى فَصَلَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ صَلَّى فَصَلَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ صَلَّى فَصَلَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ صَلَّى فَصَلَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ بِهٰذَااُمِرْتُ فَقَالَ عُمَرُ لِعُرْوَةَ اُنْظُرْ مَاتُحَدِّثُ يَاعُرْوَةُ اَوَ اِنَّ جِبْرِيْلَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ هُوَ اَقَامَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَقْتَ الصَّلاَةِ فَقَالَ عُرْوَةُ كَذَالِكَ كَانَ بَشِيْرُ بْنُ اَبِى مَسْعُوْدٍ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ عُرْوَةُ وَلَقَدْ حَدَّثَتْنِى عَائِشَةُ زَوْجُ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّى الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ فِى حُجْرَتِهَا قَبْلَ اَنْ تَظْهَرَ .

১২৫৭. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া আত-তামীমী (র)...... ইব্ন শিহাব (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, উমর *ইব্ন আবদুল আযীয* (র) একদা সালাতে দেরী করে ফেললেন। তখন উরওয়া ইব্ন যুবায়র (রা) তাঁর নিকট এসে বললেন, মুগীরা ইব্ন শু'বা (রা) কূফায় থাকতে একদিন সালাত দেরী করে আদায় করেছিলেন। তখন আবূ মাসঊদ আনসারী (রা) তাঁর নিকট এসে বললেন, হে মুগীরা। আপনি এ কি করলেন ? আপনি কি জানেন না যে, জিব্রাঈল (আ) অবতরণ করে সালাত আদায় করলেন এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ (তাঁর সঙ্গে) সালাত আদায় করলেন। তারপর আবার তিনি সালাত আদায় করলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-ও (তাঁর সঙ্গে) সালাত আদায় করলেন। তারপর তিনি সালাত আদায় করলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-ও (তাঁর সঙ্গে) সালাত আদায় করলেন। তারপর তিনি সালাত আদায় করলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-ও (তাঁর সঙ্গে) সালাত আদায় করলেন। তারপর তিনি সালাত আদায় করলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-ও (তাঁর সঙ্গে) সালাত আদায় করলেন। তারপর জিব্রাঈল (আ) বললেন, আপনাকে এরূপই (সালাত আদায় করতে) নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তখন উমর উরওয়াকে বললেন, হে উরওয়া। তুমি যা বলবে চিন্তা করে বলবে। জিব্রাঈল আলাইহিস্ সালাম কি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে সালাতের ওয়াক্ত ঠিক করে দিয়েছেন? উরওয়া বললেন, বাশীর ইব্ন আবূ মাসঊদ তাঁর পিতা থেকে এরূপই বর্ণনা করেছেন। তারপর উরওয়া বলেন, নবী ﷺ-এর সহধর্মিণী আয়েশা (রা) আমার কাছে বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আসরের সালাত আদায় করেছেন, যখন সূর্যের কিরণ হুজ্‌রার আঙ্গিনায় ছিল—তা উপরে উঠার আগে।

١٢٥٨- حَدَّثَنَا اَبُوْبَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ وَعَمْرٌو وَالنَّاقِدُ قَالَ عَمْرٌو حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يُصَلِّى الْعَصْرَ وَ الشَّمْسُ طَالِعَةٌ فِىْ حُجْرَتِى لَمْ يَفِىءِ الْفِىْءُ بَعْدُ وَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ لَمْ يَظْهَرِ الْفِىْءُ بَعْدُ .

১২৫৮. আবূ বাক্‌র ইব্ন আবূ শায়বা ও আম্‌র আন-নাকিদ (র)......আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ আসরের সালাত আদায় করেন যখন সূর্যের কিরণ আমার হুজ্‌রায় পড়ছিল। তখনো তার ছায়া পড়েনি। আবূ বক্‌রের বর্ণনায় রয়েছে, "তখনো ছায়া উপরে উঠেনি।"

١٢٥٩- وَحَدَّثَنِيْ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيٰى قَالَ اَخْبَرَنَا بْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ اَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ اَخْبَرَتْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّى الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ فِيْ حُجْرَتِهَا لَمْ يَظْهَرِ الْفَيْءُ مِنْ حُجْرَتِهَا.

১২৫৯. হারমালা ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র)...... নবী-সহধর্মিণী আয়েশা (র) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আসরের সালাত আদায় করেন যখন সূর্যের কিরণ তাঁর হুজ্‌রার ভিতর ছিল, হুজ্‌রা থেকে উপরে উঠেনি।

١٢٦٠- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّى الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ وَاقِعَةٌ فِيْ حُجْرَتِيْ.

১২৬০. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা ও ইব্‌ন নুমায়র (র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আসরের সালাত আদায় করেন। যখন সূর্য কিরণ আমার হুজ্‌রায় পড়ছিল।

١٢٦١- حَدَّثَنَا اَبُوْ غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَا حَدَّثَنَا مُعَاذٌ وَهُوَ ابْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبِيْ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِيْ اَيُّوْبَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ اِذَا صَلَّيْتُمُ الْفَجْرَ فَاِنَّهُ وَقْتٌ اِلٰى اَنْ يَطْلُعَ قَرْنُ الشَّمْسِ الْاَوَّلُ ثُمَّ اِذَا صَلَّيْتُمُ الظُّهْرَ فَاِنَّهُ وَقْتٌ اِلٰى اَنْ يَحْضُرَ الْعَصْرُ فَاِذَا صَلَّيْتُمُ الْعَصْرَ فَاِنَّهُ وَقْتٌ اِلٰى اَنْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ فَاِذَا صَلَّيْتُمُ الْمَغْرِبَ فَاِنَّهُ وَقْتٌ اِلٰى نِصْفِ اللَّيْلِ.

১২৬১. আবূ গাস্‌সান মিসমাঈ ও মুহাম্মাদ ইব্‌ন মুসান্না (র)....... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আম্‌র (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, নবী ﷺ বলেছেন, তোমরা যখন ফজরের সালাত আদায় করবে, সেটাই ফজরের ওয়াক্ত, যতক্ষণ না সূর্যের উপরাংশ উদিত হয়। তারপর যখন তোমরা যোহরের সালাত আদায় করবে, সেটাই যোহরের ওয়াক্ত, যতক্ষণ না আসরের ওয়াক্ত হয়। তারপর যখন তোমরা আসরের সালাত আদায় করবে, সেটাই আসরের ওয়াক্ত, সূর্যরশ্মি হলুদ বর্ণ ধারণ না করা পর্যন্ত। অনন্তর যখন তোমরা মাগরিবের সালাত আদায় করবে, সেটাই মাগরিবের ওয়াক্ত শাফাক (সন্ধ্যাকাশের পশ্চিম দিগন্তে উদ্ভাসিত সাদা আলো চিহ্ন) অস্ত না যাওয়া পর্যন্ত। আর যখন তোমরা ইশার সালাত আদায় করবে, সেটাই তার ওয়াক্ত, অর্ধ রাত্রি পর্যন্ত।

١٢٦٢- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِيْ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِيْ اَيُّوْبَ وَاسْمُهُ يَحْيَى بْنُ مَالِكٍ الْاَزْدِيُّ وَيُقَالُ الْمَرَاغِيُّ وَالْمَرَاغُ حَيٌّ مِنَ الْاَزْدِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ وَقْتُ الظُّهْرِ مَالَمْ يَحْضُرِ الْعَصْرُ وَوَقْتُ الْعَصْرِ مَالَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ وَوَقْتُ الْمَغْرِبِ مَالَمْ يَسْقُطْ ثَوْرُ الشَّفَقِ وَوَقْتُ الْعِشَاءِ اِلٰى نِصْفِ اللَّيْلِ وَوَقْتُ الْفَجْرِ مَالَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ.

১২৬২. উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন মু'আয আল-আম্বারী (র)...... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আম্‌র (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, যোহরের ওয়াক্ত থাকে আসরের ওয়াক্ত না আসা পর্যন্ত। আসরের ওয়াক্ত থাকে সূর্য কিরণ

হলুদ বর্ণ না হওয়া পর্যন্ত। মাগরিবের ওয়াক্ত (পশ্চিমাকাশে) শাফাকের অস্ত না যাওয়া পর্যন্ত। ইশার ওয়াক্ত অর্ধরাত্রি পর্যন্ত এবং ফজরের ওয়াক্ত সূর্যোদয় না হওয়া পর্যন্ত।

١٢٦٣- حَدَّثَنَا زُهَيْرُبْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ ح وحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اَبِى بُكَيْرٍ كِلاَهُمَا عَنْ شُعْبَةَ بِهٰذَا الاِسْنَادِ وفِى حَدِيْثِهِمَا قَالَ شُعْبَةُ رَفَعَهُ مَرَّةً ولَمْ يَرْفَعْهُ مَرَّتَيْنِ .

১২৬৩. যুহায়র ইব্‌ন হারব এবং আবূ বাক্‌র ইবন আবূ শায়বা (র)... উভয়ে উভয়ে উপরোক্ত সনদে শু'বা (র) থেকে এ হাদীস বর্ণনা করেন এবং এঁদের হাদীস রয়েছে যে, শু'বা (র) উক্ত হাদীস একবার 'মারফূ' রূপে বর্ণনা করেন এবং আরো দুইবার বর্ণনা করতে গিয়ে 'মারফূ' করেন নি।

١٢٦٤- وَحَدَّثَنِىْ اَحْمَدُبْنُ اِبْرَاهِيْمَ الدَّوْرَقِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا هَمَامْ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ اَبِى اَيُّوْبَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ وَقْتُ الظُّهْرِ اذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطُوْلِهِ مَالَمْ يَحْضُرِ الْعَصْرُ ووَقْتُ الْعَصْرِ مَالَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ ووَقْتُ صَلاَةِ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَغِبِ الشَّفَقُ ووَقْتُ صَلاَةِ الْعِشَاءِ اِلٰى نِصْفِ اللَّيْلِ الاَوْسَطِ ووَقْتُ صَلاَةِ الصُّبْحِ مِنْ طُلُوْعِ الْفَجْرِ مَالَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ فَاِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَاَمْسِكْ عَنِ الصَّلاَةِ فَاِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَى شَيْطَانٍ .

১২৬৪. আহমাদ ইবন ইব্‌রাহীম আদ-দাওরাকী (র)...... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আম্‌র (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, সূর্য ঢলে যাওয়ার পর যোহরের ওয়াক্ত হয় এবং মানুষের ছায়া তার সমপরিমাণ হওয়া ও আসরের ওয়াক্ত না হওয়া পর্যন্ত তা থাকে। আসরের ওয়াক্ত থাকে সূর্য হরিদ্রাভ না হওয়া পর্যন্ত। মাগরিবের ওয়াক্ত থাকে শাফাক গায়েব না হওয়া পর্যন্ত। ইশার ওয়াক্ত থাকে মধ্য রাত্রি পর্যন্ত এবং ফজরের ওয়াক্ত থাকে ঊষার উদয়কাল হতে সূর্যোদয় না হওয়া পর্যন্ত। আর যখন সূর্য উদয় হতে থাকে, তখন সালাত থেকে বিরত থাকবে। কেননা সূর্য শয়তানের দুই শিংয়ের মধ্য দিয়ে উদিত হয়।

١٢٦٥- وَحَدَّثَنِىْ اَحْمَدُ بْنُ يُوْسُفَ الاَزْدِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنُ رَزِيْنٍ قَالَ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ (يَعْنِى ابْنَ طَهْمَانَ) عَنِ الحَجَّاجِ (وَهُوَ ابْنُ حَجَّاجٍ) عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِى اَيُّوْبَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ اَنَّهُ قَالَ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ وَقتَ الصَّلَوَاتِ فَقَالَ وَقْتُ صَلاَةِ الْفَجْرِ مَا لَمْ يَطْلُعَ قَرْنُ الشَّمْسِ الاَوَّلُ وَ وَقْتُ صَلاَةِ الظُّهْرِ اذَا زَالَتِ الشَّمْسُ عَنْ بَطْنِ السَّمَاءِ مَالَمْ يَحْضُرِ الْعَصْرُ وَ وَقْتُ صَلاَةِ الْعَصْرِ مَالَمْ تَصْفَرَّالشَّمْسُ وَيَسْقُطْ قَرْنُهَا الاَوَّلُ وَ وَقْتُ صَلاَةِ الْمَغْرِبِ اذَا غَابَتِ الشَّمْسُ مَالَمْ يَسْقُطِ الشَّفَقَ وَ وَقْتُ صَلاَةِ الْعِشَاءِ اِلٰى نِصْفِ اللَّيْلِ .

১২৬৫. আহ্‌মদ ইব্‌ন ইউসুফ আল-আযদী (র)...... আবদুল্লাহ ইব্‌ন আম্‌র ইব্‌ন আস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে সালাতের ওয়াক্ত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো। তিনি বললেন, ফজরের সালাতের

ওয়াক্ত সূর্যের ঊর্ধাংশের উদয় না হওয়া পর্যন্ত। যোহরের সালাতের ওয়াক্ত মধ্যাকাশ থেকে সূর্য ঢলার পর আসর না হওয়া পর্যন্ত। আসরের সালাতের ওয়াক্ত সূর্য হরিদ্রাভ না হওয়া এবং তার নিম্নাংশ অস্ত না যাওয়া পর্যন্ত। মাগরিবের সালাতের ওয়াক্ত সূর্যাস্ত থেকে শাফাক গায়েব না হওয়া পর্যন্ত এবং ইশার সালাতের ওয়াক্ত অর্ধরাত্রি পর্যন্ত।

١٢٦٦- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيْمِيُّ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يَحْيَى بْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبِى يَقُوْلُ لاَ يُسْتَطَاعُ الْعِلْمُ بِرَاحَةِ الْجِسْمِ .

১২৬৬. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া আত-তামীমী (র)...... আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার পিতাকে বলতে শুনেছি, যে, দৈহিক সুখ ভোগের সাথে জ্ঞান অর্জন সম্ভব নয়।

١٢٦٧- حَدَّثَنِى زُهَيْرُبْنُ حَرْبٍ وَ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ كِلاَ هُمَا عَنِ الْاَزْرَقِ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ يُوْسُفَ الْاَزْرَقُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّ رَجُلاً سَاَلَهُ عَنْ وَقْتِ الصَّلاَةِ فَقَالَ لَهُ صَلِّ مَعَنَا هٰذَيْنِ يَعْنِى الْيَوْمَيْنِ فَلَمَّا زَالَتِ الشَّمْسُ اَمَرَ بِلاَلاً فَاَذَّنَ ثُمَّ اَمَرَهُ فَاَقَامَ الظُّهْرَ ثُمَّ اَمَرَهُ فَاَقَامَ الْعَصْرَ وَ الشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ بَيْضَاءُ نَقِيَّةٌ ثُمَّ اَمَرَهُ فَاَقَامَ الْمَغْرِبَ حِيْنَ غَابَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ اَمَرَهُ فَاَقَامَ الْعِشَاءَ حِيْنَ غَابَ الشَّفَقُ ثُمَّ اَمَرَهُ فَاَقَامَ الْفَجْرَ حِيْنَ طَلَعَ الْفَجْرُ فَلَمَّا اَنْ كَانَ الْيَوْمُ الثَّانِى اَمَرَهُ فَاَبْرَدَ بِالظُّهْرِ فَاَبْرَدَ بِهَا فَاَنْعَمَ اَنْ يُبْرِدَ بِهَا وَصَلَّى الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ اَخَّرَهَا فَوْقَ الَّذِىْ كَانَ وَصَلَّى الْمَغْرِبَ قَبْلَ اَنْ يَغِيْبَ الشَّفَقُ وَصَلَّى الْعِشَاءَ بَعْدَ مَا ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ وَصَلَّى الْفَجْرَ فَاَسْفَرَ بِهَا ثُمَّ قَالَ اَيْنَ السَّائِلُ عَنْ وَقْتِ الصَّلاَةِ فَقَالَ الرَّجُلُ اَنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ وَقْتُ صَلاَتِكُمْ بَيْنَ مَا رَأَيْتُمْ .

১২৬৭. যুহায়র ইব্ন হারব ও উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন সাঈদ (র)....বুরায়দা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ-কে এক ব্যক্তি সালাতের ওয়াক্ত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে। তিনি তাকে বললেন, তুমি আমাদের সঙ্গে এই দুই দিন সালাত আদায় কর। তারপর (প্রথম দিন) সূর্য ঢলে পড়তেই তিনি বিলাল (রা)-কে আযান দিতে বললেন। তিনি আযান দিলেন। তারপর তাঁকে নির্দেশ দিলে তিনি যোহরের ইকামাত দিলেন। তারপর তিনি নির্দেশ দিলে বিলাল (রা) আসরের ইকামাত দিলেন; তখন সূর্য উপরে-অবস্থিত শুভ্র, স্বচ্ছ। তারপর তাঁকে নির্দেশ দিলেন। তিনি মাগরিবের ইকামাত দিলেন; তখন সূর্য অস্তমিত হয়েছে। তারপর তাঁকে নির্দেশ দিলেন। তিনি ইশার ইকামাত দিলেন; তখন শাফাক অদৃশ্য হয়েছে। তারপর নির্দেশ দিলেন। তিনি ফজরের ইকামাত দিলেন; তখন মাত্র সুবহে সাদিক হয়েছে। তারপর দ্বিতীয় দিন এলে তিনি যোহরের জন্য তাপ ঠাণ্ডা হওয়ার পর আযানের নির্দেশ দিলেন। তিনি তাপ ঠাণ্ডা হওয়ার অপেক্ষা করলেন এবং তাপ যথেষ্ট ঠাণ্ডা হওয়ার পর যোহর আদায় করলেন। অতঃপর আসর পড়লেন। সূর্য তখনও উপরে, কিন্তু প্রথম দিন অপেক্ষা বিলম্বে। অতঃপর মাগরিব আদায় করলেন শাফাক অদৃশ্য হওয়ার আগে। তারপর ইশা আদায় করলেন রাত্রির এক-তৃতীয়াংশের পর। তারপর ফজর পড়লেন সুবহে

সাদিক ফর্সা হওয়ার পর। তারপর বললেন, সালাতের ওয়াক্ত সম্পর্কে প্রশ্নকারী লোকটি কোথায়? সে ব্যক্তি বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি। তিনি বললেন, তোমাদের সালাতের সময় এই দুইদিন যা দেখলে তার মাঝখানে।

١٢٦٨- وَحَدَّثَنِيْ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُحَمَّدِبْنِ عَرْعَرَةَ السَّامِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَجُلاً اَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَسَأَلَهُ عَنْ مَوَاقِيْتِ الصَّلاَةِ فَقَالَ اشْهَدْ مَعَنَا الصَّلاَةَ فَاَمَرَ بِلاَلاً فَاَذَّنَ بِغَلَسٍ فَصَلَّى الصُّبْحَ حِيْنَ طَلَعَ الْفَجْرُ ثُمَّ اَمَرَ بِالظُّهْرِ حِيْنَ زَالَتِ الشَّمْسُ عَنْ بَطْنِ السَّمَاءِ ثُمَّ اَمَرَ بِالْعَصْرِ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ ثُمَّ اَمَرَهُ بِالْمَغْرِبِ حِيْنَ وَجَبَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ اَمَرَ بِالْعِشَاءِ حِيْنَ وَقَعَ الشَّفَقُ ثُمَّ اَمَرَالْغَدَ فَنَوَّرَ بِالصُّبْحِ ثُمَّ اَمَرَ بِالظُّهْرِ فَاَبْرَدَ ثُمَّ اَمَرَهُ بِالْعَصْرِ وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ نَقِيَّةٌ لَمْ تُخَالِطْهَا صُفْرَةٌ ثُمَّ اَمَرَ بِالْمَغْرِبِ قَبْلَ اَنْ يَقَعَ الشَّفَقُ ثُمَّ اَمَرَ بِالْعِشَاءِ عِنْدَ ذَهَابِ ثُلُثِ اللَّيْلِ اَوْبَعْضِهِ شَكَّ حَرَمِيٌّ فَلَمَّا اَصْبَحَ قَالَ اَيْنَ السَّائِلُ مَا بَيْنَ مَا رَأَيْتَ وَقْتٌ.

১২৬৮. ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন 'আর'আরা আস-সামী (র)......বুরায়দা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন নবী ﷺ-এর নিকট এক ব্যক্তি সালাতের ওয়াক্ত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল। তিনি বললেন, তুমি আমাদের সঙ্গে সালাতে উপস্থিত থাকবে। তারপর বিলাল (রা)-কে আদেশ করলেন। তিনি আযান দিলেন ভোরের আঁধারে। তারপর ফজর আদায় করলেন সুবহে সাদিক হলে। তারপর যোহরের (আযান দিতে) আদেশ করলেন সূর্য মধ্যাকাশ থেকে ঢলে পড়লে। তারপর আসরের (আযান দিতে) নির্দেশ দিলেন যখন সূর্য উপরে রয়েছে। তারপর মাগরিবের (আযান দিতে) নির্দেশ দিলেন সূর্য অস্ত যেতেই। তারপর ইশার নির্দেশ দিলেন শাফাক গায়েব হয়ে গেলে। তারপর দ্বিতীয় দিন তাঁকে আদেশ করলেন। তিনি ফজর আদায় করলেন ভোরের আলো উদ্ভাসিত হওয়ার পর। তারপর তাকে যোহরের আদেশ দিলেন; সূর্যের তাপ ঠাণ্ডা হওয়ার পর তা আদায় করলেন। তারপর আসরের নির্দেশ দিলেন শাফাক শুরু হওয়ার কিছু পূর্বে। তারপর মাগরিবের নির্দেশ দিলেন শাফাক ডুবে যাওয়ার ক্ষণিক আগে। তারপর তাঁকে ইশার নির্দেশ দিলেন রাতের এক-তৃতীয়াংশ অথবা রাতের কিছু অংশ অতিবাহিত হলে, হারমীর এতে সন্দেহ হয়েছে। তারপর যখন ভোর হল তখন তিনি বললেন, কোথায় প্রশ্নকারী? তুমি যা দেখলে এর মাঝখানেই সালাতের ওয়াক্ত।

١٢٦٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِيْ قَالَ حَدَّثَنَا بَدْرُبْنُ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْبَكْرِ بْنُ اَبِيْ مُوْسٰى عَنْ اَبِيْهِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ اَتَاهُ سَائِلٌ يَسْأَلُهُ عَنْ مَوَاقِيْتِ الصَّلاَةِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ شَيْأً قَالَ فَاَقَامَ الْفَجْرَ حِيْنَ انْشَقَّ الْفَجْرُ وَ النَّاسُ لاَيَكَادُ يَعْرِفُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا ثُمَّ اَمَرَهُ فَاَقَامَ بِالظُّهْرِ حِيْنَ زَالَتِ الشَّمْسُ وَالْقَائِلَ يَقُوْلُ قَدِ انْتَصَفَ النَّهَارُ وَهُوَ كَانَ اَعْلَمَ مِنْهُمْ ثُمَّ اَمَرَهُ فَاَقَامَ بِالْعَصْرِ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ ثُمَّ اَمَرَهُ فَاَقَامَ بِالْمَغْرِبِ حِيْنَ وَقَعَتِ

الشَّمْسُ ثُمَّ اَمَرَهُ فَاَقَامَ الْعِشَاءَ حِيْنَ غَابَ الشَّفَقُ ثُمَّ اَخَّرَالْفَجْرَ مِنَ الْغَدِ حَتّٰى انْصَرَفَ مِنْهَا وَالْقَائِلُ يَقُوْلُ قَدْطَلَعَتِ الشَّمْسُ اَوْكَادَتْ ثُمَّ اَخَّرَ الظُّهْرَ حَتّٰى كَانَ قَرِيْبًا مِنْ وَقْتِ الْعَصْرِ بِالاَمْسِ ثُمَّ اَخَّرَ الْعَصْرَ حَتّٰى انْصَرَفَ مِنْهَا وَالْقَائِلُ يَقُوْلُ قَدِاحْمَرَّتِ الشَّمْسُ ثُمَّ اَخَّرَ الْمَغْرِبَ حَتّٰى كَانَ عِنْدَ سُقُوْطِ الشَّفَقِ ثُمَّ اَخَّرَ الْعِشَاءَ حَتّٰى كَانَ ثُلُثُ اللَّيْلِ الاَوَّلُ ثُمَّ اَصْبَحَ فَدَعَا السَّائِلَ فَقَالَ الْوَقْتُ بَيْنَ هٰذَيْنِ.

১২৬৯. মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন নুমায়র (র)....আবূ মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট এক প্রশ্নকারী এসে সালাতের ওয়াক্ত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল। তিনি তখন তার কোনও উত্তর দিলেন না। আবূ মূসা (রা) বলেন, তারপর ফজর আদায় করলেন যখন ফজরের ওয়াক্ত (মাত্র) প্রতিভাত হলো। আর লোকেরা (অন্ধকারের জন্য) একে অন্যকে চিনতে পারছিল না। তারপর তাঁকে (বিলালকে) আদেশ করলেন। তিনি যোহরের ইকামত দিলেন সূর্য হেলামাত্র। তখন কেউ কেউ বলাবলি করছিল যে, এখন দুপুর হয়েছে মাত্র। অথচ তিনি তাদের চেয়ে অধিক জ্ঞাত ছিলেন। তারপর তাঁকে (বিলালকে) আদেশ করলেন। তিনি আসরের ইকামত দিলেন সূর্য তখনও উপরেই ছিল। তারপর তাঁকে (বিলালকে) আদেশ করলেন। তিনি মাগরিবের ইকামত দিলেন সূর্য অস্ত যাওয়ামাত্র। তারপর তাঁকে (বিলালকে) আদেশ করলেন। তিনি ইশার ইকামত দিলেন শাফাক অদৃশ্য হওয়ার পর। এর পরের দিন ফজরের সালাত বিলম্বিত করলেন এমনকি সালাত শেষ করার পর কেউ কেউ বলাবলি করছিল যে, সূর্য উঠে গেছে কিংবা প্রায় উঠে উঠে। তারপর যোহর দেরী করে আদায় করলেন গত দিনের আসরের ওয়াক্তের কাছাকাছি সময়ে। তারপর আসর এতখানি দেরী করে আদায় করলেন যাতে সালাতশেষে লোকেরা বলছিল যে, সূর্য লাল হয়ে গিয়েছে। তারপর মাগরিবে এতখানি দেরী করলেন যে, শাফাক গায়েব হওয়ার কাছাকাছি সময় এসে গেল। তারপর ইশা রাতের প্রথম তৃতীয়াংশ পর্যন্ত দেরী করলেন। তারপর ভোর হলে প্রশ্নকারীকে ডেকে বললেন, ওয়াক্ত এই দুই সীমার মধ্যবর্তী।

١٢٧٠- حَدَّثَنَا اَبُوْبَكْرِبْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ بَدْرِبْنِ عُثْمَانَ عَنْ اَبِىْ بَكْرِبْنِ اَبِىْ مُوْسٰى سَمِعَهُ مِنْهُ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ سَائِلاً اَتَى النَّبِىَّ ﷺ فَسَأَلَهُ عَنْ مَوَاقِيْتِ الصَّلاَةِ بِمِثْلِ حَدِيْثِ ابْنِ نُمَيْرٍ غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ قَبْلَ اَنْ يَغِيْبَ الشَّفَقُ فِى الْيَوْمِ الثَّانِىْ.

১২৭০. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)...... আবূ মূসা আশ‘আরী (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন এক প্রশ্নকারী নবী ﷺ -এর কাছে এসে সালাতের ওয়াক্ত সম্বন্ধে প্রশ্ন করল, পরবর্তী অংশ উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ। তবে এতে রয়েছে, দ্বিতীয় দিন মাগরিবের সালাত আদায় করলেন 'শাফাক' গায়েব হওয়ার পূর্বে।

٣٢- بَابُ اِسْتِحْبَابِ الْاِبْرَادِ بِالظُّهْرِ فِىْ شِدَّةِ الْحَرِّ

৩২. পরিচ্ছেদ : তীব্র গ্রীষ্মের সময় তাপ কমে আসলে যোহর আদায় করা মুস্তাহাব

١٢٧١- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُبْنُ رُمْحٍ قَالَ اَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَاَبِىْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّهُ قَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَاَبْرِدُوْا الصَّلاَةَ فَاِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّمِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ.

১২৭১. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ ও মুহাম্মাদ ইব্‌ন রুমহ্ (র)......আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যখন গ্রীষ্মের তীব্রতা বেড়ে যায়, তখন সালাত ঠাণ্ডা করে আদায় করবে। কেননা তাপের তীব্রতা জাহান্নামের স্ফীত শিখা থেকে উদ্ভূত।

١٢٧٢ – وحَدَّثَنِيْ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيٰى قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ يُوْنُسُ اَنَّ ابْنَ شِهَابٍ اَخْبَرَهُ قَالَ اَخْبَرَنِيْ اَبُوْ سَلَمَةَ وَ سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ اَنَّهُمَا سَمِعَا اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِمِثْلِهِ سَوَاءً .

১২৭২. হারমালা ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া (র)......আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : পরবর্তী অংশ উপরোক্ত হাদীসের হুবহু অনুরূপ।

١٢٧٣– وَحَدَّثَنِيْ هٰرُوْنُ بْنُ سَعِيْدٍ الْاَيْلِيُّ وَعَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ وَاَحْمَدُ بْنُ عِيْسٰى قَالَ عَمْرٌو اَخْبَرَنَا وَقَالَ الْاٰخَرَانِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ عَمْرٌو اَنَّ بُكَيْرًا حَدَّثَهُ عَنْ بُسْرِبْنِ سَعِيْدٍ وَسَلْمَانَ الْاَغَرِّعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَاكَانَ الْيَوْمُ الْحَارُّ فَاَبْرِدُوْا بِالصَّلَاةِ فَاِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ قَالَ عَمْرٌو وَحَدَّثَنِيْ اَبُوْيُوْنُسَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَبْرِدُوْا عَنِ الصَّلَاةِ فَاِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ قَالَ عَمْرٌو وَحَدَّثَنِيْ ابْنُ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَاَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِنَحْوِ ذٰلِكَ .

১২৭৩. হারূন ইব্‌ন সাঈদ আল-আয়লী, আম্র ইব্‌ন সাওয়াদ ও আহ্‌মদ ইব্‌ন ঈসা (র)......আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, গ্রীষ্মের দিনে উত্তাপ একটু ঠাণ্ডা হলে সালাত আদায় করবে। কেননা তাপের তীব্রতা জাহান্নামের স্ফীত শিখা থেকে উদ্ভূত । আমর বলেন, আবূ ইউনুস (র)......আবূ হুরায়রা (রা)-থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, উত্তাপ একটু ঠাণ্ডা হলে সালাত আদায় কর। কেননা গ্রীষ্মের তীব্রতা জাহান্নামের স্ফীত শিখা থেকে উদ্ভূত। আমর বলেন, ইব্‌ন শিহাব ইবনুল মুসায়্যাব ও আবূ সালামা আমার নিকট বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে উপরোক্তরূপ বর্ণনা করেছেন।

١٢٧٤– وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ هٰذَا الْحَرَّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَاَبْرِدُوْا بِالصَّلَاةِ .

১২৭৪. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র)....আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, এই উত্তাপ জাহান্নামের স্ফীত শিখা থেকে উদ্ভূত। সুতরাং তোমরা বেলা একটু ঠাণ্ডা হলে সালাত আদায় করবে।

١٢٧٥– حَدَّثَنَا ابْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هٰذَا مَا حَدَّثَنَا اَبُوْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرَ اَحَادِيْثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَبْرِدُوْا عَنِ الْحَرِّفِي الصَّلَاةِ فَاِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ .

১২৭৫. ইব্‌ন রাফি' (র)......হাম্মাম ইবনুল মুনাব্বিহ্ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবূ হুরায়রা (রা) আমার নিকট কতিপয় হাদীস বর্ণনা করেছেন। তার মধ্যে একটি এই যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, গ্রীষ্মের সময় সালাত বেলা একটু ঠাণ্ডা করে পড়বে। কেননা গ্রীষ্মের প্রখরতা জাহান্নামের স্ফীত শিখা থেকে উদ্ভূত।

١٢٧٣- حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ مُهَاجِرًا اَبَا الْحَسَنِ يُحَدِّثُ اَنَّهُ سَمِعَ زَيْدَ بْنَ وَهْبٍ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِي ذَرٍّ قَالَ اَذَّنَ مُؤَذِّنُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِالظُّهْرِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَبْرِدْ اَبْرِدْ اَوْقَالَ انْتَظِرْ انْتَظِرْ وَقَالَ اِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَاِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَاَبْرِدُوْا عَنِ الصَّلاَةِ قَالَ اَبُوْ ذَرٍّ حَتّٰى رَاَيْنَا فَيْءَ التُّلُوْلِ.

১২৭৬. মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না (র).....আবূ যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর মুআয্‌যিন যোহরের আযান দিলেন। তখন নবী বললেন, একটু ঠাণ্ডা হতে দাও, একটু ঠাণ্ডা হতে দাও! অথবা বললেন, একটু অপেক্ষা কর, একটু অপেক্ষা কর! আর বললেন, গ্রীষ্মের প্রখরতা জাহান্নামের স্ফীত শিখা থেকে উদ্ভূত। কাজেই যখন গ্রীষ্ম প্রখর হবে, তখন একটু ঠাণ্ডা হলে সালাত আদায় করবে। আবূ যার (রা) বলেন, তিনি এত বিলম্ব করলেন যে, আমরা টিলার ছায়া দেখতে পেলাম।

١٢٧٧- وَحَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى وَاللَّفْظُ لِحَرْمَلَةَ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِي يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي اَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اشْتَكَتِ النَّارُ اِلٰى رَبِّهَا فَقَالَتْ يَارَبِّ اَكَلَ بَعْضِي بَعْضًا فَاَذِنَ لَهَا بِنَفَسَيْنِ نَفَسٍ فِي الشِّتَاءِ وَنَفَسٍ فِي الصَّيْفِ فَهُوَ اَشَدُّ مَاتَجِدُوْنَ مِنَ الْحَرِّ وَاَشَدُّ مَا تَجِدُوْنَ مِنَ الزَّمْهَرِيْرِ.

১২৭৭. আম্‌র ইব্‌ন সাওয়াদ ও হারমালা ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া (র)......আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত- (শব্দ হারমালা-র), তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, জাহান্নামের আগুন তার রবের কাছে অভিযোগ করে বলল, হে রব! আমার একাংশ আরেকাংশকে খেয়ে ফেলল। তখন তিনি তাকে দু'টি নিঃশ্বাসের অনুমতি দিলেন। একটি নিঃশ্বাস শীতকালে এবং আরেকটি গ্রীষ্মকালে। এ কারণেই তোমরা গ্রীষ্মের প্রখরতা ও ঠাণ্ডার তীব্রতা অনুভব করে থাক।

١٢٧٨- وَحَدَّثَنِي اِسْحٰقُ بْنُ مُوْسَى الْاَنْصَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْنٌ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَزِيْدَ مَوْلَى الْاَسْوَدِ بْنِ سُفْيَانَ عَنْ اَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَمُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ ثَوْبَانَ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا كَانَ الْحَرُّ فَاَبْرِدُوْا عَنِ الصَّلاَةِ فَاِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ وَذَكَرَ اَنَّ النَّارَ اشْتَكَتْ اِلٰى رَبِّهَا فَاَذِنَ لَهَا فِي كُلِّ عَامٍ بِنَفَسَيْنِ نَفَسٍ فِي الشِّتَاءِ وَنَفَسٍ فِي الصَّيْفِ.

১২৭৮. ইসহাক ইব্‌ন মূসা আল-আনসারী (র)........আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যখন গ্রীষ্ম আসে, তখন একটু ঠাণ্ডা হলে সালাত আদায় করবে। কেননা গ্রীষ্মের তীব্রতা জাহান্নামের স্ফীত শিখা থেকে উদ্ভূত। তিনি আরও বলেন, জাহান্নামের আগুন তার রবের কাছে অভিযোগ করল, তখন তিনি তাকে প্রতি বছর দু'টি নিঃশ্বাসের অনুমতি দিলেন। একটি নিঃশ্বাস শীতকালে এবং আরেকটি গ্রীষ্মকালে।

١٢٧٩- وَحَدَّثَنِى حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيٰى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنَا حَيْوَةُ قَالَ حَدَّثَنِىْ يَزِيْدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ اُسَامَةَ بْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ قَالَتِ النَّارُ رَبِّ اَكَلَ بَعْضِىْ بَعْضًا فَأْذَنْ لِىْ اَتَنَفَّسْ فَاَذِنَ لَهَا بِنَفَسَيْنِ نَفَسٍ فِى الشِّتَاءِ وَنَفَسٍ فِى الصَّيْفِ فَمَا وَجَدْتُمْ مِنْ بَرْدٍ اَوْزَمْهَرِيْرٍ فَمِنْ نَفَسِ جَهَنَّمَ وَمَا وَجَدْتُمْ مِنْ حَرٍّ اَوْحَرُوْرٍ فَمِنْ نَفَسِ جَهَنَّمَ .

১২৭৯. হারমালা ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া (র)......আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, জাহান্নাম বলল, হে রব! আমার একাংশ অন্য অংশকে খেয়ে ফেলল। আমাকে নিঃশ্বাস ত্যাগের অনুমতি দিন। তখন তাকে দু'টি শ্বাসের অনুমতি দিলেন। একটি শীতকালে এবং আর একটি গ্রীষ্মকলে। অতএব, তোমরা যে শীত অনুভব কর, তা জাহান্নামের শ্বাস; আর যে গ্রীষ্ম অনুভব কর, তাও জাহান্নামের শ্বাস।

٣٣- بَابُ اِسْتِحْبَابِ تَقْدِيْمِ الظُّهْرِ فِىْ أَوَّلِ الْوَقْتِ فِىْ غَيْرِ شِدَّةِ الْحَرِّ

৩৩. পরিচ্ছেদ : প্রচণ্ড রোদ না হলে যোহরের সালাত প্রথম ওয়াক্তে আদায় করা মুস্তাহাব

١٢٨. – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُبْنُ الْمُثَنّٰى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ كِلاَ هُمَا عَنْ يَحْيَى الْقَطَّانِ وَابْنِ مَهْدِ ىٍّ قَالَ ابْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنِىْ يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ ابْنُ الْمُثَنّٰى وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِىٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ جَابِرَ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يُصَلِّى الظُّهْرَ اِذَا دَحَضَتِ الشَّمْسُ .

১২৮০. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না ও মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্শার (র)......জাবির ইব্‌ন সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ সূর্য ঢলে পড়লে যোহরের সালাত আদায় করতেন।

١٢٨١- وَحَدَّثَنَا اَبُوْبَكْرِبْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ الْاَحْوَصِ سَلاَّمُ بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ خَبَّابٍ قَالَ شَكَوْنَا اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ الصَّلاَةَ فِى الرَّمْضَاءِ فَلَمْ يُشْكِنَا .

১২৮১. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা (র).......খাব্বাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, প্রচণ্ড রোদে সালাত আদায় করতে আমাদের অসুবিধার কথা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কছে পেশ করলাম। তিনি আমাদের অভিযোগ গ্রহণ করেন নি।

١٢٨٢- وَحَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ وَعَوْنُ بْنُ سَلاَّمٍ قَالَ عَوْنُ اَخْبَرَنَا وَقَالَ ابْنُ يُوْنُسَ (وَاللَّفْظُ لَهُ) حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اِسْحٰقَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ خَبَّابٍ قَالَ اَتَيْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَشَكَوْنَا اِلَيْهِ حَرَّ الرَّمْضَاءِ فَلَمْ يُشْكِنَا قَالَ زُهَيْرٌ قُلْتُ لاَبِيْ اِسْحٰقَ أَفِي الظُّهْرِ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ أَفِي تَعْجِيْلِهَا قَالَ نَعَمْ .

১২৮২. আহ্‌মদ ইব্‌ন ইউনুস ও আওন ইব্‌ন সাল্লাম (র)......খাব্‌বাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে এসে রোদের প্রচণ্ডতার অভিযোগ পেশ করলাম, তিনি আমাদের অভিযোগ গ্রহণ করেন নি। যুহায়র (র) বলেন, আমি আবূ ইসহাক (র)-এর কাছে জানতে চাইলাম, তা কি যোহরের সালাত ছিল? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আমি বললাম, যোহরের সালাত আগেভাগে আদায় করার বিষয়ে ছিল কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ।

١٢٨٣- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُبْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ غَالِبٍ الْقَطَّانِ عَنْ بَكْرِبْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْ شِدَّةِ الْحَرِّ فَاِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ اَحَدُنَا اَنْ يُمَكِّنَ جَبْهَتَهُ مِنَ الاَرْضِ بَسَطَ ثَوْبَهُ فَسَجَدَ عَلَيْهِ .

১২৮৩. ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র)...... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে প্রচণ্ড রোদে সালাত আদায় করতাম। আমাদের কেউ মাটিতে কপাল রাখতে না পারলে সে তার কাপড় বিছিয়ে তার উপর সিজ্‌দা করত।

٣٤- بَابُ اِسْتِحْبَابِ التَّبْكِيْرِ بِالْعَصْرِ .

৩৪. পরিচ্ছেদ : আসরের সালাত আগেভাগে আদায় করা মুস্তাহাব

١٢٨٤- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالَ اَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّهُ اَخْبَرَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ حَيَّةٌ فَيَذْهَبُ الذَّاهِبُ اِلَى الْعَوَالِيْ فَيَأْتِي الْعَوَالِيَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ وَلَمْ يَذْكُرْ قُتَيْبَةُ فَيَأْتِي الْعَوَالِي .

১২৮৪. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ ও মুহাম্মদ ইব্‌ন রুমহ্ (র)......আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আসরের সালাত আদায় করতেন যখন সূর্য উঁচুতে তেজোদীপ্ত থাকত। এরপর কোন কোন লোক মদীনার মহল্লার দিকে গমন করতেন। মহল্লায় পৌছার পরও সূর্য উঁচুতে থাকত। মহল্লায় পৌছার কথাটি কুতায়বা (র) উল্লেখ করেন নি।

١٢٨٥- وَحَدَّثَنِيْ هٰرُوْنُ بْنُ سَعِيْدٍ الْاَيْلِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ عَمْرٌو عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي الْعَصْرَ بِمِثْلِهِ سَوَاءً .

১২৮৫. হারূন ইব্‌ন সাঈদ আল-আয়লী (র)......আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আসরের সালাত আদায় করতেন যখন প্রতিটি বস্তুর ছায়া তার সমান হত।

١٢٨٦- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كُنَّا نُصَلِّي الْعَصْرَ ثُمَّ يَذْهَبُ الذَّاهِبُ اِلَى قُبَاءٍ فَيَأْتِيهِمْ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ .

১২৮৬. ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র)........আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আসরের সালাত আদায় করতাম। এরপর কেউ কেউ কুবায় যেত, সে গন্তব্যে পৌছে যেত অথচ তখনও সূর্য উঁচুতে থাকত।

١٢٨٧- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْي قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ اِسْحٰقَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِي طَلْحَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كُنَّا نُصَلِّي الْعَصْرَ ثُمَّ يَخْرُجُ الْاِنْسَانُ اِلَى بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ فَيَجِدُهُمْ يُصَلُّوْنَ الْعَصْرَ.

১২৮৭. ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র).......আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আসরের সালাত আদায় করতাম। এরপর লোকজন বনী আমর ইব্‌ন আউফ-এর মহল্লায় যেত। সেখানে তাদের আসরের সালাতরত অবস্থায় পেত।

١٢٨٨- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اَيُّوبَ وَمُحَمَّدُبْنُ الصَّبَّاحِ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّهُ دَخَلَ عَلَى اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فِيْ دَارِهِ بِالْبَصْرَةِ حِيْنَ انْصَرَفَ مِنَ الظُّهْرِ وَدَارُهُ بِجَنْبِ الْمَسْجِدِ فَلَمَّا دَخَلْنَا عَلَيْهِ قَالَ أَصَلَّيْتُمُ الْعَصْرَ فَقُلْنَا لَهُ اِنَّمَا انْصَرَفْنَا السَّاعَةَ مِنَ الظُّهْرِ قَالَ فَصَلُّوْا الْعَصْرَ فَقُمْنَا فَصَلَّيْنَا فَلَمَّا انْصَرَفْنَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ تِلْكَ صَلَاةُ الْمُنَافِقِ يَجْلِسُ يَرْقُبُ الشَّمْسَ حَتّٰى اِذَاكَانَتْ بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ قَامَ فَنَقَرَهَا اَرْبَعًا لَايَذْكُرُ اللّٰهَ فِيْهَا اِلاَّ قَلِيْلاً.

১২৮৮. ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন আয়্যূব, মুহাম্মদ ইবনুস্ সাব্বাহ্, কুতায়বা ও ইব্‌ন হুজ্‌র (র)......আলা ইব্‌ন আবদুর রহমান (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি যোহরের সালাত আদায় করে বসরায় আনাস ইব্‌ন মালিক (রা)-এর গৃহে প্রবেশ করলেন। তাঁর গৃহটি ছিল মসজিদের পার্শ্বেই। আমরা তাঁর কাছে গেলে তিনি বললেন, তোমরা আসরের সালাত আদায় করেছ কি? আমরা তাঁকে বললাম, আমরা তো এখনই যোহরের সালাত আদায় করে ফিরছি। তিনি বললেন, তোমরা এখন আসরের সালাত আদায় কর। আমরা দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করলাম। সালাত থেকে আমরা যখন ফিরলাম, তখন তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, এটা মুনাফিকের সালাত, যে বসে বসে সূর্যের অপেক্ষা করে; এমনকি সূর্যটি শয়তানের দুই শিং এর মাঝামাঝি আসলে সে দাঁড়িয়ে চারটি ঠোকর মারে, আল্লাহ্‌কে সে কমই স্মরণ করে ।

١٢٨٩- وَحَدَّثَنَا مَنْصُوْرُ بْنُ اَبِىْ مُزَاحِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ اَبِىْ بَكْرِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا اُمَامَةَ بْنَ سَهْلٍ يَقُوْلُ صَلَّيْنَا مَعَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ الظُّهْرَ ثُمَّ خَرَجْنَا حَتّٰى دَخَلْنَا عَلٰى اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فَوَجَدْنَاهُ يُصَلِّى الْعَصْرَ فَقُلْتُ يَاعَمِّ مَاهٰذِهِ الصَّلَاةُ الَّتِىْ صَلَّيْتَ قَالَ الْعَصْرُ وَهٰذِهِ صَلَاةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ الَّتِى كُنَّا نُصَلِّى مَعَهُ .

১২৮৯. মানসূর ইব্‌ন আবূ মুযাহিম (র)......আবূ উমামা ইব্‌ন সাহ্‌ল (র) বলেন, আমরা উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয (র)-এর সাথে যোহরের সালাত আদায় করলাম। এরপর বের হয়ে আনাস ইব্‌ন মালিক (রা)-এর নিকট গেলাম। আমরা যেয়ে দেখি তিনি আসরের সালাত আদায় করছেন। আমি বললাম, চাচাজান, এটি কোন সালাত যা আপনি আদায় করলেন ? তিনি বললেন, আসর, আর এটিই হচ্ছে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সালাত যা আমরা তাঁর সঙ্গে আদায় করতাম।

١٢٩٠- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ الْعَامِرِىُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِىُّ وَاَحْمَدُ بْنُ عِيْسٰى (وَاَلْفَاظُهُمْ مُتَقَارِبَةٌ) قَالَ عَمْرٌو اَخْبَرَنَا وَقَالَ الْاٰخَرَانِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ حَبِيْبٍ اَنَّ مُوْسٰى بْنَ سَعْدٍ الْاَنْصَارِىُّ حَدَّثَهُ عَنْ حَفْصِ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّهُ قَالَ صَلّٰى لَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْعَصْرَ فَلَمَّا انْصَرَفَ اَتَاهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِىْ سَلِمَهَ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّا نُرِيْدُ اَنْ نَنْحَرَ جَزُوْرًا لَنَا وَنَحْنُ نُحِبُّ اَنْ تَحْضُرَهَا قَالَ نَعَمْ فَانْطَلَقَ وَانْطَلَقْنَا مَعَهُ فَوَجَدْنَا الْجَزُوْرَ لَمْ تُنْحَرْ فَنُحِرَتْ ثُمَّ قُطِّعَتْ ثُمَّ طُبِخَ مِنْهَا ثُمَّ اَكَلْنَا قَبْلَ اَنْ تَغِيْبَ الشَّمْسُ وَقَالَ الْمُرَادِىُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنِ ابْنِ لَهِيْعَةَ وَعَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ فِىْ هٰذَا الْحَدِيْثِ .

১২৯০. আম্‌র ইব্‌ন সাওয়াদ আল-আমিরী, মুহাম্মাদ ইব্‌ন সালামা আল-মুরাদী ও আহ্‌মদ ইব্‌ন ঈসা (র)...... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের নিয়ে আসরের সালাত আদায় করলেন। সালাতশেষে বনী সালমার এক ব্যক্তি তাঁর কছে এল এবং বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমরা একটা উট যবেহ্ করার ইচ্ছা করেছি, আমরা চাই যে, আপনি সেখানে তাশরীফ নেবেন। তিনি বললেন আচ্ছা। এরপর তিনি রওনা হলেন, আমরাও তাঁর সঙ্গে গেলাম। আমরা যেয়ে দেখলাম তখনও উটটি যবেহ্ করা হয় নি। এরপর আমরা যবেহ্ করলাম। তার গোশ্‌ত টুকরো করা হলো, তারপর তা রান্না করা হলো, এরপর সূর্য ডুবে যাওয়ার আগেই আমরা তা খেলাম। মুরাদী (র) বলেন, ইব্‌ন ওয়াহব (র) ইব্‌ন লাহী'আ ও আম্‌র ইবনুল হারিস (র) থেকে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

١٢٩١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الرَّازِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا الاَوْزَاعِىُّ عَنْ اَبِى النَّجَاشِىِّ قَالَ سَمِعْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيْجٍ يَقُوْلُ كُنَّا نُصَلِّى الْعَصْرَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ تُنْحَرُ الْجَزُوْرُ فَتُقْسَمُ عَشَرَ قِسَمٍ ثُمَّ تُطْبَخُ فَنَأكُلُ لَحْمًا نَضِيْجًا قَبْلَ مَغِيْبِ الشَّمْسِ .

১২৯১. মুহাম্মদ ইব্ন মিহ্রান আর-রাযী (র)......রাফি ইব্ন খাদীজ (রা) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে আসর আদায় করতাম। এরপর উট সাথে যবেহ্ করা হত এবং তা দশভাগে বিভক্ত করা হত, এরপর তা রান্না করতাম এবং সূর্য ডুবে যাবার আগেই ভূনা গোশ্ত খেতাম।

١٢٩٢- حَدَّثَنَا اِسْحٰقَ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَخْبَرَنَا عِيْسٰى بْنُ يُوْنُسَ وَشُعَيْبُ بْنُ اِسْحٰقَ الدِّمَشْقِيُّ قَالاَ حَدَّثَنَا الاَوْزَاعِيُّ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ كُنَّا نَنْحَرُ الْجَزُوْرَ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بَعْدَ الْعَصْرِ وَلَمْ يَقُلْ كُنَّا نُصَلِّى مَعَهُ .

১২৯২. ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম (র)......আওযাঈ (র) থেকে এ সনদে অনুরূপ বর্ণিত, তবে রাবী বলেছেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সময় আসরের সালাতশেষে উট যবেহ্ করতাম, কিন্তু তিনি বলেন নি যে, আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে সালাত আদায় করতাম।

٣٥- بَابُ التَّغْلِيْظِ فِىْ تَفْوِيْتِ صَلاَةِ الْعَصْرِ

৩৫ পরিচ্ছেদ : আসরের সালাত ছুটে যাওয়া সম্পর্কে কঠোর বাণী

١٢٩٣- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى قَالَ قَرَأْتُ عَلٰى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ اِبْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ الَّذِىْ تَفُوْتُهُ صَلاَةُ الْعَصْرِ كَاَنَّمَا وُتِرَ اَهْلَهُ وَمَالَهُ .

১২৯৩. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র)......ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যার আসরের সালাত ছুটে যায়, তার অবস্থা এমন যে, যেন তার পরিজন ও সম্পদ ধ্বংস হয়ে গিয়েছে।

١٢٩٤- وَحَدَّثَنَا اَبُوْبَكْرِبْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ عَمْرٌو يَبْلُغُ بِهِ وَقَالَ اَبُوْبَكْرٍ رَفَعَهُ .

১২৯৪. আবূ বাক্র ইব্ন আবূ শায়বা ও আমর আন-নাকিদ (র)......ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। আমর বলেন, বর্ণনাটি তিনি নবী ﷺ পর্যন্ত পৌছিয়েছেন। আবূ বাক্র (র) বলেন, এ হাদীসটি মারফূ।

١٢٩٥- وَحَدَّثَنِىْ هٰرُوْنُ بْنُ سَعِيْدٍ الْاَيْلِىُّ (وَاللَّفْظُ لَهُ) قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ فَاتَتْهُ الْعَصْرُ فَكَاَنَّمَا وُتِرَ اَهْلَهُ وَمَالَهُ .

১২৯৫. হারূন ইব্ন সাঈদ আল-আয়লী (র)......আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যার আসর ছুটে যাবে, তার অবস্থা এরূপ যে, যেন তার পরিবার ও সম্পদ ধ্বংস হয়ে গেল।

٣٦- بَابُ الدَّلِيْلِ لِمَنْ قَالَ الصَّلَاةُ الْوُسْطٰى هِيَ صَلَاةُ الْعَصْرِ

৩৬. পরিচ্ছেদ : যারা বলেন, মধ্যবর্তী সালাত আসরের সালাত, তাদের প্রমাণ

١٢٩٦- وَحَدَّثَنَا اَبُوْبَكْرِابْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبِيْدَةَ عَنْ عَلِىٍّ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ الْاَحْزَابِ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَلَأَ اللّٰهُ قُبُوْرَهُمْ وَبُيُوْتَهُمْ نَارًا كَمَا حَبَسُوْنَا وَشَغَلُوْنَا عَنِ الصَّلَاةِ الْوُسْطٰى حَتّٰى غَابَتِ الشَّمْسُ .

১২৯৬. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)......আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, খন্দকের দিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ্ তাদের কবর ও ঘরকে আগুনে পরিপূর্ণ করে দিন। কেননা তারা আমাদের মধ্যবর্তী সালাত থেকে বিরত রেখেছে, এমনকি সূর্য অস্ত গেল।

١٢٩٧- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اَبِىْ بَكْرٍ الْمُقَدَّمِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ سَعِيْدٍ ح وَحَدَّثَنَاهُ اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَخْبَرَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ جَمِيْعًا عَنْ هِشَامٍ بِهٰذَا الْاَسْنَادِ .

১২৯৭. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ বাক্‌র আল-মুকাদ্দামী ও ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র)...... হিশাম (র) থেকে উক্ত সনদে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

١٢٩٨- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِىْ حَسَّانَ عَنْ عَبِيْدَةَ عَنْ عَلِىٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ الْاَحْزَابِ شَغَلُوْنَا عَنْ صَلَاةِ الْوُسْطٰى حَتّٰى اٰبَتِ الشَّمْسُ مَلَأَ اللّٰهُ قُبُوْرَهُمْ نَارًا اَوْبُيُوْتَهُمْ اَوْبُطُوْنَهُمْ (شَكَّ شُعْبَةُ فِى الْبُيُوْتِ وَالْبُطُوْنِ).

১২৯৮. ইব্‌নুল মুসান্না, মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র)........আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, খন্দকের দিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, তারা আমাদেরকে মধ্যবর্তী সালাত আদায় থেকে ব্যতিব্যস্ত রেখেছে। এমনকি সূর্য ডুবে গেল। আল্লাহ্ তাদের কবর, গৃহ কিংবা উদর অগ্নিতে পরিপূর্ণ করে দিন। [শু'বা (র) 'ঘর নাকি উদর' এ ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করেন]।

١٢٩٩- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عَدِىٍّ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَدَةَ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ وَقَالَ بُيُوْتَهُمْ وَقُبُوْرَهُمْ (وَلَمْ يَشُكَّ) .

১২৯৯. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না (র)......কাতাদা (র) থেকে উক্ত সনদে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, ঘর এবং কবর (এতে তিনি কোনরূপ সন্দেহ পোষণ করেন নি)।

١٣٠٠- وَحَدَّثَنَاهُ اَبُوْبَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَزُهَيْرُبْنُ حَرْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ يَحْيٰى بْنِ الْجَزَّارِ عَنْ عَلِىٍّ ح وَحَدَّثَنَاهُ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ يَحْيٰى سَمِعَ عَلِيًّا يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ الْاَحْزَابِ وَهُوَ قَاعِدٌ

عَلٰى فُرْضَةٍ مِنْ فُرَضِ الْخَنْدَقِ شَغَلُوْنَا عَنِ الصَّلاَةِ الْوُسْطٰى حَتّٰى غَرَبَتِ الشَّمْسُ مَلأَ اللّٰهُ قُبُوْرَهُمْ وَبُيُوْتَهُمْ اَوْقَالَ قُبُوْرَهُمْ وَبُطُوْنَهُمْ نَارًا.

১৩০০. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা, যুহায়র ইব্‌ন হারব ও উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন মু'আয (র).....আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, খন্দকের দিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যখন তিনি পরিখার কোন এক প্রবেশ পথে বসা ছিলেন : তারা আমাদের মধ্যবর্তী সালাত থেকে বিরত রেখেছে, এমনকি সূর্য ডুবে গেছে। আল্লাহ্ তাদের কবর ও ঘরকে অগ্নিময় করে দিন। অথবা বলেছেন, কবর ও উদরকে আগুনে পরিপূর্ণ করে দিন।

١٣٠١- وَحَدَّثَنَا اَبُوْبَكْرِبْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَزُهَيْرُبْنُ حَرْبٍ وَاَبُوْكُرَيْبٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ صُبَيْحٍ عَنْ شُتَيْرِ بْنِ شَكَلٍ عَنْ عَلِىٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ الْاَحْزَابِ شَغَلُوْنَا عَنِ الصَّلاَةِ الْوُسْطٰى صَلاَةِ الْعَصْرِ مَلأَ اللّٰهُ بُيُوْتَهُمْ وَقُبُوْرَهُمْ نَارًا ثُمَّ صَلاَّهَا بَيْنَ الْعِشَاءَيْنِ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ.

১৩০১. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা, যুহায়র ইব্‌ন হারব ও আবূ কুরায়ব (র)......আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ খন্দকের দিন বলেছেন, তারা আমাদেরকে মধ্যবর্তী সালাত-আসরের সালাত থেকে বিরত রেখেছে। আল্লাহ্ তাদের ঘর ও কবরকে আগুনে পরিপূর্ণ করে দিন। এরপর তিনি এ সালাত মাগরিব ও ইশার মধ্যবর্তী সময়ে আদায় করেন।

١٣٠٢- وَحَدَّثَنَا عَوْنُ بْنُ سَلاَّمٍ الْكُوْفِىُّ قَالَ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُبْنُ طَلْحَةَ الْيَامِىُّ عَنْ زُبَيْدٍ عَنْ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَبَسَ الْمُشْرِكُوْنَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنْ صَلاَةِ الْعَصْرِ حَتّٰى احْمَرَّتِ الشَّمْسُ اَواصْفَرَّتْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ شَغَلُوْنَا عَنِ الصَّلاَةِ الْوُسْطٰى صَلاَةِ الْعَصْرِ مَلاَءَ اللّٰهُ اَجْوَافَهُمْ وَقُبُوْرَهُمْ نَارًا اَوْحَشَا اللّٰهُ اَجْوَافَهُمْ وَقُبُوْرَهُمْ نَارًا.

১৩০২. আওন ইব্‌ন সাল্লাম আল-কূফী (র)...... আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুশরিকরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে আসরের সালাত থেকে বিরত রাখে। এমনকি সূর্য লাল কিংবা হলূদ বর্ণ হয়ে গেল। এতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, ওরা আমাদেরকে মধ্যবর্তী সালাত-আসরের সালাত থেকে বিরত রাখল। আল্লাহ্ তাদের উদর ও কবরকে অগ্নিময় করে দিন।

١٣٠٣- وَحَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ يَحْيٰى التَّمِيْمِىُّ قَالَ قَرَأْتُ عَلٰى مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيْمٍ عَنْ اَبِىْ يُوْنُسَ مَوْلٰى عَائِشَةَ قَالَ اَمَرَتْنِىْ عَائِشَةُ اَنْ اَكْتُبَ لَهَا مُصْحَفًا وَقَالَتْ اِذَا بَلَغْتَ هٰذِهِ الْاٰيَةَ فَاٰذِنِّىْ «حَافِظُوْا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاَةِ الْوُسْطٰى» قَالَ فَلَمَّا بَلَغْتُهَا اٰذَنْتُهَا فَاَمْلَتْ عَلَىَّ «حَافِظُوْا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاَةِ الْوُسْطٰى وَصَلاَةِ الْعَصْرِ وَقُوْمُوْا لِلّٰهِ قَانِتِيْنَ» قَالَتْ عَائِشَةُ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ.

১৩০৩. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া তামীমী (র)......আয়েশা (রা)-এর আযাদকৃত গোলাম আবূ ইউনুস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আয়েশা (রা) আমাকে তাঁর জন্য কুরআন শরীফের একটি কপি লিখে দিতে আদেশ করলেন। এবং বললেন, যখন তুমি আয়াত– "তুমি তোমার সালাতের প্রতি যত্নবান হবে, বিশেষত মধ্যবর্তী সালাতের" (সূরা বাকারা : ২৩৮) এ পর্যন্ত পৌছবে, তখন আমাকে জানাবে। তিনি বলেন, আমি উক্ত আয়াতে পৌছলে তাঁকে অবহিত করলাম এবং তিনি আমাকে দিয়ে লিখালেন : "তোমরা সালাতের প্রতি যত্নবান হবে, বিশেষত মধ্যবর্তী সালাত ও আসরের সালাত এবং আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে তোমরা বিনীতভাবে দাঁড়াবে।" (এরপর) আয়েশা (রা) বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে এরূপ শুনেছি।

١٣٠٤- حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الْحَنْظَلِىُّ قَالَ اَخْبَرَنَا يَحْيٰى بْنُ اٰدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ مَرْزُوْقٍ عَنْ شَقِيْقِ بْنِ عُقْبَةَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ نَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ حَافِظُوْا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَصَلاَةِ الْعَصْرِ فَقَرَأْنَاهَا مَا شَاءَ اللّٰهُ ثُمَّ نَسَخَهَا اللّٰهُ فَنَزَلَتْ « **حَافِظُوْا عَلَى الصَّلَوٰتِ وَالصَّلاَةِ الْوُسْطٰى** » فَقَالَ رَجُلٌ كَانَ جَالِسًا عِنْدَ شَقِيْقٍ لَهُ هِىَ اِذَنْ صَلاَةُ الْعَصْرِ فَقَالَ الْبَرَاءُ قَدْ اَخْبَرْتُكَ كَيْفَ نَزَلَتْ وَكَيْفَ نَسَخَهَا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ-

قَالَ مُسْلِمٌ وَرَوَاهُ الْاَشْجَعِىُّ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِىِّ عَنِ الْاَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ شَقِيْقِ بْنِ عُقْبَةَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ قَرَأْنَاهَا مَعَ النَّبِىِّ ﷺ زَمَانًا بِمِثْلِ حَدِيْثِ فُضَيْلِ بْنِ مَرْزُوْقٍ.

১৩০৪. ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম আল-হান্যালী (র)......বারা ইব্ন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "তোমরা সালাতের প্রতি যত্নবান হবে এবং আসরের সালাতের প্রতি" এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে আর আমরা তা পড়েছি যতদিন আল্লাহ্র ইচ্ছা। এরপর আল্লাহ্ তা রহিত করে দিলেন। এরপর আবতীর্ণ হল, "তোমরা সালাতের প্রতি যত্নবান হবে, বিশেষত মধ্যবর্তী সালাতের" (সূরা বাকারা : ২৩৮)। সে সময়ে এক ব্যক্তি যিনি শাকীক-এর কাছে বসা ছিলেন তিনি বললেন, তা হলে তো এটা আসরের সালাত। তখন বারা (রা) বললেন, কিরূপে আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে এবং কিভাবে আল্লাহ্ তা রহিত করে দিলেন আমি তা তোমাকে অবহিত করেছি। আল্লাহ্ই অধিক জ্ঞাত।

ইমাম মুসলিম বলেন, এ হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন আশজাঈ (র)......বারা ইব্ন আযিব (রা) থেকে। তিনি বলেন, আমরা এ আয়াতটি নবী ﷺ-এর সঙ্গে কিছুকাল পাঠ করেছি। ফুযায়ল ইব্ন মারযূক (র)-এর হাদীসের অনুরূপ।

١٣٠٥- وَحَدَّثَنِىْ اَبُوْ غَسَّانَ الْمِسْمَعِىُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى عَنْ مُعَاذِ بْنِ هِشَامٍ قَالَ اَبُوْ غَسَّانَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ عَنْ يَحْيٰى بْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَوْمَ الْخَنْدَقِ جَعَلَ يَسُبُّ كُفَّارَ قُرَيْشٍ وَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَاللّٰهِ مَا كِدْتُ اَنْ اُصَلِّىَ الْعَصْرَ حَتّٰى كَادَتْ اَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَالَ رَسُوْلُ

اللّٰهِ ﷺ فَوَاللّٰهِ اِنْ صَلَّيْتُهَا فَنَزَ لْنَا اِلٰى بُطْحَانَ فَتَوَضَّا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَتَوَضَّاْنَا فَصَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْعَصْرَ بَعْدَ مَاغَرَبَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلّٰى بَعْدَ هَا الْمَغْرِبَ.

১৩০৫. আবূ গাস্সান আল-মিসামাঈ ও মুহাম্মদ ইব্নুল মুসান্না (র)......জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত যে, খন্দকের দিন উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) কুরায়শ কাফিরদেরকে ভর্ৎসনা করতে লাগলেন এবং বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আল্লাহ্র কসম, আমি আসরের সালাত আদায় করতে পারলাম না, অথচ সূর্য অস্ত যাওয়ার সময় হয়ে গেল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, আল্লাহ্র কসম! আমিও তো ঐ সালাত আদায় করতে পারি নি। এরপর আমরা এক কংকরময় স্থানের দিকে নেমে গেলাম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উযূ করলেন, আমরাও উযূ করলাম। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সূর্যাস্তের পর আসরের সালাত আদায় করলেন, এরপর মাগরিবের সালাত আদায় করলেন।

١٣٠٤– وَحَدَّثَنَا اَبُوْبَكْرِبْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَاِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَبُوْبَكْرٍ حَدَّثَنَا وَقَالَ اِسْحٰقُ اَخْبَرَنَا وَكِيْعٌ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ فِىْ هٰذَا الْاِسْنَادِ بِمِثْلِهِ.

১৩০৬. আবূ বাক্র ইব্ন আবূ শায়বা ও ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম (র)......ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আবূ কাসীর (র) থেকে এ সনদে অনুরূপ বর্ণনা করছেন।

٣٧– بَابُ فَضْلِ صَلَاتَيِ الصُّبْحِ وَالْعَصْرِ وَالْمُحَافَظَةِ عَلَيْهِمَا..

৩৭. পরিচ্ছেদ : ফজর ও আসরের সালাতের ফযীলত ও এ দু'সালাতের প্রতি যত্নবান হওয়া

١٣٠٧– حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلٰى مَالِكٍ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ يَتَعَاقَبُوْنَ فِيْكُمْ مَلَائِكَةٌ بِاللَّيْلِ وَمَلَائِكَةٌ بِالنَّهَارِ وَيَجْتَمِعُوْنَ فِىْ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ ثُمَّ يَعْرُجُ الَّذِيْنَ بَاتُوْا فِيْكُمْ فَيَسْاَلُهُمْ وَهُوَ اَعْلَمُ بِهِمْ كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِىْ فَيَقُوْلُوْنَ تَرَكْنَا هُمْ وَهُمْ يُصَلُّوْنَ وَاَتَيْنَا هُمْ وَهُمْ يُصَلُّوْنَ.

১৩০৭. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র)......আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, তোমাদের কাছে পালাক্রমে একদল ফেরেশ্তা রাতে এবং একদল ফেরেশ্তা দিনে আসতে থাকেন এবং তাঁরা উভয় দল ফজর ও আসরের সালাতে একত্র হন। এরপর যাঁরা তোমাদের মাঝে রাত্রি যাপন করেছিলেন তাঁরা ঊর্ধ্বলোকে চলে যান। এরপর তাঁদের প্রতিপালক তাদেরকে প্রশ্ন করেন, অথচ তিনি তাঁদের চেয়ে অধিক জ্ঞাত— "তোমরা আমার বান্দাদের কি অবস্থায় রেখে এলে?" তখন তাঁরা বলেন, আমরা যখন তাদেরকে রেখে আসি, তখনও তারা সালাত আদায় করছিলেন আর যখন তাদের কাছে গিয়েছিলাম, তখনও তারা সালাত আদায় করছিলেন।

١٣٠٨– وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُبْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ وَالْمَلَائِكَةُ يَتَعَاقَبُوْنَ فِيْكُمْ بِمِثْلِ حَدِيْثِ اَبِى الزِّنَادِ.

১৩০৮. মুহাম্মদ ইব্ন রাফি' (র).....আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেন, ফেরেশ্তারা তোমাদের মধ্যে পালাক্রমে আসতে থাকেন। এরপর আবুয-যিনাদ (র)-এর হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٨٣-بَابُ بَيَانِ اَنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الْمَغْرِبِ عِنْدَ غُرُوْبِ الشَّمْسِ

৩৮. পরিচ্ছেদ : সূর্য ডুবে যাওয়ার পর মুহূর্তেই মাগরিবের প্রথম ওয়াক্ত

١٣٠٩- وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُبْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ قَالَ اَخْبَرَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ اَبِيْ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ اَبِيْ حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ جَرِيْرَ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ وَهُوَ يَقُوْلُ كُنَّا جُلُوْسًا عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِذْ نَظَرَ اِلَى الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ فَقَالَ اَمَا اِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هٰذَا الْقَمَرَ لَاتُضَامُّوْنَ فِي رُؤْيَتِهِ فَاِنِ اسْتَطَعْتُمْ اَنْ لَا تُغْلَبُوْا عَلَى صَلاَةٍ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوْبِهَا يَعْنِيْ الْعَصْرَ وَالْفَجْرَ ثُمَّ قَرَأَ جَرِيْرُ **وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوْبِهَا** .

১৩০৯. যুহায়র ইব্ন হারব (র)........ জারীর ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে বসা ছিলাম। হঠাৎ তিনি পূর্ণিমার চাঁদের দিকে নযর করে বললেন, শোন! তোমরা অচিরেই তোমাদের রবকে দেখতে পাবে, যেমন এ চাঁদকে তোমরা দেখতে পাচ্ছ। তোমরা আল্লাহ্কে দেখতে গিয়ে পরস্পর ভিড়ের চাপে পড়বে না। যদি তোমরা সক্ষম হও, তোমরা যেন সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের পূর্বে সালাত আদায় করতে পিছপা হয়ো না। অর্থাৎ ফজর ও আসরের সালাত। এরপর জারীর (রা) পাঠ করলেন : "এবং সূর্যোদয়ের আগে ও সূর্যাস্তের পূর্বে তোমার প্রতিপালকের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা কর।" [সূরা তাহা : ১৩০]

١٣١٠- وَحَدَّثَنَا اَبُوْبَكْرِبْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَاَبُوْ اُسَامَةَ وَ وَكِيْعٌ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ وَقَالَ اَمَا اِنَّكُمْ سَتُعْرَضُوْنَ عَلَى رَبِّكُمْ فَتَرَوْنَهُ كَمَاتَرَوْنَ هٰذَا الْقَمَرَ وَقَالَ ثُمَّ قَرَأَ وَلَمْ يَقُلْ جَرِيْرٌ .

১৩১০. আবূ বাক্র ইব্ন আবূ শায়বা (র) বলেন, আবদুল্লাহ্ ইব্ন নুমায়র, আবূ উসামা ও ওয়াকী (র) আমার কাছে এই সনদে রিওয়ায়াত বর্ণনায় বলেন যে, তিনি বলেন : জেনে রেখ, অচিরেই তোমাদেরকে স্বীয় প্রতিপালকের কাছে পেশ করা হবে, তোমরা তাঁকে দেখতে পাবে; যেমন দেখতে পাচ্ছ এ চাঁদকে। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর আয়াত পাঠ করেন। তিনি জারীরের নাম উল্লেখ করেন নি।

١٣١١- وَحَدَّثَنَا اَبُوْبَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ وَاَبُوْ كُرَيْبٍ وَاِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ جَمِيْعًا عَنْ وَكِيْعٍ قَالَ اَبُوْ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنِ ابْنِ اَبِيْ خَالِدٍ وَمِسْعَرٍ وَالْبَخْتَرِيِّ بْنِ الْمُخْتَارِسَمِعُوْهُ مِنْ اَبِيْ بَكْرِبْنِ عُمَارَةَ بْنِ رُؤَيْبَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لَنْ يَلِجَ النَّارَ اَحَدٌ صَلَّى قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوْبِهَا يَعْنِي الْفَجْرَ وَالْعَصْرَ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ اَهْلِ الْبَصْرَةِ اَنْتَ سَمِعْتَ هٰذَا مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ نَعَمْ قَالَ الرَّجُلُ وَاَنَا اَشْهَدُ اَنِّيْ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ سَمِعَتْهُ اُذُنَايَ وَوَعَاهُ قَلْبِيْ .

১৩১১. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা, আবূ কুরায়ব ও ইস্‌হাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র)......আবূ বাক্‌র ইব্‌ন উমারা ইব্‌ন রুয়াইবা (র) তার পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, যে সূর্যোদয়ের ও সূর্যাস্তের পূর্বে অর্থাৎ ফজর ও আসরের সালাত আদায় করে, সে কখনও জাহান্নামে প্রবেশ করবে না। তখন বসরাবাসী এক ব্যক্তি তাঁকে বললেন, আপনি কি এটা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছ থেকে শুনেছেন?' তিনি বললেন, হ্যাঁ। তখন সে ব্যক্তি বললেন। আমি এ মর্মে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমি নিজ কানে এটা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে শুনেছি এবং আমার হৃদয়ে গেঁথে রেখেছি।

١٣١٢- وَحَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اَبِي بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ اِبْنِ عُمَارَةَ بْنِ رُوَيْبَةَ عَنْ اَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ يَلِجُ النَّارَ مَنْ صَلَّى قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوْبِهَا وَعِنْدَهُ رَجُلٌ مِنْ اَهْلِ الْبَصْرَةِ فَقَالَ اَنْتَ سَمِعْتَ هٰذَا مِنَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ نَعَمْ اَشْهَدُ بِهِ عَلَيْهِ قَالَ وَاَنَا اَشْهَدُ لَقَدْ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُهُ بِالْمَكَانِ الَّذِي سَمِعْتَهُ مِنْهُ .

১৩১২. ইয়াকূব ইব্‌ন ইব্‌রাহীম আদ-দাওরাকী (র)......ইব্‌ন উমারা ইব্‌ন রুয়াইবা (রা) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি সূর্যোদয়ের ও সূর্যাস্তের পূর্বে সালাত আদায় করবে, সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে না। তখন তাঁর কাছে বাসরাবাসী এক লোক ছিলেন। তিনি বললেন, আপনি কি নবী ﷺ থেকে একথা শুনেছেন? তিনি (বর্ণনাকারী) বললেন হ্যাঁ, আমি এ বিষয়ে সাক্ষ্য দিচ্ছি। লোকটি বললেন, আমিও সাক্ষ্য দিচ্ছি। আমি নবী ﷺ-কে এটা বলতে শুনেছি সে স্থানে, যে স্থানে আপনি তাঁর থেকে শুনেছেন।

١٣١٣- وَحَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ الْاَزْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنِي اَبُوْ جَمْرَةَ الضُّبَعِيُّ عَنْ اَبِي بَكْرٍ عَنْ اَبِيهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ صَلَّى الْبَرْدَيْنِ دَخَلَ الْجَنَّةَ .

১৩১৩. হাদ্দাব ইব্‌ন খালিদ আল-আযদী (র)....... আবূ বাক্‌র (র) তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন যে, রাসুলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি শান্ত-স্নিগ্ধ দুই সময়ের সালাত অর্থাৎ ফজর ও আসর আদায় করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

١٣١٤- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِي عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ السَّرِيِّ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ خِرَاشٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُوْ بْنُ عَاصِمٍ قَالاَ جَمِيْعًا حَدَّثَنَا هَمَّامٌ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ وَنَسَبَا اَبَا بَكْرٍ فَقَالاَ ابْنُ اَبِي مُوْسَى .

১৩১৪. ইব্‌ন আবূ উমর ও ইব্‌ন খিরাশ (র)...... হাম্মাম (র) সূত্রে বর্ণিত, উক্ত সনদে উভয় রাবী আবূ বাক্‌র (র)-এর পিতার নাম উল্লেখ করে বলেন যে, আবূ বাক্‌র ইব্‌ন মূসা।

١٣١٥- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ وَهُوَ ابْنُ اِسْمَاعِيلَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ اَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْاَكْوَعِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي الْمَغْرِبَ اِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَتَوَارَتْ بِالْحِجَابِ.

১৩১৩. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র)......সালামা ইব্‌নুল আক্‌ওয়া (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সূর্য ডুবে গেলে এবং পর্দার অন্তরালে চলে গেলে মাগরিবের সালাত আদায় করতেন।

١٣١٦- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الرَّازِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي اَبُوْ النَّجَاشِيُّ قَالَ سَمِعْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيْجٍ يَقُوْلُ كُنَّا نُصَلِّى الْمَغْرِبَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَيَنْصَرِفُ اَحَدُنَا وَاِنَّهُ لَيُبْصِرُ مَوَاقِعَ نَبْلِهِ.

১৩১৬. মুহাম্মদ ইব্‌ন মিহরান আর-রাযী (র)......রাফি' ইব্‌ন খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে মাগরিবের সালাত আদায় করতাম এমন সময়ে যে, আমাদের কেউ ফিরে যেত এবং নিক্ষিপ্ত তীর যে স্থানে পৌঁছত সে স্থান দেখতে পেত।

١٣١٧- وَحَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الْحَنْظَلِيُّ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ اِسْحٰقَ الدِمَشْقِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي اَبُوْ النَّجَاشِيِّ قَالَ حَدَّثَنِيْ رَافِعُ بْنُ خَدِيْجٍ قَالَ كُنَّا نُصَلِّى الْمَغْرِبَ بِنَحْوِهِ.

১৩১৭. ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম আল-হানযালী (র).....রাফি ইব্‌ন খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা মাগরিবের সালাত আদায় করতাম, অতঃপর পূর্বের অনুরূপ।

٣٩- بَابُ وَقْتِ الْعِشَاءِ وَتَاخِيْرِهَا

৩৭. পরিচ্ছেদ : ইশার সময় ও তাতে দেরী করা

١٣١٨- وَحَدَّثَنَا عَمْرُوَ بْنُ سَوَّادٍ الْعَا مِرِيُّ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيٰى قَالاَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ يُوْنُسُ اَنَّ ابْنَ شِهَابٍ اَخْبَرَهُ قَالَ اَخْبَرَنِيْ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ اَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ اَعْتَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْلَةً مِنَ اللَّيَالِيْ بِصَلاَةِ الْعِشَاءِ وَهِيَ الَّتِي تُدْعَى الْعَتَمَةُ فَلَمْ يَخْرُجْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى قَالَ عُمَرُبْنُ الْخَطَّابِ نَامَ النِّسَاءُ وَالصِبْيَانُ فَخَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ لاَهْلِ الْمَسْجِدِ حِيْنَ خَرَجَ عَلَيْهِمْ مَايَنْتَظِرُهَا اَحَدٌ مِنْ اَهْلِ الْاَرْضِ غَيْرُكُمْ وَذَالِكَ قَبْلَ اَنْ يَفْشُوَالْاِسْلاَمُ فِى النَّاسِ زَادَ حَرْمَلَةُ فِيْ رِوَا يَتِهِ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَذُكِرَلِيْ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ وَمَاكَانَ لَكُمْ اَنْ تَنْزُرُوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَلَى الصَّلاَةِ وَذَاكَ حِيْنَ صَاحَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ.

১৩১৮. আম্‌র ইব্‌ন সাওয়াদ আমিরী ও হার্‌মালা ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র)......নবী ﷺ-এর সহধর্মিণী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোন এক রাতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইশার সালাত, যাকে আতামা বলা হতো. দেরী করলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বের হলেন না, যতক্ষণ না উমর (রা) বললেন, মহিলা ও শিশুরা ঘুমিয়ে পড়েছে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বেরিয়ে এসে মসজিদের লোকদের বললেন, তোমরা ছাড়া পৃথিবীর কেউই এ সালাতের জন্য অপেক্ষা করছে না। এটি ছিল সেই সময়ের ঘটনা, যখন মানুষের মধ্যে ইসলাম বিস্তার লাভ করেনি। হারমালা

তাঁর বর্ণনায় অতিরিক্ত বলেন, ইব্ন শিহাব বলেন, আমাকে বলা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, তোমাদের জন্য উচিত নয় যে, তোমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে সালাতের জন্য পীড়াপীড়ি করবে। এটি তখনই বলেছিলেন, যখন উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে উচ্চৈঃস্বরে আহবান করেছিলেন।

١٣١٩- وَحَدَّثَنِىْ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ عَنْ جَدِّىْ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ مِثْلَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَ الزُّهْرِىِّ وَذُكِرَ لِىْ وَمَابَعْدَهُ .

১৩১৯. আবদুল মালিক ইব্ন শু'আয়ব ইবন-লায়স (র)......ইব্ন শিহাব (র) থেকে উক্ত সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। এতে যুহরী এ কথা উল্লেখ করেন নি যে, 'আমাকে বলা হয়েছে' এবং তার পরবর্তী অংশ।

١٣٢٠- حَدَّثَنِىْ اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ كِلَاهُمَا عَنْ مُحَمَّدِبْنِ بَكْرٍ ح وَحَدَّثَنِىْ هٰرُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ ح وَحَدَّثَنِىْ حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ وَمُحَمَّدُبْنُ رَافِعٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ (وَاَلْفَاظُهُمْ مُتَقَارِبَةٌ) قَالُوْا جَمِيْعًا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِى الْمُغِيْرَةُ بْنُ حَكِيْمٍ عَنْ اُمِّ كُلْثُوْمٍ بِنْتِ اَبِىْ بَكْرٍ اَنَّهَا اَخْبَرَتْهُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اَعْتَمَ النَّبِىُّ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ حَتّٰى ذَهَبَ عَامَّةُ اللَّيْلِ وَحَتّٰى نَامَ اَهْلُ الْمَسْجِدِ ثُمَّ خَرَجَ فَصَلّٰى فَقَالَ اِنَّهُ لَوَقْتُهَا لَوْلَا اَنْ اَشُقَّ عَلٰى اُمَّتِىْ وَفِىْ حَدِيْثِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ لَوْلَا اَنْ يَشُقَّ عَلٰى اُمَّتِىْ .

১৩২০. ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম, মুহাম্মদ ইব্ন হাতিম, হারূন ইব্ন আবদুল্লাহ্, হাজ্জাজ ইব্নুশ শাঈর ও মুহাম্মদ ইব্ন রাফি' (র)......আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক রাতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ (ইশার সালাতে) দেরী করেন। এমনকি রাতের এক বড় অংশ অতিবাহিত হয়ে গেল। যারা মসজিদে ছিল তারাও ঘুমিয়ে পড়ল। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বেরিয়ে এসে সালাত আদায় করলেন। এরপর বললেন, এটাই সালাতের প্রকৃত সময়, যদি না আমি আমার উম্মতের জন্য একে কষ্টকর মনে করতাম। আবদুর রায্যাকের বর্ণনায় রয়েছে, যদি আমার উম্মাতের উপর তা কষ্টকর না হতো।

١٣٢١- وَحَدَّثَنِىْ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اِسْحٰقُ اَخْبَرَنَا وَقَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ مَكَثْنَا ذَاتَ لَيْلَةٍ نَنْتَظِرُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لِصَلَاةِ الْعِشَاءِ الْاٰخِرَةِ فَخَرَجَ اِلَيْنَا حِيْنَ ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ اَوْبَعْدَهُ فَلَا نَدْرِىْ أَشَىْءٌ شَغَلَهُ فِىْ اَهْلِهِ اَوْغَيْرُ ذٰلِكَ فَقَالَ حِيْنَ خَرَجَ اِنَّكُمْ لَتَنْتَظِرُوْنَ صَلَاةً مَايَنْتَظِرُهَا اَهْلُ دِيْنٍ غَيْرُكُمْ وَلَوْلَا اَنْ يَثْقُلَ عَلٰى اُمَّتِىْ لَصَلَّيْتُ بِهِمْ هٰذِهِ السَّاعَةَ ثُمَّ اَمَرَ الْمُؤَذِّنَ فَاَقَامَ الصَّلَاةَ وَصَلّٰى .

১৩২১. যুহায়র ইব্ন হারব ও ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম (র)......আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একরাতে আমরা শেষ ইশার সালাত আদায়ের জন্য রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর অপেক্ষায় ছিলাম। রাতের এক-তৃতীয়াংশ অথবা আরো কিছু বেশি সময় অতিবাহিত হওয়ার পর তিনি আমাদের কাছে বেরিয়ে এলেন।

আমরা জানতাম না যে, পারিবারিক কোন কাজ তাঁকে ব্যস্ত রেখেছিল, না অন্য কোন কাজে তিনি মশগুল ছিলেন। তারপর তিনি বেরিয়ে এসে বললেন, তোমরা এমন এক সালাতের অপেক্ষা করছ, যার জন্য তোমরা ছাড়া অন্য কোন ধর্মাবলম্বীগণ অপেক্ষা করে নি। আমার উম্মতের উপর যদি তা ভারী না হতো, তাহলে তাদের নিয়ে এই সময়ই সালাত আদায় করতাম। তারপর তিনি মু'আয্যিনকে আদেশ দিলেন। সে সালাতের ইকামত দিল এবং তিনি সালাত আদায় করলেন।

١٣٢٢- وَحَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ نَافِعٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ شُغِلَ عَنْهَا لَيْلَةً فَاَخَّرَهَا حَتّٰى رَقَدْنَا فِى الْمَسْجِدِ ثُمَّ اسْتَيْقَظْنَا ثُمَّ رَقَدْنَا ثُمَّ اسْتَيْقَظْنَا ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ لَيْسَ اَحَدٌ مِنْ اَهْلِ الْاَرْضِ اللَّيْلَةَ يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ غَيْرُكُمْ .

১৩২২. মুহাম্মদ ইব্ন রাফি' (র)......আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক রাতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইশার সালাতের সময় ব্যস্ত হয়ে পড়েন। ফলে সালাতে দেরী করেন। এমনকি আমরা মসজিদে ঘুমিয়ে পড়ি, আবার জেগে উঠি, আবার ঘুমিয়ে পড়ি, আবার জেগে উঠি। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের কাছে বেরিয়ে এলেন এবং বললেন, তোমরা ছাড়া পৃথিবীর কেউই এই রাতে এই সালাতের জন্য অপেক্ষা করছে না।

١٣٢٣- وَحَدَّثَنِيْ اَبُوْبَكْرِبْنُ نَافِعٍ الْعَبْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا بَهْزُبْنُ اَسَدٍ الْعَمِّيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُبْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ اَنَّهُمْ سَاَلُوْا اَنَسًا عَنْ خَاتَمِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اَخَّرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْعِشَاءَ ذَاتَ لَيْلَةٍ اِلٰى شَطْرِ اللَّيْلِ اَوْ كَادَ يَذْهَبُ شَطْرُ اللَّيْلِ ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ اِنَّ النَّاسَ قَدْصَلَّوْا وَنَامُوْا وَاِنَّكُمْ لَمْ تَزَالُوْا فِىْ صَلَاةٍ مَاانْتَظَرْتُمُ الصَّلَاةَ قَالَ اَنَسٌ كَاَنِّىْ اَنْظُرُ اِلٰى وَبِيْصِ خَاتَمِهِ مِنْ فِضَّةٍ وَرَفَعَ اِصْبَعَهُ الْيُسْرٰى بِالْخِنْصَرِ

১৩২৩. আবূ বাক্র ইব্ন নাফি' আবদী (র)...... সাবিত (রা) থেকে বর্ণিত যে, লোকেরা আনাস (রা)-কে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর আংটি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, একরাতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মাঝরাত পর্যন্ত অথবা মাঝ রাত অতিবাহিত হওয়ার কাছাকাছি সময় পর্যন্ত ইশার সালাত বিলম্ব করেন। এরপর তিনি এসে বললেন, লোকেরা সালাত আদায় করে শুয়ে পড়েছে। তোমরা যতক্ষণ সালাতের অপেক্ষায় ছিলে, ততক্ষণ তোমরা সালাতে রত ছিলে বলে গণ্য হবে। আনাস (রা) বলেন, আমি যেন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কনিষ্ঠ আঙ্গুলে রূপার আংটির চমক দেখতে পাচ্ছি। তখন তিনি তাঁর বাম হাতের আঙ্গুল উঠিয়েছিলেন।

١٣٢٤- وَحَدَّثَنِيْ حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْزَيْدٍ سَعِيْدُ بْنُ الرَّبِيْعِ قَالَ حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ نَظَرْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَيْلَةً حَتّٰى كَانَ قَرِيْبٌ مِنْ نِصْفِ اللَّيْلِ ثُمَّ جَاءَ فَصَلّٰى ثُمَّ اَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَكَاَنَّمَا اَنْظُرُ اِلٰى وَبِيْصِ خَاتَمِهِ فِىْ يَدِهِ مِنْ فِضَّةٍ

১৩২৪. হাজ্জাজ ইবনুশ্ শাঈর (রা)......আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক রাতে আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর জন্য অপেক্ষা করছিলাম। এমনকি মাঝ রাতের কাছাকাছি সময় হয়ে গেল। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উপস্থিত হয়ে সালাত আদায় করলেন। তারপর আমাদের দিকে মুখ ফিরালেন। এখনও আমি যেন তাঁর হাতের রূপার আংটির চমক দেখতে পাচ্ছি।

١٣٢٥- وَحَدَّثَنِى عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الصَّبَّاحِ الْعَطَّارُ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيْدِ الْحَنَفِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا قُرَّةُ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ وَلَمْ يَذْكُرْ ثُمَّ اَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهٖ .

১৩২৫. আবদুল্লাহ্ ইব্নুস সাব্বাহ্ আল-আত্তার (র).......কুররা (র) থেকে উক্ত সনদে বর্ণনা করেছেন; কিন্তু এতে "তারপর আমাদের দিকে মুখ ফিরালেন" অংশটি উল্লেখ করেন নি।

١٣٢٦- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ عَامِرٍ الْاَشْعَرِىُّ وَاَبُوْكُرَيْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ اَبِىْ بُرْدَةَ عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى قَالَ كُنْتُ اَنَا وَاَصْحَابِىْ الَّذِيْنَ قَدِمُوْا مَعِىْ فِى السَّفِيْنَةِ نُزُوْلاً فِىْ بَقِيْعِ بُطْحَانَ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِالْمَدِيْنَةِ فَكَانَ يَتَنَاوَبُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عِنْدَ صَلاَةِ الْعِشَاءِ كُلَّ لَيْلَةٍ نَفَرٌ مِنْهُمْ قَالَ اَبُوْمُوسٰى فَوَافَقْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَنَا وَاَصْحَابِىْ وَلَهُ بَعْضُ الشُّغْلِ فِىْ اَمْرِهٖ حَتّٰى اَعْتَمَ بِالصَّلاَةِ حَتّٰى ابْهَارَّ اللَّيْلُ ثُمَّ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَصَلّٰى بِهِمْ فَلَمَّا قَضٰى صَلاَتَهُ قَالَ لِمَنْ حَضَرَهُ عَلٰى رِسْلِكُمْ اُعْلِمُكُمْ وَاَبْشِرُوْا اَنَّ مِنْ نِعْمَةِ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اَنَّهُ لَيْسَ مِنَ النَّاسِ اَحَدٌ يُصَلِّى هٰذِهِ السَّاعَةَ غَيْرُكُمْ اَوْقَالَ مَاصَلّٰى هٰذِهِ السَّاعَةَ اَحَدٌ غَيْرُكُمْ لاَنَدْرِىْ اَىَّ الْكَلِمَتَيْنِ قَالَ قَالَ اَبُوْ مُوْسٰى فَرَجَعْنَا فَرِحِيْنَ بِمَا سَمِعْنَامِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ .

১৩২৬. আবূ আমির আল-আশ'আরী ও আবূ কুরায়ব (র)......আবূ মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ও আমার সঙ্গীরা—যারা নৌকায় করে আমার সাথে এসেছিল, মদীনার একটি কংকরময় প্রান্তরে অবতরণ করলাম। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মদীনায় ছিলেন। তাদের মধ্যে একদল প্রত্যেক রাতে ইশার সালাতের সময় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে পালাক্রমে আসত। আবূ মূসা (রা) বলেন, একরাতে আমি ও আমার কতিপয় সাথী রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে উপস্থিত হলাম; কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কোন কাজে মশগুল ছিলেন। ফলে ইশার সালাতে দেরী করলেন; এমনকি অর্ধরাত্রি হয়ে গেল। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বেরিয়ে এলেন এবং লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করলেন। সালাত শেষ করে তিনি উপস্থিত লোকদের বললেন, তোমরা নিজ জায়গায় থাক, আমি তোমাদের বাতলিয়ে দিচ্ছি। তোমাদের জন্য সুসংবাদ, তোমাদের উপর আল্লাহ্র বিশেষ অনুগ্রহ যে, এই সময় তোমরা ছাড়া আর কেউই সালাত আদায় করছে না অথবা তিনি বললেন, তোমরা ছাড়া কেউই এ সময় সালাত আদায় করে নি। বর্ণনাকারী বলেন, আমি ঠিক করে বলতে পারছি না, তিনি এই দু'টি বাক্যের কোনটি বলেছিলেন। আবূ মূসা (রা) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কথা শুনে আনন্দের সাথে ফিরে এলাম।

١٣٢٧- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُبْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ قُلْتُ لِعَطَاءٍ اَىُّ حِيْنٍ اَحَبُّ اِلَيْكَ اَنْ اُصَلِّى الْعِشَاءَ الَّتِىْ يَقُوْلُهَا النَّاسُ الْعَتَمَةَ اِمَامًا وَخِلْوًا قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ

عَبَّاسٍ يَقُوْلُ اَعْتَمَ نَبِيُّ اللّٰهِ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ الْعِشَاءَ قَالَ حَتّٰى رَقَدَ نَاسٌ وَاسْتَيْقَظُوْا وَرَقَدُوْا وَاسْتَيْقَظُوْا فَقَامَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ الصَّلٰوةُ فَقَالَ عَطَاءٌ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَخَرَجَ نَبِيُّ اللّٰهِ ﷺ كَاَنِّىْ اَنْظُرُ اِلَيْهِ الْاٰنَ يَقْطُرُ رَأْسُهُ مَاءً وَاضِعًا يَدَهُ عَلٰى شِقِّ رَأْسِهِ قَالَ لَوْلَا اَنْ يَشُقَّ عَلٰى اُمَّتِىْ لَاَمَرْتُهُمْ اَنْ يُصَلُّوْهَا كَذَالِكَ قَالَ فَاسْتَثْبَتُّ عَطَاءً كَيْفَ وَضَعَ النَّبِىُّ ﷺ يَدَهُ عَلٰى رَأْسِهِ كَمَا اَنْبَاَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ فَبَدَّلِىْ عَطَاءٌ بَيْنَ اَصَابِعِهِ شَيْئًا مِنْ تَبْدِيْدٍ ثُمَّ وَضَعَ اَطْرَافَ اَصَابِعِهِ عَلٰى قَرْنِ الرَّأْسِ ثُمَّ صَبَّهَا يُمِرُّهَا كَذٰلِكَ عَلَى الرَّأْسِ حَتّٰى مَسَّتْ اِبْهَامُهُ طَرَفَ الْاُذُنِ مِمَّا يَلِى الْوَجْهَ ثُمَّ عَلَى الصُّدْغِ وَنَاحِيَةِ اللِّحْيَةِ لَايُقَصِّرُ وَلَا يَبْطُشُ بِشَىْءٍ اِلَّا كَذٰلِكَ قُلْتُ لِعَطَاءٍ كَمْ ذُكِرَ لَكَ اَخَّرَهَا النَّبِىُّ ﷺ لَيْلَتَئِذٍ قَالَ لَا اَدْرِىْ قَالَ عَطَاءٌ اَحَبُّ اِلَىَّ اَنْ اُصَلِّيَهَا اِمَامًا وَخِلْوًا مُؤَخَّرَةً كَمَا صَلَّاهَا النَّبِىُّ ﷺ لَيْلَتَئِذٍ فَاِنْ شَقَّ عَلَيْكَ ذٰلِكَ خِلْوًا اَوْعَلَى النَّاسِ فِى الْجَمَاعَةِ وَاَنْتَ اِمَامُهُمْ فَصَلِّهَا وَسَطًا لَامُعَجَّلَةً وَلَامُؤَخَّرَةً .

১৩২৭. মুহাম্মদ ইব্‌ন রাফি' (র)......ইব্‌ন জুরায়জ (র) বলেন যে, আমি আতা-কে জিজ্ঞেস করলাম, তোমার নিকট কোন্ সময়টি উত্তম যে, আমি একাকী বা জামা'আতে ইশার সালাত আদায় করব, যাকে লোকেরা আতামা বলে? আতা বলেন, আমি ইব্‌ন আব্বাস (রা)-কে বলতে শুনেছি, নবী ﷺ একরাতে ইশার সালাতে উপস্থিত হতে দেরী করেন। এমনকি লোকজন ঘুমিয়ে পড়ে, আবার জেগে উঠে। আবার ঘুমিয়ে পড়ে, আবার জেগে উঠে। তারপর উমর (রা) উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, আস্-সালাত! আতা বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বেরিয়ে এলেন, আমি এখনও যেন দেখতে পাচ্ছি যে, তাঁর মাথা থেকে পানি পড়ছে, তখন তাঁর হাত তাঁর মাথার একপাশে রাখা ছিল। আর তিনি বললেন, আমি যদি আমার উম্মতের জন্য কষ্টকর মনে না করতাম, তাহলে তাদের এই সময় সালাত আদায় করতে আদেশ দিতাম। ইব্‌ন জুরায়জ (র) বলেন, আমি আতা'র কাছে ব্যাখ্যা চেয়ে জিজ্ঞেস করলাম যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর বর্ণনা অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কিভাবে তাঁর মাথার উপর হাত রেখেছিলেন ? তখন আতা তাঁর আঙ্গুলগুলো কিছুটা ফাঁক এবং আঙ্গুলের অগ্রভাগগুলো মাথার উপরিভাগে রাখেন। তারপর এভাবে আঙ্গুল টেনে আনেন যে, তার বৃদ্ধাঙ্গুলি চেহারার দিকের কানের পার্শ্ব স্পর্শ করে। এরপর হাত নিয়ে আসেন চোখ-কানের মধ্যস্থল ও দাড়ির পার্শ্ব পর্যন্ত। তিনি এটা ধীরেও করেননি, দ্রুতও নয়, এভাবেই নিয়ে আসেন। ইব্‌ন জুরায়জ ' বলেন যে, আমি আতাকে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ঐ রাতে ইশার সালাত কতক্ষণ বিলম্ব করে আদায় করেছিলেন, বলে আপনার কাছে বর্ণনা করা হয়েছে ? তিনি বললেন, আমি জানি না, আতা বলেন, আমি এটাই পছন্দ করি যে, একাকীই হই বা ইমাম হিসাবে আদায় করি, ইশার সালাত ততক্ষণ পর্যন্ত দেরী করে আদায় করব, যেরূপ দেরী করে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আদায় করেছিলেন। একাকী আদায় করার সময় দেরী করা যদি তোমার জন্য কষ্টকর হয় অথবা জামা'আতে পড়া অবস্থায় যদি লোকদের জন্য কষ্টকর হয়, তাহলে মধ্যম সময়ে এই সালাত আদায় করবে। তাড়াতাড়িও করবে না অথবা বেশি দেরীও করবে না।

١٣٢٨- حَدَّثَنَاه يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَاَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ قَالَ يَحْيَى اَخْبَرَنَا وَقَالَ الْاٰ خَرَانِ حَدَّثَنَا اَبُوْ الْاَحْوَصِ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُؤَخِّرُ صَلاَةَ الْعِشَاءِ الْاٰخِرَةِ .

১৩২৮. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া, কুতায়বা ইব্ন সাঈদ এবং আবূ বাক্র ইব্ন আবূ শায়বা (র)......জাবির ইব্ন সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইশার শেষ সালাত দেরী করে আদায় করতেন।

١٣٢٩- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَاَبُوْ كَامِلٍ الْجَحْدَرِىُّ قَالاَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّى الصَّلَوَاتِ نَحْوًا مِنْ صَلاَ تِكُمْ وَكَانَ يُؤَخِّرُ الْعَتَمَةَ بَعْدَ صَلاَتِكُمْ شَيْئًا وَكَانَ يُخِفُّ الصَّلاَ ةَ وَفِىْ رِوَايَةِ اَبِى كَامِلٍ يُخَفِّفُ .

১৩২৯. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ ও আবূ কামিল আল-জাহ্দারী (র)......জাবির ইব্ন সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তোমাদের মতই সালাত আদায় করতেন; তবে ইশার সালাত তোমাদের চাইতে একটু দেরী করে আদায় করতেন এবং তিনি সালাত সংক্ষেপে আদায় করতেন। আবূ কামিলের অপর এক বর্ণনায় يُخِفُّ এর স্থলে يُخَفِّفُ বর্ণিত হয়েছে।

١٣٣٠- وَحَدَّثَنِىْ زُهَيْرُبْنُ حَرْبٍ وَابْنُ اَبِى عُمَرَ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ ابْنِ اَبِى لَبِيْدٍ عَنْ اَبِى سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لاَتَغْلِبَنَّكُمْ الْاَعْرَابُ عَلٰى اِسْمِ صَلاَ تِكُمْ اَلاَ اِنَّهَا الْعِشَاءُ وَهُمْ يُعْتِمُوْنَ بِالْاِبِلِ .

১৩৩০. যুহায়র ইব্ন হারব ও ইব্ন আবূ উমর (র)......আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, বেদুঈনরা যেন তোমাদের সালাতের নামকরণে তোমাদের উপর প্রাধান্য বিস্তার না করে। স্মরণ রেখো, এ সালাতের নাম ইশা। বেদুঈনরা রাত অন্ধকার হলে উটের দুগ্ধ দোহন করে (যাকে 'আতামা' বলে) তাই তারা একে 'আতামা' নামে অভিহিত করে থাকে।

١٣٣١- وحَدَّثَنَا اَبُوْبَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِى لَبِيْدٍ عَنْ اَبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَتَغْلِبَنَّكُمُ الْاَعْرَابُ عَلٰى اسْمِ صَلاَتِكُمُ الْعِشَاءِ فَاِنَّهَا فِىْ كِتَابِ اللّٰهِ الْعِشَاءُ وَاِنَّهَا تُعْتِمُ بِحِلاَبِ الْاِبِلِ .

১৩৩১. আবূ বাক্র ইব্ন আবূ শায়বা (র)......ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, বেদুঈনরা যেন ইশার সালাতের নামকরণে তোমাদের উপর প্রাধান্য লাভ না করে। কেননা আল্লাহর কিতাবে একে ইশা নামে অভিহিত করা হয়েছে; কিন্তু বেদুঈনরা সে সময় উটের দুগ্ধ দোহনে বিলম্ব করে বলে একে 'আতামা' বলে।

٤٠- بَابُ اِسْتِحْبَابِ التَّبْكِيْرِ بِالصُّبْحِ فِىْ أَوَّلِ وَقْتِهَا وَهُوَ التَّغْلِيْسُ وَبَيَانِ قَدْرِ الْقِرَاءَةِ فِيْهَا

৪০. পরিচ্ছেদ : ফজরের সালাত প্রত্যুষে প্রথম ওয়াক্তে যাকে 'তাগলীস্' বলা হয়, আদায় করা মুস্তাহাব এবং তাতে সূরা পাঠের পরিমাণ

١٣٣٢- حَدَّثَنَا اَبُوْبَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُبْنُ حَرْبٍ كُلُّهُمْ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ عَمْرٌو حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ نِسَاءَ الْمُؤْمِنَاتِ كُنَّ يُصَلِّيْنَ الصُّبْحَ مَعَ النَّبِىِّ ﷺ ثُمَّ يَرْجِعْنَ مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُوْطِهِنَّ لاَيَعْرِفُهُنَّ اَحَدٌ .

১৩৩২. আবূ বাকর ইব্ন আবূ শায়বা, আম্র আন-নাকিদ ও যুহায়র ইব্ন হারব (র)......আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, মু'মিন মহিলারা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে ফজরের সালাত আদায় করে ফিরতেন নিজ নিজ চাদর গায়ে জড়িয়ে এবং কেউ তাঁদেরকে চিনতে পারতো না।

١٣٣٣- وَحَدَّثَنِىْ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيٰى قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ اَنَّ ابْنَ شِهَابٍ اَخْبَرَهُ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ اَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِىِّ ﷺ قَالَتْ لَقَدْ كَانَ نِسَاءٌ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ يَشْهَدْنَ الْفَجْرَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُوْطِهِنَّ ثُمَّ يَنْقَلِبْنَ اِلٰى بُيُوْتِهِنَّ وَمَا يُعْرَفْنَ مِنْ تَغْلِيْسِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِالصَّلاَةِ.

১৩৩৩. হারমালা ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (রা)......নবী ﷺ এ সহধর্মিণী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মু'মিন মহিলারা গায়ে চাদর জড়িয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে ফজরের সালাতে শরীক হতেন। তারপর নিজ গৃহে ফিরে যেতেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ ﷺ অন্ধকার থাকতেই ফজরের সালাত আদায় করতেন বিধায় তাদেরকে চেনা যেতো না।

١٣٣٤- وَحَدَّثَنَا نَصْرُبْنُ عَلِيِّ الْجَهْضَمِىُّ وَاِسْحٰقُ بْنُ مُوْسٰى الْاَنْصَارِىُّ قَالاَ حَدَّثَنَا مَعْنٌ عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيٰى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اِنْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيُصَلِّى الصُّبْحَ فَيَنْصَرِفُ النِّسَاءُ مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُوْطِهِنَّ مَايُعْرَفْنَ مِنَ الْغَلَسِ وَقَالَ الْاَنْصَارِىُّ فِىْ رِوَايَتِهِ مُتَلَفِّفَاتٍ .

১৩৩৪. নাস্র ইব্ন আলী আল-জাহযামী ও ইসহাক ইব্ন মূসা আল-আনসারী (র)......আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এমন সময় ফজরের সালাত আদায় করতেন যে, মহিলারা গায়ে চাদর জড়িয়ে চলে যেতেন, কিন্তু অন্ধকারহেতু তাদেরকে চেনা যেতো না। আনসারী তাঁর অপর এক বর্ণনায় مُتَلَفِّعَاتٍ এর স্থলে مُتَلَفِّفَاتٍ বলেছেন।

١٣٣٥- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

عَمْرِو بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ لَمَّا قَدِمَ الْحَجَّاجُ الْمَدِيْنَةَ فَسَأَلْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ فَقَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّى الظُّهْرَ بِالْهَاجِرَةِ وَالْعَصْرَ وَالشَّمْسُ نَقِيَّةٌ وَالْمَغْرِبَ اِذَا وَجَبَتْ وَالْعِشَاءَ اَحْيَانًا يُؤَخِّرُهَا وَاَحْيَانًا يُعَجِّلُ كَانَ اِذَا رَاٰهُمْ قَدِ اجْتَمَعُوْا عَجَّلَ وَاِذَا رَاٰهُمْ قَدْ اَبْطَأُوْا اَخَّرَ وَالصُّبْحَ كَانُوْا اَوْ (قَالَ) كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّيْهَا بِغَلَسٍ .

১৩৩৫. আবূ বাক্র ইব্ন আবূ শায়বা, মুহাম্মদ ইব্নুল মুসান্না ও ইব্ন বাশ্শার (র)......মুহাম্মাদ ইব্ন আমর ইব্ন হাসান ইব্ন আলী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হাজ্জাজ মদীনায় উপস্থিত হলে আমি জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা)-কে (সালাতের সময় সম্পর্কে) জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সূর্য মধ্যাকাশ থেকে ঢলে পড়লেই যোহরের সালাত আদায় করতেন, সূর্যের আলো পরিষ্কার থাকা অবস্থাতেই আসরের সালাত আদায় করতেন, সূর্য ডুবলেই মাগরিবের সালাত আদায় করতেন এবং ইশার সালাত কখনো দেরী করে, আবার কখনো ত্বরান্বিত করে আদায় করতেন। যখন দেখতেন যে, লোকজন সমবেত হয়েছে, তখন ত্বরায় করে নিতেন। আর যখন দেখতেন যে, লোকদের দেরী হচ্ছে, তখন তিনিও বিলম্ব করতেন। আর ফজরের সালাত সাহাবীগণ অথবা রাবী বলেছেন, নবী ﷺ অন্ধকার থাকতেই আদায় করতেন।

١٣٣٦– وَحَدَّثَنَاهُ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِيْ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدٍ سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ كَانَ الْحَجَّاجُ يُؤَخِّرُ الصَّلَوَاتِ فَسَأَلْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ بِمِثْلِ حَدِيْثِ غُنْدَرٍ .

১৩৩৬. উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন মু'আয (রা)......মুহাম্মদ ইব্ন আম্র ইব্ন হাসান ইব্ন আলী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হাজ্জাজ সালাত দেরী করে আদায় করতেন। অতঃপর আমরা জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা)-কে জিজ্ঞেস করলে তিনি সালাতের সময় সম্পর্কে উপরোক্ত হাদীসটি বর্ণনা করেন।

١٣٣٧– وَحَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ حَبِيْبٍ الْحَارِثِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ اَخْبَرَنِيْ سَيَّارُ بْنُ سَلَامَةَ قَالَ سَمِعْتُ اَبِيْ يَسْأَلُ اَبَابَرْزَةَ عَنْ صَلَاةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ قُلْتُ اَنْتَ سَمِعْتَهُ قَالَ فَقَالَ كَأَنَّمَا اَسْمَعُكَ السَّاعَةَ قَالَ سَمِعْتُ اَبِيْ يَسْأَلُهُ عَنْ صَلَاةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ كَانَ لَا يُبَالِيْ بَعْضَ تَأْخِيْرِهَا قَالَ يَعْنِي الْعِشَاءَ اِلٰى نِصْفِ اللَّيْلِ وَلَايُحِبُّ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَلَا الْحَدِيْثَ بَعْدَهَا قَالَ شُعْبَةُ ثُمَّ لَقِيْتُهُ بَعْدُ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ وَكَانَ يُصَلِّى الظُّهْرَ حِيْنَ تَزُوْلُ الشَّمْسُ وَالْعَصْرَ يَذْهَبُ الرَّجُلُ اِلٰى اَقْصَى الْمَدِيْنَةِ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ قَالَ وَالْمَغْرِبَ لَاَدْرِيْ اَيَّ حِيْنٍ ذَكَرَ قَالَ ثُمَّ لَقِيْتُهُ بَعْدُ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ وَكَانَ يُصَلِّى الصُّبْحَ فَيَنْصَرِفُ الرَّجُلُ فَيَنْظُرُ اِلٰى وَجْهِ جَلِيْسِهِ الَّذِيْ يَعْرِفُ فَيَعْرِفُهُ قَالَ وَكَانَ يَقْرَأُ فِيْهَا بِالسِّتِّيْنَ اِلَى الْمِائَةِ .

১৩৩৭. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন হাবীব আল-হারিসী (র)......সায়্যার ইব্ন সালামা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার পিতাকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সালাত সম্পর্কে আবূ বারযা (রা)-কে জিজ্ঞেস করতে শুনেছি। শু'বা বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি নিজেই শুনেছেন? সায়্যার বলেন, আমি যেন এই মুহূর্তেই শুনতে পাচ্ছি। এরপর সায়্যার বলেন, আমি আমার পিতাকে আবূ বারযা (রা)-এর কাছে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সালাত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে শুনেছি। আবূ বারযা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কোন কোন সালাত অর্থাৎ ইশার সালাত অর্ধরাত পর্যন্ত বিলম্ব করতে কুণ্ঠিত হতেন না। তবে ইশার সালাতের পূর্বে নিদ্রা যেতে এবং পরে আলোচনায় মশগুল হতে অপছন্দ করতেন। শু'বা বলেন, এরপর আমি আবূ বারযা (রা)-এর সঙ্গে সাক্ষাত করলাম এবং জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যোহরের সালাত আদায় করতেন, যখন সূর্য ঢলে পড়ত। আসরের সালাত আদায় করতেন, যখন সালাত শেষে কোন ব্যক্তি মদীনার শেষ প্রান্তে চলে যেতো এবং সূর্য তখনো সজীব থাকতো। শু'বা বলেন, পরে আমি আবার আবূ বারযা (রা)-এর সঙ্গে সাক্ষাত করে আবার তাঁকে জিজ্ঞেস করি। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এমন সময় ফজরের সালাত আদায় করতেন যে, সালাত শেষ করে মুসল্লী যখন ফিরে বসত, তখন সামনে বসা লোকটি পরিচিত হলে তাকে চিনতে পারতো। বর্ণনাকারী বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ফজরের সালাতে ৬০ থেকে ১০০ আয়াত পর্যন্ত পাঠ করতেন।

١٣٣٨- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَيَّارِبْنِ سَلاَمَةَ قَالَ سَمِعْتُ اَبَابَرْزَةَ يَقُوْلُ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَيُبَالِىْ بَعْضَ تَأْخِيْرِ صَلاَةِ الْعِشَاءِ اِلٰى نِصْفِ اللَّيْلِ وَكَانَ لاَيُحِبُّ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَلاَالْحَدِيْثَ بَعْدَهَا قَالَ شُعْبَةُ ثُمَّ لَقِيْتُهُ مَرَّةً اُخْرٰى فَقَالَ اَوْثُلُثِ اللَّيْلِ .

১৩৩৮. উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন মু'আয (র)......আবূ বারযা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইশা'র সালাত অর্ধরাত পর্যন্ত বিলম্ব করতে দ্বিধাবোধ করতেন না। তিনি ইশা'র সালাতের পূর্বে নিদ্রা যাওয়া এবং সালাতের পরে গল্পগুজব করাকে পসন্দ করতেন না। রাবী শু'বা বলেন, এরপর আমি আবার আমার উস্তাদের সঙ্গে সাক্ষাত করলে তিনি বলেন। অথবা রাতের এক-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত।

١٣٣٩- وَحدَّثَنَاهُ اَبُوْ كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ عَمْرٍو الْكَلْبِىُّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ سَيَّارِ بْنِ سَلاَمَةَ اَبِى الْمِنْهَالِ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا بَرْزَةَ الْاَسْلَمِىَّ يَقُوْلُ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُؤَخِّرُ الْعِشَاءَ اِلٰى ثُلُثِ اللَّيلِ وَيَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَالْحَدِيْثَ بَعْدَهَا وَكَانَ يَقْرَأُ فِىْ صَلاَةِ الْفَجْرِ مِنَ الْمِائَةِ اِلَى السِّتِّيْنَ وَكَانَ يَنْصَرِفُ حِيْنَ يَعْرِفُ بَعْضُنَا وَجْهَ بَعْضٍ .

১৩৩৯. আবূ কুরায়ব (র)......আবূ বারযা আল-আসলামী (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইশার সালাত রাতের এক-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত দেরী করতেন। ইশার সালাতের আগে নিদ্রা যাওয়া এবং পরে কথাবার্তা তিনি অপসন্দ করতেন। ফজরের সালাতে তিনি ষাট-থেকে একশ আয়াত পাঠ করতেন। এমন সময় সালাত শেষ করতেন, যখন আমরা একে অপরের চেহারা চিন্‌তে পারতাম।

٤١-بَابُ كَرَاهِيَةِ تَأْخِيْرِ الصَّلاَةِ عَنْ وَقْتِهَا الْمُخْتَارِ وَمَا يَفْعَلَهُ الْمَامُوْمُ اِذَا أَخَّرَهَا الْاِمَامُ

৪১. পরিচ্ছেদ : সালাতের বৈধ সময় থেকে বিলম্বে সালাত আদায় মাকরূহ আর ইমাম বিলম্ব করলে মুক্তাদি কি করবে

١٣٤٠- حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ح وَحَدَّثَنِي اَبُوْ الرَّبِيْعِ الزَّهْرَانِيُّ وَاَبُوْ كَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ اَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ عَنْ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ اَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَيْفَ اَنْتَ اِذَا كَانَتْ عَلَيْكَ اُمَرَاءُ يُؤَخِّرُوْنَ الصَّلاَةَ عَنْ وَقْتِهَا اَوْيُمِيْتُوْنَ الصَّلاَةَ عَنْ وَقْتِهَا قَالَ قُلْتُ فَمَا تَأْمُرُنِيْ قَالَ صَلِّ الصَّلاَةَ لِوَقْتِهَا فَاِنْ اَدْرَكْتَهَا مَعَهُمْ فَصَلِّ فَاِنَّهَا لَكَ نَافِلَةٌ وَلَمْ يَذْكُرْ خَلَفٌ عَنْ وَقْتِهَا .

১৩৪০. খালাফ ইব্‌ন হিশাম, আবু'র রাবী আয-যাহরানী ও আবূ কামিল আল-জাহদারী (র).......আবূ যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে বললেন, যখন তোমার উপর এমন সব আমীর হবেন, যারা নির্ধারিত সময় থেকে বিলম্বে সালাত আদায় করবে অথবা সালাতের সময় শেষ করে সালাত আদায় করবে, তখন তুমি কি করবে? আবূ যার (রা) বলেন, আমি বললাম, আপনি আমাকে কি করতে বলেন ? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : তুমি সালাত যথাসময়ে আদায় করে নেবে। তারপর তাদের সঙ্গেও যদি পাও তবে তুমি আবার আদায় করে নিবে এবং তা হবে তোমার জন্য নফল। বর্ণনাকারী খালাফ তাঁর বর্ণনায় عَنْ وَقْتِهَا শব্দ উল্লেখ করেন নি।

١٣٤١- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ اَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ اَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ اَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا اَبَا ذَرٍّ اِنَّهُ سَيَكُوْنُ بَعْدِي أُمَرَاءُ يُمِيْتُوْنَ الصَّلاَةَ فَصَلِّ الصَّلاَةَ لِوَقْتِهَا فَاِنْ صَلَّيْتَ لِوَقْتِهَا كَانَتْ لَكَ نَافِلَةً وَاِلاَّ كُنْتَ قَدْ اَحْرَزْتَ صَلاَتَكَ .

১৩৪১. ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র).......আবূ যার (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে বললেন, হে আবূ যার! আমার পরে এমন সব শাসক আসবে, যারা সালাতকে মেরে ফেলবে। তখন তুমি তোমার সালাত যথাসময়ে আদায় করে নেবে। আর সময়মত যদি তাদের সঙ্গে পড়তে পার, তবে তা হবে তোমার জন্য নফল। নতুবা তুমি তো তোমার সালাত হিফাযত করেই ফেলেছ।

١٣٤٢- وَحَدَّثَنَا اَبُوْبَكْرِبْنُ اَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُاللّٰهِ بْنُ اِدْرِيْسَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ اَبِي عِمْرَانَ عَنْ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ اَبِي ذَرٍّ قَالَ اِنَّ خَلِيْلِيْ اَوْصَانِيْ اَنْ اَسْمَعَ وَاُطِيْعَ وَاِنْ كَانَ عَبْدًا مُجَدَّعَ الْاَطْرَافِ وَاَنْ اُصَلِّي الصَّلاَةَ لِوَقْتِهَا فَاِنْ اَدْرَكْتَ الْقَوْمَ وَقَدْ صَلَّوْا كُنْتَ قَدْ اَحْرَزْتَ صَلاَتَكَ وَاِلاَّ كَانَتْ لَكَ نَافِلَةً .

১৩৪২. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা (রা)...... আবূ যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার খলীল (বন্ধু) ﷺ আমাকে এই অসিয়্যত করেছেন যে, আমি যেন (আমীরের) কথা শুনি ও মানি, যদিও তিনি হাত-পা কাটা দাস হন এবং আমি যেন যথাসময়ে সালাত আদায় করি। অতএব যদি দেখতে পাও যে, লোকেরাও সালাত আদায় করে ফেলেছে, তাহলে তুমি তো তোমার সালাত আদায় করেই নিয়েছ। অন্যথায় (তুমি তাদের সঙ্গে সালাত আদায় করলে) তা তোমার জন্য নফল হবে।

١٣٤٣- وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُبْنُ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ بُدَيْلٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا الْعَالِيَةِ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ اَبِيْ ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَضَرَبَ فَخِذِيْ كَيْفَ اَنْتَ اِذَابَقِيْتَ فِيْ قَوْمٍ يُؤَخِّرُوْنَ الصَّلَاةَ عَنْ وَقْتِهَا قَالَ قَالَ مَاتَأْمُرُ قَالَ صَلِّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا ثُمَّ اذْهَبْ لِحَاجَتِكَ فَاِنْ اُقِيْمَتِ الصَّلَاةُ وَاَنْتَ فِي الْمَسْجِدِ فَصَلِّ .

১৩৪৩. ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন হাবীব আল- হারিসী (র)........আবূ যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমার উরু স্পর্শ করে বললেন, তুমি কি করবে, যখন এমন এক সমাজে থাকবে যারা সালাতকে যথাসময় থেকে বিলম্বিত করবে? আবূ যার (রা) বললেন, আপনি আমাকে কি নির্দেশ করেন? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তুমি যথাসময় সালাত আদায় করে নিজের প্রয়োজনে বেরিয়ে যাবে। এরপর যদি সালাতের ইকামত হয় এবং তুমি মসজিদে উপস্থিত থাক, তাহলে তুমিও সালাত আদায় করে নেবে।

١٣٤٤- وَحَدَّثَنِيْ زُهَيْرُبْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ اَبِي الْعَالِيَةِ الْبَرَّاءِ قَالَ اَخَّرَابْنُ زِيَادٍ الصَّلَاةَ فَجَاءَنِيْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الصَّامِتِ فَاَلْقَيْتُ لَهُ كُرْسِيًّا فَجَلَسَ عَلَيْهِ فَذَكَرْتُ لَهُ صَنِيْعَ ابْنِ زِيَادٍ فَعَضَّ عَلٰى شَفَتِهِ وَضَرَبَ فَخِذِيْ وَقَالَ اِنِّيْ سَاَلْتُ اَبَا ذَرٍّ كَمَا سَاَلْتَنِيْ فَضَرَبَ فَخِذِيْ كَمَا ضَرَبْتُ فَخِذَكَ وَقَالَ اِنِّيْ سَاَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَمَا سَاَلْتَنِيْ فَضَرَبَ فَخِذِيْ كَمَا ضَرَبْتُ فَخِذَكَ وَقَالَ صَلِّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا فَاِنْ اَدْرَكَتْكَ الصَّلَاةُ مَعَهُمْ فَصَلِّ وَلَاتَقُلْ اِنِّيْ قَدْ صَلَّيْتُ فَلَا اُصَلِّيْ .

১৩৪৪. যুহায়র ইব্‌ন হারব (র)......আবুল আলিয়া বাররা (র) থেকে বর্ণিত যে, একদিন ইব্‌ন যিয়াদ সালাত আদায়ে দেরী করলেন। তারপর আবদুল্লাহ্ ইবনু'স সামিত (রা) আমার কাছে আসলেন। আমি তাঁর জন্য একটি কুরসী রাখলাম এবং তিনি তাতে বসলেন। আমি তাঁর কাছে ইব্‌ন যিয়াদের এ ব্যাপারটি উল্লেখ করলাম। (তা শুনে) তিনি তাঁর ঠোঁটে কামড় দিলেন এবং আমার রানে হাত মেরে বললেন, তুমি যেমন আমাকে জিজ্ঞেস করছ, আমিও তেমনি আবূ যার (রা)-কে জিজ্ঞেস করেছিলাম। আর তিনিও আমার রানে হাত মারলেন যেমনভাবে আমি তোমার রানে হাত মেরেছি। তারপর বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে এ প্রশ্ন করেছিলাম, যেমনভাবে তুমি আমাকে প্রশ্ন করেছ এবং তিনিও আমার রানে হাত মেরেছিলেন। যেমনভাবে আমি তোমার রানে হাত মেরেছি। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তুমি সালাত যথাসময় আদায় করে নাও। তারপর যদি তাদের সঙ্গে সালাত পাও তাহলে তুমিও আদায় করে নিও। আর এমন বলো না যে, আমি সালাত আদায় করে ফেলেছি, তাই আবার সালাত আদায় করব না।

١٣٤٥- وَحَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ النَّضْرِ التَّيْمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي نَعَامَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ كَيْفَ أَنْتُمْ أَوْ قَالَ كَيْفَ أَنْتَ إِذَا بَقِيتَ فِي قَوْمٍ يُؤَخِّرُونَ الصَّلاَةَ عَنْ وَقْتِهَا فَصَلِّ الصَّلاَةَ لِوَقْتِهَا ثُمَّ إِنْ أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَصَلِّ مَعَهُمْ فَإِنَّهَا زِيَادَةُ خَيْرٍ .

১৩৪৫. আসিম ইবনু'ন নাযর আত-তায়মী (র)......আবূ যার (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যখন তোমরা এমন এক সমাজে থাকবে যারা যথাসময় থেকে বিলম্ব করে সালাত আদায় করবে, তখন কি করবে? অথবা বলেছেন, তুমি কি করবে? অতঃপর বললেন, যথাসময়ে সালাত আদায় করবে। এরপর যদি সালাতের ইকামাত হয়, তাহলে তাদের সঙ্গেও সালাত আদায় করবে এবং তা হবে তোমার জন্য অতিরিক্ত সাওয়াব।

١٣٤٦- وَحَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذٌ وَهُوَ ابْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ مَطَرٍ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ الْبَرَّاءِ قَالَ قُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ نُصَلِّي يَوْمَ الْجُمُعَةِ خَلْفَ أُمَرَاءَ فَيُؤَخِّرُونَ الصَّلاَةَ قَالَ فَضَرَبَ فَخِذِي ضَرْبَةً أَوْجَعَتْنِي وَقَالَ سَأَلْتُ أَبَا ذَرٍّ عَنْ ذٰلِكَ فَضَرَبَ فَخِذِي وَقَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَالِكَ فَقَالَ صَلُّوا الصَّلاَةَ لِوَقْتِهَا وَاجْعَلُوا صَلاَتَكُمْ مَعَهُمْ نَافِلَةً قَالَ وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ ذُكِرَ لِي أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ ضَرَبَ فَخِذَ أَبِي ذَرٍّ .

১৩৪৬. আবূ গাস্সান আল-মিস্মাঈ (র)......আবুল আলিয়া বাররা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ্ ইবনু'স সামিতকে বললাম, আমরা জুমু'আর দিন এমন শাসকদের পেছনে সালাত আদায় করি, যারা সালাত বিলম্বিত করে। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর আবদুল্লাহ্ ইবনু'স সামিত আমার রানে এমনভাবে চাপড় মারলেন যে, আমি ব্যথা পেলাম। তারপর বললেন, আমিও আবূ যার (রা)-এর নিকট এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলাম এবং তিনি আমার রানে চাপড় মেরে বললেন, আমি রাসূলূল্লাহ্ ﷺ-কে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি বলেছিলেন যে, তোমরা যথাসময়ে সালাত আদায় করে নিও এবং তাদের সঙ্গে আদায়কৃত সালাতকে নফল ধরে নিও। বর্ণনাকারী বলেন, আবদুল্লাহ্ অপর এক বর্ণনায় বলেছেন, "আমার কাছে বর্ণনা করা হয়েছে যে, নবী ﷺ আবূ যার (রা)-এর রানে চাপড় মেরেছিলেন।"

٤٢- بَابُ فَضْلِ صَلاَةِ الْجَمَاعَةِ وَبَيَانِ التَّشْدِيدِ فِي التَّخَلُّفِ عَنْهَا .

৪২. পরিচ্ছেদ : জামা'আতে সালাত আদায়ের ফযীলত, তা বর্জনকারীর প্রতি কঠোরতা

١٣٤٧- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ صَلاَةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلاَةِ أَحَدِكُمْ وَحْدَهُ بِخَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ جُزْءًا.

১৩৪৭. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র)......আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলূল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, তোমাদের কারো একাকী সালাত আদায় করার চাইতে জামা'আতে পড়ার ফযীলত পঁচিশগুণ বেশি।

١٣٤٨- حَدَّثَنَا اَبُوْبَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْاَعْلٰى عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ تَفْضُلُ صَلاَةُ فِى الْجَمِيْعِ عَلٰى صَلاَةِ الرَّجُلِ وَحْدَهُ خَمْسًا وَعِشْرِيْنَ دَرَجَةً قَالَ وَتَجْتَمِعُ مَلاَئِكَةُ اللَّيْلِ وَمَلاَئِكَةُ النَّهَارِ فِىْ صَلاَةِ الْفَجْرِ قَالَ اَبُوْهُرَيْرَةَ اِقْرَأُوْا اِنْ شِئْتُمْ وَقُرْاٰنَ الْفَجْرِ اِنَّ قُرْاٰنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوْدًا.

১৩৪৮. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন, কারো একাকী সালাত আদায়ের চাইতে জামা'আতে সালাত আদায় করার ফযীলত পঁচিশ গুণ বেশি। তিনি বলেন, রাতের এবং দিনের ফেরেশতারা ফজরের সালাতে এসে একত্র হয়। আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, যদি তোমরা চাও তাহলে, (প্রমাণ স্বরূপ) এই আয়াতটি পাঠ কর ঃ اِنَّ قُرْاٰنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوْدًا

"আর (কায়েম কর) ফজরের সালাত, কেননা ফজরের সালাত (একত্রে) উপস্থিত হওয়ার সময়।"

١٣٤٩- وَحَدَّثَنِىْ اَبُوْبَكْرِ بْنُ اِسْحٰقَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْا اَيْمَانِ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيْبُ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ اَخْبَرَنِىْ سَعِيْدُ وَاَبُوْ سَلَمَةَ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ بِمِثْلِ حَدِيْثِ عَبْدِ الْاَعْلٰى عَنْ مَعْمَرٍ اِلاَّ اَنَّهُ قَالَ بِخَمْسٍ وَعِشْرِيْنَ جُزْءًا .

১৩৪৯. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন ইসহাক (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-কে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বলতে শুনেছি। তবে এই বর্ণনায় بِخَمْسٍ وَعِشْرِيْنَ دَرَجَةً-এর পরিবর্তে بِخَمْسٍ وَعِشْرِيْنَ جُزْءًا বাক্যটি বর্ণিত হয়েছে।

١٣٥٠- وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَفْلَحُ عَنْ اَبِىْ بَكْرِبْنِ مُحَمَّدِبْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ سَلْمَانَ الْاَغَرِّ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَلاَةُ الْجَمَاعَةِ تَعْدِلُ خَمْسًا وَعِشْرِيْنَ مِنْ صَلاَةِ الْفَذِّ .

১৩৫০. আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসলামা ইব্‌ন কা'নাব (র).......আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন যে, জামা'আতে সালাত একাকী সালাতের পঁচিশগুণ সমান।

١٣٥١- حَدَّثَنِىْ هٰرُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالاَ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِىْ عُمَرُ بْنُ عَطَاءِ بْنِ اَبِى الْجُوَارِ اَنَّهُ بَيْنَاهُوَ جَالِسٌ مَعَ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِبْنِ مُطْعِمٍ اِذْمَرَّ بِهِمْ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ خَتَنُ زَيْدِ بْنِ زَبَّانٍ مَوْلَى الْجُهَنِيِّيْنَ فَدَعَاهُ نَافِعٌ فَقَالَ سَمِعْتُ اَبَاهُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَلاَةٌ مَعَ الْاِمَامِ اَفْضَلُ مِنْ خَمْسٍ وَعِشْرِيْنَ صَلاَةً يُصَلِّيْهَا وَحْدَهُ .

১৩৫১. হারূন ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ও মুহাম্মাদ ইব্‌ন হাতিম (র)......আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, ইমামের সঙ্গে একবার সালাত আদায় করা একাকী পঁচিশবার সালাত আদায়ের চাইতে উত্তম।

١٣٥٢- حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ يَحْيٰى قَالَ قَرَأْتُ عَلٰى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ صَلاَةُ الْجَمَاعَةِ اَفْضَلُ مِنْ صَلاَةِ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِيْنَ دَرَجَةً .

১৩৫২. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র)........ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, জামা'আতে সালাত আদায় করার মর্যাদা একাকী সালাত আদায়ের চাইতে সাতাশ গুণ বেশি।

١٣٥٣- وَحَدَّثَنِىْ زُهَيْرُبْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُبْنُ الْمُثَنّٰى قَالاَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَخْبَرَنِىْ نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ صَلاَةُ الرَّجُلِ فِى الْجَمَاعَةِ تَزِيْدُ عَلٰى صَلاَتِهِ وَحْدَهُ سَبْعًا وَعِشْرِيْنَ .

১৩৫৩. যুহায়র ইব্ন হার্‌ব ও মুহাম্মদ ইব্নুল মুসান্না (র)......ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন, কোন ব্যক্তির জামা'আতে সালাত আদায় করা একাকী সালাত আদায়ের সাতাশ গুণ বেশি।

١٣٥٤- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ قَالاَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بِهٰذَا الاِسْنَادِ قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ اَبِيْهِ بِضْعًا وَعِشْرِيْنَ وَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ فِىْ رِوَايَتِهِ سَبْعًا وَعِشْرِيْنَ دَرَجَةً .

১৩৫৪. আবূ বাক্‌র ইব্ন আবূ শায়বা ও ইব্ন নুমায়র (র) উপরোক্ত সনদে ইব্ন নুমায়র (র)......তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা, করেন, 'বিশ গুণেরও বেশি; এবং আবূ বাক্‌র (রা) তাঁর বর্ণনায় বলেন, সাতাশ গুণ।

١٣٥٥-وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ رَفِعٍ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ اَبِىْ فُدَيْكٍ قَالَ اَخْبَرَنَا الضَّحَاكُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ بِضْعًا وَعِشْرِيْنَ .

১৩৫৫. ইব্ন রাফি' (র)........ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেন, বিশ গুণেরও বেশি।

١٣٥٦-وَحَدَّثَنِىْ عَمْرٌو النَّاقِدُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَدَ نَاسًافِىْ بَعْضِ الصَّلَوَاتِ فَقَالَ لَقَدْ هَمَمْتُ اَنْ اٰمُرَ رَجُلاً يُصَلِّىْ بِالنَّاسِ ثُمَّ اُخَالِفَ اِلٰى رِجَالٍ يَتَخَلَّفُوْنَ عَنْهَا فَاٰمُرُبِهِمْ فَيُحَرِّقُوْا عَلَيْهِمْ بِحُزَمِ الْحَطَبِ بُيُوْتَهُمْ وَلَوْ عَلِمَ اَحَدُهُمْ اَنَّهُ يَجِدُ عَظْمًا سَمِيْنًا لَشَهِدَهَا يَعْنِىْ صَلاَةَ الْعِشَاءِ .

১৩৫৬. আম্‌র আন-নাকিদ (র)......আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কোন এক সালাতে কতিপয় লোককে অনুপস্থিত পান। তখন তিনি বললেন, আমি সংকল্প করেছিলাম যে, কোন একজনকে এই মর্মে আদেশ করি যে, সে লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করুক এবং আমি তাদের পিছনে যাই, যারা সালাতে আসেনি। তারপর আমি নির্দেশ দেই যে, তাদের ঘর জ্বালানী কাঠের আঁটি দ্বারা তাদেরসহ জ্বালিয়ে দেওয়া হোক। তারা যদি জানতো যে, এখানে আসলে উটের গোশ্‌ত ভর্তি মোটা হাঁড় পাওয়া যাবে, তবে নিশ্চয়ই এই সালাতে অর্থাৎ ইশার সালাতে উপস্থিত হত।

١٣٥٧- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْبَكْرِبْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَاَبُوْ كُرَيْبٍ وَاللَّفْظُ لَهُمَا قَالاَ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنَّ اَثْقَلَ صَلاَةٍ عَلَى الْمُنَافِقِيْنَ صَلاَةُ الْعِشَاءِ وَصَلاَةُ الْفَجْرِ وَلَوْ يَعْلَمُوْنَ مَافِيْهِمَا لَاَتَوْهُمَا وَلَوْحَبْوًا وَلَقَدْ هَمَمْتُ اَنْ اٰمُرَ بِالصَّلاَةِ فَتُقَامَ ثُمَّ اٰمُرَ رَجُلاً فَيُصَلِّىْ بِالنَّاسِ ثُمَّ اَنْطَلِقَ مَعِىْ بِرِجَالٍ مَعَهُمْ حُزَمٌ مِنْ حَطَبٍ اِلٰى قَوْمٍ لاَيَشْهَدُوْنَ الصَّلاَةَ فَاُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوْتَهُمْ بِالنَّارِ

১৩৫৭. ইব্‌ন নুমায়র, আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা ও আবূ কুরায়ব (র)......আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন যে, মুনাফিকদের জন্য সব চাইতে ভারী সালাত হলো ইশা ও ফজরের সালাত। তারা যদি এই দুই সালাতে কী মর্যাদা আছে জানতে পারত, তবে হামাগুড়ি দিয়েও এ দুই সালাতে উপস্থিত হত। আমি মনস্থ করেছিলাম যে, আমি সালাত সম্পর্কে আদেশ করি যে, ইকামত দেওয়া হোক। এরপর একজনকে নির্দেশ করি, সে লোকদের নিয়ে সালাত কায়েম করুক। তারপর আমি লাকড়ির বোঝাসহ একদল লোক নিয়ে সেই সব লোকের ঘরে চলে যাই যারা সালাতে উপস্থিত হয় না। অতঃপর তাদের ঘর আগুন দিয়ে তাদের সহ জ্বালিয়ে দেই।

١٣٥٨- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُبْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هٰذَا مَا حَدَّثَنَا اَبُوْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرَ اَحَادِيْثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَقَدْ هَمَمْتُ اَنْ اٰمُرَ فِتْيَانِىْ اَنْ يَسْتَعِدُّوْا لِىْ بِحُزَمٍ مِنْ حَطَبٍ ثُمَّ اٰمُرَ رَجُلاً يُصَلِّىْ بِالنَّاسِ ثُمَّ تُحَرَّقُ بُيُوْتٌ عَلٰى مَنْ فِيْهَا

১৩৫৮. মুহাম্মদ ইব্‌ন রাফি' (র).......হাম্মাম ইব্‌ন মুনাব্বিহ্ (র) বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে কতকগুলো হাদীস বর্ণনা করেছেন। তার একটি এই যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, আমি মনস্থ করি যে, আমি আমার যুবকদেরকে লাকড়ির আঁটি আমার জন্য প্রস্তুত করে দেয়ার নির্দেশ দেই এবং এক ব্যক্তিকে আদেশ দেই যে, সে লোকদের সালাত কায়েম করে। এরপর যারা (জামা'আতে শরীক না হয়ে) গৃহে বসে থাকবে, তাদের ঘর আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেই।

١٣٥٩–وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاَبُوْ كُرَيْبٍ وَاِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ وَكِيْعٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ عَنْ يَزِيْدَبْنِ الْاَصَمِّ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ بِنَحْوِهِ .

১৩৫৯. যুহায়র ইব্‌ন হারব, আবূ কুরায়ব ও ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র).......আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

١٣٦٠-وَحَدَّثَنَا اَحْمَدُبْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يُوْنُسَ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْاِسْحٰقَ عَنْ اَبِى الْاَحْوَصِ سَمِعَهُ مِنْهُ عَنْ عَبْدِاللّٰهِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ لِقَوْمٍ يَتَخَلَّفُوْنَ عَنِ الْجُمُعَةِ لَقَدْ هَمَمْتُ اَنْ اٰمُرَ رَجُلاً يُصَلِّىْ بِالنَّاسِ ثُمَّ اُحَرِّقَ عَلٰى رِجَالٍ يَتَخَلَّفُوْنَ عَنِ الْجُمُعَةِ بُيُوْتَهُمْ .

১৩৬০. আহ্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইউনুস (র)......আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ ঐ সমস্ত লোক যারা জুমু'আয় শামিল হয় না, তাদের সম্পর্কে বলেছেন, আমি মনস্থ করেছি যে, এক ব্যক্তিকে লোকদের নিয়ে সালাত আদায়ের নির্দেশ দেই; আর যারা জুমু'আয় শামিল হয় না, সে সব লোকসহ তাদের ঘর আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেই।

٤٣- بَابُ يَجِبُ اِتْيَانُ الْمَسْجِدِ عَلٰى مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ

৪৩. পরিচ্ছেদ : যে ব্যক্তি আযান শোনে, মসজিদে আসা তার উপর ওয়াজিব

١٣٦١-وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَاِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَسُوَيْدُبْنُ سَعِيْدٍ وَيَعْقُوْبُ الدَّوْرَقِىُّ كُلُّهُمْ عَنْ مَرْوَانَ الْفَزَارِىِّ قَالَ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا الْفَزَارِىُّ عَنْ عُبَيْدِاللّٰهِ بْنِ الْاَصَمِّ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ الْاَصَمِّ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ اَتَى النَّبِىَّ ﷺ رَجُلٌ اَعْمٰى فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّهُ لَيْسَ لِىْ قَائِدٌ يَقُوْدُنِىْ اِلَى الْمَسْجِدِ فَسَاَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يُرَخِّصَ لَهُ فَيُصَلِّىَ فِىْ بَيْتِهِ فَرَخَّصَ لَهُ فَلَمَّا وَلّٰى دَعَاهُ فَقَالَ هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ بِالصَّلَاةِ فَقَالَ نَعَمْ قَالَ فَاَجِبْ .

১৩৬১. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ, ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম, সুওয়ায়দ ইব্‌ন সাঈদ ও ইয়াকূব আদ-দাওরাকী (র)......আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক অন্ধ ব্যক্তি নবী ﷺ-এর কাছে এসে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার এমন কোন লোক নেই, যে আমাকে মসজিদে নিয়ে আসবে। তারপর তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে নিজ ঘরে সালাত আদায়ের অনুমতি চাইলেন। তিনি তাকে অনুমতি দিলেন। লোকটি চলে যাচ্ছিলেন, তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে ডাকলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি সালাতের আযান শুনতে পাও ? তিনি বললেন, হ্যাঁ। রাসুলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তবে তুমি (জামা'আতে) হাযির হবে।

١٣٦٢-حَدَّثَنَا اَبُوْبَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ الْعَبْدِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ اَبِىْ زَائِدَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ عَنْ اَبِى الْاَحْوَصِ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ لَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنِ الصَّلَاةِ اِلَّا مُنَافِقٌ قَدْ عُلِمَ نِفَاقُهُ اَوْمَرِيْضٌ اِنْ كَانَ الْمَرِيْضُ لَيَمْشِىْ بَيْنَ رَجُلَيْنِ حَتّٰى يَاْتِىَ الصَّلَاةَ وَقَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَلَّمَنَا سُنَنَ الْهُدٰى وَاِنَّ مِنْ سُنَنِ الْهُدَى الصَّلَاةَ فِى الْمَسْجِدِ الَّذِىْ يُؤَذَّنُ فِيْهِ .

১৩৬২. আবু বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)......আবদুল্লাহ্ (রা) বলেন, আমরা দেখেছি যে, সেই সমস্ত মুনাফিক, যাদের মুনাফিকী সম্পর্কে জানাজানি হয়ে পড়েছিল, তারা এবং রোগী ব্যক্তিরা ব্যতীত অন্য কেউ জামা'আতে

অনুপস্থিত থাকে না; যে সব রোগী দুইজনের কাঁধে ভর করে চলতে সক্ষম, তারাও জামা'আতে শরীক হতো। তারপর আবদুল্লাহ্ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদেরকে হিদায়াতের রীতিনীতি শিক্ষা দিয়েছেন। এই সকল রীতিনীতির একটি হলো, সেই মসজিদে সালাত আদায় করা যেখানে আযান দেয়া হয়েছে।

١٣٦٣- حَدَّثَنَا اَبُوْبَكْرِبْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ عَنْ اَبِى الْعُمَيْسِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْاَقْمَرِ عَنْ اَبِى الْاَحْوَصِ عَنْ عَبْدِاللّٰهِ قَالَ مَنْ سَرَّهُ اَنْ يَلْقَى اللّٰهَ غَدًا مُسْلِمًا فَلْيُحَافِظْ عَلٰى هٰؤُلَاءِ الصَّلَوَاتِ حَيْثُ يُنَادٰى بِهِنَّ فَاِنَّ اللّٰهَ شَرَعَ لِنَبِيِّكُمْ ﷺ سُنَنَ الْهُدٰى وَاِنَّهُنَّ مِنْ سُنَنِ الْهُدٰى وَلَوْ اَنَّكُمْ صَلَّيْتُمْ فِىْ بُيُوْتِكُمْ كَمَا يُصَلِّى هٰذَا الْمُتَخَلِّفُ فِىْ بَيْتِهِ لَتَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ لَضَلَلْتُمْ وَمَا مِنْ رَجُلٍ يَتَطَهَّرُ فَيُحْسِنُ الطُّهُوْرَ ثُمَّ يَعْمِدُ اِلٰى مَسْجِدٍ مِنْ هٰذِهِ الْمَسَاجِدِ اِلاَّ كَتَبَ اللّٰهُ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ يَخْطُوْهَا حَسَنَةً وَيَرْفَعُهُ بِهَا دَرَجَةً وَيَحُطُّ عَنْهُ بِهَا سَيِّئَةً وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا اِلاَّ مُنَافِقٌ مَعْلُوْمُ النِّفَاقِ وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يُؤْتٰى بِهِ يُهَادٰى بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ حَتّٰى يُقَامَ فِى الصَّفِّ .

১৩৬৩. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)......আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি পসন্দ করে যে, আগামীকাল (বিচার দিবসে) সে মুসলমান হিসাবে আল্লাহ্ তা'আলায় সঙ্গে সাক্ষাত লাভ করবে, তার উচিত এই সালাতসমূহের সংরক্ষণ করা, যেখানে সালাতের জন্য আহবান করা হয়। কারণ আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের নবীকে হিদায়াতের সকল পথ বাতলে দিয়েছেন। আর এই সমস্ত সালাত হলো হিদায়াতের পথসমূহের অন্যতম। তোমরা যদি এই সকল সালাত ঘরে আদায় কর, যেমন একদল লোক জামা'আত ছেড়ে ঘরে সালাত আদায় করে, তাহলে তোমরা তোমাদের নবীর সুন্নাতকে ছেড়ে দিলে। তোমরা যদি নবীর সুন্নাত ছেড়ে দাও, তাহলে তোমরা অবশ্যই গুমরাহ হয়ে যাবে। যে উত্তমরূপে পবিত্র হয়ে এই সকল মসজিদের একটির দিকে অগ্রসর হবে, তার প্রত্যেক কদমের জন্য একটি করে নেকী লেখা হবে এবং তার একটি মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে এবং একটি গুনাহ মাফ করা হবে । তারপর একমাত্র প্রকাশ্য মুনাফিক ছাড়া আর কাউকে জামা'আত থেকে বাদ পড়তে আমরা দেখি নি। অনেক লোক দু' জনের কাঁধে ভর করে হেঁচড়িয়ে হেঁচড়িয়ে মসজিদে আসত এবং তাদের সারিতে দাঁড় করিয়ে দেয়া হত।

١٣٦٤-حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْالْاَحْوَصِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ عَنْ اَبِى الشَّعْثَاءِ قَالَ كُنَّا قُعُوْدًا فِى الْمَسْجِدِ مَعَ اَبِىْ هُرَيْرَةَ فَاَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْمَسْجِدِ يَمْشِى فَاَتْبَعَهُ اَبُوْ هُرَيْرَةَ بَصَرَهُ حَتّٰى خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ فَقَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ اَمَّاهٰذَا فَقَدْ عَصٰى اَبَا الْقَاسِمِ .

১৩৬৪. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)...... আবু'শ-শা'সা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, আমরা একদিন আবূ হুরায়রা (রা)-এর সঙ্গে মসজিদে উপবিষ্ট ছিলাম। মুয়ায্‌যিন আযান দিলেন। তখন এক ব্যক্তি মসজিদ থেকে উঠে চলে যেতে লাগল। আবূ হুরায়রা (রা) নিজ দৃষ্টিকে তার অনুগামী করলেন। তারপর লোকটি মসজিদ থেকে বেরিয়ে গেল। আবূ হুরায়রা (রা) বললেন, লোকটি আবুল কাসিম (রাসূলুল্লাহ্) ﷺ-এর কথার নাফরমানী করল।

١٣٦٥- وَحَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عُمَرَ الْمَكِّىُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ (هُوَابْنُ عُيَيْنَةَ).عَنْ عُمَرَبْنِ سَعِيْدٍ عَنْ اَشْعَثَ بْنِ اَبِى الشَّعْثَاءِ الْمُحَارِبِىِّ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ وَرَاٰى رَجُلاً يَجْتَازُ الْمَسْجِدَ خَارِجًا بَعْدَ الْاَذَانِ فَقَالَ اَمَّا هٰذَا فَقَدْ عَصٰى اَبَا الْقَاسِمِ .

১৩৬৫. ইব্ন আবূ উমর মাক্কী (র)......আবূ'শ শা'সা আল-মুহারিবী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবূ হুরায়রা (রা) থেকে শুনেছি যে, তিনি এক ব্যক্তিকে আযানের পরে মসজিদ থেকে বেরিয়ে যেতে দেখলেন। তখন তিনি বললেন, লোকটি আবুল কাসিম (রাসূলুল্লাহ্) ﷺ-এর নাফরমানী করল।

١٣٦٦- حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَخْبَرَنَا الْمُغِيْرَةُ بْنُ سَلَمَةَ الْمَخْزُوْمِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ وَهُوَ ابْنُ زِيَادٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اَبِىْ عَمْرَةَ قَالَ دَخَلَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ اَلْمَسْجِدَ بَعْدَ صَلاَةِ الْمَغْرِبِ فَقَعَدَ وَحْدَهُ فَقَعَدْتُ اِلَيْهِ فَقَالَ يَاابْنَ اَخِىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ فِىْ جَمَاعَةٍ فَكَاَنَّمَا قَامَ نِصْفَ اللَّيْلِ وَمَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فِىْ جَمَاعَةٍ فَكَاَنَّمَا صَلَّى اللَّيْلَ كُلَّهُ .

১৩৬৬. ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম (র).....আবদুল রহমান ইব্ন আবূ আমরা (র) বলেন, একদিন উসমান ইব্ন আফ্ফান (রা) মাগরিবের সালাতের পর মস্জিদে প্রবেশ করেন এবং একাকী বসে থাকেন; তখন তাঁর কাছে গিয়ে বসলাম। তখন তিনি বললেন, ভ্রাতুষ্পুত্র! আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি জামা'আতে ইশার সালাত আদায় করল, সে যেন অর্ধরাত পর্যন্ত সালাত আদায় করল। আর যে ব্যক্তি জামা'আতে ফজরের সালাত আদায় করল, সে যেন সারারাত সালাত আদায় করল।

١٣٦٧- وَحَدَّثَنِيْهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللّٰهِ الاَسَدِىُّ ح وَحَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ جَمِيْعًا عَنْ سُفْيَانَ عَنْ اَبِىْ سَهْلٍ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيْمٍ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ مِثْلَهُ .

১৩৬৭. যুহায়র ইব্ন হারব ও মুহাম্মদ ইব্ন রাফি' (র)......আবূ সাহ্ল উসমান ইব্ন হাকীম (র) থেকে একই সূত্রে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

١٣٦٨-وَحَدَّثَنِىْ نَصْرُ بْنُ عَلِىٍّ الْجَهْضَمِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرٌ (يَعْنِى ابْنَ مُفَضَّلٍ) عَنْ خَالِدٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ سِيْرِيْنَ قَالَ سَمِعْتُ جُنْدُبَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فَهُوَ فِىْ ذِمَّةِ اللّٰهِ فَلاَ يَطْلُبَنَّكُمُ اللّٰهُ مِنْ ذِمَّتِهِ بِشَىْءٍ فَيُدْرِكَهُ فَيَكُبَّهُ فِىْ نَارِ جَهَنَّمَ .

১৩৬৮. নাস্র ইব্ন আলী আল-জাহ্যামী (র)......আনাস ইব্ন সীরীন (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জুনদুব ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি ফজরের সালাত আদায়

করল, সে আল্লাহ্র যিম্মায় রইল। সুতরাং এমন যেন না হয় যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর যিম্মার ব্যাপারে তোমাদের কাউকে তলব করবেন এবং তাকে ধরে অধোমুখে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন।

١٣٦٩- وَحَدَّثَنِيْهِ يَعْقُوبُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ عَنْ خَالِدٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ سِيْرِيْنَ قَالَ سَمِعْتُ جُنْدَبًا الْقَسْرِيَّ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ صَلَّى صَلاَةَ الصُّبْحِ فَهُوَ فِيْ ذِمَّةِ اللّٰهِ فَلاَ يَطْلُبَنَّكُمُ اللّٰهُ مِنْ ذِمَّتِهِ بِشَيْءٍ فَاِنَّهُ مَنْ يَطْلُبْهُ مِنْ ذِمَّتِهِ بِشَيْءٍ يُدْرِكْهُ ثُمَّ يَكُبَّهُ عَلٰى وَجْهِهِ فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ .

১৩৬৯. ইয়া'কূব ইব্ন ইব্রাহীম আত-দাওরাকী (র)......আনাস ইব্ন সীরীন (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জুন্দুব আল-কাসরী (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি ফজরের সালাত আদায় করল, সে আল্লাহর যিম্মায় চলে গেল। সুতরাং এমন যেন না হয় যে, আল্লাহ তোমাদেরকে তাঁর যিম্মাভুক্ত কোন বিষয়ে তলব করে বসেন। কেননা তিনি তাঁর যিম্মাভুক্ত কোন ব্যাপারে কাউকে তলব করলে নিশ্চিত তাকে ধরে অধোমুখে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন।

١٣٧٠- حَدَّثَنَا اَبُوْبَكْرِبْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُبْنُ هٰرُوْنَ عَنْ دَاوُدبْنِ اَبِيْ هِنْدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ جُنْدُبِ بْنِ سُفْيَانَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهٰذَا وَلَمْ يَذْكُرْ فَيَكُبَّهُ فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ .

১৩৭০. আবূ বাক্র ইব্ন আবূ শায়বা (র)......জুনদুব ইব্ন সুফ্য়ান (র)-এর সূত্রে রাসুলুল্লাহ্ ﷺ থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণিত আছে। কিন্তু সেখানে فَيَكُبَّهُ فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ এর উল্লেখ নেই।

٤٤- بَابُ الرُّخْصَةِ فِى التَّخَلُّفِ عَنِ الْجَمَاعَةِ بِعُذْرٍ

৪৪. পরিচ্ছেদ : কোন ওযরবশত জামা'আতে শরীক না হওয়া

١٣٧٦-حَدَّثَنِيْ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى التُّجِيْبِيُّ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ اَنَّ مَحْمُوْدَ بْنَ الرَّبِيْعِ الْاَنْصَارِيَّ حَدَّثَهُ اَنَّ عِتْبَانَ بْنَ مَالِكٍ وَهُوَ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا مِنَ الْاَنْصَارِ اَنَّهُ اَتٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّيْ قَدْ اَنْكَرْتُ بَصَرِيْ وَاَنَا اُصَلِّيْ لِقَوْمِيْ وَاِذَا كَانَتِ الْاَمْطَارُ سَالَ الْوَادِى الَّذِيْ بَيْنِيْ وَبَيْنَهُمْ وَلَمْ اَسْتَطِعْ اَنْ اٰتِيَ مَسْجِدَهُمْ فَاُصَلِّيَ لَهُمْ وَوَدِدْتُ اَنَّكَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ تَاْتِيْ فَتُصَلِّيْ فِيْ مُصَلًّى فَاَتَّخِذَهُ مُصَلًّى قَالَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سَاَفْعَلُ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ قَالَ عِتْبَانُ فَغَدَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَبُوْبَكْرٍ الصِّدِّيْقُ حِيْنَ ارْتَفَعَ النَّهَارُ فَاسْتَاْذَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاَذِنْتُ لَهُ فَلَمْ يَجْلِسْ حَتّٰى دَخَلَ الْبَيْتَ ثُمَّ قَالَ اَيْنَ تُحِبُّ اَنْ اُصَلِّيَ مِنْ بَيْتِكَ قَالَ فَاَشَرْتُ اِلٰى نَاحِيَةٍ مِّنَ الْبَيْتِ فَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَكَبَّرَ فَقُمْنَا وَرَاءَهُ فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ قَالَ وَحَبَسْنَاهُ عَلٰى خَزِيْرٍ

صَنَعْنَاهُ لَهُ قَالَ فَثَابَ رِجَالٌ مِنْ اَهْلِ الدَّارِ حَوْلَنَا حَتَّى اجْتَمَعَ فِى الْبَيْتِ رِجَالٌ ذَوُوْ عَدَدٍ فَقَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ اَيْنَ مَالِكُ بْنُ الدُّخْشُنِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ ذٰلِكَ مُنَافِقٌ لاَيُحِبُّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَتَقُلْ لَهُ ذٰلِكَ اَلاَ تَرَاهُ قَدْ قَالَ لاَاِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ يُرِيْدُ بِذٰلِكَ وَجْهَ اللّٰهِ قَالَ قَالُوْا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ قَالَ فَاِنَّمَا نَرَى وَجْهَهُ وَنَصِيْحَتَهُ لِلْمُنَافِقِيْنَ قَالَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاِنَّ اللّٰهَ قَدْ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لاَاِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ يَبْتَغِيْ بِذٰلِكَ وَجْهَ اللّٰهِ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ ثُمَّ سَأَلْتُ الْحُصَيْنَ بْنَ مُحَمَّدٍ الْاَنْصَارِيَّ وَهُوَ اَحَدُ بَنِى سَالِمٍ وَهُوَ مِنْ سَرَاتِهِمْ عَنْ حَدِيْثِ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيْعِ فَصَدَّقَهُ بِذٰلِكَ .

১৩৭১. হারমালা ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র)........মাহমূদ ইব্‌নুর রাবী' আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত যে, ইতবান ইব্‌ন মালিক (রা) যিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর একজন সাহাবী ছিলেন, আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং যিনি একজন আনসারও ছিলেন, আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে উপস্থিত হয়ে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে এবং আমি (সালাতে) আমার গোত্রের ইমামতি করি। কিন্তু যখন বৃষ্টি হয়, তখন আমার ও তাদের মধ্যকার উপত্যকা পানিতে ডুবে যায়। ফলে তখন আমি তাদের মসজিদে আসতে পারি না। অতএব ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার ইচ্ছা হয় যে, আপনি আমার ঘরে আসবেন এবং আমার ঘরের কোন একটি অংশে সালাত আদায় করবেন। আর আমি সেই স্থানটি আমার সালাতের স্থান হিসাবে ব্যবহার করব। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, ইনশআল্লাহ্ শীঘ্রই আমি তা করব। ইতবান (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পরদিন দ্বিপ্রহরে আবূ বাক্‌র (রা)-কে সঙ্গে নিয়ে তাঁর ঘরে আসেন এবং প্রবেশের অনুমতি চান। আমি তাঁকে অনুমতি দিলে তিনি প্রবেশ করে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি তোমার ঘরের কোন অংশে আমার সালাত আদায় পসন্দ কর? তখন আমি আমার ঘরের একটি কোণের প্রতি ইঙ্গিত করলাম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সেখানে দাঁড়িয়ে তাক্‌বীর বললেন। আমরাও তাঁর পেছনে দাঁড়ালাম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দু'রাক'আত সালাত আদায় করলেন এবং সালাম ফিরালেন। ইতবান (রা) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর জন্য খাযীর[১] পাক করেছিলাম। এ জন্য তাঁকে আটকে রাখলাম। ইতিমধ্যে মহল্লার অন্যান্য প্রতিবেশীরাও এসে একত্র হলো। এ সময় তাদের মধ্যে একজন বলল, মালিক ইব্‌ন দাখ্‌শান কোথায়? কেউ বলল, সে তো মুনাফিক, যে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে ভালবাসে না। তা শুনে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, এরূপ বলবে না। কেননা তোমরা কি দেখ না যে, আল্লাহ্‌কে রাজী করার উদ্দেশ্যে সে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ বলেছে? রাবী বলেন, উপস্থিত লোকেরা বলল, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলই তা ভাল জানেন। এক ব্যক্তি বলল, আমরা তো মুনাফিকদের প্রতিই তার প্রীতি ও সহানুভূতি দেখতে পাচ্ছি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে সন্তুষ্ট করার জন্য 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' বলে, আল্লাহ্ তা'আলা তার জন্য জাহান্নামের আগুন হারাম করে দেন।

ইব্‌ন শিহাব (র) বলেন, আমি হুসায়ন ইব্‌ন মুহাম্মদ আনসারী, যিনি সালিম গোত্রের লোক ছিলেন, তাঁকে মাহমূদ ইব্‌নু'র রাবী (রা)-এর হাদীসটি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি হাদীসটির যথার্থতা স্বীকার করেছেন।

---
১. খাযীর গোশতের কিমা, আটা ও পানি মিশিয়ে রান্না করা খাদ্যবিশেষ।

١٣٧٢–وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُبْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُبْنُ حُمَيْدٍ كِلاَ هُمَا عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي مَحْمُودُ بْنُ الرَّبِيْعِ عَنْ عِتْبَانَ بْنِ مَالِكٍ قَالَ اَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَسَاقَ الْحَدِيْثَ بِمَعْنٰى حَدِيْثِ يُوْنُسَ غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ فَقَالَ رَجُلٌ اَيْنَ مَالِكُ بْنُ الدُّخْشُنِ اَوِالدُّخَيْشِنِ وَزَادَ فِي الْحَدِيْثِ قَالَ مَحْمُوْدٌ فَحَدَّثْتُ بِهٰذَاالْحَدِيْثِ نَفَرًا فِيْهِمْ اَبُوْ اَيُّوْبَ الْاَنْصَارِيُّ فَقَالَ مَااَظُنُّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَاقُلْتَ قَالَ فَحَلَفْتُ اِنْ رَجَعْتُ اِلٰى عِتْبَانَ اَنْ اَسْئَلَهُ قَالَ فَرَجَعْتُ اِلَيْهِ فَوَجَدْتُهُ شَيْخًا كَبِيْرًا قَدْذَهَبَ بَصَرُهُ وَهُوَ اِمَامُ قَوْمِهِ فَجَلَسْتُ اِلٰى جَنْبِهِ فَسَأَلْتُهُ عَنْ هٰذَا الْحَدِيْثِ فَحَدَّثَنِيْهِ كَمَا حَدَّثَنِيْهِ اَوَّلَ مَرَّةٍ قَالَ الزُّهْرِيُّ ثُمَّ نَزَلَتْ بَعْدَ ذٰلِكَ فَرَائِضُ وَاُمُوْرٌ نَرٰى اَنَّ الْاَمْرَ الَّتِيْ اِلَيْهَا فَمَنِ اسْتَطَاعَ اَنْ لاَ يَغْتَرَّ فَلاَ يَغْتَرَّ .

১৩৭২. মুহাম্মদ ইব্ন রাফি' ও আব্দ ইব্ন হুমায়দ (র)...... 'ইতবান ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে উপস্থিত হলাম, তারপর তিনি ইউনুস-এর উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন। তবে এই কথাগুলো বাড়িয়ে বলেন যে, একব্যক্তি বলল, মালিক ইব্ন দাখ্শান কোথায়? মাহমূদ ইব্নুর রাবী (রা) বলেন, আমি এই হাদীসটি অনেকের কাছে বর্ণনা করেছি। তাদের মধ্যে আবূ আয়ূব আনসারী (রা)-ও শামিল। তিনি বললেন, আমার ধারণা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এইরূপ বলেননি। তখন আমি কসম করে বললাম, আমি ইতিবানের কাছে যাব এবং তাঁকে জিজ্ঞেস করব। তারপর আমি তাঁর কাছে গেলাম এবং তাঁকে খুবই বৃদ্ধ দেখতে পেলাম। তাঁর দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হয়ে গেছে। তিনি তাঁর গোত্রের ইমাম ছিলেন। আমি তাঁর পাশে বসলাম এবং হাদীসটি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি সেই রকমই বললেন, যে রকম প্রথম আমার কাছে বর্ণনা করেছিলেন। যুহরী (র) বলেন, এরপর আল্লাহ্র বহু আদেশ-নিষেধ অবতীর্ণ হয়েছে, যা আমার জানা আছে। অতএব যে ব্যক্তি ধোঁকায় না পড়তে সক্ষম হয়, সে যেন ধোঁকায় না পড়ে।

١٣٧٣– وَحَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرٰهِيْمُ اَخْبَرَنَا الْوَلِيْدُبْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الاَوْزَاعِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ عَنْ مَحْمُوْدِبْنِ الرَّبِيْعِ قَالَ اِنِّيْ لاَعْقِلُ مَجَّةً مَجَّهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ دَلْوٍ فِيْ دَارِنَا قَالَ مَحْمُوْدٌ فَحَدَّثَنِيْ عِتْبَانُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ بَصَرِيْ قَدْسَاءَ وَسَاقَ الْحَدِيْثَ اِلٰى قَوْلِهِ فَصَلّٰى بِنَا رَكْعَتَيْنِ وَحَبَسْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى جَشِيْشَةٍ صَنَعْنَاهَالَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ مَابَعْدَهُ مِنْ زِيَادَةِ يُوْنُسَ وَمَعْمَرٍ.

১৩৭৩. ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম (র)......মাহমূদ ইব্নুর রাবী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সেই কুলির কথা এখনও আমার স্মরণ আছে, যেটি তিনি আমাদের ঘরে বালতির পানি থেকে আমার উপর ছুঁড়েছিলেন। মাহমূদ (র) বলেন, ইত্বান ইব্ন মালিক (রা) আমার কাছে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার চোখ অন্ধ হয়ে গেছে। তারপর তিনি সমুদয় হাদীসটি এই পর্যন্ত বর্ণনা করেন যে, এরপর

আমাদের নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ দু'রাক'আত সালাত আদায় করেন। আর আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর জন্য বিলম্ব করলাম, ঐ জাশীশার[১] জন্য যা আমরা তাঁর জন্য তৈরি করেছিলাম। তিনি ইউনুস ও মা'মার থেকে বর্ণিত পরবর্তী অতিরিক্ত অংশ বর্ণনা করেন নি।

٤٥. بَابُ جَوَازِ الْجَمَاعَةِ فِىْ النَّافِلَةِ وَالصَّلَاةِ عَلٰى حَصِيْرٍ وَخُمْرَةٍ وَثَوْبٍ وَغَيْرِهَا مِنَ الطَّاهِرَاتِ.

৪৫. পরিচ্ছেদ : জামা'আতে নফল সালাত এবং চাটাই, জায়নামায ও কাপড় ইত্যাদি পাক বস্তুর উপর সালাত আদায় করা প্রসঙ্গ

١٣٧٤- حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ يَحْيٰى قَالَ قَرَأْتُ عَلٰى مَالِكٍ عَنْ اِسْحٰقَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ طَلْحَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ جَدَّتَهُ مُلَيْكَةَ دَعَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لِطَعَامٍ صَنَعَتْهُ فَاَكَلَ مِنْهُ ثُمَّ قَالَ قُوْمُوْا فَاُصَلِّى لَكُمْ قَالَ اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ فَقُمْتُ اِلٰى حَصِيْرٍ لَنَا قَدِ اسْوَدَّ مِنْ طُوْلِ مَالُبِسَ فَنَضَحْتُهُ بِمَاءٍ فَقَامَ عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَصَفَفْتُ اَنَا وَالْيَتِيْمُ وَرَاءَهُ وَالْعَجُوْزُ مِنْ وَرَائِنَا فَصَلّٰى لَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفَ.

১৩৭৪. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র)......আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার তাঁর দাদী মুলায়কা (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর জন্য খাবার তৈরি করে তাঁকে দাওয়াত দিলেন। রাসুলুল্লাহ্ তা থেকে খেলেন। তারপর বললেন, তোমরা দাঁড়িয়ে যাও, আমি তোমাদের নিয়ে সালাত আদায় করব। আনাস ইব্ন মালিক (রা) বলেন, তারপর আমি উঠে আমাদের চাটাইয়ের কাছে গেলাম, যা দীর্ঘ দিন ব্যবহারের করণে কাল হয়ে গিয়াছিল। আমি তা পানি ছিঁটিয়ে ধুয়ে নিলাম। তারপর রাসূলুল্লাহ্ সেটির উপর দাঁড়ালেন। আমি আর ইয়াতীম বালক তাঁর পেছনে দাঁড়ালাম এবং বৃদ্ধাও আমাদের পেছনে দাঁড়ালেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের নিয়ে দুই রাক'আত সালাত আদায় করলেন। তারপর তিনি ফিরে গেলেন।

١٣٧٥- وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوْخَ وَاَبُوالرَّبِيْعِ كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِالْوَارِثِ قَالَ شَيْبَانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ اَبِى التَّيَّاحِ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَحْسَنَ النَّاسِ خُلُقًا فَرُبَّمَا تَحْضُرُ الصَّلَاةُ وَهُوَ فِىْ بَيْتِنَا فَيَأْمُرُ بِالْبِسَاطِ الَّذِىْ تَحْتَهُ فَيُكْنَسُ ثُمَّ يُنْضَحُ ثُمَّ يَؤُمُّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَنَقُوْمُ خَلْفَهُ فَيُصَلِّى بِنَا وَكَانَ بِسَاطُهُمْ مِنْ جَرِيْدِ النَّخْلِ.

১৩৭৫. শায়বান ইব্ন ফাররূখ ও আবুর-রাবী (র)......আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ছিলেন সকল মানুষের মধ্যে উত্তম চরিত্রের অধিকারী। কখনো তিনি আমাদের ঘরে থাকাকালে সালাতের ওয়াক্ত হয়ে পড়ত। তিনি আমাদের সেই বিছানা সম্পর্কে, যাতে তিনি বসা ছিলেন, আদেশ করতেন, তখন তা ঝেড়ে তাতে পানি ছিঁটিয়ে দেয়া হতো। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ইমাম হতেন এবং আমরা তাঁর পেছনে দাঁড়াতাম। আর আমাদের নিয়ে তিনি সালাত আদায় করতেন। বর্ণনাকারী বলেন, তাদের বিছানা ছিল খেজুর পাতার তৈরি।

---

১. আটার ভেতর গোশত বা খেজুর দিয়ে রান্না করা খাদ্য বিশেষ।

١٣٧٦- حَدَّثَنِى زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ دَخَلَ النَّبِىُّ ﷺ عَلَيْنَا وَمَا هُوَا اِلاَّ اَنَا وَاُمِّى وَاُمُّ حَرَامٍ خَالَتِىْ فَقَالَ قُوْمُوْا فَلاُصَلِّىَ بِكُمْ (فِىْ غَيْرِ وَقْتِ صَلاَةٍ) فَصَلَّى بِنَا فَقَالَ رَجُلٌ لِثَابِتٍ اَيْنَ جَعَلَ اَنَسًامِنْهُ قَالَ جَعَلَهُ عَلَى يَمِيْنِهِ ثُمَّ دَعَالَنَا اَهْلَ الْبَيْتِ بِكُلِّ خَيْرٍ مِنْ خَيْرِ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ فَقَالَتْ اُمِّىْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ خُوَيْدِمُكَ اُدْعُ اللّٰهَ لَهُ قَالَ فَدَعَالِىْ بِكُلِّ خَيْرٍ وَكَانَ فِىْ اٰخِرِ مَا دَعَالِىْ بِهِ اَنْ قَالَ اللّٰهُمَّ اَكْثِرْ مَالَهُ وَ وَلَدَهُ وَبَارِكْ لَهُ فِيْهِ.

১৩৭৬. যুহায়র ইব্‌ন হারব (র)......আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একদিন আমাদের এখানে আসলেন। ঘরে আমি, আমার মা ও আমার খালা উম্মু হারাম ছাড়া কেউ ছিলেন না। তিনি বললেন, তোমরা দাঁড়িয়ে যাও, আমি তোমাদের নিয়ে সালাত আদায় করব (সে সময় কোন ফরয সালাতের ওয়াক্ত ছিল না)। তখন তিনি আমাদের নিয়ে সালাত আদায় করেন। এক ব্যক্তি সাবিতকে জিজ্ঞেস করলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আনাসকে কোথায় দাঁড় করিয়েছিলেন? বললেন, তাঁর ডান পার্শ্বে। তারপর তিনি আমাদের দুনিয়া ও আখিরাতের মঙ্গলের জন্য দু'আ করলেন। আমার মা আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এইটি আপনার ক্ষুদ্র খাদিম, তার জন্য আল্লাহ্‌র কাছে একটু দু'আ করুন। আনাস (রা) বলেন, অতঃপর তিনি আমার সার্বিক মঙ্গলের জন্য দু'আ করলেন, যার শেষাংশে এইরূপ ছিল; ইয়া আল্লাহ্! তার ধন ও সন্তান বৃদ্ধি কর এবং তাতে বরকত দান কর।

١٣٧٧- وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْمُخْتَارِ سَمِعَ مُوْسَى بْنَ اَنَسٍ يُحَدِّثُ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ صَلَّى بِهِ وَبِاُمِّهِ اَوْ خَالَتِهِ قَالَ فَاَقَامَنِىْ عَنْ يَمِيْنِهِ وَاَقَامَ الْمَرْأَةَ خَلْفَنَا وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُبْنُ جَعْفَرٍ ح وَحَدَّثَنِيْهِ زُهَيْرُبْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ يَعْنِى ابْنَ مَهْدِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ.

১৩৭৭. উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন মু'আয (র)......আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ তাঁকে এবং তাঁর মা কিংবা খালাকে নিয়ে সালাত আদায় করলেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে তাঁর ডানপার্শ্বে দাঁড় করালেন এবং মহিলাকে আমাদের পেছনে দাঁড় করালেন। ---মুহাম্মদ ইব্‌নুল মুসান্না ও যুহায়র ইব্‌ন হারব (র) শু'বা (র) সূত্রে অনুরূপ সনদে বর্ণনা করেছেন।

١٣٧٨- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيْمِىُّ قَالَ اَخْبَرَنَا خَالِدُبْنُ عَبْدِ اللّٰهِ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِبْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبَّادُبْنُ الْعَوَّامِ كِلاَهُمَا عَنِ الشَّيْبَانِىِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَدَّادٍ قَالَ حَدَّثَتْنِىْ مَيْمُوْنَةُ زَوْجُ النَّبِىِّ ﷺ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّىْ وَاَنَا حِذَاءَهُ وَرُبَّمَا اَصَابَنِىْ ثَوْبُهُ اِذَا سَجَدَ وَكَانَ يُصَلِّىْ عَلٰى خُمْرَةٍ.

১৩৭৮. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া আত-তামীমী ও আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা (র)...... রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সহধর্মিণী মায়মূনা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সালাত আদায় করছিলেন, আর আমি তাঁর পার্শ্বেই ছিলাম। তিনি সিজ্দায় গেলে কখনো কখনো তাঁর কাপড় আমার গায়ে লেগে যেতো। তিনি চাটাইয়ের উপর সালাত আদায় করছিলেন।

١٣٧٩- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِبْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَاَبُوْ كُرَيْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ ح وَحَدَّثَنِىْ سُوَيْدُبْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُسْهِرٍ جَمِيْعًا عَنِ الْاَعْمَشِ ح وَحَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ اَخْبَرَنَا عِيْسٰى بْنُ يُوْنُسَ قَالَ حَدَّثَنَا الاَعْمَشُ عَنْ اَبِىْ سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىُّ اَنَّهُ دَخَلَ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَوَجَدَهُ يُصَلِّىْ عَلٰى حَصِيْرٍ يَسْجُدُ عَلَيْهِ.

১৩৭৯. আবূ বাক্র ইব্ন আবূ শায়বা, আবূ কুরায়ব, সুওয়ায়দ ইব্ন সাঈদ ও ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম (র)...... আবূ সাঈদ খুদ্রী (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে প্রবেশ করে তাঁকে চাটাইয়ের উপর সালাত আদায় করতে দেখলেন। তিনি তার উপর সিজ্দা করছিলেন।

٤٦- بَابُ فَضْلِ الصَّلاَةِ الْمَكْتُوْبَةِ فِىْ جَمَاعَةٍ وَفَضْلِ انْتِظَارِ الصَّلاَةِ وَكَثْرَةِ الْخُطَا اِلَى الْمَسَاجِدِ وَفَضْلِ الْمَشْىِ اِلَيْهَا.

৪৬. পরিচ্ছেদ : ফরয সালাত জামা'আতে আদায় করার ফযীলত এবং সালাতের জন্য অপেক্ষা করা ও মসজিদের দিকে অধিক পদচারণ ও যাতায়াতের ফযীলত

١٣٨٠- حَدَّثَنَا اَبُوْبَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَاَبُوْ كُرَيْبٍ جَمِيْعًا عَنْ اَبِىْ مُعَاوِيَةَ قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَلاَةُ الرَّجُلِ فِىْ جَمَاعَةٍ تَزِيْدُ عَلٰى صَلاَتِهِ فِىْ بَيْتِهِ وَصَلاَتِهِ فِىْ سُوْقِهِ بِضْعًا وَعِشْرِيْنَ دَرَجَةً وَذَالِكَ اَنَّ اَحَدَهُمْ اِذَا تَوَضَّأَ فَاَحْسَنَ الْوُضُوْءَ ثُمَّ اَتَى الْمَسْجِدَ لاَيَنْهَزُهُ اِلاَّ الصَّلاَةُ لاَيُرِيْدُ اِلاَّ الصَّلاَةَ فَلَمْ يَخْطُ خُطْوَةً اِلاَّ رُفِعَ لَهُ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيْئَةُ حَتّٰى يَدْخُلَ الْمَسْجِدَ فَاِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ كَانَ فِى الصَّلاَةِ مَا كَانَتِ الصَّلاَةُ هِىَ تَحْبِسُهُ وَالْمَلاَئِكَةُ يُصَلُّوْنَ عَلٰى اَحَدِكُمْ مَادَامَ فِىْ مَجْلِسِهِ الَّذِىْ صَلّٰى فِيْهِ يَقُوْلُوْنَ اَللّٰهُمَّ ارْحَمْهُ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلَهُ اَللّٰهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ مَالَمْ يُؤْذِ فِيْهِ مَالَمْ يُحْدِثْ فِيْهِ.

১৩৮০. আবূ বাক্র ইব্ন আবূ শায়বা ও আবূ কুরায়ব (র).......আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, কোন ব্যক্তির জামা'আতে সালাত আদায় করায় তার ঘরে বা বাজারে সালাত আদায়ের চাইতে বিশ গুণের অধিক মর্যাদা রাখে। কারণ যখন তাদের কেউ উযূ করে, এরপর মসজিদে আসে, একমাত্র সালাতের জন্যই উঠে আসে, সালাত ব্যতীত আর কোন উদ্দেশ্য না রাখে, তখন যে কদম উঠায় তার জন্য তাকে

একটি ফযীলত দেওয়া হয় এবং তার থেকে একটি গুনাহ্ মোচন করা হয়, যে পর্যন্ত না সে মসজিদে প্রবেশ করে। এরপর যখন মসজিদে প্রবেশ করে, তখন যতক্ষণ পর্যন্ত সে সালাতের অপেক্ষায় থাকে, ততক্ষণ সে সালাতে রত বলে গণ্য হয়। আর যতক্ষণ পর্যন্ত সে সালাতের স্থানে বসে থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত ফেরেশতারা তার জন্য এই বলে দু'আ করতে থাকবে যে, ইয়া আল্লাহ্! তার প্রতি দয়া কর, ইয়া আল্লাহ্! তুমি তাকে ক্ষমা কর, তুমি তার তাওবা কবূল কর, যতক্ষণ না সে অপরকে কষ্ট দেয় এবং অপবিত্র না হয়।

١٣٨١- حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَمْرٍو الْاَشْعَثِيُّ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْثَرٌ ح وَحَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُبْنُ بَكَّارِبْنِ الرَّيَّانِ قَالَ حَدَّثَنَا اسْمَاعِيْلُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عَدِىٍّ عَنْ شُعْبَةَ كُلُّهُمْ عَنِ الْاَعْمَشِ فِىْ هٰذَا الْاِسْنَادِ بِمِثْلِ مَعْنَاهُ.

১৩৮১. সাঈদ ইব্ন আম্‌র আল-আশ্'আসী, মুহাম্মদ ইব্ন বাক্কার ইব্ন রাইয়ান ও মুহাম্মদ ইব্নুল মুসান্না (র)......আ'মাশ (র) থেকে উক্ত সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

١٣٨٢- وَحَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَيُّوْبَ السَّخْتِيَانِىِّ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ الْمَلاَئِكَةَ تُصَلِّىْ عَلٰى اَحَدِكُمْ مَادَامَ فِىْ مَجْلِسِهِ تَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلَهُ اَللّٰهُمَّ ارْحَمْهُ مَالَمْ يُحْدِثْ وَاَحَدُكُمْ فِىْ صَلاَةٍ مَاكَانَتِ الصَّلاَةُ تَحْبِسُهُ.

১৩৮২. ইব্ন আবূ উমর (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, ফেরেশতারা তোমাদের মধ্যে তার জন্য দু'আ করতে থাকে, যতক্ষণ সে সালাতের স্থানে বসে থাকে। তারা বলতে থাকে, ইয়া আল্লাহ্! তুমি তাকে ক্ষমা কর, ইয়া আল্লাহ্! তুমি তার উপর রহমত বর্ষণ কর, যতক্ষণ পর্যন্ত সে উযূ নষ্ট না করে। আর তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তি সালাতের মধ্যে গণ্য যতক্ষণ তাকে সালাত আটকে রাখে।

١٣٨٣- وَحَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ ابْنُ حَاتِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا بَهْزٌ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُبْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَبِىْ رَافِعٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَيَزَالُ الْعَبْدُ فِىْ صَلاَةٍ مَاكَانَ فِىْ مُصَلاَّهُ يَنْتَظِرُ الصَّلاَةَ وَتَقُوْلُ الْمَلاَئِكَةُ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلَهُ اَللّٰهُمَّ ارْحَمْهُ حَتّٰى يَنْصَرِفَ اَوْيُحْدِثَ قُلْتُ مَايُحْدِثُ قَالَ يَفْسُوْ اَوْ يَضْرِطُ.

১৩৮৩. মুহাম্মদ ইব্ন হাতিম (র)......আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, যতক্ষণ কোন বান্দা সালাতের স্থানে থেকে সালাতের অপেক্ষা করে, ততক্ষণ তাকে সালাতের মধ্যেই গণ্য করা হয়। আর ফেরেশতারা তার জন্য এই বলে দু'আ করতে থাকে যে, ইয়া আল্লাহ্! তুমি তাকে ক্ষমা কর, ইয়া আল্লাহ্! তুমি তার উপর রহমত বর্ষণ কর। যতক্ষণ না সেই ব্যক্তি উঠে যায় অথবা হাদাস করে। আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, হাদাস কী? তিনি বললেন, নিঃশব্দে বা সশব্দে বায়ু নিঃসরণ।

١٣٨٤- حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ يَحْيٰى قَالَ قَرَاْتُ عَلٰى مَالِكٍ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَيَزَالُ اَحَدُكُمْ فِىْ صَلاَةٍ مَادَامَتِ الصَّلاَةُ تَحْبِسُهُ لاَيَمْنَعُهُ اَنْ يَنْقَلِبَ اِلٰى اَهْلِهِ اِلاَّ الصَّلاَةُ.

১৩৮৪. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র)......আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তিকে যতক্ষণ পর্যন্ত সালাত আবদ্ধ রাখে, ততক্ষণ সে সালাতের মধ্যে গণ্য। সালাত ছাড়া অন্য কিছুই তাকে তার পরিবারের দিকে যেতে বাধা দেয় নি।

١٣٨٥– حَدَّثَنِى حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيٰى قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِى يُوْنُسُ ح وَحَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ هُرْمُزَ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَحَدُكُمْ مَاقَعَدَ يَنْتَظِرُ الصَّلاَةَ فِىْ صَلاَةٍ مَالَمْ يُحْدِثْ تَدْعُوْ لَهُ الْمَلاَئِكَةُ اللّٰهُمَّ اغْفِرْلَهُ اللّٰهُمَّ ارْحَمْهُ.

১৩৮৫. হারমালা ইব্ন ইয়াহইয়া ও মুহাম্মদ ইব্ন সালামা আল-মুরাদী (র)......আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি সালাতের অপেক্ষায় বসে থাকে, সে সালাতে আছে বলেই গণ্য করা হয়, যতক্ষণ সে হাদাস না করে। আর ফেরেশতারা তার জন্য দু'আ করতে থাকেন, ইয়া আল্লাহ! তাকে ক্ষমা কর, ইয়া আল্লাহ্! তার উপর রহমত বর্ষণ কর।

١٣٨٦– وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرُ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ بِنَحْوِ هٰذَا.

১৩৮৬. মুহাম্মদ ইব্ন রাফি' (র)......আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

١٣٨٧– حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ بَرَّادٍ الْاَشْعَرِىُّ وَاَبُوْكُرَيْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ اَبِى بُرْدَةَ عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اَعْظَمَ النَّاسِ اَجْرًا فِى الصَّلاَةِ اَبْعَدُهُمْ اِلَيْهَا مَمْشًى فَاَبْعَدُ هُمْ وَالَّذِىْ يَنْتَظِرُ الصَّلاَةَ حَتّٰى يُصَلِّيَهَا مَعَ الْاِمَامِ اَعْظَمُ اَجْرًا مِنَ الَّذِى يُصَلِّيْهَا ثُمَّ يَنَامُ وَفِىْ رِوَايَةِ اَبِىْ كُرَيْبٍ حَتّٰى يُصَلِّيَّهَا مَعَ الْاِمَامِ فِىْ جَمَاعَةٍ.

১৩৮৭. আবদুল্লাহ্ ইব্ন বাররাদ আশ'আরী ও আবূ কুরায়ব (র).......আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, ঐ ব্যক্তি সালাতের সব চাইতে বড় প্রতিদানের অধিকারী, যে অধিক দূর থেকে হেঁটে সালাতে আসে। তারপর ঐ ব্যক্তি যে অপেক্ষাকৃত অল্প দূর থেকে আসে। আর যে ব্যক্তি ইমামের সঙ্গে সালাত আদায় করার অপেক্ষায় থাকে, সে ব্যক্তি ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক সাওয়াবের অধিকারী, যে (একাকী) সালাত আদায় করে নিদ্রা যায়। আবূ কুরায়বের অপর এক বর্ণনায় "জামা'আতের সাথে ইমামের সঙ্গে সালাত আদায়ের অপেক্ষায় থাকে" উল্লেখ রয়েছে।

١٣٨٨– حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ يَحْيٰى قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْثَرٌ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِىِّ عَنْ اَبِىْ عُثْمَانَ النَّهْدِىِّ عَنْ اُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ كَانَ رَجُلٌ لاَاَعْلَمُ رَجُلاً اَبْعَدَ مِنَ الْمَسْجِدِ مِنْهُ وَكَانَ لاَتُخْطِئُهُ صَلاَةٌ قَالَ فَقِيْلَ لَهُ اَوْقُلْتُ لَوِ اشْتَرَيْتَ حِمَارًا تَرْكَبُهُ فِى الظَّلْمَاءِ وَفِى الرَّمْضَاءِ قَالَ مَايَسُرُّنِىْ اَنَّ مَنْزِلِىْ

اِلٰى جَنْبِ الْمَسْجِدِ اِنِّى اُرِيْدُ اَنْ يُكْتَبَ لِىْ مَمْشَاىَ اِلَى الْمَسْجِدِ وَرُجُوْعِىْ اِذَارَجَعْتُ اِلٰى اَهْلِيْلَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَدْ جَمَعَ اللّٰهُ لَكَ ذٰلِكَ كُلَّهُ.

১৩৮৮. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র).....উবাই ইব্ন কা'ব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি ছিল, যার বাড়ি অপেক্ষা কারো বাড়ি মসজিদ থেকে অধিক দূরে ছিল বলে আমার জানা নাই। কিন্তু তার কোন সালাত বাদ পড়ত না। বর্ণনাকারী বলেন, তাকে বলা হলো অথবা আমি তাকে বললাম, তুমি যদি একটি গাধা ক্রয় কর, তাহলে তাতে চড়ে অন্ধকারে এবং গরমের সময় আসতে পারবে। সে বলল, আমার বাড়ি মসজিদের নিকটবর্তী হোক, তাতে আমি খুশি নই। আমি চাই যে, মসজিদে হেঁটে যাওয়া এবং আমার ঘরে ফিরে আসা আমার আমলনামায় লিখা হোক। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, আল্লাহ্ তা'আলা তা তোমার জন্য পুরাপুরি জমা করেছেন।

١٣٨٩- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُبْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ ح وحَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَخْبَرَنَا جَرِيْرُ كِلَاهُمَا عَنِ التَّيْمِىِّ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ بِنَحْوِهِ .

১৩৮৯. মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল আ'লা ও ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম (র) তায়মী থেকে উক্ত সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

١٣٩٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُبْنُ اَبِىْ بَكْرٍ الْمُقَدَّمِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادُ قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ عَنْ اَبِىْ عُثْمَانَ عَنْ اُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ كَانَ رَجُلٌ مِنَ الْاَنْصَارِ بَيْتُهُ اَقْصٰى بَيْتٍ فِىْ الْمَدِيْنَةِ فَكَانَ لَاتُخْطِئُهُ الصَّلَاةُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فَتَوَجَّعْنَالَه فَقُلْتُ لَهُ يَافُلَانُ لَوْ اَنَّكَ اشْتَرَيْتَ حِمَارًا يَقِيْكَ مِنَ الرَّمْضَاءِ وَيَقِيْكَ مِنْ هَوَامِّ الْاَرْضِ قَالَ اَمَاوَاللّٰهِ مَااُحِبُّ اَنَّ بَيْتِىْ مُطَنَّبٌ بِبَيْتِ مُحَمَّدٍ ﷺ قَالَ فَحَمَلْتُ بِهِ حِمْلًا حَتّٰى اَتَيْتُ نَبِىَّ اللّٰهِ ﷺ فَاَخْبَرْتُهُ قَالَ فَدَعَاهُ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذٰلِكَ وَذَكَرَلَهُ اَنَّهُ يَرْجُوْ فِىْ اَثَرِهِ الاَجْرَ فَقَالَ لَهُ النَّبِىُّ ﷺ اِنَّ لَكَ مَااحْتَسَبْتَ .

১৩৯০. মুহাম্মদ ইব্ন আবূ বাক্র আল-মুকাদ্দামী (র)......উবাই ইব্ন কা'ব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক আনসারী ব্যক্তির বাড়ি ছিল মদীনার শেষ প্রান্তে। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে তার কোন সালাতই বাদ পড়ত না। আমরা তার জন্য দুঃখিত হলাম এবং আমি তাকে বললাম, হে অমুক! তুমি যদি একটি গাধা কিনে নিতে তাহলে তা তোমাকে তাপ এবং মাটির কীট থেকে রক্ষা করতো। লোকটি বলল, আল্লাহ্র কসম! আমার বাড়ি মুহাম্মাদ ﷺ-এর বাড়ির সংলগ্ন হোক, আমি তা পসন্দ করি না। বর্ণনাকারী বলেন, তার কথায় আমার মনে বাঁধলো। অবশেষে আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে এসে তাঁকে তা অবহিত করলাম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে ডাকলেন। তাঁর কাছেও সে অনুরূপ কথা বলল এবং জানাল যে, সে তার পায়ে হাঁটার সওয়াব কামনা করে। তখন নবী ﷺ তাকে বললেন; তুমি যা আশা করেছ, তা তুমি পাবে।

١٣٩١- وَحَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَمْرٍو الْاَشْعَثِىُّ وَمُحَمَّدُبْنُ اَبِىْ عُمَرَ كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ح وَحَدَّثَنَا سَعِيْدُبْنُ اَزْهَرَ الْوَاسِطِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ كُلُّهُمْ عَنْ عَاصِمٍ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ نَحْوَهُ .

১৩৯১. সঈদ ইব্ন আমর আল-আশ'আসী, মুহাম্মদ ইব্ন আবূ উমর ও সাঈদ ইব্ন আয্হার আল-ওয়াসিতী (র)......আসিম (র) সূত্রে উক্ত সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

١٣٩٢- وَحَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّابْنُ اِسْحٰقَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ الزُّبَيْرِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَبْنَ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كَانَتْ دِيَارُنَا نَائِيَةً عَنِ الْمَسْجِدِ فَاَرَدْنَا اَنْ نَبِيْعَ بُيُوْتَنَا فَنَقْتَرِبَ مِنَ الْمَسْجِدِ فَنَهَانَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اِنَّ لَكُمْ بِكُلِّ خُطْوَةٍ دَرَجَةً .

১৩৯২. হজ্জাজ ইব্নুশ-শাঈর (র).......জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের বাড়ি মসজিদ থেকে দূরে অবস্থিত ছিল। ফলে আমরা ইচ্ছা করলাম যে, আমরা আমাদের বাড়িটি বিক্রি করে দেব এবং মসজিদের কাছাকাছি এসে যাব। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের নিষেধ করলেন এবং বললেন, তোমাদের প্রতি কদমে সওয়াব রয়েছে।

١٣٩٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُبْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِبْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ قَالَ سَمِعْتُ اَبِىْ يُحَدِّثُ قَالَ حَدَّثَنِىْ الْجُرَيْرِىُّ عَنْ اَبِىْ نَضْرَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ خَلَتِ الْبِقَاعُ حَوْلَ الْمَسْجِدِ فَاَرَادَ بَنُوْسَلِمَةَ اَنْ يَنْتَقِلُوْا اِلَى قُرْبِ الْمَسْجِدِ فَبَلَغَ ذٰلِكَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ لَهُمْ اِنَّهُ بَلَغَنِىْ اَنَّكُمْ تُرِيْدُوْنَ اَنْ تَنْتَقِلُوْا قُرْبَ الْمَسْجِدِ قَالُوْا نَعَمْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَدْ اَرَدْنَا ذٰلِكَ فَقَالَ يَابَنِىْ سَلِمَةَ دِيَارَكُمْ تُكْتَبْ اٰثَارُكُمْ دِيَارَكُمْ تُكْتَبْ اٰثَارُكُمْ .

১৩৯৩. মুহাম্মাদ ইব্নুল মুসান্না (র)......জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মসজিদের কাছাকাছি কিছু জায়গা খালি হয়। তাতে বনূ সালামার লোকেরা মসজিদের কাছে স্থানান্তরিত হওয়ার ইচ্ছা করল। এই খবর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে পৌঁছলে তিনি তাদের বললেন, আমি জানতে পেরেছি যে, তোমরা নাকি মসজিদের কাছাকাছি স্থানান্তরিত হওয়ার ইচ্ছা রাখ? তারা বলল, হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমরা মসজিদের কাছাকাছি যাওয়ার মনস্থ করেছি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, হে বনূ সালামা! তোমরা তোমাদের মহল্লায় থাক, তোমাদের পদচিহ্ন লেখা হবে। তোমরা মহল্লায় থাক, তোমাদের পদচিহ্ন লেখা হবে।

١٣٩٤- حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ النَّضْرِ التَّيْمِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ سَمِعْتُ كَهْمَسًا يُحَدِّثُ عَنْ اَبِىْ نَضْرَةَ عَنْ جَابِرِبْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ اَرَادَ بَنُوْ سَلِمَةَ اَنْ يَتَحَوَّلُوْا اِلٰى قُرْبِ الْمَسْجِدِ قَالَ وَالْبِقَاعُ خَالِيَةٌ فَبَلَغَ ذٰلِكَ النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ يَابَنِىْ سَلِمَةَ دِيَارَكُمْ تُكْتَبْ اٰثَارُكُمْ فَقَالُوْا مَاكَانَ يَسُرُّنَا اَنَّا كُنَّا تَحَوَّلْنَا.

১৩৯৪. আসিম ইব্ন নাযর আত-তায়মী (র).......জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বনূ সালামার লোকেরা বাড়ি পরিবর্তন করে মসজিদের কাছে আসতে ইচ্ছা করে। রাবী বলেন, একটি জায়গাও

খালি ছিল। এই খবরটি নবী ﷺ-এর কাছে পৌঁছলে তিনি বললেন, হে বনূ সালামা! তোমরা তোমাদের মহল্লায় থাক, তোমাদের পদচিহ্ন লেখা হবে। তখন তারা বলল, আমরা যদি স্থানান্তরিত হতাম, সেটা আমাদের জন্য আনন্দদায়ক হত না।

١٣٩٥- حَدَّثَنِي اِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ اَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ يَعْنِي ابْنَ عَمْرٍو عَنْ زَيْدِبْنِ اَبِيْ اُنَيْسَةَ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ اَبِيْ حَازِمٍ الْاَشْجَعِيِّ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ تَطَهَّرَ فِيْ بَيْتِهِ ثُمَّ مَشَى اِلٰى بَيْتٍ مِنْ بُيُوْتِ اللّٰهِ لِيَقْضِيَ فَرِيْضَةً مِنْ فَرَائِضِ اللّٰهِ كَانَتْ خَطْوَتَاهُ اِحْدَاهُمَا تَحُطُّ خَطِيْئَةً وَالْاُخْرٰى تَرْفَعُ دَرَجَةً.

১৩৯৫. ইসহাক ইব্‌ন মানসূর (র)......আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি স্বগৃহে পবিত্রতা অর্জন করল, তারপর হেঁটে আল্লাহ্‌র ঘরসমূহের মধ্যে কোন ঘরে গেল, এ জন্য যে আল্লাহ্‌র ফরযগুলোর কোন ফরয আদায় করবে, তাহলে তার এক কদমে একটি গুনাহ মাফ হবে এবং আরেকটি কদমে এক ধাপ মর্যাদা উন্নীত হবে।

١٣٩٦- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ابْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وَقَالَ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا بَكْرُ يَعْنِي ابْنَ مُضَرَ كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِبْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ وَفِيْ حَدِيْثِ بَكْرٍ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ أَرَأَيْتُمْ لَوْ اَنَّ نَهْرًا بِبَابِ اَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ هَلْ يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيْءٌ قَالُوْا لَايَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيْءٌ قَالَ فَذٰلِكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ يَمْحُوْا اللّٰهُ بِهِنَّ الْخَطَايَا.

১৩৯৬. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র)......আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, বর্ণনাকারী বলেন যে, বাক্‌রের হাদীসে আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন যে, বল তো তোমাদের মধ্যে কারো দরজার সামনে যদি একটি নদী থাকে এবং সে তাতে দৈনিক পাঁচবার গোসল করে, তবে তার (শরীরে) কোন ময়লা থাকতে পারে? তাঁরা বললেন, কোন ময়লাই থাকতে পারে না। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের দৃষ্টান্ত এ-ই। আল্লাহ্ তা'আলা এরদ্বারা পাপ মোচন করেন।

١٣٩٧- وَ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِبْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ وَاَبُوْ كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِيْ سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ كَمَثَلِ نَهْرٍ جَارٍ غَمْرٍ عَلٰى بَابِ اَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ قَالَ الْحَسَنُ وَمَايُبْقِيْ ذَالِكَ مِنَ الدَّرَنِ.

১৩৯৭. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা ও আবূ কুরায়ব (র)......জাবির অর্থাৎ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের উদাহরণ হলো প্রবল স্রোতস্বিনী নদীর মত, যা

তোমাদের কারো দরজার পাশ দিয়ে প্রবাহিত, যাতে সে ব্যক্তি প্রত্যহ পাঁচবার গোসল করে। হাসান বলেন, তাতে তার গায়ে কোন ময়লা অবশিষ্ট থাকে না।

١٣٩٨- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِبْنُ أَبِىْ شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ ابْنُ حَرْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هٰرُوْنَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ عَنْ زَيْدِبْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ مَنْ غَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ أَوْرَاحَ أَعَدَّ اللّٰهُ لَهُ فِى الْجَنَّةِ نُزُلاً كُلَّمَا غَدَا أَوْرَاحَ .

১৩৯৮. আবূ বাক্‌র আবূ শায়বা ও যুহায়র ইব্‌ন হার্‌ব (র)......আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যা মসজিদে আসা-যাওয়া করে, আল্লাহ্ তা'আলা তার জন্য জান্নাতে প্রতি সকাল-সন্ধ্যার জন্য আতিথেয়তার ব্যবস্থা করেন।

٤٧. بَابُ فَضْلِ الْجُلُوْسِ فِىْ مُصَلاَّهُ بَعْدَ الصُّبْحِ وَفَضْلِ الْمَسَاجِدِ .

৪৭. পরিচ্ছেদ : ফজরের সালাতের পর বসে থাকার ফযীলত এবং মসজিদের মর্যাদা

١٣٩٩- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يُوْنُسَ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا سِمَاكٌ ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُوْ خَيْثَمَةَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ قَالَ قُلْتُ لِجَابِرِبْنِ سَمُرَةَ أَكُنْتَ تُجَالِسُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ نَعَمْ كَثِيْرًا كَانَ لاَيَقُوْمُ مِنْ مُصَلاَّهُ الَّذِىْ يُصَلِّى فِيْهِ الصُّبْحَ أَوِ الْغَدَاةَ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَاِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ قَامَ وَكَانُوْا يَتَحَدَّثُوْنَ فَيَأْخُذُوْنَ فِىْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ فَيَضْحَكُوْنَ وَيَتَبَسَّمُ .

১৩৯৯. আহ্‌মাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইউনুস ও ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র)......সিমাক ইব্‌ন হার্‌ব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জাবির ইব্‌ন সামুরা (রা)-কে বললাম, আপনি কি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে বসতেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ, বহুবার। তারপর তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যে স্থানে ফজরের অথবা বলেছেন ভোরের সালাত আদায় করতেন, সূর্যোদয় না হওয়া পর্যন্ত সেখানেই বসে থাকতেন। তারপর যখন সূর্য উদিত হতো তখন তিনি সালাতে দাঁড়াতেন। আর লোকেরা সেখানে কথাবার্তা বলত ও জাহিলী যুগের বিষয় নিয়ে হাসাহাসি করত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মুচকি হাসতেন।

١٤٠٠- وَحَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِبْنُ أَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ أَبُوْ بَكْرٍ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُبْنُ بِشْرٍ عَنْ زَكَرِيَّاءَ كِلاَهُمَا عَنْ سِمَاكٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ اِذَا صَلَّى الْفَجْرَ جَلَسَ فِىْ مُصَلاَّهُ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ حَسَنًا.

১৪০০. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)......জাবির ইব্‌ন সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ যখন ফজরের সালাত আদায় করতেন, তিনি মুসাল্লায় বসে থাকতেন, যতক্ষণ না ভালভাবে [illegible] হতো।

١٤٠١- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَأَبُوْبَكْرِبْنُ أَبِىْ شَيْبَةَ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُوالْاَحْوَصِ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَامُحَمَّدُبْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ كِلاَهُمَا عَنْ سِمَاكٍ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ وَلَمْ يَقُوْلاَ حَسَنًا.

১৪০১. কুতায়বা, আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা, ইব্‌নুল মুসান্না ও ইব্‌ন বাশ্‌শার (র)......সিমাক (র) থেকে এ সনদে বর্ণিত। কিন্তু তাতে 'ভালভাবে' (حَسَنًا) শব্দটির উল্লেখ নেই।

١٤٠٢- وَحَدَّثَنَا هٰرُوْنُ بْنُ مَعْرُوْفٍ وَاِسْحٰقَ بْنُ مُوْسٰى الْاَنْصَارِىُّ قَالاَ حَدَّثَنَا اَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ قَالَ حَدَّثَنِى ابْنُ اَبِىْ ذُبَابٍ فِىْ رِوَايَةِ هٰرُوْنَ وَفِىْ حَدِيْثِ الْاَنْصَارِىِّ حَدَّثَنِىْ الْحَارِثُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ مِهْرَانَ مَوْلٰى اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَحَبُّ الْبِلاَدِ اِلَى اللّٰهِ مَسَاجِدُهَا وَاَبْغَضُ الْبِلاَدِ اِلَى اللّٰهِ اَسْوَا قُهَا.

১৪০২. হারূন ইব্‌ন মারূফ এবং ইসহাক ইব্‌ন মূসা আল-আনসারী (র)......আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ্ তা'আলার নিকট সর্বাপেক্ষা পসন্দনীয় স্থান হলো মসজিদ এবং সব চাইতে অপসন্দনীয় স্থান বাজার।

٤٨. بَابُ مَنْ اَحَقُّ بِالْاِ مَامَةِ

৪৭. পরিচ্ছেদ : ইমামতির জন্য কে বেশি যোগ্য

١٤٠٣- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِىْ نَضْرَةَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا كَانُوْا ثَلاَثَةً فَلْيَؤُمَّهُمْ اَحَدُهُمْ وَاَ حَقُّهُمْ بِالْاِمَامَةِ اَقْرَؤُهُمْ.

১৪০৩. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র)......আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যদি তিনজন একত্র হয় তবে একজন তাদের ইমামতি করবে। আর ইমাম হওয়ার সর্বাপেক্ষা যোগ্য তিনি, যিনি তাদের মধ্যে কুরআন পাঠে সর্বাপেক্ষা অভিজ্ঞ।

١٤٠٤- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا اَبُوْ خَالِدٍ الْاَحْمَرُ عَنْ سَعِيْدِبْنِ اَبِىْ عَرُوْبَةَ ح وَحَدَّثَنِىْ اَبُوْ غَسَّانَ الْمِسْمَعِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذٌ وَهُوَ ابْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ كُلُّهُمْ عَنْ قَتَادَةَ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ مِثْلَهُ.

১৪০৪. মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার, আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা এবং আবূ গাস্‌সান আল-মিসমাঈ (র)...... কাতাদা (র) থেকে উক্ত সূত্রে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

١٤٠٥- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا سَالِمُ بْنُ نُوحٍ ح وَحَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ عِيسَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ جَمِيعًا عَنِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ.

১৪০৫. মুহাম্মদ ইব্‌নুল মুসান্না ও হাসান ইব্‌ন ঈসা (র)....... আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণিত।

١٤٠٦- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ كِلاَهُمَا عَنْ أَبِي خَالِدٍ قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ عَنْ أَوْسِ بْنِ ضَمْعَجٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ سِلْمًا وَلاَ يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ وَلاَ يَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ قَالَ الأَشَجُّ فِي رِوَايَتِهِ مَكَانَ سِلْمًا سِنًّا.

১৪০৬. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা ও আবূ সাঈদ আল-আশাজ্জ (র)...... আবূ মাসঊদ আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, সেই ব্যক্তি লোকদের ইমামতি করবেন যিনি আল্লাহ্‌র কিতাব পাঠে সবচেয়ে অভিজ্ঞ। কুরআন পাঠে যদি সকলেই সমান হয় তবে যিনি তাদের মধ্যে সুন্নাহ্ সম্পর্কে সর্বাপেক্ষা অভিজ্ঞ। তাতেও যদি সকলে এক রকম হয় তবে যিনি আগে হিজরত করেছেন। তাতেও যদি সকলেই সমান হয়, তবে যিনি আগে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। কোন ব্যক্তি অন্য কোন ব্যক্তির কর্তৃত্বের ভেতর ইমামতি করবে না এবং অনুমতি ছাড়া কারো ঘরে তার বিশেষ আসনে বসবে না। আশাজ্জ তাঁর রিওয়ায়াতে ইসলামের স্থলে বয়সের কথা বলেছেন।

١٤٠٧- حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ قَالَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ ح وَحَدَّثَنَا الأَشَجُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ كُلُّهُمْ عَنِ الأَعْمَشِ بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ.

১৪০৭. আবূ কুরায়ব, ইসহাক, আশাজ্জ ও ইব্‌ন আবূ উমর (র)...... আ'মাশ (র) থেকে এ সনদে অনুরূপ বর্ণিত।

١٤٠٦- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ قَالَ سَمِعْتُ أَوْسَ بْنَ ضَمْعَجٍ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا مَسْعُودٍ يَقُولُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ وَأَقْدَمُهُمْ قِرَاءَةً فَإِنْ كَانَتْ قِرَاءَتُهُمْ سَوَاءً فَلْيَؤُمَّهُمْ أَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَلْيَؤُمَّهُمْ أَكْبَرُهُمْ سِنًّا

وَلاَتَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِيْ اَهْلِهِ وَلاَ فِيْ سُلْطَانِهِ وَلاَتَجْلِسْ عَلٰى تَكْرِمَتِهِ فِيْ بَيْتِهِ اِلاَّ اَنْ يَأْذَنَ لَكَ اَوْبِاِذْنِهِ .

১৪০৮. মুহাম্মদ ইব্নুল মুসান্না ও ইব্ন বাশ্শার (র)...... আবূ মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের বলেছেন, সেই ব্যক্তিই লোকদের ইমামতি করবে যে আল্লাহ্র কিতাব সম্পর্ক অধিক অভিজ্ঞ এবং তার পাঠে সবার অগ্রগামী। যদি কিতাব পাঠে সকলেই সমান হয়, তবে সে ইমামতি করবে যে আগে হিজরত করেছে। যদি হিজরতেও সকলেই সমান হয়, তবে বয়সে যে বড়, সে ইমামতি করবে। তোমাদের কেউ অন্য কারো ঘরে কিংবা অন্য কারো কর্তৃত্বের স্থানে ইমামতি করবে না এবং অনুমতি ছাড়া কারো গৃহে তার আসনে বসবে না।

١٤٠٩- وَحَدَّثَنِيْ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ عَنْ اَبِيْ قِلاَبَةَ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ قَالَ اَتَيْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَنَحْنُ شَبَبَةٌ مُتَقَارِبُوْنَ فَاَقَمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِيْنَ لَيْلَةً وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَحِيْمًا رَقِيْقًا فَظَنَّ اَنَّا قَدِ اشْتَقْنَا اَهْلَنَا فَسَأَلَنَا عَنْ مَنْ تَرَكْنَا مِنْ اَهْلِنَا فَاَخْبَرْنَاهُ فَقَالَ ارْجِعُوْا اِلٰى اَهْلِيْكُمْ فَاَقِيْمُوْا فِيْهِمْ وَعَلِّمُوْهُمْ وَمُرُوْهُمْ فَاِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَلْيُؤَذِّنْ اَحَدُكُمْ ثُمَّ لِيَؤُمَّكُمْ اَكْبَرُكُمْ .

১৪০৯. যুহায়র ইব্ন হারব (র)...... মালিক ইব্ন হুওয়ায়রিস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (একবার) আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে এলাম। আমরা সকলেই সমবয়সী যুবক ছিলাম। আমরা বিশ দিন তাঁর কাছে অবস্থান করলাম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ অত্যন্ত দয়ালু ও স্নেহপ্রবণ ছিলেন। তিনি বুঝতে পারলেন যে, আমরা আমাদের পরিজনের জন্য উদগ্রীব আছি। তিনি আমাদের পরিজনদের কাকে কাকে রেখে এসেছি জানতে চাইলেন। আমরা তাঁকে তা জানালাম। তখন তিনি বললেন, তোমরা তোমাদের পরিজনের কাছে ফিরে যাও এবং তাদের মধ্যে অবস্থান কর। আর তাদের শিক্ষা দাও ও সৎকাজের আদেশ কর। আর যখন সালাতের সময় হবে, তখন তোমাদের কেউ আযান দেবে এবং তোমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি সালাতের ইমামতি করবে।

١٤١٠- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ الرَّبِيْعِ الزَّهْرَانِيُّ وَخَلَفُ بْنُ هِشَامٍ قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ اَيُّوْبَ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ اَبِيْ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ اَيُّوْبَ قَالَ قَالَ لِيْ اَبُوْ قِلاَبَةَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ اَبُوْ سُلَيْمَانَ قَالَ اَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فِيْ نَاسٍ وَنَحْنُ شَبَبَةٌ مُتَقَارِبُوْنَ وَاقْتَصَّا جَمِيْعًا الْحَدِيْثَ بِنَحْوِ حَدِيْثِ ابْنِ عُلَيَّةَ .

১৪১০. আবু'র রাবী আয-যাহরানী, খালফ ইব্ন হিশাম ও ইব্ন আবূ উমর (র)...... মালিক ইব্ন হুওয়ায়রিস আবূ সুলায়মান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি কয়েকজন লোকসহ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে এলাম। আর আমরা সকলেই সমবয়সী যুবক ছিলাম। পরবর্তী অংশ ইব্ন উলায়্যার হাদীসের অনুরূপ।

١٤١١- وَحَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الْحَنْظَلِىُّ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِىُّ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ اَبِىْ قِلاَبَةَ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ قَالَ اَتَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ اَنَا وَصَاحِبٌ لِىْ فَلَمَّا اَرَدْنَا الاِقْفَالَ مِنْ عِنْدِهِ قَالَ لَنَا اِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَاَذِّنَا ثُمَّ اَقِيْمَا وَلْيَؤُمَّكُمَا اَكْبَرُكُمَا .

১৪১১. ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম আল-হানযালী (র)...... মালিক ইব্‌ন হুওয়ায়রিস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-এর কাছে আমার একজন সাথীসহ এলাম। আমরা যখন তাঁর কাছ থেকে ফিরে যেতে চাইলাম, তখন তিনি আমাদের বললেন, যখন সালাতের সময় হয়, তখন আযান দিও; তারপর ইকামত দিও। তারপর তোমাদের মধ্যে যে বয়োজ্যেষ্ঠ, সে ইমামতি করবে।

١٤١٢- وَحَدَّثَنَاهُ اَبُوْ سَعِيْدٍ الْاَشَجُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَفْصٌ يَعْنِى ابْنَ غِيَاثٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ الْحَذَّاءُ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ وَزَادَ قَالَ الْحَذَّاءُ وَكَانَا مُتَقَارِبَيْنِ فِى الْقِرَاءَةِ .

১৪১২. আবূ সাঈদ আল-আশাজ্জ (র)......খালিদ আল-হায্‌যা (র) থেকে উক্ত সনদে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাঁর বর্ণনায় অতিরিক্ত রয়েছে যে, হায্‌যা (র) বলেছেন, তারা উভয়ে কুরআন পাঠে প্রায় সমান ছিলেন।

٤٩. بَابُ اِسْتِحْبَابِ الْقُنُوْتِ فِىْ جَمِيْعِ الصَّلاَةِ اِذَا نَزَلَتْ بِالْمُسْلِمِيْنَ نَازِلَةٌ .

৪৯. পরিচ্ছেদ : যখন মুলমানদের উপর কোন বিপদ আসে, তখন সকল সালাতে 'কুনূতে নাযিলা' পাঠ মুস্তাহাব হওয়া প্রসঙ্গ

١٤١٣- حَدَّثَنِىْ اَبُوْ الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيٰى قَالاَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ بْنُ يَزِيْدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَاَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ اَنَّهُمَا سَمِعَا اَبَاهُرَيْرَةَ يَقُوْلُ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ حِيْنَ يَفْرُغُ مِنْ صَلاَةِ الْفَجْرِ مِنَ الْقِرَاءَةِ وَيُكَبِّرُ وَيَرْفَعُ رَأْسَهُ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ثُمَّ يَقُوْلُ وَهُوَ قَائِمٌ اَللّٰهُمَّ اَنْجِ الْوَلِيْدَبْنَ الْوَلِيْدِ وَسَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ وَعَيَّاشَ بْنَ اَبِىْ رَبِيْعَةَ وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَللّٰهُمَّ اشْدُدْ وَطْاَتَكَ عَلٰى مُضَرَ وَاجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ كَسِنِىْ يُوْسُفَ اَللّٰهُمَّ الْعَنْ لِحْيَانَ وَرِعْلاً وَذَكْوَانَ وَعُصَيَّةَ عَصَتِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ ثُمَّ بَلَغَنَا اَنَّهُ تَرَكَ ذٰلِكَ لَمَّا اُنْزِلَ « **لَيْسَ لَكَ مِنَ الْاَمْرِ شَىْءٌ اَوْيَتُوْبَ عَلَيْهِمْ اَوْيُعَذِّبَهُمْ فَاِنَّهُمْ ظَالِمُوْنَ** . »

১৪১৩. আবুত তাহির ও হারমালা ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র).....আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন ফজরের সালাতে কিরা'আত শেষ করতেন ও তাক্‌বীর বলতেন এবং (রুকূ থেকে) মাথা উঠাতেন, তখন "সামি'আল্লাহু লিমান হামিদা" "রাব্বানা ওয়া লাকাল হাম্‌দ" বলতেন। পরে দাঁড়ানো অবস্থায় বলতেন, "হে আল্লাহ্! তুমি ওয়ালীদ ইব্‌নুল ওয়ালীদ, সালামা ইব্‌ন হিশাম এবং আয়্যাশ ইব্‌ন আবূ রাবী'আকে মুক্তি দাও এবং অন্যান্য দুর্বল মু'মিনদের নাজাত দাও। হে আল্লাহ্! মুদার গোত্রের উপর কাঠোর শাস্তি অবতীর্ণ কর। তাদের উপর

ইউসুফ (আ)-এর সময়ের দুর্ভিক্ষের বছরগুলোর ন্যায় দুর্ভিক্ষ নাযিল কর। হে আল্লাহ্! লা'নত কর লিহ্য়ান, রি'ল, যাক্ওয়ানের উপর এবং উসায়্য গোত্রের উপরও, যারা আল্লাহ ও রাসূলের অবাধ্যতা করেছে। কিন্তু পরে আমাদের কাছে খবর পৌছেছে যে, কুরআনের এই আয়াত নাযিল হওয়ার পর তিনি লা'নত করা বাদ দিয়েছেন :

لَيْسَ لَكَ مِنَ الْاَمْرِ شَيْءٌ اَوْيَتُوْبَ عَلَيْهِمْ اَوْيُعَذِّبَهُمْ فَانَّهُمْ ظَالِمُوْنَ.

"আল্লাহ্ তাদেরকে ক্ষমা করে দেবেন না শাস্তি দেবেন তা আপনার ইখ্তিয়ারভুক্ত নয়; তারা নিশ্চয়ই যালিম।"

١٤١٤- وَحَدَّثَنَاهُ اَبُوْبَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اِلَى قَوْلِهِ وَاجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ كَسِنِيْ يُوْسُفَ وَلَمْ يَذْكُرْ مَابَعْدَهُ .

১৪১৪. আবূ বাক্র ইব্ন আবূ শায়বা ও আম্র আন্-নাকিদ (র)...... আবূ হুরায়রা (রা)-এর সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত আছে যে, "হে আল্লাহ্! তাদের উপর ইউসুফ (আ)-এর সময়ের বছরগুলোর অনুরূপ দুর্ভিক্ষ আপতিত কর।" কিন্তু তিনি এর পরের অংশ বর্ণনা করেন নি।

١٤١٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الرَّازِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَوْزَاعِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِيْ كَثِيْرٍ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُمْ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَنَتَ بَعْدَ الرَّكْعَةِ فِيْ صَلاَةٍ شَهْرًا اِذَا قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ يَقُوْلُ فِيْ قُنُوْتِهِ اَللّٰهُمَّ اَنْجِ الْوَلِيْدَ بْنَ الْوَلِيْدِ اَللّٰهُمَّ نَجِّ سَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ اَللّٰهُمَّ نَجِّ عَيَّاشَ بْنَ اَبِيْ رَبِيْعَةَ اَللّٰهُمَّ نَجِّ الْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَللّٰهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ سِنِيْنَ كَسِنِيْ يُوْسُفَ قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ ثُمَّ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ تَرَكَ الدُّعَاءَ بَعْدُ فَقُلْتُ اَرَى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَدْ تَرَكَ الدُّعَاءَ لَهُمْ قَالَ فَقِيْلَ وَمَاتَرَاهُمْ قَدْقَدِمُوْا .

১৪১৫. মুহাম্মদ ইব্ন মিহ্রান আর-রাযী (র)...... আবূ সালামা (র) থেকে বর্ণিত। আবূ হুরায়রা (রা) তাঁদের কাছে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সালাতে রুকূর পর একমাস ব্যাপী কুনূত পড়েছেন। 'সামি'আল্লাহু লিমান হামিদা' বলার পর কুনূতে তিনি বলতেন : হে আল্লাহ্! ওয়ালীদ ইব্নুল ওয়ালীদকে মুক্তি দাও; হে আল্লাহ্! সালামা ইব্ন হিশামকে নাজাত দাও; হে আল্লাহ্! আয়্যাশ ইব্ন আবূ রাবী'আকে মুক্তিদান কর; হে আল্লাহ্! অত্যাচারিত দুর্বল মু'মিনদের মুক্তি দাও; হে আল্লাহ্! 'মুদার' গোত্রের শাস্তি কঠোর কর। হে আল্লাহ্! ইউসুফ (আ)-এর সময়ের দুর্ভিক্ষের বছরগুলোর মত তাদের উপর দুর্ভিক্ষ নাযিল কর। আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, পরে আমি দেখতে পেলাম রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এই দু'আ ছেড়ে দিয়েছেন। রাবী বলেন, আমি বললাম, আমি মনে করি, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদের (নির্যাতীত মু'মিনদের) জন্য দু'আ করা ছেড়ে দিয়েছেন। আবূ হুরায়রা (র) বললেন, বলা হলো, তুমি কি দেখতে পাচ্ছ না যে, তারা এসে গেছে। (অর্থাৎ কাফিরগণ ইসলাম গ্রহণ করেছে এবং নির্যাতীত মুসলিমগণ মুক্তি পেয়ে মদীনায় এসে গেছে)।

١٤١٦- وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَيْنَمَا هُوَ يُصَلِّي الْعِشَاءَ إِذْ قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ثُمَّ قَالَ قَبْلَ أَنْ يَسْجُدَ اللَّهُمَّ نَجِّ عَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ الْأَوْزَاعِيِّ إِلَى قَوْلِهِ كَسِنِي يُوسُفَ وَلَمْ يَذْكُرْ مَابَعْدَهُ .

১৪১৬. যুহায়র ইব্‌ন হারব (র)...... আবূ সালামা (র) থেকে বর্ণিত। আবূ হুরায়রা (রা) তাঁকে বলেছেন যে, একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইশার সালাত আদায় করছিলেন। তিনি 'সামি আল্লাহু লিমান হামিদা' বললেন, তারপর সিজদা করার আগে বললেন : হে আল্লাহ্! আয়্যাশ ইব্‌ন আবূ রাবী'আকে (কাফিরদের হাত থেকে) মুক্তি দান কর। অতঃপর আওযাঈর হাদীসের অনুরূপ...... ইউসুফ (আ)-এর সময়ের বছরগুলোর মত দুর্ভিক্ষ নাযিল কর' পর্যন্ত বর্ণনা করেন; কিন্তু এর পরের অংশটি বর্ণনা করেন নি।

١٤١٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُبْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ وَاللَّهِ لأُقَرِّبَنَّ بِكُمْ صَلاَةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَقْنُتُ فِي الظُّهْرِ وَالْعِشَاءِ الْأُخِرَةِ وَصَلاَةِ الصُّبْحِ وَيَدْعُو لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَلْعَنُ الْكُفَّارَ .

১৪১৭. মুহাম্মদ ইব্‌নুল মুসান্না (র)...... আবূ সালামা ইব্‌ন আবদুর রহমান (র), আবূ হুরায়রা (র)-কে বলতে শোনেন যে, আল্লাহর কসম, আমি তোমাদের নিকট রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সালাতের অনুরূপ চিত্র পেশ করব। সুতরাং আবূ হুরায়রা (রা) যোহ্‌র, ইশা ও ফজরের সালাতে 'কুনূত' পড়তেন। এতে মুসলমানদের জন্য দু'আ করতেন এবং কাফিরদেরকে অভিশাপ দিতেন।

١٤١٨- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ إِسْحٰقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ دَعَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى الَّذِينَ قَتَلُوا أَصْحَابَ بِئْرِ مَعُونَةَ ثَلاَثِينَ صَبَاحًا يَدْعُو عَلَى رِعْلٍ وَذَكْوَانَ وَلِحْيَانَ وَعُصَيَّةَ عَصَتِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ قَالَ أَنَسُ أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي الَّذِينَ قُتِلُوا بِبِئْرِ مَعُونَةَ قُرْآنًا قَرَأْنَاهُ حَتَّى نُسِخَ بَعْدُ «أَنْ بَلِّغُوا قَوْمَنَا قَدْ لَقِينَا رَبَّنَا فَرَضِيَ عَنَّا وَرَضِينَا عَنْهُ» .

১৪১৮. ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র)......আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বির-ই মা'উনার মুবাল্লিগদের হত্যাকারীদের প্রতি ক্রমাগত ত্রিশ দিন ফজরের সালাতে বদ দু'আ করেছেন। তিনি বদ-দু'আ করতেন রিল, যাকওয়ান ও লিহয়ান গোত্রের প্রতি এবং উসায়্যা গোত্রের প্রতিও, যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্যতা করেছে। আনাস (রা) বলেন, বির-ই মা'উনায় শাহাদাত বরণকারীদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা

কুরআনের আয়াত নাযিল করেন। আর আমরা সেই আয়াতটি পাঠ করতাম, অবশেষে তা মানসূখ হয়ে যায়। আয়াতটি হলো : اَنْ بَلِّغُوْا قَوْمَنَا قَدْ لَقِيْنَا رَبَّنَا فَرَضِىَ عَنَّا وَرَضِيْنَا عَنْهُ "আমার কাওমের কাছে সংবাদ পৌঁছে দাও যে, আমরা আমাদের প্রভুর সঙ্গে মিলিত হয়েছি; তিনি আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট। আমরাও তাঁর প্রতি খুশি।"

١٤١٩- وَحَدَّثَنِى عَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ قُلْتُ لاَنَسٍ هَلْ قَنَتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِى صَلاَةِ الصُّبْحِ قَالَ نَعَمْ بَعْدَ الرُّكُوْعِ يَسِيْرًا .

১৪১৯. আম্‌র আন-নাকিদ ও যুহায়র ইব্‌ন হারব (র)...... মুহাম্মদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাস (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কি ফজরের সালাতে কুনুত পাঠ করতেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ, রুকূ করার পর কিছু সময়।

١٤٢٠- وَحَدَّثَنِى عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِىُّ وَاَبُوْ كُرَيْبٍ وَاِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الاَعْلٰى وَاللَّفْظُ لاِبْنِ مُعَاذٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِى مِجْلَزٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَنَتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ شَهْرًا بَعْدَ الرُّكُوْعِ فِى صَلاَةِ الصُّبْحِ يَدْعُوْ عَلٰى رِعْلٍ وَذَكْوَانَ وَيَقُوْلُ عُصَيَّةُ عَصَتِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ .

১৪২০. উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন মু'আয আল-আনবারী, আবূ কুরায়ব, ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম ও মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল আ'লা (র)...... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ফজরের সালাতে রুকূর পরে এক মাস কুনূত পাঠ করেছেন। রি'ল ও যাকওয়ান গোত্রদ্বয়ের উপর বদদু'আ করেছেন। উসায়্যা গোত্র সম্পর্কে বলেছেন, তারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আদেশ অমান্য করেছে।

١٤٢١- وَحَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا بَهْزُبْنُ اَسَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ اَخْبَرَنَا اَنَسُ بْنُ سِيْرِيْنَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَنَتَ شَهْرًا بَعْدَ الرُّكُوْعِ فِى صَلاَةِ الْفَجْرِ يَدْعُوْ عَلٰى بَنِى عُصَيَّةَ .

১৪২১. মুহাম্মদ ইব্‌ন হাতিম (র)...... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ফজরের সালাতে রুকুর পর এক মাস পর্যন্ত কুনূত পাঠ করেছেন। উসায়্যা গোত্রের উপর বদদু'আ করেছেন।

١٤٢٢- وَحَدَّثَنَا اَبُوْبَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ وَاَبُوْ كُرَيْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ سَاَلْتُهُ عَنِ الْقُنُوْتِ قَبْلَ الرُّكُوْعِ اَوْبَعْدَ الرُّكُوْعِ فَقَالَ قَبْلَ الرُّكُوْعِ قَالَ قُلْتُ فَاِنَّ نَاسًا يَزْعُمُوْنَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَنَتَ بَعْدَ الرُّكُوْعِ فَقَالَ اِنَّمَا قَنَتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ شَهْرًا يَدْعُوْ عَلٰى اُنَاسٍ قَتَلُوْا اُنَاسًا مِنْ اَصْحَابِهِ يُقَالُ لَهُمُ الْقُرَّاءُ .

১৪২২. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা ও আবূ কুরায়ব (র)...... আসিম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাস (রা)-কে কুনূত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম, তা কি রুকূর আগে না পরে? তিনি বললেন, রুকূর আগে। আসিম (র) বলেন, আমি বললাম, লোকেরা মনে করে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রুকূর পরে কুনূত পাঠ করেছেন। আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ (রুকূর পরে) একমাস কুনূত পাঠ করেছেন, তিনি সেই সমস্ত লোকের প্রতি বদদু'আ করেছেন, যারা তাঁর একদল সাহাবীকে হত্যা করেছিল, যাদেরকে 'ক্বারী' বলা হতো।

١٤٢٣- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِى عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمٍ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسًا يَقُوْلُ مَا رَأَيْتَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَجَدَ عَلٰى سَرِيَّةٍ مَا وَجَدَ عَلَى السَّبْعِيْنَ الَّذِيْنَ اُصِيْبُوْا يَوْمَ بِئْرِ مَعُوْنَةَ كَانُوْا يُدْعَوْنَ الْقُرَّاءَ فَمَكَثَ شَهْرًا يَدْعُوْ عَلٰى قَتَلَتِهِمْ

১৪২৩. ইব্‌ন আবূ উমর (র)...... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে কোন সারিয়্যার (বাহিনীর) সম্বন্ধে এত বেশি দুঃখিত হতে দেখি নি। যতখানি দুঃখিত হয়েছিলেন সেই সত্তরজন সাহাবীর জন্য যাঁদের 'বির-ই মা'উনা'র দিন শহীদ করা হয়েছিল, তাঁদের 'কারী' বলা হতো। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এই হত্যাকারীদের এক মাস ধরে বদদু'আ করতে থাকলেন।

١٤٢٤- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَفْصٌ وَابْنُ فُضَيْلٍ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ اَبِى عُمَرَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ كُلُّهُمْ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ اَنَسٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ يَزِيْدُ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ.

১৪২৪. আবূ কুরায়ব এবং ইব্‌ন আবূ উমর (র)...... আনাস (রা) উক্ত হাদীসটি নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। তাঁদের কেউ কারও অপেক্ষা কিছু অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন।

١٤٢٥- وَحَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَنَتَ شَهْرًا يَلْعَنُ رِعْلاً وَّ ذَكْوَانَ وَ عُصَيَّةَ عَصَوُا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ .

১৪২৫. আম্‌র আন নাকিদ (র)...... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একমাস পর্যন্ত কুনূত পাঠ করেন। এতে তিনি লা'নত করেন রি'ল ও যাক্‌ওয়ান গোত্রের প্রতি এবং উসায়্যা গোত্রের প্রতি-যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের নাফরমানী করেছে।

١٤٢٦- وَحَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُوْسٰى بْنِ اَنَسٍ عَنْ اَنَسٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ بِنَحْوِهِ .

১৪২৬. আম্‌র আন্-নাকিদ (র)...... আনাস (র) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

١٤٢٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَنَتَ شَهْرًا يَدْعُوْ عَلٰى اَحْيَاءٍ مِنْ اَحْيَاءِ الْعَرَبِ ثُمَّ تَرَكَهُ.

১৪২৭. মুহাম্মদ ইব্নুল মুসান্না (র)...... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একমাস পর্যন্ত কুনূত পাঠ করেন। এতে তিনি আরবের কয়েকটি গোত্রের উপর বদ্ দু'আ করেন। অতঃপর তিনি তা পরিত্যাগ করেন।

١٤٢٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ اَبِيْ لَيْلَى قَالَ حَدَّثَنَا الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَقْنُتُ فِى الصُّبْحِ وَالْمَغْرِبِ .

১৪২৮. মুহাম্মদ ইব্নুল মুসান্না ও ইব্ন বাশ্শার (র)...... বারা ইব্ন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ফজর ও মাগরিবে কুনূত পাঠ করতেন।

١٤٢٩- وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِيْ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِيْ لَيْلَى عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ قَنَتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِى الْفَجْرِ وَالْمَغْرِبِ

১৪২৯. ইব্ন নুমায়র (র)...... বারা ইব্ন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ফজর ও মাগরিবে 'কুনূত' পাঠ করেছেন।

١٤٣٠- حَدَّثَنِيْ اَبُوْ الطَّاهِرِ اَحْمَدُبْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ الْمِصْرِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنِ اللَّيْثِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ اَبِيْ اَنَسٍ عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ خُفَافِ بْنِ اِيْمَاءٍ الْغِفَارِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ صَلاَةٍ اَللّٰهُمَّ الْعَنْ بَنِىْ لِحْيَانَ وَرِعْلاً وَذَكْوَانَ وَعُصَيَّةَ عَصَوُااللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ غِفَارُ غَفَرَ اللّٰهُ لَهَا وَاَسْلَمُ سَالَمَهَا اللّٰهُ .

১৪৩০. আবুত তাহির আহ্মাদ ইব্ন আম্র ইব্ন সারাহ্ আল-মিস্রী (র)...... খুফাফ ইব্ন ঈমা আল-গিফারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সালাতে বলেন, হে আল্লাহ্! আপনি লা'নত করুন বনূ লিহ্য়ান, রি'ল ও যাক্ওয়ানকে এবং উসায়্যাকে, যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের নাফরমানী করেছে। আর গিফার গোত্র, আল্লাহ্ তাদের ক্ষমা করুন এবং আসলাম গোত্র, আল্লাহ্ তাদের নিরাপত্তা দান করুন।

١٤٣١- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اَيُّوْبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالَ ابْنُ اَيُّوْبَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ قَالَ اَخْبَرَنِىْ مُحَمَّدٌ وَهُوَ ابْنُ عَمْرٍو عَنْ خَالِدِبْنِ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ حَرْمَلَةَ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ خُفَافٍ اَنَّهُ قَالَ قَالَ خُفَافُ بْنُ اِيْمَاءٍ رَكَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ غِفَارُ غَفَرَ اللّٰهُ لَهَا وَاَسْلَمُ سَالَمَهَا اللّٰهُ وَعُصَيَّةُ عَصَتِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ اَللّٰهُمَّ الْعَنْ بَنِىْ لِحْيَانَ وَالْعَنْ رِعْلاً وَذَكْوَانَ ثُمَّ وَقَعَ سَاجِدًا قَالَ خُفَافُ فَجُعِلَتْ لَعْنَةُ الْكَفَرَةِ مِنْ اَجْلِ ذٰلِكَ .

১৪১৩. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আয়্যূব, কুতায়বা ও ইব্ন হুজ্র (র)...... হারিস ইব্ন খুফাফ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, খুফাফ ইব্ন ঈমা (র) বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রুকূ করে মাথা উঠানোর পর বলেন : গিফার,

আল্লাহ্ তাদের ক্ষমা করুন; আসলাম, আল্লাহ্ তাদের নিরাপত্তা দান করুন। আর উসায়্যা তো আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের কথা অমান্য করেছে। হে আল্লাহ্! বনূ লিহ্য়ানের প্রতি লা'নত কর এবং রি'ল ও যাক্ওয়ানের প্রতি লা'নত কর। তারপর নবী ﷺ সিজ্দায় যান। খুফাফ (র) বলেন, এ কারণে কাফিরদের লা'নত দেওয়া হয়।

١٤٣٢–حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ اَيُّوْبَ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ قَالَ وَاَخْبَرَنِيْهِ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ حَرْمَلَةَ عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ عَلِىٍّ بْنِ الْاَسْقَعِ عَنْ خُفَافِ بْنِ اِيْمَاءٍ بِمِثْلِهِ اِلاَّ اَنَّهُ لَمْ يَقُلْ فَجُعِلَتْ لَعْنَةُ الْكَفَرَةِ مِنْ اَجَلِ ذٰلِكَ .

১৪৩২. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আয়্যূব (র)...... খুফাফ ইব্ন ঈমা (র) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তিনি তাতে 'এ কারণে কাফিরদের লা'নত কার হয়' উল্লেখ করেন নি।

٥٠–بَابُ قَضَاءِ الصَّلاَةِ الْفَائِتَةِ وَاسْتِحْبَابِ تَعْجِيْلِ قَضَائِهَا.

৫০. পরিচ্ছেদ : কাযা সালাত আদায় এবং কাযার ব্যাপারে তাড়াতাড়ি করা মুস্তাহাব

١٤٣٣– حَدَّثَنِى حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيٰى التُّجِيْبِىُّ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِى يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيْدِبْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَ قَفَلَ مِنْ غَزْوَةِ خَيْبَرَ سَارَ لَيْلَةً حَتّٰى اِذَا اَدْرَكَهُ الْكَرٰى عَرَّسَ وَقَالَ لِبِلاَلٍ اِكْلاَ لَنَا اللَّيْلَ فَصَلّٰى بِلاَلُ مَاقُدِرَلَهُ وَنَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَصْحَابُهُ فَلَمَّا تَقَارَبَ الْفَجْرُ اسْتَنَدَ بِلاَلُ اِلٰى رَاحِلَتِهِ مُوَاجِهَ الْفَجْرِ فَغَلَبَتْ بِلاَلاً عَيْنَاهُ وَهُوَ مُسْتَنِدٌ اِلٰى رَاحِلَتِهِ فَلَمْ يَسْتَيْقِظْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَلاَ بِلاَلٌ وَلاَ اَحَدٌ مِنْ اَصْحَابِهِ حَتّٰى ضَرَبَتْهُمُ الشَّمْسُ فَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَوَّ لَهُمْ اِسْتِيْقَاظًا فَفَزِعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اَىْ بِلاَلُ فَقَالَ بِلاَلٌ اَخَذَ بِنَفْسِىَ الَّذِىْ اَخَذَ بِاَبِىْ اَنْتَ وَاُ مِّى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ بِنَفْسِكَ قَالَ اقْتَادُوْا فَاقْتَادُوْا رَوَاحِلَهُمْ شَيْئًا ثُمَّ تَوَضَّأَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَمَرَ بِلاَلاً فَاَقَامَ الصَّلاَةَ فَصَلّٰى بِهِمُ الصُّبْحَ فَلَمَّا قَضَى الصَّلاَةَ قَالَ مَنْ نَسِىَ الصَّلاَةَ فَلْيُصَلِّهَا اِذَا ذَكَرَهَا فَاِنَّ اللّٰهَ قَالَ اَقِمِ الصَّلاَةَ لِذِكْرِىْ قَالَ يُوْنُسُ وَكَانَ ابْنُ شِهَابٍ يَقْرَؤُهَا لِلذِّكْرٰى .

১৪৩৩. হারমালা ইব্ন ইয়াহ্ইয়া তুজীবী (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ খায়বার যুদ্ধ থেকে ফেরার সময় রাত্রে সফর করলেন। অবশেষে যখন তাঁর তন্দ্রা পেল, তখন তিনি শেষরাত্রে (একস্থানে) মনযিল করলেন এবং বিলাল (র)-কে নির্দেশ দিলেন, তুমি আমাদের জন্য এ রাতের প্রতি লক্ষ্য রাখ। তারপর বিলাল (রা) সালাত আদায় করেন যা তাঁর ভাগ্যে ছিল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ও সাহাবায়ে কিরাম (রা) ঘুমিয়ে পড়েন। ফজরের সময় ঘনিয়ে এলে বিলাল (রা) পূর্বদিকে মুখ করে তাঁর বাহনের উপর হেলান দিয়ে বসে পড়লেন। বিলালের চোখ নিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল। তখন তিনি তাঁর সওয়ারীতে হেলান দেয়া অবস্থায়ই ছিলেন।

ফলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ, বিলাল (রা) বা সাহাবীদের কেউই জাগলেন না, যতক্ষণ না সূর্যের কিরণ তাঁদের উপর পতিত হল। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সর্বপ্রথম জাগলেন এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পেরেশান হয়ে ডাক দিলেন, হে বিলাল! বিলাল বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার পিতামাতা আপনার জন্য কুরবান। আপনার আত্মা যিনি ধরে রেখেছেন, আমার আত্মাও তিনি ধরে রেখেছেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, সওয়ারীগুলোকে এখান থেকে নিয়ে চল। তারপর কিছু দূর নেওয়ার পর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উযূ করলেন এবং বিলাল (রা)-কে আদেশ দিলেন। তিনি সালাতের ইকামত দিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সাহাবীদের নিয়ে ফজরের সালাত আদায় করলেন। তারপর বললেন, তোমাদের কেউ যদি সালাত ভুলে যায়, তবে স্মরণমাত্র যেন আদায় করে নেয়। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন, أَقِمِ الصَّلاَةَ لِلذِّكْرِى "আমার স্মরণে সালাত কায়েম কর"। ইউনুস (র) বলেন, এর স্থলে ইব্‌ন শিহাব لِلذِّكْرٰى পাঠ করতেন।

١٤٣٤-وَحَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَيَعْقُوبُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِىُّ كِلاَهُمَا عَنْ يَحْيٰى قَالَ ابْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ كَيْسَانَ حَدَّثَنَا اَبُوْحَازِمٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ عَرَّسْنَا مَعَ نَبِىِّ اللّٰهِ ﷺ فَلَمْ نَسْتَيْقِظْ حَتّٰى طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ لِيَأْخُذْ كُلُّ رَجُلٍ بِرَأْسِ رَاحِلَتِهِ فَاِنَّ هٰذَا مَنْزِلٌ حَضَرَنَا فِيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ فَفَعَلْنَا ثُمَّ دَعَا بِالْمَاءِ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَقَالَ يَعْقُوْبُ ثُمَّ صَلّٰى سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ اُقِيْمَتِ الصَّلاَةُ فَصَلَّى الْغَدَاةَ .

১৪৩৪. মুহাম্মদ ইব্‌ন হাতিম (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে আমরা একবার শেষরাত্রে ঘুমিয়ে পড়লাম। সূর্যোদয় না হওয়া পর্যন্ত আমরা জাগতে পারলাম না। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তোমরা সকলেই নিজ সাওয়ারীর মাথায় ধরে নিয়ে চল। কেননা এই মনযিলে আমাদের কাছে শয়তান এসে পড়েছে। বর্ণনাকারী বলেন, আমরা তা-ই করলাম। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পানি আনিয়ে উযূ করলেন এবং দু'টি সিজ্‌দা করলেন; আর ইয়াকূব (র) বলেন, দু' রাক'আত সালাত আদায় করলেন। এরপর সালাতের ইকামত দেয়া হলো এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ ফজরের সালাত আদায় করলেন।

١٤٣٥-وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوْخَ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِى ابْنَ الْمُغِيْرَةِ قَالَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ اَبِىْ قَتَادَةَ قَالَ خَطَبَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اِنَّكُمْ تَسِيْرُوْنَ عَشِيَّتَكُمْ وَلَيْلَتَكُمْ وَتَأْتُوْنَ الْمَاءَ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ غَدًا فَانْطَلَقَ النَّاسُ لاَيَلْوِىْ اَحَدٌ عَلٰى اَحَدٍ قَالَ اَبُوْ قَتَادَةَ فَبَيْنَمَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَسِيْرُ حَتّٰى ابْهَارَّ اللَّيْلُ وَاَنَا اِلٰى جَنْبِهِ قَالَ فَنَعَسَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَمَالَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَاَتَيْتُهُ فَدَعَمْتُهُ مِنْ غَيْرِ اَنْ اُوْقِظَهُ حَتّٰى اعْتَدَلَ عَلٰى رَاحِلَتِهِ قَالَ ثُمَّ سَارَ حَتّٰى تَهَوَّرَ اللَّيْلُ مَالَ عَنْ رَاحِلَتِهِ قَالَ فَدَعَمْتُهُ مِنْ غَيْرِ اَنْ اُوْقِظَهُ حَتّٰى اعْتَدَلَ عَلٰى رَاحِلَتِهِ قَالَ ثُمَّ سَارَ حَتّٰى اِذَا كَانَ مِنْ اٰخِرِ السَّحَرِ مَالَ مَيْلَةً هِىَ اَشَدُّ مِنَ الْمَيْلَتَيْنِ الْاُوْلَيَيْنِ حَتّٰى كَادَ

يَنْجَفِلُ فَأَتَيْتُهُ فَدَعَمْتُهُ فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ مَنْ هٰذَا قُلْتُ اَبُوْ قَتَادَةَ قَالَ مَتٰى كَانَ هٰذَا مَسِيْرَكَ مِنِّيْ قُلْتُ مَازَالَ هٰذَا مَسِيْرِيْ مُنْذُ اللَّيْلَةِ قَالَ حَفِظَكَ اللّٰهُ بِمَا حَفِظْتَ بِهِ نَبِيَّهُ ثُمَّ قَالَ هَلْ تَرَانَا نَخْفٰى عَلَى النَّاسِ ثُمَّ قَالَ هَلْ تَرٰى مِنْ اَحَدٍ قُلْتُ هٰذَا رَاكِبٌ ثُمَّ قُلْتُ هٰذَا رَاكِبٌ اٰخَرُ حَتّٰى اجْتَمَعْنَا فَكُنَّا سَبْعَةَ رَكْبٍ قَالَ فَمَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الطَّرِيْقِ فَوَضَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ قَالَ احْفَظُوْا عَلَيْنَا صَلاَتَنَا فَكَانَ اَوَّلَ مَنِ اسْتَيْقَظَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَالشَّمْسُ فِيْ ظَهْرِهِ قَالَ فَقُمْنَا فَزِعِيْنَ ثُمَّ قَالَ ارْكَبُوْا فَرَكِبْنَا فَسِرْنَا حَتّٰى اِذَا ارْتَفَعَتِ الشَّمْسُ نَزَلَ ثُمَّ دَعَا بِمِيْضَأَةٍ كَانَتْ مَعِيْ فِيْهَا شَيْءٌ مِنْ مَاءٍ قَالَ فَتَوَضَّأَ مِنْهَا وُضُوْءًا دُوْنَ وُضُوْءٍ قَالَ وَبَقِيَ فِيْهَا شَيْءٌ مِنْ مَاءٍ ثُمَّ قَالَ لاَبِيْ قَتَادَةَ احْفَظْ عَلَيْنَا مِيْضَأَتَكَ فَسَيَكُوْنُ لَهَا نَبَأٌ ثُمَّ اَذَّنَ بِلاَلٌ بِالصَّلاَةِ فَصَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ صَلَّى الْغَدَاةَ فَصَنَعَ كَمَا كَانَ يَصْنَعُ كُلَّ يَوْمٍ قَالَ وَرَكِبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَرَكِبْنَا مَعَهُ قَالَ فَجَعَلَ بَعْضُنَا يَهْمِسُ اِلٰى بَعْضٍ مَاكَفَّارَةُ مَا صَنَعْنَا بِتَفْرِيْطِنَا فِيْ صَلاَتِنَا ثُمَّ قَالَ اَمَا لَكُمْ فِيَّ اُسْوَةٌ ثُمَّ قَالَ اَمَا اِنَّهُ لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَفْرِيْطٌ اِنَّمَا التَّفْرِيْطُ عَلٰى مَنْ لَمْ يُصَلِّ الصَّلاَةَ حَتّٰى يَجِيْءَ وَقْتُ الصَّلاَةِ الْاُخْرٰى فَمَنْ فَعَلَ ذٰلِكَ فَلْيُصَلِّهَا حِيْنَ يَنْتَبِهُ لَهَا فَاِذَا كَانَ الْغَدُ فَلْيُصَلِّهَا عِنْدَ وَقْتِهَا ثُمَّ قَالَ مَاتَرَوْنَ النَّاسَ صَنَعُوْا قَالَ ثُمَّ قَالَ اَصْبَحَ النَّاسُ فَقَدُوْا نَبِيَّهُمْ فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَعْدَكُمْ لَمْ يَكُنْ لِيُخَلِّفَكُمْ وَقَالَ النَّاسُ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بَيْنَ اَيْدِيْكُمْ فَاِنْ يُطِيْعُوْا اَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ يَرْشُدُوْا قَالَ فَانْتَهَيْنَا اِلَى النَّاسِ حِيْنَ امْتَدَّ النَّهَارُ وَحَمِيَ كُلُّ شَيْءٍ وَهُمْ يَقُوْلُوْنَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ هَلَكْنَا عَطِشْنَا فَقَالَ لاَهُلْكَ عَلَيْكُمْ ثُمَّ قَالَ اَطْلِقُوْا لِيْ غُمَرِيْ قَالَ وَدَعَا بِالْمِيْضَأَةِ فَجَعَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَصُبُّ وَاَبُوْ قَتَادَةَ يَسْقِيْهِمْ فَلَمْ يَعْدُ اَنْ رَاٰى النَّاسُ مَاءً فِي الْمِيْضَأَةِ تَكَابُّوْا عَلَيْهَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَحْسِنُوا الْمَلاَ كُلُّكُمْ سَيَرْوٰى قَالَ فَفَعَلُوْا فَجَعَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَصُبُّ وَاَسْقِيْهِمْ حَتّٰى مَابَقِيَ غَيْرِيْ وَغَيْرُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ ثُمَّ صَبَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ لِيْ اشْرَبْ فَقُلْتُ لاَ اَشْرَبُ حَتّٰى تَشْرَبَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اِنَّ سَاقِيَ الْقَوْمِ اٰخِرُهُمْ شُرْبًا قَالَ فَشَرِبْتُ وَشَرِبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فَاَتَى النَّاسُ الْمَاءَ جَامِّيْنَ رِوَاءً قَالَ فَقَالَ عَبْدُاللّٰهِ بْنُ رَبَاحٍ اِنِّيْ لاَحَدِّثُ هٰذَا الْحَدِيْثَ فِيْ مَسْجِدِ الْجَامِعِ اِذْ قَالَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ انْظُرْ اَيُّهَا الْفَتٰى كَيْفَ تُحَدِّثُ فَاِنِّيْ اَحَدُ الرَّكْبِ تِلْكَ اللَّيْلَةَ

قَالَ قُلْتُ فَانْتَ اَعْلَمُ بِالْحَدِيْثِ فَقَالَ مِمَّنْ اَنْتَ قُلْتُ مِنَ الْاَنْصَارِ قَالَ حَدِّثْ فَانْتُمْ اَعْلَمُ بِحَدِيْثِكُمْ قَالَ فَحَدَّثْتُ الْقَوْمَ فَقَالَ عِمْرَانُ لَقَدْ شَهِدْتُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ وَمَاشَعَرْتُ اَنَّ اَحَدًا حَفِظَهُ كَمَا حَفِظْتَهُ .

১৪৩৫. শায়বান ইব্‌ন ফাররূখ (র).....আবূ কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এক ভাষণে আমাদেরকে বললেন, তোমরা চলতে থাক অপরাহ্নে ও রাত্রিতে, ইনশ্‌আল্লাহ্ আগামীকাল সকালে পানির নিকট পৌঁছে যাবে। তারপর লেকেরা এমনভাবে পথ চলতে লাগল যে, কেউ কারো দিকে তাকাচ্ছিল না। আবূ কাতাদা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-ও এভাবে চলছিলেন। এমনকি অর্ধরাত হয়ে গেল, আমি তাঁর পাশে ছিলাম। আবূ কাতাদা (রা) বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর তন্দ্রা পেল। তিনি সওয়ারীর উপর থেকে হেলে পড়লেন। আমি তাঁর কাছে এসে তাঁকে না জাগিয়ে ঠেস দিলাম। ফলে তিনি সাওয়ারীর উপর সোজা হয়ে গেলেন। তিনি বলেন, তারপর চলতে থাকলেন। অবশেষে রাতের বেশি অংশ গত হলে তিনি সওয়ারীর উপর আবার একদিকে ঢুলতে লাগলেন। আমি তাঁকে না জাগিয়ে আবার ঠেস দিলাম। ফলে তিনি সওয়ারীর উপর সোজা হয়ে গেলেন। তারপর আবার চলতে লাগলেন। যখন সাহরীর শেষ সময় এলো, তখন তিনি পূর্বের দু'বারের চাইতে এত অধিক ঢুলে পড়লেন যে, প্রায় পড়ে যাওয়ার উপক্রম হলেন। আমি তাঁর কাছে গিয়ে তাঁকে আবার ঠেস দিলাম। তিনি মাথা তুলে জিজ্ঞেস করলেন, এই কে? আমি বললাম, আবূ কাতাদা। তিনি বললেন, তুমি কখন থেকে এভাবে আমার সাথে চলেছ? আমি বললাম, সারা রাত ধরে। তিনি বললেন, আল্লাহ্ তোমাকে হিফাযত করুন, যেহেতু তুমি আল্লাহ্‌র নবীকে হিফাযত করেছ। তারপর বললেন, তোমার কি মনে হয়? আমরা কি লোকদের থেকে আড়ালে পড়ে গেছি? তিনি আবার বললেন, কাউকে কি দেখতে পাচ্ছ ? আমি বললাম, এই একজন সওয়ার। আবার বললাম, এই আর একজন সওয়ার। এরূপ আমরা সাতজন সওয়ারী একত্রিত হলাম। আবূ কাতাদা (রা) বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রাস্তা থেকে একটু সরে গেলেন এবং (আরাম করার জন্য) মাথা রাখলেন তারপর বললেন, তোমরা আমাদের সালাতের সময়ের প্রতি লক্ষ্য রাখবে। অতঃপর যাঁরা জাগলেন, তাঁদের মধ্যে সর্বপ্রথম ছিলেন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ। রোদ তাঁর পিঠ স্পর্শ করছিল। আবূ কাতাদা (রা) বলেন, আমরা সন্ত্রস্ত অবস্থায় উঠলাম। তারপর তিনি বললেন, তোমরা আরোহণ কর। আমরা আরোহণ করলাম এবং চলতে লাগলাম। এমনকি সূর্য যখন উপরে উঠলো, তখন তিনি অবতরণ করলেন এবং উযূর পানির পাত্র চাইলেন, যেটি আমার কাছে ছিল এবং তাতে অল্প পানি ছিল। আবূ কাতাদা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সেই পানি থেকে ভালভাবে উযূ করলেন। তিনি বলেন, তাতে কিছু পানি অবশিষ্ট রইল। তারপর আবূ কাতাদা (রা)-কে বললেন, তুমি আমাদের জন্য তোমার এ উযূর পাত্রটি হিফাযতে রাখ। শীঘ্রই তা থেকে বিরাট ঘটনা প্রকাশ পেতে পারে। তারপর বিলাল (রা) সালাতের আযান দিলেন এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দু' রাক'আত সালাত আদায় করলেন। অতঃপর ফজরের দু' রাক'আত (ফরয) আদায় করলেন। অন্যান্য দিনে যেমনভাবে আদায় করতেন, আজও সেভাবেই আদায় করলেন। আবূ কাতাদা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ও আমরা সওয়ার হয়ে চললাম। তিনি বলেন, আমরা একে অপরকে চুপে চুপে বলতে লাগলাম, আমরা সালাতের ব্যাপারে যে ত্রুটি করেছি, তার কাফ্‌ফারা কি হবে? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, আমার মধ্যে কি তোমাদের জন্য আদর্শ নেই? তারপর বললেন, ঘুমের ভেতর কোন শৈথিল্য-দোষ নেই। শৈথিল্য-দোষ তার, যে সালাত আদায় করে না, এমনকি অন্য সালাতের সময় এসে পড়ে। কারো যদি এরূপ হয়, তবে তার উচিত সজাগ হওয়ামাত্র তা আদায় করে নেয়া। তারপর যখন দ্বিতীয় দিন আসবে, তখন যেন ঠিক সময়

মত সেই সালাত আদায় করে। তারপর বললেন, লোকেরা কি করছ বলে তোমরা মনে কর? অতঃপর নিজেই বললেন, "ভোর হলে লোকেরা তাদের নবীকে দেখতে পেল না। আবূ বক্‌র ও উমর বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পিছনেই রয়েছেন। তিনি তোমাদের পেছনে ফেলে যেতে পারেন না। আর অন্যরা বলল, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নিশ্চয়ই তোমাদের সামনে রয়েছেন। তারা আবূ বক্‌র (রা) ও উমর (রা) ﷺ-এর কথা মেনে নিলেই ঠিক করত। আবূ কাতাদা (রা) বলেন, আমরা দুপুরের দিকে তাদের কাছে পৌঁছলাম। তখন সকল কিছু উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। লোকেরা বলতে লাগল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! পিপাসায় আমরা ধ্বংস হয়ে গেলাম। রাসূলাল্লাহ্ ﷺ বললেন, তোমরা ধ্বংস হবে না। তারপর বললেন, আমার পেয়ালাটি আন। তিনি বলেন, তারপর সেই উযূর পানির পাত্রটি তলব করলেন এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তা থেকে পানি ঢাললেন। আর আবূ কাতাদা (রা) লোকদের পান করাতে লাগলেন। লোকেরা পাত্রের পানি দেখে এতই ভীড় করল যে, সকলেই তার উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তোমরা তোমাদের মধ্যে শৃংখলা বজায় রাখ। তোমরা সকলেই তৃপ্তি লাভ করবে। আবূ কাতাদা (রা) বলেন, তারা তাই করল। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পানি ঢালতে লাগলেন। আর আমি তাদের পান করাতে লাগলাম। শেষ পর্যন্ত আমি ছাড়া আর কেউ বাদ রইল না। আবূ কাতাদা (রা) বলেন, তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পানি ঢেলে আমাকে বললেন, তুমি পান কর। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি পান করার আগে আমি পান করব না। তিনি বললেন, যে লোকদের পানি পান করায়, সে সকলের শেষেই পান করে। তিনি বলেন, আমি পানি পান করলাম এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পান করলেন। আবূ কাতাদা (রা) বলেন, লোকেরা পানি পান করল আনন্দ ও তৃপ্তি সহকারে। রাবী বলেন, [আবূ কাতাদা (রা) থেকে বর্ণনাকারী রাবী] আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন রাবাহ্ (রা) বর্ণনা করেন, আমি জামে মসজিদে এই হাদীসটি বর্ণনা করছিলাম। এমন সময় ইমরান ইব্‌ন হুসায়ন (রা) বললেন, হে যুবক! তুমি ভেবে দেখ, তুমি কী বলছ। কেননা আমি সে রাতে একজন আরোহী ছিলাম। আমি বললাম, নিশ্চয়ই আপনি হাদীসটি অধিক জানেন। তিনি বললেন, তুমি কোন গোত্রের লোক? আমি বললাম, আনসার। তিনি বললেন, তবে তুমি বর্ণনা কর। কারণ তোমাদের ঘটনা তোমরাই ভাল জান। তারপর আমি পূর্ণ হাদীসটি লোকদের কাছে বর্ণনা করলাম। ইমরান (রা) বললেন, আমি সেই রাত্রে উপস্থিত ছিলাম; কিন্তু তুমি যেভাবে মনে রেখেছ অন্য কেউ এভাবে মনে রেখেছে বলে আমার জানা নেই।

١٤٣٦- وَحَدَّثَنِي اَحْمَدُبْنُ سَعِيْدِبْنِ صَخْرٍالدَّارِمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُاللّٰهِ بْنُ عَبْدِالْمَجِيْدِ قَالَ حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ زَرِيْرٍالْعُطَارِدِيُّ قَالَ سَمِعْتُ اَبَارَجَاءٍالْعُطَارِدِيَّ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ نَبِيِّ اللّٰهِ ﷺ فِيْ مَسِيْرٍ لَهُ فَادْلَجْنَا لَيْلَتَنَا حَتّٰى اِذَا كَانَ فِيْ وَجْهِ الصُّبْحِ عَرَّسْنَا فَغَلَبَتْنَا اَعْيُنُنَا حَتّٰى بَزَغَتِ الشَّمْسُ قَالَ فَكَانَ اَوَّلُ مَنِ اسْتَيْقَظَ مِنَّا اَبُوْ بَكْرٍ وَكُنَّا لاَ نُوْقِظُ نَبِيَّ اللّٰه ﷺ مِنْ مَنَامِهِ اِذَا نَامَ حَتّٰى يَسْتَيْقِظَ ثُمَّ اسْتَيْقَظَ عُمَرُ فَقَامَ عِنْدَ نَبِيِّ اللّٰه ﷺ فَجَعَلَ يُكَبِّرُ وَيَرْفَعُ صَوْتَهُ بَالتَّكْبِيْرِ حَتّٰى اسْتَيْقَظَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ وَرَأَى الشَّمْسَ قَدْبَزَغَتْ قَالَ ارْتَحِلُوْا فَسَارَبِنَا حَتّٰى اِذَا ابْيَضَّتِ الشَّمْسُ نَزَلَ فَصَلّٰى بِنَا الْغَدَاةَ فَاعْتَزَلَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ لَمْ يُصَلِّ مَعَنَا فَلَمَّاانْصَرَفَ قَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَافُلاَنُ مَامَنَعَكَ اَنْ تُصَلِّيَ مَعَنَا قَالَ يَانَبِيَّ اللّٰهِ اَصَابَتْنِي جَنَابَةٌ فَاَمَرَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَتَيَمَّمَ بِالصَّعِيْدِ فَصَلّٰى ثُمَّ عَجَّلَنِيْ فِيْ رَكْبٍ بَيْنَ يَدَيْهِ نَطْلُبُ

الْمَاءَ وَقَدْ عَطِشْنَا عَطَشًا شَدِيْدًا فَبَيْنَمَا نَحْنُ نَسِيْرُ اِذَا نَحْنُ بِامْرَأَةٍ سَادِلَةٍ رِجْلَيْهَا بَيْنَ مَزَادَتَيْنِ فَقُلْنَا لَهَا اَيْنَ الْمَاءُ قَالَتْ اَيْهَاهُ اَيْهَاهُ لاَمَاءَ لَكُمْ قُلْنَا فَكَمْ بَيْنَ اَهْلِكَ وَبَيْنَ الْمَاءِ قَالَتْ مَسِيْرَةُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ قُلْنَاانْطَلِقِيْ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَتْ وَمَا رَسُوْلُ اللّٰهِ فَلَمْ نُمَلِّكْهَا مِنْ اَمْرِهَا شَيْئًا حَتَّى انْطَلَقْنَا بِهَا فَاسْتَقْبَلْنَا بِهَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَسَأَلَهَا فَاَخْبَرَتْهُ مِثْلَ الَّذِىْ اَخْبَرَتْنَا وَ اَخْبَرَتْهُ اَنَّهَا مُوْتِمَةٌ لَهَا صِبْيَانٌ اَيْتَامٌ فَاَمَرَ بِرَاوِيَتِهَا فَاُنِيْخَتْ فَمَجَّ فِى الْعَزْلاَوَيْنِ الْعُلْيَاوَيْنِ ثُمَّ بَعَثَ بِرَاوِيَتِهَا فَشَرِبْنَا وَنَحْنُ اَرْبَعُوْنَ رَجُلاً عِطَاشٌ حَتَّى رَوَيْنَا وَمَلاْنَا كُلَّ قِرْبَةٍ مَعَنَا وَاِدَاوَةٍ وَغَسَّلْنَا صَاحِبَنَا غَيْرَ اَنَّا لَمْ نَسْقِ بَعِيْرًا وَهِىَ تَكَادُ تَنْضَرِجُ مِنَ الْمَاءِ (يَعْنِى الْمَزَادَتَيْنِ) ثُمَّ قَالَ هَاتُوْا مَاكَانَ عِنْدَكُمْ فَجَمَعْنَا لَهَا مِنْ كِسَرٍ وَتَمْرٍ وَصَرَّ لَهَا صُرَّةً فَقَالَ لَهَا اذْهَبِىْ فَاَطْعِمِىْ هٰذَا عِيَالَكِ وَاعْلَمِىْ اَنَّا لَمْ نَرْزَاْ مِنْ مَائِكِ فَلَمَّا اَتَتْ اَهْلَهَا قَالَتْ لَقَدْ لَقِيْتُ اَسْحَرَ الْبَشَرِ اَوْ اِنَّهُ لَنَبِىٌّ كَمَا زَعَمَ كَانَ مِنْ اَمْرِهِ ذَيْتَ وَذَيْتَ فَهَدَى اللّٰهُ ذَالِكَ الصِّرْمَ بِتِلْكَ الْمَرْأَةِ فَاَسْلَمَتْ وَاَسْلَمُوْا.

১৪৩৬. আহ্মাদ ইব্ন সাঈদ ইব্ন সাখর আদ-দারিমী (র)......ইমরান ইব্ন হুসায়ন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোন এক সফরে আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে ছিলাম। আমরা রাতে পথ চলতে ছিলাম। যখন প্রভাতের কাছাকাছি সময় হল তখন আমরা মনযিল করলাম। আমাদের চোখ বুজে গেল, এমনকি সূর্য উঠে গেল। তিনি বলেন, আমাদের মধ্যে আবূ বাকর (রা) সর্বপ্রথম জেগে উঠলেন। আমাদের অভ্যাস ছিল যে, যখন নবী ﷺ ঘুমাতেন তখন তাঁর ঘুম থেকে তাঁকে জাগাতাম না, যতক্ষণ না তিনি নিজে জেগে উঠতেন। এরপর উমর (রা) জেগে উঠলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে গিয়া দাঁড়িয়ে উচ্চস্বরে তাক্বীর দিতে লাগলেন। ফলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জেগে উঠলেন। তিনি মাথা তুলে দেখতে পেলেন যে, সূর্য উদিত হয়েছে। তিনি বললেন, তোমরা চল। তখন তিনি আমাদের নিয়ে চললেন। যখন সূর্যের আলো পরিষ্কার হয়ে গেল তখন তিনি অবতরণ করলেন এবং আমাদের নিয়ে ফজরের সালাত আদায় করলেন। লোকদের মধ্য থেকে একজন আলাদা রইল। সে আমাদের সঙ্গে সালাত আদায় করল না। সালাত শেষ করে রাসুলুল্লাহ্ ﷺ তাকে জিজ্ঞেস করলেন, হে অমুক! কি সে তোমাকে আমাদের সাথে সালাত আদায় থেকে বিরত রাখল? সে বলল, ইয়া নবী আল্লাহ্! আমি জুনুবী হয়ে গেছি। রাসুলুল্লাহ্ ﷺ তাকে মাটিদ্বারা তায়াম্মুমের আদেশ করলেন। সে মাটির দ্বারা তায়াম্মুম করে সালাত আদায় করল। এরপর রাসুলুল্লাহ্ ﷺ কয়েকজন আরোহীসহ আমকে পানির তালাশে আগে পাঠিয়ে দিলেন। আমরা ভীষণ পিপাসার্ত হয়েছিলাম। আমরা যখন পথ চলছিলাম, তখন আমরা এক মহিলাকে দেখতে পেলাম। সে উটের পিঠে দু'টি পানির মশ্‌কের মধ্যে পা ঝুলিয়ে বসে আছে। আমরা তাকে জিজ্ঞেস করলাম, পানি কোথায় আছে? সে বলল, অনেক অনেক দূরে, তোমরা পানি পাবে না। আমরা বললাম, তোমার বাড়ি থেকে পানির স্থানের দূরত্ব কতটুকু? সে বলল, একদিন ও একরাতের পথ। আমরা বললাম, তুমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে চলো। সে বলল, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কী? আমরা তার সঙ্গে আর কথা না বাড়িয়ে তাকে সঙ্গে নিয়ে চললাম এবং তাকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সামনে নিয়ে গেলাম। তিনিও তাকে জিজ্ঞেস করলেন। সে তাঁর কাছেও সেরূপই বলল, যেমন আমাদের

কাছে বলেছিল। সে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে এও জানাল যে, সে একজন বিধবা, তার কয়েকজন ইয়াতীম বাচ্চা রয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার পানি বাহক উটটি সম্পর্কে নির্দেশ দিলে সেটি বসানো হলো। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মশক দু'টির উপরের মুখ দু'টিতে কুল্লির পানি ছুঁড়লেন। তারপর আমরা ৪০ জন পিপাসার্ত ব্যক্তি তৃপ্তি সহকারে পানি পান করলাম এবং আমাদের সঙ্গে যে মশক ও পাত্র ছিল, তা ভরে নিলাম। আমাদের সে সঙ্গীটিকেও গোসলের পানি দিলাম। সেও ভালভাবে গোসল করল; তবে আমাদের উটগুলোকে পানি পান করাইনি। এদিকে মশক দু'টি পানিতে ফেটে পড়ার উপক্রম হচ্ছিল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদেরকে বললেন, তোমাদের সঙ্গে যার যা আছে নিয়ে এসো। আমার তাঁর জন্য রুটির টুকরা ও খেজুর একত্র করলাম। আর তাঁর জন্য এগুলো একটি পোটলায় বেঁধে দেওয়া হল। তিনি মহিলাকে বললেন, তুমি যাও আর এগুলি তোমার পরিবারকে এবং তোমার ইয়াতীমদের খাওয়াও। আর জেনে রাখ, আমরা তোমার পানি কমাই নি। তারপর সে যখন তার পরিবারের কাছে এল, তখন বলল, আমি আজ মানুষের মধ্যে সবচাইতে বড় যাদুকরের সাক্ষাত পেয়েছিলাম, অথবা তার ধারণা অনুযায়ী, তিনি নবী। তার ব্যাপার ছিল এইরূপ, এইরূপ। ফলে আল্লাহ্ তা'আলা সেই মহিলার বদৌলতে তার গোত্রটিকে হিদায়াত করলেন। মহিলাটিও ইসলাম গ্রহণ করল এবং তারাও ইসলাম গ্রহণ করল।

١٤٣٧- حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الْحَنْظَلِىُّ قَالَ اَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَوْفُ بْنُ اَبِىْ جَمِيْلَةَ الْاَعْرَابِىُّ عَنْ اَبِىْ رَجَاءٍ الْعُطَارِدِىِّ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ سَفَرٍ فَسَرَيْنَا لَيْلَةً حَتّٰى اِذَا كَانَ مِنْ اٰخِرِ اللَّيْلِ قُبَيْلَ الصُّبْحِ وَقَعْنَا تِلْكَ الْوَقْعَةَ الَّتِىْ لاَ وَقْعَةَ عِنْدَ الْمُسَافِرِ اَحْلٰى مِنْهَا فَمَا اَيْقَظَنَا اِلاَّ حَرُّ الشَّمْسِ وَسَاقَ الْحَدِيْثَ بِنَحْوِ حَدِيْثِ سَلْمِ بْنِ زَرِيْرٍ وَزَادَ وَنَقَصَ وَقَالَ فِى الْحَدِيْثِ فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَرَاٰى مَا اَصَابَ النَّاسَ وَكَانَ اَجْوَفَ جَلِيْدًا فَكَبَّرَ فَرَفَعَ صَوْتَهُ بِالتَّكْبِيْرِ حَتّٰى اسْتَيْقَظَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِشِدَّةِ صَوْتِهِ بِالتَّكْبِيْرِ فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ شَكَوْا اِلَيْهِ الَّذِىْ اَصَابَهُمْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَضَيْرَ ارْتَحِلُوْا وَاقْتَصَّ الْحَدِيْثَ .

১৪৩৭. ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম আল-হানযালী (র)...... ইমরান ইব্‌ন হুসায়ন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা এক সফরে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে ছিলাম। আমরা রাতে পথ চলছিলাম। রাত যখন শেষ হয়ে এলো এবং প্রভাত নিকটবর্তী হলো, তখন আমরা শুয়ে পড়লাম। তখন সেই ঘটনা ঘটল, মুসাফিরের জন্য যার চেয়ে আনন্দের কোন ঘটনা হতে পারে না। তারপর সূর্য কিরণ ছাড়া আমাদের কেউ জাগাতে পারেনি। পরে কিছু পরিবর্তন ও পরিবর্ধন সহ সাল্‌ম ইব্‌ন যারীরের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেন। উক্ত হাদীসে এ বর্ণনাও রয়েছে যে, উমর (রা) জেগে উঠে লোকদের অবস্থা দেখলেন। তিনি ছিলেন উচ্চকণ্ঠের অধিকারী এবং খুবই শক্তিশালী। তারপর তিনি উচ্চস্বরে তাকবীর দিতে লাগলেন। তাঁর শব্দের তীব্রতায় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জেগে উঠলেন। তাঁর জাগার পর লোকেরা তাদের অবস্থা সম্পর্কে তাঁর কাছে অভিযোগ করল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, কোন ক্ষতি নেই, এই স্থান ত্যাগ কর। পরবর্তী অংশ উক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

١٤٣٨- حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ اَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ اَبِىْ قَتَادَةَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا كَانَ

فِىْ سَفَرٍ فَعَرَّسَ بِلَيْلٍ اِضْطَجَعَ عَلٰى يَمِيْنِه وَاِذَاعَرَّسَ قُبَيْلَ الصُّبْحِ نَصَبَ ذِرَاعَهُ وَوَضَعَ رَأْسَه عَلٰى كَفِّه.

১৪৩৮. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র)..... হযরত আবূ কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন কোন সফরে থাকতেন এবং তখন শেষরাতে নিদ্রা যেতেন, তখন ডান কাতে শুতেন। আর যখন ভোরের পূর্বক্ষণে নিদ্রা যেতেন, তখন বাহু খাড়া করে হাতের উপর মাথা রাখতেন।

١٤٣٩- قَالَ حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ نَسِىَ صَلاَةً فَلْيُصَلِّهَا اِذَا ذَكَرَهَا لاَكَفَّارَةَ لَهَا اِلاَّ ذَالِكَ قَالَ قَتَادَةُ وَاَقِمِ الصَّلاَةَ لِذِكْرِى.

১৪৩৯. হাদ্দাব ইব্‌ন খালিদ (র)....... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি সালাতের কথা ভুলে যায়, স্মরণ হওয়ামাত্র সে তা আদায় করে নেবে। এ ছাড়া তার কোন কাফ্‌ফারার প্রয়োজন নেই। কাতাদা (রা) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন, اَقِمِ الصَّلاَةَ لِذِكْرِى 'আমার স্মরণে সালাত কায়েম কর।'

١٤٤٠- وَحَدَّثَنَاهُ يَحْيٰى بْنُ يَحْيٰى وَسَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ جَمِيْعًا عَنْ اَبِىْ عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ وَلَمْ يَذْكُرْ لاَ كَفَّارَةَ لَهَا اِلاَّ ذَالِكَ

১৪৪০. ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া, সাঈদ ইবন মানসূর ও কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র)...... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত উক্ত হাদীসটিতে 'এ ছাড়া তার কোন কাফ্‌ফারার প্রয়োজন নাই' অংশটি উল্লেখ করেন নাই।

١٤٤١- وَحَدَّثَنَامُحَمَّدُبْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الاَعْلٰى قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ نَبِىُّ اللّٰهِ ﷺ مَنْ نَسِىَ صَلاَةً اَوْنَامَ عَنْهَا فَكَفَّارَتُهَا اَنْ يُصَلِّيَهَا اِذَا ذَكَرَهَا.

১৪৪১. মুহাম্মাদ ইব্‌নুল মুসান্না (র)....... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন, কোন ব্যক্তি যদি সালাতের কথা ভুলে যায় অথবা ঘুমিয়ে পড়ে, তবে এর কাফ্‌ফারা হলো স্মরণ হওয়ামাত্র তা আদায় করে নেয়া।

١٤٤٢- وَحَدَّثَنَا نَصْرُبْنُ عَلِىِّ اَلْجَهْضَمِىُّ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُثَنّٰى عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا رَقَدَ اَحَدُكُمْ عَنِ الصَّلاَةِ اَوْ غَفَلَ عَنْهَا فَلْيُصَلِّهَا اِذَا ذَكَرَهَا فَاِنَّ اللّٰهَ يَقُوْلُ اَقِمِ الصَّلاَةَ لِذِكْرِى.

১৪৪২. নাস্‌র ইব্‌ন আলী জাহযামী (র)......... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, তোমাদের মধ্যে কেউ যদি সালাত আদায় না করে ঘুমিয়ে পড়ে অথবা সালাতের কথা ভুলে যায়, তাহলে তার স্মরণ হওয়ামাত্রই তা আদায় করে নেবে। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন, 'আমার স্মরণে সালাত আদায় কর।'

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

كِتَابُ صَلاَةِ الْمُسَافِرِيْنَ وَقَصْرِهَا

অধ্যায় : মুসাফিরের সালাত ও তার কসর

١-بَابُ صَلاَةِ الْمُسَافِرِيْنَ وَقَصْرِهَا

১. পরিচ্ছেদ : মুসাফিরের সালাত এবং তার কসর

١٤٤٣- حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ يَحْيٰى قَالَ قَرَأْتُ عَلٰى مَالِكٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهَا قَالَتْ فُرِضَتِ الصَّلاَةُ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ فِى الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ فَاُقِرَّتْ صَلاَةُ السَّفَرِ وَزِيْدَ فِىْ صَلاَةِ الْحَضَرِ.

১৪৪৩. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র)......আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বরেন, মুকিম ও মুসাফির অবস্থায় সালাত দু'দু' রাক'আত ফরয করা হয়েছিল। পরে সফরের সালাত ঠিক রাখা হলো কিন্তু মুকিমের সালাতে বৃদ্ধি করা হলো।

١٤٤٤- وَحَدَّثَنِىْ اَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيٰى قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِى عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ اَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِىِّ ﷺ قَالَتْ فَرَضَ اللّٰهُ الصَّلاَةَ حِيْنَ فَرَضَهَا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ اَتَمَّهَا فِى الْحَضَرِ فَاُقِرَّتْ صَلاَةُ السَّفَرِ عَلَى الْفَرِيْضَةِ الْاُوْلٰى.

১৪৪৪. আবূ তাহির (র) ও হারমালা ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ্ যখন সালাত ফরয করেছিলেন, তখন দু' রাক'আত ফরয করেছিলেন। এরপর মুকিমের সালাত পুরা করেন কিন্তু সফরের সালাত প্রথম ফরযের অবস্থায়ই রাখা হয়।

١٤٤٥- وَحَدَّثَنِى عَلِىُّ بْنُ خَشْرَمٍ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ الصَّلاَةَ اَوَّلَ مَافُرِضَتْ رَكْعَتَيْنِ فَاُقِرَّتْ صَلاَةُ السَّفَرِ وَاُتِمَّتْ صَلاَةُ الْحَضَرِ قَالَ الزُّهْرِىُّ فَقُلْتُ لِعُرْوَةَ مَابَالُ عَائِشَةَ تُتِمُّ فِى السَّفَرِ قَالَ اِنَّهَا تَأَوَّلَتْ كَمَا تَأَوَّلَ عُثْمَانُ.

১৪৪৫. আলী ইব্‌ন খাশরাম (র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, সালাত প্রথমে দু' রাক'আত ফরয করা হয়েছিল; এরপর সফরের সালাত ঠিক রাখা হলো এবং মুকিমের সালাত পুরা করা হলো। যুহরী (র) বলেন, আমি উরওয়াকে জিজ্ঞেস করলাম আয়েশা (রা) যে সফরে সালাত পূর্ণ করেন, এর কারণ কী? তিনি বললেন, তিনি এ ব্যাপারে ব্যাখ্যা অবলম্বন করেছেন, যেমনভাবে উসমান (রা) ব্যাখ্যা অবলম্বন করেছিলেন।

١٤٤٦- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِبْنُ اَبِى شَيْبَةَ وَاَبُوْ كُرَيْبٍ وَزُهَيْرُبْنُ حَرْبٍ وَاِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اِسْحَاقُ اَخْبَرَنَا وَقَالَ الْاٰخَرُوْنَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اِدْرِيْس عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ اَبِى عَمَّارٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بَابَيْهِ مَنْ يَعْلَى بْنِ اُمَيَّةَ قَالَ قُلْتُ لِعُمَرَبْنِ الْخَطَّابِ "لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَقْصُرُوْا مِنَ الصَّلَاةِ اِنْ خِفْتُمْ اَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا" فَقَدْ اَمِنَ النَّاسُ فَقَالَ عَجِبْتُ مِمَّا عَجِبْتَ مِنْهُ فَسَاَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنْ ذَالِكَ فَقَالَ صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللّٰهُ بِهَا عَلَيْكُمْ فَاقْبَلُوْا صَدَقَتَهُ.

১৪৪৬. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)......ইয়া'লা ইব্‌ন উমায়্যা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উমর ইব্‌নুল খাত্তাব (রা)-কে বললাম, (আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন) "যদি তোমরা ভয় পাও যে, কাফিররা তোমাদেরকে কষ্ট দেবে, তবে সালাত সংক্ষেপ করে পড়তে কোন দোষ নেই" কিন্তু এখন তো লোকেরা নিরাপদ। উমর (রা) বললেন, তুমি যাতে বিস্মিত হয়েছ, আমিও তাতে বিস্মিত হয়েছিলাম। তারপর আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এ সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছিলেন, এটি আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তোমাদের প্রতি একটি সদকা। তোমরা তাঁর সদকাটি গ্রহণ কর।

١٤٤٧- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُبْنُ اَبِى بَكْرِ الْمُقَدَّمِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ حَدَّثَنِى عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ عَمَّارٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بَابَيْهِ عَنْ يَعْلَى بْنِ اُمَيَّةَ قَالَ قُلْتُ لِعُمَرَبْنِ الْخَطَّابِ بِمِثْلِ ابْنِ اِدْرِيْسَ.

১৪৪৭. মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবূ বাক্‌র আল-মুকাদ্দামী (র)...... ইয়া'লা ইব্‌ন উমায়্যা (র) থেকে বর্ণিত যে, আমি উমর উবনুল খাত্তাব (রা)-কে বললাম। অতঃপর ইব্‌ন ইদরীসের হাদীসের অনুরূপ।

١٤٤٨- وَحَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ يَحْيٰى وَسَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ وَاَبُو الرَّبِيْعِ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ يَحْيٰى اَخْبَرَنَا وَقَالَ الْاٰخَرُوْنَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْاَخْنَسِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ فَرَضَ اللّٰهُ الصَّلَاةَ عَلٰى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ فِى الْحَضَرِ اَرْبَعًا وَفِى السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ وَفِى الْخَوْفِ رَكْعَةً.

১৪৪৮. ইয়াহ্‌য়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌য়া (র), সাঈদ ইব্‌ন মানসূর (র), আবুর রবী (র) ও কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র)...... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের নবীর ভাষায় মুকীমের জন্য চার রাক'আত মুসাফিরের জন্য দু' রাক'আত এবং শংকিত অবস্থায় এক বাক'আত সালাত ফরয করেছেন।

١٤٤٩- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ جَمِيْعًا عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ عَمْرٌو حَدَّثَنَا قَاسِمُ بْنُ مَالِكِ الْمُزَنِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ بْنُ عَائِذٍ الطَّائِىُّ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الاَخْنَسِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ فَرَضَ الصَّلاَةَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ ﷺ عَلَى الْمُسَافِرِ رَكْعَتَيْنِ وَعَلَى الْمُقِيْمِ اَرْبَعًا وَفِى الْخَوْفِ رَكْعَةً.

১৪৪৯. আবূ বাক্র ইব্ন আবূ শায়বা (র) ও আমরুন নাকিদ (র)...... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের নবীর ভাষায় মুসাফিরের উপর দু' রাক'আত, মুকীমের উপর চার রাক'আত এবং ভয়ের অবস্থায় এক রাক'আত সালাত ফরয করেছেন।

١٤٥٠- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ مُوْسَى بْنِ سَلَمَةَ الْهُذَلِىِّ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ كَيْفَ اُصَلِّى اِذَا كُنْتُ بِمَكَّةَ اِذَا لَمْ اُصَلِّ مَعَ الْاِمَامِ فَقَالَ رَكْعَتَيْنِ سُنَّةَ اَبِى الْقَاسِمِ ﷺ.

১৪৫০. মুহাম্মদ ইব্নুল মুসান্না (র) ও ইব্ন বাশ্শার (র)...... মূসা ইব্ন সালামা আল-হুযালী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইব্ন আব্বাস (র)-কে জিজ্ঞেস করলাম, আমি যখন মক্কায় থাকি এবং ইমামের সঙ্গে সালাত আদায়ের সুযোগ না পাই, তখন কিরূপ সালাত আদায় করব? তিনি বললেন, দু' রাক'আত। এটিই আবুল কাসিম (রাসূলুল্লাহ ﷺ)-এর সুন্নাত।

١٤٥١- وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُبْنُ مِنْهَالٍ الضَّرِيْرُ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُبْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُبْنُ اَبِىْ عَرُوْبَةَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ جَمِيْعًا عَنْ قَتَادَةَ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ نَحْوَهُ.

১৪৫১. মুহাম্মদ ইব্ন মিনহাল আদ্-দারীর (র) ও মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না (র)...... কাতাদা (রা) থেকে উক্ত সূত্রে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

١٤٥٢- وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ قَالَ حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ حَفْصِ بْنِ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَبْنِ الْخَطَّابِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ صَحِبْتُ ابْنَ عُمَرَ فِىْ طَرِيْقِ مَكَّةَ قَالَ فَصَلَّى لَنَا الظُهْرَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ اَقْبَلَ وَاَقْبَلْنَا مَعَه حَتّٰى جَاءَ رَحْلَهُ وَجَلَسَ وَجَلَسْنَا مَعَهُ فَحَانَتْ مِنْهُ الْتِفَاتَةٌ نَحْوَ حَيْثُ صَلّٰى فَرَأَى نَاسًا قِيَامًا فَقَالَ مَايَصْنَعُ هٰؤُلاَءِ قُلْتُ يُسَبِّحُوْنَ قَالَ لَوكُنْتُ مُسَبِّحًا لاَتْمَمْتُ صَلاَتِىْ يَا ابْنَ اَخِىْ اِنِّىْ صَحِبْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فِى السَّفَرِ فَلَمْ يَزِدْ عَلٰى رَكْعَتَيْنِ حَتّٰى قَبَضَهُ اللّٰهُ وَصَحِبْتُ اَبَابَكْرٍ فَلَمْ يَزِدْ عَلٰى رَكْعَتَيْنِ حَتّٰى قَبَضَهُ اللّٰهُ وَصَحِبْتُ عُمَرَ فَلَمْ يَزِدْ عَلٰى رَكْعَتَيْنِ حَتّٰى

قَبَضَهُ اللّٰهُ ثُمَّ صَحِبْتُ عُثْمَانَ فَلَمْ يَزِدْ عَلٰى رَكْعَتَيْنِ حَتّٰى قَبَضَهُ اللّٰهُ وَقَدْ قَالَ اللّٰهُ "لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ.

১৪৫২. আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসলামা ইব্‌ন কা'নাব (র)...... ঈসা ইব্‌ন হাফ্‌স ইব্‌ন আসিম ইব্‌ন উমর ইবনুল খাত্তাব তাঁর পিতা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মক্কার রাস্তায় আমি ইব্‌ন উমরের সহচর হলাম। তিনি আমাদের যোহরের সালাত দু' রাক'আত পড়ালেন। এরপর তিনি সামনে অগ্রসর হলেন, আমরাও তাঁর সঙ্গে অগ্রসর হলাম। তারপর তিনি তাঁর মনযিলে এসে বসলেন এবং আমরাও তাঁর সঙ্গে বসলাম। এরপর যে স্থানে তিনি সালাত আদায় করেছিলেন, সে স্থানের প্রতি দৃষ্টি পড়লে তিনি দেখলেন কিছু লোক দাঁড়ান। তিনি বললেন, তারা সেখানে কি করছে? আমি বললাম, তারা নফল সালাত আদায় করছে। তিনি বললেন, আমি যদি নফল আদায় করতাম, তাহলে আমি আমার সালাত (ফরয)-কেই পূর্ণ করতাম। হে ভ্রাতষ্পুত্র! আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে সফরে থেকেছি। কিন্তু ইন্‌তিকালের পূর্ব পর্যন্ত তিনি দু' রাক'আতের অতিরিক্ত আদায় করেননি। আমি আবূ বাক্‌র (রা)-এর সঙ্গেও থেকেছি, তিনিও তাঁর ইন্‌তিকালের পূর্ব পর্যন্ত দু' রাক'আতের অতিরিক্ত আদায় করেননি। আমি উমর (রা)-এর সঙ্গেও ছিলাম। তিনিও ইন্‌তিকালের পূর্ব পর্যন্ত দু' রাক'আতের অতিরিক্ত পড়েননি। আমি উসমান (রা)-এরও সঙ্গে ছিলাম। তিনিও ইন্‌তিকালের পূর্ব পর্যন্ত দু' রাক'আতের অতিরিক্ত আদায় করেননি। আর আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেছেন, "নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ-এর মধ্যে রয়েছে তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ।"

١٤٥٣- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ يَعْنِى ابْنَ زُرَيْعٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ قَالَ مَرِضْتُ مَرَضًا فَجَاءَ ابْنُ عُمَرَ يَعُوْدُنِىْ قَالَ وَسَأَلْتُهُ عَنِ السُّبْحَةِ فِى السَّفَرِ فَقَالَ صَحِبْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فِى السَّفَرِ فَمَا رَأَيْتُهُ يُسَبِّحُ وَلَوْ كُنْتُ مُسَبِّحًا لَاَتْمَمْتُ وَقَدْ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى "لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِىْ رَسُوْلَ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ"

১৪৫৩. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র)...... হাফ্‌স ইব্‌ন আসিম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এক রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ি। ইব্‌ন উমর (রা) আমাকে দেখতে আসেন। তিনি বলেন, আমি তাঁর কাছে সফরে সুন্নাত সালাত পড়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, আমি তো রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ-এর সঙ্গে সফরে ছিলাম, কিন্তু তাঁকে কখনো সুন্নাত আদায় করতে দেখি নি। যদি আমি সুন্নাত পড়তাম তাহলে আমি (ফরয) সালাতকেই পূর্ণভাবে আদায় করতাম। আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেছেন, "নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ-এর মধ্যে রয়েছে তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ"।

١٤٥٤- وَحَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ وَاَبُو الرَّبِيْعِ الزَّهْرَانِىُّ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ ح وَحَدَّثَنِىْ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَيَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَا هِيْمَ قَالَا حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ كِلَاهُمَا عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ اَبِىْ قِلَابَةَ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ صَلَّى الظُّهْرَ بِالْمَدِيْنَةِ اَرْبَعًا وَصَلَّى الْعَصْرَ بِذِى الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ.

১৪৫৪. খাল্‌ফ ইব্‌ন হিশাম (র), আবুর রাবী আয-যাহরানী (র), কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র), যুহায়র ইব্‌ন হারব (র), ইয়াকূব ইব্‌ন ইবরাহীম (র)...... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মদীনার যোহরের সালাত চার রাক'আত আদায় করেন এবং যুল-হুলায়াফায় আসরের সালাত দু' রাত'আত আদায় করেন।

١٤٥٥- وَحَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ وَابْرَاهِيْمُ بْنُ مَيْسَرَةَ سَمِعَا اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ الظُّهْرَ بِالْمَدِيْنَةِ اَرْبَعًا وَصَلَّيْتُ مَعَهُ الْعَصْرَ بِذِى الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ.

১৪৫৫. সাঈদ ইব্‌ন মানসূর (র)...... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে মদীনায় যোহরের সালাত চার রাক'আত আদায় করেছি। আর যুল-হুলায়ফায় তাঁর সঙ্গে আসরের সালাত দু' রাক'আত পড়েছি।

١٤٥٦- وَحَدَّثَنَاهُ اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ كِلاَهُمَا عَنْ غُنْدَرٍ قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُبْنُ جَعْفَرٍ غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَزِيْدَ الْهُنَائِيِّ قَالَ سَأَلْتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنْ قَصْرِ الصَّلاَةِ فَقَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا خَرَجَ مَسِيْرَةَ ثَلاَثَةِ اَمْيَالٍ اَوْثَلاَثَةِ فَرَاسِخَ (شُعْبَةُ الشَّاكُّ) صَلَّى رَكْعَتَيْنِ.

১৪৫৬. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) ও মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র)...... ইয়াহ্‌য়া ইব্‌ন ইয়াযীদ আল-হুনাঈ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাস ইব্‌ন মালিক (রা)-এর নিকট সালাত কসর করা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন তিন মাইল অথবা (রাবী শু'বার সন্দেহ) তিন ফারসাখ দূরত্বে বের হতেন, তখন দু' রাক'আত পড়তেন।

١٤٥٧- وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُبْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُبْنُ بَشَّارٍ جَمِيْعًا عَنِ ابْنِ مَهْدِىٍّ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ خُمَيْرٍ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ جُبَيْرِبْنِ نُفَيْرٍ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ شُرَحْبِيْلَ بْنِ السِّمْطِ اِلَى قَرْيَةٍ عَلَى رَأْسِ سَبْعَةَ عَشَرَ مِيْلاً اَوْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَمِيْلاً فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ فَقُلْتُ لَهُ فَقَالَ رَأَيْتُ عُمَرَ صَلَّى بِذِى الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ فَقُلْتُ لَهُ فَقَالَ اِنَّمَا اَفْعَلُ كَمَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَفْعَلُ.

১৪৫৭. যোহায়র ইব্‌ন হারব (র) ও মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র)...... যুবায়র ইব্‌ন নুফায়র (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি শুরাহ্‌বিল ইবনুস সিম্‌ত (র)-এর সঙ্গে একটি গ্রামের দিকে রওনা দিলাম, যা সতের বা আঠার মাইলের মাথায় অবস্থিত। তারপর তিনি দু' রাক'আত সালাত পড়লেন। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, আমি উমর (রা)-কে দেখেছি, তিনি যুল-হুলায়ফায় দু' রাক'আত পড়েছেন। এ বিষয়ে আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে যেরূপ করতে দেখেছি, সেরূপই করছি।

١٤٥٨- وَحَدَّثَنِيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ وَقَالَ عَنِ ابْنِ السِّمْطِ وَلَمْ يُسَمِّ شُرَحْبِيْلَ وَقَالَ اِنَّهُ اَتٰى اَرْضًا يُقَالُ لَهَا دُوْمِيْنُ مِنْ حِمْصَ عَلٰى رَأْسِ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ مِيْلاً.

১৪৫৮. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না (র)...... শু'বা সূত্রে উক্ত সনদে (হাদীস) বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন, ইব্‌ন সিম্‌ত থেকে তিনি শুরাহবীলের নাম উল্লেখ করেননি। তিনি আরো বলেছেন যে, তিনি যে গ্রামটিতে গিয়েছিলেন, সেটি ছিল হিমসের অন্তর্ভুক্ত দূমীন, সেটি আঠার মাইলের শেষ প্রান্তে অবস্থিত।

١٤٥٩- وَحَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ يَحْيٰى التَّمِيْمِيُّ قَالَ اَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ يَحْيٰى بْنِ اَبِيْ اِسْحَاقَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِنَ الْمَدِيْنَةِ اِلٰى مَكَّةَ فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ حَتّٰى رَجَعَ قُلْتُ كَمْ اَقَامَ بِمَكَّةَ قَالَ عَشْرًا.

১৪৫৯. ইয়াহ্‌য়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌য়া তামিমী (র)...... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে মদীনা থেকে মক্কার দিকে রওনা দিলাম। সেই সফরে তিনি মদীনায় ফিরে আসা পর্যন্ত দু' রাক'আত করে সালাত আদায় করেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, তিনি মক্কায় কতদিন ছিলেন? তিনি বললেন, দশ দিন।

١٤٦٠- وَحَدَّثَنَاهُ قُتَيْبَةُ- قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ ح وَحَدَّثَنَاهُ اَبُوْ كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ جَمِيْعًا عَنْ يَحْيٰى بْنِ اَبِيْ اِسْحَاقَ عَنْ اَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيْثِ هُشَيْمٍ.

১৪৬০. কুতায়বা (র) ও আবূ কুরায়ব (র)...... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) নবী ﷺ থেকে হুশায়মের হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

١٤٦١- وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ ابْنُ مُعَاذٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِيْ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنِيْ يَحْيٰى ابْنُ اَبِيْ اِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ خَرَجْنَا مِنَ الْمَدِيْنَةِ اِلَى الْحَجِّ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ.

১৪৬১. উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন মু'আয (র)...... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা হজ্জের উদ্দেশ্যে মদীনা থেকে বের হলাম। অতঃপর পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন।

١٤٦٢- وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِيْ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ جَمِيْعًا عَنِ الثَّوْرِيِّ عَنْ يَحْيٰى بْنِ اَبِيْ اِسْحَاقَ عَنْ اَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ وَلَمْ يَذْكُرِ الْحَجَّ

১৪৬২. ইব্‌ন নুমায়র (র) ও আবূ কুরায়ব (র)...... আনাস (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেন। তবে তিনি তাঁর বর্ণনায় হজ্জের কথা উল্লেখ করেন নি।

٢-بَابُ قَصْرِ الصَّلاَةِ بِمِنًّى

২. পরিচ্ছেদ : মিনায় সালাত কসর করা

١٤٦٣- وَحَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَىٰ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِي عَمْرٌو وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ صَلَّى صَلاَةَ الْمُسَافِرِ بِمِنًى وَغَيْرِهِ رَكْعَتَيْنِ وَاَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ رَكْعَتَيْنِ صَدْرًا مِنْ خِلاَفَتِهِ ثُمَّ اَتَمَّهَا اَرْبَعًا.

১৪৬৩. হারমালা ইব্‌ন ইয়াহ্‌য়া (র)...... আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ মিনা ও অন্যান্য জায়গায় মুসাফিরের সালাত হিসেবে দু' রাক'আত সালাত আদায় করেন। আবূ বাক্‌র (রা) এবং উমর (রা)-ও দু' রাক'আত পড়েন। উসমান (রা) তাঁর খিলাফকের প্রথমদিকে দু' রাক'আত পড়েন। পরে তিনি চার রাক'আত পুরা করেন।

١٤٦٤- وَحَدَّثَنَاهُ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الاَوْزَاعِيِّ ح وَحَدَّثَنَاهُ اِسْحَاقُ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالاَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ جَمِيْعًا عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ قَالَ بِمِنًّى وَلَمْ يَقُلْ وَ غَيْرِهِ.

১৪৬৪. যুহায়র ইব্‌ন হার্‌ব (র), ইসহাক ও আব্‌দ ইব্‌ন হুমায়দ (র)...... যুহরী (র) থেকে উক্ত সনদে বর্ণনা করেছেন। তিনি তাঁর বর্ণনায় মিনার কথা উল্লেখ করেছেন কিন্তু 'অন্যান্য স্থানে' শব্দটি উল্লেখ করেন নি।

١٤٦٥- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِبْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ صَلَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِمِنًّى رَكْعَتَيْنِ وَاَبُوْ بَكْرٍ بَعْدَهُ وَعُمَرُ بَعْدَ اَبِيْ بَكْرٍ وَعُثْمَانُ صَدْرًا مِنْ خِلاَفَتِهِ ثُمَّ اِنَّ عُثْمَانَ صَلَّى بَعْدُ اَرْبَعًا فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ اِذَا صَلَّى مَعَ الْاِمَامِ صَلَّى اَرْبَعًا وَاِذَا صَلاَّهَا وَحْدَهُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ.

১৪৬৫. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)...... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মিনায় দু' রাক'আত সালাত আদায় করেছেন। তারপর আবূ বাক্‌র (রা) এবং আবূ বাক্‌রের পর উমর (রা)-ও দু' রাক'আত সালাত আদায় করেছেন। উসমান (রা) তাঁর খিলাফতের প্রথমদিকে দু' রাক'আত পড়েছেন। পরবর্তী সময় উসমান (রা) চার রাক'আত সালাত আদায় করেছেন। ইব্‌ন উমর (রা) যখন ইমামের সঙ্গে পড়তেন, তখন চার রাক'আত পড়তেন, যখন একাকী পড়তেন তখন দু' রাক'আত পড়তেন।

١٤٦٦- وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ الْمُثَنّٰى وَعُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالاَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى وَهُوَ الْقَطَّانُ ح وَحَدَّثَنَاهُ اَبُوْ كُرَيْبٍ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ اَبِيْ زَائِدَةَ ح وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُقْبَةُ ابْنُ خَالِدٍ كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ نَحْوَهُ.

১৪৬৬. ইবনুল মুসান্না (র), উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন সাঈদ (র), আবূ কুরায়ব (রা) ও ইব্‌ন নুমায়র (র)...... উবায়দুল্লাহ (র) সূত্রে উক্ত সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেন।

١٤٦٧– وحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بْنَ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ سَمِعَ حَفْصَ بْنَ عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ صَلَّى النَّبِىُّ ﷺ بِمِنًى صَلاَةَ الْمُسَافِرِ وَاَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ ثَمَانِىَ سِنِيْنَ اَوْ قَالَ سِتَّ سِنِيْنَ قَالَ حَفْصٌ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُصَلِّى بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ يَأْتِىْ فِرَاشَهُ فَقُلْتُ اَىْ عَمِّ لَوْ صَلَّيْتَ بَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ قَالَ لَوْ فَعَلْتُ لاَتْمَمْتُ الصَّلاَةَ.

১৪৬৭. উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন মু'আয (র)...... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ মিনায় মুসাফিরের সালাত আদায় করেন। আর আবূ বাক্‌র (রা), উমর (রা) ও উসমান (রা) (তাঁর খিলাফতের) আট বছর অথবা ছয় বছর পর্যন্ত সফরের সালাত আদায় করেন। হাফ্‌স (র) বলেন, ইব্‌ন উমর (রা) মিনায় দু' রাক'আত পড়তেন। তারপর বিছানায় ফিরে আসতেন। আমি বললাম, হে চাচাজান! আপনি যদি এরপর আরো দু' রাক'আত (সুন্নাত) পড়তেন (তাহলে ভাল হতো)। তিনি বললেন, আমি যদি তা করতাম, তাহলে ফরয সালাতই পূর্ণ করতাম।

١٤٦٨– وحَدَّثَنَاهُ يَحْيٰى بْنُ حَبِيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِى ابْنَ الْحَارِثِ ح وحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ الصَّمَدِ قَالاَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهٰذَا الاِسْنَادِ وَلَمْ يَقُوْلاَ فِى الْحَدِيْثِ بِمِنًى وَلٰكِنْ قَالاَ صَلّٰى فِى السَّفَرِ.

১৪৬৮. ইয়াহ্‌য়া ইব্‌ন হাবীব (র) ও ইবনুল মুসান্না (র)...... শু'বা (র) থেকে উক্ত সনদে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তাঁরা এ হাদীসে মিনার কথা উল্লেখ করেন নি। কিন্তু "সফরে সালাত আদায় করেন" বাক্যটি উল্লেখ করেছেন।

١٤٦٩– حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ عَنِ الاَعْمَشِ قَالَ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ يَزِيْدَ يَقُوْلُ صَلّٰى بِنَا عُثْمَانُ بِمِنًى اَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فَقِيْلَ ذَالِكَ لِعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ فَاسْتَرْجَعَ ثُمَّ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ وَصَلَّيْتُ مَعَ اَبِىْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ وَصَلَّيْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ فَلَيْتَ حَظِّىْ مِنْ اَرْبَعِ رَكَعَاتٍ رَكْعَتَانِ مُتَقَبَّلَتَانِ.

১৪৬৯. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র)...... আবদুর রহমান ইব্‌ন ইয়াযীদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উসমান (রা) মিনায় আমাদের নিয়ে চার রাক'আত সালাত আদায় করেছেন। এই কথাটি আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসঊদ (রা)-এর নিকট বলা হলে, তিনি 'ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলায়হি রাজিঊন' পাঠ করলেন। অতঃপর বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে মিনায় দু' রাক'আত সালাত আদায় করেছি; আবূ বাক্‌র (রা)-এর সঙ্গে মিনায় দু' রাক'আত

সালাত আদায় করেছি। উমর (রা)-এর সঙ্গেও মিনায় দু' রাক'আত সালাত আদায় করেছি। চার রাক'আতের স্থলে আমার ভাগ্যে যদি গ্রহণযোগ্য দু' রাক'আতই থাকত!

١٤٧٠- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ وَاَبُوْ كُرَيْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ ح وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ ح وحَدَّثَنَا اِسْحَاقُ وَابْنُ خَشْرَمٍ قَالاَ اَخْبَرَنَا عِيْسٰى كُلُّهُمْ عَنِ الْاَعْمَشِ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ نَحْوَهُ.

১৪৭০. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা (র), আবূ কুরায়ব (র), উসমান ইব্‌ন আবূ শায়বা (র), ইসহাক (র) ও ইব্‌ন খাশ্‌রাম (র)...... আ'মাশ (র) সূত্রে উক্ত সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

١٤٧١- وَحَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ يَحْيٰى وَقُتَيْبَةُ قَالَ يَحْيٰى اَخْبَرَنَا وَقَالَ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِمِنًى اٰمَنَ مَاكَانَ النَّاسُ وَاَكْثَرَهُ رَكْعَتَيْنِ.

১৪৭১. ইয়াহ্‌য়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌য়া (র) ও কুতায়বা (র)...... হারিসা ইব্‌ন ওয়াহ্‌ব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে মিনায় দু' রাক'আত সালাত আদায় করেছি। অথচ সে সময় লোকজন সর্বাধিক সংখ্যক ও সর্বাপেক্ষা নিরাপদ ছিল।

١٤٧٢- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يُوْنُسَ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِىْ حَارِثَةُ بْنُ وَهْبِ الْخُزَاعِىُّ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِمِنًى وَالنَّاسُ اَكْثَرُ مَاكَانُوْا فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ فِىْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ (قَالَ مُسْلِمٌ) حَارِثَةُ بْنُ وَهْبِ الْخُزَاعِىُّ هُوَ اَخُوْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ لِاُمِّهِ.

১৪৭২. আহ্‌মাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইউনুস (র)...... হারিসা ইব্‌ন ওয়াহ্‌ব খুযাঈ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে মিনায় সালাত আদায় করেছি। সে সময় বহু লোকের সমাগম ছিল। তিনি বিদায় হজ্জে দু' রাক'আত সালাত আদায় করেছেন। ইমাম মুসলিম (র) বলেন, হারিসা ইব্‌ন ওয়াহ্‌ব আল-খুযাঈ (র) ছিলেন উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর ইবনুল খাত্তাবের বৈপিত্রেয় ভাই।

٣- بَابُ الصَّلاَةِ فِى الرِّحَالِ فِى الْمَطَرِ

৩. পরিচ্ছেদ : বৃষ্টির দিনে ঘরে সালাত আদায় করা

١٤٧٣- حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ يَحْيٰى قَالَ قَرَأْتُ عَلٰى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ اَذَّنَ بِالصَّلاَةِ فِىْ لَيْلَةٍ ذَاتِ بَرْدٍ وَرِيْحٍ فَقَالَ اَلاَصَلُّوْا فِى الرِّحَالِ ثُمَّ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَأْمُرُ الْمُؤَذِّنَ اِذَا كَانَتْ لَيْلَةٌ بَارِدَةٌ ذَاتُ مَطَرٍ يَقُوْلُ اَلاَ صَلُّوْا فِى الرِّحَالِ.

১৪৭৩. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র)...... নাফি' (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন উমর (রা) ঠাণ্ডা ও ঝড়ের রাতে আযান দেন। পরে বলেন, তোমরা (নিজ নিজ) ঘরে সালাত আদায় কর। তারপর বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-ও বৃষ্টি ঠাণ্ডার রাতে মুয়ায্যিনকে নির্দেশ দিতেন যেন সে বলে দেয় যে, "তোমরা তোমাদের অবস্থানে সালাত আদায় করে নাও।"

١٤٧٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنِىْ نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّهُ نَادٰى بِالصَّلَاةِ فِىْ لَيْلَةٍ ذَاتِ بَرْدٍ وَرِيْحٍ وَمَطَرٍ فَقَالَ فِىْ اٰخِرِ نِدَائِهِ اَلَا صَلُّوْا فِىْ رِحَالِكُمْ اَلَا صَلُّوْا فِى الرِّحَالِ ثُمَّ قَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَاْمُرُ الْمُؤَذِّنَ اِذَا كَانَتْ لَيْلَةٌ بَارِدَةٌ اَوْذَاتُ مَطَرٍ فِى السَّفَرِ اَنْ يَقُوْلَ اَلَا صَلُّوْا فِىْ رِحَالِكُمْ.

১৪৭৪. মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন নুমায়র (র)....... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি ঠাণ্ডা ও ঝড়বৃষ্টির রাতে আযান দেন এবং তিনি তাঁর আযানের শেষে বলেন, তোমরা নিজ নিজ অবস্থানে সালাত আদায় করে নাও। অবস্থানস্থলে সালাত আদায় করে নাও। তারপর বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সফরে ঠাণ্ডা বা বাদলা রাতে মুয়ায্যিনকে নির্দেশ দিতেন, সে যেন বলে দেয় যে, তোমরা তোমাদের নিজ নিজ অবস্থানে সালাত আদায় করে ফেল।

١٤٧٥- وَحَدَّثَنَاهُ اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ أُسَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّهُ نَادٰى بِالصَّلَاةِ بِضَجْنَانَ ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِهِ وَقَالَ اَلَا صَلُّوْا فِىْ رِحَالِكُمْ وَلَمْ يُعِدْ ثَانِيَةً اَلَا صَلُّوْا فِى الرِّحَالِ مِنْ قَوْلِ ابْنِ عُمَرَ.

১৪৭৫. আবূ বাক্র ইব্ন আবূ শায়বা (র)...... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি দাজনান নামক স্থানে আযান দিলেন। এরপর উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন এবং বলেন, 'তোমরা নিজ নিজ অবস্থানে সালাত আদায় করে নাও। তিনি ইব্ন উমর (রা)-এর উক্তিতে 'অবস্থানস্থলে সালাত আদায় করে নাও' কথাটির পুনরাবৃত্তি করেননি।

١٤٧٦- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ اَخْبَرَنَا اَبُوْ خَيْثَمَةَ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ ح وَحَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ سَفَرٍ فَمُطِرْنَا فَقَالَ لِيُصَلِّ مَنْ شَاءَ مِنْكُمْ فِىْ رَحْلِهِ.

১৪৭৬. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র) ও আহমাদ ইব্ন ইউনুস (র)...... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে এক সফরে বের হলাম। তারপর আমরা বৃষ্টিতে পড়লাম, তখন তিনি বললেন, তোমাদের মধ্যে যার ইচ্ছা, সে নিজ অবস্থানে সালাত আদায় করতে পারে।

١٤٧٧- وَحَدَّثَنِىْ عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيْدِ صَاحِبِ الزِّيَادِىِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ اَنَّهُ قَالَ لِمُؤَذِّنِهِ فِىْ يَوْمٍ مَطِيْرٍ اِذَا قُلْتَ اَشْهَدُ اَنْ

لَاإِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَلاَتَقُلْ حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ قُلْ صَلُّوْا فِيْ بُيُوْتِكُمْ قَالَ فَكَأَنَّ النَّاسَ اسْتَنْكَرُوْا ذَاكَ فَقَالَ أَتَعْجَبُوْنَ مِنْ ذَا قَدْ فَعَلَ ذَا مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّيْ إِنَّ الْجُمُعَةَ عَزْمَةٌ وَإِنِّيْ كَرِهْتُ أَنْ أُخْرِجَكُمْ فَتَمْشُوْا فِي الطِّيْنِ وَالدَّحْضِ.

১৪৭৭. আলী ইব্‌ন হুজ্‌র আস্‌-সা'দী (র)...... আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বৃষ্টির দিনে তাঁর মুয়ায্‌যিনকে বললেন, যখন 'আশহাদু আল-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' ও 'আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ' বলবে, তারপর 'হায়্যা আলাস্‌ সালাহ্‌' ('সালাতের দিকে আসো') না বলে বলবে, তোমরা তোমাদের ঘরে ঘরে সালাত আদায় কর। এই আদেশ শুনে লোকেরা যেন তা নাপসন্দ করল। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা) বললেন, তোমরা কি এতে বিস্মিত হচ্ছ? এটি তো তিনিই করেছেন যিনি আমার চাইতে শ্রেষ্ঠ। যদিও জুমু'আর সালাত ফরয, তথাপি আমি তোমাদের কষ্টে ফেলা পসন্দ করি না যে, তোমরা কাদাযুক্ত পিছল পথ হেঁটে আসবে।

١٤٧٨- وَحَدَّثَنِيْهِ أَبُوْ كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِيْ ابْنَ زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيْدِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ الْحَارِثِ قَالَ خَطَبَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبَّاسٍ فِيْ يَوْمٍ ذِيْ رَدْغٍ وَسَاقَ الْحَدِيْثَ بِمَعْنَى حَدِيْثِ ابْنِ عُلَيَّةَ وَلَمْ يَذْكُرِ الْجُمُعَةَ وَقَالَ قَدْ فَعَلَهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّيْ يَعْنِي النَّبِيَّ ﷺ وَقَالَ أَبُوْ كَامِلٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَارِثِ بِنَحْوِهِ.

১৪৭৮. আবূ কামিল জাহ্‌দারী (র)...... আবদুল্লাহ ইব্‌ন হারিস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রা) কাদাপানির দিনে আমাদের খুত্‌বা দিয়েছেন। অতঃপর ইব্‌ন উলায়্যার হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তিনি তাঁর বর্ণনায় জুমু'আ শব্দটি উল্লেখ করেন নি। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, এই কাজ তো তিনিই করেছেন, যিনি আমার চাইতে উত্তম অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ। আবূ কামিল, আসিমের সূত্রে আবদুল্লাহ ইব্‌ন হারিস থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

١٤٧٩- وَحَدَّثَنِيْهِ أَبُو الرَّبِيْعِ الْعَتَكِيُّ (هُوَ الزَّهْرَانِيُّ) قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِيْ ابْنَ زَيْدٍ حَدَّثَنَا أَيُّوْبُ وَعَاصِمُ الْأَحْوَلُ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيْ حَدِيْثِهِ يَعْنِي النَّبِيَّ ﷺ.

১৪৭৯. আবু'র রাবী আতাকী যাহ্‌রানী (র)...... আয়্যুব ও আসিম আহ্‌ওয়াল (র) থেকে উক্ত সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তিনি উক্ত হাদীসে 'অর্থাৎ নবী ﷺ' কথাটি উল্লেখ করেন নি।

١٤٨٠- وَحَدَّثَنِيْ إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ شُمَيْلٍ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيْدِ صَاحِبُ الزِّيَادِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ الْحَارِثِ قَالَ أَذَّنَ مُؤَذِّنُ ابْنِ عَبَّاسٍ يَوْمَ جُمُعَةٍ فِيْ يَوْمٍ مَطِيْرٍ فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيْثِ ابْنِ عُلَيَّةَ وَقَالَ وَكَرِهْتُ أَنْ تَمْشُوْا فِي الدَّحْضِ وَالزَّلَلِ.

১৪৮০. ইসহাক ইব্‌ন মানসূর (র)....... আবদুল্লাহ ইব্‌ন হারিস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর মুয়ায্‌যিন বৃষ্টির দিন জুমু'আর দিবসে আযান দেন। তারপর তিনি ইব্‌ন উলায়্যার অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করলেন এবং বললেন, পিচ্ছিল কর্দমের মধ্যে তোমাদের হেঁটে আসা আমি পসন্দ করি নি।

١٤٨١- وَحَدَّثَنَاهُ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُبْنُ عَامِرٍ عَنْ شُعْبَةَ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُبْنُ حُمَيْدٍ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ كِلاَهُمَا عَنْ عَاصِمٍ الْاَحْوَلِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَارِثِ اَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ اَمَرَ مُؤَذِّنَهُ فِىْ حَدِيْثِ مَعْمَرٍ فِىْ يَوْمِ جُمُعَةٍ فِىْ يَوْمٍ مَطِيْرٍ بِنَحْوِ حَدِيْثِهِمْ وَذَكَرَ فِىْ حَدِيْثِ مَعْمَرٍ فَعَلَهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِّنِّىْ يَعْنِىْ النَّبِىَّ ﷺ.

১৪৮১. আব্‌দ ইব্‌ন হুমায়দ (র)...... আবদুল্লাহ ইব্‌ন হারিস (র) থেকে বর্ণিত যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বর্ষণ মুখর জুমু'আর দিনে তাঁর মুয়ায্‌যিনকে আযান দেয়ার নির্দেশ দিলেন। মা'মারের হাদীসে রয়েছে, বৃষ্টির দিনে জুমু'আর দিবসে উক্ত বর্ণনাকারীর অনুরূপ এবং মা'মারের হাদীসে এও রয়েছে, 'তা করেছেন আমার চাইতে উত্তম ব্যক্তি অর্থাৎ নবী ﷺ।

١٤٨٢- وَحَدَّثَنَاهُ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَحْمَدُبْنُ اِسْحَاقَ الْحَضْرَمِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبُ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ وَهَيْبُ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْهُ قَالَ اَمَرَ ابْنُ عَبَّاسٍ مُؤَذِّنَهُ فِىْ يَوْمِ جُمُعَةٍ فِىْ يَوْمٍ مَطِيْرٍ بِنَحْوِ حَدِيْثِهِمْ.

১৪৮২. আব্‌দ ইব্‌ন হুমায়দ (র)...... আবদুল্লাহ ইব্‌ন হারিস (র) থেকে বর্ণিত যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) জুমু'আর দিবসে বৃষ্টির দিনে তাঁর মুয়ায্‌যিনকে নির্দেশ দেন। তার পূর্বোক্ত বর্ণনাকারীদের অনুরূপ বর্ণনা করেন।

٤- بَابُ جَوَازِ صَلاَةِ النَّافِلَةِ عَلَى الدَّابَّةِ فِى السَّفَرِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ

৪. পরিচ্ছেদ : সফরে সাওয়ারী জন্তুর উপর নফল সালাত আদায় বৈধ, জন্তুটি যেদিকেই গমন করুক

١٤٨٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُبْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّى سُبْحَتَهُ حَدَّثَنَا تَوَجَّهَتْ بِهِ نَاقَتُهُ.

১৪৮৩. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন নুমায়র (র)...... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর উটের পিঠে নফল সালাত আদায় করতেন, উটের মুখ যেদিকেই থাক না কেন।

١٤٨٤- وَحَدَّثَنَاهُ اَبُوْ بَكْرِبْنِ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ اَبُوْ خَالِدِ الْاَحْمَرُ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّى عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ.

১৪৮৪. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)...... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর উষ্ট্রীর পিঠে সালাত আদায় করতেন, উষ্ট্রী যেদিকেই মুখ করে চলুক।

١٤٨٥- وَحَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي وَهُوَ مُقْبِلٌ مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ كَانَ وَجْهُهُ قَالَ وَفِيهِ نَزَلَتْ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ.

১৪৮৫. উবায়দুল্লাহ ইব্ন উমর কাওয়ারীরী (র)...... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন মক্কা থেকে মদীনায় আসছিলেন, তখন তাঁর সাওয়ারীর উপর সালাত আদায় করেছেন, যেদিকেই তাঁর মুখ ছিল। ইব্ন উমর (রা) বলেন, এ বিষয়ে নাযিল হয় : فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ "যেদিকেই তোমরা মুখ ফিরাও না কেন সেদিকই আল্লাহ্র দিক"।

١٤٨٦- وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ وَابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي كُلُّهُمْ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ وَفِي حَدِيثِ ابْنِ مُبَارَكٍ وَابْنِ أَبِي زَائِدَةَ ثُمَّ تَلَا ابْنُ عُمَرَ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ وَقَالَ فِي هَذَا نَزَلَتْ.

১৪৮৬. আবূ কুরায়ব (র) বলেন, আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন ইব্ন মুবারক ও ইব্ন আবূ যাইদা (র), ইব্ন নুমায়র (র) বলেন, আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন আমার পিতা আর তারা সকলে আবদুল মালিক (র) থেকে উক্ত সনদে পূর্বের হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইব্ন মুবারক ও ইব্ন আবূ যাইদা (র) বর্ণিত হাদীসে এইরূপ আছে যে, অতঃপর ইব্ন উমর (রা) তিলাওয়াত করেন......فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا এবং তিনি বলেন, এই বিষয়েই আয়াতটি নাযিল হয়েছে।

١٤٨٧- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي عَلَى حِمَارٍ وَهُوَ مُوَجَّهٌ إِلَى خَيْبَرَ.

১৪৮৭. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র)...... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে গাধার উপরে সালাত আদায় করতে দেখেছি যখন তিনি খায়বারের দিকে মুখ করেছিলেন।

١٤٨٨- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُ قَالَ كُنْتُ أَسِيرُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ بِطَرِيقِ مَكَّةَ قَالَ سَعِيدٌ فَلَمَّا خَشِيتُ الصُّبْحَ نَزَلْتُ فَأَوْتَرْتُ ثُمَّ أَدْرَكْتُهُ فَقَالَ لِي ابْنُ عُمَرَ أَيْنَ كُنْتَ فَقُلْتُ لَهُ خَشِيتُ الْفَجْرَ فَنَزَلْتُ فَأَوْتَرْتُ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ أَلَيْسَ لَكَ فِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أُسْوَةٌ فَقُلْتُ بَلَى وَاللَّهِ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُوتِرُ عَلَى الْبَعِيرِ.

১৪৮৮. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র)...... সাঈদ ইব্ন ইয়াসার (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইব্ন উমর (রা)-এর সঙ্গে মক্কার পথে যাচ্ছিলাম। সাঈদ (র) বলেন, যখন ভোর হওয়ার আশংকা করলাম, তখন আমি

সাওয়ারী থেকে নেমে বিত্র সালাত আদায় করলাম। তারপর ইব্ন উমরের সঙ্গে গিয়ে মিলিত হলাম। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কোথায় ছিলে? আমি বললাম, ফজর হওয়ার আশংকায় আমি নেমে বিত্রের সালাত আদায় করেছি। আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) বললেন, "রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মধ্যে কি তোমার জন্য আদর্শ নেই?" আমি বললাম, হ্যাঁ, আল্লাহ্র শপথ। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ উটের উপর বসে বিত্র আদায় করতেন।

١٤٨٩- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّهُ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّى عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُمَا تَوَجَّهَتْ بِهِ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ دِيْنَارٍ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُ ذَالِكَ.

১৪৮৯. ইয়াহ্য়া ইব্ন ইয়াহ্য়া (র)...... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সাওয়ারীর উপর সালাত আদায় করতেন, যেদিকেই সে তাঁকে নিয়ে চলুক না কেন। আবদুল্লাহ ইব্ন দীনার (র) বলেন, ইব্ন উমর (রা) তাই করতেন।

١٤٩٠- وَحَدَّثَنِىْ عِيْسَى بْنُ حَمَّادٍ الْمِصْرِىُّ قَالَ اَخْبَرَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِى ابْنُ الْهَادِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّهُ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُوْتِرُ عَلَى رَاحِلَتِهِ.

১৪৯০. ঈসা ইব্ন হাম্মাদ মিস্রী (র)...... আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর সাওয়ারীর উপর বিত্র আদায় করতেন।

١٤٩١- وَحَدَّثَنِىْ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُسَبِّحُ عَلَى الرَّاحِلَةِ قِبَلَ اَىِّ وَجْهٍ تَوَجَّهَ وَيُوْتِرُ عَلَيْهَا غَيْرَ اَنَّهُ لاَ يُصَلِّى عَلَيْهَا الْمَكْتُوْبَةَ.

১৪৯১. হারমালা ইব্ন ইয়াহ্য়া (র)...... আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সাওয়ারীর উপর নফল আদায় করতেন, যেদিকেই সে মুখ করুক না কেন এবং বিত্রও তার উপর আদায় করতেন। তবে ফরয সালাত সাওয়ারীর উপর বসে আদায় করতেন না।

١٤٩٢- وَحَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ وَحَرْمَلَةُ قَالاَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيْعَةَ اَخْبَرَهُ اَنَّ اَبَاهُ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ رَاَى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّى السُّبْحَةَ بِاللَّيْلِ فِى السَّفَرِ عَلَى ظَهْرِ رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ.

১৪৯২. আম্র ইব্ন সাওয়াদ (র) ও হারমালা (র)...... আমির ইব্ন রবীয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সফর অবস্থায় রাতে সাওয়ারীর পিঠে নফল সালাত আদায় করতে দেখেছেন। যেদিকেই সে মুখ করুক না কেন।

١٤٩٣- وَحَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ حَدَّثَنَا اَنَسُ بْنُ سِيْرِيْنَ قَالَ تَلَقَّيْنَا اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ حِيْنَ قَدِمَ الشَّامَ فَتَلَقَّيْنَاهُ بِعَيْنِ التَّمْرِ فَرَأَيْتُهُ يُصَلِّى عَلٰى حِمَارٍ وَوَجْهُهُ ذَاكَ الْجَانِبِ (وَاَوْمَأَ هَمَّامٌ عَنْ يَسَارِ الْقِبْلَةِ) فَقُلْتُ لَهُ رَأَيْتُكَ تُصَلِّى لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ قَالَ لَوْ لاَ اَنِّى رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَمْ اَفْعَلْهُ.

১৪৯৩. মুহাম্মদ ইব্ন হাতিম (র)...... আনাস ইব্ন সীরীন (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আনাস ইব্ন মালিক (রা) যখন সিরিয়া থেকে আসলেন, তখন আমরা তাঁর সঙ্গে মিলিত হলাম। তখন তাঁকে দেখলাম যে, তিনি গাধার উপর বসে সালাত আদায় করছেন এবং তাঁর মুখ ছিল এইদিকে (রাবী হাম্মাম ইঙ্গিত করলেন, কিব্লার বাঁ দিকে)। তখন আমি তাঁকে বললাম, আমি আপনাকে কিব্লার বিপরীতমুখী হয়ে সালাত আদায় করতে দেখেছি। তিনি বললেন, আমি যদি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে তা করতে না দেখতাম, তবে আমি তা করতাম না।

٥- بَابُ جَوَازِ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلاَتَيْنِ فِى السَّفَرِ

৫. পরিচ্ছেদ : সফরে দুই ওয়াক্তের সালাত একত্রে আদায় করার বৈধতা

١٤٩٤- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى قَالَ قَرَأْتُ عَلٰى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا عَجِلَ بِهِ السَّيْرُ جَمَعَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ.

১৪৯৪. ইয়াহ্য়া ইব্ন ইয়াহ্য়া (র)...... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর যখন সফরে তাড়াহুড়া থাকত তখন মাগরিব ও ইশার সালাত একত্রে আদায় করতেন।

١٤٩٥- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ قَالَ اَخْبَرَنِىْ نَافِعٌ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ اِذَا جَدَّبِهِ السَّيْرُ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بَعْدَ اَنْ يَغِيْبَ الشَّفَقُ وَيَقُوْلُ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا جَدَّبِهِ السَّيْرُ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ.

১৪৯৫. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না (র)...... নাফি' (র) থেকে বর্ণিত। ইব্ন উমর (রা)-এর যখন তাড়াহুড়া থাকত, তখন পশ্চিমাকাশের লালিমা অস্তমিত হওয়ার পর মাগরিব ও ইশার সালাত একত্রে আদায় করতেন এবং বলতেন, তাড়াহুড়ার সফরের সময় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মাগরিব ও ইশা একত্রে আদায় করতেন।

١٤٩٦- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَاَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ عَمْرٌو حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَجْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ اِذَا جَدَّبِهِ السَّيْرُ.

১৪৯৬. ইয়াহ্য়া ইব্ন ইয়াহ্য়া, কুতায়বা ইব্ন সাঈদ, আবূ বাক্র ইব্ন আবূ শায়বা ও আমরুন নাকিদ (র)...... সালিমের পিতা [ইব্ন উমর (রা)] থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ দেখেছি, যখন তাঁর সফরে তাড়াহুড়া থাকত, তখন তিনি মাগরিব ও ইশা একত্রে আদায় করতেন।

١٤٩٧- وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِي يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ اَبَاهُ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَعْجَلَهُ السَّيْرُ فِي السَّفَرِ يُؤَخِّرُ صَلاَةَ الْمَغْرِبِ حَتَّى يَجْمَعَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ صَلاَةِ الْعِشَاءِ.

১৪৯৭. হারমালা ইব্‌ন ইয়াহ্‌য়া (র)...... আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দেখেছি, যখন তাঁর সফরে তাড়াহুড়া থাকত, তখন মাগরিবের সালাত বিলম্বিত করতেন। পরে মাগরিব ও ইশা একত্রে আদায় করতেন।

١٤٩٨- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ يَعْنِي ابْنَ فَضَالَةَ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ اَنْ تَزِيْغَ الشَّمْسُ اَخَّرَ الظُّهْرَ اِلَى وَقْتِ الْعَصْرِ ثُمَّ نَزَلَ فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا فَاِنْ زَاغَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ اَنْ يَرْتَحِلَ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ رَكِبَ.

১৪৯৮. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র)...... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন সূর্য ঢলে যাওয়ার পূর্বে সফর করতেন, তখন যোহরের সালাত আসরের ওয়াক্ত পর্যন্ত বিলম্ব করতেন। তারপর অবতরণ করে এ দুই সালাত একত্রে আদায় করতেন। আর যদি সূর্য ঢলে যাওয়ার পর রওনা দিতেন, তখন যোহরের সালাত আদায় করে সাওয়ার হতেন।

١٤٩٩- وَحَدَّثَنِي عَمْرُو النَّاقِدُ قَالَ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ الْمَدَايِنِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ عُقَيْلِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا اَرَادَ اَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ الصَّلاَتَيْنِ فِي السَّفَرِ اُخَّرَ الظُّهْرَ حَتَّى يَدْخُلَ اَوَّلُ وَقْتِ الْعَصْرِ ثُمَّ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا.

১৪৯৯. আমরুন নাকিদ (র)...... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন সফর অবস্থায় দুই সালাত একত্রে আদায় করার ইচ্ছা করতেন, তখন যোহরের সালাত আসরের প্রথম ওয়াক্ত আসা পর্যন্ত বিলম্ব করতেন। এরপর উভয় সালাত একত্রে আদায় করতেন।

١٥٠٠- وَحَدَّثَنِي اَبُو الطَّاهِرِ وَعَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ قَالاَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي جَابِرُ ابْنُ اِسْمَاعِيْلَ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اِذَا عَجِلَ عَلَيْهِ السَّفَرُ يُؤَخِّرُ الظُّهْرَ اِلَى اَوَّلِ وَقْتِ الْعَصْرِ فَيَجْمَعُ بَيْنَهُمَا وَيُؤَخِّرُ الْمَغْرِبَ حَتَّى يَجْمَعَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْعِشَاءِ حِيْنَ يَغِيْبُ الشَّفَقُ.

১৫০০. আবূ তাহির (র) ও আমর ইব্‌ন সাওয়াদ (র)...... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যখন সফরে তাড়াহুড়া থাকত, তখন তিনি যোহরের সালাত আসরের প্রথম ওয়াক্ত আসা পর্যন্ত বিলম্ব করতেন। তারপর উভয় সালাত একত্রে আদায় করতেন। মাগরিবের সালাতে বিলম্ব করতেন এমনকি লালিমা অস্তমিত হওয়ার সময় হলে মাগরিব ও ইশা একত্রে আদায় করতেন।

٦-بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلاَتَيْنِ فِي الْحَضَرِ

৬. পরিচ্ছেদ : মুকীম অবস্থায় দুই সালাত একত্রে আদায়

١٥٠١- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ اَبِيْ الزُّبَيْرِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ صَلَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيْعًا وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيْعًا فِيْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلاَ سَفَرٍ.

১৫০১. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র)...... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোন ভয়-ভীতি ও সফর ছাড়াই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যোহর ও আসরের সালাত এবং মাগরিব ও ইশার সালাত একত্রে আদায় করেন।

١٥٠٢- وَحَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ وَعَوْنُ بْنُ سَلاَّمٍ جَمِيْعًا عَنْ زُهَيْرٍ قَالَ ابْنُ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ سَعِيْدِبْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ صَلَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيْعًا بِالْمَدِيْنَةِ فِيْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلاَ سَفَرٍ قَالَ اَبُو الزُّبَيْرِ فَسَأَلْتُ سَعِيْدًا لِمَ فَعَلَ ذَالِكَ فَقَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ كَمَا سَأَلْتَنِيْ فَقَالَ اَرَادَ اَنْ لاَ يُحْرِجَ اَحَدًا مِنْ اُمَّتِهِ.

১৫০২. আহমাদ ইব্ন ইউনুস ও আওন ইব্ন সাল্লাম (র)...... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সফর অথবা ভয়-ভীতি ছাড়াই মদীনায় যোহর ও আসরের সালাত একত্রে আদায় করেছেন। আবূ যুবায়র (র) বলেন, আমি সাঈদকে জিজ্ঞেস করলাম, কেন এইরূপ করলেন? তিনি বললেন, তুমি যেমন আমাকে জিজ্ঞেস করেছ, আমিও তেমনি ইব্ন আব্বাসকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তখন তিনি বললেন, নবী ﷺ-এর উদ্দেশ্য ছিল, তাঁর উম্মাতের কাউকে কষ্ট না দেওয়া।

١٥٠٣- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيْبٍ الْحَارِثِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا قُرَّةُ حَدَّثَنَا اَبُو الزُّبَيْرِ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ جُبَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ جَمَعَ بَيْنَ الصَّلاَةِ فِيْ سَفْرَةٍ سَافَرَهَا فِيْ غَزْوَةِ تَبُوْكَ فَجَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ قَالَ سَعِيْدُ فَقُلْتُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ مَا حَمَلَهُ عَلَى ذَالِكَ قَالَ اَرَادَ اَنْ لاَ يُحْرِجَ اُمَّتَهُ.

১৫০৩. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন হাবীব হারিসী (র)...... সাঈদ ইব্ন জুবায়র (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইব্ন আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাবূকের যুদ্ধে সফরকালে যোহর ও আসর এবং মাগরিব ও ইশা একত্রে আদায় করেন।[1] সাঈদ বলেন, আমি ইব্ন আব্বাস (রা)-কে জিজ্ঞেস করেছিলাম, তাঁকে তা করতে কিসে উদ্বুদ্ধ করেছিল? তিনি বলেন, তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল উম্মাতকে কষ্টে না ফেলা।

---

১. অর্থাৎ প্রত্যেকটি সালাত নিজ ওয়াক্তে প্রথম সালাত শেষ ওয়াক্তে এবং পরের সালাত আউয়াল ওয়াক্তে আদায় করেছেন, যা বাহ্যিক দৃষ্টিতে একত্রে আদায় করা হয়েছে। বিশেষ প্রয়োজনে এরূপ একত্রে আদায় জায়েয।

١٥٠٤- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يُوْنُسَ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ اَبِى الطُّفَيْلِ عَامِرٍ عَنْ مُعَاذٍ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ غَزْوَةِ تَبُوْكَ فَكَانَ يُصَلِّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيْعًا وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيْعًا.

১৫০৪. আহমাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন ইউনুস (র)...... মুআয (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা তাবূকের যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে বের হই। সে সময় তিনি যোহর ও আসর একত্রে এবং মাগরিব ও ইশা একত্রে আদায় করেন।

١٥٠٥- حدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ حَبِيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِى ابْنَ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو الزُّبَيْرِ قَالَ حَدَّثَنَا عَامِرُ بْنُ وَاثِلَةَ اَبُو الطُّفَيْلِ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُبْنُ جَبَلٍ قَالَ جَمَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ غَزْوَةِ تَبُوْكَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَبَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ قَالَ فَقُلْتُ مَاحَمَلَهُ عَلٰى ذَالِكَ قَالَ فَقَالَ اَرَادَ اَنْ لاَ يُحْرِجَ اُمَّتَهُ.

১৫০৫. ইয়াহ্‌য়া ইব্‌ন হাবীব (র)....... মু'আয ইব্‌ন জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাবূকের যুদ্ধের সময় যোহর ও আসর এবং মাগরিব ও ইশার সালাত একত্রে আদায় করেন। তিনি বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, তাঁর এরূপ করার কারণ কি? তিনি বলেন, তাঁর উদ্দেশ্য ছিল, তাঁর উম্মাতকে কষ্ট না দেওয়া।

١٥٠٦- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَاَبُوْ كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ حَبِيْبِ بْنِ اَبِىْ وَاَبُوْ سَعِيْدِ الْاَشَجُّ وَاللَّفْظُ لاَبِىْ كُرَيْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ كِلاَهُمَا عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَمَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بَالْمَدِيْنَةِ فِىْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلاَ مَطَرٍ (فِىْ حَدِيْثِ وَكِيْعٍ) قَالَ قُلْتُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ لِمَ فَعَلَ ذَالِكَ قَالَ كَىْ لاَ يُحْرِجَ اُمَّتَهُ وَفِىْ حَدِيْثِ اَبِىْ مُعَاوِيَةَ قِيْلَ لاِبْنِ عَبَّاسٍ مَا اَرَادَ اِلٰى ذَالِكَ قَالَ اَرَادَ اَنْ لاَيُحْرِجَ اُمَّتَهُ.

১৫০৬. আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা ও আবূ কুরায়ব ও আবু সাঈদ আশাজ্জ (র)...... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কোন প্রকার ভয়-ভীতি বা বৃষ্টি-বাদলা ছাড়াই মদীনায় যোহর ও আসর এবং মাগরিব ও ইশা একত্রে আদায় করেছেন। ওয়াকী বর্ণিত হাদীসে আছে যে, রাবী বলেন, আমি ইব্‌ন আব্বাস (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, কেন তিনি এরূপ করলেন? তিনি বললেন, যেন তাঁর উম্মাতের কোন কষ্ট না হয়। আবূ মু'আবিয়া (র) বর্ণিত হাদীসে আছে, ইব্‌ন আব্বাস (রা)-কে বলা হলো, এইরূপ করার উদ্দেশ্য কি? তিনি বললেন, তাঁর উদ্দেশ্য ছিল উম্মতকে কষ্টে না ফেলা।

١٥٠٧- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِىِّ ﷺ ثَمَانِيًا جَمِيْعًا وَسَبْعًا قُلْتُ يَا اَبَا الشَّعْثَاءِ اَظُنُّهُ اَخَّرَ الظُّهْرَ وَعَجَّلَ الْعَصْرَ وَاَخَّرَ الْمَغْرِبَ وَعَجَّلَ الْعِشَاءَ قَالَ وَاَنَا اَظُنُّ ذَالِكَ.

১৫০৭. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)...... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী-এর সঙ্গে আট রাক'আত একত্রে এবং সাত রাকআত একত্রে আদায় করেছি। আমি বললাম, হে আবুশ শাসা! আমার মনে হয়, তিনি যোহরের সালাত বিলম্বে এবং আসরের সালাত ত্বরান্বিত করেছেন। অনুরূপভাবে মাগরিবের সালাত বিলম্ব করে এবং ইশার সালাত ত্বরান্বিত করেছেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমিও তাই মনে করি।

١٥٠٨- حَدَّثَنَا اَبُو الرَّبِيْعِ الزَّهْرَانِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ جَابِرِبْنِ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ صَلّٰى بِالْمَدِيْنَةِ سَبْعًا وَثَمَانِيًا الظُّهْرِ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءِ.

১৫০৮. আবুর রাবী আয-যাহ্‌রানী (র)...... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ মদীনায় আট রাক'আত ও সাত রাক'আত অর্থাৎ যোহ্‌র ও আসর এবং মাগরিব ও ইশা একত্রে আদায় করেছেন।

١٥٠٩- وَحَدَّثَنِىْ اَبُو الرَّبِيْعِ الزَّهْرَانِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنِ الزُّبَيْرِ الْخِرِّيْتِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَقِيْقٍ قَالَ خَطَبَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ يَوْمًا بَعْدَ الْعَصْرِ حَتّٰى غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَبَدَتِ النُّجُوْمُ وَجَعَلَ النَّاسُ يَقُوْلُوْنَ الصَّلَاةَ الصَّلَاةَ قَالَ فَجَاءَهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِىْ تَمِيْمٍ لَا يَفْتُرُ وَلَا يَنْثَنِى الصَّلَاةَ الصَّلَاةَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ اَتُعَلِّمُنِىْ بِالسُّنَّةِ لَا اُمَّ لَكَ ثُمَّ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ شَقِيْقٍ فَحَاكَ فِىْ صَدْرِىْ مِنْ ذَالِكَ شَىْءٌ فَاَتَيْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ فَسَأَلْتُهُ فَصَدَّقَ مَقَالَتَهُ.

১৫০৯. আবুর রাবী আয-যাহ্‌রানী (র)...... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন শাকীক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন ইব্‌ন আব্বাস (রা) আসরের পরে আমাদের সামনে ভাষণ দেন এমনকি সূর্য ডুবে গেল এবং তারকাসমূহ প্রকাশ পেল। লোকেরা বলতে লাগল, আস্-সালাত, আস্-সালাত। বনী তামীমের এক ব্যক্তি তাঁর দিকে এগিয়ে এসে অন্য দিকে না তাকিয়ে অবিরাম বলতে লাগল, আস্-সালাত, আস্-সালাত। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বললেন, তোমার সর্বনাশ হোক, তুমি আমাকে সুন্নাতের শিক্ষা দিচ্ছ? তারপর বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দেখেছি যে, তিনি যোহর ও আসর এবং মাগরিব ও ইশা একত্রে আদায় করেছেন। আবদুল্লাহ ইব্‌ন শাকীক (র) বলেন, তা শুনে আমার অন্তরে কিছু খট্‌কা লাগল। তারপর আমি আবূ হুরায়রা (রা)-এর কাছে এসে তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি ইব্‌ন আব্বাসের বিবরণটির সত্যতা স্বীকার করলেন।

١٥١٠- وَحَدَّثَنَا ابْنُ اَبِى عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ قَالَ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ حُدَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَقِيْقٍ الْعُقَيْلِىِّ قَالَ قَالَ رَجُلٌ لاِبْنِ عَبَّاسٍ الصَّلاَةَ فَسَكَتَ ثُمَّ قَالَ الصَّلاَةَ فَسَكَتَ ثُمَّ قَالَ الصَّلاَةَ فَسَكَتَ ثُمَّ قَالَ لاَ اُمَّ لَكَ أَتُعَلِّمُنَا بِالصَّلاَةِ نَجْمَعُ بَيْنَ الصَّلاَتَيْنِ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ .

১৫১০. ইব্‌ন আবূ উমর (র)...... আবদুল্লাহ ইব্‌ন শাকীক উকায়লী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি ইব্‌ন আব্বাস (রা)-কে বলেন, আস্-সালাত, তিনি নীরব রইলেন। সে আবার বলল, আস্-সালাত। তিনি নীরব রইলেন। লোকটি আবার বলল, আস্-সালাত। তিনি এবারও নীরব রইলেন। তার পর তিনি বললেন, তোমার সর্বনাশ হোক। তুমি কি আমাকে সালাত শিক্ষা দিচ্ছ? আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সময় দুই সালাত একত্রে আদায় করতাম।

٧- بَابُ جَوَازِ الاِنْصِرَافِ مِنَ الصَّلاَةِ عَنِ الْيَمِيْنِ وَالشِّمَالِ

৭. পরিচ্ছেদ : সালাতশেষে ডানে-বামে ফেরার বৈধতা

١٥١١- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ وَوَكِيْعٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ لاَ يَجْعَلَنَّ اَحَدُكُمْ لِلشَّيْطَانِ مِنْ نَفْسِهِ جُزْءًا لاَ يَرٰى اِلاَّ اَنَّ حَقًّا عَلَيْهِ اَنْ لاَ يَنْصَرِفَ اِلاَّ عَنْ يَمِيْنِهِ اَكْثَرُ مَارَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَنْصَرِفُ عَنْ شِمَالِهِ.

১৫১১. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)....... আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমাদের মধ্যে কেউই যেন শয়তানকে নিজে থেকে কোন অংশ না দেয়। অর্থাৎ কেউ যেন মনে না করে যে, (সালাত শেষে) কেবল ডানদিকে ফেরা তার উপর ওয়াজিব। আমি অনেক সময় আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বামদিকে ফিরতেও দেখেছি।

١٥١٢- حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَخْبَرَنَا جَرِيْرٌ وَعِيْسٰى بْنُ يُوْنُسَ ح وَحَدَّثَنَاهُ عَلِىُّ بْنُ خَشْرَمٍ قَالَ اَخْبَرَنَا عِيْسٰى جَمِيْعًا عَنِ الْاَعْمَشِ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ مِثْلَهُ.

১৫১২. ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম ও আলী ইব্‌ন খাশরাম (র) আমাশ (র) থেকে উক্ত নসদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

١٥١٣- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنِ السُّدِّىِّ قَالَ سَأَلْتُ اَنَسًا كَيْفَ اَنْصَرِفُ اِذَا صَلَّيْتُ عَنْ يَمِيْنِى اَوْ عَنْ يَسَارِى قَالَ اَمَّا اَنَا فَاَكْثَرُ مَارَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَنْصَرِفُ عَنْ يَمِيْنِهِ.

১৫১৩. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র)...... সুদ্দী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাস (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, সালাতশেষে আমি কিভাবে ফিরব? ডানদিকে না বামদিকে? তিনি বললেন, আমি বেশির ভাগ সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে ডানদিকে ফিরতে দেখেছি।

١٥١٤- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِبْنُ اَبِى شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ السُّدِّىِّ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَنْصَرِفُ عَنْ يَمِيْنِهِ.

১৫১৪. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা ও যুহায়র ইব্‌ন হারব (র)...... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাত শেষে ডানদিকে ফিরতেন।

٨- بَابُ اِسْتِحْبَابِ يَمِيْنِ الْاِمَامِ

৮. পরিচ্ছেদ : ইমামের ডানপার্শ্বে থাকা মুস্তাহাব

١٥١٥- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ اَبِى زَائِدَةَ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنِ ابْنِ الْبَرَاءِ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ كُنَّا اِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَحْبَبْنَا اَنْ نَكُوْنَ عَنْ يَمِيْنِهِ يُقْبِلُ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ قَالَ فَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ رَبِّ قِنِى عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ اَوْتَجْمَعُ عِبَادَكَ.

১৫১৫. আবূ কুরায়ব (র.)...... আল-বারা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পিছনে সালাত আদায় করতাম, তখন তাঁর ডানপার্শ্বে থাকাই পসন্দ করতাম, যেন তিনি আমাদের দিকে মুখ ফিরান। রাবী বলেন, আমি তাঁকে এ দু'আ বলতে শুনেছি : رَبِّ قِنِى عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ اَوْتَجْمَعُ عِبَادَكَ "হে রব! আমাকে তোমার সেদিনের আযাব থেকে বাঁচাও, যে দিন তুমি তোমার বান্দাদের উত্থিত করবে কিংবা (তিনি বলেছেন) একত্র করবে।"

١٥١٦- وَحَدَّثَنَاهُ اَبُوكُرَيْبٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ مِسْعَرٍ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ وَلَمْ يَذْكُرْ يُقْبِلُ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ.

১৫১৬. আবূ কুরায়ব ও যুহায়র ইব্‌ন হার্‌ব (র)...... মিস'আর (র) থেকে উক্ত সনদে বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি তাঁর বর্ণনায় يُقْبِلُ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ (যেন তিনি আমাদের দিকে মুখ ফিরান) উল্লেখ করেন নি।

٩- بَابُ كَرَاهَةِ الشُّرُوْعِ فِىْ نَافِلَةٍ بَعْدَ شُرُوْعِ الْمُؤَذِّنِ

৯. পরিচ্ছেদ : মুয়ায্‌যিন ইকামত দেওয়া শুরু করলে নফল সালাত আরম্ভ করা মাকরূহ

١٥١٧- وَحَدَّثَنِى اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ وَرْقَاءَ عَنْ عَمْرِوبْنِ دِيْنَارٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِذَا اُقِيْمَتِ الصَّلاَةُ فَلاَصَلاَةَ اِلاَّ الْمَكْتُوْبَةُ.

১৫১৭. আহমাদ ইব্‌ন হাম্বল (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যখন ইকামত দেওয়া হয়, তখন ফরয ব্যতীত অন্য সালাত নেই।

١٠١٨- وَحَدَّثَنِيْهِ مُحَمَّدُبْنُ حَاتِمٍ وَابْنُ رَافِعٍ قَالاَ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ قَالَ حَدَّثَنِيْ وَرْقَاءُ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ.

১৫১৮. মুহাম্মদ ইব্‌ন হাতিম ও ইব্‌ন রাফি (র)...... ওয়ারাকা (র) থেকে উক্ত সনদে বর্ণনা করেছেন।

١٥١٩- وَحَدَّثَنِيْ يَحْيٰى بْنُ حَبِيْبِ الْحَارِثِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحٌ قَالَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ اِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُوبْنُ دِيْنَارٍ قَالَ سَمِعْتُ عَطَاءَبْنَ يَسَارٍ يَقُوْلُ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهُ قَالَ اِذَا اُقِيْمَتِ الصَّلاَةُ فَلاَصَلاَةَ اِلاَّ الْمَكْتُوْبَةُ.

১৫১৯. ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন হাবীব আল-হারিসী (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন, যখন সালাতের ইকামত দেওয়া হয়, তখন ফরয ব্যতীত অন্য কোন সালাত নেই।

١٥٢٠- وَحَدَّثَنَاهُ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ اِسْحَاقَ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ مِثْلَهُ.

১৫২০. আব্‌দ ইব্‌ন হুমায়দ (র)...... যাকারিয়া ইব্‌ন ইসহাক (র) থেকে উক্ত সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

١٥٢١- وَحَدَّثَنَا حَسَنُ الْحُلْوَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ قَالَ اَخْبَرَنَا حَمَّادُبْنُ زَيْدٍ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ عَمْرِوبْنِ دِيْنَارٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ بِمِثْلِهِ قَالَ حَمَّادٌ ثُمَّ لَقِيْتُ عَمْرًا فَحَدَّثَنِىْ بِهِ وَلَمْ يَرْفَعْهُ.

১৫২১. হাসান আল-হুল্‌ওয়ানী (র)...... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। রাবী হাম্মাদ (র) বলেন, আমি আম্‌রের সঙ্গে সাক্ষাত করলে তিনি আমার কাছে এই হাদীস বর্ণনা করেন, কিন্তু মারফূরূপে বর্ণনা করেননি।

١٥٢٢- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَالِكٍ اِبْنِ بُحَيْنَةَ اَنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَرَّ بِرَجُلٍ يُصَلِّى وَقَدْ اُقِيْمَتْ صَلاَةُ الصُّبْحِ فَكَلَّمَهُ بِشَيْءٍ لاَ نَدْرِيْ مَاهُوَ فَلَمَّا انْصَرَ فْنَا اَحَطْنَا نَقُوْلُ مَاذَا قَالَ لَكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ قَالَ لِيْ يُوْشِكُ اَنْ يُصَلِّيَ اَحَدُكُمُ الصُّبْحَ اَرْبَعًا قَالَ الْقَعْنَبِيُّ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَالِكٍ ابْنُ بُحَيْنَةَ عَنْ اَبِيْهِ (قَالَ اَبُو الْحُسَيْنِ مُسْلِمٌ) وَقَوْلُهُ عَنْ اَبِيْهِ فِيْ هٰذَا الْحَدِيْثِ خَطَأٌ.

১৫২২. আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাস্‌লামা কা'নাবী (র)...... আবদুল্লাহ ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন বুহায়না (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এক ব্যক্তির পাশ দিয়ে আসছিলেন, সে সালাত আদায় করছিল। তখন ফজরের সালাতে ইকামত দেওয়া হয়েছে। তিনি তার সঙ্গে কিছু কথা বললেন। কি বলেছেন, আমরা তা জানি না। আমরা

যখন সালাত শেষ করলাম তখন আমরা তাকে ঘিরে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ তোমাকে কি বলেছেন? সে বলল, তিনি আমাকে বলেছেন, মনে হচ্ছে, তোমাদের কেউ ফজরের সালাত চার রাকআত আদায় করছে? কা'নাবী বলেন, আবদুল্লাহ ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন যুহায়না (র) তাঁর পিতা থেকে। ইমাম মুসলিম (র) বলেছেন যে, 'তাঁর পিতা থেকে' কথাটি এ হাদীসে ভুল।

١٥٢٣- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ سَعْدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ بُحَيْنَةَ قَالَ اُقِيْمَتْ صَلاَةُ الصُّبْحِ فَرَأَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَجُلاً يُصَلِّى وَالْمُؤَذِّنُ يُقِيْمُ فَقَالَ اَتُصَلِّى الصُّبْحَ اَرْبَعًا.

১৫২৩. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র)...... ইব্‌ন বুহায়না (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ফজরের সালাতে দাঁড়িয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ দেখতে পেলেন যে, এক ব্যক্তি সালাত আদায় করছে। মুয়ায্‌যিন তখন তাক্‌বীর দিচ্ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ লোকটিকে বললেন, তুমি কি ফজরের সালাত চার রাক'আত আদায় করছ?

١٥٢٤- حَدَّثَنَا اَبُوْكَامِلِ الْجَحْدَرِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِى ابْنَ زَيْدٍ ح حَدَّثَنِى حَامِدُبْنُ عُمَرَ الْبَكْرَاوِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ يَعْنِى ابْنَ زِيَادٍ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَااَبُوْ مُعَاوِيَةَ كُلُّهُمْ عَنْ عَاصِمٍ ح وَحَدَّثَنِىْ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِىُّ عَنْ عَاصِمٍ الاَحْوَلِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ سَرْجِسَ قَالَ دَخَلَ رَجُلٌ الْمَسْجِدَ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ صَلاَةِ الْغَدَاةِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ فِىْ جَانِبِ الْمَسْجِدِ ثُمَّ دَخَلَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَلَمَّا سَلَّمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ يَافُلاَنُ بِاَىِّ الصَّلاَتَيْنِ اِعْتَدَدْتَ أَبِصَلاَتِكَ وَحْدَكَ اَمْ بِصَلاَتِكَ مَعَنَا.

১৫২৪. আবূ কামিল জাহদারী, হামিদ ইব্‌ন উমর বাকরাবী, ইব্‌ন নুমায়র ওজু হায়র ইব্‌ন হারব (র)...... আবদুল্লাহ ইব্‌ন সারজিস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ ফজরের সালাত আদায় করছিলেন। লোকটি মসজিদের কোণায় দু' রাক'আত সালাত আদায় করে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে শামিল হল। রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাম ফিরিয়ে বললেন, হে অমুক! তুমি এ দু' সালাতের মধ্যে কোন্‌টিকে (আসল) গণ্য করেছ? যা তুমি একাকী পড়লে তা, না যা আমাদের সাথে পড়লে তা?

١٠- بَابُ مَايَقُوْلُ اِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ

১০. পরিচ্ছেদ : মসজিদে প্রবেশের সময় কী পাঠ করবে

١٥٢٥- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى اَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ اَبِى عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِى حُمَيْدٍ اَوْ عَنْ اَبِى اُسَيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا دَخَلَ اَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَقُلِ اللّٰهُمَّ افْتَحْ لِىْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ وَاِذَا خَرَجَ فَلْيَقُلِ اللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْأَلُكَ مِنْ

فَضْلِكَ (قَالَ مُسْلِمٌ) سَمِعْتُ يَحْيٰى بْنُ يَحْيٰى يَقُوْلُ كَتَبْتُ هٰذَا الْحَدِيْثَ مِنْ كِتَابِ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ قَالَ بَلَغَنِىْ اَنَّ يَحْيَى الْحِمَّانِىَّ يَقُوْلُ وَاَبِىْ اُسَيْدٍ.

১৫২৫. ইয়াহ্য়া ইব্ন ইয়াহ্য়া (র)...... আবূ উসায়দ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ মসজিদে প্রবেশ করে, তখন বলবে, "হে আল্লাহ্! আমার জন্য আপনার রহমতের দরজা খুলে দিন।" যখন বের হয়ে যাবে, তখন বলবে, "আমি আপনার কাছে আপনার অনুগ্রহপ্রার্থী।"

١٥٢٦- وَحَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ عُمَرَ الْبَكْرَاوِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ عُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةَ عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ اَبِىْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سَعِيْدِ بْنِ سُوَيْدٍ الْاَنْصَارِىِّ عَنْ اَبِىْ حُمَيْدٍ اَوْ عَنْ اَبِىْ اُسَيْدٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ بِمِثْلِهِ.

১৫২৬. হামিদ ইব্ন উমর বাকরাবী (র)...... আবূ উসায়দ (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

١١- بَابُ اِسْتِحْبَابِ تَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ بِرَكْعَتَيْنِ وَكَرَاهَةِ الْجُلُوْسِ قَبْلَ صَلٰوتِهِمَا.

১১. পরিচ্ছেদ : দু' রাকআত তাহিয়্যাতুল মসজিদ আদায় করা মুস্তাহাব এবং এ দু' রাকআত আদায় করার পূর্বে বসা মাকরূহ

١٥٢٧- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَا حَدَّثَنَا مَالِكٌ ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى قَالَ قَرَأْتُ عَلٰى مَالِكٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِىِّ عَنْ اَبِىْ قَتَادَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا دَخَلَ اَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ اَنْ يَجْلِسَ.

১৫২৭. আবদুল্লাহ ইব্ন মাসলামা ইব্ন কানাব, কুতায়বা ইব্ন সাঈদ ও ইয়াহ্য়া ইব্ন ইয়াহয়া (র)...... আবূ কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ মসজিদে প্রবেশ করে, তখন বসার আগে দু'রাকআত সালাত আদায় করবে।

١٥٢٨- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِىٍّ عَنْ زَائِدَةَ قَالَ حَدَّثَنِىْ عَمْرُو بْنُ يَحْيَى الْاَنْصَارِىُّ قَالَ حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمِ بْنِ خَلْدَةَ الْاَنْصَارِىِّ عَنْ اَبِىْ قَتَادَةَ صَاحِبِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ جَالِسٌ بَيْنَ ظَهْرَانَىِ النَّاسِ فَجَلَسْتُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَامَنَعَكَ اَنْ تَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ اَنْ تَجْلِسَ قَالَ فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ رَأَيْتُكَ جَالِسًا وَالنَّاسُ جُلُوْسٌ قَالَ فَاِذَا دَخَلَ اَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسْ حَتّٰى يَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ.

১৫২৮. আবূ বাকর ইব্ন আবূ শায়বা (রা)...... আবূ কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মসজিদে গেলাম। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ লোকদের মাঝে বসেছিলেন। তিনি বলেন, আমিও বসে পড়লাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ জিজ্ঞেস করলেন, বসার আগে দু' রাক'আত সালাত আদায় করা থেকে তোমাকে কিসে বিরত রাখল? আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনাকে বসা দেখলাম এবং লোকেরাও বসা ছিল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, যখন তোমাদের কেউ মসজিদে প্রবেশ করে, তখন দু' রাক'আত সালাত আদায়ের আগে বসবে না।

١٢- بَابُ اسْتِحْبَابِ الرَّكْعَتَيْنِ فِى الْمَسْجِدِ لِمَنْ قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ اَوَّلَ قُدُوْمِهِ

১২. পরিচ্ছেদ : সফর থেকে ফিরে এসে মসজিদে দু' রা'আত সালাত আদায় করা মুস্তাহাব

١٥٢٩- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ جَوَّاسٍ الْحَنَفِيُّ اَبُوْ عَاصِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ الْاَشْجَعِيُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كَانَ لِىْ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ دَيْنٌ فَقَضَانِىْ وَزَادَنِىْ وَدَخَلْتُ عَلَيْهِ الْمَسْجِدَ فَقَالَ لِىْ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ.

১৫২৯. আহ্মাদ ইব্ন জাওয়াস আল-হানাফী (র)...... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে আমার পাওনা ছিল, তিনি আমাকে তো পরিশোধ করলেন এবং কিছু বেশি দিলেন। আমি মসজিদে তাঁর কাছে প্রবেশ করলাম। তিনি বললেন, দু'রাক'আত সালাত আদায় কর।

١٥٣٠- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَارِبٍ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ اشْتَرٰى مِنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَعِيْرًا فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ اَمَرَنِىْ اَنْ اٰتِىَ الْمَسْجِدَ فَاُصَلِّىَ رَكْعَتَيْنِ.

১৫৩০. উবায়দুল্লাহ ইব্ন মু'আয (র)...... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার নিকট থেকে উট খরিদ করলেন। আমি যখন মদীনায় আসলাম, তখন তিনি আমাকে মসজিদে যাওয়ার আদেশ দিলেন এবং বললেন, দু'রাকআত সালাত আদায় কর।

١٥٣١- وَحَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ يَعْنِى الثَّقَفِيَّ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ غَزَاةٍ فَاَبْطَاَبِىْ جَمَلِىْ وَاَعْيٰى ثُمَّ قَدِمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَبْلِىْ وَقَدِمْتُ بِالْغَدَاةِ فَجِئْتُ الْمَسْجِدَ فَوَجَدْتُهُ عَلٰى بَابِ الْمَسْجِدِ قَالَ اٰلْاٰنَ حِيْنَ قَدِمْتَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَدَعْ جَمَلَكَ وَادْخُلْ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ قَالَ فَدَخَلْتُ فَصَلَّيْتُ ثُمَّ رَجَعْتُ.

১৫৩১. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না (র)...... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে কোন এক যুদ্ধে বের হলাম। আমার উট পথ চলতে বিলম্ব করল। এমনকি পথ চলতে অক্ষম হয়ে

পড়ল। রাসূলুল্লাহ ﷺ আগেই পৌঁছে গেলেন, আর আমি পরদিন সকালে পৌঁছলাম। আমি মসজিদে আসলাম এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে মসজিদের দরজায় দেখতে পেলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি এখনই পৌঁছেছ? আমি বললাম, হাঁ। তিনি বললেন, উট রেখে মসজিদে আস এবং দু' রাক'আত সালাত আদায় করো। তখন আমি মসজিদে প্রবেশ করলাম এবং দু'রাকআত সালাত আদায় করে ফিরে এলাম।

١٥٣٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُبْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ يَعْنِىْ اَبَا عَاصِمٍ ح وحَدَّثَنِىْ مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالاَ جَمِيْعًا اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ ابْنُ شِهَابٍ اَنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ كَعْبٍ اَخْبَرَهُ عَنْ اَبِيْهِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ كَعْبٍ وَعَنْ عَمِّهِ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ كَعْبٍ عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ لاَيَقْدَمُ مِنْ سَفَرٍ اِلاَّ نَهَاراً فِى الضُّحٰى فَاِذَا قَدِمَ بَدَأَ بِالْمَسْجِدِ فَصَلّٰى فِيْهِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ جَلَسَ فِيْهِ.

১৫৩২. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না ও মাহমূদ ইব্ন গায়লান (র)...... কা'ব ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সফর থেকে ফিরে পূর্বাহ্নে মদীনায় প্রবেশ করতেন। প্রথমে মসজিদে যেতেন এবং দু'রাকআত সালাত আদায় করে বসতেন।

١٣- بَابُ اِسْتِحْبَابِ صَلاَةِ الضُّحٰى

১৩. পরিচ্ছেদ : চাশতের (পূর্বাহ্নের) সালাত মুস্তাহাব হওয়া

١٥٣٣- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى قَالَ اَخْبَرَنَا يَزِيْدُبْنُ زُرَيْعٍ عَنْ سَعِيْدِ الْجُرَيْرِىِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَقِيْقٍ قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ هَلْ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يُصَلِّى الضُّحٰى قَالَتْ لاَ اِلاَّ اَنْ يَجِئَ مِنْ مَغِيْبِهٖ.

১৫৩৩. ইয়াহ্য়া ইব্ন ইয়াহ্য়া (র)...... আবদুল্লাহ ইব্ন শাকীক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হযরত আয়েশা (রা)-এর নিকট জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কি পূর্বাহ্নে সালাত আদায় করতেন? তিনি বললেন, না, কিন্তু সফর থেকে প্রত্যাবর্তন করলে আদায় করতেন।

١٥٣٤- وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ قَالَ حَدَّثَنَا كَهْمَسُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَيْسِىُّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَقِيْقٍ قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ أَكَانَ النَّبِىُّ ﷺ يُصَلِّى الضُّحٰى قَالَتْ لاَ اِلاَّ اَنْ يَجِئَ مِنْ مَغِيْبِهٖ.

১৫৩৪. উবায়দুল্লাহ ইব্ন মু'আয (র)...... আবদুল্লাহ ইব্ন শাকীক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়িশা (রা) কে জিজ্ঞাসা করলাম, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কি দু'হার (চাশতের) সালাত আদায় করতেন? তিনি বললেন, না; কিন্তু সফর থেকে ফিরে এলে (আদায় করতেন)।

١٥٣٥- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى قَالَ قَرَأْتُ عَلٰى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا قَالَتْ مَارَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّى سُبْحَةَ الضُّحٰى قَطُّ وَاِنِّىْ لاُسَبِّحُهَا وَاِنْ كَانَ

رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيَدَعُ الْعَمَلَ وَهُوَ يُحِبُّ اَنْ يَعْمَلَ بِه خَشْيَةَ اَنْ يَعْمَلَ بِهِ النَّاسُ فَيُفْرَضَ عَلَيْهِمْ.

১৫৩৫. ইয়াহ্য়া ইব্ন ইয়াহ্য়া (র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি দু'হার সময় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে কখনো সালাত আদায় করতে দেখিনি। কিন্তু আমি তা আদায় করি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কোন কোন কাজ পসন্দ করতেন; কিন্তু পাছে লোকেরা তা আঁকড়ে ধরে এবং তাদের উপর তা ফরয হয়ে পড়ে এ আশংকায় তা ছেড়ে দিতেন।

١٥٣٦- حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوْخَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ (يَعْنِى الرِّشْكَ) قَالَ حَدَّثَنِىْ مُعَاذَةُ اَنَّهَا سَأَلَتْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا كَمْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّى صَلاَةَ الضُّحٰى قَالَتْ اَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَيَزِيْدُ مَاشَاءَ.

১৫৩৬. শায়বান ইব্ন ফার্রূখ (র)...... মু'আয (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞেস করলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দু'হার সালাত কত রাক'আত আদায় করতেন? তিনি বললেন, চার রাক'আত। ইচ্ছে হলে বেশিও পড়তেন।

١٥٣٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُبْنُ الْمُثَنّٰى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُبْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَزِيْدَ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ مِثْلَه وَقَالَ يَزِيْدُ مَاشَاءَ اللّٰهُ.

১৫৩৭. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না ও ইব্ন বাশ্শার (র)....... ইয়াযীদের সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তিনি তাঁর বর্ণনায় يَزِيْدُ مَاشَاءَ اللّٰهُ উল্লেখ করেছেন।

١٥٣٨- وَحَدَّثَنِىْ يَحْيٰى بْنُ حَبِيْبِ الْحَارِثِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ اَنَّ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةَ حَدَّثَتْهُمْ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّى الضُّحٰى اَرْبَعًا وَيَزِيْدُ مَاشَاءَ اللّٰهُ.

১৫৩৮. ইয়াহ্য়া ইব্ন হাবীব আল-হারিসী (র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দু'হার সালাত চার রাকআত আদায় করতেন। আল্লাহ্র ইচ্ছায় বেশিও পড়তেন।

١٥٣٩- وَحَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَابْنُ بَشَّارٍ جَمِيْعًا عَنْ مُعَاذِ بْنِ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ عَنْ قَتَادَةَ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ مِثْلَهُ.

১৫৩৯. ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম ও ইব্ন বাশ্শার (র)........ কাতাদা (র) থেকে উক্ত সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

١٥٤٠- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِيْ لَيْلٰى قَالَ مَا اَخْبَرَنِيْ اَحَدٌ اَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ يُصَلِّى الضُّحٰى اِلاَّ اُمُّ هَانِىءٍ فَاِنَّهَا حَدَّثَتْ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ بَيْتَهَا يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ فَصَلَّى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ مَا رَأَيْتُهُ صَلَّى صَلاَةً قَطُّ اَخَفَّ مِنْهَا غَيْرَ اَنَّهُ كَانَ يُتِمُّ الرُّكُوْعَ وَالسُّجُوْدَ وَلَمْ يَذْكُرِ ابْنُ بَشَّارٍ فِيْ حَدِيْثِهِ قَوْلَهُ قَطُّ.

১৫৪০. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না ও ইব্‌ন বাশ্‌শার (র)...... আবদুর রহমান ইব্‌ন আবূ লায়লা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ-কে দু'হার (চাশতের) সালাত আদায় করতে দেখেছেন বলে উম্মে হানী (রা) ব্যতীত কেউ আমাকে বলেননি। তিনি বলেছেন যে, নবী ﷺ মক্কা বিজয়ের দিন তাঁর ঘরে আসেন এবং আট রাক'আত সালাত আদায় করেন। আমি আর কখনও তাঁকে এর চাইতে সংক্ষিপ্ত সালাত আদায় করতে দেখিনি। তবে তিনি রুকূ ও সিজ্‌দা ঠিকমতো আদায় করেছিলেন। তবে ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) তার বর্ণনায় قَطُّ (কখনও) শব্দটি উল্লেখ করেননি।

١٥٤١- وَحَدَّثَنِيْ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيٰى وَمُحَمَّدُبْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِيُّ قَالاَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ ابْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَارِثِ اَنَّ اَبَاهُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ قَالَ سَأَلْتُ وَحَرَصْتُ عَلٰى اَنْ اَجِدَ اَحَدًا مِنَ النَّاسِ يُخْبِرُنِيْ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ سَبَّحَ سُبْحَةَ الضُّحٰى فَلَمْ اَجِدْ اَحَدًا يُحَدِّثُنِيْ ذَالِكَ غَيْرِ اَنَّ اُمَّ هَانِئٍ بِنْتَ اَبِيْ طَالِبٍ اَخْبَرَتْنِيْ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَتٰى بَعْدَمَا ارْتَفَعَ النَّهَارُ يَوْمَ الْفَتْحِ فَأُتِيَ بِثَوْبٍ فَسُتِرَ عَلَيْهِ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ لاَ اَدْرِيْ أَقِيَامُهُ فِيْهَا اَطْوَلُ اَمْ رُكُوْعُهُ اَمْ سُجُوْدُهُ كُلُّ ذَالِكَ مِنْهُ مُتَقَارِبٌ قَالَتْ فَلَمْ اَرَهُ سَبَّحَهَا قَبْلُ وَلاَ بَعْدُ قَالَ الْمُرَادِيُّ عَنْ يُوْنُسَ وَلَمْ يَقُلْ اَخْبَرَنِيْ.

১৫৪১. হারমালা ইব্‌ন ইয়াহ্‌য়া ও মুহাম্মদ ইব্‌ন সালামা আল-মুরাদী (র)...... আবদুল্লাহ ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন নাওফল (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জিজ্ঞেস করতাম এবং কৌতুহলী হতাম যাতে এমন কাউকে পাই, যে আমাকে বলে দেবে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দু'হার সালাত আদায় করেছেন। কিন্তু আমি উম্মে হানী বিনত আবূ তালিব (রা) ব্যতীত আর কাউকে এ বিষয়ে বর্ণনাকারী পাইনি। উম্মে হানী (রা) বলেন, মক্কা বিজয়ের দিন পূর্বাহ্নে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এলেন এবং একটি কাপড় এনে তাঁর জন্য পর্দা করা হল। তিনি গোসল করলেন এবং দাঁড়িয়ে আট রাক'আত সালাত আদায় করলেন। আমি জানি না, তাঁর সালাতে দাঁড়ানো অথবা তাঁর রুকূ অথবা তাঁর সিজ্‌দা কোনটা দীর্ঘ ছিল। এর প্রত্যেকটিই প্রায় সমান ছিল। তিনি বলেন, এর পূর্বে বা পরে তাঁকে আর দু'হার (চাশতের) সালাত আদায় করতে দেখিনি।

١٥٤٢- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى قَالَ قَرَأْتُ عَلٰى مَالِكٍ عَنْ اَبِىْ النَّضْرِ اَنَّ اَبَا مُرَّةَ مَوْلٰى اُمِّ هَانِئٍ بِنْتِ اَبِىْ طَالِبٍ اَخْبَرَه اَنَّه سَمِعَ اُمَّ هَانِئٍ بِنْتَ اَبِىْ طَالِبٍ تَقُوْلُ ذَهَبْتُ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَامَ الْفَتْحِ فَوَجَدْتُه يَغْتَسِلُ وَفَاطِمَةُ ابْنَتُهُ تَسْتُرُهُ بِثَوْبٍ قَالَتْ فَسَلَّمْتُ فَقَالَ مَنْ هٰذِهِ قُلْتُ اُمُّ هَانِئٍ بِنْتُ اَبِىْ طَالِبٍ قَالَ مَرْحَبًا بِاُمِّ هَانِئٍ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ غُسْلِه قَامَ فَصَلّٰى ثَمَانِىَ رَكَعَاتٍ مُلْتَحِفًا فِىْ ثَوْبٍ وَاحِدٍ فَلَمَّا انْصَرَفَ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ زَعَمَ ابْنُ اُمِّىْ عَلِىُّ بْنُ اَبِىْ طَالِبٍ اَنَّهُ قَاتِلٌ رَجُلاً اَجَرْتُهُ فُلاَنَ ابْنُ هُبَيْرَةَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَدْ اَجَرْنَا مَنْ اَجَرْتِ يَااُمَّ هَانِئٍ قَالَتْ اُمَّ هَانِئٍ وَذَالِكَ ضُحًى.

১৫৪২. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র)...... আবূ মুর্‌রা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি উম্মে হানী (রা)-কে বলতে শুনেছেন যে, আমি মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট গেলাম এবং আমি তাঁকে গোসল করতে পেলাম। তাঁর কন্যা ফাতিমা (রা) একটি কাপড় দিয়ে তাঁকে আড়াল করে রেখেছিলেন। আমি সালাম করলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এ কে? আমি জবাব দিলাম, উম্মে হানী বিন্‌ত আবূ তালিব। তিনি বললেন, মারহাবা হে উম্মে হানী! তারপর তিনি গোসল সেরে দাঁড়িয়ে আট রাকআত সালাত আদায় করলেন। তখন তিনি একই কাপড় জড়িয়ে ছিলেন। তিনি যখন সালাত শেষ করলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আমার সহোদর আলী ইব্ন আবূ তালিব, হুবায়রার পুত্র অমুককে কতল করার সংকল্প করেছে, যাকে আমি নিরাপত্তা দিয়েছি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, হে উম্মে হানী! তুমি যাকে নিরাপত্তা দিয়েছ আমরাও তাকে নিরাপত্তা দিলাম। উম্মে হানী (রা) বললেন, এ ছিল চাশ্‌তের সময়।

١٥٤٣- وَحَدَّثَنِىْ حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ اَسَدٍ قَالَ اَخْبَرَنَا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ جَعْفَرِبْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ مُرَّةَ مَوْلٰى عَقِيْلٍ عَنْ اُمِّ هَانِئٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ صَلّٰى فِىْ بَيْتِهَا عَامَ الْفَتْحِ ثَمَانِىَ رَكَعَاتٍ فِىْ ثَوْبٍ قَدْ خَالَفَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ.

১৫৪৩. হাজ্জাজ ইব্ন শাইর (র)...... উম্মে হানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মক্কা বিজয়ের বছর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর ঘরে একটি কাপড় পরে আট রাক'আত সালাত আদায় করেন। তিনি সে কাপড়ের দু'আঁচল বিপরীতদিকে জড়িয়েছিলেন।

١٥٤٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ اَسْمَاءَ الضُّبَعِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا مَهْدِىُّ وَهُوَ ابْنُ مَيْمُوْنٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَاصِلُ مَوْلٰى اَبِىْ عُيَيْنَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عُقَيْلٍ عَنْ يَحْيٰى بْنِ يَعْمُرَ عَنْ اَبِى الْاَسْوَدِ الدُّئَلِىِّ عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهُ قَالَ يُصْبِحُ عَلٰى كُلِّ سُلاَمٰى مِنْ اَحَدِ كُمْ صَدَقَةٌ فَكُلُّ تَسْبِيْحَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَحْمِيْدَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَهْلِيْلَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَكْبِيْرَةٍ صَدَقَةٌ وَاَمْرُ بِالْمَعْرُوْفِ صَدَقَةٌ وَنَهْىُ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ وَيُجْزِئُ مِنْ ذَالِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحَى.

১৫৪৪. আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আসমা আয্-যুবাঈ (র)...... আবূ যার (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন ভোরে উঠে, তখন তার প্রতিটি জোড়ার উপর একটি সদকা থাকে। প্রতি সুবহানাল্লাহ সদকা, প্রতি আলহামদু লিল্লাহ সদকা, প্রতি লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ সদকা, প্রতিটি আল্লাহু আকবার সদকা, আমর বিল মা'রূফ (সৎকাজের আদেশ) সদকা, নাহী আনিল মুনকার (অসৎকাজের নিষেধ) সদকা। অবশ্য চাশ্‌তের সময় দু'রাকআত সালাত আদায় করা এ সবের পক্ষ থেকে যথেষ্ট।

١٥٤٥- حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوْخَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو التَّيَّاحِ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبُوْ عُثْمَانَ النَّهْدِيُّ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ اَوْصَانِيْ خَلِيْلِيْ ﷺ بِثَلاَثٍ بِصِيَامِ ثَلاَثَةِ اَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَرَكْعَتَيِ الضُّحٰى وَاَنْ اُوْتِرَ قَبْلَ اَنْ اَرْقُدَ.

১৫৪৫. শায়বান ইব্‌ন ফাররূখ (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার বন্ধু নবী ﷺ আমাকে তিনটি বিষয়ের উপদেশ দিয়েছেন : প্রত্যেক মাসে তিন দিন সিয়াম পালন করা, চাশ্‌তের দু'রাকআত সালাত আদায় করা এবং নিদ্রা যাওয়ার আগে যেন আমি বিত্‌র সালাত আদায় করে নিই।

١٥٤٦- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُبْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبَّاسٍ الْجُرَيْرِيِّ وَاَبِيْ شِمْرٍ الضُّبَعِيِّ قَالاَ سَمِعْنَا اَبَا عُثْمَانَ النَّهْدِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ.

১৫৪৬. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না ও ইব্‌ন বাশ্‌শার (র)........ আবূ হুরায়রা (রা)-এর সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

١٥٤٧- وَحَدَّثَنِيْ سُلَيْمَانُ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَلّٰى بْنُ اَسَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُخْتَارٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ الدَّانَاجِ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبُوْرَافِعٍ الصَّائِغُ قَالَ سَمِعْتُ اَبَاهُرَيْرَةَ قَالَ اَوْصَانِيْ خَلِيْلِيْ اَبُو الْقَاسِمِ ﷺ بِثَلاَثٍ فَذَكَرَ مِثْلَ حَدِيْثِ اَبِيْ عُثْمَانَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ.

১৫৪৭. সুলায়মান ইব্ মা'বাদ (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার বন্ধু আবুল কাসিম ﷺ আমাকে তিনটি বিষয়ের উপদেশ দিয়েছেন। অতঃপর আবূ উসমান (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন।

١٥٤٨- وَحَدَّثَنِيْ هٰرُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ فُدَيْكٍ عَنِ الضَّحَّاكِ ابْنِ عُثْمَانَ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ حُنَيْنٍ عَنْ اَبِيْ مُرَّةَ مَوْلٰى اُمِّ هَانِئٍ عَنْ اَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ اَوْصَانِيْ حَبِيْبِيْ ﷺ بِثَلاَثٍ لَنْ اَدَعَهُنَّ مَاعِشْتُ بِصِيَامِ ثَلاَثَةِ اَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَصَلاَةِ الضُّحٰى وَبِاَنْ لاَ اَنَامُ حَتّٰى اُوْتِرَ.

১৫৪৮. হারূন ইব্‌ন আবদুল্লাহ ও মুহাম্মদ ইব্‌ন রাফি (র)...... আবূদ্‌ দারদা (রা) বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার বন্ধু নবী ﷺ আমাকে তিনটি বিষয়ের উপদেশ দিয়েছেন; যতদিন আমি জীবিত থাকব, ততদিন তা ছাড়ব না। প্রতি মাসে তিনটি রোযা রাখা, চাশ্‌তের সালাত আদায় করা এবং বিত্‌র আদায় না করা পর্যন্ত যেন আমি নিদ্রায় না যাই।

١٤-بَابُ اسْتِحْبَابِ رَكْعَتَىْ سُنَّةِ الْفَجْرِ وَالْحِثُّ عَلَيْهِمَا وَتَخْفِيْفُهُمَا وَالْمُحَافَظَةُ عَلَيْهِمَا وَبَيَانُ مَا يُسْتَحَبُّ اَنْ يُقْرَأَ فِيْهِمَا.

১৪. পরিচ্ছেদ : ফজরের দু' রাকআত সুন্নাত মুস্তাহাব, তা আদায়ে উৎসাহ দান, তা সংক্ষেপে আদায় করা, সর্বদা আদায় করা এবং এতে যে সূরা পড়া মুস্তাহাব

١٥٤٦- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى قَالَ قَرَأْتُ عَلٰى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ حَفْصَةَ اُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ اَخْبَرَتْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ مِنَ الْاَذَانِ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ وَبَدَا الصُّبْحُ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ قَبْلَ اَنْ تُقَامَ الصَّلَاةُ

১৫৪৯. ইয়াহ্‌য়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌য়া (র)...... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, উম্মুল মুমিনীন হাফ্‌সা (রা) তাঁকে সংবাদ দিয়েছেন যে, মুয়ায্‌যিন যখন ফজরের আযান দিয়ে নীরব হয়ে যেতেন এবং ভোর প্রকাশ হয়ে যেত, তখন ফজরের ইকামতের আগে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সংক্ষেপে দু' রাকআত সালাত আদায় করতেন।

١٥٥٠- وَحَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ يَحْيٰى وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ رُمْحٍ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ ح وَحَدَّثَنِىْ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ ح وَحَدَّثَنِىْ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ عَنْ اَيُّوْبَ كُلُّهُمْ عَنْ نَافِعٍ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ كَمَا قَالَ مَالِكٌ.

১৫৫০. ইয়াহ্‌য়া ইবন ইয়াহ্‌য়া, কুতায়বা ইব্‌ন রুম্‌হ, যুহায়র ই্‌ন হারব ও উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন সাঈদ (র)...... নাফি' (র)-এর সূত্রে উক্ত সনদে মালিকের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

١٥٥١- وَحَدَّثَنِىْ اَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ زَيْدِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ سَمِعْتُ نَافِعًا يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ لَا يُصَلِّى اِلَّا رَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ.

১৫৫১. আহ্‌মাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন হাকাম (র)...... হাফ্‌সা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ফজর হলে সংক্ষিপ্ত দু' রাক'আত ছাড়া অন্য কোন সালাত আদায় করতেন না।

١٥٥٢- وَحَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَخْبَرَنَا النَّضْرُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ مِثْلَهُ.

১৫৫২.ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র)...... শু'বা (র) সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

١٥٥٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ اَخْبَرَتْنِىْ حَفْصَةُ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ اِذَا اَضَاءَ لَهُ الْفَجْرُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ.

১৫৫৩. মুহাম্মদ ইব্‌ন আব্বাদ (র)...... হাফ্‌সা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ফজর আলোকিত হওয়ার পর দু' রাক'আত সালাত আদায় করতেন।

١٥٥٤- حَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّى رَكْعَتَىِ الْفَجْرِ اِذَا سَمِعَ الْاَذَانَ وَيُخَفِّفُهُمَا.

১৫৫৪. আমরুন নাকিদ (র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আযান শোনার পর ফজরের দু' রাক'আত (সুন্নাত) সালাত আদায় করতেন এবং তা সংক্ষিপ্ত করতেন।

١٥٥٥- وَحَدَّثَنِيْهِ عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِىٌّ يَعْنِى ابْنَ مُسْهِرٍ ح وَحَدَّثَنَاهُ اَبُوْ كُرَيْبٍ قَالَ اَبُوْ اُسَامَةَ ح وَحَدَّثَنَاهُ اَبُوْ بَكْرٍ وَاَبُوْ كُرَيْبٍ وَابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ نُمَيْرٍ ح وَحَدَّثَنَاهُ عَمْرُو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامٍ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ وَفِىْ حَدِيْثِ اَبِىْ اُسَامَةَ اِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ.

১৫৫৫. আলী ইব্‌ন হুজ্‌র, আবূ কুরায়ব, আবূ বাক্‌র ও আমরুন নাকিদ (র)...... হিশাম (র) সূত্রে উক্ত সনদে বর্ণনা করেছেন। আবূ উসামা (র) বর্ণিত হাদীসে আছে اِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ (যখন ফজর হত)।

١٥٥٦- وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عَدِىٍّ عَنْ هِشَامٍ عَنْ يَحْيٰى عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ نَبِىَّ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ بَيْنَ النِّدَاءِ وَالْاِقَامَةِ مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ.

১৫৫৬. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না (র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ ফজরের আযান ও ইকামতের মধ্যবর্তী সময় দু' রাক'আত আদায় করতেন।

١٥٥٧- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا عَبْدُا لْوَهَّابِ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ مُحَمَّدُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّه سَمِعَ عَمْرَةَ تُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا كَانَتْ تَقُوْلُ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ الْفَجْرِ فَيُخَفِّفُ حَتّٰى اِنِّىْ اَقُوْلُ هَلْ قَرَأَ فِيْهِمَا بِاُمِّ الْقُرْاٰنِ.

১৫৫৭. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না (র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ফজরের দু' রাক'আত (সুন্নাত) পড়তেন আর তা এত সংক্ষেপ করতেন যে, আমি মনে মনে বলতাম, তিনি এতে সূরা ফাতিহা পড়েছেন তো?

١٥٥٨- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ ابْنُ مُعَاذٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِبْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْاَنْصَارِىِّ سَمِعَ عَمْرَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ اَقُوْلُ هَلْ يَقْرَأُ فِيْهِمَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ.

১৫৫৮. উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন মু'আয (র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন ফজর হতো তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দু' রাক'আত সালাত আদায় করতেন। আমি মনে মনে বলতাম তিনি এতে সূরা ফাতিহা পড়েছেন তো।

١٥٥٩- وَحَدَّثَنِى زُهَيْرُبْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ سَعِيْدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ عَطَاءٌ عَنْ عُبَيْدِبْنَ عُمَيْرٍ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ لَمْ يَكُنْ عَلٰى شَىْءٍ مِنَ النَّوَافِلِ اَشَدَّ مُعَاهَدَةً مِنْهُ عَلٰى رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الصُّبْحِ.

১৫৫৯. যুহায়র ইব্‌ন হারব (র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে ফজরের দু' রাক'আত সুন্নাত ব্যতীত অন্য কোন নফল সালাতের প্রতি এত বেশি যত্নবান থাকতে দেখি নি।

١٥٦٠- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ جَمِيْعًا عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا حَفْصُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فِىْ شَىْءٍ مِنَ النَّوَافِلِ اَسْرَعَ مِنْهُ اِلَى الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ.

১৫৬০. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা ও ইব্‌ন নুমায়র (র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ফজরের দু' রাত'আত সুন্নাত সালাতের জন্য যতটা ব্যস্ত হতেন, অন্য কোন নফল সালাতের জন্য ততটা ব্যস্ত হতে আমি তাঁকে দেখি নি।

١٥٦١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ مْنُ عُبَيْدِ الْغُبَرِىُّ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَا نَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ اَوْ فى عَنْ سَعْدِبْنِ هِشَامٍ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا.

১৫৬১. মুহাম্মদ ইব্‌ন উবায়দ গুবারী (র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, ফজরের দু' রাক'আত (সুন্নাত) দুনিয়া এবং দুনিয়ার সকল কিছু চেয়ে উত্তম।

١٥٦٢- وَحَدَّثَنَا يَحْيى بْنُ حَبِيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ قَالَ اَبِىْ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهُ قَالَ فِىْ شَانِ الرَّكْعَتَيْنِ عِنْدَ طُلُوْعِ الْفَجْرِ لَهُمَا اَحَبُّ اِلَىَّ مِنَ الدُّنْيَا جَمِيْعًا.

১৫৬২. ইয়াহ্য়া ইব্‌ন হাবীব (র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ফজরের ওয়াক্ত আসার পরে দু' রাক'আত সুন্নাত সম্পর্কে বলেছেন যে, তা আমার নিকট দুনিয়ার সকল কিছু অপেক্ষা শ্রেয়।

١٥٦٣- وَحَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ وَابْنُ اَبِىْ عُمَرَ قَالاَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ يَزِيْدَ هُوَ ابْنُ كَيْسَانَ عَنْ اَبِىْ حَازِمٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَرَأَ فِىْ رَكْعَتَىِ الْفَجْرِ **قُلْ يَاَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ وَقُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ.**

১৫৬৩. মুহাম্মদ ইব্‌ন আব্বাদ ও ইব্‌ন আবূ উমর (র)....... হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ফজরের সুন্নাত দু' রাক'আতে قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدُ এবং قُلْ يٰاَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ পাঠ করতেন।

١٥٦٤- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْفَزَارِىُّ يَعْنِىْ مَرْوَانَ بْنَ مُعَاوِيَةَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيْمٍ الاَنْصَارِىِّ قَالَ اَخْبَرَنِىْ سَعِيْدُ بْنُ يَسَارٍ اَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ اَخْبَرَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِىْ رَكْعَتَىِ الْفَجْرِ فِى الْاُوْلٰى مِنْهُمَا **قُوْلُوْا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْنَا** الْاٰيَةَ الَّتِىْ فِى الْبَقَرَةِ وَفِى الْاٰخِرَةِ مِنْهُمَا **اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَاَشْهَدْ بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ**.

১৫৬৪. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র)...... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ফজরের দু' রাক'আত সুন্নাত সালাতের প্রথম রাক'আতে قُوْلُوْا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ আয়াতটি পাঠ করতেন এবং দ্বিতীয় রাক'আতে اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَاَشْهَدْ بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ আয়াতটি পাঠ করতেন।

١٥٦٥- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِبْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ خَالِدٍ الْاَحْمَرُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيْمٍ عَنْ سَعِيْدِ ابْنِ يَسَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقْرَأُ فِىْ رَكْعَتَىِ الْفَجْرِ **قُوْلُوْا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْنَا** وَالَّتِىْ فِىْ اٰلِ عِمْرَانَ **تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ** الْاٰيَةَ.

১৫৬৫. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)...... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ফজরের সুন্নাত সালাতের প্রথম রাক'আতে قُوْلُوْا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْنَا দ্বিতীয় রাক'আতে সূরা আলে ইমরানের تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ পাঠ করতেন।

١٥٦٦- وَحَدَّثَنِى عَلِىُّ بْنُ خَشْرَمٍ قَالَ اَخْبَرَنَا عِيْسٰى بْنُ يُوْنُسَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيْمٍ فِىْ هٰذَا الْاِسْنَادِ بِمِثْلِ حَدِيْثِ مَرْوَانَ الْفَزَارِىِّ.

১৫৬৬. আলী ইব্‌ন খাশ্‌রাম (র)...... উসমান ইব্‌ন হাকীম (র) সূত্রে উক্ত সনদে মারওয়ান ফাযারী (র)-র অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

١١- بَابُ فَضْلِ السُّنَنِ الرَّاتِبَةِ قَبْلَ الْفَرَائِضِ وَبَعْدَهُنَّ وَبَيَانِ عَدَدِهِنَّ.

১৫. পরিচ্ছেদ : ফরযের আগে ও পরে নিয়মিত সুন্নাতের ফযীলত এবং তার সংখ্যার বিবরণ

١٥٦٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْخَالِدٍ يَعْنِىْ سُلَيْمَانَ بْنَ حَيَّانَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ اَبِىْ هِنْدٍ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ اَوْسٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ عَنْبَسَةُ ابْنُ اَبِىْ سُفْيَانَ فِىْ مَرَضِهِ الَّذِىْ مَاتَ فِيْهِ بِحَدِيْثٍ يَتَسَارُّ اِلَيْهِ قَالَ سَمِعْتُ اُمَّ حَبِيْبَةَ تَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ صَلّٰى اثْنَتَىْ عَشْرَةَ رَكْعَةً فِىْ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ بُنِىَ لَهُ بِهِنَّ بَيْتٌ فِى الْجَنَّةِ قَالَتْ اُمُّ

حَبِيْبَةَ فَمَا تَرَكْتُهُنَّ مُنْذُ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَقَالَ عَنْبَسَةُ فَمَا تَرَكْتُهُنَّ مُنْذُ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ اُمِّ حَبِيْبَةَ وَقَالَ عَمْرُو بْنُ اَوْسٍ مَاتَرَكْتُهُنَّ مُنْذُ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ عَنْبَسَةَ وَقَالَ النُّعْمَانُ بْنُ سَالِمٍ مَاتَرَكْتُهُنَّ مُنْذُ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ عَمْرِو بْنِ اَوْسٍ.

১৫৬৭. মুহাম্মদ ইব্ন 'আবদুল্লাহ ইব্ন নুমায়র (র)...... 'আম্র ইব্ন আউস (র) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, 'আনবাসা ইব্ন আবূ সুফিয়ান (র) তাঁর সেই রোগের সময়—যেই রোগে তিনি মৃত্যুবরণ করেন, একটি হাদীস বর্ণনা করেন, যা বড়ই আনন্দদায়ক। তিনি বলেন, উম্মে হাবীবা (রা) বলেছেন, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন, যে ব্যক্তি দিবা-রাত্রে বার রাক'আত (সুন্নাত) সালাত আদায় করবে, তার প্রতিদানে তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর তৈরি হবে। উম্মে হাবীবা (রা) বলেন, যখন আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে এ কথা শুনেছি, তখন থেকে এগুলো কখনো ছাড়িনি। আনবাসা (র) বলেন, আমি যখন উম্মে হাবীবা (রা) থেকে একথা শুনেছি, তখন থেকে আমিও এগুলো ছাড়িনি। আমর ইব্ন আউস (র) বলেন, আমি যখন থেকে আনবাসার নিকট থেকে এ কথা শুনেছি, তখন থেকে এগুলো ছাড়িনি। নু'মান ইব্ন সালিম (র) বলেন, আমি যখন আমর ইব্ন আউস (র) থেকে এগুলোর কথা শুনেছি, তখন থেকে এগুলো আমিও ছাড়িনি।

١٥٦٨- وَحَدَّثَنِى اَبُوْ غَسَّانَ الْمِسْمَعِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُبْنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ سَالِمٍ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ مَنْ صَلَّى فِىْ يَوْمٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ سَجْدَةً تَطَوُّعًا بُنِىَ لَهُ بَيْتٌ فِى الْجَنَّةِ.

১৫৬৮. আবূ গাস্সান মিসমাঈ (র)...... নু'মান ইব্ন সালিম (রা) থেকে উক্ত সনদে বর্ণনা করেছেন, যে ব্যক্তি দিনে বার বাক'আত অতিরিক্ত (নিয়মিত) সালাত আদায় করবে, জান্নাতে তার জন্য একটি ঘর বানানো হবে।

١٥٦٩- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ اَوْسٍ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ سُفْيَانَ عَنْ اُمِّ حَبِيْبَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهَا قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يُصَلِّىْ لِلّٰهِ كُلَّ يَوْمٍ ثِنْتَىْ عَشْرَةَ رَكْعَةً تَطَوُّعًا غَيْرَفَرِيْضَةٍ اِلاَّ بَنَى اللّٰهُ لَهُ بَيْتًا فِى الْجَنَّةِ اَوْ اِلاَّ بُنِىَ لَهُ بَيْتٌ فِى الْجَنَّةِ قَالَتْ اُمُّ حَبِيْبَةَ فَمَا بَرِحْتُ اُصَلِّيْهِنَّ بَعْدُ وَقَالَ عَمْرٌو مَابَرِحْتُ اُصَلِّيْهِنَّ بَعْدُ وَقَالَ النُّعْمَانُ مِثْلَ ذَالِكَ.

১৫৬৯. মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র)...... নবী ﷺ-এর সহধর্মিণী উম্মে হাবীবা (রা) থেকে বর্ণিত যে, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, যে কোন মুসলিম বান্দা দৈনিক ফরয ব্যতীত অতিরিক্ত বার রাক'আত সালাত আল্লাহর উদ্দেশ্যে আদায় করবে, আল্লাহ্ তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর তৈরি করবেন অথবা বলেছেন, জান্নাতে তার জন্য একটি ঘর তৈরি করা হবে। উম্মে হাবীবা (রা) বলেন, এরপর থেকে আমি এই সালাত নিয়মিত আদায় করে আসছি। বর্ণনাকারী আম্র (র) বলেন, এরপর থেকে আমিও এ সালাত নিয়মিত আদায় করে আসছি। নু'মান (র)-ও অনুরূপ বলেছেন।

١٥٧٠- وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ بِشْرٍ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ هَاشِمِ الْعَبْدِيُّ قَالاَ :حَدَّثَنَا بَهْزٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ النُّعْمَانُ بْنُ سَالِمٍ اَخْبَرَنِي قَالَ سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ اَوْسٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَنْبَسَةَ عَنْ اُمِّ حَبِيْبَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَامِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ تَوَضَّأَ فَاَسْبَغَ الْوُضُوْءَ ثُمَّ صَلَّى لِلّٰهِ كُلَّ يَوْمٍ فَذَكَر بِمِثْلِهِ.

১৫৭০. 'আবদুর রহমান ইব্‌ন বিশ্‌র ও 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন হাশিম আল-আবদী (র)...... উম্মে হাবীবা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যে মুসলিম বান্দা উত্তমরূপে ওযূ করে দৈনিক আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে আদায় করে...... অতঃপর পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

١٥٧١- وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُبْنُ حَرْبٍ وَعُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالاَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى وَهُوَ ابْنُ سَعِيْدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ قَالَ اَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِبْنُ اَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَبْلَ الظُّهْرِ سَجْدَتَيْنِ وَبَعْدَهَا سَجْدَتَيْنِ وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ سَجْدَتَيْنِ وَبَعْدَ الْعِشَاءِ سَجْدَتَيْنِ وَبَعْدَ الْجُمُعَةِ سَجْدَتَيْنِ فَاَمَّا الْمَغْرِبُ وَالْعِشَاءُ وَالْجُمُعَةُ فَصَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي بَيْتِهِ.

১৫৭১. যুহায়র ইব্‌ন হারব, উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন সাঈদ ও আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)...... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে যোহরের পূর্বে দু' রাক'আত ও তার পরে দু' রাক'আত, মাগরিবের পরে দু' রাক'আত, ইশার পরে দু' রাক'আত এবং জুমু'আর পরে দু' রাক'আত সালাত আদায় করেছি। আর মাগরিব, ইশা, জুমু'আর (দু' রাক'আত) সালাত রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে তাঁর ঘরেই আদায় করেছি।

١٦-بَابُ جَوَازِ النَّافِلَةِ قَائِمًا وَقَاعِدًا وَفِعْلِ بَعْضِ الرَّكْعَةِ قَائِمًا وَبَعْضِهَا قَاعِدًا.

১৬. পরিচ্ছেদ : দাঁড়িয়ে ও বসে নফল সালাত আদায় এবং একই রাক'আতের অংশবিশেষ দাঁড়িয়ে ও অংশবিশেষ বসে আদায় করার বৈধতা

١٥٧٢- وَحَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ يَحْيٰى قَالَ اَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَقِيْقٍ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صَلاَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَنْ تَطَوُّعِهِ فَقَالَتْ كَانَ يُصَلِّيْ فِيْ بَيْتِيْ قَبْلَ الظُّهْرِ اَرْبَعًا ثُمَّ يَخْرُجُ فَيُصَلِّيْ بِالنَّاسِ ثُمَّ يَدْخُلُ فَيُصَلِّيْ رَكْعَتَيْنِ وَكَانَ يُصَلِّيْ بِالنَّاسِ الْمَغْرِبَ ثُمَّ يَدْخُلُ فَيُصَلِّيْ رَكْعَتَيْنِ وَيُصَلِّيْ بِالنَّاسِ الْعِشَاءَ وَيَدْخُلُ بَيْتِيْ فَيُصَلِّيْ رَكْعَتَيْنِ وَكَانَ يُصَلِّيْ مِنَ اللَّيْلِ

تِسْعَ رَكَعَاتٍ فِيْهِنَّ الْوِتْرُ وَكَانَ يُصَلِّىْ لَيْلاً طَوِيْلاً قَائِمًا وَلَيْلاً طَوِيْلاً قَاعِدًا وَكَانَ اِذَا قَرَأَ وَهُوَ قَائِمٌ رَكَعَ وَسَجَدَ وَهُوَ قَائِمٌ وَاِذَا قَرَأَ قَاعِدًا رَكَعَ وَسَجَدَ وَهُوَ قَاعِدٌ وَكَانَ اِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ.

১৫৭২. ইয়াহ্‌য়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌য়া (র)...... আবদুল্লাহ ইব্‌ন শাকীক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা)-কে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সালাত অর্থাৎ তাঁর নফল সালাত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, যোহরের আগে আমার ঘরে চার রাক'আত সালাত আদায় করতেন। এরপর বেরিয়ে গিয়ে লোকদের নিয়ে (যোহর) সালাত আদায় করতেন। তারপর ঘরে এসে দু' রাক'আত আদায় করতেন। আর তিনি লোকদের নিয়ে মাগরিব সালাত আদায় করতেন। এরপর ঘরে এসে দু' রাক'আত সালাত আদায় করতেন। আর ইশা'র সালাত লোকদের নিয়ে আদায় করতেন। তারপর আমার ঘরে এসে দু' রাক'আত পড়তেন এবং তিনি রাতের বেলা নয় রাক'আত সালাত আদায় করতেন, যার মাঝে বিত্‌রও রয়েছে। দীর্ঘ রাত পর্যন্ত দাঁড়িয়ে তিনি সালাত আদায় করতেন এবং দীর্ঘরাত বসে সালাত আদায় করতেন। আর তাঁর অভ্যাস ছিল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কিরা'আত পাঠ করলে রুকূ'-সিজ্‌দা করতেন দাঁড়ানো অবস্থায়, আর যখন বসে কিরআত পাঠ করতেন তখন বসেই রুকূ' ও সিজদা করতেন এবং ফজর উদিত হওয়ার পর দু' রাক'আত সালাত আদায় করতেন।

١٥٧٣- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ بُدَيْلٍ وَاَيُّوْبَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَقِيْقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّىْ لَيْلاً طَوِيْلاً فَاِذَا صَلَّى قَائِمًا رَكَعَ قَائِمًا وَاِذَا صَلَّى قَاعِدًا رَكَعَ قَاعِدًا.

১৫৭৩. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দীর্ঘরাত পর্যন্ত সালাত আদায় করতেন। যখন তিনি দাঁড়িয়ে সালাত (কিরা'আত) আদায় করতেন তখন রুকূ'ও দাঁড়ানো অবস্থায় থেকে করতেন আর বসে সালাত আদায় করার সময় রুকূ'ও বসা অবস্থায় করতেন।

١٥٧٤- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ بُدَيْلٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَقِيْقٍ قَالَ كُنْتُ شَاكِيًا بِفَارِسَ فَكُنْتُ اُصَلِّىْ قَائِمًا فَسَأَلْتُ عَنْ ذَالِكَ عَائِشَةَ فَقَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّىْ لَيْلاً طَوِيْلاً قَائِمًا فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ.

১৫৭৪. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না (র)...... আবদুল্লাহ ইব্‌ন শাকীক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি পারস্য দেশে অসুস্থ অবস্থায় ছিলাম। তখন আমি বসে সালাত আদায় করতাম। পরে আয়েশা (রা)-কে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ দীর্ঘ রাত পর্যন্ত দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করতেন...... অতঃপর পূর্বোক্ত হাদীস বর্ণনা করেছেন।

١٥٧٥- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَقِيْقٍ الْعُقَيْلِىِّ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صَلاَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِاللَّيْلِ فَقَالَتْ كَانَ

يُصَلِّىْ لَيْلاً طَوِيْلاً قَائِمًا وَلَيْلاً طَوِيْلاً قَاعِدًا وَكَانَ اِذَا قَرَأَ قَائِمًا رَكَعَ قَائِمًا وَاِذَا قَرَأَ قَاعِدًا وَكَعَ قَاعِدًا.

১৫৭৫. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)...... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন শাকীক আল-উকায়লী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা)-এর কাছে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর রাতের সালাত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, তিনি দীর্ঘরাত পর্যন্ত দাঁড়িয়ে এবং দীর্ঘরাত পর্যন্ত বসে সালাত আদায় করতেন। যখন দাঁড়িয়ে কিরা'আত পাঠ করতেন, তখন দাঁড়ানো অবস্থায় থেকে রুকূ' করতেন আর বসে কিরা'আত পাঠ করলে রুকূও বসা অবস্থায় থেকেই করতেন।

١٥٧٦- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى قَالَ اَخْبَرَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَقِيْقِ الْعُقَيْلِىِّ قَالَ سَأَلْنَا عَائِشَةَ عَنْ صَلاَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ يُكْثِرُ الصَّلاَةَ قَائِمًا وَقَاعِدًا فَاِذَا افْتَتَحَ الصَّلاَةَ قَائِمًا رَكَعَ قَائِمًا وَاِذَا افْتَتَحَ الصَّلاَةَ قَاعِدًا رَكَعَ قَاعِدًا.

১৫৭৬. ইয়াহ্‌য়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌য়া (র)...... আবদুল্লাহ ইব্‌ন শাকীক আল-উকায়লী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আয়েশা (রা)-এর কাছে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সালাত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দাঁড়িয়ে এবং উপবিষ্ট অবস্থায় বহু সালাত আদায় করতেন। দাঁড়িয়ে সালাত শুরু করলে দাঁড়ানো থেকেই রুকূ' করতেন এবং উপবেশন করে সালাত শুরু করলে উপবিষ্ট অবস্থায় থেকে রুকূ' করতেন।

١٥٧٧- وَحَدَّثَنِى اَبُو الرَّبِيْعِ الزَّهْرَانِىُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِى ابْنَ زَيْدٍ ح وَحَدَّثَنَا حَسَنُ ابْنُ الرَّبِيْعِ قَالَ حَدَّثَنَا مَهْدِىُّ بْنُ مَيْمُوْنٍ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِبْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْكُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ جَمِيْعًا عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ح وَحَدَّثَنِىْ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ (وَاللَّفْظُ لَهُ) قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ اَخْبَرَنِىْ اَبِىْ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَارَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقْرَأُ فِىْ شَىْءٍ مِنْ صَلاَةِ اللَّيْلِ جَالِسًا حَتّٰى اِذَا كَبَّرَ قَرَأَ جَالِسًا حَتّٰى اِذَا بَقِىَ عَلَيْهِ مِنَ السُّوْرَةِ ثَلاَثُوْنَ اَوْ اَرْبَعُوْنَ اٰيَةً قَامَ فَقَرَأَهُنَّ ثُمَّ رَكَعَ.

১৫৭৭. আবুর্ রাবী' যাহ্‌রানী, হাসান ইবনুল রাবী', আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা, ওয়াকী, আবূ কুরায়ব ও যুহায়র ইব্‌ন হারব (র) (শব্দ যুহায়রের)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাতের সালাতের কোন অংশেই আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বসে কিরা'আত পাঠ করতে দেখি নি। অবশেষে যখন তিনি বৃদ্ধ হয়ে পড়লেন, তখন বসে কিরা'আত পাঠ করতেন এবং যখন সে সূরার ত্রিশ কিংবা চল্লিশ আয়াত বাকী থাকত, তখন দাঁড়িয়ে যেতেন এবং সেগুলো পাঠ করার পরে রুকূ' করতেন।

١٥٧٨- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَزِيْدَ وَاَبِى النَّضْرِ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّىْ جَالِسًا فَيَقْرَأُ وَهُوَ

جَالِسٌ فَاذَا بَقِىَ مِنْ قِرَائَتِهِ قَدْرُ مَايَكُوْنُ ثَلاَثِيْنَ اَوْ اَرْبَعِيْنَ اٰيَةً قَامَ فَقَرَأَ وَهُوَ قَائِمٌ ثُمَّ رَكَعَ ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ يَفْعَلُ فِى الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذَالِكَ.

১৫৭৮. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বসে সালাত আদায় করতেন এবং উপবিষ্ট অবস্থায় কিরা'আত পাঠ করতেন। যখন ত্রিশ কিংবা চল্লিশ আয়াতের পরিমাণ তাঁর কিরা'আত বাকী থাকত, তখন তিনি দাঁড়িয়ে যেতেন এবং দাঁড়ানো অবস্থায় তা পাঠ করতেন। তারপর রুকূ' করতেন ও পরে সিজদায় যেতেন। তারপর দ্বিতীয় রাক'আতেও অনুরূপ করতেন।

١٥٧٩- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِبْنِ اَبِىْ شَيْبَةَ وَاِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ الْوَلِيْدِبْنِ اَبِىْ هِشَامٍ عَنْ اَبِىْ بَكْرِبْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقْرَأُ وَهُوَ قَاعِدٌ فَاذَا اَرَادَ اَنْ يَرْكَعَ قَامَ قَدْرَ مَا يَقْرَأُ اِنْسَانٌ اَرْبَعِيْنَ اٰيَةً.

১৫৭৯. আবূ বাক্র ইব্ন আবূ শায়বা ও ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বসা অবস্থায় কিরা'আত পাঠ করতেন। যখন রুকূ' করার ইচ্ছা করতেন তখন কোন লোকের চল্লিশ আয়াত পাঠ করার পরিমাণ সময় দাঁড়াতেন।

١٥٨٠- وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ كَيْفَ كَانَ يَصْنَعُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِى الرَّكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ قَالَتْ كَانَ يَقْرَأُ فِيْهِمَا فَاذَا اَرَادَ اَنْ يَرْكَعَ قَامَ فَرَكَعَ.

১৫৮০. ইব্ন নুমায়র (র)...... 'আলকামা ইব্ন ওয়াক্কাস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন উপবিষ্ট অবস্থায় সালাত আদায় করতেন, তখন সে দু' রাক'আতে কিরূপ করতেন? তিনি বললেন, সে দু' রাক'আতে তিনি কিরা'আত পাঠ করতেন। যখন রুকূ' করার ইচ্ছা করতেন তখন দাঁড়িয়ে যেতেন, এরপর রুকূ' করতেন।

١٥٨١- وَحَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ يَحْيٰى قَالَ اَخْبَرَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ سَعِيْدٍ الْجُرَيْرِىِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَقِيْقٍ قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ هَلْ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يُصَلِّىْ وَهُوَ قَاعِدٌ قَالَتْ نَعَمْ بَعْدَمَا حَطَمَهُ النَّاسُ.

১৫৮১. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র)...... আবদুল্লাহ্ ইব্ন শাকীক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, নবী ﷺ কি বসে সালাত আদায় করতেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ, লোক সমাজ যখন তাঁকে ভারাক্রান্ত করে ফেলেছিল (অর্থাৎ যখন তিনি বৃদ্ধ হয়েছিলেন)।

١٥٨٢- وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ قَالَ حَدَّثَنَا كَهْمَسٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَقِيْقٍ قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ فَذَكَرَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ بِمِثْلِهِ.

১৫৮২. উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন মু'আয (র)...... আবদুল্লাহ ইব্‌ন শাকীক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম...... অতঃপর তিনি নবী ﷺ থেকে উক্তরূপ বর্ণনা করেন।

١٥٨٣- وَحَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَهٰرُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِىْ عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ سُلَيْمَانَ اَنَّ اَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَخْبَرَه اَنَّ عَائِشَةَ اَخْبَرَتْهُ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ لَم يَمُتْ حَتّٰى كَانَ كَثِيْرٌ مِنْ صَلاَتِهٖ وَهُوَ جَالِسٌ.

১৫৮৩. মুহাম্মদ ইব্‌ন হাতিম ও হারূন ইব্‌ন আবদুল্লাহ (র)....... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ ইন্তিকাল করেন নি যতক্ষণ না তাঁর অধিকাংশ সালাত উপবিষ্ট অবস্থায় আদায় হয়েছে।

١٥٨٤- وَحَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَحَسَنُ الْحُلْوَانِىُّ كِلاَهُمَا عَنْ زَيْدٍ قَالَ حَسَنٌ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ حَدَّثَنِىْ الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا بَدَّنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَثَقُلَ كَانَ اَكْثَرُ صَلاَتِهٖ جَالِسًا.

১৫৮৪. মুহাম্মদ ইব্‌ন হাতিম ও হাসান হুলওয়ানী (র).....আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর বয়স হয়ে গেলে এবং তাঁর শরীর ভারী হয়ে গেলে তাঁর অধিকাংশ সালাত বসা অবস্থায় আদায় হত।

١٥٨٥- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى قَالَ قَرَأْتُ عَلٰى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدَ عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ اَبِىْ وَدَاعَةَ السَّهْمِىِّ عَنْ حَفْصَةَ اَنَّهَا قَالَتْ مَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ صَلّٰى فِىْ سُبْحَتِهٖ قَاعِدًا حَتّٰى كَانَ قَبْلَ وَفَاتِهٖ بِعَامٍ فَكَانَ يُصَلِّىْ فِىْ سُبْحَتِهٖ قَاعِدًا وَكَانَ يَقْرَأُ بِالسُّوْرَةِ فَيُرَتِّلُهَا حَتّٰى تَكُوْنَ اَطْوَلَ مِنْ اَطْوَالَ مِنْهَا.

১৫৮৫. ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া (র)...... হাফ্সা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বসে নফল সালাত আদায় করতে দেখি নি। অবশেষে তাঁর ইন্তিকালের এক বছর আগে থেকে নফল সালাত বসে আদায় করতেন এবং যে সূরা পাঠ করতেন তা এতই তারতীলের সাথে (স্পষ্টভাবে ধীরে ধীরে) পাঠ করতেন যে, তা এর চেয়ে দীর্ঘ সূরার চাইতেও দীর্ঘ হয়ে যেত।

١٥٨٦- وَحَدَّثَنِىْ اَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ قَالاَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ ح وَحَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالاَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ جَمِيْعًا عَنِ الزُّهْرِىِّ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ مِثْلَهٗ غَيْرَ اَنَّهُمَا قَالاَ بِعَامٍ وَاحِدٍ اَوِ اثْنَيْنِ.

১৫৮৬. আবূ তাহির, হারমালা, ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম ও 'আব্‌দ ইব্‌ন হুমায়দ (র)......যুহরী (র) সূত্রে উক্ত সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে এ দু'জন (ইসহাক ও আব্‌দ) বলেছেন, "এক বছর অথবা দু' বছর।"

١٥٨٧- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوْسٰى عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ سِمَاكٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ جَابِرُ بْنُ سَمُرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ لَمْ يَمُتْ حَتّٰى صَلّٰى قَاعِدًا.

১৫৮৭. আবূ বাক্র ইব্ন আবূ শায়বা (র)...... জাবির ইব্ন সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত যে, বসে সালাত আদায় না করা পর্যন্ত নবী ﷺ-এর ইন্তিকাল হয়নি।

١٥٨٨- وَحَدَّثَنِى زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هِلاَلِ بْنِ يَسَافٍ عَنْ اَبِى يَحْيٰى عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ حُدِّثْتُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ صَلاَةُ الرَّجُلِ قَاعِدًا نِصْفُ الصَّلاَةِ قَالَ فَاَتَيْتُهُ فَوَجَدْتُهُ يُصَلِّىْ جَالِسًا فَوَضَعْتُ يَدِىْ عَلٰى رَأْسِهِ فَقَالَ مَالَكَ يَا عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَمْرٍو قُلْتُ حُدِّثْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَنَّكَ قُلْتَ صَلاَةُ الرَّجُلِ قَاعِدًا عَلٰى نِصْفِ الصَّلاَةِ وَاَنْتَ تُصَلِّىْ قَاعِدًا قَالَ اَجَلْ وَلٰكِنِّىْ لَسْتُ كَاَحَدٍ مِّنْكُمْ.

১৫৮৮. যুহায়র ইব্ন হারব (র)...... আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে এ হাদীস শোনান হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, "ব্যক্তির বসা অবস্থার সালাত অর্ধেক সালাত।" আম্র (রা) বলেন, অতঃপর আমি তাঁর কাছে আসলাম এবং তখন তাঁকে বসে সালাত আদায় করতে পেলাম। আমি তাঁর মাথায় হাত রাখলাম। তিনি বললেন, হে আবদুল্লাহ ইব্ন আমর! কি ব্যাপার? আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাকে হাদীস শোনানো হয়েছে যে, আপনি বলেছেন, কারও উপবিষ্ট অবস্থায় সালাত অর্ধেক সালাতের সমান। অথচ আপনি বসে সালাত আদায় করছেন? তিনি বললেন, হাঁ (আমি তাই বলেছি) কিন্তু আমি তো তোমাদের কারো মত নই।

١٥٨٩- وَحَدَّثَنَاهُ اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى وَابْنُ بَشَّارٍ جَمِيْعًا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ كِلاَهُمَا عَنْ مَنْصُوْرٍ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ وَفِىْ رِوَايَةِ شُعْبَةَ عَنْ اَبِىْ يَحْيَى الْاَعْرَجِ.

১৫৮৯. আবূ বাক্র ইব্ন আবূ শায়বা, মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না ও ইব্ন বাশ্শার (র) শু'বা থেকে এবং মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না (র) সুফিয়ান (র) থেকে উভয়ে মানসূর (র) থেকে উক্ত সনদে বর্ণনা করেছেন। তবে শু'বা (র)-এর রিওয়ায়াতে রয়েছে– 'আবূ ইয়াহ্য়া আল-আ'রাজ থেকে'......।

١٧- بَابُ صَلاَةِ اللَّيْلِ وَعَدَدِ رَكَعَاتِ النَّبِىِّ ﷺ فِى اللَّيْلِ وَاَنَّ الْوِتْرَ رَكْعَةٌ وَاَنَّ الرَّكْعَةَ صَلاَةٌ صَحِيْحَةٌ.

১৭. পরিচ্ছেদ : রাতের সালাত, রাতের বেলা নবী ﷺ-এর সালাতের রাক'আত সংখ্যা, বিত্র সালাত এক রাক'আত এবং এক রাক'আত সালাতও বিশুদ্ধ হওয়া প্রসঙ্গ

١٥٩٠- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى قَالَ قَرَأْتُ عَلٰى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّىْ بِاللَّيْلِ اِحْدٰى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُوْتِرُ مِنْهَا بِوَاحِدَةٍ فَاِذَا فَرَغَ مِنْهَا اِضْطَجَعَ عَلٰى شِقِّهِ الاَيْمَنِ حَتّٰى يَأْتِيَهُ الْمُؤَذِّنُ فَيُصَلِّىْ رَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ.

১৫৯০. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রাতে এগার রাক'আত সালাত আদায় করতেন, এর মধ্যে এক রাক'আত বিত্র হিসেবে আদায় করতেন।[১] এ সালাত শেষ করে তিনি ডান পার্শ্বে শুতেন। অবশেষে মুয়ায্যিন তাঁর কাছে এলে তিনি সংক্ষিপ্ত দু' রাক'আত ফজরের সুন্নাত সালাত আদায় করতেন।

١٥٩١- وَحَدَّثَنِىْ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيٰى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِىْ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّىْ فِيْمَا بَيْنَ اَنْ يَفْرُغَ مِنْ صَلاَةِ الْعِشَاءِ وَهِىَ الَّتِىْ يَدْعُوا النَّاسُ الْعَتَمَةَ اِلَى الْفَجْرِ اِحْدٰى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُسَلِّمُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ وَيُوْتِرُ بِوَاحِدَةٍ فَاِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ مِنْ صَلاَةِ الْفَجْرِ وَتَبَيَّنَ لَهُ الْفَجْرُ وَجَاءَهُ الْمُؤَذِّنُ قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ ثُمَّ اضْطَجَعَ عَلٰى شِقِّهِ الْاَيْمَنِ حَتّٰى يَأْتِيَهُ الْمُؤَذِّنُ لِلْاِقَامَةِ.

১৫৯১. হারমালা ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র)...... নবী ﷺ-এর সহধর্মিণী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইশা'র সালাত–যাকে লোকেরা 'আতামা' নামে অভিহিত করে থাকে– থেকে অবসর হওয়ার পর হতে ফজর পর্যন্ত সময়ের মাঝে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এগার রাক'আত সালাত আদায় করতেন এবং প্রতি দু' রাক'আতের মাঝে (শেষে) সালাম ফিরাতেন। আর বিত্র পড়তেন এক রাক'আত। পরে ফজর সালাতের (আযান) থেকে মুয়ায্যিন নীরব হলে এবং ফজর-এর ওয়াক্ত তাঁর কাছে পূর্ণ উদ্ভাসিত হয়ে উঠলে এবং মুয়ায্যিন তাঁর কাছে এলে তিনি দাঁড়িয়ে সংক্ষিপ্ত দু' রাক'আত সালাত আদায় করতেন। তারপর ইকামতের জন্য মুয়ায্যিন তাঁর কাছে আসা পর্যন্ত তিনি ডানপার্শ্বের উপর শুয়ে থাকতেন।

١٥٩٢- وَحَدَّثَنِيْهِ حَرْمَلَةُ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ وَسَاقَ حَرْمَلَةُ الْحَدِيْثَ بِمِثْلِهِ غَيْرَ اَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ وَتَبَيَّنَ لَهُ الْفَجْرُ وَجَاءَهُ الْمُؤَذِّنُ وَلَمْ يَذْكُرِ الْاِقَامَةَ وَسَائِرُ الْحَدِيْثِ بِمِثْلِ حَدِيْثِ عَمْرٍو سَوَاءً.

১৫৯২. হারমালা (র)...... ইব্ন শিহাব (র) সূত্রে পূর্বোক্ত সনদের অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। তবে হারমালা (র) তাঁর বর্ণনায় "তাঁর কাছে ফজর উদ্ভাসিত হলে এবং মুয়ায্যিন তাঁর নিকটে এলে" উল্লেখ করেন নি। সেরূপ ইকামতের কথাও উল্লেখ করেন নি। হাদীসের অবশিষ্টাংশ হুবহু আমর (রা)-এর হাদীসের অনুরূপ।

١٥٩٣- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِبْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَاَبُوْ كُرَيْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّىْ مِنَ اللَّيْلِ ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً وَيُوْتِرُ مِنْ ذَالِكَ بِخَمْسٍ لاَيَجْلِسُ فِىْ شَىْءٍ اِلاَّ فِىْ اٰخِرِهَا.

---

১. এ এক রাক'আত দিয়ে আদায়কৃত সালাতের অংশবিশেষকে বিত্র ও বেজোড় করে দিতেন–অনুবাদক।

১৫৯৩. আবূ বাক্র ইব্ন আবূ শায়বা, আবূ কুরায়ব ও ইব্ন নুমায়র (র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তের রাক'আত সালাত আদায় করতেন। এর মধ্যে পাঁচ রাক'আত দিয়ে তিনি বিত্র আদায় করতেন, এর শেষে ব্যতীত কখনও বসতেন না।

١٥٩٤- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ وَاَبُوْ اُسَامَةَ كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامٍ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ.

১৫৯৪. আবূ বাক্র ইব্ন আবূ শায়বা এবং আবূ কুরায়ব (র)....... হিশাম (র) থেকে উক্ত সনদে বর্ণনা করেছেন।

١٥٩٥- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ حَبِيْبٍ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ عُرْوَةَ اَنَّ عَائِشَةَ اَخْبَرَتْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّىْ ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً بِرَكْعَتِىِ الْفَجْرِ.

১৫৯৫. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ (রাতের বেলা) ফজরের দু' রাক'আত (সুন্নাত) সহ তের রাক'আত সালাত আদায় করতেন।

١٥٩٦- وَحَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ يَحْيٰى قَالَ قَرَأْتُ عَلٰى مَالِكٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِىِّ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ كَيْفَ كَانَتْ صَلاَةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ رَمَضَانَ قَالَتْ مَاكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَزِيْدُ فِىْ رَمَضَانَ وَلاَ فِىْ غَيْرِهِ عَلٰى اِحْدٰى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُصَلِّىْ اَرْبَعًا فَلاَ تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُوْلِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّىْ اَرْبَعًا فَلاَ تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُوْلِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّىْ ثَلاَثًا فَقَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ أَتَنَامُ قَبْلَ اَنْ تُوْتِرَ فَقَالَ يَاعَائِشَةُ اِنَّ عَيْنَىَّ تَنَامَانِ وَلاَ يَنَامُ قَلْبِىْ.

১৫৯৬. ইয়াহ্য়া ইব্ন ইয়াহ্য়া (র)...... আবূ সালামা ইব্ন আবদুর রহমান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞেস করলেন, রমযানে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর রাতের সালাত কিরূপ ছিল? আয়েশা (রা) বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রমযানে এবং রমযান ছাড়াও এগার রাক'আতের অধিক পড়তেন না। চার রাক'আত সালাত আদায় করতেন, তার সৌন্দর্য ও দীর্ঘতা সম্বন্ধে তোমার প্রশ্নের অবকাশ নেই, তারপর চার রাক'আত সালাত আদায় করতেন, তার সৌন্দর্য ও দীর্ঘতা সম্বন্ধে তোমার প্রশ্নের অবকাশ নেই। তারপর তিনি তিন রাক'আত সালাত আদায় করতেন। আয়েশা (রা) বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি বিত্র আদায়ের আগে নিদ্রা যান? তিনি বললেন, হে আয়েশা! উভয় চোখ তো ঘুমায়, কিন্তু আমার অন্তর ঘুমায় না।[১]

١٥٩٧- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عَدِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيٰى عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صَلاَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَتْ كَانَ يُصَلِّىْ ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً يُصَلِّىْ

১. এ কারণে নিদ্রায় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর ওযূ ভঙ্গ হতো না।

ثَمَانَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ يُوْتِرُ ثُمَّ يُصَلِّيْ رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ فَاِذَا اَرَادَ اَنْ يَرْكَعَ قَامَ فَرَكَعَ ثُمَّ يُصَلِّيْ رَكْعَتَيْنِ بَيْنَ النِّدَاءِ وَالْاِقَامَةِ مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ.

১৫৯৭. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না (র)...... আবূ সালামা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা)-কে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর রাতের সালাত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, তিনি তের রাক'আত সালাত আদায় করতেন। আট রাক'আত সালাত আদায় করতেন, তারপর বিত্র। পরে বসে দু' রাক'আত সালাত আদায় করতেন এবং যখন রুকূ' করার ইচ্ছা করতেন তখন উঠে দাঁড়িয়ে রুকূ' করতেন। তারপর আযান ও ইকামতের মাঝে দু' রাক'আত আদায় করতেন।

١٥٩٨- وَحَدَّثَنِيْ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيٰى قَالَ سَمِعْتُ اَبَا سَلَمَةَ ح وَحَدَّثَنِيْ يَحْيَى بْنُ بِشْرٍ الْحَرِيْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ يَعْنِيْ ابْنَ سَلَّامٍ عَنْ يَحْيٰى بْنِ اَبِيْ كَثِيْرٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ اَبُوْ سَلَمَةَ اَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ عَنْ صَلَاةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِمِثْلِهِ غَيْرَ اَنَّ فِيْ حَدِيْثِهِمَا تِسْعَ رَكَعَاتٍ قَائِمًا يُوْتِرُ مِنْهُنَّ.

১৫৯৮. যুহায়র ইব্ন হারব ও ইয়াহ্ইয়া ইব্ন বিশ্র হারীরী (র)...... আবূ সালামা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি আয়েশা (রা)-কে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সালাত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন, পরবর্তী অংশ উক্ত হাদীসের অনুরূপ। তবে এদের দু'জনের হাদীসে রয়েছে, "নয় রাক'আত আদায় করতেন দাঁড়িয়ে, তার মধ্যে বিত্রও রয়েছে।"

١٥٩٩- وَحَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ لَبِيْدٍ سَمِعَ اَبَا سَلَمَةَ قَالَ اَتَيْتُ عَائِشَةَ فَقُلْتُ اَيْ اُمَّهْ اَخْبِرِيْنِيْ عَنْ صَلَاةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَتْ كَانَتْ صَلَاتُهُ فِيْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَغَيْرِهِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً بِاللَّيْلِ مِنْهَا رَكْعَتَا الْفَجْرِ.

১৫৯৯. আমরুন নাকিদ (র)...... আবূ সালামা (রা) বলেন, আমি আয়েশা (রা)-এর কাছে গিয়ে বললাম, হে আম্মাজান! আমাকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সালাত সম্পর্কে অবহিত করুন। তিনি বললেন, তাঁর সালাত ছিল রমযান এবং রমযানের বাইরে রাতের বেলায় তের রাক'আত। এর মধ্যে ফজরের দু' রাক'আত (সুন্নাত)-ও রয়েছে।

١٦٠٠- وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِيْ قَالَ حَدَّثَنَا حَنْظَلَةُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُوْلُ كَانَتْ صَلَاةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِنَ اللَّيْلِ عَشْرَ رَكَعَاتٍ وَيُوْتِرُ بِسَجْدَةٍ وَيَرْكَعُ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فَتِلْكَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً.

১৬০০. ইব্ন নুমায়র (র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাতের বেলা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সালাত ছিল দশ রাক'আত এবং এক রাক'আত দিয়ে বিতর আদায় করতেন। আর ফজরের দু' রাক'আত (সুন্নাত)-ও আদায় করতেন। এই হল তের রাক'আত।

١٦٠١- وَحَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اِسْحٰقَ ح وَحَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ يَحْيٰى اَخْبَرَنَا اَبُوْ خَيْثَمَةَ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ قَالَ سَأَلْتُ الْاَسْوَدَ بْنَ يَزِيْدَ عَمَّا حَدَّثَتْهُ عَائِشَةُ عَنْ صَلَاةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَتْ كَانَ يَنَامُ اَوَّلَ اللَّيْلِ وَيُحْيِىْ اٰخِرَهُ ثُمَّ اِنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ اِلٰى اَهْلِهٖ قَضّٰى حَاجَتَهٗ ثُمَّ يَنَامُ فَاِذَا كَانَ عِنْدَ النِّدَاءِ الْاَوَّلِ (قَالَتْ) وَثَبَ (وَلَا وَاللّٰهِ مَا قَالَتْ قَامَ) فَاَفَاضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ (وَلَا اللّٰهِ مَاقَالَتْ اغْتَسَلَ وَاَنَا اَعْلَمُ مَا تُرِيْدُ) وَاِنْ لَمْ يَكُنْ جُنُبًا تَوَضَّأَ وُضُوْءَ الرَّجُلِ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ صَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ.

১৬০১. আহ্মাদ ইব্ন ইউনুস ও ইয়াহ্য়া ইব্ন ইয়াহ্য়া (র)...... আবূ ইসহাক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আসওয়াদ ইব্ন ইয়াযীদ (র)-কে ঐ হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম যাতে আয়েশা (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সালাতের বর্ণনা দিয়েছেন। আয়েশা (রা) বলেছেন, রাতের প্রথম অংশে তিনি ঘুমিয়ে পড়তেন এবং শেষ অংশে জাগতেন। পরে তাঁর স্ত্রীর প্রতি 'প্রয়োজন' থাকলে তা পূরণ করতেন এবং ঘুমিয়ে পড়তেন। প্রথম আযানের সময় হয়ে গেলে আয়েশা (রা) বলেছেন, ত্বরিত উঠে পড়তেন। (আল্লাহ্র কসম! তিনি বলেন নি যে, উঠে পড়তেন)। তারপর তিনি নিজের গায়ে পানি ঢেলে দিতেন [আল্লাহ্র কসম, আয়েশা (রা) বলেন নি যে, তিনি গোসল করেছেন কিন্তু আমি তাঁর কথার উদ্দেশ্য বুঝে ফেলি]। আর তিনি জুনুবী না থাকলে সালাতের জন্য মানুষ যেমন ওযূ করে তেমন ওযূ করতেন। এরপর দু' রাক'আত সালাত আদায় করতেন।

١٦٠٢- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِبْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَاَبُوْ كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ اٰدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّىْ مِنَ اللَّيْلِ حَتّٰى يَكُوْنَ اٰخِرُ صَلَاتِهِ الْوِتْرَ.

১৬০২. আবূ বাক্র ইব্ন আবূ শায়বা ও আবূ কুরায়ব (র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রাতের বেলা সালাত আদায় করতেন। আর তাঁর শেষ সালাত হত বিত্র।

١٦٠٣- وَحَدَّثَنِىْ هَنَّادُ ابْنُ السَّرِىِّ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ عَنْ اَشْعَثَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ مَسْرُوْقٍ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ عَمَلِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَتْ كَانَ يُحِبُّ الدَّائِمَ قَالَ قُلْتُ اَىَّ حِيْنٍ كَانَ يُصَلِّىْ فَقَالَتْ كَانَ اِذَا سَمِعَ الصَّارِخَ قَامَ فَصَلّٰى.

১৬০৩. হান্নান ইব্ন সারী (র)...... মাসরূক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা)-এর কাছে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর আমল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, তিনি সর্বদা আমল করা পসন্দ করতেন। মাসরূক (র) বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, তিনি কোন সময় (তাহাজ্জুদের) সালাত আদায় করতেন? তিনি বললেন, যখন (মোরগের) ডাক শুনতেন তখন উঠে সালাত আদায় করতেন।

١٦٠٤- حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ بِشْرٍ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا اَلْفَى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ السَّحَرُ الاَعْلَى فِىْ بَيْتِىْ اَوْ عِنْدِىْ اِلاَّ نَائِمًا.

১৬০৪. আবূ কুরায়ব (র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার ঘরে অথবা (তিনি বলেছেন) আমার কাছে রাতের শেষ প্রহরে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে ঘুমন্ত অবস্থা ছাড়া পাইনি (অর্থাৎ সে সময়ই তিনি কিছুক্ষণ বিশ্রাম করতেন)।

١٦٠٥- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَنَصْرُ بْنُ عَلِىٍّ وَابْنُ اَبِىْ عُمَرَ قَالَ اَبُوْبَكْرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ اَبِى النَّضْرِ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ اِذَا صَلَّى رَكْعَتَىِ الْفَجْرِ فَاِنْ كُنْتُ مُسْتَيْقِظَةً حَدَّثَنِىْ وَاِلاَّ اضْطَجَعَ.

১৬০৫. আবূ বাক্র ইব্ন আবূ শায়বা, নাস্র ইব্ন আলী ও ইব্ন আবূ 'উমর (রা)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন ফজরের দু' রাক'আত (সুন্নাত) সালাত আদায় করতেন, তখন আমি সজাগ থাকলে আমার সঙ্গে কথা বলতেন, অন্যথায় কাত হয়ে শুয়ে পড়তেন।

١٦٠٦- وَحَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زِيَادِبْنِ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ اَبِىْ عَتَّابٍ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ مِثْلَهُ.

১৬০৬. ইব্ন আবূ উমর (র)...... আয়েশা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

١٦٠٧- وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الاَعْمَشِ عَنْ تَمِيْمِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّىْ مِنَ اللَّيْلِ فَاِذَا اَوْتَرَ قَالَ قُوْمِىْ فَاَوْتِرِىْ يَاعَائِشَةُ.

১৬০৭. যুহায়র ইব্ন হারব (র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রাতে সালাত আদায় করতেন। বিত্র আদায় করার সময় হলে বলতেন, হে আয়েশা! উঠ বিত্র আদায় কর।

١٦٠٨- وَحَدَّثَنِىْ هٰرُوْنُ بْنُ سَعِيْدٍ الاَيْلِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ اَبِىْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّىْ صَلاَتَهُ بِاللَّيْلِ وَهِىَ مُعْتَرِضَةٌ (بَيْنَ يَدَيْهِ) فَاِذَا بَقِىَ الْوِتْرُ اَيْقَظَهَا فَاَوْتَرَتْ.

১৬০৮. হারূন ইব্ন সাঈদ আয়লী (র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রাতে তাঁর সালাত আদায় করতেন এবং তিনি তাঁর সামনে আড়াআড়িভাবে (শুয়ে) থাকতেন। যখন নবী ﷺ-এর কেবল বিত্র বাকী থাকত, তখন তাঁকে জাগাতেন। তিনি বিত্র আদায় করে নিতেন।

١٦٠٩- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ اَبِى يَعْفُوْرٍ وَاسْمُهُ وَاقِدٌ وَلَقَبُهُ وَقْدَانُ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ ابْنُ اَبِى شَيْبَةَ وَاَبُوْ كُرَيْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الاَعْمَشِ كِلاَهُمَا عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مِنْ كُلِّ اللَّيْلِ قَدْ اَوْتَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَانْتَهَى وِتْرُهُ اِلَى السَّحَرِ.

১৬০৯. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া, আবূ বাক্র ইব্ন আবূ শায়বা ও আবূ কুরায়ব (র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাতের সব অংশেই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বিত্র আদায় করেছেন। তবে শেষদিকে তাঁর বিত্র আদায়ের অভ্যাস ছিল সাহরীর সময়।

١٦١٠- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالاَ وَحَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ اَبِى حَصِيْنٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ وَثَّابٍ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مِنْ كُلِّ اللَّيْلِ قَدْ اَوْتَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ اَوَّلِ اللَّيْلِ وَاَوْسَطِهِ وَاٰخِرِهِ فَانْتَهَى وِتْرُهُ اِلَى السَّحَرِ.

১৬১০. আবূ বাক্র ইব্ন আবূ শায়বা ও যুহায়র ইব্ন হারব (র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাতের সব অংশেই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বিত্র আদায় করেছেন। রাতের প্রথম অংশে, মাঝরাতে এবং শেষ রাতে। পরিশেষে তিনি বিত্র আদায় করতেন সাহরীর সময়।

١٦١١- وَحَدَّثَنِى عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ وَحَدَّثَنَا حَسَّانُ قَاضِىُ كِرْمَانَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ مَسْرُوْقٍ عَنْ اَبِى الضُّحَى عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُلَّ اللَّيْلِ قَدْ اَوْتَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَانْتَهَى وِتْرُهُ اِلَى اٰخِرِ اللَّيْلِ.

১৬১১. আলী ইব্ন হুজ্র (র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাতের সব অংশেই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বিত্র আদায় করেছেন। পরে তাঁর বিত্র উপনীত হয়েছে রাতের শেষভাগে।

١٦١٢- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنَزِىُّ قَالَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اَبِى عَدِىٍّ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ اَنَّ سَعْدَ بْنَ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ اَرَادَ اَنْ يَغْزُوَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَقَدِمَ الْمَدِيْنَةَ فَاَرَادَ اَنْ يَبِيْعَ عَقَارًا لَهُ بِهَا فَيَجْعَلَهُ فِى السِّلاَحِ وَالْكُرَاعِ وَيُجَاهِدَ الرُّوْمَ حَتَّى يَمُوْتَ فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ لَقِىَ اُنَاسًا مِنْ اَهْلِ الْمَدِيْنَةِ فَنَهَوْهُ عَنْ ذَالِكَ وَاَخْبَرُوْهُ اَنَّ رَهْطًا سِتَّةً اَرَادُوْا ذَالِكَ فِىْ حَيَاةِ نَبِىِّ اللّٰهِ ﷺ فَنَهَاهُمْ نَبِىُّ اللّٰهِ ﷺ وَقَالَ أَلَيْسَ لَكُمْ فِىَّ اُسْوَةٌ فَلَمَّا حَدَّثُوْهُ بِذَالِكَ رَاجَعَ امْرَأَتَهُ وَقَدْ كَانَ طَلَّقَهَا وَاَشْهَدَ عَلَى رَجْعَتِهَا فَاَتَى ابْنَ عَبَّاسٍ فَسَأَلَهُ عَنْ وِتْرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ اَلاَ اَدُلُّكَ عَلَى اَهْلِ الاَرْضِ بِوِتْرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ قَالَ عَائِشَةُ فَأْتِهَا فَاسْأَلْهَا ثُمَّ ائْتِنِىْ

فَاَخْبِرْ نِيْ بِرَادِّهَا عَلَيْكَ فَانْطَلَقْتُ اِلَيْهَا فَاَتَيْتُ عَلَى حَكِيْمِ بْنِ اَفْلَحَ فَاسْتَلْحَقْتُهُ اِلَيْهَا فَقَالَ مَا اَنَا بِقَارِبِهَا لاَنِّيْ نَهَيْتُهَا اَنْ تَقُوْلَ فِيْ هَاتَيْنِ الشِّيْعَتَيْنِ شَيْئًا فَاَبَتْ فِيْهِمَا اِلاَّ مُضِيًّا قَالَ فَاَقْسَمْتُ عَلَيْهِ فَجَاءَ فَانْطَلَقْنَا اِلٰى عَائِشَةَ فَاسْتَأْذَنَّا عَلَيْهَا فَاَذِنَتْ لَنَا فَدَخَلْنَا عَلَيْهَا فَقَالَتْ أَحَكِيْمٌ (فَعَرَفَتْهُ) فَقَالَ نَعَمْ فَقَالَتْ مَنْ مَعَكَ قَالَ سَعْدُ بْنُ هِشَامٍ قَالَتْ مَنْ هِشَامٌ قَالَ ابْنُ عَامِرٍ فَتَرَحَّمَتْ عَلَيْهِ وَقَالَتْ خَيْرًا (قَالَ قَتَادَةُ وَكَانَ أُصِيْبَ يَوْمَ اُحُدٍ) فَقُلْتُ يَااُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْبِئِيْنِيْ عَنْ خُلُقِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَتْ أَلَسْتَ تَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ قُلْتُ بَلٰى قَالَتْ فَاِنَّ خُلُقَ نَبِيِّ اللّٰهِ ﷺ كَانَ الْقُرْاٰنَ قَالَ فَهَمَمْتُ اَنْ اَقُوْمَ وَلاَ اَسْأَلَ اَحَدًا عَنْ شَيْءٍ حَتّٰى اَمُوْتَ ثُمَّ بَدَاَ لِيْ فَقُلْتُ اَنْبِئِيْنِيْ عَنْ قِيَامِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَتْ اَلَسْتَ تَقْرَأُ يٰاَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ قُلْتُ بَلٰى قَالَتْ فَاِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ افْتَرَضَ قِيَامَ اللَّيْلِ فِيْ اَوَّلِ هٰذِهِ السُّوْرَةِ فَقَامَ نَبِيُّ اللّٰهِ ﷺ وَاَصْحَابُهُ حَوْلاً وَاَمْسَكَ اللّٰهُ خَاتِمَتَهَا اثْنَىْ عَشَرَ شَهْرًا فِي السَّمَاءِ حَتّٰى اَنْزَلَ اللّٰهُ فِيْ اٰخِرِ هٰذِهِ السُّوْرَةِ التَّخْفِيْفَ فَصَارَ قِيَامُ اللَّيْلِ تَطَوُّعًا بَعْدَ فَرِيْضَةٍ قَالَ قُلْتُ يَااُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْبِئِيْنِيْ عَنْ وِتْرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَتْ كُنَّا نُعِدُّ لَهُ سِوَاكَهُ وَطَهُوْرَهُ فَيَبْعَثُهُ اللّٰهُ مَاشَاءَ اَنْ يَبْعَثَهُ مِنَ اللَّيْلِ فَيَتَسَوَّكُ وَيَتَوَضَّأُ وَيُصَلِّيْ تِسْعَ رَكَعَاتٍ لاَيَجْلِسُ فِيْهَا اِلاَّ فِي الثَّامِنَةِ فَيَذْكُرُ اللّٰهَ وَيَحْمَدُهُ وَيَدْعُوْهُ ثُمَّ يَنْهَضُ وَلاَيُسَلِّمُ ثُمَّ يَقُوْمُ فَيُصَلِّي التَّاسِعَةَ ثُمَّ يَقْعُدُ فَيَذْكُرُ اللّٰهَ وَيَحْمَدُهُ وَيَدْعُوْهُ ثُمَّ يُسَلِّمُ تَسْلِيْمًا يُسْمِعُنَا ثُمَّ يُصَلِّيْ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ مَا يُسَلِّمُ وَهُوَ قَاعِدٌ فَتِلْكَ اِحْدٰى عَشْرَةَ رَكْعَةً يَابُنَيَّ فَلَمَّا اَسَنَّ نَبِيُّ اللّٰهِ ﷺ وَاَخَذَهُ اللَّحْمُ اَوْتَرَ بِسَبْعٍ وَصَنَعَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ مِثْلَ صَنِيْعِهِ الْاَوَّلِ فَتِلْكَ تِسْعٌ يَابُنَيَّ وَكَانَ نَبِيُّ اللّٰهِ ﷺ اِذَا صَلّٰى صَلاَةً اَحَبَّ اَنْ يُدَاوِمَ عَلَيْهَا وَكَانَ اِذَا غَلَبَهُ نَوْمٌ اَوْوَجَعٌ عَنْ قِيَامِ اللَّيْلِ صَلّٰى مِنَ النَّهَارِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً وَلاَ اَعْلَمُ نَبِيَّ اللّٰهِ ﷺ قَرَأَ الْقُرْاٰنَ كُلَّهُ فِيْ لَيْلَةٍ وَلاَ صَلّٰى لَيْلَةً اِلَى الصُّبْحِ وَلاَ صَامَ شَهْرًا كَامِلاً غَيْرَ رَمَضَانَ قَالَ فَانْطَلَقْتُ اِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَحَدَّثْتُهُ بِحَدِيْثِهَا فَقَالَ صَدَقَتْ لَوْ كُنْتُ اَقْرَبُهَا اَوْ اَدْخُلُ عَلَيْهَا لاَتَيْتُهَا حَتّٰى تُشَافِهَنِيْ بِهِ قَالَ قُلْتُ لَوْ عَلِمْتُ اَنَّكَ لاَتَدْخُلُ عَلَيْهَا مَا حَدَّثْتُكَ حَدِيْثَهَا.

১৬১২. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না 'আনাযী (র)...... যুরারা (র) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, সা'দ ইব্‌ন হিশাম ইব্‌ন 'আমির (র) আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদ করার ইচ্ছা করে মদীনার এলেন এবং সেখানে তাঁর একটি সম্পত্তি বিক্রি করে তা যুদ্ধাস্ত্র ও ঘোড়া সংগ্রহে ব্যয় করার এবং মৃত্যু পর্যন্ত রোমানদের বিরুদ্ধে জিহাদে আত্মনিয়োগ করার সংকল্প

করলেন। মদীনায় আসার পর মদীনাবাসী কিছু লোকের সাথে সাক্ষাত হলে তাঁরা ঐ কাজ করতে নিষেধ করলেন এবং তাঁকে জানালেন যে, ছয়জনের একটি দল নবী ﷺ-এর জীবদ্দশায় এরূপ ইচ্ছা করেছিল। তখন নবী ﷺ তাদের নিষেধ করেন এবং বলেন, 'আমার মধ্যে তোমাদের জন্য কি কোন আদর্শ নেই'? মদীনাবাসীরা তাঁকে এ ঘটনা বর্ণনা করলে তিনি নিজের স্ত্রীর সাথে 'রাজা'আত' (পুনরায় স্ত্রীত্বে বরণ) করলেন। কেননা তিনি তাঁকে তালাক দিয়েছিলেন এবং তিনি তাঁর এ রাজা'আতের ব্যাপারে সাক্ষীও রাখলেন। এরপর তিনি ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর কাছে গিয়ে তাঁকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর বিত্‌র সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর 'বিত্‌র' সম্পর্কে পৃথিবীর মধ্যে সর্বাধিক বিজ্ঞ ব্যক্তি সম্পর্কে কি তোমাকে বলে দেব না? তিনি বললেন, তিনি কে? ইব্‌ন আব্বাস (রা) বললেন, তিনি আয়েশা (রা)। তাঁর কাছে গিয়ে তুমি তাঁকে জিজ্ঞেস করবে, পরে আমার কাছে এসে তোমাকে দেওয়া তাঁর জবাব সম্পর্কে অবহিত করবে। আমি তখন তাঁর কাছে রওয়ানা হলাম। আর হাকীম ইব্‌ন আফ্‌লাহ (রা)-এর কাছে গিয়ে আমার সঙ্গে আয়েশা (রা)-এর কাছে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করলাম। তিনি বললেন, আমি তো তাঁর নিকট যাই না। কেননা (বিবাদমান) দু'দল সম্পর্কে কোন মন্তব্য করতে আমি তাঁকে নিষেধ করেছিলাম, কিন্তু তিনি তা হতে নিবৃত্ত থাকতে অস্বীকার করেন। সা'দ (রা) বলেন, তখন আমি তাঁকে কসম দিলাম। শেষে তিনি তৈরি হলেন। আমরা আয়েশা (রা)-এর উদ্দেশ্যে চললাম এবং তাঁর কাছে গিয়ে অনুমতি চাইলাম। তিনি আমাদের অনুমতি দিলেন। আমরা তাঁর ঘরে প্রবেশ করলে তিনি বললেন, হাকীম না কি? তিনি তাঁকে চিনে ফেলেছিলেন। উত্তরে হাকীম (রা) বললেন, হ্যাঁ। আয়েশা (রা) বললেন, তোমার সঙ্গে কে? হাকীম (রা) বললেন, সা'দ ইব্‌ন হিশাম। আয়েশা (রা) বললেন, কোন হিশাম? হাকীম (রা) বললেন, ইব্‌ন আমির। তখন আয়েশা (রা) তাঁর জন্য রহমতের দু'আ করলেন এবং তাঁর সম্পর্কে ভাল মন্তব্য করলেন। রাবী কাতাদা (র) বলেছেন, আমির (রা) উহুদের যুদ্ধে শহীদ হয়েছিলেন। আমি (সা'দ) বললাম, হে, উম্মুল মু'মিনীন! আমাকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর আখ্‌লাক সম্পর্কে অবহিত করুন! তিনি বললেন, তুমি কি কুরআন পাঠ কর না? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, আল্লাহ্‌র নবী ﷺ-এর চরিত্র তো ছিল আল-কুরআনই। সা'দ (র) বলেন, তখন আমি ইচ্ছে করলাম উঠে যাব এবং মৃত্যু পর্যন্ত কাউকে কোন বিষয় জিজ্ঞেস করব না। পরে আমার মনে হল (আরো কিছু জিজ্ঞেস করি) তাই আমি বললাম, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর রাতের ইবাদত সম্পর্কে আমাকে অবহিত করুন! তিনি বললেন, তুমি কি সূরা 'ইয়া আয়্যুহাল মুয্‌যাম্মিল' পড় না? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, মহান আল্লাহ্ এ সূরার প্রথমাংশে (ইবাদত) রাত্রি জাগরণ ফরয করে দিয়েছিলেন। তখন আল্লাহ্‌র নবী ﷺ এবং তাঁর সাহাবীগণ এক বছর যাবত (তাহাজ্জুদের জন্য) রাত্রি জাগরণ করলেন। আর আল্লাহ্ তা'আলা এ সূরার শেষ অংশ বার মাস পর্যন্ত আসমানে আটক রাখেন। অবশেষে এ সূরার শেষ অংশ নাযিল করে সহজ করে দিলেন। ফলে রাত্রি জাগরণ ফরয হওয়ার পরে নফলে পরিণত হল। সা'দ (র) বলেন, আমি বললাম, হে উম্মুল মু'মিনীন! আমাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বিত্‌র সম্পর্কে অবহিত করুন! তিনি বললেন, আমরা তাঁর জন্য তাঁর মিস্‌ওয়াক ও ওযূর পানি প্রস্তুত রাখতাম। রাতের যে সময় আল্লাহ্‌র ইচ্ছা হত তাঁকে জাগিয়ে দিতেন। তিনি তখন মিস্‌ওয়াক ও ওযূ করতেন এবং নয় রাক'আত সালাত আদায় করতেন। তিনি এর মাঝে আর বসতেন না অষ্টম রাক'আত ব্যতীত। তখন তিনি আল্লাহ্‌র যিক্‌র করতেন, তাঁর হাম্‌দ করতেন এবং তাঁর কাছে দু'আ করতেন। তারপর সালাম না করেই উঠে পড়তেন এবং দাঁড়িয়ে নবম রাক'আত আদায় করে বসতেন এবং আল্লাহ্‌র যিক্‌র ও তাঁর হাম্‌দ ও তাঁর কাছে দু'আ করতেন। পরে এমনভাবে সালাম করতেন যা আমরা শুনতে পেতাম। সালাম করার পরে তিনি বসে দু' রাক'আত সালাত আদায় করতেন। বৎস, এ হল মোট এগার রাক'আত। পরে যখন আল্লাহ্‌র নবী ﷺ বায়োঃবৃদ্ধ হয়ে গেলেন এবং তিনি স্থূলদেহী হয়ে গেলেন, তখন

সাত রাক'আত দিয়ে বিত্‌র আদায় করতেন। আর শেষ দু' রাক'আতে তাঁর আগের আমলের অনুরূপ আমল করতেন। বৎস, এ হল নয় রাক'আত। নবী ﷺ যখন কোন সালাত আদায় করতেন তখন তাতে স্থায়িত্ব রক্ষা করা পসন্দ করতেন। আর কখনো নিদ্রা বা কোন ব্যাধি তাঁর রাত জেগে ইবাদতের ব্যাপারে ব্যাঘাত ঘটালে দিনের বেলা বার রাক'আত সালাত আদায় করে নিতেন। আর আল্লাহ্‌র নবী ﷺ একই রাতে পূর্ণ কুরআন পড়েছেন বলে আমার জানা নেই এবং তিনি ভোর পর্যন্ত সারা রাত সালাত আদায় করেন নি এবং রমযান ব্যতীত অন্য কোন পূর্ণ মাস সাওম পালন করেন নি। সা'দ (র) বলেন, পরে আমি ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর কাছে গেলাম এবং আয়েশা (রা) বর্ণিত হাদীস তাঁর কাছে বর্ণনা করলাম। তিনি বললেন, ঠিকই বলেছেন। আমি যদি তাঁর কাছে যেতাম, অথবা বললেন, আমি যদি তাঁর কাছে প্রবেশ করতাম তাহলে অবশ্যই আমি তাঁর কাছে গিয়ে সরাসরি তাঁর মুখে এ হাদীস শুনতাম। সা'দ (র) বলেন, আমি বললাম, আমি যদি জানতাম যে, আপনি তাঁর কাছে যান না, তবে তাঁর হাদীস আমি আপনাকে শোনাতাম না।

١٦١٣- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُبْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ أَبِيْ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى عَنْ سَعْدِبْنِ هِشَامٍ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ انْطَلَقَ إِلَى الْمَدِيْنَةِ لِيَبِيْعَ عَقَارَهُ فَذَكَرَ نَحْوَهُ.

১৬১৩. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না (র)...... সা'দ ইব্‌ন হিশাম (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি তাঁর স্ত্রীকে তালাক দেয়ার পরে তাঁর সম্পত্তি বিক্রি করার উদ্দেশ্যে মদীনা অভিমুখে চললেন...... অতঃপর উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

١٦١٤- وَحَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ أَبِيْ عَرُوْبَةَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى عَنْ سَعْدِبْنِ هِشَامٍ أَنَّهُ قَالَ انْطَلَقْتُ إِلَى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْوِتْرِ وَسَاقَ الْحَدِيْثَ بِقِصَّتِهِ وَقَالَ فِيْهِ قَالَتْ مَنْ هِشَامٌ قُلْتُ ابْنُ عَامِرٍ قَالَتْ نِعْمَ الْمَرْءُ كَانَ عَامِرٌ أُصِيْبَ يَوْمَ أُحُدٍ.

১৬১৪. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)...... সা'দ ইব্‌ন হিশাম (র) হতে বর্ণিত তিনি বলেছেন, আমি আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর কাছে গিয়ে তাঁকে বিত্‌র সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। এরপর ঘটনা সহকারে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। আর তাতে তিনি বলেছেন, আয়েশা (রা) বলেন, কোন হিশাম? আমি বললাম, ইব্‌ন 'আমির। তিনি বললেন, 'আমির বড় ভালো লোক ছিলেন। তিনি উহুদ যুদ্ধে শহীদ হয়েছেন।

١٦١٥- وَحَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى أَنَّ سَعْدَ بْنَ هِشَامٍ كَانَ جَارًا لَهُ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَاقْتَصَّ الْحَدِيْثَ بِمَعْنَى حَدِيْثِ سَعِيْدٍ وَفِيْهِ قَالَتْ مَنْ هِشَامٌ قَالَ ابْنُ عَامِرٍ قَالَتْ نِعْمَ الْمَرْءُ كَانَ أُصِيْبَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ أُحُدٍ وَفِيْهِ فَقَالَ حَكِيْمُ بْنُ أَفْلَحَ أَمَا إِنِّيْ لَوْ عَلِمْتُ أَنَّكَ لَا تَدْخُلُ عَلَيْهَا مَا أَنْبَأْتُكَ بِحَدِيْثِهَا.

১৬১৫. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম ও মুহাম্মদ ইব্‌ন রাফি' (র)...... যুরারা ইব্‌ন আওফা (র) থেকে বর্ণিত যে, সা'দ ইব্‌ন হিশাম (র) তাঁর প্রতিবেশী ছিলেন। তিনি তাঁকে বললেন যে, তিনি তাঁর স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দিয়েছেন। এরপর তিনি রাবী সাঈদ (র)-এর হাদীসের মর্মানুযায়ী বর্ণনা করেছেন। তবে তাতে রয়েছে আয়েশা (রা) বললেন, কোন হিশাম? তিনি বললেন, ইব্‌ন 'আমির। আয়েশা (রা) বললেন, তিনি বড় ভালো লোক ছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে উহুদ যুদ্ধে শহীদ হয়েছেন। তাতে আরো রয়েছে, হাকীম ইব্‌ন আফলাহ্ (রা) বললেন, আচ্ছা! আমি যদি জানতাম যে, আপনি তাঁর কাছে যান না, তবে আমি আপনাকে তাঁর হাদীস বলতাম না।

١٦١٦- وَحَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ جَمِيْعًا عَنْ اَبِىْ عَوانَةَ قَالَ سَعِيْدُ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ اَوْفِى عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا فَاتَتْهُ الصَّلاَةُ مِنَ اللَّيْلِ مِنْ وَجَعٍ اَوْغَيْرِهِ صَلَّى مِنَ النَّهَارِ ثِنْتَىْ عَشْرَةَ رَكْعَةً.

১৬১৬. সাঈদ ইব্‌ন মানসূর ও কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, কোন অসুস্থতা বা অন্য কোন কারণে যদি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সালাত ছুটে যেত, তবে তিনি দিনের বেলা বার রাক'আত সালাত আদায় করে নিতেন।

١٦١٧- وَحَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ خَشْرَمٍ قَالَ اَخْبَرَنَا عِيْسى وَهُوَ ابْنُ يُوْنُس عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ سَعْدِبْنِ هِشَامٍ الْاَنْصَارِىِّ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا عَمِلَ عَمَلاً اَثْبَتَهُ وَكَانَ اِذَا نَامَ مِنَ اللَّيْلِ اَوْ مَرِضَ صَلَّى مِنَ النَّهَارِ ثِنْتَىْ عَشْرَةَ رَكْعَةً قَالَتْ وَمَا رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَامَ لَيْلَةً حَتّٰى الصَّبَاحِ وَمَا صَامَ شَهْرًا مُتَتَابِعًا اِلاَّ رَمَضَانَ.

১৬১৭. আলী ইব্‌ন খাশ্‌রাম (র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন কোন আমল করতেন তখন নিয়মিত করতেন আর যখন রাতের বেলা নিদ্রা মগ্ন হয়ে পড়তেন কিংবা অসুস্থ হয়ে পড়তেন, তখন দিনের বেলা বার রাক'আত সালাত আদায় করে নিতেন। আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে কোন রাতে ভোর পর্যন্ত রাত্রি জাগরণ করতে এবং রমযান ব্যতীত কোন মাসে লাগাতার সিয়াম পালন করতে দেখিনি।

١٦١٨- وَحَدَّثَنَا هَرُوْنُ بْنُ مَعْرُوْفٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ ح وَحَدَّثَنِىْ اَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ قَالاَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُوْنُسَ بْنِ يَزِيْدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدَ وَعُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَخْبَرَاهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدِ الْقَارِىِّ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَبْنَ الْخَطَّابِ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ نَامَ عَنْ حِزْبِهِ اَوْ عَنْ شَىْءٍ مِنْهُ فَقَرَاَهُ فِيْمَا بَيْنَ صَلاَةِ الْفَجْرِ وَصَلاَةِ الظُّهْرِ كُتِبَ لَه كَاَنَّمَا قَرَاَهُ مِنَ اللَّيْلِ.

১৬১৮. হারূন ইব্‌ন মা'রূফ, আবূ তাহির ও হারমালা (র)...... 'উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি তার নিয়মিত ওযীফা বা তার অংশবিশেষ আদায় করতে না পেরে

ঘুমিয়ে পড়ল এবং পরে ফজর সালাত ও যোহর সালাতের মধ্যবর্তী সময় তা পড়ে নিল, তবে তার জন্য তেমনই লিপিবদ্ধ করা হবে যেন সে তা রাতেই পড়েছে।

١٦١٩- وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُبْنُ حَرْبٍ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالاَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ وَهُوَ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ اَيُّوْبَ عَنِ الْقَاسِمِ الشَّيْبَانِيِّ اَنَّ زَيْدَ بْنَ اَرْقَمَ رَأَى قَوْمًا يُصَلُّوْنَ مِنَ الضُّحٰى فَقَالَ اَمَا لَقَدْ عَلِمُوْا اَنَّ الصَّلاَةَ فِيْ غَيْرِ هٰذِهِ السَّاعَةِ اَفْضَلُ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ صَلاَةُ الْاَوَّابِيْنَ حِيْنَ تَرْمَضُ الْفِصَالُ.

১৬১৯. যুহায়র ইব্‌ন হারব ও ইব্‌ন নুমায়র (র)...... কাসিম আশ্-শায়বানী (র) থেকে বর্ণিত যে, যায়দ ইব্‌ন আরকাম (রা) একদল লোককে 'দুহা' সালাত আদায় করতে দেখে বললেন, ওহে! এরা তো জানে না যে, এ সময় ছাড়া অন্য সময় সালাত আদায় করাই বেশি ফযীলতের। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ্‌র দিকে ধাবিতদের সালাতের ওয়াক্ত (রোদে বালু তপ্ত হওয়ার কারণে) উট শাবকের পায়ে গরম সেঁকা লাগার সময় হয়ে থাকে।

١٦٢٠- وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُبْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ اَبِيْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ الشَّيْبَانِيُّ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَرْقَمَ قَالَ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَى اَهْلِ قُبَاءٍ وَهُمْ يُصَلُّوْنَ فَقَالَ صَلاَةُ الْاَوَّابِيْنَ اِذَا رَمِضَتِ الْفِصَالُ.

১৬২০. যুহায়র ইব্‌ন হার্‌ব (র)...... যায়দ ইব্‌ন আরকাম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কুবা'বাসীদের ওখানে গেলেন, তখন তারা সালাত আদায় করছিলেন। তিনি তখন বলেছিলেন, আল্লাহ্‌র দিকে ধাবিতদের সালাতের সময় হল যখন উট শাবকের পায়ে উত্তাপ লাগে (অর্থাৎ মাটি গরম হয়ে যায়)।

١٦٢١- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى قَالَ قَرَأْتُ عَلٰى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنْ صَلاَةِ اللَّيْلِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَلاَةُ اللَّيْلِ مَثْنٰى مَثْنٰى فَاِذَا خَشِيَ اَحَدُكُمُ الصُّبْحَ صَلّٰى رَكْعَةً وَاحِدَةً تُوْتِرُ لَهٗ مَا صَلّٰى.

১৬২১. ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া (র)...... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে রাতের সালাত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল। তিনি বললেন, রাতের সালাত দু' রাক'আত দু' রাক'আত। পরে যখন তোমাদের কেউ ভোর হয়ে যাওয়ার আশংকা করে তখন এক রাক'আত পড়বে, যা তার আদায়কৃত সালাতকে বিত্‌র করে দেবে।

١٦٢٢- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِبْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ وَاللَّفْظُ لَهٗ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرٌو عَنْ طَاؤُسٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ح وَحَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ صَلاَةِ اللَّيْلِ فَقَالَ مَثْنٰى مَثْنٰى فَاِذَا خَشِيْتَ الصُّبْحَ فَاَوْتِرْ بِرَكْعَةٍ.

১৬২২. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা, আমরুন নাকিদ ও যুহায়র ইব্‌ন হারব (র)...... আবূ সালিম (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছেন। অন্য সনদে মুহাম্মদ ইব্‌ন আব্বাদ (র)...... ইব্‌ন 'উমর (রা) থেকে...... অন্য সনদে যুহরী (র) সালিম (র) তাঁর পিতা থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি রাতের সালাত সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, দুই দুই (রাক'আত)। পরে যখন তুমি ভোর হয়ে যাওয়ার আশংকা করবে, তখন এক রাক'আত দিয়ে বিত্‌র করে নেবে।

١٦٢٣- وَحَدَّثَنِىْ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيٰى حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عَمْرُوْ اَنَّ ابْنَ شِهَابٍ حَدَّثَه اَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ وَحُمَيْدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ حَدَّثَاهُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَبْنِ الْخَطَّابِ اَنَّهُ قَالَ قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَيْفَ صَلاَةُ اللَّيْلِ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَلاَةُ اللَّيْلِ مَثْنٰى مَثْنٰى فَاِذَا خِفْتَ الصُّبْحَ فَاَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ.

১৬২৩. হারমালা ইব্‌ন ইয়াহ্‌য়া (র)...... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! রাতের সালাত কি রকম? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, রাতের সালাত দুই দুই (রাক'আত)। যখন তুমি ভোর হয়ে যাওয়ার আশংকা করবে, তখন এক রাক'আত দিয়ে বিত্‌র করে নেবে।

١٦٢٤- وَحَدَّثَنِىْ اَبُوْ الرَّبِيْعِ الزَّهْرَانِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ وَبُدَيْلُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَقِيْقٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَجُلاً سَاَلَ النَّبِىَّ ﷺ وَاَنَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّائِلِ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كَيْفَ صَلاَةُ اللَّيْلِ قَالَ مَثْنٰى مَثْنٰى فَاِذَا خَشِيْتَ الصُّبْحَ فَصَلِّ رَكْعَةً وَاجْعَلْ اٰخِرَ صَلاَتِكَ وِتْرًا ثُمَّ سَاَلَهُ رَجُلٌ عَلٰى رَأْسِ الْحَوْلِ وَاَنَا بِذَالِكَ الْمَكَانِ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَلاَ اَدْرِىْ هُوَ ذَالِكَ الرَّجُلُ اَوْرَجُلٌ اٰخَرُ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَالِكَ.

১৬২৪. আবুর রবী যাহরানী (র)...... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি নবী ﷺ-কে প্রশ্ন করল, তখন আমি ছিলাম তাঁর ও প্রশ্নকারীর মাঝে। সে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! রাতের সালাত কি রূপ? তিনি বললেন, দুই দুই রাক'আত করে। পরে যখন তুমি ভোর হওয়ার আশংকা করবে, তখন এক রাক'আত আদায় করবে এবং বিত্‌রকে তোমার শেষ সালাত বানাবে। পরে সেই বছরের শেষে এক ব্যক্তি তাঁকে প্রশ্ন করল, আর আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে সে অবস্থানে ছিলাম। তবে আমি জানি না যে, এই প্রশ্নকারী (সে ব্যক্তিই) ছিল, না অন্য কোন লোক। এবারও তিনি তাকে অনুরূপ উত্তর দিলেন।

١٦٢٥- وَحَدَّثَنِىْ اَبُوْ كَامِلٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ حَدَّثَنَااَيُّوْبُ وَبُدَيْلُ وَعِمْرَانُ بْنُ حُدَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَقِيْقٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُبْنُ عُبَيْدِ الْغُبَرِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ وَالزُّبَيْرُ بْنُ الْخِرِّيْتِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ شَقِيْقٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَاَلَ رَجُلٌ النَّبِىَّ ﷺ فَذَكَرَا بِمِثْلِهِ وَلَيْسَ فِىْ حَدِيْثِهِمَا ثُمَّ سَاَلَهُ رَجُلٌ عَلٰى رَأْسِ الْحَوْلِ وَمَا بَعْدَهُ.

১৬২৫. আবূ কামিল ও মুহাম্মদ ইব্‌ন উবায়দ গুবারী (র)...... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী ﷺ-কে জিজ্ঞেস করল...... দু' জনই পূর্বানুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে "পরের বছরের মাথায় এক ব্যক্তি তাকে প্রশ্ন করল"...... এবং এর পরবর্তী বিবরণ তাঁদের দু'জনের হাদীসে নেই।

١٦٢٦- وَحَدَّثَنَا هرُوْنُ بْنُ مَعْرُف وَسُرَيْجُ بْنُ يُوْنُس وَابُوْ كُرَيْب جَمِيْعًا عَنِ ابْنِ ابِىْ زَائدَةَ قَالَ هرُوْنُ حَدَّثَنَا ابْنُ ابِىْ زَئِدَةَ اَخْبَرَنِىْ عَاصِمُ الاَحْوَلُ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ شَقِيْقٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ انَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ بَادِرُوْا الصُّبْحَ بِالْوِتْرِ.

১৬২৬. হারূন ইব্‌ন মা'রূফ, সুরায়হ্ ইব্‌ন ইউনুস ও আবূ কুরায়ব (র)...... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন, 'ভোর হওয়ার আগেই বিত্‌র আদায় করে নাও।'

١٦٢٧- وحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثُ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ رُمْحٍ قَالَ اَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ مَنْ صَلَّى مِنَ اللَّيْلِ فَلْيَجْعَلْ اخِرَ صَلاَتِهِ وِتْرًا فَانَّ رَسُوْلَ اللّهِ ﷺ كَانَ يَأْمُرُ بِذَالِكَ.

১৬২৭. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ ও ইব্‌ন রুমহ্ (র)...... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি রাতে সালাত আদায় করে, সে যেন বিত্‌রকে তার শেষ সালাত বানায়। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এ আদেশ করতেন।

١٦٢٨- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنِ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةُ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ ح وَحَدَّثَنِىْ زُهَيْرُبْنُ حَرْبٍ وَابْنُ الْمُثَنَّى قَالاَ حَدَّثَنَا يَحْيى كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اجْعَلُوْا اخِرَ صَلاَتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْرًا.

১৬২৮. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা, ইব্‌ন নুমায়র, যুহায়র ইব্‌ন হারব ও ইবনুল মুসান্না (র)...... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন, তোমরা তোমাদের রাতের শেষ সালাত বিত্‌রকে বানিও।

١٦٢٩- وَحَدَّثَنِىْ هرُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِىْ نَافِعُ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُوْلُ مَنْ صَلَّى مِنَ اللَّيْلِ فَلْيَجْعَلْ اخِرَ صَلاَتِهِ وِتْرًا قَبْلَ الصُّبْحِ كَذَالِكَ كَانَ رَسُوْلُ اللّهِ ﷺ يَأْمُرُهُمْ.

১৬২৯. হারূন ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র)...... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলতেন, রাতের বেলা যে ব্যক্তি সালাত আদায় করবে সে যেন ভোরের আগে বিত্‌রকে শেষ সালাত করে নেয়। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সাহাবাদের এরূপ নির্দেশ দিতেন।

١٦٣٠- حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوْخَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ اَبِىْ التَّيَّاحِ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ مِجْلَزٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ ﷺ الْوِتْرُ رَكْعَةُ مِنْ اخِرِ اللَّيْلِ.

১৬৩০. শায়বান ইব্‌ন ফাররূখ (র)...... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, বিত্‌র হল এক রাক'আত রাতের শেষভাগে।

١٦٣١- وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِىْ مِجْلَزٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ الْوِتْرُ رَكْعَةٌ مِنْ اٰخِرِ اللَّيْلِ.

১৬৩১. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না ও ইব্‌ন বাশ্‌শার (র)........ ইব্‌ন মিজলায (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইব্‌ন উমর (রা)-কে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করতে শুনেছি। তিনি বলেছেন, বিত্‌র রাতের শেষভাগে এক রাক'আত।

١٦٣٢- وَحَدَّثَنِىْ زُهَيْرُبْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ اَبِىْ مِجْلَزٍ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الْوِتْرِ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ رَكْعَةٌ مِنْ اٰخِرِ اللَّيْلِ وَسَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ رَكْعَةٌ مِنْ اٰخِرِ اللَّيْلِ.

১৬৩২. যুহায়র ইব্‌ন হার্‌ব (র)...... আবূ মিজলায (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইব্‌ন আব্বাস (রা)-কে বিত্‌র সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, শেষরাতে এক রাক'আত। আমি ইব্‌ন উমর (রা)-কেও জিজ্ঞেস করলাম। তিনিও বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, রাতের শেষভাগে এক রাক'আত।

١٦٣٣- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ وَهٰرُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالاَ حَدَّثَنَا اَبُوْ أُسَامَةَ عَنِ الْوَلِيْدِ بْنِ كَثِيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُمْ اَنَّ رَجُلاً نَادٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ فِى الْمَسْجِدِ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ كَيْفَ أُوْتِرُ صَلاَةَ اللَّيْلِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ صَلّٰى فَلْيُصَلِّ مَثْنٰى مَثْنٰى فَاِنْ اَحَسَّ اَنْ يُصْبِحَ سَجَدَ سَجْدَةً فَاَوْتَرَتْ لَهُ مَا صَلّٰى قَالَ اَبُوْ كُرَيْبٍ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ وَلَمْ يَقُلِ ابْنِ عُمَرَ.

১৬৩৩. আবূ কুরায়ব ও হারূন ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র)...... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে ডাক দিয়ে জিজ্ঞেস করল, তখন তিনি মসজিদে ছিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি রাতের সালাতকে কিরূপে বিত্‌র করব? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, যে সালাত আদায় করতে চায়, সে যেন দুই দুই (রাক'আত) করে আদায় করে। যখন ভোর হয় বলে অনুভব করবে, তখন যেন এক রাক'আত আদায় করে নেয়। এটি সে যে সালাত আদায় করেছে, তাকে বিত্‌র বানিয়ে দেবে। আবূ কুরায়ব (র)-এর বর্ণনায় উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন আবদুল্লাহ রয়েছে, 'তিনি ইব্‌ন 'উমর বলেন নি'।

١٦٣٤- وَحَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ وَاَبُوْ كَامِلٍ قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادُبْنُ زَيْدٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ سِيْرِيْنَ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ قُلْتُ أَرَاَيْتَ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلاَةِ الْغَدَاةِ أَأُطِيْلُ فِيْهِمَا الْقِرَاءَةَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ

اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّى بِنَ اللَّيْلِ مَثْنٰى مَثْنٰى وَيُوْتِرُ بِرَكْعَةٍ قَالَ قُلْتُ اِنِّىْ لَسْتُ عَنْ هٰذَا اَسْأَلُكَ قَالَ اِنَّكَ لَضَخْمٌ اَلاَ تَدَعْنِىْ اَسْتَقْرِئُ اَلَكَ الْحَدِيْثَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّى مِنَ اللَّيْلِ مَثْنٰى مَثْنٰى وَيُوْتِرُ بِرَكْعَةٍ وَيُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْغَدَاةِ كَأَنَّ الاَذَانَ بِاُذُنَيْهِ قَالَ خَلَفٌ اَرَأَيْتَ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْغَدَاةِ وَلَمْ يَذْكُرْ صَلاَةً .

১৬৩৪. খালফ্ ইব্‌ন হিশাম ও আবূ কামিল (র)...... আনাস ইব্‌ন সীরীন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইব্‌ন উমর (র)-কে জিজ্ঞেস করলাম, ভোরের সালাতের আগের দু' রাক'আত সম্পর্কে আপনার কি অভিমত, আমি কি তাতে কিরা'আত দীর্ঘ করব? তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রাতে দুই দুই (রাক'আত) করে সালাত আদায় করতেন এবং এক রাক'আত দিয়ে বিত্‌র করতেন। আনাস (র) বলেন, আমি বললাম, আমি তো এ বিষয় আপনাকে জিজ্ঞেস করছি না। তিনি বললেন, তুমি তো স্থূলবুদ্ধির লোক। তুমি কি আমাকে পুরো হাদীস বলার অবকাশ দিবে না? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রাত্রিকালে দুই দুই রাক'আত আদায় করতেন এবং এক রাক'আত দিয়ে বিত্‌র করতেন এবং ফজরের আগে দু' রাক'আত সুন্নাত এত দ্রুত আদায় করতেন যেন আযান অর্থাৎ ইকামত তাঁর কানে বাজছে। খালফ (র) তাঁর রিওয়ায়াতে বলেছেন, ফজরের আগের দু' রাক'আত সম্পর্কে আপনার অভিমত কি? তিনি 'সালাত' শব্দ উল্লেখ করেননি।

١٦٣٥- وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنّٰى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَنَسِ بْنِ سِيْرِيْنَ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ بِمِثْلِهِ وَزَادَ وَيُوْتِرُ بِرَكْعَةٍ مِنْ اٰخِرِ اللَّيْلِ وَفِيْهِ فَقَالَ بَهْ بَهْ اِنَّكَ لَضَخْمٌ.

১৬৩৫. ইবনুল মুসান্না ও ইব্‌ন বাশ্‌শার (র)....... আনাস ইব্‌ন সীরীন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইব্‌ন উমর (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম........ পূর্বোক্ত রিওয়ায়াতের অনুরূপ। তিনি অতিরিক্ত বলেছেন, রাতের শেষভাগে এক রাক'আত দিয়ে বিত্‌র আদায় করতেন। তাতে আরো রয়েছে, বাঃ বাঃ তুমি তো বড় স্থূলবুদ্ধির লোক।

١٦٣٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُبْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ حُرَيْثٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يُحَدِّثُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ صَلاَةُ اللَّيْلِ مَثْنٰى مَثْنٰى فَاِذَا رَأَيْتَ اَنَّ الصُّبْحَ يُدْرِكُكَ فَاَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ فَقِيْلَ لاِبْنِ عُمَرَ مَامَثْنٰى مَثْنٰى قَالَ اَنْ تُسَلِّمَ فِىْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ.

১৬৩৬. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না (র)...... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, রাতের সালাত দুই দুই (রাক'আত); পরে যখন তুমি দেখবে যে, সুব্‌হে সাদিক তোমাকে পেয়ে বসেছে, তখন তুমি এক (রাক'আত) দিয়ে বিত্‌র আদায় করে নেবে। ইব্‌ন উমর (রা)-কে জিজ্ঞেস করা হল, দুই দুই কি? তিনি বললেন, প্রতি দুই রাক'আতে তুমি সালাম ফিরাবে।

١٦٣٧- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنِ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْاَعْلٰى بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ يَحْيٰى بْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ عَنْ اَبِىْ نَضْرَةَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ اَوْتِرُوْا قَبْلَ اَنْ تُصْبِحُوْا.

১৬৩৭. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)...... আবূ সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন, ভোর হওয়ার আগেই তোমরা বিত্‌র আদায় করে নেবে।

١٦٣٨- وَحَدَّثَنِىْ اِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ شَيْبَانَ عَنْ يَحْيٰى قَالَ اَخْبَرَنِىْ اَبُوْنَضْرَةَ الْعَوَقِىُّ اَنَّ اَبَا سَعِيْدٍ اَخْبَرَ هُمْ اَنَّهُمْ سَأَلُوْا النَّبِىَّ ﷺ عَنِ الْوِتْرِ فَقَالَ اَوْتِرُوْا قَبْلَ الصُّبْحِ.

১৬৩৮. ইসহাক ইব্‌ন মানসূর (র)...... আবূ সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ-কে বিত্‌র সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, সুব্‌হে সাদিক-এর আগের বিত্‌র আদায় করবে।

١٦٣٩- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِبْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا حَفْصٌ وَاَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ خَافَ اَنْ لاَيَقُوْمَ مِنْ اٰخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوْتِرْ اَوَّلَهُ وَمَنْ طَمِعَ اَنْ يَقُوْمَ اٰخِرَه فَلْيُوْتِرْ اٰخِرَ اللَّيْلِ فَاِنَّ صَلاَةَ اٰخِرِ اللَّيْلِ مَشْهُوْدَةٌ وَذَالِكَ اَفْضَلُ وَقَالَ اَبُوْ مُعَاوِيَةَ مَحْضُوْرَةٌ.

১৬৩৯. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)...... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যার আশংকা থাকে যে, শেষরাতে সে উঠতে পারবে না, সে যেন প্রথম রাতেই বিত্‌র আদায় করে নেয়। আর যে ব্যক্তি শেষ রাতে উঠতে পারবে বলে আশা রাখে, সে যেন রাতের শেষভাগে বিত্‌র আদায় করে। কেননা শেষ রাতের সালাত রহমতের ফেরেশতার উপস্থিতির কাল এবং তাই উত্তম। রাবী আবূ মু'আবিয়া (র) مَشْهُوْدَةٌ শব্দের স্থলে مَحْضُوْرَةٌ শব্দ বলেছেন (অর্থ একই)।

١٦٤٠- وَحَدَّثَنِىْ سَلَمَةُ بْنُ شَبِيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ اَعْيَنَ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْقِلُ وَهُوَ ابْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِىْ الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ اَيُّكُمْ خَافَ اَنْ لاَيَقُوْمَ مِنْ اٰخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوْتِرْ ثُمَّ لْيَرْقُدْ وَمَنْ وَثِقَ بِقِيَامٍ مِنَ اللَّيْلِ فَلْيُوْتِرْ مِنْ اٰخِرِه فَاِنَّ قِرَاءَةَ اٰخِرِ اللَّيْلِ مَحْضُوْرَةٌ وَذَالِكَ اَفْضَلُ.

১৬৪০. সালামা ইব্‌ন শাবীব (র)...... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তোমাদের যার আশংকা হবে যে, শেষরাতে সে উঠতে পারবে না, সে যেন বিত্‌র আদায় করে ঘুমিয়ে পড়ে। আর যে রাতে ওঠার ব্যাপারে আস্থাবান, সে যেন শেষরাতে বিত্‌র আদায় করে। কেননা শেষরাতের কিরা'আত (ফেরেশ্‌তাদের) উপস্থিতির সময় এবং তা উত্তম।

١٦٤١- حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ اَخْبَرَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ اَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَفْضَلُ الصَّلاَةِ طُوْلُ الْقُنُوْتِ.

১৬৪১. আব্দ ইব্ন হুমায়দ (র)...... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, উত্তম সালাত দীর্ঘ সময় দাঁড়ান (অর্থাৎ লম্বা কিরা'আতের সালাত)।

١٦٤٢- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَاَبُوْ كُرَيْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الاَعْمَشُ عَنْ اَبِىْ سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَىُّ الصَّلاَةِ اَفْضَلُ قَالَ طُوْلُ الْقُنُوْتِ قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الاَعْمَشِ.

১৬৪২. আবূ বাক্র ইব্ন আবূ শায়বা ও আবূ কুরায়ব (র)...... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করা হল কোন সালাত উত্তম? তিনি বললেন, দীর্ঘ সময় দাঁড়ান।

١٦٤٣- وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ فِى اللَّيْلِ لَسَاعَةً لاَيُوَافِقُهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللّٰهَ خَيْرًا مِنْ اَمْرِ الدُّنْيَا وَالاٰخِرَةِ اِلاَّ اَعْطَاهُ اِيَّاهُ وَذَالِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ.

১৬৪৩. উসমান ইব্ন আবূ শায়বা (র)...... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ-কে আমি বলতে শুনেছি, রাত্রিকালে এমন একটি সময় রয়েছে যে, কোন মুসলমান ব্যক্তি আল্লাহ্র কাছে দুনিয়া-আখিরাতের কোন কল্যাণের প্রার্থনা করা অবস্থায় যদি সময়টির আনুকূল্য পায়, তবে আল্লাহ্ অবশ্যই তাকে তা দান করবেন। আর তা রয়েছে প্রতি রাতে।

١٦٤٤- وَحَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ اَعْيَنَ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ مِنَ اللَّيْلِ سَاعَةً لاَيُوَا فِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللّٰهَ خَيْرًا اِلاَّ اَعْطَاهُ اِيَّاهُ.

১৬৪৪. সালামা ইব্ন শাবীব (র)...... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, রাতের এমন একটি ক্ষণ রয়েছে যে, কোন মুসলমান বান্দা আল্লাহ্র কাছে কোন কল্যাণের প্রার্থনারত অবস্থায় সে সময়টি পেয়ে গেলে আল্লাহ্ তাকে তা অবশ্যই দান করবেন।

١٦٤٥- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَبِى عَبْدِ اللّٰهِ الاَغَرِّ وَعَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالى كُلَّ لَيْلَةٍ اِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِيْنَ يَبْقى ثُلُثُ اللَّيْلِ الاٰخِرُ فَيَقُوْلُ مَنْ يَدْعُوْنِىْ فَاَسْتَجِيْبُ لَهُ وَمَنْ يَسْأَلُنِىْ فَاُعْطِيَهُ وَمَنْ يَسْتَغْفِرُنِىْ فَاَغْفِرُلَهُ.

১৬৪৫. ইয়াহ্য়া ইব্ন ইয়াহ্য়া (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, আমাদের বরকতময় ও মহান প্রতিপালক প্রতি রাতে রাতের শেষ তৃতীয়াংশ অবশিষ্ট থাকার সময় নিকটবর্তী আসমানে অবতরণ করেন এবং বলতে থাকেন, কে আছে আমাকে ডাকবে, আমি তার ডাকে সাড়া দেব; কে আছে আমার কাছে প্রার্থনা করবে, আমি তাকে দিয়ে দেব; কে আছে আমার কাছে মাগফিরাত কামনা করবে, আমি তাকে মাফ করে দেব।

١٦٤٦- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمنِ الْقَارِىُّ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِىْ صَالِحٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ يَنْزِلُ اللّٰهُ اِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا كُلَّ لَيْلَةٍ حِيْنَ يَمْضِىْ ثُلُثُ اللَّيْلِ الاَوَّلُ فَيَقُوْلُ اَنَا الْمَلِكُ اَنَا الْمَلِكُ مَنْ ذَاالَّذِىْ يَدْعُوْنِىْ فَاَسْتَجِيْبَ لَهُ مَنْ ذَاالَّذِىْ يَسْاَلُنِىْ فَاُعْطِيَهُ مَنْ ذَاالَّذِىْ يَسْتَغْفِرُنِىْ فَاَغْفِرَ لَهُ فَلاَ يَزَالُ كَذَالِكَ حَتّٰى يُضِىْءَ الْفَجْرُ.

১৬৪৬. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, প্রতি রাতে যখন রাতের প্রথম তৃতীয়াংশ অতিক্রান্ত হয়ে যায়, তখন আল্লাহ্ নিকটবর্তী আসমানে অবতরণ করেন আর বলতে থাকেন, আমিই বাদশাহ্। কে আছে এমন যে আমাকে ডাকবে, আমি তার ডাকে সাড়া দেব; কে আছে এমন যে আমার কাছে প্রার্থনা করবে, আমি তাকে দিয়ে দেব; কে আছে এমন যে, আমার কাছে ক্ষমা চাইবে, আমি তাকে ক্ষমা করে দেব। ফজর উদ্ভাসিত হওয়া পর্যন্ত এভাবেই চলতে থাকে।

١٦٤٧- حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ اَخْبَرَنَا اَبُو الْمُغِيْرَةِ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَوْزَاعِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى حَدَّثَنَا اَبُوْ سَلْمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمنِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا مَضٰى شَطْرُ اللَّيْلِ اَوْ ثُلُثَاهُ يَنْزِلُ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى اِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَقُوْلُ هَلْ مِنْ سَائِلٍ يُعْطٰى هَلْ مِنْ دَاعٍ يُسْتَجَابُ لَه هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ يُغْفَرُ لَه حَتّٰى يَنْفَجِرَ الصُّبْحُ.

১৬৪৭. ইসহাক ইব্ন মানসূর (র)....... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, রাতের অর্ধেক কিংবা দুই-তৃতীয়াংশ অতিক্রান্ত হয়ে গেলে আল্লাহ্ তা'আলা নিকটবর্তী আসমানে অবতরণ করে বলতে থাকেন, আছে কি কোন প্রার্থী? তাকে প্রদান করা হবে; আছে কি কোন দু'আকারী? তার দু'আ কবূল করা হবে; আছে কি কোন ক্ষমাপ্রার্থী? তাকে ক্ষমা করে দেয়া হবে; এরূপ চলতে থাকে ভোর প্রকাশিত হওয়া পর্যন্ত।

١٦٤٨- حَدَّثَنِىْ حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَاضِرُ اَبُو الْمُوَرِّعِ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ ابْنُ مَرْجَانَةَ قَالَ سَمِعْتُ اَبَاهُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَنْزِلُ اللّٰهُ فِى السَّمَاءِ الدُّنْيَا لِشَطْرِ اللَّيْلِ اَوْ لِثُلُثِ اللَّيْلِ الاٰخِرِ فَيَقُوْلُ مَنْ يَدْعُوْنِىْ فَاَسْتَجِيْبَ لَه اَوْ يَسْاَلُنِىْ

فَأُعْطِيَهُ ثُمَّ يَقُوْلُ مَنْ يُقْرِضُ غَيْرَ عَدِيْمٍ وَلاَظَلُوْمٍ (قَالَ مُسْلِمٌ) اِبْنُ مَرْجَانَةَ هُوَ سَعِيْدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ وَمَرْجَانَةُ أُمُّهُ.

১৬৪৮. হাজ্জাজ ইব্ন শাইর (র)...... ইব্ন মারজানা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবূ হুরায়রা (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, রাতের আধাআধির সময় কিংবা রাতের শেষ তৃতীয় ভাগের সময় মহান আল্লাহ্ দুনিয়ার আসমানে অবতরণ করেন এবং বলতে থাকেন, কে আমাকে ডাকবে? আমি তার ডাকে সাড়া দেব; কিংবা কে আমার কাছে প্রার্থনা করবে? আমি তাকে দিয়ে দেব। অতঃপর বলতে থাকেন, কে আছে করয দেবে এমন সত্তাকে যিনি নিঃস্ব নন এবং যিনি যুলুম করেন না। মুসলিম (র) বলেন, ইব্ন মারাজানা হচ্ছেন সাঈদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র) এবং মারজানা (রা) হচ্ছেন তাঁর মাতা।

١٦٤٩- حَدَّثَنَا هٰرُوْنُ بْنُ سَعِيْدٍ الْاَيْلِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِىْ سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعِيْدٍ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ وَزَادَ ثُمَّ يَبْسُطُ يَدَيْهِ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى يَقُوْلُ مَنْ يُقْرِضُ غَيْرَ عَدُوْمٍ وَلاَظَلُوْمٍ.

১৬৪৯. হারূন ইব্ন সাঈদ আয়লী (র)...... সা'দ ইব্ন সাঈদ (রা) উপরোক্ত সনদে বর্ণিত এবং তিনি অতিরিক্ত বর্ণনা করেন, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর দু' হাত প্রসারিত করে বলতে থাকেন, কে আছে করয দেবে এমন সত্তাকে যিনি নিঃস্ব নন এবং যিনি যুলুম করেন না।

١٦٥٠- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ وَاَبُوْ بَكْرِ ابْنَا اَبِىْ شَيْبَةَ وَاِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الْحَنْظَلِىُّ (وَاللَّفْظُ لاَبْنَىْ اَبِىْ شَيْبَةَ) قَالَ اِسْحٰقُ اَخْبَرَنَا وَقَالَ الْاٰخَرَانِ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنِ الاَغَرِّ اَبِىْ مُسْلِمٍ يَرْوِيْهِ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ وَاَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالاَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ يُمْهِلُ حَتّٰى اِذَا ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ الاَوَّلِ نَزَلَ اِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَقُوْلُ هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ هَلْ مِنْ تَائِبٍ مَنْ سَائِلٍ هَلْ مَنْ دَاعٍ حَتّٰى يَنْفَجِرَ الْفَجْرُ.

১৬৫০. আবূ শায়বার পুত্র উসমান ও আবূ বাক্র এবং ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম হানযালী (র)...... আবূ সাঈদ ও আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তাঁরা বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ্ অপেক্ষা করতে থাকেন। অবশেষে রাতের প্রথম তৃতীয়াংশ অতিবাহিত হয়ে গেলে তিনি নিকটবর্তী আসমানে অবতরণ করে বলেন, কেউ কি আছে মাগফিরাতকামী? কেউ কি আছে তাওবাকারী? কেউ কি আছে প্রার্থনাকারী? কেউ কি আছে দু'আকারী? এরূপ বলতে থাকেন ফজর উদ্ভাসিত হওয়া পর্যন্ত।

١٦٥١- وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُبْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ غَيْرَ اَنَّ حَدِيْثَ مَنْصُوْرٍ اَتَمُّ وَاَكْثَرُ.

১৬৫১. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না ও ইব্ন বাশ্শার (র)...... শু'বা সূত্রে ইসহাক (র) থেকে উপরোক্ত সনদে বর্ণনা করেন। তবে মানসূর (র) বর্ণিত আবূ ইসহাক (র)-এর হাদীসটি অধিক পূর্ণাঙ্গ ও অধিক বিবরণ সম্বলিত।

١٨- بَابُ التَّرْغِيْبِ فِىْ قِيَامِ رَمَضَانَ وَهُوَ التَّرَاوِيْحُ

১৮. পরিচ্ছেদ : কিয়ামে রমযান অর্থাৎ তারাবীহ্ সম্পর্কে উৎসাহ দান

١٦٥٢- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى قَالَ قَرَأْتُ عَلٰى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ اِيْمَانًا وَاِحْتِسَابًا غُفِرَلَهٗ مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهٖ.

১৬৫২. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি ঈমান ও নিষ্ঠার সাথে (সাওয়াব প্রাপ্তির বিশ্বাস নিয়ে) রমযানে রাত্রি জাগরণ করে (তারাবীহ পড়ে), তার পূর্ববর্তী গুনাহ মা'ফ করে দেওয়া হয়।

١٦٥٣- وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُرَغِّبُ فِىْ قِيَامِ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ اَنْ يَأْمُرَ هُمْ فِيْهِ بِعَزِيْمَةٍ فَيَقُوْلُ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ اِيْمَانًا وَاِحْتِسَابًا غُفِرَلَهٗ مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهٖ فَتُوُفِّىَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَالاَمْرُ عَلٰى ذَالِكَ ثُمَّ كَانَ الْاَمْرُ عَلٰى ذَالِكَ فِىْ خِلَافَةِ اَبِىْ بَكْرٍ وَصَدْرًا مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ عَلٰى ذَالِكَ.

১৬৫৩. আব্দ ইব্ন হুমায়দ (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রমযানে রাত্রি জাগরণের জন্য অবশ্য পালনীয় নির্দেশ না দিয়ে তাদের উৎসাহিত করতেন। তিনি বলতেন, যে ব্যক্তি ঈমান ও নিষ্ঠার সাথে রমযানে রাত্রি জাগরণ করবে, তার বিগত গুনাহ মা'ফ করে দেয়া হবে এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর ওফাত হয় আর বিষয়টি এরূপই ছিল। পরে আবূ বাকর (রা)-এর খিলাফত যুগে অবস্থা অনুরূপ থাকে, উমর (রা-এর খিলাফতের প্রথমদিকেও অবস্থা অনুরূপ অব্যাহত ছিল।

١٦٥٤- وَحَدَّثَنِىْ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ عَنْ يَحْيَى ابْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُمْ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ اِيْمَانًا وَاِحْتِسَابًا غُفِرَ لَهٗ مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهٖ وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ اِيْمَانًا وَاِحْتِسَابًا غُفِرَ لَهٗ مَتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهٖ.

১৬৫৪. যুহায়র ইব্ন হারব (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি ঈমান ও সাওয়াবের আশায় রমযানের সিয়াম পালন করবে তার পূর্ববর্তী গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে। আর যে ব্যক্তি লায়লাতুল কাদ্‌রে ঈমান ও সাওয়াবের আশায় রাত জাগরণ (ইবাদত) করবে, তার পূর্ববর্তী গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে।

١٦٥٥- وَحَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ قَالَ حَدَّثَنِيْ وَرْقَاءُ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَنْ يَقُمْ لَيْلَةَ الْقَدْرِ فَيُوَافِقُهَا (اُرَاهُ قَالَ) اِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَلَهُ.

১৬৫৫. মুহাম্মদ ইব্ন রাফি (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি লায়লাতুল কাদ্‌রে রাত জাগরণ করে রাবী বলেন, আমার ধারণা যে তিনি বলেছেন, ঈমান ও সাওয়াবের আশায়, তাকে ক্ষমা করে দেয়া হবে।

١٦٥٦- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى قَالَ قَرَأْتُ عَلٰى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ صَلّٰى فِى الْمَسْجِدِ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَصَلّٰى بِصَلَاتِهٖ نَاسٌ ثُمَّ صَلّٰى مِنَ الْقَابِلَةِ فَكَثُرَ النَّاسُ ثُمَّ اجْتَمَعُوْا مِنَ اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ اَوِ الرَّابِعَةِ فَلَمْ يَخْرُجْ اِلَيْهِمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَلَمَّا اَصْبَحَ قَالَ قَدْ رَأَيْتُ الَّذِىْ صَنَعْتُمْ فَلَمْ يَمْنَعْنِىْ مِنَ الْخُرُوْجِ اِلَيْكُمْ اِلاَّ اَنِّىْ خَشِيْتُ اَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ قَالَ وَذَالِكَ فِىْ رَمَضَانَ.

১৬৫৬. ইয়াহ্‌য়া ইব্ন ইয়াহ্‌য়া (র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এক রাতে মসজিদে সালাত আদায় করলেন। তখন তাঁর সঙ্গে লোকজন সালাত আদায় করল। এরপর পরবর্তী রাতে তিনি সালাত আদায় করলেন, এতে বহু লোক হল। পরে তৃতীয় কিংবা চতর্থ রাতেও তাঁরা সমবেত হলেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁদের কাছে আসলেন না। পরে সকালে তিনি বললেন, তোমরা যা করেছ তা তো আমি দেখেছি। তোমাদের কাছে বের হয়ে আসতে আমাকে শুধু এ-ই বাধা দিয়েছে যে, আমি আশংকা করছিলাম, সে সালাত তোমাদের উপর ফরয হয়ে যেতে পারে। এ ঘটনা রমযানের।

١٦٥٧- وَحَدَّثَنِىْ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيٰى قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ بْنُ يَزِيْدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ اَنَّ عَائِشَةَ اَخْبَرَتْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ خَرَجَ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ فَصَلّٰى فِى الْمَسْجِدِ فَصَلّٰى رِجَالٌ بِصَلَاتِهٖ فَاَصْبَحَ النَّاسُ يَتَحَدَّثُوْنَ بِذَالِكَ فَاجْتَمَعَ اَكْثَرُ مِنْهُمْ فَخَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِى اللَّيْلَةِ الثَّانِيَةِ فَصَلُّوْا بِصَلَاتِهٖ فَاَصْبَحَ النَّاسُ يَذْكُرُوْنَ ذٰلِكَ فَكَثُرَ اَهْلُ الْمَسْجِدِ مِنَ اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ فَخَرَجَ فَصَلُّوْا بِصَلَاتِهٖ فَلَمَّا كَانَتِ اللَّيْلَةُ الرَّابِعَةُ عَجَزَ الْمَسْجِدُ عَنْ اَهْلِهٖ فَلَمْ يَخْرُجْ اِلَيْهِمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَطَفِقَ رِجَالٌ مِنْهُمْ يَقُوْلُوْنَ الصَّلَاةَ فَلَمْ يَخْرُجْ اِلَيْهِمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى خَرَجَ لِصَلَاةِ الْفَجْرِ فَلَمَّا قَضَى الْفَجْرَ اَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ ثُمَّ تَشَهَّدَ فَقَالَ اَمَّا بَعْدُ فَاِنَّهُ لَمْ يَخْفَ عَلَىَّ شَأْنُكُمُ اللَّيْلَةَ وَلٰكِنِّىْ خَشِيْتُ اَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ صَلَاةُ اللَّيْلِ فَتَعْجِزُوْا عَنْهَا.

১৬৫৭. হারমালা ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মধ্যরাতে বেরিয়ে মসজিদে সালাত আদায় করলেন। তখন একদল লোক তাঁর সঙ্গে সালাত আদায় করল এবং সকালে লোকেরা এ বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করল। ফলে তাদের চাইতে অনেক বেশি লোক সমবেত হল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দ্বিতীয় রাতে বের হলেন এবং লোকেরা তাঁর সঙ্গে সালাত আদায় করল। এদিন সকালেও লোকেরা বিষয়টি আলোচনা করতে থাকল। এতে তৃতীয় রাতে মসজিদের লোক সংখ্যা আরো বেশি হল। তখন নবী ﷺ বের হয়ে এলেন। লোকেরা তাঁর সঙ্গে সালাত আদায় করল। চতুর্থ রাতে মসজিদ লোকদের স্থান সংকুলানে অক্ষম হল। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁদের কাছে বের হলেন না। তখন তাদের মাঝে কিছু লোক বলতে লাগল, সালাত! সালাত! রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তখনও তাঁদের কাছে বের হলেন না। অবশেষে ফজরের সালাতের জন্য বের হলেন। ফজরের সালাত আদায় করার পরে লোকদের দিকে মুখ করলেন এবং তাশাহ্হুদ পাঠের পরে বললেন, আজ রাতে তোমাদের অবস্থা আমার কাছে গোপন থাকে নি। তবে আমার আশংকা হয়েছিল যে, পাছে রাতের (তারাবীহ্) সালাত তোমাদের উপর ফরয হয়ে যায়; আর তোমরা তা পালনে অক্ষম হও।

١٩- بَابُ النَّدْبِ الاَكِيْدِ اِلى قِيَامِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَبَيَانِ دَلِيْلِ مَنْ قَالَ اَنَّهَا لَيْلَةُ سَبْعٍ وَّعِشْرِيْنَ.

১৯. পরিচ্ছেদ : শবে-কাদ্‌রে রাত্রি জাগরণে উৎসাহ দান এবং তা যে সাতাশে রমযান তার প্রমাণ

١٦٥٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُبْنُ مِهْرَانَ الرَّازِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُبْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَوْزَاعِىُّ قَالَ حَدَّثَنِىْ عَبْدَةُ عَنْ زِرٍّ قَالَ سَمِعْتُ اُبَىَّ بْنَ كَعْبٍ يَقُوْلُ وَقِيْلَ لَهُ اِنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ مَسْعُوْدٍ يَقُوْلُ مَنْ قَامَ السَّنَةَ اَصَابَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ فَقَالَ اُبَىٌّ وَاللّٰهِ الَّذِىْ لاَاِلٰهَ اِلاَّ هُوَ اِنَّهَا لَفِىْ رَمَضَانَ (يَحْلِفُ مَايَسْتَثْنِى) وَوَاللّٰهِ اِنِّىْ لاَعْلَمُ اَىُّ لَيْلَةٍ هِىَ هِىَ اللَّيْلَةُ الَّتِىْ اَمَرَنَا بِهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِقِيَامِهَا هِىَ لَيْلَةُ صَبِيْحَةِ سَبْعٍ وَعِشْرِيْنَ وَاَمَارَتُهَا اَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فِىْ يَوْمِهَا بَيْضَاءَ لاَشُعَاعَ لَهَا.

১৬৫৮. মুহাম্মদ ইব্ন মিহরান রাযী (র)...... উবাই ইব্ন কা'ব (রা) থেকে বর্ণিত। যখন তাঁকে বলা হয় যে, আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসঊদ (রা) বলেছেন, যে ব্যক্তি সারা বছর (ইবাদতে) রাত্রি জাগরণ করবে, সে শবে-কাদ্‌র পাবে; তখন উবাই (রা) বললেন, সেই আল্লাহর কসম যিনি ব্যতীত আর কোন মা'বূদ নেই। তা অবশ্যই রমযানে রয়েছে। তিনি কসম করে বলেছিলেন এবং তিনি কোন ব্যতিক্রম ছাড়াই কসম করে বলেছিলেন। আবার তিনি আল্লাহ্‌র কসম খেয়ে বললেন, ভাল করেই জানি যে, সেটি কোন্ রাত; সেটি হল সে রাত যে রাত জেগে ইবাদত করার জন্য রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের হুকুম করেছিলেন। যে রাতের ভোর হয় সাতাশে রমযান। আর সে রাতের আলামত হল এই যে, দিনের সূর্য উদিত হয় শুভ্র হয়ে তাতে (কিরণের) তীব্রতা থাকে না।

١٦٥٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُبْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُبْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَةَ بْنَ اَبِىْ لُبَابَةَ يُحَدِّثُ عَنْ زِرِّبْنِ حُبَيْشٍ عَنْ اُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ قَالَ اُبَىٌّ فِىْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَاللّٰهِ اِنِّىْ لاَعْلَمُهَا وَاَكْثَرُ عِلْمِىْ هِىَ اللَّيْلَةُ الَّتِىْ اَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِقِيَامِهَا هِىَ لَيْلَةُ سَبْعٍ وَّعِشْرِيْنَ

وَاِنَّمَا شَكَّ شُعْبَةُ فِىْ هٰذَا الْحَرْفِ هِىَ اللَّيْلَةُ الَّتِىْ اَمَرَنَا بِهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ وَحَدَّثَنِى بِهَا صَاحِبُ لِىْ عَنْهُ.

১৬৫৯. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না (র)...... উবাই ইব্ন কা'ব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি লায়লাতুল কাদ্‌র সম্পর্কে বলেন, আল্লাহর কসম! আমি তা অবশ্যই জানি এবং আমার অধিক ধারণা যে, সেই রাত, যে রাত জেগে ইবাদত করার জন্য আল্লাহর রাসূল ﷺ আমাদের আদেশ দিয়েছিলেন, সেটি সাতাশের রাত। রাবী শু'বা এ বাক্যে সন্দেহ পোষণ করছেন—'তা সেই রাত যে রাত সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন।' তিনি বলেন, আমার এক সঙ্গী আমাকে তাঁর কাছ থেকে এ কথাটি বর্ণনা করেছেন।

١٦٦٠- وَحَدَّثَنِىْ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا اَبِىْ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ نَحْوَه وَلَمْ يَذْكُرَ اِنَّمَا شَكَّ شُعْبَةُ وَمَا بَعْدَهٗ.

১৬৬০. উবায়দুল্লাহ ইব্ন মু'আয (র)...... শুবা (র) সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেন। তবে শু'বা (র) সন্দেহ প্রকাশ করেছেন এবং পরবর্তী বাক্যটি তিনি উল্লেখ করেননি।

٢٠-بَابُ صَلَاةِ النَّبِىِّ وَدُعَائِه بِاللَّيْلِ.

২০. পরিচ্ছেদ : রাতের বেলা নবী ﷺ-এর সালাত ও দু'আ

١٦٦١- وَحَدَّثَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ هَاشِمِ بْنِ حَيَّانَ الْعَبْدِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ يَعْنِى ابْنَ مَهْدِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بِتُّ لَيْلَةً عِنْدَ خَالَتِىْ مَيْمُوْنَةَ فَقَامَ النَّبِىُّ ﷺ مِنَ الَّيْلِ فَاَتٰى حَاجَتَهٗ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهٗ وَيَدَيْهِ ثُمَّ نَامَ ثُمَّ قَامَ فَاَتَى الْقِرْبَةَ فَاَطْلَقَ شِنَاقَهَا ثُمَّ تَوَضَّاَ وُضُوْءًا بَيْنَ الْوُضُوْئَيْنِ وَلَمْ يُكْثِرْ وَقَدْ اَبْلَغَ ثُمَّ قَامَ فَصَلّٰى فَقُمْتُ فَتَمَطَّيْتُ كَرَاهِيَةَ اَنْ يَرٰى اَنِّىْ كُنْتُ اَنْتَبِهُ لَهٗ فَتَوَضَّاْتُ فَقَامَ فَصَلّٰى فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِه فَاَخَذَ بِيَدِىْ فَاَدَارَنِىْ عَنْ يَمِيْنِه فَتَتَامَّتْ صَلَاةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِنَ اللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً ثُمَّ اضْطَجَعَ فَنَامَ حَتّٰى نَفَخَ وَكَانَ اِذَا نَامَ نَفَخَ فَاَتَاهُ بِلَالٌ فَاٰذَنَهٗ بِالصَّلَاةِ فَقَامَ فَصَلّٰى وَلَمْ يَتَوَضَّاْ وَكَانَ فِىْ دُعَائِه اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ فِىْ قَلْبِىْ نُوْرًا وَفِىْ بَصَرِىْ نُوْرًا وَفِىْ سَمْعِىْ نُوْرًا وَعَنْ يَمِيْنِىْ نُوْرًا وَعَنْ يَسَارِىْ نُوْرًا وَفَوْقِىْ نُوْرًا وَتَحْتِىْ نُوْرًا وَاَمَامِىْ نُوْرًا وَخَلْفِىْ نُوْرًا وَعَظِّمْ لِىْ نُوْرًا قَالَ كُرَيْبٌ وَسَبْعًا فِى التَّابُوْتِ فَلَقِيْتُ بَعْضَ وَلَدِ الْعَبَّاسِ فَحَدَّثَنِىْ بِهِنَّ فَذَكَرَ عَصَبِىْ وَلَحْمِىْ وَدَمِىْ وَشَعْرِىْ وَبَشَرِىْ وَذَكَرَ خَصْلَتَيْنِ.

১৬৬১. আবদুল্লাহ্ ইব্ন হাশিম হায়্যান আল-আব্দী (র)... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার খালা মায়মূনার ঘরে রাত্রি যাপন করলাম। রাতের বেলা এক সময় নবী ﷺ উঠে নিজের প্রয়োজন সমাধা করলেন। তারপর তিনি নিজের হাত-মুখ ধুয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন। পরে (পানির) মশকের কাছে গিয়ে বন্ধন খুললেন। তারপর দুই ওযূর মাঝামাঝি ওযূ করলেন। অতিরিক্ত পানি খরচ করলেন না, তবে পূর্ণাঙ্গ ওযূ করলেন। তারপর দাঁড়িয়ে সালাত শুরু করলেন। আমি জেগে আড়মোড়া দিলাম। আমার পসন্দ ছিল না যে, আমি জেগে জেগে তাঁকে লক্ষ্য করছি এটা তিনি বুঝে ফেলুন। এরপর আমি ওযূ করলাম। তিনি দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করছিলেন। আমি তাঁর বামপাশ দাঁড়ালাম। তিনি আমাকে হাতে ধরে ঘুরিয়ে তাঁর ডানদিকে আনলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর রাতের সালাত (তাহাজ্জুদ) তের রাকআত হল। তারপর তিনি শুয়ে পড়লেন এবং ঘুমিয়ে নাক ডাকতে লাগলেন। তিনি ঘুমালে তাঁর নাক ডাকত।[১] তখন বিলাল (রা) এসে তাঁকে সালাতের সময় হওয়ার খবর দিলেন। তিনি উঠে সালাত আদায় করলেন এবং ওযূ করলেন না। (এ রাতে) তাঁর দু'আর মধ্যে ছিল........

"হে আল্লাহ্! আমার অন্তরে নূর দান করুন, আমার দৃষ্টিতে নূর দান করুন, আমার শ্রবণশক্তিতে নূর দান করুন, আমার ডানদিকে নূর, আমার বামদিকে নূর, আমার উপরে নূর, আমার নিচে নূর, আমার সামনে নূর, আমার পিছনে নূর এবং বিরাট নূর দান করুন। রাবী কুরায়ব (র) বলেন, আরও সাতটি বিষয় যা আমার অন্তরে রয়েছে। সালামা ইব্ন কুহায়ল বলেন, এরপর আমি আব্বাস পরিবারের কোন একজনের সঙ্গে সাক্ষাত করলে তিনি ঐ বিষয়গুলো আমাকে বর্ণনা করলেন। আমার শিরায়, আমার গোশ্তে, আমার রক্তে, আমার পশমে এবং আমার ত্বকে....... আরও দু'টি বিষয় বললেন।

١٦٦٢- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى قَالَ قَرَأْتُ عَلٰى مَالِكٍ عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلٰى ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ بَاتَ لَيْلَةً عِنْدَ مَيْمُوْنَةَ اُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ وَهِيَ خَالَتُهُ قَالَ فَاضْطَجَعْتُ فِيْ عَرْضِ الْوِسَادَةِ وَاضْطَجَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَهْلُهُ فِيْ طُوْلِهَا فَنَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى انْتَصَفَ اللَّيْلُ اَوْقَبْلَهُ بِقَلِيْلٍ اَوْبَعْدَهُ بِقَلِيْلٍ اِسْتَيْقَظَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَجَعَلَ يَمْسَحُ النَّوْمَ عَنْ وَجْهِهِ بِيَدِهِ ثُمَّ قَرَأَ الْعَشْرَ الْاٰيَاتِ الْخَوَاتِمَ مِنْ سُوْرَةِ اٰلِ عِمْرَانَ ثُمَّ قَامَ اِلٰى شَنٍّ مُعَلَّقَةٍ فَتَوَضَّأَ مِنْهَا فَاَحْسَنَ وُضُوْءَهُ ثُمَّ قَامَ فَصَلّٰى قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقُمْتُ فَصَنَعْتُ مِثْلَ مَاصَنَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ ذَهَبْتُ فَقُمْتُ اِلٰى جَنْبِهِ فَوَضَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَدَهُ الْيُمْنٰى عَلٰى رَأْسِيْ وَاَخَذَ بِاُذُنِي الْيُمْنٰى يَفْتِلُهَا فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ اَوْتَرَ ثُمَّ اِضْطَجَعَ حَتّٰى جَاءَ الْمُؤَذِّنُ فَقَامَ فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الصُّبْحَ.

১৬৬২. ইয়াহ্‌য়া ইব্ন ইয়াহ্‌য়া (র)...... ইব্ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি তাঁর খালা উম্মুল মুমিনীন মায়মূনা (রা)-এর কাছে একবার রাত্রি যাপন করেন। তিনি বলেন, আমি বিছানার প্রস্থে শয়ন করলাম এবং

১. ঘুমের সময় ছন্দোবদ্ধ হালকা নাক ডাকা স্বাস্থ্য বিজ্ঞান মতে সুস্বাস্থ্যের পরিচায়করূপে স্বীকৃত-অনুবাদক।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ও তাঁর স্ত্রী (মায়মূনা) শয়ন করলেন তার দৈর্ঘ্যে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ঘুমিয়ে পড়লেন। রাতের অর্ধেক হলে অথবা তার কিছু আগে বা কিছু পরে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জাগলেন এবং নিজের হাতে তাঁর চেহারা মুবারক থেকে ঘুমের আমেজ মুছতে লাগলেন। তারপর সূরা আলে ইমরানের শেষ দশ আয়াত পড়লেন। তারপর একটি লটকিয়ে রাখা মশ্কের কাছে গিয়ে তার থেকে ওযূ করলেন এবং উত্তমরূপে ওযূ করলেন। তারপর দাঁড়িয়ে সালাত শুরু করলেন। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, আমিও উঠে তেমনই করলাম যেমন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ করেছিলেন। পরে আমি গিয়ে তাঁর পাশে দাঁড়ালাম, তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর ডান হাত আমার মাথায় রাখলেন এবং আমার কান ধরে তা মলতে লাগলেন। তখন তিনি দু' রাক'আত সালাত আদায় করলেন, তারপর দু' রাক'আত, তারপর দু' রাক'আত তারপর দু' রাক'আত, তারপর দু' রাক'আত, তারপর বিত্র আদায় করলেন। তারপর শুয়ে পড়লেন। অবশেষে মুয়ায্যিন তাঁর নিকটে এলেন। তিনি উঠে সংক্ষিপ্ত দু' রাক'আত সালাত (ফজরের সুন্নাত) আদায় করলেন। এরপর বের হয়ে ফজরের সালাত আদায় করলেন।

١٦٦٣- وَحَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْفِهْرِيِّ عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ وَزَادَ ثُمَّ عَمَدَ اِلٰى شَجْبٍ مِنْ مَاءٍ فَتَسَوَّكَ وَتَوَضَّأَ وَاَسْبَغَ الْوُضُوْءَ وَلَمْ يُهْرِقْ مِنَ الْمَاءِ اِلاَّ قَلِيْلاً ثُمَّ حَرَّكَنِى فَقُمْتُ وَسَائِرُ الْحَدِيْثِ نَحْوُحَدِيْثِ مَالِكٍ.

১৬৬৩. মুহাম্মদ ইব্ন সালামা মুরাদী (র) উক্ত সনদে...... মাখরামা ইব্ন সুলায়মান (র) থেকে বর্ণনা করেছেন, এতে তিনি অতিরিক্ত বলেছেন, তিনি পানির মশ্ক ঝুলিয়ে রাখার খুঁটির কাছে গেলেন এবং মিস্ওয়াক করলেন ও ওযূ করলেন এবং পূর্ণাঙ্গ ওযূ করলেন। তবে পানি পরিমাণে কমই ঢাললেন। তারপর আমাকে নাড়া দিলে আমি উঠে পড়লাম। হাদীসের বাকী অংশ মালিক (র) বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ।

١٦٦٤- وَحَدَّثَنِى هٰرُوْنُ بْنُ سَعِيْدِ الاَيْلِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرٌو عَنْ عَبْدِ رَبِّهٖ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلٰى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّهٗ قَالَ نِمْتُ عِنْدَ مَيْمُوْنَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عِنْدَهَا تِلْكَ اللَّيْلَةَ فَتَوَضَّأَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ قَامَ فَصَلّٰى فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهٖ فَاَخَذَنِى فَجَعَلَنِى عَنْ يَمِيْنِهٖ فَصَلّٰى فِىْ تِلْكَ اللَّيْلَةِ ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً ثُمَّ نَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى نَفَخَ وَكَانَ اِذَا نَامَ نَفَخَ ثُمَّ اَتَاهُ الْمُؤَذِّنُ فَخَرَجَ فَصَلّٰى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ قَالَ عَمْرٌو فَحَدَّثْتُ بِهٖ بُكَيْرَ بْنَ الْاَشَجِّ فَقَالَ حَدَّثَنِى كُرَيْبٌ بِذٰلِكَ.

১৬৬৪. হারূন ইব্ন সাঈদ আয়লী (র)...... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি নবী ﷺ-এর সহধর্মিণী মায়মূনা (রা)-এর ঘরে শুলাম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ঐ রাতে তাঁর ঘরে ছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ওযূ করার পরে সালাতে দাঁড়ালেন। আমি গিয়ে তাঁর বামপাশে দাঁড়ালাম। তিনি আমাকে ধরে তাঁর ডানপাশে নিয়ে এলেন। তিনি সে রাতে তের রাক'আত সালাত আদায় করলেন, তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ শুয়ে পড়লেন। এমনকি

নাক ডাকতে লাগলেন। তিনি ঘুমিয়ে পড়লে নাক ডাকতেন। এরপর মুয়ায্যিন তাঁর নিকটে এলে তিনি বের হয়ে সালাত আদায় করলেন আর তিনি ওযূ করলেন না। রাবী 'আম্র (র) বলেন, পরে আমি বুকায়র ইব্ন আশাজ্জ (র)-কে এ হাদীস শোনালে তিনি বললেন, কুরায়ব (র) আমাকে এরূপ বর্ণনা করেছেন।

١٦٦٥- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ فُدَيْكٍ قَالَ اَخْبَرَنَا الضَّحَاكُ عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلٰى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بِتُّ لَيْلَةً عِنْدَ خَالَتِىْ مَيْمُوْنَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ فَقُلْتُ لَهَا اِذَا قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاَيْقِظِيْنِىْ فَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقُمْتُ اِلٰى جَنْبِهِ الْاَيْسَرِ فَاَخَذَ بِيَدِىْ فَجَعَلَنِىْ مِنْ شِقِّهِ الْاَيْمَنِ فَجَعَلْتُ اِذَا اَغْفَيْتُ يَأْخُذُ بِشَحْمَةِ اُذُنِىْ قَالَ فَصَلّٰى اِحْدٰى عَشْرَةَ رَكْعَةً ثُمَّ احْتَبٰى حَتّٰى اِنِّىْ لَاَسْمَعُ نَفَسَهُ رَاقِدًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ الْفَجْرُ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ.

১৬৬৫. মুহাম্মদ ইব্ন রাফি (র)...... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক রাতে আমি আমার খালা মায়মূনা বিনত হারিস (রা)-এর ঘরে রাত্রি যাপন করলাম এবং আমি তাঁকে বলে রাখলাম যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন উঠেন তখন আমাকে জাগিয়ে দিবেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উঠে (সালাতে) দাঁড়ালেন। তখন আমি তাঁর বামপাশে দাঁড়ালাম। তিনি আমার হাত ধরে আমাকে তাঁর ডানপাশে নিয়ে এলেন। এরপর আমি তন্দ্রাচ্ছন্ন হলেই তিনি আমার কানের লতি ধরতেন (ধরে মোচড় দিতেন)। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, তিনি তখন এগার রাক'আত সালাত আদায় করলেন। তারপর হাঁটু খাড়া করে দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে বসলেন। অবশেষে আমি তাঁর ঘুমন্ত অবস্থায় শ্বাসের আওয়াজ শুনতে লাগলাম। পরে ফজর প্রকাশ পেলে তিনি সংক্ষিপ্ত দু' রাকআত (সালাত) আদায় করলেন।

١٦٦٦- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عُمَرَ وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ ابْنُ اَبِىْ عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَا عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلٰى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّهُ بَاتَ عِنْدَ خَالَتِهِ مَيْمُوْنَةَ فَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنَ اللَّيْلِ فَتَوَضَّأَ مِنْ شَنٍّ مُعَلَّقٍ وُضُوْءًا خَفِيْفًا (قَالَ وَصَفَ وُضُوْءَهُ وَجَعَلَ يُخَفِّفُهُ وَيُقَلِّلُهُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ) فَقُمْتُ فَصَنَعْتُ مِثْلَ مَاصَنَعَ النَّبِىُّ ﷺ ثُمَّ جِئْتُ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَاَخْلَفَنِىْ فَجَعَلَنِىْ عَنْ يَمِيْنِهِ فَصَلّٰى ثُمَّ اضْطَجَعَ فَنَامَ حَتّٰى نَفَخَ ثُمَّ اَتَاهُ بِلَالٌ فَاٰذَنَهُ بِالصَّلَاةِ فَخَرَجَ فَصَلَّى الصُّبْحَ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ قَالَ سُفْيَانُ وَهٰذَا لِلنَّبِىِّ ﷺ خَاصَّةً لِاَنَّهُ بَلَغَنَا اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ تَنَامُ عَيْنَاهُ وَلَا يَنَامُ قَلْبُهُ.

১৬৬৬. ইব্ন আবূ উমর ও মুহাম্মদ ইব্ন হাতিম (র)...... ইব্ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি তাঁর খালা মায়মূনা (রা)-এর ঘরে রাত যাপন করলন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রাতে উঠে একটি লট্কানো পুরানো মশ্ক থেকে হাল্কাভাবে ওযূ করলেন। বর্ণনাকারী [কুয়ারব (র)] বলেন, ইব্ন আব্বাস (রা) নবী ﷺ এর ওযূর বিবরণ দিতে

গিয়ে তাঁর স্বল্পতা ও হাল্কাভাবের ব্যাখ্যা দিলেন। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, আমিও উঠে দাঁড়ালাম এবং নবী ﷺ যেরূপ করেছিলেন আমি সেরূপ করলাম। তারপর এসে তাঁর বামপাশে দাড়ালাম। তিনি আমাকে পিছন দিক দিয়ে ঘুরিয়ে আমাকে তাঁর ডানপাশে নিলেন। তারপর সালাত আদায় করে শুয়ে পড়লেন এবং ঘুমিয়ে নাক ডাকতে লাগলেন। এরপর বিলাল (রা) তাঁর নিকট এসে ডাকে সালাতের (সময় হওয়ার) খবর দেন। তখন তিনি বের হয়ে গিয়ে ফজরের সালাত আদায় করলেন কিন্তু ওযূ করলেন না। সুফিয়ান (র) বলেন, এ ব্যাপার (ঘুমে ওযূ ভঙ্গ না হওয়া) নবী ﷺ-এর জন্য খাস, কেননা,আমাদের কাছে হাদীস পৌছেছে যে, তাঁর দু' চোখ নিদ্রা যায় কিন্তু তাঁর অন্তর নিদ্রা যায় না।

١٦٦٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُبْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةَ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بِتُّ فِىْ بَيْتِ خَالَتِىْ مَيْمُوْنَةَ فَبَقَيْتُ كَيْفَ يُصَلِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فَقَامَ فَبَالَ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهٗ وَكَفَّيْهِ ثُمَّ نَامَ ثُمَّ قَامَ اِلَى الْقِرْبَةِ فَاَطْلَقَ شِنَاقَهَا ثُمَّ صَبَّ فِى الْجَفْنَةِ اَوِ الْقَصْعَةِ فَاَكَبَّهٗ بِيَدِهٖ عَلَيْهَا ثُمَّ تَوَضَّأَ وَضُوْئًا حَسَنًا بَيْنَ الْوُضُوْءَيْنِ ثُمَّ قَامَ يُصَلِّىْ فَجِئْتُ فَقُمْتُ اِلٰى جَنْبِهٖ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهٖ قَالَ فَاَخَذَنِىْ فَاَقَامَنِيْ عَنْ يَمِيْنِهٖ فَتَكَامَلَتْ صَلَاةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً ثُمَّ نَامَ حَتّٰى نَفَخَ وَكُنَّا نَعْرِفُهٗ اِذَا نَامَ بِنَفْخِهٖ ثُمَّ خَرَجَ اِلَى الصَّلَاةِ فَصَلّٰى فَجَعَلَ يَقُوْلُ فِىْ صَلَاتِهٖ اَوْفِىْ سُجُوْدِهٖ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ فِىْ قَلْبِىْ نُوْرًا وَفِىْ سَمْعِىْ نُوْرًا وَفِىْ بَصَرِىْ نُوْرًا وَعَنْ يَمِيْنِىْ نُوْرًا وَعَنْ شِمَالِىْ نُوْرًا وَاَمَامِىْ نُوْرًا وَخَلْفِىْ نُوْرًا وَفَوْقِىْ نُوْرًا وَتَحْتِىْ نُوْرًا وَاجْعَلْ لِىْ نُوْرًا اَوْ قَالَ وَاجْعَلْنِىْ نُوْرًا.

১৬৬৭. মুহাম্মদ ইব্ন বাশশার (র)...... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার খালা মায়মূনা (রা)-এর ঘরে রাত যাপন করলাম। আমি অপেক্ষায় ছিলাম, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কি প্রকারে সালাত আদায় করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উঠে পেশাব করলেন, তারপর হাত-মুখ ধুয়ে আবার ঘুমিয়ে পড়লেন। পরে উঠে মশকের কাছে গিয়ে তার বাঁধন খুলে পাত্রে পানি ঢেলে নিলেন। তিনি হাত দিয়ে মশ্কটি পাত্রের উপরে কাত করে ধরলেন। তারপর দুই ওযূর মাঝামাঝি উত্তমরূপে ওযূ করলেন। তারপর সালাতে দাঁড়ালেন। তখন আমি এসে তাঁর পাশে দাঁড়ালাম। আমি দাঁড়ালাম তাঁর বামপাশে। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, নবী ﷺ আমাকে ধরে তাঁর ডানপাশে দাঁড় করিয়ে দিলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সালাত তের রাক'আত হল। এর পরে তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন এমনকি নাক ডাকতে লাগলেন। আমরা তাঁর নাকের আওয়াজ দিয়ে তাঁর ঘুমিয়ে পড়া বুঝতে পারতাম। তিনি তাঁর সালাতের মধ্যে অথবা (রাবী বলেন) তাঁর সিজ্দায় বলতে লাগলেন "হে আল্লাহ্! আমার কলবে নূর দান করুন, আমার কানে নূর, আমার চোখে নূর এবং আমার ডানে নূর, আমার বামে নূর, আমার সামনে নূর, আমরা পিছনে নূর, আমার উপরে নূর, এবং আমার নিচে নূর দান করুন এবং আমাকে নূর দান করুন অথবা তিনি বলেছিলেন আমাকে নূরে পরিণত করুন।"

١٦٦٨- وَحَدَّثَنِيْ اِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ اَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَلَمَةُ فَلَقِيْتُ كُرَيْبًا فَقَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ كُنْتُ عِنْدَ خَالَتِيْ مَيْمُوْنَةَ فَجَاءَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيْثِ غُنْدَرٍ وَقَالَ وَاجْعَلْنِيْ نُوْرًا وَلَمْ يَشُكَّ.

১৬৬৮. ইসহাক ইব্‌ন মানসূর (র)...... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বললেন, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেছেন, আমি আমার খালা মায়মূনা (রা)-এর ঘরে ছিলাম, তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আগমন করলন। অতঃপর গুনদার (র) বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন। তবে, এতে তিনি বলেন, "আমাকে নূরে পরিণত করুন"।-এ রিওয়ায়াতে সন্দেহ নেই।

١٦٦٩- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِبْنِ اَبِيْ شَيْبَةَ وَهَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ قَالاَ حَدَّثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ مَسْرُوْقٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ اَبِيْ رِشْدِيْنِ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بِتُّ عِنْدَ خَالَتِيْ مَيْمُوْنَةَ وَاقْتَصَّ الْحَدِيْثَ وَلَمْ يَذْكُرْ غَسْلَ الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ ثُمَّ اَتَى الْقِرْبَةَ فَحَلَّ شِنَاقَهَا فَتَوَضَّاَ وُضُوْءًا بَيْنَ الْوُضُوْءَيْنِ ثُمَّ اَتَى فِرَاشَهُ فَنَامَ ثُمَّ قَامَ قَوْمَةً اُخْرٰى فَاَتَى الْقِرْبَةَ فَحَلَّ شِنَاقَهَا ثُمَّ تَوَضَّاَ وُضُوْءً هُوَ الْوُضُوْءُ وَقَالَ اَعْظِمْ لِيْ نُوْرًا وَلَمْ يَذْكُرْ وَاجْعَلْنِيْ نُوْرًا.

১৬৬৯. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা ও হান্নাদ ইব্‌ন সারী (র)...... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার খালা মায়মূনা (রা)-এর ঘরে রাত্রি যাপন করলাম। এরপর পূর্ণ ঘটনার বিবরণ দেন। এতে হাত-মুখ ধোয়ার কথা উল্লেখ করেননি। তবে তিনি বলেছেন, তারপর মশকের কাছে গিয়ে তার বাঁধন খুললেন এবং দুই ওযূর মাঝামাঝি ওযূ করলেন। তারপর নিজের বিছানায় গিয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন। দ্বিতীয়বার উঠে মশকের কাছে গেলেন এবং তার বাঁধন খুলে ওযূ করলেন ঐ ওযূর মতই। আর তিনি আমাকে এতে বলেছেন, "আমাকে বিরাট নূর দান করুন।" এ বর্ণনায় "আমাকে নূরে পরিণত করুন" এ কথা উল্লেখ করেননি।

١٦٧٠- وَحَدَّثَنِيْ اَبُو الطَّاهِرِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَلْمَانَ الْحَجْرِيِّ عَنْ عُقَيْلِ بْنِ خَالِدٍ اَنَّ سَلَمَةَ بْنَ كُهَيْلٍ حَدَّثَهُ اَنَّ كُرَيْبًا حَدَّثَهُ اَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ بَاتَ لَيْلَةً عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلَى الْقِرْبَةِ فَسَكَبَ مِنْهَا فَتَوَضَّاَ وَلَمْ يُكْثِرْ مِنَ الْمَاءِ وَلَمْ يُقَصِّرْ فِى الْوُضُوْءِ وَسَاقَ الْحَدِيْثَ وَفِيْهِ قَالَ وَدَعَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْلَتَئِذٍ تِسْعَ عَشْرَةَ كَلِمَةً قَالَ سَلَمَةُ حَدَّثَنِيْهَا كُرَيْبٌ فَحَفِظْتُ مِنْهَا ثِنْتَيْ عَشْرَةَ وَنَسِيْتُ مَا بَقِيَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ لِيْ فِيْ قَلْبِيْ نُوْرًا وَفِيْ لِسَانِيْ نُوْرًا وَفِيْ سَمْعِيْ نُوْرًا وَفِيْ بَصَرِيْ نُوْرًا وَمِنْ فَوْقِيْ نُوْرًا وَمِنْ

تَحْتِيْ نُوْرًا وَعَنْ يَمِيْنِيْ نُوْرًا وَعَنْ شِمَالِيْ نُوْرًا وَمِنْ بَيْنِ يَدَىَّ نُوْرًا وَمِنْ خَلْفِيْ نُوْرًا وَاجْعَلْ فِيْ نَفْسِيْ نُوْرًا وَاَعْظِمْ لِيْ نُوْرًا.

১৬৭০. আবূ তাহির (র)...... কুরায়ব (র) থেকে বর্ণিত, ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে রাত্রি যাপন করেন। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ঘুম থেকে উঠে মশকের দিকে গেলেন এবং তা থেকে (পানি) ঢেলে ওযূ করলেন। পানি খুব বেশি ব্যবহার করেননি এবং ওযূতেও কোন ত্রুটি করেননি। এরপর পূর্ণ হাদীস বর্ণনা করেন। আর এতে রয়েছে যে, তিনি বলেছেন, সে রাতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উনিশটি বাক্যের দ্বারা দু'আ করলেন। সালামা (র) বলেন, কুরায়ব (র) আমাকে সেগুলোর বিবরণ দিয়েছিলেন, আমি তার বারটি মুখস্থ রেখেছি এবং বাকীগুলো ভুলে গিয়েছি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছিলেন : "হে আল্লাহ্! আমার হৃদয়ে নূর দিয়ে দিন, আমার জিহ্বায় নূর, আমার কানে নূর, আমার চোখে নূর দিন, আমার উপরে নূর, আমার নিচে নূর, আমার ডানে নূর, আমার বামে নূর, আমার সামনে নূর এবং আমার পেছনে নূর দিন এবং আমার অন্তরে নূর প্রদান করুন এবং আমাকে বিরাট নূর দান করুন।"

١٦٧١- وَحَدَّثَنِيْ اَبُوْ بَكْرِبْنُ اِسْحٰقَ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ اَبِيْ مَرْيَمَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ شَرِيْكُ بْنُ اَبِيْ نَمِرٍ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّه قَالَ رَقَدْتُ فِيْ بَيْتِ مَيْمُوْنَةَ لَيْلَةً كَانَ النَّبِيُّ ﷺ عِنْدَهَا لاَنْظُرَ كَيْفَ صَلاَةُ النَّبِيِّ ﷺ بِاللَّيْلِ قَالَ فَتَحَدَّثَ النَّبِيُّ ﷺ مَعَ اَهْلِه سَاعَةً ثُمَّ رَقَدَ وَسَاقَ الْحَدِيْثَ وَفِيْهِ ثُمَّ قَامَ فَتَوَضَّأَ وَاسْتَنَّ.

১৬৭১. আবূ বাক্র ইব্ন ইসহাক (র)...... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন নবী ﷺ মায়মূনা (রা)-এর কাছে অবস্থান করার রাতে আমি তাঁর (মায়মূনা) ঘরে রাত্রি যাপন করলাম যাতে নবী ﷺ-এর রাতের সালাত কেমন হয় তা আমি প্রত্যক্ষ করতে পারি। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, নবী ﷺ তাঁর পরিবারের সাথে কিছু সময় কথা বললেন। তারপর শুয়ে পড়লেন। এরপর তিনি পূর্ণ হাদীস বর্ণনা করেছেন। এতে রয়েছে, এরপর উঠে তিনি ওযূ করলেন ও মিস্ওয়াক করলেন।

١٦٧٢- حَدَّثَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُبْنُ فُضَيْلٍ عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ اَبِيْ ثَابِتٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ اَنَّهُ رَقَدَ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاسْتَيْقَظَ فَتَسَوَّكَ وَتَوَضَّأَ وَهُوَ يَقُوْلُ "اِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلاَفِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ لاَيَاتٍ لِّاُوْلِى الاَلْبَابِ" فَقَرَأَ هٰؤُلاَءِ الْاٰيَاتِ حَتّٰى خَتَمَ السُّوْرَةَ ثُمَّ قَامَ فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ فَاَطَالَ فِيْهِمَا الْقِيَامَ وَالرُّكُوْعَ وَالسُّجُوْدَ ثُمَّ انْصَرَفَ فَنَامَ حَتّٰى نَفَخَ ثُمَّ فَعَلَ ذٰلِكَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ سِتَّ رَكْعَاتٍ كُلَّ ذٰلِكَ يَسْتَاكُ وَيَتَوَضَّأُ وَيَقْرَأُ هٰؤُلاَءِ الْاٰيَاتِ ثُمَّ اَوْتَرَ بِثَلاَثٍ فَاَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ فَخَرَجَ اِلَى الصَّلاَةِ وَهُوَ يَقُوْلُ اللّٰهُمَّ اجْعَلْ فِيْ قَلْبِيْ نُوْرًا وَفِيْ لِسَانِيْ نُوْرًا وَاجْعَلْ فِيْ

سَمْعِيْ نُوْرًا وَاجْعَلْ فِيْ بَصَرِيْ نُوْرًا وَاجْعَلْ مِنْ خَلْفِيْ نُوْرًا وَمِنْ اَمَامِيْ نُوْرًا وَاجْعَلْ فِيْ سَمْعِيْ نُوْرًا وَاجْعَلْ فِيْ بَصَرِيْ نُوْرًا وَاجْعَلْ مِنْ خَلْفِيْ نُوْرًا وَمِنْ اَمَامِيْ نُوْرًا وَاجْعَلْ مِنْ فَوْقِيْ نُوْرًا وَمِنْ تَحْتِيْ نُوْرًا اللّٰهُمَّ اَعْطِنِيْ نُوْرًا.

১৬৭২. ওয়াসিল ইব্‌ন আবদুল আলা (র)...... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি (এক রাতে) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে শয়ন করলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জাগ্রত হয়ে মিস্‌ওয়াক করলেন ও ওযূ করলেন। তখন তিনি পাঠ করছিলেন : اِنَّ فِيْ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَايَاتٍ لِّأُوْلِي الْاَلْبَابِ (আকাশমন্ডল ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে দিন ও রাতের পরিবর্তনে নিদর্শনাবলী রয়েছে বোধশক্তিসম্পন্ন লোকদের জন্য,.... (৩ : ১৯০) এই আয়াতগুলো থেকে সূরার শেষ পর্যন্ত তিলাওয়াত করলেন। তারপর দাঁড়িয়ে দু'রাক'আত সালাত আদায় করলেন এবং তাতে কিয়াম, রুকূ ও সিজ্‌দা দীর্ঘায়িত করলেন। তা শেষ করে তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন। এমনকি নাক ডাকতে লাগলেন। এভাবে তিনবারে তিনি ছয় রাক'আত আদায় কররেন, প্রতিবারে মিস্‌ওয়াক ও ওযূ করেন এবং ঐ আয়াতসমূহ পাঠ করেন। এরপর তিন রাক'আত বিত্‌র আদায় করলেন। তখন মুয়ায্‌যিন আযান দিলে তিনি সালাতের উদ্দেশ্যে বের হলেন। তিনি তখন বলছিলেন : "হে আল্লাহ্! দান করুন আমার কল্‌বে নূর, আমার জিহ্বায় নূর, আমার কানে নূর, আমার চোখে নূর, আমার পিছনে নূর, সম্মুখে নূর, আমার উপরে নূর, আমার নিচে নূর, হে আল্লাহ্! আমাকে নূর দিয়ে দিন।"

١٦٧٣- وَحَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُبْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ عَطَاءٌ عَنِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بِتُّ ذَاتَ لَيْلَةٍ عِنْدَ خَالَتِيْ مَيْمُوْنَةَ فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّيْ مُتَطَوِّعًا مِنَ اللَّيْلِ فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ اِلَى الْقِرْبَةِ فَتَوَضَّأَ فَقَامَ فَصَلّٰى فَقُمْتُ لَمَّا رَأَيْتُ صَنَعَ ذَالِكَ فَتَوَضَّأْتُ مِنَ الْقِرْبَةِ ثُمَّ قُمْتُ اِلٰى شِقِّهِ الاَيْسَرِ فَاَخَذَ بِيَدِيْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِهِ يَعْدِلُنِيْ كَذَالِكَ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِهِ اِلَى الشِّقِّ الاَيْمَنِ قُلْتُ أَفِيْ التَّطَوُّعِ كَانَ ذَالِكَ قَالَ نَعَمْ.

১৬৭৩. মুহাম্মদ ইব্‌ন হাতিম (র)...... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার খালা মায়মূনার কাছে এক রাত যাপন করলাম। নবী ﷺ সে রাতের নফল সালাতের জন্য উঠলেন। নবী ﷺ মশকের কাছে গিয়ে ওযূ করলেন। এরপর দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করতে লাগলেন, যখন তাঁকে ঐ সব করতে দেখলাম, আমিও উঠলাম এবং মশ্‌ক থেকে (পানি নিয়ে) ওযূ করলাম। এর পরে তাঁর বামপাশে দাঁড়ালাম। তিনি তখন তাঁর পিঠের পিছন দিয়ে আমাকে ডানপাশে নিয়ে এলেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, তা কি নফল সালাতে ছিল? ইব্‌ন আব্বাস (রা) বললেন, হ্যাঁ।

١٦٧٤- وَحَدَّثَنِيْ هٰرُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيْرٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ اَبِيْ قَالَ سَمِعْتُ قَيْسَ بْنَ سَعْدٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بَعَثَنِيْ الْعَبَّاسُ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَفِيْ بَيْتِ خَالَتِيْ مَيْمُوْنَةَ فَبِتُّ مَعَهُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ فَقَامَ يُصَلِّيْ مِنَ اللَّيْلِ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَتَنَاوَلَنِيْ مِنْ خَلْفِ ظَهْرِهِ فَجَعَلَنِيْ عَلٰى يَمِيْنِهِ.

১৬৭৪. হারূন ইব্ন আবদুল্লাহ ও মুহাম্মদ ইব্ন রাফি (র)........ ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আব্বাস (রা) আমাকে নবী ﷺ-এর কাছে পাঠালেন, তিনি তখন আমার খালা মায়মূনা (রা)-এর ঘরে ছিলেন। সে রাতে আমি তাঁর সঙ্গে থাকলাম। রাতের একাংশে উঠে তিনি সালাত আদায় করতে লাগলেন। আমি তাঁর বামপাশে দাঁড়ালাম। তিনি নিজের পিঠের পিছন থেকে আমাকে ধরে তাঁর ডানপাশে নিয়ে রাখলেন।

١٦٧٥- وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بِتُّ عِنْدَ خَالَتِى مَيْمُوْنَةَ نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ وَقَيْسِ بْنِ سَعْدٍ.

১৬৭৫. ইব্ন নুমায়র (র)....... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার খালা মায়মূনা (রা)-এর কাছে আমি রাত যাপন করলাম........ (পরবর্তী অংশ) ইব্ন জুরায়জ (র) এবং কায়স ইব্ন সা'দ (র)-এর হাদীসের অনুরূপ।

١٦٧٦- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُبْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِىْ جَمْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّىْ مِنَ اللَّيْلِ ثَلاَثَ عَشَرَةَ رَكْعَةً.

১৬৭৬. আবূ বাক্র ইব্ন আবূ শায়বা, ইবনুল মুসান্না ও ইব্ন বাশ্শার (র)...... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রাতে তের রাক'আত সালাত আদায় করতেন।

١٦٧٧- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ اَنَسٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ بَكْرٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ قَيْسِ بْنِ مَخْرَمَةَ اَخْبَرَهُ عَنْ زَيْدِبْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِىِّ اَنَّهُ قَالَ لاَرْمُقَنَّ صَلاَةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اللَّيْلَةَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ طَوِيْلَتَيْنِ طَوِيْلَتَيْنِ طَوِيْلَتَيْنِ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَهُمَا دُوْنَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَهُمَا دُوْنَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَهُمَا دُوْنَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَهُمَا دُوْنَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا ثُمَّ اَوْتَرَ فَذَالِكَ ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً.

১৬৭৭. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র)...... যায়দ ইব্ন খালিদ আল-জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (আমি স্থির করলাম) আজ রাতে আমি অবশ্যই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সালাতের প্রতি লক্ষ্য রাখব। তিনি প্রথমে সংক্ষেপে দু' রাক'আত সালাত আদায় করলেন। তারপর দীর্ঘ থেকে দীর্ঘ দু' রাক'আত সালাত আদায় করলেন, তারপর দু' রাক'আত সালাত আদায় করলেন যা তাঁর পূর্ববর্তী রাক'আতের চেয়ে কম দীর্ঘ ছিল। তারপর দু' রাক'আত সালাত আদায় করলেন যা তাঁর পূর্ববর্তী দু' রাক'আতের চেয়ে কম দীর্ঘ ছিল। তারপর দু' রাক'আত সালাত আদায় করলেন যা ছিল পূর্ববর্তী দু রাক'আতের চেয়ে কম দীর্ঘ। তারপর বিত্র আদায় করলেন। এই হল মোট তের রাক'আত।

١٦٧٨- وَحَدَّثَنِى حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ قَالَ حَدَّثَنِى مُحَمَّدُبْنُ جَعْفَرٍ الْمَدَائِنِىُّ اَبُوْ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَرْقَاُ عَنْ مُحَمَّدِبْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِبْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كُنْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ سَفَرٍ فَانْتَهَيْنَا اِلٰى مَشْرَعَةٍ فَقَالَ اَلاَ تُشْرِعُ يَاجَابِرُ قُلْتُ بَلٰى قَالَ فَنَزَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَشْرَعْتُ قَالَ ثُمَّ ذَهَبَ لِحَاجَتِه وَضَعْتُ لَهُ وُضُوْءًا قَالَ فَجَاءَ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ قَامَ فَصَلّٰى فِىْ ثَوْبٍ وَاحِدٍ خَالَفَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ فَقُمْتُ خَلْفَه فَاَخَذَ بِاُذُنِى فَجَعَلَنِىْ عَنْ يَمِيْنِه.

১৬৭৮.হাজ্জাজ ইব্‌ন শাইর (র)...... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক সফরে আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে ছিলাম। আমরা একটি (পানির) ঘাটে পৌঁছলাম। নবী ﷺ বললে, জাবির! তুমি কি উটকে ঘাটে নামাবে না? আমি বললা, হাঁ। জাবির (রা) বলেন, তখন নবী ﷺ অবতরণ করলেন এবং আমি (উটকে) ঘাটে নামালাম। জাবির (রা) বলেন, এরপর তিনি নিজের প্রাকৃতিক প্রয়োজনে (পেশাব করতে) গেলেন। আমি তাঁর জন্য ওযূর পানি ঠিক করে রাখলাম। জাবির (রা) বলেন, তিনি এসে ওযূ করলেন, তারপর দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করতে লাগলেন। তখন তিনি এক কাপড় পরিহিত ছিলেন যার দু' প্রান্ত বিপরীতদিকে জড়িয়ে ছিলেন। আমি তাঁর পিছনে দাঁড়ালাম। তিনি আমার হাতে ধরে তাঁর ডানপাশে দাঁড় করিয়ে দিলেন।

١٦٧٩- وَحَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ يَحْيٰى وَاَبُوْ بَكْرِبْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ جَمِيْعًا عَنْ هُشَيْمٍ قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ اَخْبَرَنَا اَبُوْ حُرَّةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَعْدِبْنِ هِشَامٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ لِيُصَلِّىَ افْتَتَحَ صَلاَتَهُ بِرَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ.

১৬৭৯.ইয়াহ্‌য়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌য়া ও আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (রা)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রাতে যখন সালাত আদায়ের উদ্দেশ্যে উঠতেন তখন সংক্ষিপ্ত দু' রাক'আত দিয়ে তাঁর সালাত আরম্ভ করতেন।

١٦٨٠- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِذَا قَامَ اَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ فَلْيَفْتَتِحْ صَلاَتَهُ بِرَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ،

১৬৮০. আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)...... আবূ হুরায়রা (র) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমাদের কেউ যখন রাতে ওঠে, তখন সে যেন সংক্ষিপ্ত দু' রাক'আত দিয়ে সালাত শুরু করে।

١٦٨١- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ اَنَسٍ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ اِذَا قَامَ اِلَى الصَّلاَةَ مِنْ جَوْفِ الَّيْلِ اللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ نُوْرُ السَّمٰوَاتِ وَلاَرْضِ وَالَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ قَيَّامُ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ وَلَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ رَبُّ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ الْحَقُّ وَوَعْدُكَ الْحَقُّ وَقَوْلُكَ الْحَقُّ وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ

وَالنَّارُ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ حَقٌّ اَللّٰهُمَّ لَكَ اَسْلَمْتُ وَبِكَ اٰمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَاِلَيْكَ اَنَبْتُ وَبِكَ خَاصَمْتُ وَاِلَيْكَ حَاكَمْتُ فَاغْفِرْلِىْ مَا قَدَّمْتُ وَاَخَّرْتُ وَاَسْرَرْتُ وَاَعْلَنْتُ اَنْتَ اِلٰهِىْ لا اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ.

১৬৮১. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র)...... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মাঝরাতে যখন সালাতের উদ্দেশ্যে উঠতেন তখন (এ দু'আ) বলতেন : "হে আল্লাহ! আপনারই জন্য যাবতীয় প্রশংসা, আপনিই আসমান-যমীনের নূর (জ্যোতি), আপনারই সকল প্রশংসা, আপনিই আসমান-যমীনের রক্ষক, আপনারই জন্য সকল প্রশংসা, আপনি আসমান-যমীনের মধ্যে যা কিছু রয়েছে সে সবের রব। আপনিই সত্য, আপনার ওয়াদা সত্য, আপনার বাণী সত্য, আপনার সাক্ষাত সত্য, জান্নাত সত্য, জাহান্নাম সত্য, কিয়ামত সত্য। হে আল্লাহ্! আপনারই কাছে আত্মসমর্পণ করছি, আপনার প্রতি ঈমান আনছি, আপনারই উপর ভরসা করছি, আপনারই দিকে প্রত্যাবর্তন করছি। আমি আগে যা কিছু করেছি, যা গোপনে করেছি ও যা প্রকাশ্যে করেছি, তা ক্ষমা করুন। মা'বূদ, আপনি ব্যতীত আমার কোন ইলাহ্ নেই।

١٦٨٢- وَحَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ وَابْنُ نُمَيْرٍ وَابْنُ اَبِىْ عُمَرَ قَالُوْا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ كِلاَهُمَا عَنْ سُلَيْمَانَ الْاَحْوَلِ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَمَّا حَدِيْثُ ابْنِ جُرَيْجٍ فَاتَّفَقَ لَفْظُهُ مَعَ حَدِيْثِ مَالِكٍ لَمْ يَخْتَلِفَا الاَّفِىْ حَرْفَيْنِ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ مَكَانَ قَيَّامُ قَيِّمُ وَقَالَ وَمَا اَسْرَرْتُ وَاَمَّا حَدِيْثُ ابْنِ عُيَيْنَةَ فَفِيْهِ بَعْضُ زِيَادَةٍ وَيُخَالِفُ مَالِكًا وَابْنَ جُرَيْجٍ فِىْ اَحْرُفٍ.

১৬৮২. আমরুন নাকিদ, ইব্‌ন নুমায়র, ইব্‌ন আবূ উমর ও মুহাম্মদ ইব্‌ন রাফি (র)...... ইব্‌ন আব্বাস (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তবে এ সনদে উর্ধ্বতন রাবী জুরায়জ (র)-এর হাদীসের শব্দ ও ভাষা পূর্ববর্তী সনদের মালিক (র) বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ। শুধু দুটি শব্দে তাদের বর্ণনায় ব্যবধান রয়েছে। মালিকের قَيَّامُ শব্দের স্থলে ইব্‌ন জুরায়জ (র) قَيِّمُ বলেছেন আর اَسْرَرْتُ স্থলে বলেছেন مَا اَسْرَرْتُ তবে ইব্‌ন উয়ায়না (র)-এর হাদীসে কিছু অধিক বিবরণ রয়েছে এবং কয়েকটি শব্দে মালিক ও ইব্‌ন জুরায়জ (র)-এর সাথে তাঁর বর্ণনায় বিরোধ রয়েছে।

١٦٨٣- وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوْخَ قَالَ حَدَّثَنَا مَهْدِىُّ وَهُوَ ابْنُ مَيْمُوْنٍ قَالَ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ الْقَصِيْرُ عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ وَاللَّفْظُ قَرِيْبٌ مِنْ اَلْفَاظِهِمْ.

১৬৮৩. শায়বান ইব্‌ন ফাররূখ (র)...... ইব্‌ন আব্বাস (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাঁর শব্দ পূর্বোল্লিখিতগণের ভাষ্যের কাছাকাছি।

١٦٨٤- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَاَبُوْ مَعْنٍ الرَّقَاشِىُّ قَالُوْا حَدَّثَنَا عُمَرُبْنُ يُوْنُسَ قَالَ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ اَبِىْ كَثِيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ

اَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ بِاَىِّ شَيْءٍ كَانَ نَبِيُّ اللّٰهِ ﷺ يَفْتَتِحُ صَلاَتَهُ اِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ قَالَتْ كَانَ اِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ افْتَتَحَ صَلاَتَهُ اَللّٰهُمَّ رَبَّ جِبْرَائِيْلَ وَمِيْكَائِيْلَ وَاِسْرَافِيْلَ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالاَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ اَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيْمَا كَانُوا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ أَهْدِنِىْ لِمَا اخْتُلِفَ فِيْهِ مِنَ الْحَقِّ بِاِذْنِكَ اِنَّكَ تَهْدِىْ مَنْ تَشَاءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ

১৬৮৪. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না, মুহাম্মাদ ইব্ন হাতিম, আব্দ ইব্ন হুমায়দ ও আবূ মা'ন রাকাশী (র)...... আবূ সালামা ইব্ন আবদুর রহমান ইব্ন আওফ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রা)-কে আমি জিজ্ঞেস করলাম, আল্লাহর নবী ﷺ রাতে যখন উঠতেন তখন কি দিয়ে (কোন দু'আ পড়ে) তিনি তাঁর সালাত আরম্ভ করতেন? তিনি বললেন, তিনি যখন রাতে উঠতেন তখন সালাত শুরু করতেন اَللّٰهُمَّ رَبَّ جِبْرَائِيْلَ ....صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ 'হে আল্লাহ্! জিবরাঈল, মীকাঈল ও ইসরাফীল (আ)-এর প্রতিপালক! আসমানসমূহ ও যমীনের সৃজনকর্তা, অদৃশ্য ও দৃশ্যের জ্ঞাতা! আপনিই মীমাংসা করবেন আপনার বান্দাদের মাঝে সে বিষয়ে, যাতে তারা মতবিরোধ করছিল। আপনি নিজ হুকুমে আমাকে হিদায়াত ও সঠিক পথ প্রদর্শন করুন, সত্য ন্যায়ের বিপরীত বিষয়ে আপনিই হিদায়াত করেন যাকে ইচ্ছা হয়, সরল পথের দিকে।"

١٦٨٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اَبِىْ بَكْرٍ الْمُقَدَّمِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا يُوْسُفُ الْمَاجِشُوْنَ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الاَعْرَجِ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ رَافِعٍ عَنْ عَلِىِّ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ كَانَ اِذَا قَامَ اِلَى الصَّلاَةِ قَالَ وَجَّهْتُ وَجْهِىَ لِلَّذِىْ فَطَرَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضَ حَنِيْفًا وَمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ اِنَّ صَلاَتِىْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِىْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَبِذَالِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الْمَلِكُ لاَاِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ اَنْتَ رَبِّىْ وَاَنَا عَبْدُكَ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ وَاَعْتَرَفْتُ بِذَنْبِىْ فَاغْفِرْلِىْ ذُنُوْبِىْ جَمِيْعًا اِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلاَّ اَنْتَ وَاَهْدِنِىْ لاَحْسَنِ الْاَخْلاَقِ لاَيَهْدِىْ لاَحْسَنِهَا اِلاَّ اَنْتَ وَاَصْرِفْ عَنِّىْ سَيِّئَهَا لاَيَصْرِفُ عَنِّىْ سَيِّئَهَا اِلاَّ اَنْتَ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ كُلُّهُ فِىْ يَدَيْكَ وَالشَّرُّ لَيْسَ اِلَيْكَ اَنَا بِكَ وَاِلَيْكَ تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ وَاِذَا رَكَعَ قَالَ اَللّٰهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ وَبِكَ اٰمَنْتُ وَلَكَ اَسْلَمْتُ خَشَعَ لَكَ سَمْعِىْ وَبَصَرِىْ وَمُخِّىْ وَعَظْمِىْ وَعَصَبِىْ وَاِذَا رَفَعَ قَالَ اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمٰوَاتِ وَمِلْءَ الاَرْضِ وَمِلْءَ مَابَيْنَهُمَا وَمِلْءَ مَاشِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ وَاِذَا سَجَدَ قَالَ اَللّٰهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ وَبِكَ اٰمَنْتُ وَلَكَ اَسْلَمْتُ سَجَدَ وَجْهِىَ لِلَّذِىْ خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ تَبَارَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ ثُمَّ يَكُوْنُ مِنْ

اٰخِرِ مَايَقُوْلُ بَيْنَ التَّشَهُّدِ وَالتَّسْلِيْمِ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ مَاقَدَّمْتُ وَمَا اَخَّرْتُ وَمَا اَسْرَرْتُ وَمَا اَعْلَنْتُ وَمَا اَسْرَفْتُ وَمَا اَنْتَ اَعْلَمُ بِهِ مِنِّىْ اَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَاَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ.

১৬৮৫. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ বাক্‌র আল-মুকাদ্দামী (র)...... আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি যখন সালাতে দাঁড়াতেন তখন বলতেন وَجَّهْتُ وَجْهِىَ لِلَّذِىْ...... اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ (হে আল্লাহ্!) অভিমুখী করলাম একনিষ্ঠ হয়ে আমার চেহারা সে সত্তার দিকে যিনি আসমানসমূহ ও যমীনসমূহ সৃষ্টি করেছেন এবং আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই। আমার সালাত, আমার ইবাদত ও কুরবানী এবং আমার হায়াত ও মাওত রাব্বুল আলামীন (বিশ্ব প্রতিপালক) আল্লাহ্‌র জন্য যাঁর কোন শরীক নেই। আর আমি এ বিষয় আদিষ্ট হয়েছি এবং আমি মুসলমানদের একজন। হে আল্লাহ্! আপনিই বাদশাহ, আপনি ব্যতীত ইলাহ নেই, আপনি আমার প্রতিপালক এবং আমি আপনার বান্দা। আমি নিজের উপর যুলুম করেছি এবং আমার অপরাধ আমি স্বীকার করছি। অতএব আমার সব গুনাহ মা'ফ করে দিন। আপনি ব্যতীত আর কেউ-ই তো ক্ষমাকারী নেই এবং আমাকে উত্তম চরিত্রের দিকে পরিচালিত করুন। আপনি ব্যতীত কেউ উত্তম চরিত্রের দিকে পরিচালিত করতে পারে না এবং মন্দ চরিত্র থেকে আমাকে দূরে নিন। মন্দ চরিত্রগুলো আপনি ব্যতীত কেউ আমা থেকে সরাতে পারে না। আপনার দরবারে আমি হাযির! আনুগত্য আপনারই জন্য নিবেদিত! সকল কল্যাণ আপনারই হাতে, অকল্যাণ আপনার প্রতি সম্পৃক্ত নয়। আমি আপনার ওপর নির্ভরশীল এবং আপনার দিকেই রুজূ হই। আপনি বরকতময়, আপনি মহামহিম, আপনার কাছে আত্মসমর্পণ করছি, আপনার জন্য বিনীত। আমার কান, আমার চোখ, আমার অস্থি-মজ্জা এবং আমার শিরা-উপশিরা। আর যখন রুকূ' থেকে উঠতেন তখন বলতেন : হে আল্লাহ্! আমাদের রব, আপনারই জন্য সকল প্রশংসা। হে আমাদের প্রতিপালক! আসমানসমূহ ভর্তি ও যমীন এবং দুয়ের মধ্যবর্তী আকাশ ভর্তি এবং এরপর আপনি যা কিছু ইচ্ছা করবেন তাও ভর্তি। আর তিনি যখন সিজ্‌দার যেতেন তখন বলতেন : হে আল্লাহ্! আপনারই জন্য সিজ্‌দা করছি। আপনার প্রতি ঈমান আনছি। আমার চেহারা সিজ্‌দাবনত সে সত্তার জন্য যিনি তা সৃষ্টি করেছেন, তার আকৃতি দান করেছেন, তার মধ্যে কান ও চোখ ফুটিয়েছেন, কতই মহান বরকতময় আল্লাহ্ সর্বোত্তম স্রষ্টা। তারপর তাশাহহুদ ও সালামের মাঝে সর্বশেষ এ দু'আ পাঠ করতেন : হে আল্লাহ্! ক্ষমা করুন আমার পূর্ববর্তী গুনাহ এবং পরবর্তী গুনাহ এবং যা আমি গোপন করেছি ও যা আমি প্রকাশ্যে করেছি এবং যা আমি সীমালঙ্ঘন করেছি এবং সে সকল অপরাধ যা আপনি আমার চেয়ে অধিক অবগত। আপনি এগিয়ে দেওয়ার ও পিছিয়ে দেওয়ার মালিক। আপনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই।

١٦٨٦- وَحَدَّثَنَاهُ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ ابْنُ مَهْدِىٍّ ح وَحَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَخْبَرَنَا اَبُو النَّضْرِ قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ عَمِّهِ الْمَاجِشُوْنِ بْنِ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنِ الْاَعْرَجِ بِهٰذَا الاِسْنَادِ وَقَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَفْتَتَحَ الصَّلاَةَ كَبَّرَ ثُمَّ قَالَ وَجَّهْتُ وَجْهِىْ وَقَالَ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ وَقَالَ وَاِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ وَقَالَ وَصَوَّرَهُ فَاَحْسَنَ صُوْرَهُ وَقَالَ وَاِذَا سَلَّمَ قَالَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ مَا قَدَّمْتُ اِلَى اٰخِرِ الْحَدِيْثِ وَلَمْ يَقُلْ بَيْنَ التَّشَهُّدِ وَالتَّسْلِيْمِ.

১৬৮৬. যুহায়র ইব্ন হারব এবং ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম (র)...... আ'রাজ (র) থেকে উক্ত সনদে বর্ণনা করেছেন। এতে বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন সালাত শুরু করতেন তখন তাক্বীর বলার পরে তিনি বলতেন, "আমি অভিমুখী করলাম আমার চেহারা, তিনি আরো বলেছেন, এবং আমি প্রথম মুসলমান।" রাবী বলেছেন, রুকূ' থেকে মাথা তুলবার সময় তিনি বলতেন : আল্লাহ্ শোনেন তার কথা যে তাঁর প্রশংসা করে। হে আমাদের রব! আপনার জন্য সকল প্রশংসা। তারপর বলেন, যখন সালাম করতেন তখন বলতেন : ইয়া আল্লাহ্! ক্ষমা করুন আমার পূর্ববর্তী গুনাহ এভাবে হাদীসের শেষ পর্যন্ত, এতে তিনি 'তাশাহহুদও সালামের মধ্যবর্তীর কথা উল্লেখ করেন নি।

٢١-بَابُ اِسْتِحْبَابِ تَطْوِيْلِ الْقِرْأَةِ فِيْ صَلاَةِ اللَّيْلِ.

২১. পরিচ্ছেদ : রাতের সালাতে দীর্ঘ কিরা'আত পাঠ করা মুস্তাহাব

١٦٨٧- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَاَبُوْ مُعَاوِيَةَ ح وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَا هِيْمَ جَمِيْعًا عَنْ جَرِيْرٍ كُلُّهُمْ عَنِ الاَعْمَشِ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَاللَّفْظُ لَه قَالَ حَدَّثَنَا اَبِيْ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ الْاَحْنَفِ عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَافْتَتَحَ الْبَقَرَةَ فَقُلْتُ يَرْكَعُ عِنْدَ الْمِائَةِ ثُمَّ مَضٰى فَقُلْتُ يُصَلِّيْ بِهَا فِيْ رَكْعَةٍ فَمَضٰى فَقُلْتُ يَرْكَعُ بِهَا ثُمَّ افْتَتَحَ النِّسَاءَ فَقَرَأَهَا ثُمَّ افْتَتَحَ اٰلَ عِمْرَانَ فَقَرَأَهَا يَقْرَأُ مُتَرَسِّلاً اِذَا مَرَّ بِاٰيَةٍ فِيْهَا تَسْبِيْحٌ سَبَّحَ وَاِذَا مَرَّ بِسُؤَالٍ سَأَلَ وَاِذَا مَرَّ بِتَعَوُّذٍ تَعَوَّذَ ثُمَّ رَكَعَ فَجَعَلَ يَقُوْلُ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ فَكَانَ رُكُوْعُه نَحْوًا مِنْ قِيَامِه ثُمَّ قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَه ثُمَّ قَامَ طَوِيْلاً قَرِيْبًا مِمَّا رَكَعَ ثُمَّ سَجَدَ فَقَالَ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْاَعْلٰى فَكَانَ سُجُوْدُهٗ قَرِيْبًا مِنْ قِيَامِه (قَالَ) وَفِيْ حَدِيْثِ جَرِيْرٍ مِنَ الزِّيَادَةِ فَقَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ.

১৬৮৭. আবূ বাক্র ইব্ন আবূ শায়বা, যুহায়র ইব্ন হারব, ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম, ইব্ন নুমায়র (র)...... হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, এক রাতে আমি নবী ﷺ-এর সঙ্গে সালাত আদায় করছিলাম। তিনি সূরা বাকারা শুরু করলেন, আমি মনে করলাম, সম্ভবত একশত আয়াতের মাথায় রুকূ' করবেন। কিন্তু তিনি অগ্রসর হয়ে গেলেন। তখন আমি ভাবলাম, তিনি সূরা বাকারা দিয়ে সালাত পূর্ণ করবেন। কিন্তু তিনি সূরা নিসা আরম্ভ করলেন এবং তাও পড়ে আলে ইমরান শুরু করে তাও পড়ে ফেললেন। তিনি ধীর-স্থিরতার সাথে পাঠ করতেন এবং যখন প্রার্থনার কোন আয়াতে উপনীত হতেন তখন তিনি প্রার্থনা করে নিতেন। আর যখন (আল্লাহ্র কাছে) আশ্রয় গ্রহণের আয়াতে পৌঁছতেন তখন (আল্লাহ্র কাছে) পানাহ্ চাইতেন। তারপর রুকূ' করলেন এবং রুকূ'তে: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ (আমার মহান প্রতিপালকের পবিত্রতা ঘোষণা করছি), বলতে থাকেন। তাঁর রুকূ' ছিল প্রায় তাঁর দাঁড়ানোর সমান (দীর্ঘ)। এরপর বললেন, سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ: (যে ব্যক্তি আল্লাহ্র

প্রশংসা করে আল্লাহ্ তা শোনেন)। তারপর দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে থাকলেন রুকূ'তে যতক্ষণ ছিলেন তার কাছাকাছি। তারপর সিজ্দা করলেন এবং : سُبْحَانَ رَبِّىَ الاَعْلٰى (আমার সুমহান প্রতিপালকের পবিত্রতা ঘোষণা করছি), বললেন। তাঁর সিজ্দার পরিমাণ ছিল তার দাঁড়ানোর কাছাকাছি। বর্ণনাকারী বলেন, জারীর (র)-এর হাদীসে অতিরিক্ত রয়েছে যে, নবী ﷺ বললেন, سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ: (যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র প্রশংসা করে, তিনি তা শোনেন, আমাদের প্রতিপালক আপনারই জন্য সকল প্রশংসা)।

١٦٨٨- وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَاِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ كِلاَهُمَا عَنْ جَرِيْرٍ قَالَ عُثْمَانُ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاَطَالَ حَتّٰى هَمَمْتُ بِاَمْرِ سَوْءٍ قَالَ قِيْلَ وَمَا هَمَمْتَ بِهٖ قَالَ هَمَمْتُ اَنْ اَجْلِسَ وَاَدَعَهُ.

১৬৮৮. উসমান ইব্ন আবূ শায়বা ও ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম (র)...... আবূ ওয়ায়ল (র)-এর সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ্ (রা) বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাথে (রাতের) সালাত আদায় করছিলাম। তিনি এত দীর্ঘ করলেন যে, আমার মন্দ ইচ্ছা উদিত হচ্ছিল। বর্ণনাকারী আবূ ওয়ায়ল (র) বলেন, তাঁকে জিজ্ঞেস করা হল, কি মন্দ ইচ্ছা উদিত হচ্ছিল? তিনি বললেন, "আমি ইচ্ছা করছিলাম যে, আমি বসে পড়ব এবং তাঁকে (তাঁর ইকতিদা) ছেড়ে দেব।"

١٦٨٩- وَحَدَّثَنَاهُ اِسْمَاعِيْلُ بْنُ الْخَلِيْلِ وَسُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ عَلِىِّ بْنِ مُسْهِرٍ عَنِ الْاَعْمَشِ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ مِثْلَهُ.

১৬৮৯. ইসমাঈল ইব্ন খালীল ও সুওয়ায়দ ইব্ন সাঈদ (র)........ আ'মাশ (র) সূত্রে পূর্বোক্ত সনদের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٢٢- بَابُ الْحَثِّ عَلٰى صَلاَةِ اللَّيْلِ وَاِنْ قَلَّتْ

২২. পরিচ্ছেদ : তাহাজ্জুদের সালাতের প্রতি উৎসাহ দান যদিও তা পরিমাণে স্বল্প হয়

١٦٩٠- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَاِسْحٰقُ قَالَ عُثْمَانُ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ ذُكِرَ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ رَجُلٌ نَامَ لَيْلَةً حَتّٰى اَصْبَحَ قَالَ ذَالِكَ رَجُلٌ بَالَ الشَّيْطَانُ فِىْ اُذُنَيْهِ اَوْ قَالَ فِىْ اُذُنِهٖ.

১৬৯০. উসমান ইব্ন আবূ শায়বা ও ইসহাক (র)...... আবদুল্লাহ্ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে এমন একজন লোকের কথা আলোচনা করা হল, যে ভোর পর্যন্ত রাতভর ঘুমিয়ে থাকে। নবী ﷺ বললেন, সে এমন ব্যক্তি, যার দু' কানে শয়তান পেশাব করে দিয়েছে অথবা বললেন, তার কানে।

١٦٩١- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عَلِىِّ بْنِ حُسَيْنٍ اَنَّ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِىٍّ حَدَّثَهُ عَنْ عَلِىِّ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ طَرَقَهُ وَفَاطِمَةَ فَقَالَ اَلاَ تُصَلُّوْنَ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّمَا اَنْفُسُنَا بِيَدِ اللّٰهِ فَاِذَا شَاءَ اَنْ يَبْعَثَنَا بَعَثَنَا فَانْصَرَفَ رَسُوْلُ

اللّٰهِ ﷺ حِيْنَ قُلْتُ لَهُ ذَالِكَ ثُمَّ سَمِعْتُهُ وَهُوَ مُدْبِرٌ يَضْرِبُ فَخِذَهُ وَيَقُوْلُ وَكَانَ الْاِنْسَانُ اَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلاً.

১৬৯১. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র)...... আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ রাতের বেলা তাঁর ও ফাতিমা (রা)-এর গৃহে আসলেন এবং বললেন, তোমরা কি সালাত (তাহাজ্জুদ) আদায় করছ না? (আলী রা বলেন) আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের আত্মা আল্লাহ্‌র কবজায়, তাই তিনি যখন আমাদের উঠাবার ইচ্ছা করেন, তখন উঠান। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ফিরে চলে গেলেন, যখন আমি তাঁকে এ কথা বলি। আর তাঁর চলে যাওয়ার সময় আমি শুনতে পেলাম তিনি নিজের রানে হাত মারছেন এবং বলছেন, وَكَانَ الْاِنْسَانُ اَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلاً "মানুষ অধিকাংশ ব্যাপারেই বিতর্কপ্রিয়।" (সূরা কাহ্‌ফ : ৫৪)

١٦٩٢- وَحَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُبْنُ حَرْبٍ قَالَ عَمْرُوْ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِىَّ ﷺ يَعْقِدُ الشَّيْطَانُ عَلٰى قَافِيَةِ رَأْسِ اَحَدِكُمْ ثَلاَثَ عُقَدٍ اِذَا نَامَ بِكُلِّ عُقْدَةٍ يَضْرِبُ عَلَيْكَ لَيْلاً طَوِيْلاً فَاِذَا اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ اللّٰهَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ وَاِذَا تَوَضَّأَ انْحَلَّتْ عَنْهُ عُقْدَتَانِ فَاِذَا صَلّٰى انْحَلَّتِ الْعُقَدُ فَاَصْبَحَ نَشِيْطًا طَيِّبَ النَّفْسِ وَاِلاَّ اَصْبَحَ خَبِيْثَ النَّفْسِ كَسْلاَنَ.

১৬৯২. আমরুন নাকিদ ও যুহায়র ইব্‌ন হারব (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি হাদীসটি নবী ﷺ পর্যন্ত পৌছিয়েছেন যে, নবী ﷺ বলেছেন, শয়তান তোমাদের প্রত্যেকের মাথার পেছন দিকে তিনটি গিঁট দেয়–যখন সে ঘুমিয়ে পড়ে। প্রতি গিঁটে এই বলে ফুঁ দেয় যে, তোমার সামনে দীর্ঘ রাত...... সে যখন জেগে উঠে আল্লাহ্‌র নাম নেয়, তখন একটি গিঁট খুলে যায়, যখন ওযূ করে তখন দু'টি গিঁট খুলে যায়। আর যখন সালাত আদায় করে, তখন সবকটি গিঁটই খুলে যায়। ফলে সে উৎফুল্ল ও আনন্দিত মনে ভোর করে। অন্যথায় সে ভোর করে বিমর্ষ মনে ও আলসে অবস্থায়।

٢٣- بَابُ اسْتِحْبَابِ صَلاَةِ النَّافِلَةِ فِىْ بَيْتِهِ وَجَوَازِهَا فِى الْمَسْجِدِ

২৩. পরিচ্ছেদ : নফল সালাত নিজের ঘরে আদায় করা মুস্তাহাব, মসজিদে আদায় করাও জায়েয

١٦٩٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ قَالَ اَخْبَرَنِىْ نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اجْعَلُوْا مِنْ صَلاَتِكُمْ فِىْ بُيُوْتِكُمْ وَلاَ تَتَّخِذُوْهَا قُبُوْرًا.

১৬৯৩. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না (র)....... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমাদের সালাতের কিছু অংশ তোমাদের ঘরে (আদায়ের জন্য) নির্ধারিত করবে এবং সে (ঘর)-গুলোকে কবর বানাবে না।

١٦٩٤- وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ اَخْبَرَنَا اَيُّوْبُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ صَلُّوْا فِىْ بُيُوْتِكُمْ وَلاَ تَتَّخِذُوْهَا قُبُوْرًا.

১৬৯৪. ইবনুল মুসান্না (র)....... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমরা নিজেদের ঘরে সালাত আদায় করবে এবং সেগুলোকে কবর বানিও না।

١٦٩٥- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ وَاَبُوْ كُرَيْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِى سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا قَضَى اَحَدُكُمُ الصَّلاَةَ فِىْ مَسْجِدِهٖ فَلْيَجْعَلْ لِبَيْتِهٖ نَصِيْبًا مِنْ صَلاَتِهٖ فَاِنَّ اللّٰهَ جَاعِلٌ فِىْ بَيْتِهٖ مِنْ صَلاَتِهٖ خَيْرًا.

১৬৯৫. আবূ বাক্র ইব্ন আবূ শায়বা ও আবূ কুরায়ব (র)...... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন তার মসজিদের (ফরয) সালাত সমাধা করে, তখন সে যেন তার ঘরের জন্য তার সালাতের একটি অংশ রাখে। কেননা তার সালাতের কারণে আল্লাহ্ তার ঘরে বরকত দান করবেন।

١٦٩٦- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ بَرَّادٍ الْاَشْعَرِىُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ قَالاَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ اَبِىْ بُرْدَةَ عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَثَلُ الْبَيْتِ الَّذِىْ يُذْكَرُ اللّٰهُ فِيْهِ وَالْبَيْتِ الَّذِىْ لاَيُذْكَرُ اللّٰهُ فِيْهِ مَثَلُ الْحَىِّ وَالْمَيِّتِ.

১৬৯৬. আবদুল্লাহ্ ইব্ন বার্‌রাদ আশ্‌'আরী ও মুহাম্মদ ইব্ন আলা (র)....... আবূ মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, যে ঘরে আল্লাহ্‌র যিক্‌র করা হয় এবং যে ঘরে আল্লাহ্‌র যিক্‌র করা হয় না, তার দৃষ্টান্ত জীবিত ও মৃতের ন্যায়।

١٦٩٧- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْقَارِىُّ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ تَجْعَلُوْا بُيُوْتَكُمْ مَقَابِرَ اِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْفِرُ مِنَ الْبَيْتِ الَّذِىْ تُقْرَأُ فِيْهِ سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ.

১৬৯৭. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, তোমাদের ঘরগুলোকে কবরস্থান বানিও না। যে ঘরে সূরা বাকারা পাঠ করা হয়, শয়তান সে ঘর থেকে পলায়ন করে।

١٦٩٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَالِمُ اَبُو النَّضْرِ مَوْلٰى عُمَرَبْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ احْتَجَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حُجَيْرَةً بِخَصَفَةٍ اَوْ حَصِيْرٍ فَخَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّىْ فِيْهَا قَالَ فَتَتَبَّعَ اِلَيْهِ رِجَالٌ وَجَاءُوْا يُصَلُّوْنَ بِصَلاَتِهٖ قَالَ ثُمَّ جَاءُوْا لَيْلَةً فَحَضَرُوْا وَاَبْطَأَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْهُمْ قَالَ فَلَمْ يَخْرُجْ اِلَيْهِمْ فَرَفَعُوْا اَصْوَاتَهُمْ وَحَصَبُوْا الْبَابَ فَخَرَجَ اِلَيْهِمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مُغْضَبًا فَقَالَ لَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَازَالَ بِكُمْ صَنِيْعُكُمْ حَتّٰى ظَنَنْتُ اَنَّهٗ سَيُكْتَبُ عَلَيْكُمْ فَعَلَيْكُمْ بِالصَّلاَةِ فِىْ بُيُوْتِكُمْ فَاِنَّ خَيْرَ صَلاَةِ الْمَرْءِ فِىْ بَيْتِهٖ اِلاَّ الصَّلاَةَ الْمَكْتُوْبَةَ.

১৬৯৮. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না (র)...... যায়দ ইব্ন সাবিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একটি চাটাই কিংবা একটি মাদুর দিয়ে (মসজিদে) একটি ছোট 'হুজরা' তৈরি করলেন। পরে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বের হয়ে সেখানে সালাত আদায় করতে লাগলেন। রাবী বলেন, তখন কিছু লোক তাঁকে খোঁজ করে সেখানে সমবেত হল। তারা তাঁর সঙ্গে সালাত আদায় করার উদ্দেশ্যে এসেছিল। বর্ণনাকারী বলেন, পরে আর এক রাতে তারা এসে উপস্থিত হল, কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদের কাছে বের হয়ে আসতে বিলম্ব করতে লাগলেন এবং তাদের কাছে বের হলেন না। তখন লোকেরা তাদের আওয়ায উঁচু করল এবং (হুজ্‌রার) দরজায় কংকর মারল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রুষ্ট হয়ে তাদের কাছে বের হয়ে এলেন। তিনি তাদের বললেন, তোমাদের কর্ম তো তোমরা চালাতে থাকলে, এমনকি আমার ধারণা হল যে, তা (রাতের সালাত) অচিরেই তোমাদের জন্য ফরয করে দেয়া হতে পারে। সুতরাং তোমরা তোমাদের ঘরে সালাত আদায় করবে। কেননা মানুষের সেই সালাতই উত্তম, যা তার ঘরে আদায় করা হয়, তবে ফরয সালাত ছাড়া।

١٦٩٩- وَحَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا بَهْزٌ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُوْسٰى بْنُ عُقْبَةَ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا النَّضْرِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ اتَّخَذَ حُجْرَةً فِى الْمَسْجِدِ مِنْ حَصِيْرٍ فَصَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِيْهَا لَيَالِىَ حَتّٰى اجْتَمَعَ اِلَيْهِ نَاسٌ فَذَكَرَ نَحْوَهُ وَزَادَ فِيْهِ وَلَوْ كُتِبَ عَلَيْكُمْ مَا قُمْتُمْ بِهِ.

১৬৯৯. মুহাম্মদ ইব্ন হাতিম (র)...... যায়দ ইব্ন সাবিত (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ মাদুর দিয়ে মসজিদে একটি হুজরা তৈরি করেন এবং তিনি কয়েক রাত সেখানে সালাত আদায় করেন। অবশেষে তাঁর কাছে কিছু লোক সমবেত হল। অতঃপর পূর্বানুরূপ উল্লেখ করেছেন। এ রিওয়ায়াতে অতিরিক্ত আছে 'আর তোমাদের উপরে তা ফরয করে দেয়া হলে তোমরা তা পালন করতে না।'

٢٤- بَابُ فَضِيْلَةِ الْعَمَلِ الدَّائِمِ مِنْ قِيَامِ اللَّيْلِ وَغَيْرِهِ

২৪. পরিচ্ছেদ : রাতের ইবাদত ও অন্যান্য ক্ষেত্রে স্থায়ী ও নিয়মিত আমলের ফযীলত

١٧٠٠- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ يَعْنِى الثَّقَفِىَّ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا قَالَتْ كَانَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ حَصِيْرٌ وَكَانَ يُحَجِّرُهُ مِنَ اللَّيْلِ فَيُصَلِّىْ فِيْهِ فَجَعَلَ النَّاسُ يُصَلُّوْنَ بِصَلَاتِهِ وَيَبْسُطُهُ بِالنَّهَارِ فَثَابُوْا ذَاتَ لَيْلَةٍ فَقَالَ يٰاَيُّهَا النَّاسُ عَلَيْكُمْ مِنَ الْاَعْمَالِ مَاتُطِيْقُوْنَ فَاِنَّ اللّٰهَ لَايَمَلُّ حَتّٰى تَمَلُّوْا وَاِنَّ اَحَبَّ الْاَعْمَالِ اِلَى اللّٰهِ مَادُوْوِمَ عَلَيْهِ وَاِنْ قَلَّ وَكَانَ اٰلُ مُحَمَّدٍ ﷺ اِذَا عَمِلُوْا عَمَلًا اَثْبَتُوْهُ.

১৭০০. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না (র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর একটি মাদুর ছিল, যা দিয়ে রাতের বেলা তিনি 'হুজরা' বানিয়ে নিতেন এবং সেখানে সালাত আদায় করতেন। লোকেরাও তাঁর সালাতের সঙ্গে (মুকতাদী হয়ে) সালাত আদায় করতে লাগল। আর দিনের বেলা তিনি সেটা বিছিয়ে দিতেন। এক রাতে তারা উদগ্রীবতার সাথে সালাতের জন্য আসলে নবী ﷺ তাদের বললেন, "লোক সকল! তোমরা এমন আমল গ্রহণ করবে যদ্দুর তোমরা সামর্থ্য রাখ। কেননা, আল্লাহ্ নিশ্চয়ই (সাওয়াব দানে) ক্লান্তিবোধ করেন

না, যাবৎ না তোমরাই ক্লান্ত হয়ে পড় (ও আমল ছেড়ে দাও)। আর আল্লাহ্‌র নিকট সমধিক প্রিয় আমল তাই, যা নিয়মিত করা হয়– যদিও তা কম হয়।" আর (বর্ণনাকারী বলেন) মুহাম্মদ ﷺ-এর পরিবার–পরিজন কোন আমল শুরু করলে তা তারা স্থায়ী রাখতেন।

١٧٠١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا سَلَمَةَ يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ سُئِلَ اَىُّ الْعَمَلِ اَحَبُّ اِلَى اللّٰهِ قَالَ اَدْوَمُهُ وَاِنْ قَلَّ.

১৭০১. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না (র)...... আবূ সালামা (রা) সূত্রে আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করা হল– আল্লাহ্‌র নিকটে সর্বাধিক পসন্দনীয় আমল কোনটি? তিনি বললেন, যা স্থায়ী হয়, যদিও তা (পরিমাণে) কম হয়।

١٧٠٢- وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ سَأَلْتُ اُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ عَائِشَةَ قَالَ قُلْتُ يَا اُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ كَيْفَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هَلْ كَانَ يَخُصُّ شَيْئًا مِنَ الاَيَّامِ قَالَتْ لاَ كَانَ عَمَلُهُ دِيْمَةً وَاَيُّكُمْ يَسْتَطِيْعُ مَاكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَسْتَطِيْعُ.

১৭০২. যুহায়র ইব্‌ন হারব ও ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র)...... ইব্‌রাহীম ইব্‌ন আলকামা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম। ইব্‌রাহীম (র) বলেন, আমি বললাম, হে উম্মুল মু'মিনীন! রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর আমল কোন প্রকৃতির ছিল? তিনি কি নিজের জন্য কোনদিন বিশেষভাবে নির্ধারিত করতেন? তিনি বললেন, না; তাঁর আমল ছিল নিয়মানুবর্তিতাসম্পন্ন। আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যা করতে সমর্থ ছিলেন, তোমাদের মাঝে কে তা করতে সমর্থ হবে?

١٧٠٣- وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُبْنُ سَعِيْدٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَحَبُّ الْاَعْمَالِ اِلَى اللّٰهِ تَعَالٰى اَدْوَمُهَا وَاِنْ قَلَّ قَالَ وَكَانَتْ عَائِشَةُ اِذَا عَمِلَتِ الْعَمَلَ لَزِمَتْهُ.

১৭০৩. ইব্‌ন নুমায়র(র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, আল্লাহ্ তা'আলার নিকট সর্বাধিক প্রিয় আমল অধিক নিয়মানুবর্তিতাসম্পন্ন আমল, যদিও তা স্বল্প হয়। আর আয়েশা (রা) যখন কোন আমল শুরু করতেন তখন স্থায়ীভাবে করতেন।

١٧٠٤- وَحَدَّثَنَا اَبُوْبَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ح وَحَدَّثَنِىْ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ دَخَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْمَسْجِدَ وَحَبْلٌ مَمْدُوْدٌ بَيْنَ سَارِيَتَيْنِ فَقَالَ مَاهٰذَا قَالُوْا لِزَيْنَبَ تُصَلِّىْ فَاِذَا كَسِلَتْ اَوْفَتَرَتْ اَمْسَكَتْ بِهٖ فَقَالَ حُلُّوْهُ لِيُصَلِّ اَحَدُكُمْ نَشَاطَهُ فَاِذَا كَسِلَ اَوْفَتَرَقَعَدَ وَفِىْ حَدِيْثِ زُهَيْرٍ فَلْيَقْعُدْ.

১৭০৪. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) এবং যুহায়র ইব্‌ন হারব (র)...... আনাস (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মসজিদে প্রবেশ করলেন এবং তখন দুই থামের মাঝে একটি রশি টানানো ছিল। তা দেখতে পেয়ে তিনি বললেন, এটি কি? তারা বলল, এটা যায়নাবের। তিনি সালাত আদায় করতে থাকেন। যখন অলসতা কিংবা দুর্বলতা ও ক্লান্তি অনুভব করেন তখন ঐ রশির সাথে নিজেকে আটকে রাখেন। নবী ﷺ বললেন, ওটি খুলে দাও! তোমাদের যে কেউ তার উদ্যম ও স্ফূর্তি পরিমাণ সালাত আদায় করবে। যখন অবসাদ ও ক্লান্তি অনুভব করবে, তখন বসে পড়বে। যুহায়র (র)-এর হাদীসে 'বসে পড়বে' (قَعَدَ) স্থলে সে যেন বসে পড়ে' (فَلْيَقْعُدْ) রয়েছে।

١٧٠٥- وَحَدَّثَنَاهُ شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوْخَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ عَنْ اَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ.

১৭০৫. শায়বান ইব্‌ন ফার্‌রূখ (র)........ আনাস (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে হাদীসটি অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

١٧٠٦- وَحَدَّثَنِى حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيٰى وَمُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِيُّ قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ اَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ اَخْبَرَتْهُ اَنَّ الْحَوْلاَءَ بِنْتَ تُوَيْتِ بْنِ حَبِيْبِ بْنِ اَسَدِ بْنِ عَبْدِ الْعُزّٰى مَرَّتْ بِهَا وَعِنْدَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْتُ هٰذِهِ الْحَوْلاَءُ بِنْتُ تُوَيْتٍ وَزَعَمُوْا اَنَّهَا لاَتَنَامُ اللَّيْلَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَتَنَامُ اللَّيْلَ خُذُوْا مِنَ الْعَمَلِ مَا تُطِيْقُوْنَ فَوَ اللّٰهِ لاَيَسْأَمُ اللّٰهُ حَتّٰى تَسْأَمُوْا.

১৭০৬. হারমালা ইব্‌ন ইয়াহ্‌য়া ও মুহাম্মদ ইব্‌ন সালামা মুরাদী (র)....... 'উরওয়া ইব্‌ন যুবায়র (র) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ-এর সহধর্মিণী আয়েশা (রা) খবর দিয়েছেন যে, হাওলা বিন্‌ত তুওয়ায়ত ইব্‌ন হাবীব ইব্‌ন আসাদ ইব্‌ন আবদুল উয্‌যা তাঁর (আয়েশা) নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তখন তার কাছে ছিলেন। (আয়েশা রা বলেন) আমি বললাম, "এ হচ্ছে হাওলা বিন্‌তে তুওয়ায়ত, লোকেরা বলে যে, সে রাতে ঘুমায় না। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, রাতে ঘুমায় না।"....... এমন আমল তোমরা গ্রহণ কর, যাতে তোমরা সমর্থ হবে। কেননা, আল্লাহ তো (সাওয়াব দানে) বিরক্ত হন না, যাবৎ না তোমরাই বিরক্ত হয়ে আমল ছেড়ে দাও।

١٧٠٧- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَاَبُوْ كُرَيْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ح وَحَدَّثَنِىْ زُهَيْرُبْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لَهٗ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ هِشَامٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ اَبِىْ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَ عَلَىَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَعِنْدِىْ امْرَأَةٌ فَقَالَ مَنْ هٰذِهِ فَقُلْتُ امْرَأَةٌ لاَتَنَامُ تُصَلِّىْ قَالَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْعَمَلِ مَاتُطِيْقُوْنَ فَوَاللّٰهِ لاَ يَمَلُّ اللّٰهُ حَتّٰى تَمَلُّوْا وَكَانَ اَحَبُّ الدِّيْنِ اِلَيْهِ مَادَاوَمَ عَلَيْهِ صَاحِبُهٗ وَفِىْ حَدِيْثِ اَبِىْ اُسَامَةَ اَنَّهَا امْرَأَةٌ مِنْ بَنِىْ اَسَدٍ.

১৭০৭. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা, আবূ কুরায়ব এবং যুহায়র ইব্‌ন হারব (র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমার কাছে আগমন করলেন, তখন আমার কাছে একটি স্ত্রীলোক ছিল। তিনি বললেন, এটি কে? আমি বললাম, এ এক নারী, যে রাতে ঘুমায় না, সালাত আদায় করতে থাকে। তিনি বললেন, তোমরা এমন আমল গ্রহণ করবে যা পালনে তোমাদের সামর্থ্য রয়েছে। কেননা, আল্লাহ্‌র কসম! আল্লাহ তো (সাওয়াব দানে) ক্লান্ত বিরক্ত হবেন না, ততক্ষণে তোমরাই ক্লান্ত হয়ে পড়বে। আর আল্লাহ্‌র কাছে সর্বাধিক পসন্দনীয় দীন ছিল যার পালনকারী তাতে নিয়মানুবর্তিতা রক্ষা করত। আবূ উসামা (র) (প্রথম সনদ)-এর হাদীসে রয়েছে, সে ছিল বনূ আসাদ গোত্রের এক নারী!

٢٥- بَابُ أَمْرِ مَنْ نَعَسَ فِيْ صَلاَتِهِ أَوْ اسْتَعْجَمَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ أَوِ الذِّكْرُ بِاَنْ يَرْقُدَ أَوْ يَقْعُدَ حَتّٰى يَذْهَبَ عَنْهُ ذَالِكَ.

২৫. পরিচ্ছেদ : সালাতে তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়লে কিংবা কুরআন তিলাওয়াত বা যিকরে জিহ্বা জড়িয়ে যেতে লাগলে ঘুমিয়ে পড়া কিংবা বিশ্রাম দেয়ার আদেশ, যাতে তার তন্দ্রাভাব কেটে যায়

١٧٠٨- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِبْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْكُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ جَمِيْعًا عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ (وَاللَّفْظُ لَهُ) عَنْ مَالِكِ بْنِ اَنَسٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ اِذَا نَعَسَ اَحَدُكُمْ فِى الصَّلاَةِ فَلْيَرْقُدْ حَتّٰى يَذْهَبَ عَنْهُ النَّوْمُ فَاِنَّ اَحَدَكُمْ اِذَا صَلّٰى وَهُوَ نَاعِسٌ لَعَلَّهُ يَذْهَبُ يَسْتَغْفِرُ فَيَسُبُّ نَفْسَهُ.

১৭০৮. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা, ইব্‌ন নুমায়র; আবূ কুরায়ব এবং কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ বলেছেন, তোমাদের কেউ সালাতে তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়লে সে যেন শুয়ে পড়ে, যাতে তার ঘুম চলে যায়। কেননা, তোমাদের কেউ যখন তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে সালাত আদায় করবে, তখন এমন হতে পারে যে, সে ইসতিগফার ও ক্ষমা প্রার্থনা করতে চাইবে, অথচ সে নিজেকে গালি দিয়ে বসবে। (দু'আ করতে গিয়ে বদ-দু'আ করে ফেলবে)।

١٧٠٩- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هٰذَا مَا حَدَّثَنَا اَبُوْ هُرَيْرَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرَ اَحَادِيْثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا قَامَ اَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ فَاسْتَعْجَمَ الْقُرْاٰنُ عَلٰى لِسَانِهِ فَلَمْ يَدْرِ مَايَقُوْلُ فَلْيَضْطَجِعْ.

১৭০৯. মুহাম্মদ ইব্‌ন রাফি' (র)...... হাম্মাম ইব্‌ন মুনাব্বিহ্ (র) সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, এটি হল মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে আবূ হুরায়রা (রা) আমাদের কাছে যে হাদীস বর্ণনা করেছেন...... তিনি অনেক হাদীস উল্লেখ করলেন, যার একটি এই : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন রাতে জেগে উঠে এবং কুরআন তার জিহ্বায় জড়িয়ে যেতে থাকে এবং কি বলছে তা বুঝতে না পারে, তখন সে যেন শুয়ে পড়ে।

كِتَابُ فَضَائِلِ الْقُرْاٰنِ.

অধ্যায় : ফাযাইলিল কুরআন

١-بَابُ الْاَمْرِ بِتَعَهُّدِ الْقُرْاٰنِ وَكَرَاهَةِ قَوْلِ نَسِيْتُ اٰيَةَ كَذَا وَجَوَازِ قَوْلِ اُنْسِيْتُهَا.

১. পরিচ্ছেদ : কুরআন সংরক্ষণে যত্নবান হওয়ার নির্দেশ; 'অমুক আয়াত ভুলে গিয়েছি' বলার অপসন্দনীয়তা ও 'আমাকে ভুলিয়ে দেয়া হয়েছে' বলার বৈধতা প্রসঙ্গ

١٧١٠- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَاَبُوْ كُرَيْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ سَمِعَ رَجُلاً يَقْرَأُ مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَ يَرْحَمُهُ اللّٰهُ لَقَدْ اَذْكَرَنِىْ كَذَا وَكَذَا اٰيَةً كُنْتُ اَسْقَطْتُهَا مِنْ سُوْرَةِ كَذَا وَكَذَا.

১৭১০. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা ও আবূ কুরায়ব (র)...... আয়েশা (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ রাতে এক ব্যক্তিকে কুরআন তিলাওয়াত করে শুনালেন। তিনি বললেন, আল্লাহ্ তাকে রহম করুন! সে আমাকে অমুক অমুক সূরার অমুক অমুক আয়াত স্মরণ করিয়ে দিয়েছে, যা আমি বাদ দিয়েছিলাম।

١٧١١- وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ وَاَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَسْتَمِعُ قِرَاءَةَ رَجُلٍ فِى الْمَسْجِدِ فَقَالَ رَحِمَهُ اللّٰهُ لَقَدْ اَذْكَرَنِىْ اٰيَةً كُنتُ اُنْسِيْتُهَا.

১৭১১. ইব্‌ন নুমায়র (র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মসজিদে মনোযোগ দিয়ে এক ব্যক্তির তিলাওয়াত শুনছিলেন। তিনি বললেন, "আল্লাহ্ তাকে রহম করুন! আমাকে এমন আয়াত স্মরণ করিয়ে দিয়েছে, যা আমাকে ভুলিয়ে দেয়া হয়েছিল।"

١٧١٢- حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ يَحْيٰى قَالَ قَرَأْتُ عَلٰى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّمَا مَثَلُ صَاحِبِ الْقُرْاٰنِ كَمَثَلِ الْاِبِلِ الْمُعَقَّلَةِ اِنْ عَاهَدَ عَلَيْهَا اَمْسَكَهَا وَاِنْ اَطْلَقَهَا ذَهَبَتْ.

১৭১২. ইয়াহ্য়া ইব্ন ইয়াহ্য়া (র)...... আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কুরআনওয়ালা ব্যক্তির দৃষ্টান্ত তো বেঁধে রাখা উটের মত। তার দেখাশুনা করলে তাকে আটকে রাখতে পারে, আর তাকে ছেড়ে দিলে সে (নিরুদ্দেশে) চলে যায়।

١٧١٣- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَعُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا يَحْيٰى وَهُوَ الْقَطَّانُ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ خَالِدٍ الْاَحْمَرُ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِيْ كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ اَيُّوْبَ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ يَعْنِيْ ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ اِسْحٰقَ الْمُسَيَّبِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا اَنَسٌ يَعْنِيْ ابْنَ عِيَاضٍ جَمِيْعًا عَنْ مُوْسٰى بْنِ عُقْبَةَ كُلُّ هٰؤُلَاءِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمَعْنٰى حَدِيْثِ مَالِكٍ وَزَادَ فِيْ حَدِيْثِ مُوْسٰى بْنِ عُقْبَةَ وَاِذَا قَامَ صَاحِبُ الْقُرْاٰنِ فَقَرَاَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ذَكَرَهُ وَاِنْ لَمْ يَقُمْ بِهٖ نَسِيَهُ.

১৭১৩. যুহায়র ইব্ন হার্ব, মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না, 'উবায়দুল্লাহ ইব্ন সাঈদ, আবূ বাক্র ইব্ন আবূ শায়বা, ইব্ন নুমায়র, ইব্ন আবূ 'উমর (র), কুতায়বা ইব্ন সাঈদ এবং মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক আল মুসায়্যিবী (র)...... সকলেই নাফি' (র) সূত্রে ইব্ন 'উমর (রা)-এর মাধ্যমে নবী ﷺ থেকে পূর্বোক্ত (ইয়াহ্য়া সনদের) মালিক (র)-এর হাদীসের অর্থসম্পন্ন হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে (মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক ও সহযোগী সনদের) মূসা ইব্ন উক্বা (র)-এর হাদীসে আরও আছে, "যখন কুরআনওয়ালা ব্যক্তি (ইবাদতে) সচেষ্ট হয় এবং রাতে ও দিনে কুরআন তিলাওয়াত করতে থাকে, তখন সে তা স্মরণ রাখতে পারে, আর তার জন্য যত্নবান না হলে তা ভুলে যায়।"

١٧١٤- وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعُثْمَانُ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ وَاِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اِسْحٰقُ اَخْبَرَنَا وَقَالَ الْاٰخَرَانِ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اَبِيْ وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِئْسَمَا لِاَحَدِهِمْ يَقُوْلُ نَسِيْتُ اٰيَةَ كَيْتَ وَكَيْتَ بَلْ هُوَ نُسِّيَ اسْتَذْكِرُوا الْقُرْاٰنَ فَلَهُوَ اَشَدُّ تَفَصِّيًا مِنْ صُدُوْرِ الرِّجَالِ مِنَ النَّعَمِ بِعُقُلِهَا.

১৭১৪. যুহায়র ইব্ন হার্ব, 'উসমান ইব্ন আবূ শায়বা ও ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম (র)..... 'আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, "তাদের যে কোন ব্যক্তির জন্য এমন করে বলা কতই নিন্দনীয় যে, আমি অমুক অমুক আয়াত ভুলে গিয়েছি।" এবং (এরূপ না বলে সে বলবে যে,) তাকে ভুলিয়ে দেয়া হয়েছে।...... তোমরা কুরআন মুখস্থ করতে থাকবে। কেননা রশি হতে উটের পলায়নের চেয়ে অবশ্যই তা (কুরআন) মানুষের হৃদয় হতে অধিকহারে পলায়নকারী ও বিচ্ছিন্নতা প্রয়াসী।

١٧١٥- وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِيْ وَاَبُوْ مُعَاوِيَةَ ح وَحَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ يَحْيٰى وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ اَخْبَرَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ شَقِيْقٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ تَعَاهَدُوا هٰذِهِ الْمَصَاحِفَ وَرُبَّمَا

قَالَ الْقُرْاٰنَ فَلَهُوَ اَشَدُّ تَفَصِّيًا مِنْ صُدُوْرِ الرِّجَالِ مِنَ النَّعَمِ مِنْ عُقُلِهٖ قَالَ وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَيَقُلْ اَحَدُكُمْ نَسِيْتُ اٰيَةَ كَيْتَ وَكَيْتَ بَلْ هُوَ نُسِّىَ.

১৭১৫. ইব্‌ন নুমায়র এবং ইয়াহ্‌য়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌য়া (র)...... শাকীক (র) সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, ‘আবদুল্লাহ (রা) বলেন, এ মুসহাফ (পবিত্র গ্রন্থ)-সমূহের এবং অনেক সময় বলেছেন, এ কুরআনের হিফাযত সংরক্ষণ করবে। কেননা, দড়ি ছিঁড়ে উটের পলায়নের অপেক্ষাও তা মানুষের হৃদয়পট থেকে অধিক পলায়নকারী। আবদুল্লাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, তোমাদের কেউ ‘আমি অমুক অমুক আয়াত ভুলে গিয়েছি’ বলবে না; বরং তাকে ভুলিয়ে দেয়া হয়েছে।

١٧١٦- وَحَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُبْنُ حَاتِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ عَبْدَةُ بْنُ اَبِىْ لُبَابَةَ عَنْ شَقِيْقِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُوْدٍ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ بِئْسَمَا لِلرَّجُلِ اَنْ يَقُوْلَ نَسِيْتُ سُوْرَةَ كَيْتَ وَكَيْتَ اَوْ نَسِيْتُ اٰيَةَ كَيْتَ وَكَيْتَ بَلْ هُوَ نُسِّىَ.

১৭১৬. মুহাম্মদ ইব্‌ন হাতিম (র)...... শাকীক ইব্‌ন সালামা (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইব্‌ন মাসঊদ (রা)-কে আমি বলতে শুনেছি যে, (তিনি বলেন,) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে আমি বলতে শুনেছি, মানুষের জন্য এরূপ বলা খুবই নিন্দনীয় যে, আমি অমুক অমুক সূরা ভুলে গিয়েছি, কিংবা আমি অমুক অমুক আয়াত ভুলে গিয়েছি; বরং তাকে ভুলিয়ে দেওয়া হয়েছে।

١٧١٧- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ بَرَّادٍ الْاَشْعَرِىُّ وَاَبُوْ كُرَيْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ تَعَاهَدُوْا هٰذَا الْقُرْاٰنَ فَوَ الَّذِىْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهٖ لَهُوَ اَشَدُّ تَفَلُّتًا مِنَ الْاِبِلِ فِىْ عُقُلِهَا وَلَفْظُ الْحَدِيْثِ لِاَبْنِ بَرَّادٍ.

১৭১৭. ‘আবদুল্লাহ ইব্‌ন বাররাদ আল-আশ‘আরী ও আবূ কুরায়ব (র)...... আবূ মূসা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, এ কুরআন সংরক্ষণে তোমরা যত্নবান হও। কেননা যাঁর হাত মুহাম্মদের জীবন তাঁর কসম! অবশ্যই রশি ছিড়ে পলায়নরত উটের তুলনায় তা অধিক পলায়নপর। এ হাদীসের ভাষ্য ইব্‌ন বাররাদ (র)-এর।

٢- بَابَ اسْتِحْبَابِ تَحْسِيْنِ الصَّوْتِ بِالْقُرْاٰنِ.

২. পরিচ্ছেদ : কুরআন পাঠের আওয়াযে মাধুর্য সৃষ্টি করা মুস্তাহাব

١٧١٨- حَدَّثَنِىْ عَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ مَا اَذِنَ اللّٰهُ لِشَىْءٍ مَا اَذِنَ لِنَبِىٍّ يَتَغَنّٰى بِالْقُرْاٰنِ.

১৭১৮. আমরুন নাকিদ ও যুহায়র ইব্‌ন হাবর (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তিনি সনদটি নবী ﷺ পর্যন্ত পৌঁছিয়েছেন। নবী ﷺ বলেছেন, আল্লাহ্ কোন কিছুর প্রতি এত কান দেন না (সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন না) যত কান দেন কোন নবীর প্রতি, যিনি মধুর সুরে কুরআন তিলাওয়াত করেন।

১৭১٩- وَحَدَّثَنِى حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيٰى قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِى يُوْنُسُ ح وَحَدَّثَنِى يُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِى عَمْرٌو كِلاَهُمَا عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ قَالَ كَمَا يَأْذَنُ لِنَبِىٍّ يَتَغَنّٰى بِالْقُرْاٰنِ.

১৭১৯. হারমালা ইব্‌ন ইয়াহ্‌য়া ও ইউনুস ইব্‌ন আবদুল আলা (র)...... ইব্‌ন শিহাব (র) সূত্রে ঐ সনদে রিওয়ায়াত করেছেন, তিনি বলেছেন, যেমন কান দিয়ে থাকেন মধুর সুরে কুরআন পাঠকারী কোন নবীর প্রতি।

١٧٢٠- حَدَّثَنِى بِشْرُ بْنُ الْحَكَمِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ وَهُوَ ابْنُ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرٰهِيْمَ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّه سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَا اَذِنَ اللّٰهُ لِشَىْءٍ مَا اَذِنَ لِنَبِىٍّ حَسَنِ الصَّوْتِ يَتَغَنّٰى بِالْقُرْاٰنِ يَجْهَرُ بِه.

১৭২০. বিশ্‌র ইব্‌নুল হাকাম (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন, আল্লাহ্ কোন কিছুর প্রতি সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন না, যত সন্তুষ্টি প্রকাশ করে থাকেন সুকণ্ঠ কোন নবীর প্রতি, যিনি সুর দিয়ে কুরআন পাঠ করেন এবং সশব্দে তা পাঠ করতে থাকেন।

١٧٢١- وَحَدَّثَنِى ابْنُ اَخِى ابْنِ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَمِّى عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِى عُمَرُ بْنُ مَالِكٍ وَحَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ عَنِ ابْنِ الْهَادِ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ مِثْلَه سَوَاءً وَقَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَلَمْ يَقُلْ سَمِعَ.

১৭২১. ইব্‌ন ওয়াহ্‌বের ভাতিজা (র)...... ইবনুল হাদ (র) সূত্রে ঐ সনদে অবিকল অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। তবে তিনি বলেছেন, 'রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন' 'আবূ হুরায়রা (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন' বলেন নি।

١٧٢٢- وَحَدَّثَنَا حَكَمُ بْنُ مُوْسٰى قَالَ حَدَّثَنَا هِقْلٌ عَنِ الْاَوْزَاعِىِّ عَنْ يَحْيٰى بْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا اَذِنَ اللّٰهُ لِشَىْءٍ كَاَذَنِه لِنَبِىٍّ يَتَغَنّٰى بِالْقُرْاٰنِ يَجْهَرُ بِه.

১৭২২. হাকাম ইব্‌ন মূসা (রা)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা শব্দ করে সুর দিয়ে কুরআন তিলাওয়াতকারী নবীর প্রতি কান দেয়ার মত অন্য কোন কিছুর প্রতি কান লাগান না।

١٧٢٣- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ غَيْرَ أَنَّ ابْنَ أَيُّوبَ قَالَ فِي رِوَايَتِهِ كَإِذْنِهِ.

১৭২৩. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আয়্যুব, কুতায়বা ইব্ন সাঈদ ও ইব্ন হুজর (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আবূ কাসীর (র)-এর হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন।

١٧٢٤- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ وَهُوَ ابْنُ مِغْوَلٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ إِنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ قَيْسٍ أَوِ الْأَشْعَرِيَّ أُعْطِيَ مِزْمَارًا مِنْ مَزَامِيرِ آلِ دَاوُدَ.

১৭২৪. আবূ বাকর ইব্ন আবূ শায়বা ও ইব্ন নুমায়র (র)... বুরায়দা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, 'আবদুল্লাহ ইব্ন কায়স কিংবা তিনি বলেছিলেন, (আবূ মূসা) আল-আশ'আরীকে দাঊদ (আ) পরিবারের বাশরীসমূহের একটি বাশরী (অর্থাৎ সুমধুর সুর) দান করা হয়েছে।

١٧٢٥- وَحَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا طَلْحَةُ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ لِأَبِي مُوسَى لَوْ رَأَيْتَنِي وَأَنَا أَسْتَمِعُ لِقِرَاءَتِكَ الْبَارِحَةَ لَقَدْ أُوتِيتَ مِزْمَارًا مِنْ مَزَامِيرِ آلِ دَاوُدَ.

১৭২৫. দাঊদ ইব্ন রুশায়দ (র)...... আবূ মূসা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে বললেন, তুমি যদি আমাকে দেখতে, গতরাতে যখন আমি তোমার কিরা'আত মনোযোগ দিয়ে শুনছিলাম (তখন আমার মনে হচ্ছিল যে,) তোমাকে দাঊদ (আ)-এর বাঁশরীসমূহের (সুরমালার) একটি বাঁশরী (সুর) দান করা হয়েছে।[১]

١٧٢٦- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ إِدْرِيسَ وَوَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ مُغَفَّلٍ الْمُزَنِيَّ يَقُولُ قَرَأَ النَّبِيُّ ﷺ عَامَ الْفَتْحِ فِي مَسِيرٍ لَهُ سُورَةَ الْفَتْحِ عَلَى رَاحِلَتِهِ فَرَجَّعَ فِي قِرَاءَتِهِ قَالَ مُعَاوِيَةُ لَوْلَا أَنِّي أَخَافُ أَنْ يَجْتَمِعَ عَلَيَّ النَّاسُ لَحَكَيْتُ لَكُمْ قِرَاءَتَهُ.

১৭২৬. আবূ বাকর ইব্ন আবূ শায়বা (র)...... আবদুল্লাহ ইব্ন মুগাফ্ফাল মুযানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (মক্কা) বিজয়ের বছর নবী ﷺ তাঁর কোন একটি সফরে তাঁর বাহনে থেকে সূরা ফাত্হ তিলাওয়াত করছিলেন এবং তিলওয়াতে তিনি 'তারজী' (কণ্ঠনালীতে আওয়াযের উত্থান পতন) করছিলেন। মু'আবিয়া (রা) বলেন, আমার কাছে লোকের ভিড় জমে যাওয়ার আশংকা না থাকলে আমি তোমাদের (ছাত্রদের) সামনে তাঁর কিরা'আত অনুকরণ করে শোনাতাম।

১. হযরত দাঊদ (আ)-কে আল্লাহ পাক অতি মধুর কণ্ঠ দান করেছিলেন।

١٧٢٧- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُعَاوِيَةَ ابْنِ قُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنِ مُغْفَّلٍ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ عَلَى نَاقَتِهِ يَقْرَأُ سُوْرَةَ الْفَتْحِ قَالَ فَقَرَأَ ابْنُ مُغَفَّلٍ وَرَجَّعَ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ لَوْلاَ النَّاسُ لاَخَذْتُ لَكُمْ بِذَالِكَ الَّذِيْ ذَكَرَه ابْنُ مُغَفَّلٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

১৭২৭. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না ও মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশশার (র)........ 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুগাফফাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মক্কা বিজয়ের দিন আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে তাঁর উষ্ট্রীর পিঠে সূরা আল-ফাত্‌হ তিলাওয়াত করতে দেখলাম। মুআবিয়া (রা) বলেন, (এ হাদীস বর্ণনার সময়) ইব্‌ন মুগাফফাল (রা) তিলাওয়াত করলেন এবং তাতে গলায় আওয়াযের দোলা তুললেন। মুআবিয়া (রা) বলেন, লোকেদের ভীড়ের আশংকা না হলে আমি তোমাদের জন্য ঐ (কিরাআতের) বিষয়টি তুলে ধরতাম যা ইব্‌ন মুগাফফাল (রা) নবী ﷺ থেকে উদ্ধৃত করেছেন।

١٧٢٨- وَحَدَّثَنَاهُ يَحْيَى بْنُ حَبِيْبِ الْحَارِثِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُبْنُ الْحَارِثِ ح وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِيْ قَالاَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهٰذَا الاِسْنَادِ نَحْوَهُ وَفِيْ حَدِيْثِ خَالِدِبْنِ الْحَارِثِ قَالَ عَلٰى رَاحِلَةٍ يَسِيْرُ وَهُوَ يَقْرَأُ سُوْرَةَ الْفَتْحِ.

১৭২৮. ইয়াহ্‌য়া ইব্‌ন হাবীব হারিসী (র) এবং উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন মুআয (রা)...... শু'বা (র) সূত্রে পূর্বোক্ত সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে (ইয়াহ্‌য়া সনদের) খালিদ ইব্‌ন হারিস (র)-এর হাদীসে আছে, একটি বাহনের উপরে বসা অবস্থায় তিনি সূরা ফাত্‌হ তিলাওয়াত করছিলেন।.....

٣-بَابُ نُزُوْلِ السَّكِيْنَةِ لِقِرَأةِ الْقُرْاٰنِ.

৩. পরিচ্ছেদ : কুরআন তিলাওয়াতের সময় 'সাকীনা' বা প্রশান্তি অবতরণ

١٧٢٩- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى قَالَ اَخْبَرَنَا اَبُوْ خَيْثَمَةَ عَنْ اَبِيْ اِسْحٰقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ كَانَ رَجُلٌ يَقْرَأُ سُوْرَةَ الْكَهْفِ وَعِنْدَهُ فَرَسٌ مَرْبُوْطٌ بِشَطَنَيْنِ فَتَغَشَّتْهُ سَحَابَةٌ فَجَعَلَتْ تَدُوْرُ وَتَدْنُوْا وَجَعَلَ فَرَسُهُ يَنْفِرُ مِنْهَا فَلَمَّا اَصْبَحَ اَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَ ذَالِكَ لَهُ فَقَالَ تِلْكَ السَّكِيْنَةُ تَنَزَّلَتْ لِلْقُرْاٰنِ.

১৭২৯. ইয়াহ্‌য়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌য়া (র)...... বারা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি সূরা কাহ্‌ফ তিলাওয়াত করছিল। আর দু'গাছি পাকানো দড়ি দিয়ে একটি ঘোড়া তার কাছে বাঁধা ছিল। সে সময় একখণ্ড মেঘ এসে তাকে আচ্ছাদিত করে ফেলল এবং তা চক্কর দিতে লাগল ও নিকটবর্তী হতে লাগল। তার ঘোড়াটি সে কারণে ভয়ে ছটফট করছিল। ভোর হলে লোকটি নবী ﷺ-এর নিকটে এসে বিষয়টি উল্লেখ করল। তখন তিনি বললেন, ও হল সাকীনা (প্রশান্তি) যা কুরআন তিলাওয়াতের কারণে অবতীর্ণ হয়েছিল।

١٧٣٠- وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ وَاللَّفْظُ لابْنِ الْمُثَنَّى قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِى اِسْحٰق قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يَقُوْلُ قَرَأَ رَجُلٌ الْكَهْفَ وَفِى الدَّارِ دَابَّةٌ فَجَعَلَتْ تَنْفِرُ فَنَظَرَ فَاِذَا ضَبَابَةٌ اَوْ سَحَابَةٌ قَدْ غَشِيَتْهُ قَالَ فَذَكَرَ ذَالِكَ لِلنَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ اقْرَأْ فُلاَنُ فَاِنَّهَا السَّكِيْنَةُ تَنَزَّلَتْ عِنْدَ الْقُرْاٰنِ اَوْتَنَزَّلَتْ لِلْقُرْاٰنِ.

১৭৩০. ইবনুল মুসান্না ও ইব্‌ন বাশশার (র)...... বারা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি সূরা কাহ্‌ফ পাঠ করলেন। এ সময় তার বাড়িতে একটি পশু বাঁধা ছিল। সেটি ছটফট করতে লাগল। তখন তিনি তাকিয়ে দেখলেন যে, একখণ্ড মেঘ তাকে আচ্ছাদিত করে নিয়েছে। এ ঘটনা নবী ﷺ-এর নিকট বর্ণনা করা হলে তিনি বললেন, এ হচ্ছে সাকীনা (প্রশান্তি), কুরআন তিলাওয়াতের সময় বা কুরআন তিলাওয়াতের কারণে অবতীর্ণ হয়েছিল।

١٧٣١- وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنّى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِىٍّ وَاَبُوْ دَاودَ قَالاَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰق قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يَقُوْلُ فَذَكَرَا نَحْوَه غَيْرَ اَنَّهُمَا قَالاَ تَنْقُزُ.

১৭৩১. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না (র)...... বারা (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ। তবে তারা تَنْقُزُ শব্দটি বলেছেন।

١٧٣٢- وَحَدَّثَنِىْ حَسَنَ بْنُ عَلِىٍّ الْحُلْوَانِىُّ وَحَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ (وَتَقَارَ بَا فِى اللَّفْظِ) قَالاَ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ الْهَادِ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ خَبَّابٍ حَدَّثَه اَنَّ اَبَا سَعِيْدِ الْخُدْرِىَّ حَدَّثَهُ اَنَّ اُسَيْدَ بْنَ حُضَيْرٍ بَيْنَمَا هُوَ لَيْلَةً يَقْرَأُ فِىْ مِرْبَدِهٖ اِذْ جَالَتْ فَرَسُه فَقَرَأَ ثُمَّ جَالَتْ اُخْرٰى فَقَرَأَ ثُمَّ جَالَتْ اَيْضًا قَالَ اُسَيْدٌ فَخَشِيْتُ اَنْ تَطَأَ يَحْيٰى فَقُمْتُ اِلَيْهَا فَاِذَا مِثْلُ الظُّلَّةِ فَوْقَ رَأْسِىْ فِيْهَا اَمْثَالُ السُّرُجِ عَرِجَتْ فِى الْجَوِّ حَتّٰى مَا اَرَاهَا قَالَ فَغَدَوْتُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بَيْنَمَا اَنَا الْبَارِحَةَ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ اَقْرَأُ فِىْ مِرْبَدِىْ اِذْ جَالَتْ فَرَسِىْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اقْرَأْ ابْنَ حُضَيْرٍ قَالَ فَقَرَأْتُ ثُمَّ جَالَتْ اَيْضًا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اقْرَأْ ابْنَ حُضَيْرٍ قَالَ فَقَرَأْتُ ثُمَّ جَالَتْ اَيْضًا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اقْرَاءِ ابْنَ حُضَيْرٍ قَالَ فَانْصَرَفْتُ وَكَانَ يَحْيٰى قَرِيْبًا مِنْهَا خَشِيْتُ اَنْ تَطَأَهُ فَرَأَيْتُ مِثْلَ الظُّلَّةِ فِيْهَا اَمْثَالُ السُّرُجِ عَرَجَتْ فِى الْجَوِّ حَتّٰى مَا اَرَاهَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ تِلْكَ الْمَلاَئِكَةُ كَانَتْ تَسْتَمِعُ لَكَ وَلَوْ قَرَأْتَ لاَصْبَحَتْ يَرَاهَا النَّاسُ مَا تَسْتَتِرُ مِنْهُمْ.

১৭৩২. হাসান ইব্‌ন আলী আল-হুলওয়ানী ও হাজ্জাজ ইবনুশ শাইর (র)...... আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রা) থেকে বর্ণিত যে, উসায়দ ইব্‌ন হুযায়র (রা) যখন তাঁর আস্তাবলে তিলাওয়াত করছিলেন, তখন হঠাৎ তার ঘোড়াটি

অস্থিরতা প্রকাশ করতে লাগল। তিনি আবার তিলাওয়াত করলে ঘোড়া আবার অস্থির হয়ে উঠল। তিনি পুনরায় তিলাওয়াত করলে ঘোড়াটি আবারও অস্থিরতা প্রকাশ করতে লাগল। উসায়দ (রা) বলেন, আমার আশংকা হল যে, ঘোড়া (ওখানে কাছেই শুয়ে থাকা আমার (পুত্র) ইয়াহ্য়াকে মাড়িয়ে দিতে পারে। তাই আমি উঠে তার (ঘোড়ার) কাছে গেলাম। তখন দেখলাম যে, আমার মাথার উপরে একটি চাঁদোয়ার মত কিছু, যার মাঝে প্রদীপের ন্যায় কিছু শূন্যে লটকে রয়েছে। পরে আমি তা আর দেখলাম না। উসায়দ (রা) বলেন, সকালে আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে গিয়ে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! গত মাঝরাতে যখন আমি আমার আস্তাবলে তিলাওয়াত করছিলাম, হঠাৎ আমার ঘোড়া অস্থির হয়ে উঠল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, ইব্ন হুযায়র! পাঠ করতে থাকতে, তিনি বললেন, আমি পাঠ করতে থাকলাম, সে আবার অস্থির হয়ে উঠল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, ইব্ন হুযায়র! পাঠ করতে থাকতে, তিনি বলেন, আমি আবার পাঠ করতে থাকলাম, ঘোড়াটি আবারো অস্থির হয়ে উঠল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, ইব্ন হুযায়র! তুমি পাঠ করতে থাকতে! ইব্ন হুযায়র (রা) বলেন, তখন আমি পাঠ সমাপন করলাম। (আমার ছেলে) ইয়াহ্য়া ছিল ঘোড়াটির কাছে। তাই আমার আশংকা হল যে, সে তাকে মাড়িয়ে দিতে পারে। আমি তখন দেখলাম একটি চাঁদোয়ার মত, যার নিচে যেন অনেক প্রদীপ ঝুলে রয়েছে। পরে আর তা দেখতে পেলাম না। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তখন বললেন, এরা ছিল ফেরেশ্তা। তারা তোমার তিলাওয়াত মনোযোগ দিয়ে শুনছিল। তুমি যদি তিলাওয়াত করতে থাকতে, তবে তারা সকাল পর্যন্ত থেকে যেত এবং লোকেরা তা দেখতে পেত, তারা তাদের নিকট হতে আত্মগোপন করত না।

٤- بَابُ فَضِيْلَةِ حَافِظِ الْقُرْاٰنِ.

৪. পরিচ্ছেদ : হাফিযুল কুরআনের মর্যাদা

١٧٣٣- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَاَبُوْ كَامِلٍ الْجَحْدَرِىُّ كَلاَهُمَا عَنْ اَبِىْ عَوَانَةَ قَالَ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ عَنْ اَبِىْ مُوْسَى الْاَشْعَرِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِىْ يَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ مَثَلُ الْاُتْرُجَّةِ رِيْحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا طَيِّبٌ وَمَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِىْ لاَ يَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ مَثَلُ التَّمْرَةِ لاَرِيْحَ لَهَا وَطَعْمُهَا حُلْوٌ وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِىْ يَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ مَثَلُ الرَّيْحَانَةِ رِيْحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا مُرٌّ وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِىْ لاَيَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ كَمَثَلِ الْحَنْظَلَةِ لَيْسَ لَهَا رِيْحٌ وَطَعْمُهَا مُرٌّ.

১৭৩৩. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ ও আবূ কামিল জাহদারী (র)...... আবূ মূসা আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যে মুমিন কুরআন তিলাওয়াত করে, তার দৃষ্টান্ত হচ্ছে উত্রুজ্জা (লেবু তুল্য ফল) যার ঘ্রাণ মনোহর এবং যার স্বাদও আকর্ষণীয়। আর যে মুমিন কুরআন তিলাওয়াত করে না, তার দৃষ্টান্ত হচ্ছে খুরমা, যার (বিশেষ কোন) ঘ্রাণ নেই তবে তার স্বাদ মিষ্টি। আর যে মুনাফিক কুরআন তিলাওয়াত করে, তার দৃষ্টান্ত সুগন্ধি ফুল। যার ঘ্রাণ আকর্ষণীয় অথচ স্বাদ তিক্ত। আর যে মুনাফিক কুরআন তিলাওয়াত করে না, তার দৃষ্টান্ত 'মাকাল'। যার কোন ঘ্রাণ নেই এবং স্বাদও তিক্ত।

١٧٣٤- وَحَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ شُعْبَةَ كِلاَهُمَا عَنْ قَتَادَةَ بِهٰذَ الاِسْنَادِ مِثْلَهُ غَيْرَ اَنَّ فِىْ حَدِيْثِ هَمَّامٍ بَدَلَ الْمُنَافِقِ الْفَاجِرَ.

১৭৩৪. হাদ্দাব ইব্‌ন খালিদ ও মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না (র)...... কাতাদা (র) হতে উল্লিখিত সনদে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। তবে (হাদ্দাব সনদের) হাম্মাম (র)-এর হাদীসে 'মুনাফিক' শব্দের বদলে 'ফাজির' (পাপী) শব্দ রয়েছে।

١٦٣٥- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ الْغُبَرِىُّ جَمِيْعًا عَنْ اَبِىْ عَوَانَةَ قَالَ ابْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ اَوْفٰى عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْمَاهِرُ بِالْقُرْاٰنِ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ وَالَّذِىْ يَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ وَيَتَتَعْتَعُ فِيْهِ وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌّ لَه اَجْرَانِ.

১৭৩৫. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ ও মুহাম্মদ উবায়দ গুবারী (র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, কুরআন পাঠে সুদক্ষ ব্যক্তি পুণ্যবান, মহান দূতবর্গের (ফেরেশতাকুলের) সঙ্গী। আর যে ব্যক্তি কুরআন পাঠ করে এবং তাতে সে তো-তো' করে ও তার উচ্চারণ তার কাছে কঠিন মনে হয়, আর জন্য দ্বিগুণ সাওয়াব।

١٦٣٦- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عَدِىٍّ عَنْ سَعِيْدٍ ح وحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِبْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتَوَائِىِّ كِلاَهُمَا عَنْ قَتَادَةَ بِهٰذَا الاِسْنَادِ وَقَالَ فِىْ حَدِيْثِ وَكِيْعٍ وَالَّذِىْ يَقْرَأُ وَهُوَ يَشْتَدُّ عَلَيْهِ لَهُ اَجْرَانِ.

১৭৩৬. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না এবং আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)...... কাতাদা (র)-এর অনুরূপ সনদে বর্ণিত হয়েছে। তবে ওয়াকী (র)-এর হাদীসে বলেছেন, "আর যে ব্যক্তি কুরআন তিলাওয়াত করে এবং তা তার জন্য কঠিন অনুভূত হয়, তার জন্য রয়েছে দ্বিগুণ সাওয়াব।"

٥-بَابُ اسْتِحْبَابِ قِرَاءَةِ الْقُرْاٰنِ عَلٰى اَهْلِ الْفَضْلِ وَالْحِذَاقِ فِيْهِ وَاِنْ كَانَ الْقَارِئُ اَفْضَلَ مِنَ الْمَقْرُوْءِ عَلَيْهِ.

৫. পরিচ্ছেদ : বিশিষ্ট ও দক্ষ লোকদেরকে কুরআন তিলাওয়াত করে শোনানো মুস্তাহাব তিলাওয়াতকারী শ্রোতার চেয়ে শ্রেষ্ঠ হলেও

١٧٣٧- حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لِاُبَىٍّ اِنَّ اللّٰهَ اَمَرَنِىْ اَنْ اَقْرَأَ عَلَيْكَ قَالَ اللّٰهُ سَمَّانِىْ لَكَ قَالَ اَللّٰهُ سَمَّاكَ لِىْ قَالَ فَجَعَلَ اُبَىٌّ يَبْكِىْ.

১৭৩৭. হাদ্দাব ইব্‌ন খালিদ (র)...... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উবাই (রা)-কে বললেন, মহান আল্লাহ তোমাকে পড়ে শোনাবার জন্য আমাকে হুকুম করেছেন। উবাই (রা) বললেন, আল্লাহ্ (নির্দিষ্ট করে) আপনার কাছে আমার নাম নিয়েছেন কি? নবী ﷺ বললেন, হ্যাঁ, আল্লাহ আমার কাছে বিশেষ করে তোমার নাম বলেন। রাবী বলেন, উবাই (রা) তখন কাঁদতে লাগলেন।

١٧٣٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ اَنَّ اللّٰهَ اَمَرَنِىْ اَنْ اَقْرَاَ عَلَيْكَ **لَمْ يَكُنِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا** قَالَ وَسَمَّانِىْ لَكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَبَكٰى.

১৭৩৮. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না ও ইব্‌ন বাশশার (র)...... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উবাই ইব্‌ন কা'ব (রা)-কে বলেন لَمْ يَكُنِ الَّذِيْنَ (বায়্যিনা) সূরাটি তোমাকে শোনাবার জন্য মহান আল্লাহ আমাকে হুকুম করেছেন। উবাই (রা) বললেন, আল্লাহ্ কি আপনার কাছে আমার নামসহ উল্লেখ করেছেন? তিনি বলেন, হ্যাঁ। রাবী বলেন, তখন উবাই (রা) কেঁদে ফেললেন।

١٧٣٩- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيْبٍ الْحَارِثِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِىْ ابْنَ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسًا يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاُبَىٍّ بِمِثْلِهِ.

১৭৩৯. ইয়াহ্‌য়া ইব্‌ন হাবীব আল-হারিসী (র)...... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উবাই (রা)-কে অনুরূপ বলেছেন।

٦- بَابُ فَضْلِ اِسْتِمَاعِ الْقُرْاٰنِ وَطَلَبِ الْقِرَاءَةِ مِنْ حَافِظِهِ لِلْاِسْتِمَاعِ وَالْبُكَاءِ عِنْدَ الْقِرَاءَةِ وَالتَّدَبُّرِ.

৬. পরিচ্ছেদ : কুরআন তিলাওয়াত শোনার ফযীলত, তিলাওয়াত শোনার জন্য হাফিযুল কুরআনকে তিলাওয়াত করার অনুরোধ ও তিলাওয়াতকালে ক্রন্দন এবং চিন্তা করা

١٧٤٠- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَاَبُوْ كُرَيْبٍ جَمِيْعًا عَنْ حَفْصٍ قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِقْرَاْ عَلَىَّ الْقُرْاٰنَ قَالَ فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَقْرَاُ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ اُنْزِلَ قَالَ اِنِّىْ اَشْتَهِىْ اَنْ اَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِىْ فَقَرَاْتُ النِّسَاءَ حَتّٰى اِذَا بَلَغْتُ **فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ بِشَهِيْدٍ وَّجِئْنَا بِكَ عَلٰى هٰٓؤُلَاءِ شَهِيْدًا** رَفَعْتُ رَاْسِىْ اَوْ غَمَزَنِىْ رَجُلٌ اِلٰى جَنْبِىْ فَرَفَعْتُ رَاْسِىْ فَرَاَيْتُ دُمُوْعَهُ تَسِيْلُ.

১৭৪০. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা ও আবূ কুরায়ব (র)...... আবদুল্লাহ (ইব্‌ন মাসঊদ) (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে বললেন, আমাকে কুরআন তিলাওয়াত করে শোনাও। আমি বললাম,

ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনাকে আমি পড়ে শোনাব, অথবা আপনার উপরেই তো তা নাযিল হয়েছে। তিনি বললেন, অন্য কারো নিকট থেকে শুনতে আমার ভাল লাগে। তখন আমি সূরা নিসা পাঠ করলাম, যখন...... فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ بِشَهِيْدٍ وَّجِئْنَا بِكَ عَلٰى هٰؤُلَاءِ شَهِيْدًا "যখন প্রত্যেক উম্মাত হতে একজন সাক্ষী উপস্থিত করব এবং তোমাকে ওদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য উপস্থিত করব, তখন অবস্থাটা কেমন দাঁড়াবে?" (নিসা : ৪১) এ আয়াতে পৌছলাম, আমি মাথা তুললাম কিংবা আমার পাশের এক ব্যক্তি আমাকে হাত দিয়ে চাপ দিলে আমি আমার মাথা তুললাম। দেখলাম, তাঁর অশ্রু প্রবাহিত হচ্ছে।

١٧٤١- حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ وَمِنْجَابُ بْنُ الْحَارِثِ التَّمِيْمِيُّ جَمِيْعًا عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ عَنِ الْاَعْمَشِ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ وَزَادَ هَنَّادٌ فِيْ رِوَايَتِهِ قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ اِقْرَأْ عَلَيَّ.

১৭৪১. হান্নাদ ইব্‌ন সারী ও মিনজাব ইব্‌ন হারিস তামীমী (র)...... আ'মাশ (র) সূত্রে উক্ত সনদে বর্ণনা করেছেন। হান্নাদ (র) তাঁর বর্ণনায় অতিরিক্ত বলেছেন, "রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে বললেন, আমাকে পড়ে শোনাও তখন তিনি মিম্বরের উপর ছিলেন।"

١٧٤٢- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ وَاَبُوْ كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ قَالَ حَدَّثَنِيْ مِسْعَرٌ وَقَالَ اَبُوْ كُرَيْبٍ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ عَمْرٍو وَبْنِ مُرَّةَ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ اِقْرَأْ عَلَيَّ قَالَ اَقْرَأُ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ اُنْزِلَ قَالَ اِنِّيْ اُحِبُّ اَنْ اَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِيْ قَالَ فَقَرَأَ عَلَيْهِ مِنْ اَوَّلِ سُوْرَةِ النِّسَاءِ اِلٰى قَوْلِهِ **فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ بِشَهِيْدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلٰى هٰؤُلَاءِ شَهِيْدًا** فَبَكٰى قَالَ مِسْعَرٌ فَحَدَّثَنِيْ مَعْنٌ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو ابْنِ حُرَيْثٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ شَهِيْدًا عَلَيْهِمْ مَادُمْتُ فِيْهِمْ اَوْمَا كُنْتُ فِيْهِمْ (شَكَّ مِسْعَرٌ).

১৭৪২. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা ও আবূ কুরায়ব (র)...... ইব্‌রাহীম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা)-কে বললেন, আমাকে পড়ে শোনাও। আবদুল্লাহ (রা) বললেন, আপনাকে আমি পড়ে শোনাব? অথচ আপনার উপরেই তো তা নাযিল হয়েছে! নবী ﷺ বলেন, আমি অন্যের নিকট থেকে তা শুনতে পসন্দ করি। বর্ণনাকারী (ইব্‌রাহীম) বলেন, তখন আবদুল্লাহ (রা) সূরা নিসার শুরু হতে ....فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ بِشَهِيْدٍ (সূরা নিসা : ৪১) পর্যন্ত নবী ﷺ-কে পড়ে শোনালেন। তখন নবী ﷺ কেঁদে ফেলেন। মিসআর (র)... ইব্‌ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, নবী ﷺ বললেন, "তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষী যতক্ষণ তাদের মাঝে বর্তমান ছিলাম"-কিংবা (রাবী মিসআরের সন্দেহ) তিনি বলেছেন, "যতক্ষণ তাদের মাঝে ছিলাম।"

١٧٤٣- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كُنْتُ بِحِمْصَ فَقَالَ لِيْ بَعْضُ الْقَوْمِ اِقْرَأْ عَلَيْنَا فَقَرَأْتُ عَلَيْهِمْ سُوْرَةَ يُوْسُفَ قَالَ

فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ وَاللّٰهِ مَا هٰكَذَا أُنْزِلَتْ قَالَ قُلْتُ وَيْحَكَ وَاللّٰهِ لَقَدْ قَرَأْتُهَا عَلٰى رَسُوْلِ ﷺ فَقَالَ لِىْ اَحْسَنْتَ فَبَيْنَمَا اَنَا اُكَلِّمُهُ اِذْ وَجَدْتُ مِنْهُ رِيْحَ الْخَمْرِ قَالَ فَقُلْتُ أَتَشْرَبُ الْخَمْرَ وَتُكَذِّبُ بِالْكِتَابِ لاَ تَبْرَحُ حَتّٰى اَجْلِدَكَ قَالَ فَجَلَدْتُهُ الْحَدَّ.

১৭৪৩. উসমান ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)....... আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলন, আমি হিমস্‌-এ অবস্থান করছিলাম। তখন উপস্থিত লোকদের মধ্য হতে এক ব্যক্তি আমাকে বলল, আমাদের তিলাওয়াত করে শোনান। আমি তখন তাদের সামনে সূরা ইউসুফ তিলাওয়াত করলাম। আবদুল্লাহ্‌ (রা) বলেন, তখন উপস্থিত দলের এক ব্যক্তি আমাকে বললো, "আল্লাহ্‌র কসম! এভাবে তো নাযিল করা হয়নি।" আবদুল্লাহ (রা) বললেন, তোমার জন্য আফসোস! আমি তো (খোদ) রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ-কে এটা পড়ে শুনিয়েছি। তিনি বলেছেন, ভাল পড়েছ। আমি তার সঙ্গে কথা বলছিলাম এ অবস্থায় হঠাৎ তার মুখ থেকে মদের দুর্গন্ধ পেলাম। আবদুল্লাহ্‌ (রা) বলেন, তখন আমি বললাম, তুমি মদ পান কর আর আল্লাহর কিতাবকে সঠিক প্রতিপন্ন করছ? (আচ্ছা) তুমি যেতে পারছ না, যতক্ষণ না আমি তোমাকে চাবুকের ঘা লাগাচ্ছি! আবদুল্লাহ্‌ (রা) বলেন, আমি তখন তাকে (মদ পান করার অপরাধে) হদ্দ ও দণ্ডের চাবুক লাগালাম।

١٧٤٤- وَحَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَعَلِىُّ بْنُ خَشْرَمٍ قَالاَ اَخْبَرَنَا عِيْسٰى بْنُ يُوْنُسَ ح وحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِبْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَاَبُوْ كُرَيْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ جَمِيْعًا عَنِ الْاَعْمَشِ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ وَلَيْسَ فِىْ حَدِيْثِ اَبِىْ مُعَاوِيَةَ فَقَالَ لِىْ اَحْسَنْتَ.

১৭৪৪. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম, আলী ইব্‌ন খাশরাম, আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা ও আবূ কুরায়ব (র)...... আ'মাশ (র) থেকে এ সম্বন্ধে বর্ণনা করেছেন। তবে রাবী আবূ মুআবিয়া (র)-এর হাদীসে "তিনি আমাকে বলেছেন, ভাল পড়েছ।" কথাটির উল্লেখ নেই।

٧- بَابُ فَضْلِ قِرَاءَةِ الْقُرْاٰنِ فِى الصَّلاَةِ وَتَعَلُّمِهِ.

৭. পরিচ্ছেদ : সালাতে কুরআন তিলাওয়াত এবং কুরআন শিক্ষা করার ফযীলত

١٧٤٥- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَاَبُوْ سَعِيْدٍ الْاَشَجُّ قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيْعُ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اِذَا رَجَعَ اِلٰى اَهْلِهِ اَنْ يَجِدَ فِيْهِ ثَلاَثَ خَلِفَاتٍ عِظَامٍ سِمَانٍ قُلْنَا نَعَمْ قَالَ فَثَلاَثُ أٰيَاتٍ يَقْرَأُ بِهِنَّ اَحَدُكُمْ فِىْ صَلاَتِهِ خَيْرٌ لَّهُ مِنْ ثَلاَثِ خَلِفَاتٍ عِظَامٍ سِمَانٍ.

১৭৪৫. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা ও আবূ সাঈদ আল-আশাজ্জ (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ বলেছেন, তোমদের কেউ কি এ কথা পসন্দ করে যে, যখন সে তার বাড়িতে ফিরে যায়, তখন সেখানে সে তিনটি গর্ভবতী তাজা উট পেয়ে যাবে? আমরা বললাম জ্বী, হ্যাঁ! তিনি বললেন, তা হলে

তিনটি আয়াত, যা তোমাদের কেউ তার সালাতে পাঠ করে, তা তার জন্য তিনটি গর্ভবতী মোটাতাজা উটের চেয়ে উত্তম।

١٧٤٦- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ عَنْ مُوْسٰى بْنِ عَلِىٍّ قَالَ سَمِعْتُ اَبِىْ يُحَدِّثُ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَنَحْنُ فِى الصُّفَّةِ فَقَالَ اَيُّكُمْ يُحِبُّ اَنْ يَغْدُوَكُلَّ يَوْمٍ اِلٰى بُطْحَانَ اَوْ اِلَى الْعَقِيْقِ فَيَأْتِىَ مِنْهُ بِنَاقَتَيْنِ كَوْمَاوَيْنِ فِىْ غَيْرِ اِثْمٍ وَلاَ قَطْعِ رَحِمٍ فَقُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ نُحِبُّ ذَالِكَ قَالَ أَفَلاَ يَغْدُوْ اَحَدُكُمْ اِلَى الْمَسْجِدِ فَيَعْلَمُ اَوْ يَقْرَأُ اٰيَتَيْنِ مِنْ كِتَابِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ خَيْرٌلَهُ مِنْ نَاقَتَيْنِ وَثَلاَثٌ خَيْرٌ لَهُ مِنْ ثَلاَثٍ وَاَرْبَعٌ خَيْرٌلَّهُ مِنْ اَرْبَعٍ وَمِنْ اَعْدَادِهِنَّ مِنَ الْاِبِلِ.

১৭৪৬. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)...... উক্‌বা ইব্‌ন আমির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বেরিয়ে আসলেন, আমরা তখন সুফফায় ছিলাম। তিনি বললেন, তোমাদের মধ্যে কেউ কি এমনটা পসন্দ করবে যে, সে প্রতিদিন সকালে 'বুতহান' কিংবা 'আকীক' নামক স্থানে যাবে এবং সেখান থেকে কোন পাপের আশ্রয় না নিয়ে কিংবা কোন প্রকার আত্মীয়তা ছিন্ন না করে বড় বড় কুঁজবিশিষ্ট দু'টি উটনী নিয়ে আসবে? আমরা বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমরা তা পসন্দ করি। তিনি বললেন, তবে তোমাদের যে কেউ সকাল বেলা মসজিদে গিয়ে আল্লাহর কিতাবের দুটি আয়াত শিখবে অথবা তিলাওয়াত করবে, তার জন্য তা দুটি উটনীর চেয়ে উত্তম। আর তিন আয়াত তার জন্য তিনটি উটনীর চেয়ে উত্তম এবং চার আয়াত চারটি উটনীর চেয়ে উত্তম। এমনিভাবে যত আয়াত তিলাওযাত করবে, তা ততো উটনীর চেয়ে উত্তম।

٨- بَابُ فَضْلِ قِرَاءَةِ الْقُرْاٰنِ وَسُوْرَةِ الْبَقَرَةِ

৮. পরিচ্ছেদ : কুরআন তিলাওয়াত এবং সূরা বাকারা তিলাওয়াতের ফযীলত

١٧٤٧- وَحَدَّثَنِى الْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ الْحُلْوَانِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْتَوْبَةَ وَهُوَ الرَّبِيْعُ بْنُ نَافِعٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ يَعْنِى ابْنَ سَلاَّمٍ عَنْ زَيْدٍ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا سَلاَّمٍ يَقُوْلُ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ اُمَامَةَ الْبَاهِلِىُّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اقْرَأُو الْقُرْاٰنَ فَانَّهُ يَأْتِىْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيْعًا لاَصْحَابِهِ اقْرَأُو الزَّهْرَاوَيْنِ الْبَقَرَةَ وَسُوْرَةَ اٰلِ عِمْرَانَ فَانَّهُمَا تَأْتِيَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ اَوْكَأَنَّهُمَا غَيَابَتَانِ اَوْكَأَنَّهُمَا فِرْقَانِ مِنْ طَيْرٍ صَوَافَّ تُحَاجَّانِ عَنْ اَصْحَابِهِمَا اقْرَأُوْاسُوْرَةَ الْبَقَرَةِ فَانَّ اَخْذَهَا بَرَكَةٌ وَتَرْكَهَا حَسْرَةٌ وَلاَتَسْتَطِيْعُهَا الْبَطَلَةُ قَالَ مُعَاوِيَةُ بَلَغَنِىْ اَنَّ الْبَطَلَةَ السَّحَرَةُ.

১৭৪৭. হাসান ইব্‌ন আলী আল-হুলওয়ানী (র)...... আবূ উমামা বাহিলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি; তোমরা কুরআন তিলাওয়াত করবে। কেননা, কিয়ামতের দিন তা তিলাওয়াতকারীদের জন্য সুপারিশকারীরূপে উপস্থিত হবে। দুই সমুজ্জ্বল সূরা বাকারা ও সূরা আলে ইমরান

তিলাওয়াত করবে। কেননা, এ দু'টি কিয়ামতের দিনে উপস্থিত হবে যেন সে দু'টি গামামা কিংবা (তিনি বলেছিলেন) যেন সে দু'টি 'গায়ায়া' (মেঘ) কিংবা যেন সে ডানা বিস্তারকারী দু'টি পাখির ঝাঁক যারা তাদের তিলাওয়াতকারীদের পক্ষে সাহায্যকারী হবে। তোমরা সূরা বাকারা তিলাওয়াত করবে। কেননা, তা তিলাওয়াত করাতে বরকত রয়েছে এবং তা বর্জন করা আফসোসের কারণ। বাতিলপন্থীরা তা আয়ত্ত করতে পারবে না। (সনদের মধ্যবর্তী রাবী) মু'আবিয়া (র) বলেন, আমার কাছে এ তথ্য পৌছেছে যে, বাতালা (বাতিলপন্থীরা) অর্থ হলো যাদুকর।

١٧٤٨- وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِيُّ قَالَ اَخْبَرَنَا يَحْيٰى يَعْنِى ابْنَ حَسَّانَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ مِثْلَه غَيْرَ اَنَّهٗ قَالَ وَكَاَنَّهُمَا فِىْ كِلَيْهِمَا وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَ مُعَاوِيَةَ بَلَغَنِىْ.

১৭৪৮. আবদুল্লাহ ইব্‌ন আবদুর রহমান আদ্-দারিমী (র)...... মু'আবিয়া (র) সূত্রে উল্লেখিত সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি (তুলনার) উভয় স্থানে এবং সে দু'টি যেন, বলেছেন এবং তিনি মুআবিয়া (র)-এর উক্তি আমার কাছে তথ্য পৌছেছে.. উল্লেখ করেননি।

١٧٤٩- وَحَدَّثَنَا اِسْحٰقُ ابْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ اَخْبَرَنَا يَزِيْدُ بْنُ عَبْدِرَبِّهٖ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُهَاجِرٍ عَنِ الْوَلِيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْجُرَشِيِّ عَنْ جُبَيْرِبْنِ نُفَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّوَّاسَ بْنَ سَمْعَانَ الْكِلَابِيَّ يَقُوْلُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ يُؤْتٰى بِالْقُرْاٰنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاَهْلِهِ الَّذِيْنَ كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ بِهٖ تَقْدُمُهٗ سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ وَاٰلُ عِمْرَانَ وَضَرَبَ لَهُمَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثَلَاثَةَ اَمْثَالٍ مَانَسِيْتُهُنَّ بَعْدُ قَالَ كَاَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ اَوْظُلَّتَانِ سَوْدَاوَانِ بَيْنَهُمَا شَرْقٌ اَوْ كَاَنَّهُمَا فِرْقَانِ مِنْ طَيْرٍ صَوَافَّ تُحَاجَّانِ عَنْ صَاحِبِهِمَا.

১৭৪৯. ইসহাক ইব্‌ন মানসূর (র)....... জুবায়র ইব্‌ন নুফায়র (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাওয়াস ইব্‌ন সামআন কিলাবী (রা) বলেছেন যে, নবী ﷺ-কে আমি বলত শুনেছি, কিয়ামতের দিন কুরআন ও কুরআন-ওয়ালাদের—যারা তদনুসারে আমল করেছে—উপস্থিত করা হবে, সূরা বাকারা ও সূরা আলে ইমরান তার সামনে থাকবে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এ দু'টির জন্য তিনটি উপমা উল্লেখ করেছেন যেগুলো এখনও আমি ভুলে যাইনি। তিনি বললেন, সে দু'টি যেন দু'টি গামামা-বাদল কিংবা দু'টি কাল শামিয়ানা যার মাঝে রয়েছে দ্যুতি, কিংবা সে দু'টি যেন পাখা বিস্তারকারী পাখির দু'টি ঝাঁক যারা তিলাওয়াতকারীদের জন্য সাহায্যকারী হবে।

٩- بَابُ فَضْلِ الْفَاتِحَةِ وَخَوَاتِيْمِ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ وَالْحَثِّ عَلٰى قِرَاءَةِ الْاٰيَتَيْنِ مِنْ اٰخِرِ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ.

৯. পরিচ্ছেদ : সূরা ফাতিহা ও সূরা বাকারার শেষ অংশের ফযীলত, সূরা বাকারার শেষ দুই আয়াত তিলাওয়াতে উৎসাহ দান

١٧٥٠- وَحَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ الرَّبِيْعِ وَاَحْمَدُ بْنُ جَوَّاسٍ الْحَنَفِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا اَبُوْ الْاَحْوَصِ عَنْ عَمَّارِبْنِ رُزَيْقٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عِيْسٰى عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بَيْنَمَا جِبْرِيْلُ قَاعِدٌ عِنْدَ

النَّبِيِّ ﷺ سَمِعَ نَقِيْضًا مِنْ فَوْقِهِ فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ هٰذَا بَابٌ مِنَ السَّمَاءِ فُتِحَ الْيَوْمَ لَمْ يُفْتَحْ قَطُّ الاَّ الْيَوْمَ فَنَزَلَ مِنْهُ مَلَكٌ فَقَالَ هٰذَا مَلَكٌ نَزَلَ اِلَى الْاَرْضِ لَمْ يَنْزِلْ قَطُّ اِلاَّ الْيَوْمَ فَسَلَّمَ وَقَالَ اَبْشِرْ بِنُوْرَيْنِ اُوْتِيْتَهُمَا لَمْ يُؤْتَهُمَا نَبِيٌّ قَبْلَكَ فَاتِحَةُ الْكِتَابِ وَخَوَاتِيْمُ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ لَنْ تَقْرَأَ بِحَرْفٍ مِنْهُمَا الاَّ اُعْطِيْتَهُ.

১৭৫০. হাসান ইবনুর রাবী ও আহমাদ ইব্ন জাওয়াস হানাফী (র)...... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জিব্রীল (আ) নবী ﷺ-এর নিকটে উপবিষ্ট ছিলেন, ইত্যবসরে উপরের দিকে তিনি একটি আওয়ায শুনতে পেয়ে নিজের মাথা তুললেন এবং বললেন, এটি আসমানের একটি দরজা যা আজই খুলে দেয়া হল; আজকের দিন ব্যতীত কখনও তা খোলা হয়নি। তখন সে দরজা দিয়ে একজন ফেরেশতা অবতরণ করলেন। জিবরীল বললেন, ইনি একজন ফেরেশ্তা যিনি পৃথিবীতে অবতরণ করলেন, আজ ছাড়া অন্য কখনো তিনি অবতরণ করেননি। এরপর উক্ত ফেরেশ্তা সালাম করে বললেন, দু'টি নূর-এর সুসংবাদ গ্রহণ করুন, যা আপনাকে দেয়া হয়েছে এবং যা আপনার আগে আর কোন নবীকে দেয়া হয়নি। তা হলো সূরা ফাতিহা এবং সূরা বাকারার শেষাংশ। এ দু'টির যে কোন হরফ আপনি পাঠ করবেন তা আপনাকে দিয়েই দেয়া হবে।[১]

١٧٥١- وَحَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا مَنْصُوْرٌ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ لَقِيْتُ اَبَا مَسْعُوْدٍ عِنْدَ الْبَيْتِ فَقُلْتُ حَدِيْثٌ بَلَغَنِىْ عَنْكَ فِى الْاٰيَتَيْنِ فِىْ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ فَقَالَ نَعَمْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْاٰيَتَانِ مِنْ اٰخِرِ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ مَنْ قَرَأَهُمَا فِىْ لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ.

১৭৫১. আহমাদ ইব্ন ইউনুস (র)...... আবদুর রহমান ইব্ন ইয়াযীদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বায়তুল্লাহ্র নিকটে আমি আবূ মাসঊদ (রা)-এর সাথে সাক্ষাত করে তাঁকে বললাম, সূরা বাকারার দু'টি আয়াত সম্পর্কে আপনার পক্ষ হতে এক হাদীসের খবর আমার কাছে পৌছেছে। তিনি বলেন, হ্যাঁ, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, সূরা বাকারার শেষ দু'আয়াত যে ব্যক্তি কোন রাতে তিলাওয়াত করবে, আয়াত দু'টি তার জন্যে যথেষ্ট হবে।

١٧٥٢- وَحَدَّثَنَاهُ اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَخْبَرَنَا جَرِيْرٌ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ كِلاَهُمَا عَنْ مَنْصُوْرٍ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ.

১৭৫২. ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম, মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না ও ইব্ন বাশশার (র)... মানসূর (র) সূত্রে উক্ত সনদে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

١٧٥٣- حَدَّثَنَا مِنْجَابُ بْنُ الْحَارِثِ التَّمِيْمِيُّ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ قَيْسٍ عَنْ اَبِىْ مَسْعُوْدٍ الْاَنْصَارِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ

১. অর্থাৎ এতে যে দু'আর বিষয়বস্তু রয়েছে তা কবূল করা হবে - অনুবাদক।

ﷺ مَنْ قَرَأَهَاتَيْنِ الْآيَتَيْنِ مِنْ آخِرِ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ فِيْ لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ فَلَقِيْتُ أَبَا مَسْعُوْدٍ وَهُوَ يَطُوْفُ بِالْبَيْتِ فَسَأَلْتُهُ فَحَدَّثَنِيْ بِهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

১৭৫৩. মিনজাব ইব্‌ন হারিস তামীমী (র)...... আবূ মাসঊদ আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি সূরা বাকারার শেষ আয়াতদ্বয় রাতে পাঠ করবে, তার জন্য তা যথেষ্ট হবে। রাবী আবদুর রহমান (র) বলেন, পরে আমি আবূ মাসঊদ (রা)-এর সাথে সাক্ষাত করলাম, তখন তিনি বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করছিলেন। আমি তাঁকে এ হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি নবী ﷺ থেকে আমাকে হাদীসটি শুনিয়ে দিলেন।

١٧٥٤- وَحَدَّثَنِيْ عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عِيْسٰى يَعْنِي ابْنُ يُوْنُسَ ح وحَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ جَمِيْعًا عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ وَعَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ أَبِيْ مَسْعُوْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ.

১৭৫৪, আলী ইব্‌ন খাশ্‌রাম ও আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)...... আবূ মাসউদ (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

١٧٥٥- وَحَدَّثَنَا أَبُوْبَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا حَفْصٌ وَأَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ أَبِيْ مَسْعُوْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ.

১৭৫৫. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা (রা)...... আবূ মাসউদ (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

١٠- بَابُ فَضْلِ سُوْرَةِ الْكَهْفِ وَآيَةِ الْكُرْسِيِّ

১০. পরিচ্ছেদ : সূরা কাহফ এবং আয়াতুল কুরসীর ফযীলত

١٧٥٦- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ أَبِيْ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ الْغَطَفَانِيِّ عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِيْ طَلْحَةَ الْيَعْمَرِيِّ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ حَفِظَ عَشْرَ آيَاتٍ مِنْ أَوَّلِ سُوْرَةَ الْكَهْفِ عُصِمَ مِنَ الدَّجَّالِ.

১৭৫৬. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না (র)...... আবুদ্ দারদা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি সূরা কাহফের প্রথম দশ আয়াত মুখস্থ করবে, সে দাজ্জাল এর ফিত্‌না থেকে রক্ষা পাবে।

١٧٥٧- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح وَحَدَّثَنِيْ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ جَمِيْعًا عَنْ قَتَادَةَ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ قَالَ شُعْبَةُ مِنْ آخِرِ الْكَهْفِ وَقَالَ هَمَّامٌ مِنْ أَوَّلِ الْكَهْفِ كَمَا قَالَ هِشَامٌ.

১৭৫৭. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না, ইব্‌ন বাশশার ও যুহায়র ইব্‌ন হারব (র)...... কাতাদা (র) উক্ত সনদে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তবে রাবী শু'বা (র) বলেছেন, সূরা কাহফের শেষ অংশ থেকে এবং রাবী (র) বলেছেন, সূরা কাহফের শুরু হতে যেমন হিশাম (র)-এর বর্ণনায় রয়েছে।

١٧٥٨- حَدَّثَنَا اَبُوْبَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْاَعْلٰى بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى عَنِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ اَبِى السَّلِيْلِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ رَبَاحٍ الْاَنْصَارِيِّ عَنْ اُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا اَبَا الْمُنْذِرِ أَتَدْرِى اَىُّ اٰيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللّٰهِ مَعَكَ اَعْظَمُ قَالَ قُلْتُ اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ قَالَ يَا اَبَا الْمُنْذِرِ اَتَدْرِى اَىُّ اٰيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللّٰهِ مَعَكَ اَعْظَمُ قَالَ قُلْتُ **اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ اَلْحَىُّ الْقَيُّوْمُ** قَالَ فَضَرَبَ فِى صَدْرِىْ وَقَالَ لِيَهْنِكَ الْعِلْمُ اَبَا الْمُنْذِرِ.

১৭৫৮. আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)...... উবাই ইব্‌ন কা'ব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, হে আবুল মুনযির! তুমি জান কি তোমর কাছে যে আল্লাহ্‌র কিতাব রয়েছে এর কোন আয়াতটি সর্বাপেক্ষা মর্যাদাবান? উবাই (রা) বলেন, আমি বললাম, আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল ﷺ অধিক জ্ঞাত। নবী ﷺ (আবার) বললেন, হে আবুল মুনযির! তুমি জান কি, তোমার কাছে আল্লাহ্‌র যে কিতাব রয়েছে এর কোন আয়াতটি সর্বাপেক্ষা মর্যাদাবান? উবাই (রা) বলেন, আমি বললাম, اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ اَلْحَىُّ الْقَيُّوْمُ (অর্থাৎ আয়াতুল কুরসী) উবাই (রা) বলেন, তখন নবী ﷺ আমার বুকে হাত মেরে বললেন, আবুল মুনযির! মুবারক হোক তোমার জন্য ইল্ম।

١١- بَابُ فَضْلِ قِرَاءَةِ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ

১১. পরিচ্ছেদ : সূরা ইখ্‌লাস পাঠের ফযীলত

١٧٥٩- وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُبْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُبْنُ بَشَّارٍ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَالِمْ بْنِ اَبِى الْجَعْدِ عَنْ مَعْدَانَ بْنِ اَبِىْ طَلْحَةَ عَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ أَيَعْجِزُ اَحَدُكُمْ اَنْ يَقْرَأَ فِىْ لَيْلَةٍ ثُلُثَ الْقُرْاٰنِ قَالُوْا وَكَيْفَ يَقْرَأُ ثُلُثَ الْقُرْاٰنِ **قَالَ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ** تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْاٰنِ.

১৭৫৯. যুহায়র ইব্‌ন হারব ও মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশশার (র)...... আবুদ দারদা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন, তোমাদের কেউ কি এতে সক্ষম যে, এক রাতে কুরআনের এক-তৃতীয়াংশ পড়বে? সাহাবীগণ বললেন, কুরআনের এক-তৃতীয়াংশ কেমন করে পড়তে পারবে? নবী ﷺ বলেছেন, قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ কুরআনের এক-তৃতীয়াংশের সমান।

١٧٦٠- وَحَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ اَبِى عَرُوْبَةَ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِبْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا اَبَانُ الْعَطَّارُ جَمِيْعًا عَنْ قَتَادَةَ بِهٰذَا

الْاِسْنَادِ وَفِىْ حَدِيْثِهِمَا مِنْ قَوْلِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ جَزَّأَ الْقُرْاٰنَ ثَلَاثَةَ اَجْزَاءٍ فَجَعَلَ **قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ** اَجْزَاءً مِنْ اَجْزَاءِ الْقُرْاٰنِ.

১৭৬০. ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম এবং আবূ বাক্র ইব্ন আবূ শায়বা (র)...... কাতাদা (র) থেকে উক্ত সনদে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন! তবে দু'জনের হাদীসে নবী ﷺ-এর বাণীর এ অংশও রয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা কুরআনকে তিন ভাগে বিভক্ত করেছেন এবং قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ কে কুরআনের অংশসমূহের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ সাব্যস্ত করেছেন।

١٧٦١- وَحَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَيَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ جَمِيْعًا عَنْ يَحْيٰى قَالَ ابْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ كَيْسَانَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ حَازِمٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ احْشُدُوْا فَاِنِّىْ سَاَقْرَاُ عَلَيْكُمْ ثُلُثَ الْقُرْاٰنِ فَحَشَدَ مَنْ حَشَدَ ثُمَّ خَرَجَ نَبِىُّ اللّٰهِ ﷺ فَقَرَاَ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ثُمَّ دَخَلَ فَقَالَ بَعْضُنَا لِبَعْضٍ اِنِّىْ اُرٰى هٰذَا خَبَرٌ جَاءَهُ مِنَ السَّمَاءِ فَذَاكَ الَّذِىْ اَدْخَلَهُ ثُمَّ خَرَجَ نَبِىُّ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اِنِّىْ قُلْتُ لَكُمْ سَاَقْرَاُ عَلَيْكُمْ ثُلُثَ الْقُرْاٰنِ اَلَا اِنَّهَا تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْاٰنِ.

১৭৬১. মুহাম্মদ ইব্ন হাতিম ও ইয়াকূব ইব্ন ইব্রাহীম (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, তোমরা সমবেত হও! আমি তোমাদের সামনে কুরআনের এক-তৃতীয়াংশ পড়ব। ফলে যাদের পক্ষে সম্ভব তারা সমবেত হল। এরপর নবী ﷺ বের হয়ে এলেন এবং 'কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ' তিলাওয়াত করে আবার ঘরে ফিরে গেলেন। তখন আমাদের একজন অন্যজনকে বলতে লাগল, মনে হয়, এই যে আসমান হতে (এখনই) কোন খবর এসে পড়েছে এবং তাই তাঁকে (ঘরে) প্রবেশ করিয়েছে। পরে নবী ﷺ বের হয়ে এসে বললেন, আমি তোমাদের বলেছিলাম যে, তোমাদের সামনে কুরআনের এক-তৃতীয়াংশ পাঠ করব। শোন, সূরা ইখলাস কুরআনের এক-তৃতীয়াংশের সমান।

١٧٦٢- وَحَدَّثَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ بَشِيْرٍ اَبِىْ اِسْمَاعِيْلَ عَنْ اَبِىْ حَازِمٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ خَرَجَ اِلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اَقْرَاُ عَلَيْكُمْ ثُلُثَ الْقُرْاٰنِ فَقَرَاَ **قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ اَللّٰهُ الصَّمَدُ** حَتّٰى خَتَمَهَا.

১৭৬২. ওয়াসিল ইব্ন আবদুল আ'লা (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের কাছে বের হয়ে এসে বললেন, আমি তোমাদের সামনে কুরআনের এক-তৃতীয়াংশ তিলাওয়াত করছি। তিনি তখন قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ اَللّٰهُ الصَّمَدُ শেষ পর্যন্ত তিলাওয়াত করলেন।

١٧٦٣- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَمِّىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ هِلَالٍ اَنَّ اَبَا الرِّجَالِ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ حَدَّثَهُ عَنْ اُمِّهِ

عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَكَانَتْ فِىْ حِجْرِ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ ﷺ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بَعَثَ رَجُلاً عَلَى سَرِيَّةٍ وَكَانَ يَقْرَأُ لأَصْحَابِهِ فِىْ صَلاَتِهِمْ فَيَخْتِمُ بِقُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ فَلَمَّا رَجَعُوْا ذُكِرَ ذٰلِكَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ سَلُوْهُ لاَىِّ شَىْءٍ يَصْنَعُ ذَالِكَ فَسَأَلُوْهُ فَقَالَ لاَ نَّهَا صِفَةُ الرَّحْمٰنِ فَاَنَا اُحِبُّ اَنْ اَقْرَأَبِهَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَخْبِرُوْهُ اَنَّ اللّٰهَ يُحِبُّهُ.

১৭৬৩. আহমাদ ইব্‌ন আবদুর রহমান ইব্‌ন ওয়াহ্‌ব (র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এক ব্যক্তিকে একটি সেনাদলের অধিনায়ক করে পাঠালেন। তিনি তার সঙ্গীদের নিয়ে সালাত আদায় করতে গিয়ে তার কিরা'আত "قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ" দ্বারা শেষ করতেন। তারা ফিরে এলে বিষয়টি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে উল্লেখ করলেন। তিনি বললেন, তাঁকে জিজ্ঞেস কর সে কিসের জন্য এমন করে থাকে? তাঁরা তাঁকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, কেননা, এ সূরাটি রাহমানের গুণাবলী সম্বলিত। কাজেই আমি তা পাঠ করতে ভালবাসি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তোমরা তাকে জানিয়ে দাও যে, আল্লাহ্‌ও তাকে ভালবাসেন।

١٢-بَابُ فَضْلِ قِرَاءَةِ الْمُعَوِّذَتَيْنِ

১২. পরিচ্ছেদ : মু'আব্বিযাতায়ন (সূরা ফালাক ও সূরা নাস) পাঠের ফযীলত

١٧٦٤- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ بَيَانٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ اَبِىْ حَازِمٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَلَمْ تَرَ اٰيَاتٍ اُنْزِلَتِ اللَّيْلَةَ لَمْ يُرَ مِثْلُهُنَّ قَطُّ قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ وَقُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ.

১৭৬৪. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র)...... 'উক্‌বা ইব্‌ন আমির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, সে আয়াতসমূহের প্রতি লক্ষ্য করেছ কি, যা আজ রাতে অবতীর্ণ হয়েছে? সেগুলোর সদৃশ্য আর কখনও দেখা যায়নি। (তা হল) 'কুল আউযূ বিরাব্বিল ফালাক' ও 'কুল আউযূ বি রাব্বিন নাস।'

١٧٦٥- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ عَنْ قَيْسٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اُنْزِلَ اَوْاُنْزِلَتْ عَلَىَّ اٰيٰتٌ لَمْ يُرَ مِثْلُهُنَّ قَطُّ الْمُعَوِّذَتَيْنِ.

১৭৬৫. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন নুমায়র (র)...... 'উকবা ইব্‌ন আমির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, আমার উপরে এমন কতক আয়াত নাযিল করা হয়েছে যার মত আর কখনও দেখা যায় নি। তা হল মু'আব্বিযাতায়ন।

١٧٦٦- وَحَدَّثَنَاهُ اَبُوْ بَكْرِبْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ ح حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ كِلاَهُمَا عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بِهٰذَا الاِسْنَادِ مِثْلَهُ وَفِىْ رِوَايَةِ اَبِىْ اُسَامَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرِ الْجُهَنِىِّ وَكَانَ مِنْ رُفَعَاءِ اَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ.

১৭৬৬. আবূ বাকর ইব্ন আবূ শায়বা ও মুহাম্মদ ইব্ন রাফি (র)...... ইসমাঈল (র) থেকে পূর্বোক্ত সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে আবূ উসামা (র)-এর রিওয়ায়াতে রয়েছে, উক্বা ইব্ন আমির জুহানী (রা) থেকে.... এবং তিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর মহান সাহাবীগণের অন্যতম।

١٣- بَابُ فَضْلِ مَنْ يَّقُوْمُ بِالْقُرْاٰنِ وَيُعَلِّمُهُ وَفَضْلِ مَنْ تَعَلَّمَ حِكْمَةً مِنْ فِقْهٍ اَوْغَيْرِهٖ فَعَمِلَ بِهَا وَعَلَّمَهَا

১৩. পরিচ্ছেদ : কুরআন অধ্যয়ন ও শিক্ষাদানে রত ব্যক্তির ফযীলত এবং যে ব্যক্তি ফিক্হ ইত্যাদির সূক্ষ্ম জ্ঞান আহরণ করে, তদনুসারে আমল করে ও শিক্ষা দেয়, তার ফযীলত

١٧٦٧- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُبْنُ حَرْبٍ كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الزُّهْرِىُّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لاَحَسَدَ اِلاَّ فِىْ اثْنَتَيْنِ رَجُلٌ اٰتَاهُ اللّٰهُ الْقُرْاٰنَ فَهُوَ يَقُوْمُ بِهٖ اٰنَاءَ اللَّيْلِ وَاٰنَاءَ النَّهَارِ وَرَجُلٌ اٰتَاهُ اللّٰهُ مَالاً فَهُوَ يُنْفِقُهُ اٰنَاءَ اللَّيْلَ وَاٰنَاءَ النَّهَارِ.

১৭৬৭. আবূ বাকর ইব্ন আবূ শায়বা, আমরুন নাকিদ ও যুহায়র ইব্ন হারব (র)...... সালিম (র) তাঁর পিতা ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন, হাসাদ (ঈর্ষা) করা যায় না, কিন্তু দু' ব্যক্তির ব্যাপারে : ১. এমন ব্যক্তি যাকে আল্লাহ কুরআন দান করেছেন, আর সে দিনরাতের মুহূর্তগুলোতে তা নিয়েই ব্যস্ত থাকে; ২. এমন ব্যক্তি যাকে আল্লাহ ধন-সম্পদ দিয়েছেন, আর সে রাতদিনের মুহূর্তগুলোতে তা ব্যয় করতে থাকে।

١٧٦٨- وَحَدَّثَنِىْ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيٰى قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ سَالِمُ بْنُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَحَسَدَ اِلاَّ عَلٰى اثْنَتَيْنِ رَجُلٌ اٰتَاهُ اللّٰهُ هٰذَا الْكِتَابَ فَقَامَ بِهٖ اٰنَاءَ اللَّيْلِ وَاٰنَاءِ النَّهَارِ وَرَجُلٌ اٰتَاهُ اللّٰه مَالاً فَتَصَدَّقَ بِه اٰنَاءَ اللَّيْلَ اٰنَاءَ النَّهَارِ.

১৭৬৮. হারমালা ইব্ন ইয়াহ্য়া (র)...... সালিম ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (র) বলেছেন, দুই ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কারো প্রতি হাসাদ (ঈর্ষা) করা যায় না। সেই ব্যক্তি, যাকে আল্লাহ্ ও কিতাব দান করেছেন এবং সে দিবারাতের মুহূর্তগুলোতে তা নিয়ে ব্যস্ত থাকে আর সেই ব্যক্তি, যাকে আল্লাহ মাল দিয়েছেন এবং সে দিবারাতের মুহূর্তগুলোতে তা দান করতে থাকে।

١٧٦٩- وَحَدَّثَنَا اَبُوْبَكْرِ بْنِ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ عَنْ قَيْسٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللّٰه بْنُ مَسْعُوْدٍ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ وَمُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ قَالاَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ عَنْ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰه بْنَ مَسْعُوْدٍ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَحَسَدَ اِلاَّ فِىْ اثْنَتَيْنِ رَجُلٌ اٰتَاهُ اللّٰهُ مَالاً فَسَلَّطَهُ عَلٰى هَلَكَتِهٖ فِى الْحَقِّ وَرَجُلٌ اٰتَاهُ اللّٰهُ حِكْمَةً فَهُوَ يَقْضِىْ بِهَا وَيُعَلِّمُهَا.

১৭৬৯. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)...... আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, দু' ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কারো প্রতি হাসাদ (ঈর্ষা) করা যায় না : সেই ব্যক্তি, যাকে আল্লাহ সম্পদ দিয়েছেন এবং তাকে তা হক পথে উজাড় করার ক্ষমতা দিয়েছেন, আর এক ব্যক্তি যাকে আল্লাহ্ দীনের সূক্ষ্মজ্ঞান দান করেছেন এবং সে তার আলোকে ফয়সালা করে এবং তা শিক্ষা দেয়।

١٧٧٠- وَحَدَّثَنِيْ زُهَيْرُبْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبِيْ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ وَاثِلَةَ اَنَّ نَافِعَ بْنَ عَبْدِ الْحَارِثِ لَقِيَ عُمَرَ بِعُسْفَانَ وَكَانَ عُمَرُ يَسْتَعْمِلُهُ عَلٰى مَكَّةَ فَقَالَ مَنِ اسْتَعْمَلْتَ عَلٰى اَهْلِ الْوَادِيْ فَقَالَ ابْنُ اَبْزٰى قَالَ وَمَنِ ابْنُ اَبْزٰى قَالَ مَوْلًى مِنْ مَوَالِيْنَا قَالَ فَاسْتَخْلَفْتَ عَلَيْهِمْ مَوْلًى قَالَ اِنَّهُ قَارِئٌ لِكِتَابِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ وَاِنَّهُ عَالِمٌ بِالْفَرَائِضِ قَالَ عُمَرُ اَمَا اِنَّ نَبِيَّكُمْ ﷺ قَدْ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ يَرْفَعُ بِهٰذَا الْكِتَابِ اَقْوَامًا وَيَضَعُ بِهٖ اٰخَرِيْنَ.

১৭৭০. যুহায়র ইব্‌ন হারব (র)...... 'আমির ইব্‌ন ওয়াসিলা (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, নাফি' ইব্‌ন আবদুল হারিস (রা) উসফানে উমর (রা)-এর সঙ্গে সাক্ষাত করেছিলেন। উমর (রা) তাকে মক্কার আমিল ও শাসনকর্তা নিয়োগ করেছিলেন। (পথিমধ্যে সাক্ষাতে) উমর (রা) বললেন, উপত্যকাবাসীদের (মক্কাবাসীদের) জন্য কাকে ভারপ্রাপ্ত শাসনকর্তা নিয়োগ করে এসেছ? তিনি (নাফি (রা) বললেন, ইব্‌ন আবযা (রা)-কে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, ইব্‌ন আবযা আবার কে? তিনি (নাফি রা) বললেন, আমাদের আযাদকৃত গোলামদের মধ্যে একজন। উমর (রা) বললেন, তুমি কি একজন দাসকে তাদের জন্য তোমার স্থলাভিষিক্ত নিয়োগ করে এসেছ? নাফি' (রা) বললেন, সে তো মহা মহীয়ান আল্লাহ্‌র কিতাবের একজন কারী (হাফিয) ও আহকামে শরীআত সম্পর্কে অভিজ্ঞ ব্যক্তি। উমর (রা) বললেন, শোন! তোমাদের নবী ﷺ ই তো বলেছেন যে, আল্লাহ এই কিতাবের মাধ্যমে বহু লোককে উচ্চ মর্যাদা দান করবেন এবং এরই কারণে অনেক জাতির পতন ঘটাবেন।

١٧٧١- وَحَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِيُّ وَاَبُوْ بَكْرِبْنُ اِسْحٰقَ قَالاَ اَخْبَرَنَا اَبُو الْيَمَانِ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِيْ عَامِرُبْنُ وَاثِلَةَ اللَّيْثِيُّ اَنَّ نَافِعَ بْنَ عَبْدِ الْحَارِثِ الْخُزَاعِيَّ لَقِيَ عُمَرَبْنَ الْخَطَّابِ بِعُسْفَانَ بِمِثْلِ حَدِيْثِ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ سَعْدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ.

১৭৭১. আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'আবদুর রহমান দারিমী ও আবূ বাক্‌র ইব্‌ন ইসহাক (র)...... 'আমির ইব্‌ন ওয়াসিলা লায়সী (র) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, নাফি' ইব্‌ন 'আবদুল হারিস খুযাঈ (রা) 'উসফানে 'উমর ইবনুল খাত্তাব (রা)-এর সঙ্গে সাক্ষাত করলেন...... (পূর্বোক্ত সনদের) ইবারাহীম ইব্‌ন সা'দ (রা) কর্তৃক যুহরী (র) থেকে বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ।

١٤- بَابُ بَيَانِ اَنَّ الْقُرْاٰنَ اُنْزِلَ عَلٰى سَبْعَةِ اَحْرُفٍ وَبَيَانِ مَعْنَاهَا

১৪. পরিচ্ছেদ : কুরআন সাত হরফে অবতীর্ণ হওয়ার বিবরণ ও এর মর্মার্থ

١٧٧٢- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى قَالَ قَرَاْتُ عَلٰى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ

عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدِ الْقَارِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَبْنَ الْخَطَّابِ يَقُوْلُ سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ حَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ يَقْرَأُ سُوْرَةَ الْفُرْقَانِ عَلٰى غَيْرِ مَااَقْرَأُهَا وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَقْرَأَنِيْهَا فَكِدْتُ اَنْ اَعْجَلَ عَلَيْهِ ثُمَّ اَمْهَلْتُه حَتّٰى انْصَرَفَ ثُمَّ لَبَّبْتُهْ بِرِدَائِه فَجِئْتُ بِه رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ سَمِعْتُ هٰذَا يَقْرَأُ سُوْرَةَ الْفُرْقَانِ عَلٰى غَيْرِ مَا اَقْرَأْتَنِيْهَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَرْسِلْهُ اقْرَأْ فَقَرَأَ الْقِرَاءَةَ الَّتِىْ سَمِعْتُهْ يَقْرَأُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هٰكَذَا اُنْزِلَتْ ثُمَّ قَالَ لِىَ اقْرَأْ فَقَرَأْتُ فَقَالَ هٰكَذَا اُنْزِلَتْ اِنَّ هٰذَا الْقُرْاٰنَ اُنْزِلَ عَلٰى سَبْعَةِ اَحْرُفٍ فَاقْرَأُوْا مَاتَيَسَّرَ مِنْهُ.

১৭৭২. ইয়াহ্‌য়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌য়া (র)...... 'আবদুর রহমান ইব্‌ন 'আব্‌দ কারী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'উমর ইবনুল খাত্তাব (রা)-কে আমি বলতে শুনেছি যে, আমি যেভাবে সূরা ফুরকান তিলাওয়াত করি, হিশাম ইব্‌ন হাকীম ইব্‌ন হিযাম (রা)-কে তা থেকে ভিন্ন রকম তিলাওয়াত করতে শুনলাম। অথচ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ই এ সূরাটি এভাবে পড়তে আমাকে শিখিয়েছেন। আমি তখনই তাকে পাকড়াও করতে উদ্যত হয়েছিলাম। কিন্তু তাকে অবকাশ দিলাম। তিনি সালাত সমাপ্ত করলেন। এরপরই আমি তার চাদর দিয়ে তাকে পেঁচিয়ে ধরে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে নিয়ে এসে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি একে সূরা ফুরকান পাঠ করতে শুনেছি, আপনি আমাকে যেমন পাঠ করতে শিক্ষা দিয়েছেন, তা থেকে ভিন্নরূপ। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ (আমাকে) বললেন, তাকে ছেড়ে দাও (এবং তাকে বললেন) পড় তো। সে তখন পূর্বের কিরা'আতই পড়ে শোনাল, যেমন তাকে আমি পড়তে শুনেছিলাম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, (আয়াতটি) অনুরূপ নাযিল করা হয়েছে। অতঃপর আমাকে বললেন, তুমি পড়! আমি তিলওয়াত করলাম। তিনি বললেন, এভাবেই নাযিল করা হয়েছে। এ কুরআন সাত হরফে (ধরনে) নাযিল করা হয়েছে। সুতরাং যার যেভাবে সহজ হয় তোমরা তা (সেভাবে) পাঠ করবে।

١٧٧٣- وَحَدَّثَنِىْ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيٰى قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عُرْوَةُبْنُ الزُّبَيْرِ اَنَّ الْمِسْوَرَبْنَ مَخْرَمَةَ وَعَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ عَبْدِ الْقَارِيَّ اَخْبَرَاهُ اَنَّهُمَا سَمِعَا عُمَرَبْنَ الْخَطَّابِ يَقُوْلُ سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ حَكِيْمٍ يَقْرَأُ سُوْرَةَ الْفُرْقَانِ فِىْ حَيَاةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَسَاقَ الْحَدِيْثَ بِمِثْلِه وَزَادَ فَكِدْتُ اُسَاوِرُهُ فِى الصَّلَاةِ فَتَصَبَّرْتُ حَتّٰى سَلَّمَ.

১৭৭৩.হারমালা ইব্‌ন ইয়াহ্‌য়া (র)...... মিসওয়ার ইব্‌ন মাখরামা ও আবদুর রহমান ইব্‌ন আবদ্ কারী (র) সূত্রে বর্ণিত। তারা দু'জন শুনেছেন যে, 'উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জীবিত থাকাকালে একবার হিশাম ইব্‌ন হাকীম (রা)-কে সূরা ফুরকান তিলাওয়াত করতে শুনলাম।....... হাদীসটির পূর্বানুরূপ বিবরণ দিয়েছেন। তবে তিনি এতে আরো বলেছেন, "সালাতের মাঝেই আমি তাকে পাকড়াও করত উদ্যত হয়েছিলাম। পরে সালাম করা পর্যন্ত কোন রকমে সবর করে থাকলাম।"

١٧٧٤- حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالاَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ كَرِوَايَةِ يُوْنُسَ بِاِسْنَادِه.

১৭৭৪. ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম ও আবদ ইব্‌ন হুমায়দ (র)...... যুহরী (র) থেকে ইউনুস (র)-এর রিওয়ায়াতের অনুরূপ তারই সনদে বর্ণনা করেছেন।

١٧٧٥- حَدَّثَنِيْ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيٰى قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ اَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ حَدَّثَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَقْرَأَنِيْ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَلٰى حَرْفٍ فَرَاجَعْتُهُ فَلَمْ اَزَلْ اَسْتَزِيْدُهُ فَيَزِيْدُنِيْ حَتّٰى انْتَهٰى اِلٰى سَبْعَةِ اَحْرُفٍ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ بَلَغَنِيْ اَنَّ ذَالِكَ السَّبْعَةَ الْاَحْرُفَ اِنَّمَا هِيَ فِى الْاَمْرِ الَّذِيْ يَكُوْنُ وَاحِدًا لاَيَخْتَلِفُ فِيْ حَلاَلٍ وَلاَحَرَامٍ.

১৭৭৫. হারমালা ইব্‌ন ইয়াহ্‌য়া (র)...... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, জিব্‌রাঈল (আ) (প্রথমে) আমাকে এক হরফে কুরআন পাঠ করালে আমি তাঁর কাছে (আরো বৃদ্ধির) আবদার জানালাম। এভাবে আমি তাঁর কাছে কিরা'আতের ধরন বৃদ্ধির জন্য অনুরোধ করতে থাকি, তিনিও প্রতিবার বাড়াতে থাকেন। অবশেষে সাত হরফে গিয়ে পরিসমাপ্তি হয়। ইব্‌ন শিহাব (র) বলেছেন, আমার কাছে রিওয়ায়াত পৌঁছেছে যে, সে সাত হরফ সেসব নির্দেশের ব্যাপারে প্রযোজ্য, যেখানে অর্থ এক হয়; হালাল-হারামের ব্যাপারে কোনো বিরোধ সৃষ্টি করে না।

١٧٧٦- وَحَدَّثَنَاهُ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ.

১৭৭৬. আবদ ইব্‌ন হুমায়দ (র)...... যুহরী (র) থেকে ঐ সনদে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

١٧٧٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِيْ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ اَبِيْ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عِيْسٰى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِيْ لَيْلٰى عَنْ جَدِّهِ عَنْ اُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ كُنْتُ فِى الْمَسْجِدِ فَدَخَلَ رَجُلٌ يُصَلِّيْ فَقَرَأَ قِرَاءَةً اَنْكَرْتُهَا عَلَيْهِ ثُمَّ دَخَلَ اٰخَرُ فَقَرَاَ قِرَاءَةً سِوٰى قِرَاءَةِ صَاحِبِهِ فَلَمَّا قَضَيْنَا الصَّلاَةَ دَخَلْنَا جَمِيْعًا عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْتُ اِنَّ هٰذَا قَرَأَ قِرَاءَةً اَنْكَرْتُهَا عَلَيْهِ وَدَخَلَ اٰخَرُ فَقَرَأَ سِوٰى قِرَاءَةِ صَاحِبِهِ فَاَمَرَ هُمَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَرَأَ فَحَسَّنَ النَّبِيُّ ﷺ شَأْنَهُمَا فَسُقِطَ فِيْ نَفْسِيْ مِنَ التَّكْذِيْبِ وَلاَ اِذْ كُنْتُ فِى الْجَاهِلِيَّةِ فَلَمَّا رَأٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَاقَدْ غَشِيَنِيْ ضَرَبَ فِيْ صَدْرِيْ فَفِضْتُ عَرَقًا وَكَأَنَّمَا اَنْظُرُ اِلَى اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ فَرَقًا فَقَالَ لِيْ يَا اُبَيُّ اُرْسِلَ اِلَيَّ اَنِ اقْرَاِ الْقُرْاٰنَ عَلٰى حَرْفٍ فَرَدَدْتُ اِلَيْهِ اَنْ هَوِّنْ عَلٰى اُمَّتِيْ فَرَدَّ اِلَيَّ الثَّانِيَةَ اَقْرَأْهُ عَلٰى حَرْفَيْنِ فَرَدَدْتُ اِلَيْهِ اَنْ هَوِّنْ عَلٰى اُمَّتِيْ فَرَدَّ اِلَيَّ الثَّالِثَةَ اَقْرَأْهُ عَلٰى سَبْعَةِ اَحْرُفٍ فَلَكَ بِكُلِّ

رَدَّةٍ رَدَدْتُكَهَا مَسْأَلَةٌ تَسْأَلُنِيهَا فَقُلْتُ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لأُمَّتِى اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لأُمَّتِى وَاَخَّرْتُ الثَّالِثَةَ لِيَوْمٍ يَرْغَبُ اِلَىَّ الْخَلْقُ كُلُّهُمْ حَتّٰى اِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ.

১৭৭৭. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন নুমায়র (র)...... উবাই ইব্‌ন কা'ব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মসজিদে ছিলাম। এক ব্যক্তি প্রবেশ করে সালাত আদায় করতে লাগল। সে এমন এক ধরনের কিরা'আত করতে লাগল যা আমার কাছে অভিনব মনে হল। পরে আর একজন প্রবেশ করে তার পূর্ববর্তী ব্যক্তি হতে ভিন্ন ধরনের কিরা'আত করতে লাগল। সালাত শেষে আমরা সবাই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে গেলাম। আমি বললাম, এ ব্যক্তি এমন কিরা'আত করেছে যা আমার কাছে অভিনব ঠেকেছে এবং অন্যজন প্রবেশ করে তার পূর্ববর্তীজন হতে ভিন্ন কিরা'আত পাঠ করেছে। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদের উভয়কে (কিরা'আত পাঠ করতে) নির্দেশ দিলেন। তারা উভয়েই কিরাআত পাঠ করল। নবী ﷺ তাদের দু'জনের (কিরাআতের) ধরনকে সুন্দর বললেন। ফলে আমার মনে অবিশ্বাস ও সন্দেহের উন্মেষ দেখা দিল। এমনকি জাহিলী যুগেও আমার এমন খটকা জাগেনি। আমার ভেতরে সৃষ্ট খটকা অবলোকন করে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমার বুকে সজোরে আঘাত করলেন। ফলে আমি ঘর্মাক্ত হয়ে গেলাম এবং যেন আমি ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে মহা মহীয়ান আল্লাহকে দেখছিলাম। নবী ﷺ আমাকে বললেন, ওহে উবাই! আমার কাছে (জিব্‌রাঈল আ)-কে প্রেরণ করা হয়েছে যে, আমি যেন কুরআন এক হরফে তিলাওয়াত করি। আমি তখন তাঁর কাছে পুনরায় অনুরোধ করলাম আমার উম্মাতের জন্য সহজ করুন। দ্বিতীয়বার আমাকে বলা হয় যে, দুই হরফে তা তিলাওয়াত করবে। তখন তাঁর কাছে আবার অনুরোধ করলাম, আমার উম্মাতের জন্য সহজ করে দিতে। তৃতীয়বার আামকে বলা হয় যে, সাত হরফে তা তিলাওয়াত করবে এবং যতবার আপনাকে জবাব দিয়েছি, তার প্রতিটির বদলে আপনার জন্য একটি প্রার্থনা বরাদ্দ করা হল যা আপনি করতে পারতেন। আমি বললাম হে আল্লাহ্! আমার উম্মাতকে ক্ষমা করুন। হে আল্লাহ্! আমার উম্মাতকে ক্ষমা করুন। আর তৃতীয় প্রার্থনাটি বিলম্বিত করে রেখেছি সেদিনের জন্য, যেদিন সারা সৃষ্টি এমনকি ইব্‌রাহীম (আ)-ও আমার প্রতি আকৃষ্ট হবেন।

١٧٧٨- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ اِسْمَاعِيْلُ ابْنُ اَبِىْ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عِيْسٰى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ لَيْلٰى قَالَ اَخْبَرَنِىْ اُبَىُّ بْنُ كَعْبٍ اَنَّهُ كَانَ جَالِسًا فِى الْمَسْجِدِ اِذْ دَخَلَ رَجُلٌ فَصَلّٰى فَقَرَأَ قِرَاءَةً وَاقْتَصَّ الْحَدِيْثَ بِمِثْلِ حَدِيْثِ ابْنِ نُمَيْرٍ.

১৭৭৮. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)...... আবদুর রহমান ইব্‌ন আবূ লায়লা (র) থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেন,) উবাই ইব্‌ন কা'ব (রা) খবর দিয়েছেন যে, তিনি মসজিদে উপবিষ্ট ছিলেন। তখনই এক ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করল, নামায পড়ল এবং এমনভাবে কিরাআত পাঠ করলো যে,....... ইব্‌ন নুমায়র (র)-এর হাদীসের অনুরূপ।

١٧٧٩- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ ح وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ الْمُثَنّٰى وَابْنُ

بَشَّارٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ اَبِىْ لَيْلٰى عَنْ اُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ عِنْدَ اَضَاةِ بَنِىْ غِفَارٍ قَالَ فَاَتَاهُ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَقَالَ اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكَ اَنْ تَقْرَأَ اُمَّتُكَ الْقُرْاٰنَ عَلٰى حَرْفٍ فَقَالَ اَسْاَلُ اللّٰهَ مُعَافَاتَه وَمَغْفِرَتَهُ وَاِنَّ اُمَّتِىْ لاَتُطِيْقُ ذٰالِكَ ثُمَّ اَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَقَالَ اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكَ اَنْ تَقْرَأَ اُمَّتُكَ الْقُرْاٰنَ عَلٰى حَرْفَيْنِ فَقَالَ اَسْأَلُ اللّٰهَ مُعَافَاتَهُ وَمَغْفِرَتَهُ وَاِنَّ اُمَّتِىْ لاَتُطِيْقُ ذَالِكَ ثُمَّ جَاءَهُ الثَّالِثَةَ فَقَالَ اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكَ اَنْ تَقْرَأَ اُمَّتُكَ الْقُرْاٰنَ عَلٰى ثَلاَثَةِ اَحْرُفٍ فَقَالَ اَسْأَلُ اللّٰه مُعَافَاتَهُ وَمَغْفِرَتَه وَاِنَّ اُمَّتِىْ لاَتُطِيْقُ ذَالِكَ ثُمَّ جَاءَهُ الرَّابِعَةَ فَقَالَ اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكَ اَنْ تَقْرَأَ اُمَّتُكَ الْقُرْاٰنَ عَلٰى سَبْعَةِ اَحْرُفٍ فَاَيُّمَا حَرْفٍ قَرَأُوْا عَلَيْهِ فَقَدْ اَصَابُوْا.

১৭৭৯. আবূ বাকর ইব্ন আবূ শায়বা, ইবনুল মুসান্না ও ইব্ন বাশশার (র)...... উবাই ইব্ন কা'ব (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বনূ গিফারের জলাভূমি (ডোবা)-র কাছে ছিলেন। উবাই (রা) বলেন, তখন জিবরাঈল (আ) তাঁর নিকটে এসে বললেন, আল্লাহ আপনাকে আদেশ করেছেন যে আপনার উম্মাত এক ধরনের কুরআন পাঠ করবে। তখন নবী ﷺ বললেন, আমি আল্লাহ্‌র কাছে তাঁর মার্জনা ও ক্ষমা প্রার্থনা করছি; আমার উম্মাত তো এ হুকুম পালনে সমর্থ হবে না। পরে জিবরাঈল (আ) দ্বিতীয়বার তাঁর কাছে আগমন করে বললেন, আল্লাহ্ আপনাকে হুকুম করেছেন যে, আপনার উম্মাত দু' ধরনের কুরআন পাঠ করবে। নবী ﷺ বললেন, আমি আল্লাহ্‌র সকাশে তাঁর মার্জনা ও ক্ষমা প্রার্থনা করছি, আমার উম্মাত তো তা পালনে সমর্থ হবে না। তারপর তিনি তাঁর কাছে তৃতীয়বার এসে বললেন, আল্লাহ আপনাকে হুকুম করছেন যে, আপনার উম্মাত তিন হরফে কুরআন পাঠ করবে। নবী ﷺ বললেন, আমি আল্লাহ্‌র সমীপে তাঁর মার্জনা ও ক্ষমা প্রার্থনা করছি, আমার উম্মাত তো এটি পালনের সামর্থ্য রাখে না। তারপর জিবরাঈল (আ) চতুর্থবার নবী ﷺ-এর কাছে এসে বললেন, আল্লাহ্ আপনাকে হুকুম করেছেন যে, আপনার উম্মাত সাত হরফে কুরআন পাঠ করবে এবং এর যে কোন হরফ ও ধরন অনুসারে তারা পাঠ করলে তা-ই যথার্থ হবে।

١٧٨٠- وَحَدَّثَنَاهُ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ مِثْلَهُ.

১৭৮০. উবায়দুল্লাহ ইব্ন মুআয (র)...... শু'বা (র) সূত্রে সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

١٥- بَابُ تَرْتِيْلِ الْقِرَاءَةِ وَاجْتِنَابِ الْهَذِّ وَهُوَ الْاِفْرَاطُ فِى السُّرْعَةِ وَاِبَاحَةِ سُوْرَتَيْنِ فَاَكْثَرَ فِىْ رَكْعَةٍ

১৫. পরিচ্ছেদ : ধীরস্থিরতার সাথে কিরাআত পড়া। অতি দ্রুত পাঠ বর্জন করা এবং রাক'আতে দুই ও ততোধিক সূরা পড়ার বৈধতা

١٧٨١- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ جَمِيْعًا عَنْ وَكِيْعٍ قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ نَهِيْكُ بْنُ سِنَانٍ اِلٰى عَبْدِ اللّٰهِ فَقَالَ يَا اَبَا عَبْدِ

الرَّحْمٰنِ كَيْفَ تَقْرَأُ هٰذَا الْحَرْفَ اَلِفًا تَجِدُهُ اَمْ يَاءً مِنْ مَاءٍ غَيْرِ اسِنٍ اَوْ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ يَاسِنٍ قَالَ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ وَكُلَّ الْقُرْاٰنِ قَدْ اَحْصَيْتَ غَيْرَ هٰذَا قَالَ اِنِّى لاَقْرَأُ الْمُفَصَّلَ فِىْ رَكْعَةٍ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ هٰذًّا كَهَذِّ الشِّعْرِ اِنَّ اَقْوَامًا يَقْرَؤُنَ الْقُرْاٰنَ لاَ يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ وَلٰكِنْ اِذَا وَقَعَ فِى الْقَلْبِ فَرَسَخَ فِيْهِ نَفَعَ اِنَّهُ اَفْضَلَ الصَّلاَةِ الرُّكُوْعُ وَالسُّجُوْدُ اِنِّىْ لاَعْلَمُ النَّظَائِرَ الَّتِىْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقْرُنُ بَيْنَهُنَّ سُوْرَتَيْنِ فِىْ كُلِّ رَكْعَةٍ ثُمَّ قَامَ عَبْدُ اللّٰهِ فَدَخَلَ عَلْقَمَةُ فِيْ اِثْرِهِ ثُمَّ خَرَجَ فَقَالَ قَدْ اَخْبَرَنِىْ بِهَا قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ فِىْ رِوَايَتِهِ جَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَنِىْ بَجِيْلَةَ اِلَى عَبْدِ اللّٰهِ وَلَمْ يَقُلْ نَهِيْكُ بْنُ سِنَانٍ.

১৭৮১. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা ও ইব্‌ন নুমায়র (র) একত্রে...... আবূ ওয়ায়ল (র) সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, নাহীক ইব্‌ন সিনান নামের এক ব্যক্তি আবদুল্লাহ (ইব্‌ন মাসঊদ) (রা)-এর কাছে এসে বলল, হে আবূ আবদুর রহমান! এ শব্দটি আপনি কিভাবে পাঠ করে থাকেন; 'আলিফ' সহকারে, নাকি 'ইয়া' সহকারে অর্থাৎ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ يَاسِنٍ না مِنْ مَاءٍ غَيْرِ اسِنٍ আবূ ওয়ায়ল (র) বলেন, আবদুল্লাহ (রা) বললেন, আর এ শব্দটি ছাড়া বাকী কুরআন সবটাই কি তুমি আয়ত্ত করে ফেলেছ? সে বলল, আমি তো মুফাস্‌সাল (সূরাসমূহ)[১] এক রাক'আতেই পড়ে থাকি। আবদুল্লাহ (রা) বললেন, কবিতার ফড়ফড়ানির ন্যায় ফড়ফড় করে কী? একদল লোক কুরআন পাঠ করে থাকে যা তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করে না। তবে যখন তা কলবে পতিত হয় এবং তা তাতে দৃঢ় অবস্থান নেয়, তখনই তা উপকারে আসে। উত্তম সালাত হল রুকূ ও সিজ্‌দা (র আধিক্য)। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এক রাক'আতে যে সদৃশ দু'টি দুটি সূরা মিলিয়ে পাঠ করতেন, আমি সেগুলোর কথা ভালভাবেই জানি। অতঃপর আবদুল্লাহ্ (রা) উঠে দাঁড়ালে আলকামা (র) তাঁর পিছনে পিছনে প্রবেশ করলেন। পরে বের হয়ে এসে বললেন, তিনি আমাকে সেগুলো সম্পর্কে অবগত করেছেন। (এ ছিল আবূ বাকর র-এর বিবরণ) আর ইব্‌ন নুমায়র (র) তাঁর বর্ণনায় বলেছেন, বনূ বাজীলার এক ব্যক্তি আবদুল্লাহ্ (রা)-এর কাছে আসল। তিনি নাহীক ইব্‌ন সিনান (নামটি) বলেননি।

١٧٨٢- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى عَبْدِ اللّٰهِ يُقَالُ لَهُ نَهِيْكُ بْنُ سِنَانٍ بِمِثْلِ حَدِيْثِ وَكِيْعٍ غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ فَجَاءَ عَلْقَمَةُ لِيَدْخُلَ عَلَيْهِ فَقُلْنَا لَهُ سَلْهُ عَنِ النَّظَائِرِ الَّتِىْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقْرَأُ بِهَا فِىْ رَكْعَةٍ فَدَخَلَ عَلَيْهِ فَسَأَلَهُ ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْنَا فَقَالَ عِشْرُوْنَ سُوْرَةً مِنَ الْمُفَصَّلِ فِىْ تَأْلِيْفِ عَبْدِ اللّٰهِ.

১৭৮২. আবূ কুরায়ব (র)...... আবূ ওয়ায়ল (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাহীক ইব্‌ন সিনান নামে এক ব্যক্তি আবদুল্লাহ (রা)-এর কাছে এলেন...... (পূর্ববর্তী সনদের) ওয়াকী (র)-এর হাদীসের অনুরূপ। তবে তিনি বলেছেন, পরে আলকামা (র) তাঁর কাছে প্রবেশ করার জন্য আসলেন। আমরা তাকে বললাম, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এক

১. সূরা হুজুরাত থেকে পরবর্তী সূরাসমূহকে মুফাস্‌সাল বলা হয় - অনুবাদক।

রাক'আতে যে সদৃশ সূরাগুলো (র দু'টি করে) তিলাওয়াত করতেন, সে বিষয়ে আপনি তাঁকে (আবদুল্লাহকে) জিজ্ঞেস করুন। তখন আলকামা (র) তাঁর কাছে গেলেন এবং পরে আমাদের কাছে বেরিয়ে এসে বললেন, তা হল আবদুল্লাহ্ (রা)-এর কুরআন সংকলনের বিশটি মুফাস্সাল সূরা।

١٧٨٣– وَحَدَّثَنَاهُ اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَخْبَرَنَا عِيْسٰى بْنُ يُوْنُسَ قَالَ حَدَّثَنَا الاَعْمَشُ فِىْ هٰذَا الْاِسْنَادِ بِنَحْوِ حَدِيْثِهِمَا وَقَالَ اِنِّىْ لاَعْرِفُ النَّظَائِرَ الَّتِىْ كَانَ يَقْرَأُ بِهِنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِثْنَتَيْنِ فِىْ رَكْعَةٍ عِشْرِيْنَ سُوْرَةً فِىْ عَشْرِ رَكَعَاتٍ.

১৭৮৩. ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র)...... আ'মাশ (র) থেকে এই সনদে পূর্ববর্তী দু'জনের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি বলেন, আবদুল্লাহ (রা) বলেছেন, আমি সে নযীর সূরাগুলো জানি, যা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পাঠ করতেন, দুই সূরা প্রতি রাক'আতে, বিশটি সূরা দশ রাক'আতে।

١٧٨٤– حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوْخَ قَالَ حَدَّثَنَا مَهْدِىُّ بْنُ مَيْمُوْنٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَاصِلٌ الْاَحْدَبُ عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ قَالَ غَدَوْنَا عَلٰى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ يَوْمًا بَعْدَمَا صَلَّيْنَا الْغَدَاةَ فَسَلَّمْنَا بِالْبَابِ فَاَذِنَ لَنَا قَالَ فَمَكَثْنَا بِالْبَابِ هُنَيَّةً قَالَ فَخَرَجَتِ الْجَارِيَةُ فَقَالَتْ اَلاَ تَدْخُلُوْنَ فَدَخَلْنَا فَاِذَا هُوَ جَالِسٌ يَسَبِّحُ فَقَالَ مَا مَنَعَكُمْ اَنْ تَدْخُلُوْا وَقَدْ اُذِنَ لَكُمْ فَقُلْنَا لاَ اَلاَّ اَنَّاظَنَنَّا اَنَّ بَعْضَ اَهْلِ الْبَيْتِ نَائِمٌ قَالَ ظَنَنْتُمْ بِاٰلِ ابْنِ اُمِّ عَبْدٍ غَفْلَةً قَالَ ثُمَّ اَقْبَلَ يُسَبِّحُ حَتّٰى ظَنَّ اَنَّ الشَّمْسَ قَدْ طَلَعَتْ قَالَ يَاجَارِيَةُ اُنْظُرِىْ هَلْ طَلَعَتْ فَنَظَرَتْ فَاِذَا هِىَ لَمْ تَطْلُعْ فَاَقْبَلَ يُسَبِّحُ حَتّٰى اِذَاظَنَّ اَنَّ الشَّمْسَ قَدْ طَلَعَتْ قَالَ يَا جَارِيَةُ اُنْظُرِىْ هَلْ طَلَعَتْ فَنَظَرَتْ فَاِذَاهِىَ قَدْ طَلَعَتْ فَقَالَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَقَالَنَا يَوْمَنَا هٰذَا (فَقَالَ مَهْدِىٌّ وَاَحْسِبُهُ قَالَ) وَلَمْ يُهْلِكْنَا بِذُنُوْبِنَا قَالَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ قَرَأْتُ الْمُفَصَّلَ الْبَارِحَةَ كُلَّهُ قَالَ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ هَذًّ كَهَذِّ الشِّعْرِ اِنَّا لَقَدْ سَمِعْنَا الْقَرَائِنَ وَاِنِّىْ لاَحْفَظُ الْقَرَائِنَ الَّتِىْ كَانَ يَقْرَأُ هُنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ مِنَ الْمُفَصَّلِ وَسُوْرَتَيْنِ مِنْ اٰلِ حٰمٓ.

১৭৮৪. শায়বান ইব্‌ন ফাররূখ (র)...... আবূ ওয়ায়ল (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন সকালে (ফজরের) সালাত আদায়ের পরে আমরা আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ (র)-এর কাছে গেলাম। আমরা দরজায় দাঁড়িয়ে সালাম করলে তিনি আমাদের অনুমতি দিলেন। রাবী আবূ ওয়ায়ল (র) বলেন, আমরা কিছুক্ষণ দরজায় অবস্থান করলাম। তখন বাঁদী বেরিয়ে এসে বলল, আপনারা প্রবেশ করেছেন না কেন ? আমরা তখন প্রবেশ করলাম। তিনি (আবদুল্লাহ) বসে বসে তাসবীহ্ পড়ছিলেন। তিনি বলনে, তোমাদের অনুমতি দেওয়া সত্ত্বেও কিসে তোমাদের প্রবেশে বাধা দিয়েছিল? তখন আমরা বললাম, না (তেমন কিছু নয়) তবে কিনা আমরা ধারণা করেছিলাম যে, ঘরের কেউ হয়ত ঘুমিয়ে রয়েছে। তিনি বললেন, ইব্‌ন উম্মু আব্‌দ-এর পরিবারে তোমরা আলসেমী ও উদাসীনতার

ধারণা করলে? রাবী (ওয়ায়ল) বলেন, তারপর তিনি তাসবীহ্ পাঠ শুরু করলেন। পরে যখন ধারণা করলেন যে, সূর্য উদিত হয়েছে, তখন বললেন, হে দাসী! দেখ তো সূর্য উঠেছে কি না? রাবী বলেন, সে নযর করে দেখল যে, তখনও সূর্য উঠেনি। তিনি আবার তাসবীহ্ পাঠ শুরু করলেন। অবশেষে যখন তাঁর ধারণা হল সূর্য উদিত হয়েছে, তখন বললেন, হে দাসী! দেখ তো সূর্য উঠেছে কি? এবার সে দেখতে পেল যে, তা উদিত হয়েছে। তখন তিনি বললেন, সমস্ত প্রশংসা সেই সত্তার, যিনি আমাদের এ দিনটি ফিরিয়ে দিয়েছেন। [মাহ্দী (র) বলেন, আমার ধারণা যে, আবদুল্লাহ (রা) আরও বলেছেন] এবং তিনি আমাদের পাপের কারণে আমাদের ধ্বংস করে দেননি। রাবী বলেন, তখন (উপস্থিত) দলের একজন বলল, গতরাতে আমি (সালাতে) মুফাস্সাল সম্পূর্ণটা পাঠ করেছি। রাবী বলেন, তখন আবদুল্লাহ্ (রা) বললেন, কবিতার মত দ্রুত? আমার তো সেই জোড়া জোড়া সূরাগুলো মুখস্থ আছে যেগুলো রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পাঠ করতেন। মুফাস্সালের আঠারটি সূরা এবং হা মীম শ্রেণীর দু'টি সূরা।

١٧٨٥- حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْجُعْفِيُّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ شَقِيْقٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ مِّنْ بَنِيْ بَجِيْلَةَ يُقَالُ لَهُ نَهِيْكُ بْنُ سِنَانٍ اِلَى عَبْدِ اللّٰهِ فَقَالَ اِنِّىْ اَقْرَأُ الْمُفَصَّلَ فِيْ رَكْعَةٍ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ هَذًّا كَهَذِّ الشِّعْرِ لَقَدْ عَلِمْتُ النَّظَائِرَ الَّتِيْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقْرَأُ بِهِنَّ سُوْرَتَيْنِ فِيْ رَكْعَةٍ.

১৭৮৫.আবদ ইব্ন হুমায়দ (র)...... শাকীক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাহিক ইব্ন সিনান (র) নামে পরিচিত বনূ বাজীলার এক ব্যক্তি আবদুল্লাহ (রা)-এর কাছে এসে বলল, আমি এক রাক'আতেই মুফাস্সাল সূরা পাঠ করে থাকি। আবদুল্লাহ (রা) বললেন, কবিতা আবৃত্তি করার ন্যায় (তাড়াতাড়ি)? আমি তো সে সদৃশ সূরাগুলোর কথা জানি, যেগুলো রাসূলুল্লাহ্ ﷺ প্রতি রাকআতে দুই সূরা করে পাঠ করতেন।

١٧٨٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ اَنَّه سَمِعَ اَبَا وَائِلٍ يُحَدِّثُ اَنَّ رَجُلاً جَاءَ اِلَى ابْنِ مَسْعُوْدٍ فَقَالَ اِنِّىْ قَرَأْتُ الْمُفَصَّلَ اللَّيْلَةَ كُلَّهُ فِيْ رَكْعَةٍ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ هَذًّا كَهَذِّ الشِعْرِ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ لَقَدْ عَرَفْتُ النَّظَائِرَ الَّتِيْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقْرُنُ بَيْنَهُنَّ قَالَ فَذَكَرَ عِشْرِيْنَ سُوْرَةً مِنَ الْمُفَصَّلِ سُوْرَتَيْنِ سُوْرَتَيْنِ فِيْ كُلِّ رَكْعَةٍ.

১৭৮৬. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না ও ইব্ন বাশশার (র)...... আম্‌র ইব্ন মুররা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি আবূ ওয়ায়ল (রা)-কে বর্ণনা করতে শুনেছেন যে, এক ব্যক্তি ইব্ন মাসঊদ (রা)-এর কাছে এসে বলল, আজ (গত) রাতে আমি মুফাস্সাল (সুরাগুলো) সম্পূর্ণই এক রাক'আতে পড়ে ফেলেছি। তখন আবদুল্লাহ (রা) বললেন, কবিতা আবৃত্তি করার মত তাড়াতাড়ি করে? পরে 'আবদুল্লাহ (রা) আরো বললেন, আমি তো সে সদৃশ (সূরা) গুলো জানি, যেগুলো রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মিলিয়ে পাঠ করতেন। রাবী বলেন, তিনি তখন মুফাস্সালভুক্ত বিশটি সূরা (-র নাম) উল্লেখ করলেন (যার) দুই দুই সূরা প্রতি রাক'আতে (পাঠ করা হত)।

١٦-بَابُ مَا يَتَعَلَّقُ بِالْقِرَاءَاتِ

১৬ পরিচ্ছেদ : কিরা'আত সম্পর্কিত বিষয়াবলী

١٧٨٧- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يُوْنُسَ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اِسْحٰقَ قَالَ رَأَيْتُ رَجُلاً سَأَلَ الْاَسْوَدَ بْنَ يَزِيْدَ وَهُوَ يُعَلِّمُ الْقُرْاٰنَ فِى الْمَسْجِدِ فَقَالَ كَيْفَ تَقْرَأُ هٰذِهِ الْاٰيَةَ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ أَدَالاً اَمْ ذَالاً قَالَ بَلْ دَالاً سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ مَسْعُوْدٍ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مُدَّكِرٍ دَالاً.

১৭৮৭. আহ্‌মাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন ইউনুস (রা)...... আবূ ইসহাক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি দেখলাম এক ব্যক্তি আস্‌ওয়াদ ইব্‌ন ইয়াযীদ (র)-এর কাছে প্রশ্ন করছে। তিনি তখন মসজিদে কুরআনের শিক্ষা দিচ্ছিলেন। লোকটি বলল, فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ আয়াতটি কি ভাবে পাঠ করেন مُدَّكِرٍ শব্দে দাল দিয়ে না যাল দিয়ে? আসওয়াদ (র) বললেন مُدَّكِرٍ 'দাল' দিয়ে। আমি আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসঊদ (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে مُدَّكِرٍ 'দাল' সহকারে বলতে শুনেছি।

١٧٨٨- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ هٰذَا الْحَرْفَ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ.

১৭৮৮. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না ও ইবন বাশ্‌শার (র)...... আসওয়াদ সূত্রে আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে নবী ﷺ সম্পর্কে বর্ণনা করেন যে, তিনি এ শব্দটি مُدَّكِرٍ (দাল সহকারে) পাঠ করতেন।

١٧٨٩- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَاَبُوْ كُرَيْبٍ (وَاللَّفْظُ لِاَبِىْ بَكْرٍ) قَالاَ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ قَدِمْنَا الشَّامَ فَاَتَانَا اَبُو الدَّرْدَاءِ فَقَالَ اَفِيْكُمْ اَحَدٌ يَقْرَأُ عَلٰى قِرَاءَةِ عَبْدِ اللّٰهِ فَقُلْتُ نَعَمْ اَنَا قَالَ فَكَيْفَ سَمِعْتَ عَبْدَ اللّٰهِ يَقْرَأُ هٰذِهِ الْاٰيَةَ **وَاللَّيْلِ اِذَا يَغْشٰى** قَالَ سَمِعْتُهُ يَقْرَأُ وَاللَّيْلِ اِذَا يَغْشٰى وَالذَّكَرِ وَالْاُنْثٰى قَالَ وَاَنَا وَاللّٰهِ هٰكَذَا سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقْرَأُهَا وَلٰكِنْ هٰؤُلَاءِ يُرِيْدُوْنَ اَنْ اَقْرَأَ وَمَا خَلَقَ فَلاَ اُتَابِعُهُمْ.

১৭৮৯. আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা ও আবূ কুরায়ব (র)...... 'আলকামা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা শাম দেশে (সিরিয়ায়) গেলাম। আবুদ দারদা (রা) আমাদের কাছে এসে বললেন, তোমাদের মাঝে কি এমন কেউ আছে, যে আবদুল্লাহ (রা)-এর কিরা'আত অনুসরণে কুরআন পাঠ করতে পারে? আমি বললাম, হ্যাঁ আমি। তিনি বললেন, আবদুল্লাহ (রা)-কে এ وَاللَّيْلِ اِذَا يَغْشٰى আয়াত কি ভাবে পাঠ করতে শুনেছ ? আমি বললাম, আমি তাকে পড়তে শুনেছি وَاللَّيْلِ اِذَا يَغْشٰى ...... وَالذَّكَرِ وَالْاُنْثٰى-আবুদ দারদা (রা) বললেন,

আমিও আল্লাহ্‌র কসম! রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এভাবে পাঠ করতে শুনেছি। কিন্তু এরা তো চাচ্ছে, যেন وَمَا خَلَقَ সহ পাঠ করি, আমি তাদের অনুসরণ করব না।

١٧٩٠- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مُغِيْرَةَ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَتٰى عَلْقَمَةُ الشَّامَ فَدَخَلَ مَسْجِدًا فَصَلّٰى فِيْهِ ثُمَّ قَامَ اِلٰى حَلْقَةٍ فَجَلَسَ فِيْهَا قَالَ فَجَاءَ رَجُلٌ فَعَرَفْتُ فِيْهِ تَحَوُّشَ الْقَوْمِ وَهَيْئَتَهُمْ قَالَ فَجَلَسَ اِلٰى جَنْبِىْ ثُمَّ قَالَ أَتَحْفَظُ كَمَا كَانَ عَبْدُ اللّٰهِ يَقْرَأُ فَذَكَرَ بِمِثْلِهِ.

১৭৯০. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র)...... ইব্‌রাহীম (র) বলেন, আরকামা (র) সিরিয়ায় আগমন করলেন এবং মসজিদে প্রবেশ করে সালাত আদায় করলেন। তারপর একটি (তালিমী) হাল্‌কার দিকে অগ্রসর হয়ে সেখানে বসে পড়লেন। আলকামা (র) বলেন, তারপর এক ব্যক্তি আগমন করলেন। আমি তার প্রতি লোকের সমীহ ও শুদ্ধাভাবে দেখতে পেলাম। আলকামা (র) বলেন, ঐ ব্যক্তি আমার পার্শ্বে বসে পড়লেন। তারপর আমাকে বললেন : আবদুল্লাহ্ (ইব্‌ন মাসঊদ রা) যেভাবে পড়েন তা কি তোমার স্মরণ আছে? পরবর্তী অংশ পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ....।

١٧٩١- وَحَدَّثَنِىْ عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ دَاوٗدَبْنِ اَبِىْ هِنْدٍ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ لَقِيْتُ اَبَا الدَّرْدَاءِ فَقَالَ لِىْ مِمَّنْ اَنْتَ قُلْتُ مِنْ اَهْلِ الْعِرَاقِ قَالَ مِنْ اَيِّهِمْ قُلْتُ مِنْ اَهْلِ الْكُوْفَةِ قَالَ هَلْ تَقْرَأُ عَلٰى قِرَاءَةِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَاقْرَأْ وَالَّيْلِ اِذَا يَغْشٰى قَالَ فَقَرَأْتُ وَالَّيْلِ اِذَا يَغْشٰى وَالنَّهَارِ اِذَا تَجَلّٰى وَالذَّكَرِ وَالْاُنْثٰى قَالَ فَضَحِكَ ثُمَّ قَالَ هٰكَذَا سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقْرَأُهَا.

১৭৯১. আলী ইব্‌ন হুজ্‌র আস্ সা'দী...... 'আলকামা (র) বর্ণিত। তিনি বলেন, আবুদ দারদা (রা)-এর সাথে আমার সাক্ষাত ঘটে। তিনি আমাকে বললেন, তুমি কোথেকে? আমি বললাম, ইরাকের বাসিন্দা। তিনি বললেন, কোন অঞ্চলের? আমি বললাম, কূফার অধিবাসী। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসঊদ (রা)-এর কিরা'আত অনুযায়ী কুরআন পাঠ করতে পার? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন وَالَّيْلِ اِذَا يَغْشٰى পড়ো তো। আলকামা (র) বলেন, আমি পড়লাম وَالَّيْلِ اِذَا يَغْشٰى.........وَالَّيْلِ اِذَا يَغْشٰى وَالذَّكَرِ وَالْاُنْثٰى (আমার পড়া শুনে) তিনি হেসে দিলেন। তারপর বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে এভাবে সূরাটি পড়তে শুনেছি।

١٧٩٢- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ الْاَعْلٰى حَدَّثَنَا دَاوٗدُ عَنْ عَامِرٍ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ اَتَيْتُ الشَّامَ فَلَقِيْتُ اَبَا الدَّرْدَاءِ فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيْثِ ابْنِ عُلَيَّةَ.

১৭৯২. মুহাম্মদ ইব্‌নুল মুসান্না (র)...... আলকামা (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সিরয়ায় গমন করলাম এবং আবুদ দারদা (রা)-এর সাথে আমার সাক্ষাত ঘটল। পরবর্তী অংশ ইব্‌ন উলায়্যার হাদীসের অনুরূপ।

١٧- بَابُ الْاَوْقَاتِ الَّتِيْ نُهِيَ عَنِ الصَّلَاةِ فِيْهَا

১৭. পরিচ্ছেদ : যে সকল ওয়াক্তে সালাত আদায় করা নিষেধ

١٧٩٣- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى قَالَ قَرَأْتُ عَلٰى مَالِكٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيٰى بْنِ حَبَّانَ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتّٰى تَغْرُبَ الشَّمْسُ وَعَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ.

১৭৯৩. ইয়াহয়া ইব্‌ন ইয়াহয়া (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আসরের পর সালাত আদায় করতে নিষেধ করেছেন যাবৎ না সূর্য অস্ত যায় এবং ফজরের পর সালাত আদায় করতে নিষেধ করেছেন যাবৎ না সূর্যোদয় হয়।

١٧٩٤- وَحَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ وَاِسْمَاعِيْلُ بْنُ سَالِمٍ جَمِيْعًا عَنْ هُشَيْمٍ قَالَ دَاوُدُ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ اَخْبَرَنَا مَنْصُوْرٌ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ اَخْبَرَنَا اَبُو الْعَالِيَةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ غَيْرَ وَاحِدٍ مِنْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِنْهُمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَكَانَ اَحَبَّهُمْ اِلَيَّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتّٰى تَغْرُبَ الشَّمْسُ.

১৭৯৪. দাঊদ ইব্‌ন রুশায়দ (রা)...... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর বহু সাহাবী হতে শুনেছি, তাঁদের মধ্যে উমর ইবনুল খাত্তাব (রা)-ও রয়েছেন আর তাদের মধ্যে তিনিই আমার কাছে সর্বাধিক প্রিয় ব্যক্তি ছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ফজরের পর সালাত আদায় করতে নিষেধ করেছেন, যে পর্যন্ত না সূর্য উদিত হয়। আসরের পরও (নিষেধ করেছেন) সূর্যাস্ত না হওয়া পর্যন্ত।

١٧٩٥- وَحَدَّثَنِيْهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ شُعْبَةَ ح وَحَدَّثَنِيْ اَبُوْ غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْاَعْلٰى قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ ح وَحَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَخْبَرَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبِيْ كُلُّهُمْ عَنْ قَتَادَةَ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ غَيْرَ اَنَّ فِيْ حَدِيْثِ سَعِيْدٍ وَهِشَامٍ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتّٰى تَشْرُقَ الشَّمْسُ.

১৭৯৫. যুহায়র ইব্‌ন হারব, আবূ গাসসান মিসমাঈ ও ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র)...... সবাই কাতাদা (র) হতে ঐ সনদে বর্ণনা করেছেন। তবে সাঈদ ও হিশামের বর্ণনায় অতিরিক্ত আছে, "ফজরের পর সূর্য আলোকোজ্জ্বল না হওয়া পর্যন্ত।"

١٧٩٦- وَحَدَّثَنِيْ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيٰى قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ يُوْنُسُ اَنَّ ابْنَ شِهَابٍ اَخْبَرَهُ قَالَ اَخْبَرَنِيْ عَطَاءُ بْنُ يَزِيْدَ اللَّيْثِيُّ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا سَعِيْدِ الْخُدْرِيَّ يَقُوْلُ قَالَ

رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَصَلاَةَ بَعْدَ صَلاَةِ الْعَصْرِ حَتّٰى تَغْرُبَ الشَّمْسُ وَلاَ صَلاَةَ بَعْدَ صَلاَةِ الْفَجْرِ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ.

১৭৯৬. হারমালা ইব্‌ন ইয়াহ্‌য়া (রা)..... আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আসরের পর কোন সালাত নেই সূর্যাস্ত না হওয়া পর্যন্ত এবং ফজরের পর কোন সালাত নেই সূর্য উদিত না হওয়া পর্যন্ত।

١٧٩٧– حَدَّثَنِىْ يَحْيٰى بْنُ يَحْيٰى قَالَ قَرَأْتُ عَلٰى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ يَتَحَرّٰى اَحَدُكُمْ فَيُصَلِّىْ عِنْدَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَلاَ عِنْدَ غُرُوْبِهَا.

১৭৯৭. ইয়াহ্‌য়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌য়া (র)...... ইব্‌ন উমর (রা) হতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, কেউ যেন সূর্যোদয় বা সূর্যাস্ত যাওয়ার সময় সালাত আদায় করার ইচ্ছা না করে।

١٧٩٨– وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِبْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ وَمُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ قَالُوْا جَمِيْعًا حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ تَحَرَّوْا بِصَلاَتِكُمْ طُلُوْعَ الشَّمْسِ وَلاَ غُرُوْبَهَا فَاِنَّهَا تَطْلُعُ بِقَرْنَىِ الشَّيْطَانِ.

১৭৯৮. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা ও মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন নুমায়র (র)...... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, তোমরা তোমাদের সালাত সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময় আদায় করার ইচ্ছা করবে না। কেননা সূর্য শয়তানের দুই শিং-এর মাঝখানে উদিত হয়।

١٧٩٩– وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِبْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ وَابْنُ بِشْرٍ قَالُوْا جَمِيْعًا حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنُ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا بَدَا حَاجِبُ الشَّمْسِ فَاَخِّرُوا الصَّلاَةَ حَتّٰى تَبْرُزَ وَاِذَا غَابَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَاَخِّرُوا الصَّلاَةَ حَتّٰى تَغِيْبَ.

১৭৯৯. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা ও মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন নুমায়র (র)...... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, সূর্যের কিনারা যখন প্রকাশিত হয় তখন তোমরা সূর্য পুরাপুরি প্রকাশিত হওয়া পর্যন্ত সালাত আদায়ে বিলম্ব করবে এবং যখন সূর্যের কিনারা অদৃশ্য হয়ে যায়, তখন পুরাপুরি অস্ত না যাওয়া পর্যন্ত তোমলা সালাত আদায় বিলম্ব করবে।

١٨٠٠– وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ خَيْرِ بْنِ نُعَيْمٍ الْحَضْرَمِىِّ عَنِ ابْنِ هُبَيْرَةَ عَنْ اَبِىْ تَمِيْمٍ الْجَيْشَانِىِّ عَنْ اَبِىْ بَصْرَةَ الْغِفَارِىِّ قَالَ صَلّٰى بِنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ

الْعَصْرَ بِالْمُخَمَّصِ فَقَالَ اِنَّ هٰذِهِ الصَّلَاةَ عُرِضَتْ عَلٰى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَضَيَّعُوْهَا فَمَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا كَانَ لَهُ اَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ وَلَا صَلَاةَ بَعْدَهَا حَتّٰى يَطْلُعَ الشَّاهِدُ (وَالشَّاهِدُ النَّجْمُ).

১৮০০. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র)...... আবূ বাস্‌রা আল-গিফারী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের নিয়ে মুখাম্মাস নামক স্থানে আসরের সালাত আদায় করলেন এবং বললেন, এ সালাত তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মাতদের কাছে পেশ করা হয়েছিল। কিন্তু তারা এ সালাতকে বিনষ্ট করল। অতএব যে ব্যক্তি এ সালাতের ব্যাপারে যত্নবান হবে, তাকে দ্বিগুণ সাওয়াব দেয়া হবে। এ সালাতের পর অন্য কোন সালাত নেই 'শাহিদ' উদয় না হওয়া পর্যন্ত (শাহিদ হল তারকা)।

١٨٠١- وَحَدَّثَنِيْ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ عَنِ ابْنِ اِسْحٰقَ قَالَ حَدَّثَنِىْ يَزِيْدُ بْنُ اَبِىْ حَبِيْبٍ عَنْ خَيْرِ بْنِ نُعَيْمٍ الْحَضْرَمِىِّ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ هُبَيْرَةَ السَّبَائِىِّ (وَكَانَ ثِقَةً) عَنْ اَبِىْ تَمِيْمٍ الْجَيْشَانِىِّ عَنْ اَبِىْ بَصْرَةَ الْغِفَارِىِّ قَالَ صَلّٰى بِنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْعَصْرَ بِمِثْلِهِ.

১৮০১. যুহায়র ইব্‌ন হারব (র)...... আবূ বাস্‌রা গিফারী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আসরের সালাত পড়লেন। তারপর অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

١٨٠٢- وَحَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ يَحْيٰى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ مُوْسٰى بْنِ عُلَىٍّ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ الْجُهَنِىَّ يَقُوْلُ ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَنْهَانَا اَنْ نُصَلِّىَ فِيْهِنَّ اَوْ اَنْ نَقْبُرَ فِيْهِنَّ مَوْتَانَا حِيْنَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتّٰى تَرْتَفِعَ وَحِيْنَ يَقُوْمُ قَائِمُ الظَّهِيْرَةِ حَتّٰى تَمِيْلَ الشَّمْسُ وَحِيْنَ تَضَيَّفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوْبِ تَغْرُبَ.

১৮০২. ইয়াহয়া ইব্‌ন ইয়াহয়া (র)...... উলাঈ (র) বলেন, আমি উক্‌বা ইব্‌ন আমির জুহানী (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তিনটি সময়ে সালাত আদায় এবং মৃত ব্যক্তিকে দাফন করতে আমাদেরকে নিষেধ করতেন, সূর্য যখন আলোকোজ্জ্বল হয়ে উদয় হতে থাকে তখন থেকে পরিষ্কারভাবে উপরে না উঠা পর্যন্ত। যখন সূর্য ঠিক মধ্যাকাশে থাকে, তখন থেকে ঢলে না পড়া পর্যন্ত এবং সূর্য অস্ত যাওয়া শুরু হলে, যাবৎ না সম্পূর্ণরূপে অস্তমিত হয়।

١٨٠٣- حَدَّثَنِىْ اَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْمَعْقِرِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَدَّادُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ اَبُوْ عَمَّارٍ وَيَحْيٰى بْنُ اَبِىْ كَثِيْرٍ عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ قَالَ عِكْرِمَةُ وَلَقِىَ شَدَّادٌ اَبَا اُمَامَةَ وَوَاثِلَةَ وَصَحِبَ اَنَسًا اِلَى الشَّامِ وَاَثْنٰى عَلَيْهِ فَضْلًا وَخَيْرًا عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ قَالَ قَالَ عَمْرُو بْنُ عَبَسَةَ السُّلَمِىُّ كُنْتُ وَاَنَا فِى الْجَاهِلِيَّةِ اَظُنُّ اَنَّ النَّاسَ عَلٰى ضَلَالَةٍ وَاَنَّهُمْ

لَيْسُوْا عَلٰى شَىْءٍ وَهُمْ يَعْبُدُوْنَ الاَوْثَانَ فَسَمِعْتُ بِرَجُلٍ بِمَكَّةَ يُخْبِرُ اَخْبَارًا فَقَعَدْتُ عَلٰى رَاحِلَتِىْ فَقَدِمْتُ عَلَيْهِ فَاِذَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مُسْتَخْفِيًا جُرَاءُ عَلَيْهِ قَوْمُهُ فَتَلَطَّفْتُ حَتّٰى دَخَلْتُ عَلَيْهِ بِمَكَّةَ فَقُلْتُ لَه مَا اَنْتَ قَالَ اَنَا نَبِىٌّ فَقُلْتُ وَمَا نَبِىٌّ قَالَ اَرْسَلَنِى اللّٰهُ فَقُلْتُ وَبِاَىِّ شَىْءٍ اَرْسَلَكَ قَالَ اَرْسَلَنِىْ بِصِلَةِ الْاَرْحَامِ وَكَسْرِ الْاَوْثَانِ وَاَنْ يُوَحَّدَ اللّٰهُ لاَ يُشْرَكُ بِهِ شَىْءٌ قُلْتُ لَهُ فَمَنْ مَعَكَ عَلٰى هٰذَا قَالَ حُرٌّ وَعَبْدٌ (قَالَ وَمَعَهُ يَوْمَئِذٍ اَبُوْ بَكْرٍ وَبِلاَلٌ مِمَّنْ اٰمَنَ بِهِ) فَقُلْتُ اِنِّىْ مُتَّبِعُكَ قَالَ اِنَّكَ لاَ تَسْتَطِيْعُ ذَالِكَ يَوْمَكَ هٰذَا اَلاَ تَرٰى حَالِىْ وَحَالَ النَّاسِ وَلٰكِنِ ارْجِعْ اِلٰى اَهْلِكَ فَاِذَا سَمِعْتَ بِىْ قَدْ ظَهَرْتُ فَأْتِنِىْ قَالَ فَذَهَبْتُ اِلٰى اَهْلِىْ وَقَدِمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْمَدِيْنَةَ وَكُنْتُ فِىْ اَهْلِىْ فَجَعَلْتُ اَتَخَبَّرُ الْاَخْبَارَ وَاَسْأَلُ النَّاسَ حِيْنَ قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ حَتّٰى قَدِمَ عَلَىَّ نَفَرٌ مِنْ اَهْلِ يَثْرِبَ مِنْ اَهْلِ الْمَدِيْنَةِ فَقُلْتُ مَافَعَلَ هٰذَا الرَّجُلُ الَّذِىْ قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ فَقَالُوْا النَّاسُ اِلَيْهِ سِرَاعٌ وَقَدْ اَرَادَ قَوْمُهُ قَتْلَهُ فَلَمْ يَسْتَطِيْعُوْا ذَالِكَ فَقَدِمْتُ الْمَدِيْنَةَ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ أَتَعْرِفُنِىْ قَالَ نَعَمْ اَنْتَ الَّذِىْ لَقِيْتَنِىْ بِمَكَّةَ قَالَ فَقُلْتُ بَلٰى فَقُلْتُ يَا نَبِىَّ اللّٰهِ اَخْبِرْنِىْ عَمَّا عَلَّمَكَ اللّٰهُ وَاَجْهَلُهُ اَخْبِرْنِىْ عَنِ الصَّلاَةِ قَالَ صَلِّ صَلاَةَ الصُّبْحِ ثُمَّ اَقْصِرْ عَنِ الصَّلاَةِ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ حَتّٰى تَرْتَفِعَ فَاِنَّهَا تَطْلُعُ حِيْنَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَىْ شَيْطَانٍ وَحِيْنَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ ثُمَّ صَلِّ فَاِنَّ الصَّلاَةَ مَشْهُوْدَةٌ مَحْضُوْرَةٌ حَتّٰى يَسْتَقِلَّ الظِّلُّ بِالرُّمْحِ ثُمَّ اَقْصِرْ عَنِ الصَّلاَةِ فَاِنَّ حِيْنَئِذٍ تُسْجَرُ جَهَنَّمُ فَاِذَا اَقْبَلَ الْفَىْءُ فَصَلِّ فَاِنَّ الصَّلاَةَ مَشْهُوْدَةٌ مَحْضُوْرَةٌ حَتّٰى تُصَلِّىَ الْعَصْرَ ثُمَّ اَقْصِرْ عَنِ الصَّلاَةِ حَتّٰى تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَاِنَّهَا تَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَىْ شَيْطَانٍ وَحِيْنَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ قَالَ فَقُلْتُ يَانَبِىَّ اللّٰهِ فَالْوُضُوْءُ حَدِّثْنِىْ عَنْهُ قَالَ مَا مِنْكُمْ رَجُلٌ يُقَرِّبُ وَضُوْئَهُ فَيَتَمَضْمَضُ وَيَسْتَنْشِقُ فَيَنْتَثِرُ اِلاَّ خَرَّتْ خَطَايَا وَجْهِهِ وَفِيْهِ وَخَيَاشِيْمِهِ ثُمَّ اِذَا غَسَلَ وَجْهَهُ كَمَا اَمَرَهُ اللّٰهُ اِلاَّ خَرَّتْ خَطَايَا وَجْهِهِ مِنْ اَطْرَافِ لِحْيَتِهِ مَعَ الْمَاءِ ثُمَّ يَغْسِلُ يَدَيْهِ اِلَى الْمِرْفَقَيْنِ اِلاَّ خَرَّتْ خَطَايَا يَدَيْهِ مِنْ اَنَامِلِهِ مَعَ الْمَاءِ ثُمَّ يَمْسَحُ رَأْسَهُ اِلاَّ خَرَّتْ خَطَايَا رَأْسِهِ مِنْ اَطْرَافِ شَعْرِهِ مَعَ الْمَاءِ ثُمَّ يَغْسِلُ قَدَمَيْهِ اِلَى الْكَعْبَيْنِ اِلاَّ خَرَّتْ خَطَايَا رِجْلَيْهِ مِنْ اَنَامِلِهِ مَعَ الْمَاءِ فَاِنْ هُوَ قَامَ فَصَلّٰى فَحَمِدَ اللّٰهَ وَاَثْنٰى عَلَيْهِ وَمَجَّدَهُ بِالَّذِىْ هُوَ لَهُ اَهْلٌ وَفَرَّغَ قَلْبَهُ لِلّٰهِ اِلاَّ انْصَرَفَ مِنْ خَطِيْئَتِهِ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ وَلَدَتْهُ اُمُّهُ فَحَدَّثَ عَمْرُو بْنُ عَبَسَةَ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ اَبَا اُمَامَةَ صَاحِبَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ لَهُ اَبُوْ اُمَامَةَ يَاعَمْرَو بْنَ

عَبَسَةَ انْظُرْ مَا تَقُوْلُ فِيْ مَقَامٍ وَاحِدٍ يُعْطٰى هٰذَا الرَّجُلُ فَقَالَ عَمْرُوٌ يَا اَبَا أُمَامَةَ لَقَدْ كَبِرَتْ سِنّىْ وَرَقَّ عَظْمِيْ وَاقْتَرَبَ اَجَلِيْ وَمَابِيْ حَاجَةٌ اَنْ اَكْذِبَ عَلَى اللّٰهِ وَلاَ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لَوْ لَمْ اَسْمَعْهُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِلاَّ مَرَّةً اَوْ مَرَّتَيْنِ اَوْ ثَلاَثًا (حَتّٰى عَدَّسَبْعَ مَرَّاتٍ) مَا حَدَّثْتُ بِهٖ اَبَدًا وَلٰكِنِّيْ سَمِعْتُهُ اَكْثَرَ مِنْ ذَالِكَ.

১৮০৩. আহমাদ ইব্‌ন জাফর আল মা'কিরী (র)...... ইকরিমা (র) বলেন, শাদ্দাদ, আবূ উমামা ও ওয়াসিলার সাক্ষাত পেয়েছেন এবং সিরিয়া ভ্রমণকালে তিনি আনাস (রা)-এর সহচর ছিলেন । তিনি তাঁর প্রশংসা করেছেন ও তাঁর মাহাত্ম্য বর্ণনা করেছেন। আবূ উমামা (রা) বলেন, আম্‌র ইব্‌ন আবাসা সুলামী (রা) বলেন, আমি প্রাক-ইসলামী যুগে সকল মানুষকে পথভ্রষ্ট বলে ধারণা করতাম। তারা কোন ধর্মের উপর নেই। তারা সবাই মূর্তি পূজা, দেব-দেবীর পূজা করত। তিনি বলেন, তখন আমি মক্কায় এমন এক ব্যক্তির কথা শুনলাম যিনি বিভিন্ন সংবাদ বর্ণনা করেন। তখন আমি সাওয়ারীর উপর আরোহণ করে তাঁর নিকট এলাম এবং আমি জানতে পারলাম যে, তিনি জনসমাবেশ থেকে নিজকে দূরে রাখেন। তাঁর কাওম তাঁর উপর নির্যাতন করে। আমি কৌশলে মক্কায় তাঁর নিকট পৌঁছলাম এবং তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনার পরিচয় কি? তিনি বললেন, আমি নবী। আমি বললাম, নবী কি? তিনি বললেন, আল্লাহ্ আমাকে প্রেরণ করেছেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, আল্লাহ্ আপনাকে কি দিয়ে পাঠিয়েছেন? তিনি বললেন, আমাকে আত্মীয়তার বন্ধন সুদৃঢ় করা, দেব-দেবী ও মূর্তি ভেঙ্গে দেওয়া, আল্লাহ্কে এক বলে জানা এবং তাঁর সঙ্গে কোন কিছু শরীক না করার বিধান দিয়ে পাঠিয়েছেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এ ব্যাপারে আপনার সঙ্গে কারা আছেন? তিনি বললেন, একজন স্বাধীন ব্যক্তি ও একজন ক্রীতদাস। তিনি বলেন যে, তাঁর প্রতি যারা ঈমান এনেছিলেন তাদের মধ্যে আবূ বকর (রা) ও বিলাল (রা) ছিলেন। আমি বললাম, আমিও আপনার অনুসারী হতে চাই। তিনি বললেন, বর্তমান অবস্থায় তুমি তা পারবে না। তুমি আমার অবস্থা ও লোকজনের অবস্থা কি, দেখছ না? তুমি বরং পরিজনদের কাছে ফিরে যাও। যখন আমি বিজয় লাভ করেছি বলে শুনতে পাবে, তখন আমার কাছে এসো। তিনি বললেন, আমি পরিজনদের কাছে চলে গেলাম। অবশেষে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হিজরত করে মদীনায় গমন করলেন। তখন আমি পরিজনদের মাঝে অবস্থান করছিলাম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মদীনায় গমন করার পর থেকে আমি সর্বদা এ বিষয়ে খোঁজ-খবর নিতে এবং মানুষের কাছে তাঁর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে থাকলাম। মদীনাবাসীদের একদল লোক আমার কাছে এলেন। তাদেরকে আমি জিজ্ঞেস করলাম। যে ব্যক্তি মদীনায় আগমন করেছেন তিনি কি করছেন, তাঁর অবস্থা কি? তারা বললেন, লোকজন অতি দ্রুত তাঁর সাহচর্যে যাচ্ছে। তাঁর কওম তাঁকে হত্যা করতে চাচ্ছিল কিন্তু তারা সফলকাম হয়নি। আমি এ কথা শুনে মদীনায় গেলাম এবং তাঁর কাছে পৌঁছলাম। তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমাকে চিনতে কি পেরেছেন? তিনি বললেন, হাঁ, তুমি সে ব্যক্তি যে আমার সাথে মক্কায় সাক্ষাত করেছিলে। তিনি (বর্ণনাকারী) বলেন, আমি বললাম, হ্যাঁ। আমি আবার বললাম, ইয়া নবী-আল্লাহ্! আল্লাহ্ পাক আপনাকে যা কিছু শিখিয়েছেন অথচ আমি তা জানি না, তা আমাকে শিক্ষা দিন। আমাকে সালাত সম্পর্কে বলুন। তিনি বললেন, ফজরের সালাত আদায় করবে। এরপর সূর্য উদিত হয়ে পরিষ্কারভাবে উপরে না ওঠা পর্যন্ত তুমি সালাত থেকে বিরত থাকবে। কেননা সূর্য যখন উদিত হয় তখন সেটা উদিত হয় শয়তানের দু' শিং-এর মাঝখান দিয়ে। সে সময়ে কাফিররা তাকে সিজ্‌দা করে।

এরপর সালাত আদায় করবে তীরের ছায়া তার সমান না হওয়া পর্যন্ত। সালাতে ফেরেশ্‌তাগণের উপস্থিতি এবং সাক্ষ্যের ব্যাপার রয়েছে। এরপর সালাত থেকে বিরত থাকবে কেননা এ সময়ে জাহান্নামকে উত্তপ্ত করা হয়। এরপর যখন ছায়ায় পরিবর্তন শুরু হয়, তখন সালাত আদায় করবে। ফেরেশতাগণ সালাতে উপস্থিত থাকেন এবং সে সম্পর্কে সাক্ষ্য দেওয়া হয়। তারপর আসরের সালাত আদায় করবে। তারপর সালাত হতে বিরত থাকবে সূর্য অস্তমিত না যাওয়া পর্যন্ত। কেননা সূর্য শয়তানের দু'শিং-এর মধ্যে দিয়ে অস্ত যায়। ঐ সময় কাফিররা তাকে সিজ্‌দা করে। রাবী বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! ওযূ সম্পর্কে আমাকে বলে দিন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তোমাদের কোন ব্যক্তির কাছে যখন ওযূর পানি পেশ করা হয়, এরপর সে কুলি করে ও নাকে পানি দেয় ও তা পরিষ্কার করে, তখন তার মুখমণ্ডল, মুখ গহ্বর ও নাকের সকল গুনাহ ঝরে যায়। তারপর যখন সে আল্লাহ পাকের নির্দেশ অনুসারে মুখমণ্ডল ধোয়, তখন মুখমণ্ডলের চারিদিক থেকে সকল গুনাহ পানির সাথে ঝরে যায়। এরপর যখন দু' হাত ধোয় কনুই পর্যন্ত, তখন তার উভয় হাতের গুনাহসমূহ আঙ্গুল দিয়ে পানির সাথে ঝরে পড়ে। অতঃপর সে যখন মাথা মসেহ করে, তখন তার মাথার গুনাহসমূহ চুলের গোড়া থেকে পানির সাথে ঝরে যায়। এরপর উভয় পা গোড়ালী পর্যন্ত ধৌত করলে উভয় পায়ের গুনাহগুলো আঙ্গুল দিয়ে পানির সাথে ঝরে পড়ে। এরপর যদি সে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করে, আল্লাহ্‌র হামদ ও সানা বর্ণনা করে যথাযথভাবে তাঁর মহিমা বর্ণনা করে ও তার অন্তরকে আল্লাহ্‌র জন্য মুক্ত করে নেয়, তাহলে সে গুনাহ থেকে মুক্ত হয়ে যায় সেদিনের মত—যে দিন তার মাতা তাকে প্রসব করেছিল। আম্‌র ইব্‌ন আবাসা (রা)-ও হাদীসটি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাহাবী আবূ উমামা (রা)-এর নিকট বর্ণনা করলেন। তখন আবূ উমামা (রা) তাঁকে বললেন, হে আমর ইব্‌ন আবাসা! ভেবে দেখ, তুমি কি বলছ! একই স্থানে ঐ ব্যক্তিকে এত মর্যাদা দেয়া হবে? তখন আম্‌র (রা) বললেন, হে আবূ উমামা (রা)! আমি বয়োবৃদ্ধ হয়ে গিয়েছি। আমার হাড়গুলো নরম হয়ে গিয়েছে। আমার মৃত্যুকাল নিকটবর্তী হয়ে পড়েছে। আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল ﷺ-এর উপর মিথ্যা আরোপের কোন প্রয়োজন আমার নেই। আমি যদি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হতে না শুনতাম একবার দু'বার, তিনবার (এমনকি তিনি সাতবার পর্যন্ত গণনা করলেন); তবে আমি কখনো এ হাদীস বর্ণনা করতাম না। আমি হাদীসটি সাতবারের চেয়েও বেশিবার শুনেছি।

١٨٠٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا بَهْزٌ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ طَاوُسٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا قَالَتْ وَهِمَ عُمَرُ اِنَّمَا نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يُتَحَرَّى طُلُوْعُ الشَّمْسِ وَغُرُوْبُهَا.

১৮০৪. মুহাম্মদ ইব্‌ন হাতিম (র)...... আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমর (রা)-এর ধারণা হয়েছিল যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময়কালে সালাত আদায় করতে নিষেধ করেছেন।

١٨٠٥- حَدَّثَنَا حَسَنُ الْحُلْوَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا قَالَتْ لَمْ يَدَعْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ قَالَ فَقَالَتْ عَائِشَةُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَاتَتَحَرَّوْا طُلُوْعَ الشَّمْسِ وَلَاغُرُوْبَهَا فَتُصَلُّوْا عِنْدَ ذَالِكَ.

১৮০৫. হাসান হুলওয়ানী (র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আসরের পর দু' রাকআত সালাত ত্যাগ করেননি। রাবী বলেন, আয়েশা (রা) আরো বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, তোমরা সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময়ের অপেক্ষায় থেক না এবং সে সময় সালাত আদায় করো না।

١٨٠٦- حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى التُّجِيْبِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِي عَمْرٌو وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَبَّاسٍ وَعَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ اَزْهَرَ وَالْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ اَرْسَلُوْهُ اِلَى عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالُوْا اَقْرَأْ عَلَيْهَا السَّلَامَ مِنَّا جَمِيْعًا وَسَلْهَا عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَقُلْ اِنَّا اُخْبِرْنَا اَنَّكِ تُصَلِّيْنَهُمَا وَقَدْ بَلَغَنَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنْهُمَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَكُنْتُ اَصْرِفُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ النَّاسَ عَنْهَا قَالَ كُرَيْبٌ فَدَخَلْتُ عَلَيْهَا وَبَلَّغْتُهَا مَا اَرْسَلُوْنِيْ بِهٖ فَقَالَتْ سَلْ اُمَّ سَلَمَةَ فَخَرَجْتُ اِلَيْهِمْ فَاَخْبَرْتُهُمْ بِقَوْلِهَا فَرَدُّوْنِيْ اِلَى اُمِّ سَلَمَةَ بِمِثْلِ مَا اَرْسَلُوْنِيْ بِهٖ اِلَى عَائِشَةَ فَقَالَتْ اُمُّ سَلَمَةَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَنْهٰى عَنْهُمَا ثُمَّ رَأَيْتُهُ يُصَلِّيْهِمَا اَمَّا حِيْنَ صَلَّاهُمَا فَاِنَّهُ صَلَّى الْعَصْرَ ثُمَّ دَخَلَ وَعِنْدِيْ نِسْوَةٌ مِنْ بَنِيْ حَرَامٍ مِنَ الْاَنْصَارِ فَصَلَّاهُمَا فَاَرْسَلْتُ اِلَيْهِ الْجَارِيَةَ فَقُلْتُ قُوْمِيْ بِجَنْبِهٖ فَقُوْلِيْ لَهُ تَقُوْلُ اُمُّ سَلَمَةَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّيْ اَسْمَعُكَ تَنْهٰى عَنْ هَاتَيْنِ الرَّكْعَتَيْنِ وَاَرَاكَ تُصَلِّيْهِمَا فَاِنْ اَشَارَ بِيَدِهٖ فَاسْتَأْخِرِيْ عَنْهُ قَالَ فَفَعَلَتِ الْجَارِيَةُ فَاَشَارَ بِيَدِهٖ فَاسْتَأْخَرَتْ عَنْهُ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ يَا ابْنَةَ اَبِيْ اُمَيَّةَ سَأَلْتِ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ اِنَّهُ اَتَانِيْ نَاسٌ مِنْ بَنِيْ عَبْدِ الْقَيْسِ بِالْاِسْلَامِ مِنْ قَوْمِهِمْ فَشَغَلُوْنِيْ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ فَهُمَا هَاتَانِ.

১৮০৬. হারমালা ইব্ন ইয়াহ্য়া তুজীবী (র)...... ইব্ন আব্বাস (রা)-এর আযাদকৃত গোলাম কুরায়ব (র) বলেন, আবদুল্লাহ ইব্ন 'আব্বাস, আবদুর রহমান ইব্ন আযহার এবং মিস্ওয়ার ইব্ন মাখরামা (রা) সবাই তাঁকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সহধর্মিণী আয়েশা (রা)-এর নিকট প্রেরণ করলেন এবং বলে দিলেন, তাঁকে আমাদের সবার পক্ষ থেকে সালাম জানাবে এবং তাঁকে আসরের পরের দু' রাক'আত সালাত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবে এবং এ কথাও বলবে যে, আমরা জানতে পেরেছি, আপনিও সে দু' রাক'আত সালাত আদায় করে থাকেন, অথচ আমাদের নিকট হাদীস পৌঁছেছে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তা নিষেধ করেছেন। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, আমিও উমর ইবনুল খাত্তাব (রা)-এর সঙ্গে এ সালাত হতে লোকদের ফিরিয়ে রাখতাম। কুরায়ব (রা) বলেন, আমি তাঁর নিকট গেলাম এবং তাঁরা যে সব কথা বলে দিয়ে আমাকে প্রেরণ করেছিলেন তা সব পৌঁছে দিলাম। আয়েশা (রা) বললেন, উম্মে সালামা (রা)-কে জিজ্ঞেস কর। আমি সেখান থেকে বেরিয়ে যাঁরা আমাকে পাঠিয়েছেন, তাঁদের কাছে ফিরে এলাম এবং তাঁদেরকে আয়েশা (রা) যা বলেছিলেন তা অবহিত করলাম। তাঁরা আমাকে পুনরায় উম্মে সালামা (রা)-এর

নিকট প্রেরণ করলেন, যেভাবে আমাকে পাঠিয়েছিলেন আয়েশা (রা)-এর কাছে। (আমার বক্তব্য শুনে) উম্মে সালামা (রা) বললেন, আমিও রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে এ সালাত নিষেধ করতে শুনেছি। পরে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে এ সালাত আদায় করতে দেখেছি। তিনি যে দু' রাকআত সালাত আদায় করেছিলেন, তার ব্যাপার এই, তিনি আসরের সালাত আদায় করলেন। অতঃপর আমার হুজ্‌রায় প্রবেশ করলেন। তখন আমার কাছে আনসারের বনী হারাম গোত্রের কতিপয় মহিলা বসা ছিলেন। তিনি দু' রাক'আত সালাত আদায় করলেন। আমি দাসীকে তাঁর নিকট পাঠালাম এবং বলে দিলাম, তুমি তাঁর পার্শ্বে দাঁড়াবে এবং তাঁকে বলবে, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! উম্মে সালামা (রা) বলেছেন যে, আপনাকে এ দু' রাকআত হতে নিষেধ করতে শুনেছেন। অথচ এখন দেখছি আপনি সে দু' রাকআত আদায় করেছেন? তখন তিনি যদি হাতদ্বারা ইশারা করেন তাহলে পিছনে সরে দাঁড়াবে। উম্মে সালামা (রা) বলেন, দাসী তাই করল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হাতদ্বারা ইশারা করলেন। দাসী পিছনে সরে দাঁড়াল। সালাত শেষ করে বললেন, হে আবূ উমাইয়ার কন্যা! তুমি আমাকে আসরের পরের দু' রাক'আত সালাত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছ? (ঘটনা হলো) আমার নিকট আবদুল কায়স গোত্রের কতিপয় লোক ইসলাম গ্রহণ করতে এসেছিল। তাদের সাথে ব্যস্ততার কারণে যোহরের পরের দু' রাক'আত আদায় করতে পারিনি। এ হলো সেই দু' রাকআত।

١٨٠٤- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اَيُّوْبَ وَقُتَيْبَةُ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ ابْنُ اَيُّوْبَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ مُحَمَّدٌ وَهُوَابْنُ اَبِيْ حَرْمَلَةَ قَالَ اَخْبَرَنِيْ اَبُنْ سَلَمَةَ اَنَّهُ سَاَلَ عَائِشَةَ عَنِ السَّجْدَتَيْنِ اللَّتَيْنِ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّيْهِمَا بَعْدَ الْعَصْرِ فَقَالَتْ كَانَ يُصَلِّيْهِمَا قَبْلَ الْعَصْرِ ثُمَّ اَنَّهُ شُغِلَ عَنْهُمَا اَوْنَسِيَهُمَا فَصَلاَّهُمَا بَعْدَ الْعَصْرِ ثُمَّ اَثْبَتَهُمَا وَكَانَ اِذَا صَلّٰى صَلاَةً اَثْبَتَهَا (قَالَ يَحْيَى ابْنُ اَيُّوْبَ قَالَ اِسْمَاعِيْلُ يَعْنِيْ دَاوَمَ عَلَيْهَا).

১৮০৭. ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন আয়্যূব, কুতায়বা ও 'আলী ইব্‌ন হুজ্‌র (র)...... আবূ সালামা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি আয়েশা (রা)-কে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আসরের পর যে দু'রাকআত সালাত আদায় করতেন সে সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলেন। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এ দু' রাকআত আসরের পূর্বেই আদায় করতেন। অবশ্য অধিক ব্যস্ততা অথবা ভুলে যাওয়ার কারণে ঐ দু' রাকআত আদায় করতে না পারায় তা আসরের পর আদায় করলেন। তারপর থেকে এ দু' রাকআত নিয়মিত আদায় করতে লাগলেন। তাঁর নিয়ম ছিল যে, কোন সালাত আদায় করলে তা নিয়মিত আদায় করতেন। ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন আয়্যূব (র) বলেন, ইসমাঈল বলেছেন যে, তিনি তা সর্বদা আদায় করতেন।

١٨٠٨- حَدَّثَنَا زُهَيْرُبْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِيْ جَمِيْعًا عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَاتَرَكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ عِنْدِيْ قَطُّ.

১৮০৮. যুহায়র ইব্‌ন হারব ও ইব্‌ন নুমায়র (র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমার নিকটে (অবস্থানকালে) আসরের পরের দু' রাকআত কখনো ত্যাগ করেননি।

١٨٠٩- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِبْنُ اَبِى شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُسْهِرٍ ح وَحَدَّثَنَا عَلِى بْنُ حُجْرٍ وَالّفْظُ لَهُ قَالَ اَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ مُسْهِرٍ قَالَ اَخْبَرَنَا اَبُوْ اِسْحٰقَ الشَّيْبَانِىُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْاَسْوَدِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ صَلاَتَانِ مَاتَرَكَهُمَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِى بَيْتِى قَطُّ سِرًّا وَلاَ عَلاَنِيَةً رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ.

১৮০৯. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন শায়বা (র) ও আলী ইব্‌ন হুজ্‌র (র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দু'টি সালাত আমার গৃহে অবস্থানকালে কখনো ত্যাগ করেননি, গোপনেও নয় প্রকাশ্যে নয়; ফজরের (ফরযের) পূর্বে দু' রাকআত ও আসরের (ফরযের) পর দু' রাকআত।

١٨١٠- حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنّٰى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِى اِسْحٰقَ عَنِ الْاَسْوَدِ وَمَسْرُوْقٍ قَالاَ نَشْهَدُ عَلٰى عَائِشَةَ اَنَّهَا قَالَتْ مَاكَانَ يَوْمُهُ الَّذِىْ كَانَ يَكُوْنُ عِنْدِىْ اِلاَّ صَلاَّهُمَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِى بَيْتِى تَعْنِى الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ.

১৮১০. ইবনুল মুসান্না ও ইব্‌ন বাশশার (র)...... আসওয়াদ ও মাসরূক (র) বলেন, আমরা আয়েশা (রা)-এর সম্পর্কে সাক্ষ্য প্রদান করছি যে, তিনি বলেন, আমার নিকট পালাক্রমে অবস্থানের দিনটিতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমার গৃহে ঐ দু' রাক'আত অবশ্যই আদায় করতেন। অর্থাৎ আসরের পরের দু' রাক'আত।

١٨- بَابُ اِسْتِحْبَابِ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلاَةِ الْمَغْرِبِ

১৮. পরিচ্ছেদ : মাগরিবের (ফরয) সালাতের পূর্বে দু' রাকআত পড়া মুস্তাহাব

١٨١١- حَدَّثَنَا اَبُوْبَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ وَاَبُوْ كُرَيْبٍ جَمِيْعًا عَنِ ابْنِ فُضَيْلٍ قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُبْنُ فَضَيْلٍ عَنْ مُخْتَارِبْنِ فُلْفُلٍ قَالَ سَأَلْتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنِ التَّطَوُّعِ بَعْدَ الْعَصْرِ فَقَالَ كَانَ عُمَرُ يَضْرِبُ الاَيْدِى عَلٰى صَلاَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ وَكُنَّا نُصَلِّىْ عَلٰى عَهْدِ النَّبِىِّ ﷺ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ غُرُوْبِ الشَّمْسِ قَبْلَ صَلاَةِ الْمَغْرِبِ فَقُلْتُ لَهُ أَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَلاَّهُمَا قَالَ كَانَ يَرَانَا نُصَلِّيْهِمَا فَلَمْ يَأْمُرْنَا وَلَمْ يَنْهَنَا.

১৮১১. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়রা ও আবূ কুরায়ব (র)...... মুখ্‌তার ইব্‌ন ফুলফুল (র) বলেন, আমি আনাস ইব্‌ন মালিক (রা)-কে আসরের পর নফল সালাত পড়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, উমর (রা) আসরের পর নফল সালাত পড়ার কারণে মানুষের হাতে আঘাত করতেন। আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর যুগে সূর্যাস্তের পর মাগরিবের সালাতের পূর্বে দু'রাকআত পড়তাম। আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কি এ দু'রাকআত পড়তেন? তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদেরকে পড়তে দেখেছেন কিন্তু তিনি আমাদেরকে এ সম্পর্কে আদেশ-নিষেধ কিছুই করেননি।

١٨١٢- حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوْخَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ وَهُوَ ابْنُ صُهَيْبٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كُنَّا بِالْمَدِيْنَةِ فَاِذَا اَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ لِصَلاَةِ الْمَغْرِبِ ابْتَدَرُوا السَّوَارِىَ فَيَرْكَعُوْنَ رَكْعَتَيْنِ حَتّٰى اِنَّ الرَّجُلَ الْغَرِيْبَ لَيَدْخُلُ الْمَسْجِدَ فَيَحْسَبُ اَنَّ الصَّلاَةَ قَدْ صُلِّيَتْ مِنْ كَثْرَةِ مَنْ يُصَلِّيْهِمَا.

১৮১২. শায়বান ইব্‌ন ফাররূখ (র)....... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা যখন মদীনা শরীফে ছিলাম, তখন মুয়ায্‌যিন মাগরিবের সালাতের আযান দিলে তারা তাড়াতাড়ি করে স্তম্ভের দিকে যেয়ে দু' রাক'আত সালাত আদায় করে নিত। ফলে কোন আগন্তুক মসজিদে প্রবেশ করলে মুসল্লিদের সংখ্যাধিক্য দেখে ধারণা করত যে, (ফরয) সালাত শেষ হয়ে গেছে।

١٨١٣- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِبْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ وَوَكِيْعُ عَنْ كَهْمَسٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُغَفَّلٍ الْمُزَنِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَيْنَ كُلِّ اَذَانَيْنِ صَلاَةٌ قَالَهَا ثَلاَثًا قَالَ فِى الثَّالِثَةِ لِمَنْ شَاءَ.

১৮১৩. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)...... 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুগাফফাল আল-মুযানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, উভয় আযানের (আযান ও ইকামত) মাঝে সালাত (নফল) রয়েছে। তিনি এ কথাটি তিনবার বলেছেন। তৃতীয়বারে বলেছেন, যে ব্যক্তি এ সালাত আদায় করতে ইচ্ছুক হয়।

١٨١٤- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْاَعْلٰى عَنِ الْجُرَيْرِىِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُغَفَّلٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ مِثْلَهُ اِلاَّ اَنَّهُ قَالَ فِى الرَّابِعَةِ لِمَنْ شَاءَ.

১৮১৪. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)...... আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুগাফফাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন, তবে তিনি চতুর্থবারে বলেছেন, "যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে।"

١٩- بَابُ صَلاَةِ الْخَوْفِ

১৯. পরিচ্ছেদ : ভয়-ভীতিকালে সালাত আদায়ের পদ্ধতি

١٨١٥- حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ صَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَلاَةَ الْخَوْفِ بِاِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ رَكْعَةً وَالطَّائِفَةُ الْاُخْرٰى مُوَاجِهَةُ الْعَدُوِّ ثُمَّ انْصَرَفُوْا وَقَامُوْا فِىْ مَقَامِ اَصْحَابِهِمْ مُقْبِلِيْنَ عَلَى الْعَدُوِّ وَجَاءَ اُولٰئِكَ ثُمَّ صَلّٰى بِهِمُ النَّبِىُّ ﷺ رَكْعَةً ثُمَّ سَلَّمَ النَّبِىُّ ﷺ ثُمَّ قَضٰى هٰؤُلاَءِ رَكْعَةً وَهٰؤُلاَءِ رَكْعَةً.

১৮১৫. আব্‌দ ইব্‌ন হুমায়দ (র)...... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ শংকার সময় দুই দলের একটি দলকে নিয়ে এক রাক'আত সালাত আদায় করলেন এবং অপর দলটি শত্রুর মুখোমুখি থাকল। এরপর প্রথম

দল ফিরে গিয়ে তাদের সাথীদের স্থানে অবস্থান গ্রহণ করে শত্রুর মুখোমুখি হয়ে দাঁড়াল এবং দ্বিতীয় দলটি আসল। তখন নবী ﷺ তাদেরকে নিয়ে সালাম ফিরালেন। তারপর এদল এক রাকআত আদায় করল এবং ঐ দল আরেক রাক'আত আদায় করল।

١٨١٦- وَحَدَّثَنِيْهِ اَبُو الرَّبِيْعِ الزَّهْرَانِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا فُلَيْعٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهٗ كَانَ يُحَدِّثُ عَنْ صَلاَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِى الْخَوْفِ وَيَقُوْلُ صَلَّيْتُهَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِهٰذَا الْمَعْنٰى.

১৮১৬. আবুর রাবী যাহরানী (র)...... আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর শংকাকালীন সালাতের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলতেন যে, "আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে এ সালাত আদায় করেছি"। উপরোক্ত বর্ণনানুযায়ী।

١٨١٧- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِبْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ اٰدَمَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُوْسٰى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ صَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَلاَةَ الْخَوْفِ فِىْ بَعْضِ اَيَّامِهٖ فَقَامَتْ طَائِفَةٌ مَعَهُ وَطَائِفَةٌ بِاِزَاءِ الْعَدُوِّ فَصَلّٰى بِالَّذِيْنَ مَعَهُ رَكْعَةً ثُمَّ ذَهَبُوْا وَجَاءَ الْاٰخَرُوْنَ فَصَلّٰى بِهِمْ رَكْعَةً ثُمَّ قَضَتِ الطَّائِفَتَانِ رَكْعَةً قَالَ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ فَاِذَا كَانَ خَوْفٌ اَكْثَرَ مِنْ ذَالِكَ فَصَلِّ رَاكِبًا اَوْقَائِمًا تُوْمِئُ اِيْمَاءً.

১৮১৭. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)....... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কোন এক যুদ্ধে ভয়-ভীতির মধ্যে সালাতুল-খাওফ আদায় করলেন। তখন একটি দল তাঁর সাথে সালাতে দাঁড়াল এবং অন্য দল শত্রুর মুকাবিলায় অবস্থান নিল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর সঙ্গে যারা ছিল তাদের নিয়ে এক রাক'আত আদায় করলেন। এরপর তারা চলে গেল এবং অপর দল আগমন করলে তাদেরকে নিয়েও এক রাক'আত আদায় করলেন। এরপর উভয় দল এক-এক রাক'আত আদায় করল। রাবী বলেন, ইব্‌ন উমর (রা) আরো বলেন, যখন ভয়-ভীতি অত্যধিক হয়ে পড়ে, তখন কোন বাহনে আরোহণ অবস্থায় অথবা দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় ইশারায় সালাত আদায় করে নেবে।

١٨١٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ اَبِىْ سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِبْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ شَهِدْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ صَلاَةَ الْخَوْفِ فَصَفَّنَا صَفَّيْنِ صَفٌّ خَلْفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَالْعَدُوُّ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ فَكَبَّرَ النَّبِىُّ ﷺ وَكَبَّرْنَا جَمِيْعًا ثُمَّ رَكَعَ وَرَكَعْنَا جَمِيْعًا ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهٗ مِنَ الرُّكُوْعِ وَرَفَعْنَا جَمِيْعًا ثُمَّ انْحَدَرَ بِالسُّجُوْدِ وَالصَّفُّ الَّذِىْ يَلِيْهِ وَقَامَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ فِىْ نَحْرِ الْعَدُوِّ فَلَمَّا قَضَى النَّبِىُّ ﷺ السُّجُوْدَ وَقَامَ الصَّفُّ الَّذِىْ يَلِيْهِ انْحَدَرَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ بِالسُّجُوْدِ وَقَامُوْا ثُمَّ تَقَدَّمَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ وَتَأَخَّرَ

الصَّفُّ الْمُقَدَّمُ ثُمَّ رَكَعَ النَّبِيُّ ﷺ وَرَكَعْنَا جَمِيعًا ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ وَرَفَعْنَا جَمِيعًا ثُمَّ انْحَدَرَ بِالسُّجُوْدِ وَالصَّفُّ الَّذِيْ يَلِيْهِ الَّذِيْ كَانَ مُؤَخَّرًا فِى الرَّكْعَةِ الْأُوْلٰى وَقَامَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ فِيْ نُحُوْرِ الْعَدُوِّ فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ ﷺ السُّجُوْدَ وَالصَّفُّ الَّذِيْ يَلِيْهِ انْحَدَرَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ بِالسُّجُوْدِ فَسَجَدُوْا ثُمَّ سَلَّمَ النَّبِيُّ ﷺ وَسَلَّمْنَا جَمِيْعًا قَالَ جَابِرٌ كَمَا يَصْنَعُ حَرَسُكُمْ هٰؤُلَاءِ بِأُمَرَائِهِمْ.

১৮১৮. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন নুমায়র (র)...... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে সালাতুল-খাওফে হাযির ছিলাম। তিনি আমাদের দু'দলে বিভক্ত করলেন। এক দল রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পেছনে। আর শত্রু ছিল আমাদের ও রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর মাঝখানে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাক্‌বীর বললেন, আমরাও একত্রে তাক্‌বীর বললাম। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রুকূ করলেন এবং আমরাও একত্রে রুকূ করলাম। এরপর তিনি রুকূ হতে মাথা উঠালে আমরাও সকলে মাথা উঠালাম। এরপর তিনি সিজ্‌দায় গেলেন এবং তাঁর সঙ্গে যে দলটি ছিল, সে দলটিও। তাঁর পিছনের দল শত্রুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে থাকল। নবী ﷺ যখন সিজ্‌দা সমাপ্ত করলেন এবং তাঁর সংলগ্ন পেছনের দলটি দাঁড়িয়ে গেল, তখন পেছনের দলটি সিজ্‌দায় গেল। এরপর তারা দাঁড়াল। অতঃপর পেছনের দলটি সামনে গেল এবং সামনের দলটি পেছনে এল। এরপর নবী ﷺ রুকূ করলেন এবং আমরাও সবাই রুকূ করলাম। এরপর তিনি রুকূ থেকে মাথা উঠালেন। আমরাও মাথা উঠালাম। এরপর তিনি সিজ্‌দায় গেলেন এবং তাঁর সংলগ্ন যারা প্রথম রাক'আতে পেছনে ছিলেন তাঁরাও। আর পেছনের দলটি শত্রুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে থাকল। যখন নবী ﷺ এবং তাঁর সংলগ্ন দল সিজ্‌দা সমাপন করলেন, তখন পেছনের দলটি সিজ্‌দায় গেল এবং তারা সকলে এভাবে সিজ্‌দা করল। এরপর নবী ﷺ ও আমরা সকলে সালাম ফিরালাম। জাবির (রা) বলেন, যেমন তোমাদের প্রহরীগণ তাদের আমীরগণের পাহারা দেয়।

١٨١٩– حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يُوْنُسَ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ غَزَوْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَوْمًا مِنْ جُهَيْنَةَ فَقَاتَلُوْنَا قِتَالاً شَدِيْدًا فَلَمَّا صَلَّيْنَا الظُّهْرَ قَالَ الْمُشْرِكُوْنَ لَوْمِلْنَا عَلَيْهِم مَيْلَةً لَاقْتَطَعْنَا هُمْ فَاَخْبَرَ جِبْرِيْلُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ ذَالِكَ فَذَكَرَذَالِكَ لَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ وَقَالُوْا اِنَّهُ سَتَأْتِيْهِمْ صَلَاةٌ هِىَ اَحَبُّ اِلَيْهِمْ مِنَ الْاَوْلَادِ فَلَمَّا حَضَرَتِ الْعَصْرُ قَالَ صَفَّنَا صَفَّيْنِ وَالْمُشْرِكُوْنَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ قَالَ فَكَبَّرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَكَبَّرْنَا وَرَكَعَ فَرَكَعْنَا ثُمَّ سَجَدَ وَسَجَدَ مَعَهُ الصَّفُّ الْاَوَّلُ فَلَمَّا قَامُوْا سَجَدَ الصَّفُّ الثَّانِيْ ثُمَّ تَاَخَّرَ الصَّفُّ الْاَوَّلُ وَتَقَدَّمَ الصَّفُّ الثَّانِيْ فَقَامُوْا مَقَامَ الاَوَّلِ فَكَبَّرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَكَبَّرْنَا وَرَكَعَ فَرَكَعْنَا ثُمَّ سَجَدَ مَعَهُ الصَّفُّ الاَوَّلُ وَقَامَ الثَّانِيْ فَلَمَّا سَجَدَ الصَّفُّ الثَّانِيْ ثُمَّ جَلَسُوْا جَمِيْعًا سَلَّمَ عَلَيْهِمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَبُو الزُّبَيْرِ ثُمَّ خَصَّ جَابِرٌ اَنْ قَالَ كَمَا يُصَلِّيْ اُمَرَاءُ كُمْ هٰؤُلَاءِ.

১৮১৯. আহ্মাদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন ইউনুস (র)...... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা যুহায়না গোত্রের একটি সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে যুদ্ধ করেছি। তারা আমাদের সাথে প্রচণ্ড যুদ্ধে লিপ্ত হয়। আমরা যখন যোহরের সালাত আদায় করে নিলাম, তখন মুশরিকরা বলতে লাগল, আমরা যদি একযোগে আক্রমণ করতাম তা হলে মুসলামনদেরকে ছিন্নভিন্ন করে দিতে পারতাম। জিবরীল (আ) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে এ সংবাদ দিলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদেরকে জানালেন। তিনি বলেন, মুশরিকরা আরো বলেছে যে, মুসলমানদের নিকট এমন একটি সালাতের সময় উপস্থিত হচ্ছে যে সালাত তাদের নিকট নিজেদের সন্তান থেকেও অধিক প্রিয়। তিনি বলেন, যখন আসরের সময় হল, তখন তিনি আমাদের দু'কাতারে বিভক্ত করলেন। আর মুশরিকরা ছিল আমাদের এবং কিব্লার মাঝখানে। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাক্বীর বললেন, আমরাও তাক্বীর বললাম। তিনি রুকূ করলেন, আমরাও রুকূ' করলাম। এরপর তিনি সিজ্দা করলেন। তাঁর সাথে প্রথম সারির লোকেরাও সিজ্দা করল। এরপর প্রথম সারির লোকেরা দাঁড়িয়ে থাকল। আর দ্বিতীয় সারির লোকেরা সিজ্দা করল। এরপর প্রথম সারির লোকের পেছনে এল এবং দ্বিতীয় সারির লোকেরা সামনে আসল এবং প্রথম কাতারের লোকদের স্থানে দাঁড়াল। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাক্বীর বললেন, আমরাও তাক্বীর বললাম। তিনি রুকূ' করলেন, আমরাও রুকূ' করলাম। এরপর তাঁর সাথে প্রথম সারির লোকেরা সিজ্দা করল এবং দ্বিতীয় সারির লোকেরা দাড়িয়ে গেল। অতঃপর যখন দ্বিতীয় সারির লোকেরা সিজ্দা করল, তারপর সকলে বসে গেল, তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সবাইকে নিয়ে সালাম ফিরালেন। আবূ যুবায়র (র) বলেন, এরপর জাবির (রা) বিশেষভাবে বললেন, যেভাবে তোমাদের বর্তমানকালের আমীরগণ সালাত আদায় করেন।

١٨٢٠- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ ابْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ اَبِىْ حَثْمَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ صَلّٰى بِاَصْحَابِهِ فِى الْخَوْفِ فَصَفَّهُمْ خَلْفَهُ صَفَّيْنِ فَصَلّٰى بِالَّذِيْنَ يَلُوْنَهُ رَكْعَةً ثُمَّ قَامَ فَلَمْ يَزَلْ قَائِمًا حَتّٰى صَلَّى الَّذِيْنَ خَلْفَهُمْ رَكْعَةً ثُمَّ تَقَدَّمُوْا وَتَاَخَّرَ الَّذِيْنَ كَانُوْا قُدَّمَهُمْ فَصَلّٰى بِهِمْ رَكْعَةً ثُمَّ قَعَدَ حَتّٰى صَلَّى الَّذِيْنَ تَخَلَّفُوْا رَكْعَةً ثُمَّ سَلَّمَ.

১৮২০. 'উবায়দুল্লাহ ইব্ন মু'আয আম্বারী (র)...... সাহল ইব্ন আবূ হাসমাহ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর সাহাবীদেরকে নিয়ে সালাতুল খাওফ আদায় করলেন। তাদেরকে তাঁর পেছনে দু'কাতারে দাঁড় করালেন। তাঁর সংলগ্ন কাতারের লোকদের নিয়ে তিনি এক রাকআত সালাত আদায় করলেন। তারপর তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন। তাঁর পিছনের কাতারের লোকেরা এক রাকআত সালাত আদায় না করা পর্যন্ত তিনি দাঁড়িয়ে থাকলেন। অতঃপর তারা সম্মুখে অগ্রসর হল এবং যারা সম্মুখভাগে ছিল তারা পিছনে সরে এল। তিনি তাদেরকে নিয়ে আরেক রাকআত সালাত আদায় করলেন এবং পেছনে অবস্থানকারীগণ আরেক রাকআত আদায় না করা পর্যন্ত তিনি বসে থাকলেন। তারপর তিনি সালাম ফিরালেন।

١٨٢١- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى قَالَ قَرَأْتُ عَلٰى مَالِكٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ رُوْمَانَ عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ عَمَّنْ صَلّٰى مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ ذَاتِ الرِّقَاعِ صَلَاةَ الْخَوْفِ اَنَّ طَائِفَةً صَفَّتْ مَعَهُ وَطَائِفَةٌ وُجَاهَ

الْعَدُوَّ فَصَلَّى بِالَّذِيْنَ مَعَهُ رَكْعَةً ثُمَّ ثَبَتَ قَائِمًا وَاَتَمُّوْا لاَنْفُسِهِمْ ثُمَّ انْصَرَفُوْا فَصَفُّوْا وُجَاهَ الْعَدُوِّ وَجَائَتِ الطَّائِفَةُ الاُخْرٰى فَصَلَّى بِهِمُ الرَّكْعَةَ الَّتِىْ بَقِيَتْ ثُمَّ ثَبَتَ جَالِسًا وَاَتَمُّوْا لاَنْفُسِهِمْ ثُمَّ سَلَّمَ بِهِمْ.

১৮২১. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র)....... সালিহ্ ইব্ন খাওওয়াত (র) যাতুর রিকার যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে সালাতুল খাওফ আদায়কারী জনৈক সাহাবী (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে একটি দল কাতারে দাঁড়ায় এবং অন্য দল শত্রুর মুখোমুখি ছিল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর সঙ্গে যারা কাতারে দাঁড়িয়েছিল, তাদেরকে নিয়ে এক রাক'আত সালাত আদায় করলেন। অতঃপর তিনি দাঁড়িয়ে থাকলেন এবং তারা নিজেরা তাদের সালাত পূর্ণ করল। এরপর তারা চলে গেল এবং কাতারবন্দী হয়ে শত্রুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে গেল। অতঃপর দ্বিতীয় দল এল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদেরকে নিয়ে অবশিষ্ট রাকআতটি আদায় করলেন। এরপর তিনি বসে থাকলেন এবং তারা তাদের সালাত পূর্ণ করল। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এদের নিয়ে সালাম ফিরালেন।

١٨٢٢- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِبْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ اَخْبَرَنَا اَبَانُ بْنُ يَزِيْدَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اَبِىْ كَثِيْرٍ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ اَقْبَلْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى اِذَا كُنَّا بِذَاتِ الرِّقَاعِ قَالَ كُنَّا اِذَا اَتَيْنَا عَلٰى شَجَرَةٍ ظَلِيْلَةٍ تَرَكْنَاهَا لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ وَسَيْفُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مُعَلَّقٌ بِشَجَرَةٍ فَاَخَذَ سَيْفَ نَبِىِّ اللّٰهِ ﷺ فَاخْتَرَطَهُ فَقَالَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَتَخَافُنِىْ قَالَ لاَ قَالَ فَمَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّىْ قَالَ اللّٰهُ يَمْنَعُنِىْ مِنْكَ قَالَ فَتَهَدَّدَهُ اَصْحَابُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاَغْمَدَ السَّيْفَ وَعَلَّقَهُ قَالَ فَنُوْدِىَ بِالصَّلاَةِ فَصَلَّى بِطَائِفَةٍ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ تَاَخَّرُوْا وَصَلَّى بِالطَّائِفَةِ الاُخْرٰى رَكْعَتَيْنِ قَالَ فَكَانَتْ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَرْبَعُ رَكَعَاتٍ وَلِلْقَوْمِ رَكْعَتَانِ.

১৮২২. আবূ বাকর ইব্ন আবূ শায়বা (রা).....জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সঙ্গে যুদ্ধে যাত্রা করলাম এবং যাতুর-রিকা নামক স্থানে পৌঁছলাম। তিনি বলেন, আমাদের অবস্থা এরূপ ছিল যে, আমরা যখন কোন ছায়াযুক্ত গাছের কাছে পৌঁছতাম তখন আমরা তা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর জন্য ছেড়ে দিতাম। রাবী বলেন, হঠাৎ মুশরিকদের এক ব্যক্তি এল। আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর তরবারি গাছে ঝুলানো ছিল। মুশরিক লোকটি নবী ﷺ-এর তরবারিটি হাতে তুলে নিয়ে খাপ থেকে বের করে নিল এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলল, তুমি কি আমাকে ভয় কর? তিনি বললেন, না। মুশরিক বলল, তোমাকে আমার থেকে কে রক্ষা করবে? তিনি বললেন, আল্লাহ আমাকে তোমার হাত থেকে রক্ষা করবেন। রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাহাবীগণ ঐ ব্যক্তিকে তাড়া দিলেন। সে তরবারি খাপে ঢুকিয়ে গাছের সঙ্গে ঝুলিয়ে রাখল। রাবী বলেন, ইতিমধ্যে সালাতের জন্য আযান দেওয়া হল। তখন একটি দলকে নিয়ে তিনি দু' রাক'আত সালাত আদায় করলেন। এরপর রাসূলুল্লাহ্

ﷺ অপর দলকে নিয়ে দু' রাক'আত সালাত আদায় করলেন। রাবী বলেন, অতএব রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর হল চার রাক'আত এবং সাহাবীগণের হল দু' রাক'আত।

١٨٣٢- وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِيُّ اَخْبَرَنَا يَحْيٰى يَعْنِى ابْنَ حَسَّانَ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ وَهُوَ ابْنُ سَلاَّمٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ يَحْيٰى قَالَ اَخْبَرَنِىْ اَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّ جَابِرًا اَخْبَرَهُ اَنَّهُ صَلّٰى مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ صَلاَةَ الْخَوْفِ فَصَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِاِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ صَلّٰى بِالطَّائِفَةِ الْاُخْرٰى رَكْعَتَيْنِ فَصَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَصَلّٰى بِكُلِّ طَائِفَةٍ رَكْعَتَيْنِ.

১৮২৩. 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন 'আবদুর রহমান দারিমী (র)...... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাথে সালাতুল-খাওফ আদায় করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দু' দলের একটি দলকে নিয়ে দু' রাক'আত সালাত আদায় করলেন। এরপর আরেক দল নিয়ে দু' রাক'আত সালাত আদায় করলেন। ফলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দু' রাক'আত করে চার রাক'আত সালাত আদায় করলেন এবং প্রত্যেক দলকে নিয়ে আদায় করলেন দু' রাক'আত।

كِتَابُ الْجُمُعَةِ

অধ্যায় : জুমু'আ

١٨٢٤- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّيْمِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ قَالاَ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِذَا اَرَادَ اَحَدُكُمْ اَنْ يَأْتِىَ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ.

১৮২৪. ইয়াহ্‌য়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌য়া তামিমী, মুহাম্মদ ইব্‌ন রুম্‌হ ইবন মুহাজির ও কুতায়বা (র)...... 'আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তোমাদের কেউ জুমু'আর সালাতে যেতে ইচ্ছা করলে সে যেন গোসল করে নেয়।

١٨٢٥- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ رَمْحٍ قَالَ اَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ قَالَ وَهُوَ قَائِمٌ عَلَى الْمِنْبَرِ مَنْ جَاءَ مِنْكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ.

১৮২৫. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ ও ইব্‌ন রুমহ্ (র)...... আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা) বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একবার মিম্বরে দাঁড়িয়ে বললেন, তোমাদের কেউ জুমু'আয় এলে সে যেন গোসল করে নেয়।

١٨٢٦- وَحَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ ابْنُ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ وَعَبْدِ اللّٰهِ ابْنَىْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ بِمِثْلِهِ.

১৮২৬. মুহাম্মদ ইব্‌ন রাফি' (র)...... ইব্‌ন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

١٨٢٧- وَحَدَّثَنِىْ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيٰى قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ بِمِثْلِهِ.

১৮২৭. হারমালা ইব্ন ইয়াহয়া (র)......'আবদুল্লাহ্ ইব্ন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে অনুরূপ বলতে শুনেছি।

١٨٢٨- وَحَدَّثَنِىْ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيٰى قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بَيْنَا هُوَ يَخْطُبُ النَّاسَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ دَخَلَ رَجُلٌ مِنْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَنَادَاهُ عُمَرُ اَيَّةُ سَاعَةٍ هٰذِهِ فَقَالَ اِنِّىْ شُغِلْتُ الْيَوْمَ فَلَمْ اَنْقَلِبْ اِلٰى اَهْلِىْ حَتّٰى سَمِعْتُ النِّدَاءَ فَلَمْ اَزِدْ عَلٰى اَنْ تَوَضَّأْتُ قَالَ عُمَرُ وَالْوُضُوْءَ اَيْضًا وَقَدْ عَلِمْتَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَأْمُرُ بِالْغُسْلِ.

১৮২৮. হারমালা ইব্ন ইয়াহ্য়া (র)..... আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমর (রা) জুমু'আর দিনে সমবেত লোকদের সামনে খুতবা দান করছিলেন। এমন সময় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাহাবীদের মধ্য হতে জনৈক ব্যক্তি মসজিদে প্রবশে করলেন। উমর (রা) তাকে জোরে ডেকে বললেন, এটা কোন সময়? ঐ ব্যক্তি বললেন, আমি আজ কাজে ব্যস্ত ছিলাম, ঘরে ফিরে না যেতেই আযান শুনতে পেলাম, তাই আমি ওযূর অতিরিক্ত কিছুই করতে পারিনি। উমর (রা) বললেন; শুধু ওযূই করেছ। অথচ তোমার জানা আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ গোসল করে আসার জন্য আদেশ করতেন।

١٨٢٩- حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَخْبَرَنَا الْوَلِيْدُبْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الْاَوْزَاعِىِّ قَالَ حَدَّثَنِىْ يَحْيٰى بْنُ اَبِىْ كَثِيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبُوْا هُرَيْرَةَ قَالَ بَيْنَمَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَخْطُبُ النَّاسَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ اِذْ دَخَلَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ فَعَرَّضَ بِهٖ عُمَرُ فَقَالَ مَابَالُ رِجَالٍ يَتَأَخَّرُوْنَ بَعْدَ النِّدَاءِ فَقَالَ عُثْمَانُ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ مَا زِدْتُ حِيْنَ سَمِعْتُ النِّدَاءَ اَنْ تَوَضَّأْتُ ثُمَّ اَقْبَلْتُ فَقَالَ عُمَرُ وَالْوُضُوْءَ اَيْضًا أَلَمْ تَسْمَعُوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِذَا جَاءَ اَحَدُكُمْ اِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ.

১৮২৯. ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জুমু'আর দিনে উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) লোকদের সামনে খুতবা দান করছিলেন, তখন 'উসমান ইব্ন 'আফফান (রা) মসজিদে প্রবেশ করলেন। 'উমর (রা) তাঁর প্রতি ইংগিত করে বললেন : ঐ সমস্ত লোকের কি অবস্থা, যারা আযান হয়ে যাওয়ার পর মসজিদে আগমনে বিলম্ব করে। উসমান (রা) বললেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! আযান শোনার পর আমি ওযূর অতিরিক্ত আর কিছু করি নি। অতঃপর এসে গিয়েছি। উমর (রা) বললেন, আপনি কেবল ওযূই করেছেন। আপনারা কি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শোনান নি? তিনি বলেছেন, তোমাদের কেউ জুমু'আর জন্য আগমন করলে অবশ্য গোসল করে নিবে।

١٨٣٠- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى قَالَ قَرَأْتُ عَلٰى مَالِكٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سَلِيْمٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَلْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلٰى كُلِّ مُحْتَلِمٍ.

১৮৩০. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র)...... আবূ সাঈদ খুদ্রী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, জুমু'আর দিনে গোসল করা প্রত্যেক সাবালক ব্যক্তির উপর ওয়াজিব।

١٨٣١- حَدَّثَنِىْ هٰرُوْنُ بْنُ سَعِيْدٍ الْاَيْلِىُّ وَاَحْمَدُ بْنُ عِيْسٰى قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عَمْرٌو عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ جَعْفَرٍ اَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جَعْفَرٍ حَدَّثَهُ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا قَالَتْ كَانَ النَّاسُ يَنْتَابُوْنَ الْجُمُعَةَ مِنْ مَنَازِلِهِمْ مِنَ الْعَوَالِىْ فَيَأْتُوْنَ فِى الْعَبَاءِ وَيُصِيْبُهُمُ الْغُبَارُ فَتَخْرُجُ مِنْهُمُ الرِّيْحُ فَاَتٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِنْسَانٌ مِنْهُمْ وَهُوَ عِنْدِىْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَوْ اَنَّكُمْ تَطَهَّرْتُمْ لِيَوْمِكُمْ هٰذَا.

১৮৩১. হারূন ইব্ন সাঈদ আয়লী ও আহমাদ ইব্ন ঈসা (র)...... 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুসলমানগণ তাদের স্ব স্ব গৃহ হতে এবং আওয়ালী (মদীনার নিকটবর্তী চতুর্পার্শ্বের গ্রামসমূহ) হতে জুমু'আর জন্য আগমন করতেন। তারা আবা পরিধান করে আসতেন। এগুলিতে ধুলাবালি লেগে যেত এবং ঘাম মিশ্রিত হয়ে এগুলি হতে দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়ত। এদের মধ্য হতে এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট আগমন করল। তখন তিনি আমার গৃহে ছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তোমরা যদি এদিনের জন্য অধিক পবিত্রতা হাসিল করতে! (তবে কতই না উত্তম হত)।

١٨٣٢- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالَ اَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْيٰى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا قَالَتْ كَانَ النَّاسُ اَهْلَ عَمَلٍ وَلَمْ تَكُنْ لَهُمْ كُفَاةٌ فَكَانُوْا يَكُوْنُ لَهُمْ تَفَلُ فَقِيْلَ لَهُمْ لَوِ اغْتَسَلْتُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ.

১৮৩২. মুহাম্মদ ইব্ন রুমহ্ (র)...... 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, অধিকাংশ মানুষ শ্রমজীবী ছিলেন। তাদের কাজের জন্য অন্য কোন লোক ছিল না। তাদের ঘর্মাক্ত দেহে দুর্গন্ধ ও উকুন হয়ে যেত, তখন তাদেরকে বলা হল, তোমরা যদি জুমু'আর জন্য গোসল করে নিতে!

١- بَابُ الطِّيْبِ وَالسِّوَاكِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

১. পরিচ্ছেদ : জুমু'আর দিন সুগন্ধি ব্যবহার ও মিসওয়াক করা প্রসঙ্গ

١٨٣٣- وَحَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ الْعَامِرِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ اَنَّ سَعِيْدَ بْنَ اَبِىْ هِلاَلٍ وَبُكَيْرَ بْنُ الاَشَجِّ حَدَّثَاهُ عَنْ اَبِىْ بَكْرِبْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ

عَلٰى كُلِّ مُحْتَلِمٍ وَسِوَاكُ وَيَمَسُّ مِنَ الطِّيْبِ مَاقَدَرَ عَلَيْهِ اِلاَّ اَنَّ بُكَيْرًا لَمْ يَذْكُرْ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ وَقَالَ فِى الطِّيْبِ وَلَوْمِنْ طِيْبِ الْمَرْأَةِ

১৮৩৩. আম্র ইব্ন সাওয়াদ আমিরী (র)...... আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, প্রত্যেক সাবালক ব্যক্তির উপর শুক্রবারে গোসল করা ও মিস্ওয়াক করা কর্তব্য এবং সামর্থ্য অনুযায়ী সুগন্ধি ব্যবহার করবে। তবে বুকায়র আবদুর রহমানের নাম উল্লেখ করেন নি এবং সুগন্ধির ব্যাপারে বলেছেন, নিজের স্ত্রীর সুগন্ধি হলেও।

١٨٣٤- حَدَّثَنَا حَسَنُ الْحُلْوَانِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ح وَحَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِىْ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّهُ ذَكَرَ قَوْلَ النَّبِىِّ ﷺ فِىْ الْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَالَ طَاوُسُ فَقُلْتُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ وَيَمَسُّ طِيْبًا اَوْ دُهْنًا اِنْ كَانَ عِنْدَ اَهْلِهِ قَالَ لاَ اَعْلَمُهُ.

১৮৩৪. হাসান হুলওয়ানী ও মুহাম্মদ ইব্ন রাফি' (র)...... তাঊস (র) থেকে বর্ণিত। ইব্ন আব্বাস (রা) জুমু'আর দিনে গোসল করা সম্পর্কে নবী করীম ﷺ-এর বাণী উল্লেখ করেন। তাঊস (র) বলেন, আমি ইব্ন আব্বাস (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, সুগন্ধি ব্যবহার করবে অথবা তৈল ব্যবহার করবে যদি তার পরিবারে মওজুদ থাকে? তিনি উত্তর দিলেন, আমি তা জানি না।

١٨٣٥- وَحَدَّثَنَاهُ اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ح وَحَدَّثَنَا هٰرُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ كِلاَهُمَا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ.

১৮৩৫. ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম ও হারূন ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা)...... উভয়ে ইব্ন জুরায়জ (রা) থেকে উক্ত সনদে হাদীস বর্ণনা করেন।

١٨٣٦- وَحَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَاتِمِ قَالَ حَدَّثَنَا بَهْزٌ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ طَاوُسٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ حَقٌّ لِلّٰهِ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ اَنْ يَغْتَسِلَ فِىْ كُلِّ سَبْعَةِ اَيَّامٍ يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَجَسَدَهُ.

১৮৩৬. মুহাম্মদ ইব্ন হাতিম (র.)...... আবূ হুরায়রা (রা). থেকে বর্ণিত। তিনি নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, প্রত্যেক মুসলমানের উপর আল্লাহ্ তা'আলার হক হলো প্রতি সাত দিনে গোসল করবে, মাথা ও শরীর ধৌত করবে।

١٨٣٧- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ اَنَسٍ فِيْمَا قُرِئَ عَلَيْهِ عَنْ سُمَىٍّ مَوْلٰى اَبِىْ بَكْرٍ عَنْ اَبِىْ صَالِحِ السَّمَّانِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ ثُمَّ رَاحَ فَكَاَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً وَمَنْ رَاحَ فِى السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ فَكَاَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً وَمَنْ رَاحَ

فِى السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا اَقْرَنَ وَمَنْ رَاحَ فِى السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً وَمَنْ رَاحَ فِى السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً فَاِذَا خَرَجَ الْاِمَامُ حَضَرَتِ الْمَلاَئِكَةُ يَسْتَمِعُوْنَ الذِّكْرَ.

১৮৩৭. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি জুমু'আর দিনে জানাবাতের মত গোসল করবে, অতঃপর দিনের প্রথমভাগে মসজিদে গমন করবে, সে যেন আল্লাহ্‌র পথে একটি উট্‌নী কুরবানী করল। আর যে ব্যক্তি পরবর্তী সময়ে গমন করল, সে যেন গাভী কুরবানী করল। যে ব্যক্তি তারপর গমন করল, সে যেন একটা ভেড়া কুরবানী করল। যে ব্যক্তি তারপর গমন করল, সে যেন একটা মুরগী কুরবানী করল। যে ব্যক্তি তারপর গমন করল, সে যেন একটি ডিম কুরবানী করল। ইমাম যখন খুতবা প্রদানের জন্য বের হন তখন ফেরেশ্‌তাগণ মনোযোগ সহকারে খুতবা শোনার জন্য উপস্থিত হন।

٢- بَابُ فِى الْاِنْصَاتِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِى الْخُطْبَةِ

২. পরিচ্ছেদ : জুমু'আর দিন খুতবার সময় নীরব থাকা প্রসঙ্গ

١٨٣٨- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ قَالَ ابْنُ رُمْحٍ اَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ اَخْبَرَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ اَنْصِتْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْاِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَغَوْتَ.

১৮৩৮. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ ও মুহাম্মদ ইব্‌ন রুম্‌হ ইব্‌ন মুহাজির (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, জুমু'আর দিনে ইমামের খুতবাদানকালে তুমি যদি তোমার সঙ্গীকে বল 'চুপ থাক' তবে তুমিও অনর্থক কথা বললে।

١٨٣٩- وَحَدَّثَنِىْ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ عَنْ جَدِّىْ قَالَ حَدَّثَنِىْ عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ قَارِظٍ وَعَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ اَنَّهُمَا حَدَّثَاهُ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ بِمِثْلِهِ.

১৮৩৯. আবদুল মালিক ইব্‌ন শু'আয়ব ইব্‌ন লায়স (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি। অতঃপর পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ।

١٨٤٠- وَحَدَّثَنِيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِىْ ابْنُ شِهَابٍ بِالْاِسْنَادَيْنِ جَمِيْعًا فِىْ هٰذَا الْحَدِيْثِ مِثْلَهُ غَيْرَ اَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ قَالَ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ قَارِظٍ.

১৮৪০. মুহাম্মদ ইব্‌ন হাতিম (র)...... ইব্‌ন শিহাব (র) থেকে বর্ণিত। উক্ত হাদীসের উভয় সনদের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে রাবী ইব্‌ন জুরায়জ (র) বলেছেন, ইব্‌রাহীম ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন কারীয।

١٨٤١- وَحَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ اَنْصِتْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالاِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَغَيْتَ قَالَ اَبُو الزِّنَادِ هِىَ لُغَةُ اَبِىْ هُرَيْرَةَ وَاِنَّمَا هُوَ فَقَدْ لَغَوْتَ.

১৮৪১. ইব্‌ন আবূ উমর (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন, জুমু'আর দিন ইমাম খুতবা দেওয়ার সময় তুমি যদি তোমার সাথীকে বল 'চুপ থাক' তাহলে তুমি অনর্থক কথা বললে। আবূ যিনাদ (র) বলেন, 'لَغَيْتَ' শব্দটি আবূ হুরায়রা (রা)-এর গোত্রের ভাষা। প্রকৃতপক্ষে তা হবে 'لَغَوْتَ'।

٣- بَابُ فِى السَّاعَةِ الَّتِىْ فِى يَوْمِ الْجُمُعَةِ

৩. পরিচ্ছেদ : জুমু'আর দিন দু'আ কবূলের মুহূর্ত প্রসঙ্গ

١٨٤٢- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ مَالِكَ بْنِ اَنَسٍ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ ذَكَرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ فِيْهِ سَاعَةٌ لاَ يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ يُصَلِّىْ يَسْأَلُ اللّٰهَ شَيْئًا اِلاَّ اَعْطَاهُ اِيَّاهُ زَادَ قُتَيْبَةُ فِى رِوَايَتِهِ وَاَشَارَ بِيَدِهِ يُقَلِّلُهَا.

১৮৪২. ইয়াহ্‌য়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌য়া ও কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (রা)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জুমু'আর দিন সম্পর্কে আলোচনা করলেন এবং বললেন, তাতে এমন একটি মুহূর্ত আছে, কোন মুসলিম বান্দা সালাতরত অবস্থায় সে মুহূর্ত পেয়ে আল্লাহ্‌র নিকট কিছু প্রার্থনা করলে আল্লাহ তাকে অবশ্যই তা দেবেন। কুতায়বা বর্ণিত রিওয়ায়াতে অতিরিক্ত রয়েছে যে, হাতদ্বারা ইশারা করে সময়ের স্বল্পতা বুঝিয়েছেন।

١٨٤٣- وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ اَبُو الْقَاسِمِ ﷺ اِنَّ فِى الْجُمُعَةِ لَسَاعَةً لاَ يُوَافِقُهَا مُسْلِمٌ قَائِمٌ يُصَلِّىْ يَسْأَلُ اللّٰهَ خَيْرًا اِلاَّ اَعْطَاهُ اِيَّاهُ وَقَالَ بِيَدِهِ يُقَلِّلُهَا يُزَهِّدُهَا.

১৮৪৩. যুহায়র ইব্‌ন হারব (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবুল কাসিম ﷺ বলেছেন, জুমু'আর দিবসে এমন একটি মুহূর্ত রয়েছে, কোন মুসলিম বান্দা সালাতে দাঁড়ান অবস্থায় সে মুহূর্তটি পেলে এবং আল্লাহ্‌র নিকট কোন কল্যাণ প্রার্থনা করলে আল্লাহ অবশ্যই তাকে তা দেবেন। তিনি হাতদ্বারা ইশারা করে সময়ের স্বল্পতা বুঝিয়েছেন।

١٨٤٤- حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عَدِىٍّ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ اَبُو الْقَاسِمِ ﷺ بِمِثْلِهِ.

১৮৪৪. ইবনুল মুসান্না (র)...... আবূ হুরয়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবুল কাসিম ﷺ বলেছেন, ...উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ।

١٨٤٥- وَحَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ الْبَاهِلِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرٌ يَعْنِي ابْنَ مُفَضَّلٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ وَهُوَ ابْنُ عَلْقَمَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ اَبُو الْقَاسِمِ ﷺ بِمِثْلِهِ.

১৮৪৫. হুমায়দ ইব্‌ন মাসআদা বাহিলী (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবুল কাসিম ﷺ বলেছেন...... উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ।

١٨٤٦- وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ سَلاَّمٍ الْجُمَحِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الرَّبِيْعُ يَعْنِي ابْنَ مُسْلِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّه قَالَ اِنَّ فِي الْجُمُعَةِ لَسَاعَةً لاَ يُوَافِقُهَا مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللّٰهَ فِيْهَا خَيْرًا اِلاَّ اَعْطَاهُ اِيَّاهُ قَالَ وَهِيَ سَاعَةٌ خَفِيْفَةٌ.

১৮৪৬. আবদুর রহমান ইব্‌ন সাল্লাম জুমাহী (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন, জুমু'আর দিনে একটি বিশেষ মুহূর্ত রয়েছে। কোন মুসলমান সে মুহূর্তটিতে আল্লাহর নিকট কোন কল্যাণ প্রার্থনা করলে আল্লাহ তাকে অবশ্যই তা দেবেন। এ মুহূর্তটি অতি অল্প।

١٨٤٧- وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَلَمْ يَقُلْ وَهِيَ سَاعَةٌ خَفِيْفَةٌ.

১৮৪৭. মুহাম্মদ ইব্‌ন রাফি' (র)...... নবী ﷺ থেকে আবূ হুরায়রা (রা)-এর সূত্রে বর্ণিত। এ বর্ণনায় তিনি 'এ মুহূর্তটি অতি অল্প' উল্লেখ করেননি।

١٨٤٨- وَحَدَّثَنِيْ اَبُو الطَّاهِرِ وَعَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ قَالاَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ بُكَيْرٍ ح وَحَدَّثَنَا هٰرُوْنُ بْنُ سَعِيْدِ الْاَيْلِيُّ وَاَحْمَدُ بْنُ عِيْسٰى قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنَا مَخْرَمَةُ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ بُرْدَةَ بْنِ اَبِيْ مُوْسٰى الْاَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ لِيْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ أَسَمِعْتَ اَبَاكَ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْ شَأْنِ سَاعَةِ الْجُمُعَةِ قَالَ قُلْتُ نَعَمْ سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ هِيَ مَابَيْنَ اَنْ يَجْلِسَ الْاِمَامُ اِلٰى اَنْ تُقْضَى الصَّلاَةُ.

১৮৪৮. আবূ তাহির, আলী ইব্‌ন খাশরাম, হারূন ইব্‌ন সাঈদ আয়লী ও আহমাদ ইব্‌ন 'ঈসা (রা)...... আবূ বুরদা ইব্‌ন আবূ মূসা আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা) জিজ্ঞেস করলেন, তোমার পিতাকে জুমু'আর দিনের বিশেষ মুহূর্তটি সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে কোন হাদীস বর্ণনা করতে শুনেছ কি? আমি বললাম, হ্যাঁ, তাঁকে বলতে শুনেছি যে, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তা হল ইমামের বসা থেকে সালাত শেষ করার মধ্যবর্তী সময়টুকু।

٤- بَابُ فَضْلِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ

৪. পরিচ্ছেদ : জুমু'আর দিনের ফযীলত

١٨٤٩- وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمٰنِ الأَعْرَجُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ فِيْهِ خُلِقَ آدَمُ وَفِيْهِ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ وَفِيْهِ أُخْرِجَ مِنْهَا.

১৮৪৯. হারমালা ইব্‌ন ইয়াহ্‌য়া (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যে দিনগুলোতে সূর্য উদয় হয় তন্মধ্যে জুমু'আর দিনই সর্বোত্তম। সেদিন আদম (আ)-কে সৃষ্টি করা হয়। সেদিনে তাঁকে জান্নাতে প্রবেশ করান হয় এবং সেদিনে তাঁকে জান্নাত হতে বের করা হয়।

١٨٥٠- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُغِيْرَةُ يَعْنِي الْحِزَامِيَّ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ فِيْهِ خُلِقَ آدَمُ وَفِيْهِ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ وَفِيْهِ أُخْرِجَ مِنْهَا وَلاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ إِلاَّ فِيْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ.

১৮৫০. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন, সূর্য উদয়ের দিবসগুলোর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ দিন হল জুমুআর দিবস। সেদিনে আদম (আ)-কে সৃষ্টি করা হয়। তাঁকে ঐ দিন জান্নাতে প্রবেশ করান হয়। তাঁকে তা থেকে ঐ দিন বের করা হয়। আর কিয়ামতও হবে জুমুআর দিবসেই।

١٨٥١- وَحَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نَحْنُ الآخِرُوْنَ وَنَحْنُ السَّابِقُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَيْدَ أَنَّ كُلَّ أُمَّةٍ أُوْتِيَتِ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا وَأُوْتِيْنَاهُ مِنْ بَعْدِهِمْ ثُمَّ هٰذَا الْيَوْمُ الَّذِيْ كَتَبَهُ اللّٰهُ عَلَيْنَا هَدَانَا اللّٰهُ لَهُ فَالنَّاسُ لَنَا فِيْهِ تَبَعٌ الْيَهُوْدُ غَدًا وَالنَّصَارٰى بَعْدَ غَدٍ.

১৮৫১. আমরুন নাকিদ (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, আমাদের আগমন ঘটেছে সবার শেষে কিন্তু কিয়ামতের দিনে আমরা অগ্রগামী থাকব। সকল উম্মাতকে কিতাব দেওয়া হয়েছে আমাদের পূর্বে এবং আমাদেরকে দেওয়া হয়েছে তাদের পর। তারপর যে দিবসটি আল্লাহ্ আমাদের জন্য নির্ধারণ করেছেন, আল্লাহ আমাদেরকে সে দিবস সম্পর্কে হিদায়াত দান করেছেন। অন্যেরা এ বিষয়ে আমাদের পশ্চাতে রয়েছে। ইয়াহূদীরা পরের দিন, নাসারারা তারও পরে।

١٨٥٢- وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ وَابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نَحْنُ الآخِرُوْنَ وَنَحْنُ السَّابِقُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِمِثْلِهِ.

১৮৫২. ইব্ন আবূ উমর (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, দুনিয়াতে আমাদের আগমন ঘটেছে সবার শেষে। কিন্তু কিয়ামতের দিনে আমরা অগ্রগামী থাকব। অতঃপর পূর্বের হাদীসের অনুরূপ।

١٨٥٣- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِى صَالِحٍ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نَحْنُ الآخِرُوْنَ الاَوَّلُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَنَحْنُ اَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ بَيْدَ اَنَّهُمْ اُوْتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا وَاُوْتِيْنَاهُ مِنْ بَعْدِهِمْ فَاخْتَلَفُوْا فَهَدَانَا اللّٰهُ لِمَا اخْتَلَفُوْا فِيْهِ مِنَ الْحَقِّ فَهٰذَا يَوْمُهُمُ الَّذِىْ اخْتَلَفُوْا فِيْهِ هَدَانَا اللّٰهُ لَهُ قَالَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ فَالْيَوْمَ لَنَا وَغَدًا لِلْيَهُوْدِ وَبَعْدَ غَدٍ لِلنَّصَارٰى.

১৮৫৩. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ ও যুহায়র ইব্ন হারব (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, আমাদের আগমন সবার শেষে। কিন্তু আমরা কিয়ামতের দিবসে থাকব সবার প্রথমে। আমরা জান্নাতে প্রবেশকারীদের মধ্যে অগ্রগামী থাকব। তবে তাদের কিতাব দেওয়া হয়েছে আমাদের পূর্বে এবং আমাদেরকে দেওয়া হয়েছে তাদের পর। তারা মতবিরোধ করেছে, আর আল্লাহ পাক আমাদেরকে সেই সত্যের হিদায়াত দিয়েছেন যা নিয়ে তারা মতভেদ করেছে, এটাই সেই দিন—যে সম্পর্কে তারা মতবিরোধ করেছে এবং আল্লাহ আমাদেরকে এ ব্যাপারে হিদায়াত করেছেন। তিনি বলেন, আমাদের জন্য জুমু'আর দিন। ইয়াহূদীদের পরের দিন, নাসারারা তারও পরে।

١٨٥٤- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ اَخِى وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هٰذَا مَا حَدَّثَنَا اَبُوْ هُرَيْرَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نَحْنُ الْآخِرُوْنَ السَّابِقُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَيْدَ اَنَّهُمْ اُوْتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا وَاُوْتِيْنَاهُ مِنْ بَعْدِهِمْ وَهٰذَا يَوْمُهُمُ الَّذِىْ فُرِضَ عَلَيْهِمْ فَاخْتَلَفُوْا فِيْهِ فَهَدَانَا اللّٰهُ لَهُ فَهُمْ لَنَا فِيْهِ تَبَعٌ فَالْيَهُوْدُ غَدًا وَالنَّصَارٰى بَعْدَ غَدٍ.

১৮৫৪. মুহাম্মদ ইব্ন রাফি (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ননা করে বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, আমাদের আগমন সবার শেষে কিন্তু কিয়ামতের দিনে থাকব সবার প্রথমে। তবে তাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছে আমাদের পূর্বে এবং আমাদেরকে দেওয়া হয়েছে তাদের পরে। এ হল তাদের ঐ দিন যা তাদের জন্য নির্ধারিত ছিল। এতে তারা মতানৈক্য করল, কিন্তু আল্লাহ এ বিষয়ে আমাদের সঠিক পথপ্রদর্শন করেছেন। তারা এ বিষয়ে আমাদের পশ্চাতবর্তী। ইয়াহূদীদের জন্য কাল (শনিবার) এবং নাসারাদের জন্য এর পরের দিন (রোববার)।

١٨٥٥- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ وَوَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ اَبِى مَالِكٍ الْاَشْجَعِىِّ عَنْ اَبِى حَازِمٍ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ وَعَنْ رِبْعِىِّ بْنِ حِرَاشٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالاَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَضَلَّ

اللّٰهُ عَنِ الْجُمُعَةِ مَنْ كَانَ قَبْلَنَا فَكَانَ لِلْيَهُوْدِ يَوْمُ السَّبْتِ وَكَانَ لِلنَّصَارٰى يَوْمُ الاَحَدِ فَجَاءَ اللّٰهُ بِنَا فَهَدَا نَا اللّٰهُ لِيَوْمِ الْجُمُعَةِ فَجَعَلَ الْجُمُعَةَ وَالسَّبْتَ وَالاَحَدَ وَكَذٰلِكَ هُمْ تَبَعٌ لَنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ نَحْنُ الْاٰخِرُوْنَ مِنْ اَهْلِ الدُّنْيَا وَالْاَوَّلُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمَقْضِىُّ لَهُمْ قَبْلَ الْخَلاَئِقِ وَفِى رِوَايَةِ وَاصِلِ الْمَقْضِىُّ بَيْنَهُمْ.

১৮৫৫. আবূ কুরায়ব ও ওয়াসিল ইব্‌ন আবদুল আলা (র)...... আবু হুরায়রা (রা) ও হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। তারা উভয় বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ পাক জুমু'আর দিনের ব্যাপারে আমাদের পূর্ববর্তীদেরকে সঠিক পথের সন্ধান দেননি। ইয়াহূদীদের জন্য হল শনিবার এবং নাসারাদের জন্য রোববার। আল্লাহ পাক আমাদেরকে (এ পৃথিবীতে) পাঠালেন এবং জুমু'আর দিন সম্পর্কে সঠিক পথ দেখালেন এবং জুমু'আ, শনিবার ও রোববারকে ধারাবাহিক করে দিলেন। এভাবে তারা কিয়ামত দিবসে আমাদের পেছনে থাকবে। দুনিয়াবাসীদের মধ্যে আমাদের আগমন ঘটেছে সবার শেষে এবং কিয়ামতের দিবসে আমরা থাকব সবার প্রথমে। সকল সৃষ্টির মধ্যে প্রথমে আমাদের ফয়সালা করা হবে।

١٨٥٦- حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ اَبِىْ زَائِدَةَ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَارِقٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ رِبْعِىُّ بْنُ حِرَاشٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هُدِيْنَا اِلَى الْجُمُعَةِ وَاَضَلَّ اللّٰهُ عَنْهَا مَنْ كَانَ قَبْلَنَا فَذَكَرَ بِمَعْنٰى حَدِيْثِ ابْنِ فُضَيْلٍ.

১৮৫৬. আবূ কুরায়ব...... হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, জুমু'আর ব্যাপারে আমাদেরকে সঠিক পথ প্রদর্শন করা হয়েছে এবং আল্লাহ আমাদের পূর্ববর্তীদেরকে সে সম্পর্কে হিদায়াত করেননি। অতঃপর ইব্‌ন ফুযায়লের হাদীসের অনুরূপ।

١٨٥٧- وَحَدَّثَنِىْ اَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ وَعَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ الْعَامِرِىُّ قَالَ اَبُو الطَّاهِرِ حَدَّثَنَا وَقَالَ الْاٰخَرَانِ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنَا يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ الاَغَرُّ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ كَانَ عَلٰى كُلِّ بَابٍ مِنْ اَبْوَابِ الْمَسْجِدِ مَلاَئِكَةٌ يَكْتُبُوْنَ الاَوَّلَ فَالاَوَّلَ فَاِذَا جَلَسَ الاِمَامُ طَوَوُا الصُّحُفَ وَجَاؤُا يَسْتَمِعُوْنَ الذِّكْرَ وَمَثَلُ الْمُهَجِّرِ كَمَثَلِ الَّذِىْ يُهْدِى الْبَدَنَةَ ثُمَّ كَالَّذِىْ يُهْدِىْ بَقَرَةً ثُمَّ كَالَّذِىْ يُهْدِى الْكَبْشَ ثُمَّ كَالَّذِىْ يُهْدِى الدَّجَاجَةَ ثُمَّ كَالَّذِىْ يُهْدِى الْبَيْضَةَ.

১৮৫৭. আবূ তাহির, হারমালা ও আমর ইব্‌ন সাওয়াদ আল-আমিরী (র)...... আবূ আবদুল্লাহ আগার (র) আবূ হুরায়রা (রা)-কে বলতে শুনেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন যে, শুক্রবার দিন মসজিদের প্রতিটি দরজায় ফেরেশ্‌তারা অবস্থান গ্রহণ করে এবং আগমনকারীদের নাম ক্রমানুসারে লিপিবদ্ধ করতে থাকে। ইমাম যখন (মিম্বরে) বসেন, তারা লিপিসমূহ গুটিয়ে নেয় এবং যিক্‌র (খুতবা) শোনার জন্য আসে। মসজিদে যে আগে

আসে, তার উদাহরণ সে ব্যক্তির মত, যে একটি উটনী কুরবানী করেছে। তার পরবর্তীজনের দৃষ্টান্ত তার মত, যে একটি গাভী কুরবানী করেছে। তার পরবর্তীজনের দৃষ্টান্ত তার মত, যে ভেড়া কুরবানী করেছে এবং তার পরবর্তীজনের দৃষ্টান্ত তার মত, যে একটি মুরগী দান করেছে। পরবর্তীজনের দৃষ্টান্ত তার মত, যে একটি ডিম দান করেছে।

١٨٥٨- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَعَمْرُو النَّاقِدُ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ.

১৮৫৮. ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া ও আমরুন নাকিদ (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

١٨٥٩- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ يَعْنِى ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ عَلٰى كُلِّ بَابٍ مِنْ اَبْوَابِ الْمَسْجِدِ مَلَكٌ يَكْتُبُ الاَوَّلَ فَالاَوَّلَ (مَثَّلَ الْجَزُوْرَ ثُمَّ نَزَّلَهُمْ حَتّٰى صَغَّرَ اِلٰى مَثَلِ الْبَيْضَةِ) فَاِذَا جَلَسَ الْاِمَامُ طُوِيَتِ الصُّحُفُ وَحَضَرُوا الذِّكْرَ.

১৮৫৯. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, মসজিদের প্রতিটি দরজায় ফেরেশ্‌তা নিয়োজিত রয়েছেন। যারা প্রথমে আসে, তাদের নাম ক্রমানুসারে লেখা হয়। (মসজিদে প্রথমে আগমনকারীর) দৃষ্টান্ত দেয়া হয়েছে উটের কুরবানী সাথে। [এভাবে পর্যাক্রমে দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। এমনকি একটি ডিমের মত ক্ষুদ্র বস্তু দানের উপমা দিয়েছেন]। ইমাম যখন মিম্বরে বসেন, তখন ফেরেশতাগণ লিপিসমূহ গুটিয়ে নেন এবং তাঁরা যিক্‌র শোনার জন্য উপস্থিত হন।

١٨٦٠- حَدَّثَنَا اُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ يَعْنِى ابْنَ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحٌ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنِ اغْتَسَلَ ثُمَّ اَتَى الْجُمُعَةَ فَصَلّٰى مَاقُدِّرَلَهٗ ثُمَّ اَنْصَتَ حَتّٰى يَفْرُغَ مِنْ خُطْبَتِهٖ ثُمَّ يُصَلِّىْ مَعَهٗ غُفِرَلَهٗ مَابَيْنَهٗ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْاُخْرٰى وَفَضْلُ ثَلاَثَةِ اَيَّامٍ.

১৮৬০. উমাইয়া ইব্‌ন বিস্‌তাম (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন, জুমু'আর দিনে যে ব্যক্তি গোসল করে অতঃপর জুমু'আর জন্য যায় এবং সামর্থ্য অনুযায়ী সালাত আদায় করে, এরপর ইমাম খুতবা সমাপ্ত করা পর্যন্ত নীরব থাকে, এরপর ইমামের সঙ্গে সালাত আদায় করে, তার এ জুমু'আ হতে পরবর্তী জুমু'আ পর্যন্ত এবং অতিরিক্ত আরো তিন দিনের গুনাহ মাফ করে দেয়া হয়।

١٨٦١- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَاَبُوْ بَكْرِبْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ وَاَبُوْ كُرَيْبٍ قَالَ يَحْيٰى اَخْبَرَنَا وَقَالَ الْاٰخَرَانِ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِيْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ

مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوْءَ ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ فَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ وَزِيَادَةُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ وَمَنْ مَسَّ الْحَصٰى فَقَدْ لَغَا.

১৮৬১. ইয়াহ্য়া ইব্ন ইয়াহ্য়া, আবূ বাক্র ইব্ন আবূ শায়বা ও আবূ কুরায়ব (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি উত্তমরূপে ওযূ করে, এরপর জুমু'আয় আসে, মনোনিবেশ সহকারে নীরব থাকে, তার তখন থেকে (পরবর্তী) জুমু'আ পর্যন্ত এবং অতিরিক্ত আরো তিন দিনের গুনাহ্ মাফ করে দেওয়া হয়। যে (অহেতুক) কংকর স্পর্শ করল, সে অনর্থক কাজ করল।

٥- بَابُ صَلاَةِ الْجُمُعَةِ حِيْنَ تَزُوْلُ الشَّمْسُ

৫. পরিচ্ছেদ : জুমু'আর নামায সূর্য ঢলে যাওয়ার পরে

١٨٦٢- وَحَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ وَإِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ أَبُوْ بَكْرٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَابِرِبْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كُنَّا نُصَلِّيْ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ نَرْجِعُ فَنُرِيْحُ نَوَاضِحَنَا قَالَ حَسَنٌ فَقُلْتُ لِجَعْفَرٍ فِيْ أَيِّ سَاعَةٍ تِلْكَ قَالَ زَوَالَ الشَّمْسِ

১৮৬২. আবূ বাক্র ইব্ন আবূ শায়বা ও ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম (র)...... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে (জুমু'আর) সালাত আদায় করে প্রত্যাবর্তন করতাম এবং আমাদের উষ্ট্রীকে বিশ্রাম করতে দিতাম। হাসান (র) বলেন, আমি জাফর (র)-কে জিজ্ঞেস করলাম, এটা কোন মুহূর্তে হত? তিনি বনে, সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে যাওয়ার পর।

١٨٦٣- وَحَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ ح حَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ قَالاَ جَمِيْعًا حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّهُ سَأَلَ جَابِرَبْنَ عَبْدِ اللّٰهِ مَتٰى كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّى الْجُمُعَةَ قَالَ كَانَ يُصَلِّيْ ثُمَّ نَذْهَبُ إِلٰى جِمَالِنَا فَنُرِيْحُهَا زَادَ عَبْدُ اللّٰهِ فِيْ حَدِيْثِهِ حِيْنَ تَزُوْلُ الشَّمْسُ يَعْنِي النَّوَاضِحَ.

১৮৬৩. কাসিম ইব্ন যাকারিয়া ও আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবদুর রহমান আদ্ দারিমী (র)...... জাফর (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত যে, তিনি জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা)-কে জিজ্ঞেস করেছিলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কোন সময়ে জুমু'আর সালাত আদায় করতেন? তিনি বললেন, তিনি সালাত আদায় করার পর আমরা আমাদের উটগুলোর দিকে প্রত্যাবর্তন করতাম এবং সেগুলোর বিশ্রামের ব্যবস্থা করতাম। আবদুল্লাহর বর্ণনায় অতিরিক্ত আছে যে, "যখন সূর্য ঢলে যেত"। উটগুলো ছিল পানি বহনকারী উট।

١٨٦٤- وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ وَيَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ يَحْيَى اَخْبَرَنَا وَقَالَ الْاٰخَرَانِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ اَبِىْ حَازِمٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ سَهْلٍ قَالَ مَاكُنَّا نَقِيْلُ وَلَا نَتَغَدّٰى اِلاَّ بَعْدَ الْجُمُعَةِ (زَادَ ابْنُ حُجْرٍ) فِىْ عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ.

১৮৬৪. আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসলামা ইব্‌ন কা'নাব, ইয়াহ্‌য়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌য়া ও 'আলী ইব্‌ন হুজর (র)...... সাহ্‌ল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা জুমু'আর পরেই দুপুরের আহার ও বিশ্রাম করতাম। ইব্‌ন হুজর (র) তাঁর বর্ণনায় অতিরিক্ত বলেছেন যে, "রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর যুগে"।

١٨٦٥- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَاِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالاَ اَخْبَرَنَا وَكِيْعٌ عَنْ يَعْلَى بْنِ الْحَارِثِ الْمُحَارِبِيِّ عَنْ اِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ الْاَكْوَعِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كُنَّا نُجَمِّعُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ نَرْجِعُ نَتَتَبَّعُ الْفَىْءَ.

১৮৬৫. ইয়াহ্‌য়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌য়া ও ইসহাক ইব্‌রাহীম (র)...... সালামা ইব্‌ন আক্‌ওয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সূর্য মধ্যাকাশ হতে ঢলে যাওয়ার পর আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে জুমুআর সালাত আদায় করতাম। এরপর ছায়ায় ছায়ায় হেঁটে প্রত্যাবর্তন করতাম।

١٨٦٦- وَحَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْلَى ابْنُ الْحَارِثِ عَنْ اِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ الْاَكْوَعِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كُنَّا نُصَلِّىْ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ الْجُمُعَةَ فَنَرْجِعُ وَمَا نَجِدُ لِلْحِيْطَانِ فَيْأً نَسْتَظِلُّ بِهِ.

১৮৬৬. ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র)...... সালামা ইব্‌ন আকওয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে জুমু'আর সালাত আদায় করতাম এবং প্রত্যাবর্তন করতাম। তখন আমাদের ছায়া গ্রহণ করার মত প্রাচীরে কোন ছায়া হত না।

٦- بَابُ ذِكْرِ الْخُطْبَتَيْنِ قَبْلَ الصَّلاَةِ وَمَا فِيْهِمَا مِنَ الْجَلْسَةِ

৬. পরিচ্ছেদ : সালাতের আগে দু'টি খুত্‌বা এবং তার মাঝখানে বৈঠক

١٨٦٧- وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيْرِيُّ وَاَبُوْ كَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ جَمِيْعًا عَنْ خَالِدٍ قَالَ اَبُوْ كَامِلٍ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَائِمًا ثُمَّ يَجْلِسُ ثُمَّ يَقُوْمُ قَالَ كَمَا يَفْعَلُوْنَ الْيَوْمَ.

১৮৬৭.উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন উমর কাওয়ারীরী ও আবূ কামিল জাহদারী (রা)...... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জুমু'আর দিনে দাঁড়িয়ে খুতবা দিতেন। এরপর বসে পুনরায় দাঁড়াতেন যেমন তোমরা বর্তমানে করে থাক।

١٨٦٨- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَحَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ وَأَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ جَابِرِبْنِ سَمُرَةَ قَالَ كَانَتْ لِلنَّبِيِّ ﷺ خُطْبَتَانِ يَجْلِسُ بَيْنَهُمَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيُذَكِّرُ النَّاسَ.

১৮৬৮. ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া, হাসান ইব্‌ন রাবী ও আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)...... জাবির ইব্‌ন সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলন, নবী ﷺ-এর খুতবা হত দু'টি। তিনি উভয়ের মাঝে বসতেন। কুরআন পাঠ করতেন এবং লোকদের উপদেশ দিতেন।

١٨٦٩- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُوْ خَيْثَمَةَ عَنْ سِمَاكٍ قَالَ أَنْبَأَنِى جَابِرُ بْنُ سَمُرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَخْطُبُ قَائِمًا ثُمَّ يَجْلِسُ ثُمَّ يَقُوْمُ فَيَخْطُبُ قَائِمًا فَمَنْ نَبَّأَكَ أَنَّهُ كَانَ يَخْطُبُ جَالِسًا فَقَدْ كَذَبَ فَقَدْ وَاللّٰهِ صَلَّيْتُ مَعَهُ أَكْثَرَ مِنْ أَلْفَى صَلَاةٍ.

১৮৬৯. ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া (র)...... জাবির ইব্‌ন সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দাঁড়িয়ে খুতবা দিতেন। এরপর বসে পুনরায় দাঁড়িয়ে খুতবা দিতেন। যে ব্যক্তি তোমাকে বলে যে, তিনি বসে খুতবা দিতেন, সে মিথ্যা বলেছে। আল্লাহ্‌র কসম, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে দু'হাজারেরও অধিকবার সালাত আদায় করেছি।

١٨٧٠- وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَإِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ كِلَاهُمَا عَنْ جَرِيْرٍ قَالَ عُثْمَانُ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِى الْجَعْدِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَخْطُبُ قَائِمًا يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَجَاءَتْ عِيْرٌ مِنَ الشَّامِ فَانْفَتَلَ النَّاسُ إِلَيْهَا حَتَّى لَمْ يَبْقَ إِلاَّ اثْنَا عَشَرَ رَجُلاً فَأُنْزِلَتْ هٰذِهِ الْآيَةُ الَّتِىْ فِى الْجُمُعَةِ **وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوْا إِلَيْهَا وَتَرَكُوْكَ قَائِمًا**.

১৮৭০. 'উসমান ইব্‌ন আবূ শায়বা ও ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র)...... জাবির ইব্‌ন 'আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত যে নবী ﷺ জুমু'আর দিনে দাঁড়িয়ে খুতবা দিতেন। একবার সিরিয়া হতে একটি ব্যবসায়ী দল এসে পৌঁছল। সংবাদ পেয়ে ১২ জন লোক ব্যতীত সবাই সেদিকে ছুটে গেল। তখন সূরা জুমু'আর এ আয়াতটি অবতীর্ণ হল : "যখন তারা ব্যবসায় ও ক্রীড়া দেখল, তখন তারা তোমাকে দাঁড়ান অবস্থায় রেখে সেদিকে ছুটে গেল।" (সূরা জুমু'আ : ১১)

١٨٧١- وَحَدَّثَنَاهُ أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ إِدْرِيْسَ عَنْ حُصَيْنٍ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ قَالَ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَخْطُبُ وَلَمْ يَقُلْ قَائِمًا.

১৮৭১. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)...... হুসায়ন (র) থেকে উপরোক্ত সনদে বর্ণিত। রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ খুতবা দিতেন। 'কিন্তু তিনি দাঁড়িয়ে' শব্দটি বলেননি।

١٨٧٢- وَحَدَّثَنَا رِفَاعَةُ بْنُ الْهَيْثَمِ الْوَاسِطِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ يَعْنِى الطَّحَّانَ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ سَالِمٍ وَاَبِى سُفْيَانَ عَنْ جَابِرِبْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِىِّ ﷺ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَدِمَتْ سُوَيْقَةُ قَالَ يَخْرَجَ النَّاسُ اِلَيْهَا فَلَمْ يَبْقَ اِلاَّ اثْنَا عَشَرَ رَجُلاً اَنَا فِيْهِمْ قَالَ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ **وَاِذَا رَأَوْا تِجَارَةً اَوْ لَهْوًا انْفَضُّوْا اِلَيْهَا وَتَرَكُوْكَ قَائِمًا**" اِلَى اخِرِ الاٰيَةِ.

১৮৭২. রিফা'আ ইব্‌ন হায়সাম ওয়াসিতী (র)..... জাবির ইব্‌ন 'আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা জুমু'আর দিনে নবী ﷺ-এর সঙ্গে ছিলাম। তখন কিছু ছাতুর চালান এসে পৌঁছল। লোকেরা সেদিকে বেরিয়ে গেল। কেবল বারজন থাকল। আমি ছিলাম তাদের মধ্যে একজন। রাবী বলেন, তখন আল্লাহ্ পাক এ আয়াত নাযিল করলেন : "যখন তারা দেখল ব্যবসায় ও ক্রীড়া, তখন তারা তোমাকে দাঁড়ান অবস্থায় রেখে সেদিকে ছুটে গেল। (সূরা জুমু'আ : ১১)

١٨٧٣- وَحَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنَ سَالِمٍ قَالَ اَخْبَرَنَا هُشَيْمُ قَالَ اَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ عَنْ اَبِى سُفْيَانَ وَسَالِمِ بْنِ اَبِى الْجَعْدِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ بَيْنَا النَّبِىُّ ﷺ قَائِمٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ اِذْ قَدِمَتْ عِيْرٌ اِلَى الْمَدِيْنَةِ فَابْتَدَرَهَا اَصْحَابُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى لَمْ يَبْقَ مَعَه اِلاَّ اثْنَا عَشَرَ رَجُلاً فِيْهِمْ اَبُوْبَكْرٍ وَعُمَرُ قَالَ وَنَزَلَتْ هٰذِهِ الاٰيَةُ "**وَاِذَا رَأَوْا تِجَارَةً اَوْ لَهْوًا انْفَضُّوْا اِلَيْهَا**".

১৮৭৩. ইসমাঈল ইব্‌ন সালিম (র)...... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা জুমু'আর দিনে নবী ﷺ দাঁড়ান ছিলেন। তখন একটি বাণিজ্য কাফেলা এসে মদীনায় পৌছল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাহাবীগণ সেদিকে ছুটে গেলেন। মাত্র বারজন অবশিষ্ট থাকলেন যাদের মধ্যে আবূ বাকর (রা) ও উমর (রা) ছিলেন। রাবী বলেন, তখন এ আয়াত নাযিল হল : "যখন তারা দেখল ব্যবসায় ও কৌতুক তখন তারা সেদিকে ছুটে গেল।"

١٨٧٤- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ اَبِى عُبَيْدَةَ عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اُمِّ الْحَكَمِ يَخْطُبُ قَاعِدًا فَقَالَ اُنْظُرُوْا اِلَى هٰذَا الْخَبِيْثِ يَخْطُبُ قَاعِدًا وَقَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى "**وَاِذَا رَأَوْا تِجَارَةً اَوْ لَهْوًا انْفَضُّوْا اِلَيْهَا وَتَرَكُوْكَ قَائِمًا**.

১৮৭৪. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না ও ইব্‌ন বাশশার (র)...... আবূ উবায়দা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার কা'বা ইব্‌ন 'উজরা (রা) মসজিদে প্রবেশ করলেন। তখন আবদুর রহমান ইব্‌ন উম্মুল হাকাম বসে খুতবা দিচ্ছিল। তখন তিনি বললেন, দেখুন এই অধমের প্রতি, সে বসে খুত্‌বা দিচ্ছে। অথচ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন! "যখন তারা দেখল ব্যবসায় ও কৌতুক, তখন তারা তোমাকে দাঁড়ান অবস্থায় রেখে সেদিকে ছুটে গেল"। (সূরা জুমু'আ : ১১)

٧-بَابُ التَّغْلِيْظِ فِيْ تَرْكِ الْجُمُعَةِ

৭. পরিচ্ছেদ : জুমু'আ ত্যাগ সম্পর্কে কঠোর সতর্কবাণী

١٨٧٥- وَحَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ تَوْبَةَ قَالَ حَدثَنَا مُعَاوِيَةُ وَهُوَ ابْنُ سَلاَّمٍ عَنْ زَيْدٍ يَعْنِي اَخَاهُ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا سَلاَّمٍ قَالَ حَدَّثَنِي الْحَكَمُ بْنُ مِيْنَاءَ اَنَّ عَبْدَ اللّٰه بْنَ عُمَرَ وَاَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَاهُ اَنَّهُمَا سَمِعَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ عَلٰى اَعْوَادِ مِنْبَرِه لَيَنْتَهِيَنَّ اَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ اَوْلَيَخْتِمَنَّ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ ثُمَّ لَيَكُوْنُنَّ مِنَ الْغَافِلِيْنَ.

১৮৭৫. হাসান ইব্‌ন আলী আল-হুলওয়ানী (র)...... আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর ও আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তাঁরা উভয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে মিম্বরের সিঁড়িতে বলতে শুনেছেন, যারা জুমু'আ পরিত্যাগ করে, তাদেরকে এ কাজ হতে অবশ্যই বিরত থাকতে হবে। নতুবা আল্লাহ তাদের অন্তরে মোহর মেরে দিবেন। অতঃপর তারা অবশ্যই গাফিলদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।

٨-بَابُ تَخْفِيْفُ الصَّلاَةِ وَالْخُطْبَةِ

৮. পরিচ্ছেদ : সালাত ও খুতবা সংক্ষিপ্তকরণ

١٨٧٦- وَحَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ الرَّبِيْعِ وَاَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ قَالاَ حَدَّثَنَا اَبُوْ الاَحْوَصِ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ جَابِرِبْنِ سَمُرَةَ قَالَ كُنْتُ اُصَلِّيْ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَكَانَتْ صَلاَتُهُ قَصْدًا وَخُطْبَتُهُ قَصْدًا.

১৮৭৬. হাসান ইব্‌ন রাবী ও আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)...... জাবির ইন সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে সালাত আদায় করতাম। তাঁর সালাত ও খুতবা ছিল মধ্যম ধরনের (দীর্ঘও নয়, একেবারে সংক্ষিপ্তও নয়)।

١٨٧٧- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنِ اَبِيْ شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ قَالَ حَدَّثَنِيْ سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ كُنْتُ اُصَلِّيْ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ الصَّلَوَاتِ فَكَانَتْ صَلاَتُهُ قَصْدًا وَخُطْبَتُهُ قَصْدًا وَفِيْ رِوَايَةِ اَبِيْ بَكْرٍ زَكَرِيَّاءُ عَنْ سِمَاكٍ.

১৮৭৭. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা ও ইব্‌ন নুমায়র (র)...... জাবির সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে সালাত আদায় করতাম। তাঁর সালাত ও খুতবা হত মধ্যম ধরনের।

١٨٧٨- وَحَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيْدِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَابِرِبْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا خَطَبَ احْمَرَّتْ عَيْنَاهُ وَعَلاَ صَوْتُهُ وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ حَتّٰى كَاَنَّهُ مُنْذِرُ جَيْشٍ يَقُوْلُ صَبَّحَكُمْ وَمَسَّاكُمْ وَيَقُوْلُ بُعِثْتُ اَنَا وَالسَّاعَةُ

كَهَاتَيْنِ وَيَقْرُنُ بَيْنَ اُصْبُعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطٰى وَيَقُوْلُ اَمَّا بَعْدُ فَاِنَّ خَيْرًا الْحَدِيْثُ كِتَابُ اللّٰهِ وَخَيْرَ الْهُدٰى هُدٰى مُحَمَّدٍ وَشَرُّ الْاُمُوْرِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ ثُمَّ يَقُوْلُ اَنَا اَوْلٰى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهٖ مَنْ تَرَكَ مَالاً فَلاَهْلِهٖ وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا اَوْ ضَيَاعًا فَاِلَىَّ وَعَلَىَّ.

১৮৭৮. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না (র)...... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন খুতবা দিতেন তখন তাঁর চক্ষুদ্বয় রক্তিম বর্ণ হত, স্বর উঁচু হত এবং কঠোর রাগ প্রকাশ পেত। মনে হত তিনি যেন আক্রমণকারী বাহিনী সম্পর্কে সতর্ক করছেন, বলছেন, তারা তোমাদের সকালে আক্রমণ করবে এবং বিকেলে আক্রমণ করবে। তিনি বলতেন, আমি প্রেরিত হয়েছি এমন অবস্থায় যে, আমি ও কিয়ামত এ দু'টির ন্যায় তিনি মধ্যম অংগুলী ও শাহাদাত অংগুলী মিলিয়ে দেখাতেন। বলতেন, উত্তম বাণী হল আল্লাহ পাকের কিতাব এবং সর্বোত্তম হিদায়াত হল মুহাম্মাদ ﷺ-এর হিদায়াত। নিকৃষ্ট বিষয় হলো বিদ্'আত-(নতুন আবিষ্কৃত বিষয়সমূহ)। সকল বিদ্আতই হল পথভ্রষ্টতা। এর পর বলতেন, আমি প্রত্যেক মুমিনের জন্য তার প্রাণ হতে অধিক প্রিয়তর। যে (মৃত) ব্যক্তি মাল-সম্পদ রেখে যায়, তা তার পরিবার-পরিজনদের জন্য। আর যে মৃত ব্যক্তি ঋণ অথবা ছোট ছেলেমেয়ে রেখে যায়, তাদের দায়িত্ব আমার উপর।

١٨٧٩- وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ حَدَّثَنِىْ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ كَانَتْ خُطْبَةُ النَّبِىِّ ﷺ يَوْمَ الْجُمُعَةِ يَحْمَدُ اللّٰهَ وَيُثْنِىْ عَلَيْهِ ثُمَّ يَقُوْلُ عَلٰى اِثْرِ ذَالِكَ وَقَدْ عَلاَ صَوْتُهُ ثُمَّ سَاقَ الْحَدِيْثَ بِمِثْلِهٖ.

১৮৭৯. আব্দ ইব্ন হুমায়দ (র)...... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) বলেন, নবী ﷺ জুমুআর দিন খুতবা দিতেন। প্রথমে আল্লাহর হামদ ও সানা বর্ণনা করতেন। তারপর বক্তব্য রাখতেন। ঐ সময় তাঁর কণ্ঠস্বর উঁচু হয়ে যেত। অতঃপর অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

١٨٨٠- وَحَدَّثَنَا اَبُوْبَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَخْطُبُ النَّاسَ يَحْمَدُ اللّٰهَ وَيُثْنِىْ عَلَيْهِ بِمَا هُوَ اَهْلُهٗ ثُمَّ يَقُوْلُ مَنْ يَهْدِهِ اللّٰهُ فَلاَمُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَهَادِىَ لَهٗ وَخَيْرُ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللّٰهِ ثُمَّ سَاقَ الْحَدِيْثَ بِمِثْلِ حَدِيْثِ الثَّقَفِىِّ.

১৮৮০. আবূ বাক্র ইব্ন আবূ শায়বা (রা)...... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ লোকদের উদ্দেশ্যে খুতবা দিতেন। এতে তিনি আল্লাহ্ পাকের যথাযোগ্য হামদ ও সানা বর্ণনা করতেন এবং বলতেন, যাকে আল্লাহ্ পাক হিদায়াত করেন তাকে কেউ বিপথগামী করতে পারবে না এবং তিনি যাকে হিদায়াত না করবেন তাকে কেউ হিদায়াত করতে পারবে না। সর্বোৎকৃষ্ট কিতাব হল আল্লাহর কিতাব। এরপর সাকাফীর হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

١٨٨١- وَحَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى كِلاَ هُمَا عَنْ عَبْدِ الاَعْلٰى قَالَ ابْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنِى عَبْدُ الْاَعْلٰى وَهُوَ اَبُوْ هَمَّامٍ قَالَ حَدَّثَنَا دَاؤُدُ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ سَعِيْدِبْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ ضِمَادًا قَدِمَ مَكَّةَ وَكَانَ مِنْ اَزْدِ شَنُوْءَةَ وَكَانَ يَرْقِى مِنْ هٰذِهِ الرِّيْحِ فَسَمِعَ سُفَهَاءَ مِنْ اَهْلِ مَكَّةَ يَقُوْلُوْنَ اِنَّ مُحَمَّدًا مَجْنُوْنٌ فَقَالَ لَوْ اَنِّى رَأَيْتُ هٰذَا الرَّجُلَ لَعَلَّ اللّٰهَ يَشْفِيْهِ عَلٰى يَدَىَّ قَالَ فَلَقِيَهُ فَقَالَ يَامُحَمَّدُ اِنِّى اَرْقِى مِنْ هٰذِهِ الرِّيْحِ وَاِنَّ اللّٰهَ يَشْفِى عَلٰى يَدَىَّ مَنْ شَاءَ فَهَلْ لَكَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ مَنْ يَهْدِهِ اللّٰهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِىَ لَهُ وَاَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ اَمَّا بَعْدُ قَالَ فَقَالَ اَعِدْ عَلَىَّ كَلِمَاتِكَ هٰؤُلاَءِ فَاَعَادَ هُنَّ عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ قَالَ فَقَالَ لَقَدْ سَمِعْتُ قَوْلَ الْكَهَنَةِ وَقَوْلَ السَّحَرَةِ وَقَوْلَ الشُّعَرَاءِ فَمَا سَمِعْتُ مِثْلَ كَلِمَاتِكَ هٰؤُلاَءِ وَلَقَدْ بَلَغْنَ نَاعُوْسَ الْبَحْرِ قَالَ فَقَالَ هَاتِ يَدَكَ اُبَايِعْكَ عَلَى الاِسْلاَمِ قَالَ فَبَايَعَهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَعَلٰى قَوْمِكَ قَالَ وَعَلٰى قَوْمِى قَالَ فَبَعَثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سَرِيَّةً فَمَرُّوْا بِقَوْمِهِ فَقَالَ صَاحِبُ السَرِيَّةِ الْجَيْشِ هَلْ اَصَبْتُمْ مِنْ هٰؤُلاَءِ شَيْئًا فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ اَصَبْتُ مِنْهُمْ مِطْهَرَةً فَقَالَ رُدُّوْهَا فَاِنَّ هٰؤُلاَءِ قَوْمُ ضِمَادٍ.

১৮৮১. ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম ও মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না (র)...... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, যিমাদ (রা) মক্কায় আগমন করলেন। তিনি ছিলেন আয্‌দ শানুয়া গোত্রের লোক। তিনি বাতাস লাগার ঝাঁড় ফুঁক করতেন। তিনি মক্কার কতিপয় নির্বোধ লোককে বলাবলি করতে শুনলেন যে, মুহাম্মদ ﷺ উম্মাদ। যিমাদ বললেন, আমি যদি এ লোকটিকে দেখতাম, হয়ত আমার হাতে আল্লাহ্ তাঁকে শেফা দিতেন। রাবী বলেন, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাথে সাক্ষাত করলেন এবং বললেন, হে মুহাম্মদ! আমি ঐ সব ব্যাধির ঝাড় ফুঁক করে থাকি আর আল্লাহ আমার হাতে যাকে ইচ্ছা শেফা দান করেন। আপনি কি ঝাড়-ফুঁক করতে ইচ্ছুক? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, "সকল হামদ ও প্রশংসা আল্লাহরই জন্য, আমি তাঁরই হামদ বর্ণনা করছি, তাঁরই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করছি। আল্লাহ যাকে হিদায়াত দেন কেউ তাকে গুমরাহ করতে পারে না। আর যাকে তিনি পথভ্রষ্ট করেন তাকে কেউ হিদায়াত করতে পারে না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নেই। তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নেই এবং নিশ্চয়ই মুহাম্মদ ﷺ তাঁর বান্দা ও তাঁরই রাসূল। অতঃপর বক্তব্য এই যে,... রাবী বলেন, তিনি (যিমাদ) বললেন, আপনার কথাগুলো পুনরাবৃত্তি করুন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তিনবার পুনরাবৃত্তি করলেন। রাবী বলেন, যিমাদ (র) বললেন, অনেক গণক, যাদুকর ও কবির কথাবার্তা শুনেছি, কিন্তু আপনার এ বাক্যগুলোর মত আর শুনি নি। আপনার এ বাক্যগুলো সাগরের গভীরতায় পৌছে গিয়েছে। রাবী বলেন, যিমাদ (রা) বললেন, হাত বাড়িয়ে দিন, আমি আপনার কাছে ইসলামের বায়আত গ্রহণ করব। রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে বায়আত করে নিলেন। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, এ বায়আত কি তোমর কাওমের পক্ষ হতেও? তিনি বললেন, হ্যাঁ,

আমার কাওমের পক্ষ হতেও। রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একটি ছোট সেনাদল প্রেরণ করলেন। তারা যিমাদ (রা)-এর গোত্রের নিকট দিয়ে অতিক্রম করল। সেনা প্রধান তার সৈন্যদের জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি এদের নিকট থেকে কোন জিনিস গ্রহণ করেছ? তাদের মধ্যে থেকে এক ব্যক্তি বলল, আমি একটি পানির (উযূর) পাত্র নিয়েছি। সেনানায়ক বললেন, তা ফিরিয়ে দাও। এরা যিমাদ (রা)-এর গোত্রের লোক।

١٨٨٢- وَحَدَّثَنِى سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ اَبْجَرَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ وَاصِلِ بْنِ حَيَّانَ قَالَ قَالَ اَبُوْ وَائِلٍ خَطَبَنَا عَمَّارٌ فَاَوْجَزَ وَاَبْلَغَ فَلَمَّا نَزَلَ قُلْنَا يَااَبَا الْيَقْظَانِ لَقَدْ اَبْلَغْتَ وَاَوْجَزْتَ فَلَوْ كُنْتَ تَنَفَّسْتَ فَقَالَ اِنِّى سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ طُوْلَ صَلاَةِ الرَّجُلِ وَقِصَرَ خُطْبَتِهِ مَئِنَّةٌ مِنْ فِقْهِهِ فَاَطِيْلُوا الصَّلاَةَ وَاقْصُرُوا الْخُطْبَةَ وَاِنَّ مِنَ الْبَيَانِ سِحْرًا.

১৮৮২. সুরায়জ ইব্‌ন ইউনুস (রা)...... আবূ ওয়ায়ল (র) বলেন, আম্মার (রা) আমাদের উদ্দেশ্যে সংক্ষিপ্ত ও সারগর্ভ খুতবা প্রদান করলেন। তিনি যখন (মিম্বর হতে) নেমে এলেন, তখন আমরা বললাম, হে আবুল ইয়াকযান! আপনি অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত ও সারগর্ভ খুতবা দিয়েছেন। যদি কিছুটা দীর্ঘ করতেন (তবে আরো ভাল হত)। তিনি (আম্মার) বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, সালাতকে দীর্ঘ ও খুতবাকে সংক্ষিপ্ত করা মানুষের জ্ঞান ও বুদ্ধির পরিচায়ক। সুতরাং সালাতকে দীর্ঘ ও খুতবাকে সংক্ষিপ্ত কর। কোন কোন বয়ান অনেক সময় যাদুর ন্যায় হয়ে থাকে।

١٨٨٣- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ رُفَيْعٍ عَنْ تَمِيْمِ بْنِ طَرَفَةَ عَنْ عَدِىِّ بْنِ حَاتِمٍ اَنَّ رَجُلاً خَطَبَ عِنْدَ النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ مَنْ يُطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ فَقَدْ رَشَدَ وَمَنْ يَعْصِهِمَا فَقَدْ غَوٰى فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِئْسَ الْخَطِيْبُ اَنْتَ قُلْ وَمَنْ يَعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ فَقَدْ غَوٰى.

১৮৮৩. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা ও মুহাম্মদ ইব্‌ন 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন নুমায়র (র)...... আদী ইব্‌ন হাতিম (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি নবী ﷺ-এর সম্মুখে খুতবা প্রদান করল। সে তার খুতবায় বলল, যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করল, সে সঠিক পথের অনুগামী হল, আর যে ব্যক্তি উভয়ের নাফরমানী করল সে পথভ্রষ্ট হল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তুমি অতি মন্দ বক্তা। তুমি এরূপ বল-"যে ব্যক্তি আল্লাহর নাফরমানী করল এবং তাঁর রাসূলের নাফরমানী করল।" ইব্‌ন নুমায়র বলেন, সে পথভ্রষ্ট হবে।

١٨٨٤- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَاَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ وَاِسْحٰقُ الْحَنْظَلِىُّ جَمِيْعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو سَمِعَ عَطَاءً يُخْبِرُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلٰى عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ سَمِعَ النَّبِىَّ ﷺ يَقْرَأُ عَلَى الْمِنْبَرِ وَنَادَوْا يَامَالِكُ.

১৮৮৪. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ, আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা ও ইসহাক হানযালী (র)...... সাফওআন ইব্‌ন ইয়ালা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী ﷺ-কে মিম্বরের উপর থেকে পড়তে শুনেছেন : "তারা চীৎকার করে বলবে, হে মালিক" (সূরা যুখরুফ : ৭৭)।

١٨٨٥- وَحَدَّثَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِىُّ قَالَ اَخْبَرَنَا يَحْيٰى بْنُ حَسَّانَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ عَنْ يَحْيٰى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اُخْتٍ لِعَمْرَةَ قَالَتْ اَخَذْتُ "قٓ وَالْقُرْاٰنِ الْمَجِيْدِ" مِنْ فِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَهُوَ يَقْرَأُ بِهَا عَلَى الْمِنْبَرِ فِىْ كُلِّ جُمُعَةٍ.

১৮৮৫.'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন 'আবদুর রহমান দারিমী (র)...... 'আমরা বিনত 'আবদুর রহমান (রা) তার জনৈকা বোন থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি "কাফ ওয়াল কুরআনিল মাজীদ" সূরাটি জুমুআর দিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর মুখ থেকে শুনে শুনে মুখস্থ করেছি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ প্রত্যেক জুমু'আয় এ সূরাটি মিম্বর থেকে পাঠ করতেন।

١٨٨٦- وَحَدَّثَنِيْهِ اَبُو الطَّاهِرِ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يَحْيٰى بْنِ اَيُّوْبَ عَنْ يَحْيٰى ابْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ اُخْتٍ لِعَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ كَانَتْ اَكْبَرَ مِنْهَا بِمِثْلِ حَدِيْثِ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلاَلٍ.

১৮৮৬. আবূ তাহির (র)...... আমরা (রা) তাঁর বড় বোন বিন্‌ত আবদুর রহমান (রা) থেকে সুলায়মান ইব্‌ন বিলালের হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

١٨٨٧- وَحَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ خُبَيْبٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُحَمَّدِبْنِ مَعْنٍ عَنْ بِنْتٍ لِحَارِثَةَ بْنِ النُّعْمَانِ قَالَتْ مَا حَفِظْتُ قٓ اِلاَّ مِنْ فِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَخْطُبُ بِهَا كُلَّ جُمُعَةٍ قَالَتْ وَكَانَ تَنُّوْرُنَا وَتَنُّوْرُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَاحِدًا.

১৮৮৭. মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশশার (র)...... হারিস ইব্‌ন নুমান (রা)-এর জনৈকা কন্যা থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি 'কাফ' সূরাটি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর মুখ থেকে শুনে কণ্ঠস্থ করেছি। তিনি প্রতি শুক্রবার ঐ সূরাটি খুতবায় পাঠ করতেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর, চুলা ও আমাদের চুলা অভিন্ন ছিল।

١٨٨٨- وَحَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحٰقَ قَالَ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِىْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ الاَنْصَارِىُّ عَنْ يَحْيٰى بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَعْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ اُمِّ هِشَامٍ بِنْتِ حَارِثَةَ بْنِ النُّعْمَانِ قَالَتْ لَقَدْكَانَ تَنُّوْرُنَا وَتَنُّوْرُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَاحِدًا سَنَتَيْنِ اَوْسَنَةً وَبَعْضَ سَنَةٍ وَمَا اَخَذْتُ

"قٓ وَالْقُرْاٰنِ الْمَجِيْدِ" اِلاَّ عَنْ لِسَانِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَقْرَأُهَا كُلَّ يَوْمِ جُمُعَةٍ عَلَى الْمِنْبَرِ اِذَا خَطَبَ النَّاسَ.

১৮৮৮. আমরুন্ নাকিদ (র)...... উম্মে হিশাম বিনত হারিসা ইব্ন নুমান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের ও রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর চুলা দু-কিংবা দেড় বছর অভিন্ন ছিল। আমি 'কাফ ওয়াল কুরআনিল মাজীদ' সূরাটি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর মুখ থেকে শুনেই মুখস্থ করেছি। তিনি প্রতি শুক্রবার মিম্বরে থেকে লোকদের খুতবা প্রদানকালে এ সূরা পাঠ করতেন।

١٨٨٩– وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِبْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اِدْرِيْسَ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ رُؤَيْبَةَ قَالَ رَأٰى بِشْرَبْنَ مَرْوَانَ عَلَى الْمِنْبَرِ رَافِعًا يَدَيْهِ فَقَالَ قَبَّحَ اللّٰهُ هَاتَيْنِ الْيَدَيْنِ لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَايَزِيْدُ عَلٰى اَنْ يَقُوْلَ بِيَدِهِ هٰكَذَا وَاَشَارَ بِاِصْبَعِهِ الْمُسَبِّحَةَ.

১৮৮৯. আবূ বাক্র ইব্ন আবূ শায়বা (র)...... হুসায়ন (র) থেকে বর্ণিত যে, উমারা ইব্ন রুয়ায়বা (রা) বিশ্র ইব্ন মারওয়ানকে মিম্বরে দাঁড়িয়ে উভয় হাত উঠাতে দেখলেন। তিনি বললেন, আল্লাহ হাত দু'টিকে ধ্বংস করে দিন। আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে অঙ্গুলি দ্বারা ইশারা করা ব্যতীত অন্য কিছু করতে দেখিনি। রাবী শাহাদাত অঙ্গুলির প্রতি ইশারা করলেন।

١٨٩٠– وَحَدَّثَنَاهُ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ رَأَيْتُ بِشْرَبْنَ مَرْوَانَ يَوْمَ جُمُعَةٍ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فَقَالَ عُمَارَةُ بْنُ رُؤَيْبَةَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ.

১৮৯০. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র)...... হুসায়ন ইব্ন আবদুর রহমান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বিশ্র ইব্ন মারওয়ানকে জুমুআর দিনে উভয় হাত তুলতে দেখেছি। তখন উমারা ইব্ন রুয়ায়বা (রা) বললেন, অতঃপর উপরোক্তরূপ বর্ণনা করেন।

٩– بَابُ التَّحِيَّةُ وَالْاِمَامُ يَخْطُبُ

৯. পরিচ্ছেদ : ইমামের খুতবাকালে তাহিয়্যাতুল-মাসজিদ আদায় করা

١٨٩١– وَحَدَّثَنَا اَبُو الرَّبِيْعِ الزَّهْرَانِىُّ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ بَيْنَا النَّبِىُّ ﷺ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ اِذْجَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ النَّبِىُّ ﷺ أَصَلَّيْتَ يَافُلاَنُ قَالَ لاَ قَالَ قُمْ فَارْكَعْ

১৮৯১. আবুর রাবী' যাহরানী ও কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র)....... জাবির ইব্ন 'আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার নবী ﷺ জুমু'আর খুতবা দিচ্ছিলেন। তখন এক ব্যক্তি এল। নবী ﷺ তাকে বললেন, হে অমুক! তুমি সালাত আদায় করেছ কি ? সে বলল, না। তিনি বললেন, দাঁড়াও, সালাত আদায় করে নাও।

١٨٩٢- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَيَعْقُوْبُ الدَّوْرَقِىُّ عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ عَنْ اَيُّوْبُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ جَابِرٍ عَنِ وَالنَّبِىِّ ﷺ كَمَا قَالَ حَمَّادٌ وَلَمْ يَذْكُرِ الرَّكْعَتَيْنِ.

১৮৯২. আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা ও ইয়াকূব দাওরাকী (র)...... জাবির (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন। যেমন হাম্মাদ (র) বর্ণনা করেছেন কিন্তু তিনি দু রাক'আত সালাতের কথা উল্লেখ করেননি।

١٨٩٣- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَاِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا وَقَالَ اِسْحٰقُ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ دَخَلَ رَجُلُ الْمَسْجِدَ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ أَصَلَّيْتَ قَالَ لاَ قَالَ قُمْ فَصَلِّ الرَّكْعَتَيْنِ وَفِىْ رِوَايَةِ قُتَيْبَةَ قَالَ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ.

১৮৯৩. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ ও ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র)...... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) বলেন, জনৈক ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করল, তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জুমু'আর দিন খুতবা দিচ্ছিলেন। তিনি বললেন, তুমি সালাত আদায় করেছ কি? সে বলল না। তিনি বললেন, দাঁড়াও, দু' রাকআত সালাত আদায় করে নাও। আর কুতায়বার বর্ণনা হল, তিনি বললেন, দু' রাক'আত সালাত আদায় করে নাও।

١٨٩٤- وَحَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ اَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ جَاءَ رَجُلٌ وَالنَّبِىُّ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ يَخْطُبُ فَقَالَ لَهُ أَرَكَعْتَ رَكْعَتَيْنِ قَالَ لاَ فَقَالَ ارْكَعْ.

১৮৯৪. মুহাম্মদ ইব্‌ন রাফি' ও আবদ্ ইব্‌ন হুমায়দ (র)...... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) বলেন, জনৈক ব্যক্তি মসজিদে এল। নবী ﷺ জুমু'আর দিন মিম্বরের উপর থেকে খুতবা দিচ্ছিলেন। তখন তিনি বললেন, তুমি কি দু' রাক'আত সালাত আদায় করেছ? সে বলল, না। তিনি বললেন, তুমি দু' রাক'আত সালাত আদায় করে নাও।

١٨٩٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرٍو قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَبْنَ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ خَطَبَ فَقَالَ اِذَا جَاءَ اَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَقَدْ خَرَجَ الْاِمَامُ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ.

১৮৯৫. মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশশার (র)...... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ খুতবা দিচ্ছিলেন। তিনি বললেন, জুমু'আর দিন তোমাদের কেউ যখন (মসজিদ) আসে আর তখন ইমাম (হুজ্‌রা থেকে) বের হয়ে থাকেন, তবে সে দু' রাকআত সালাত আদায় করে নেবে।

١٨٩٦- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالَ اَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ اَنَّهُ قَالَ جَاءَ سُلَيْكُ الْغَطَفَانِىُّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَاعِدٌ

عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَعَدَ سُلَيْكٌ قَبْلَ اَنْ يُصَلِّىَ فَقَالَ لَهُ النَّبِىُّ ﷺ اَرَكَعْتَ رَكْعَتَيْنِ قَالَ لاَ قَالَ قُمْ فَارْكَعْهُمَا.

১৮৯৬. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ ও মুহাম্মদ ইব্‌ন রূম্‌হ্ (র)...... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সুলায়ক গাতফানী (রা) শুক্রবার দিনে (মসজিদে) এলেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মিম্বরের উপরে বসা ছিলেন। সুলায়ক (রা) সালাত আদায় না করে বসে পড়লেন। নবী ﷺ তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি দু' রাক'আত সালাত আদায় করেছ? তিনি বললেন, না। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তুমি দাঁড়াও, দু' রাক'আত সালাত আদায় করে নাও।

١٨٩٧- وَحَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَعَلِىُّ بْنُ خَشْرَمٍ كِلاَهُمَا عَنْ عِيْسَى بْنِ يُوْنُسَ قَالَ ابْنُ خَشْرَمٍ اَخْبَرَنَا عِيْسَى عَنِ الاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ سُفْيَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ جَاءَ سُلَيْكُ الْغَطَفَانِىُّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَخْطُبُ فَجَلَسَ فَقَالَ لَه يَاسُلَيْكُ قُمْ فَارْكَعْ رَكْعَتَيْنِ وَتَجَوَّزْ فِيْهِمَا ثُمَّ قَالَ اِذَا جَاءَ اَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالاِمَامُ يَخْطُبُ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ وَلْيَتَجَوَّزْ فِيْهِمَا.

১৮৯৭. ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম ও আলী ইব্‌ন খাশরাম (র)...... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সুলায়ক গাতফানী (রা) জুমুআর দিনে এলেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ খুতবা দিচ্ছিলেন। সুলায়ক (রা) বসে পড়লেন। নবী ﷺ বললেন, হে সুলায়ক! তুমি দাঁড়িয়ে সংক্ষেপে দু'রাকআত সালাত আদায় করে নাও। তারপর বললেন, জুমু'আর দিন তোমাদের কেউ যখন মসজিদে আসে, ইমাম তখন খুতবারত থাকলে সে সংক্ষিপ্ত আকারে দু' রাকআত সালাত আদায় করে নেবে।

١٨٩٨- وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوْخَ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيْرَةِ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ هِلاَلٍ قَالَ قَالَ اَبُوْ رِفَاعَةَ انْتَهَيْتُ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ وَهُوَ يَخْطُبُ قَالَ فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ رَجُلٌ غَرِيْبٌ جَاءَ يَسْأَلُ عَنْ دِيْنِهٖ لاَيَدْرِىْ مَادِيْنُهٗ قَالَ فَاَقْبَلَ عَلَىَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَتَرَكَ خُطْبَتَهٗ حَتّٰى انْتَهٰى اِلَىَّ فَاُتِىَ بِكُرْسِىٍّ حَسِبْتُ قَوَائِمَهٗ حَدِيْدًا قَالَ فَقَعَدَ عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَجَعَلَ يُعَلِّمُنِىْ مِمَّا عَلَّمَهُ اللّٰهُ ثُمَّ اَتٰى خُطْبَتَهٗ فَاَتَمَّ اٰخِرَهَا.

১৮৯৮. শায়বান ইব্‌ন ফাররুখ (র)...... আবূ রিফাআ (রা) বলেন, আমি নবী ﷺ-এর নিকট পৌছলাম, তখন তিনি খুৎবা দিচ্ছিলেন। আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! একজন মুসাফির এসেছে, সে দীন সম্পর্কে জানতে চায়। রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন খুতবা বন্ধ করে আমার দিকে অগ্রসর হলেন এবং আমার নিকট এসে পৌঁছলেন। অতঃপর একটি কুরসী আনা হল, আমার ধারণা এর পায়াগুলো ছিল লোহার। রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার উপর বসলেন এবং আল্লাহ তাকে যা শিক্ষা দিয়েছেন তা থেকে তিনি আমাকেও শিখালেন। এরপর তিনি পুনরায় খুতবা দিতে লাগলেন এবং খুতবা শেষ করলেন।

١٠-بَابُ مَا يُقْرَأُ فِى صَلاَةِ الْجُمُعَةِ

১০. পরিচ্ছেদ : জুমু'আর সালাতে যা পড়া হবে

١٨٩٩- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ وَهُوَ ابْنُ بِلاَلٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ ابْنِ أَبِى رَافِعٍ قَالَ اسْتَخْلَفَ مَرْوَانُ أَبَا هُرَيْرَةَ عَلَى الْمَدِيْنَةِ وَخَرَجَ إِلَى مَكَّةَ فَصَلَّى لَنَا أَبُوْ هُرَيْرَةَ الْجُمُعَةَ فَقَرَأَ بَعْدَ سُوْرَةِ الْجُمُعَةِ فِى الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ "إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُوْنَ" قَالَ فَأَدْرَكْتُ أَبَاهُرَيْرَةَ حِيْنَ انْصَرَفَ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّكَ قَرَأْتَ بِسُوْرَتَيْنِ كَانَ عَلِىُّ بْنُ أَبِى طَالِبٍ يَقْرَأُ بِهِمَا بِالْكُوْفَةِ فَقَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ إِنِّى سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقْرَأُ بِهِمَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ.

১৮৯৯. আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসলামা ইব্ন কা'নাব (র)...... ইব্ন আবূ রাফি (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মারওয়ান আবূ হুরায়রা (রা)-কে মদীনায় তাঁর স্থলাভিষিক্ত করে মক্কায় চলে গেলেন। আবূ হুরায়রা (রা) আমাদের নিয়ে জুমুআর দিন সালাত আদায় করলেন। তিনি সূরা জুমু'আর পর দ্বিতীয় রাক'আত সূরা মুনাফিকুন পড়লেন। রাবী বলে, আবূ হুরায়রা যখন চলে যাচ্ছিলেন তখন আমি তাঁকে ধরলাম। তারপর তাঁকে বললাম, আপনি এমন দুটি সূরা পাঠ করলেন যে দু'টি সূরা আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা) কূফায় পাঠ করতেন। আবূ হুরায়রা (রা) বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে এ সূরা দু'টি জুমু'আর দিন পাঠ করতে শুনেছি।

١٩٠٠- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَأَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ قَالاَ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ يَعْنِى الدَّرَاوَرْدِىَّ كِلاَهُمَا عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِى رَافِعٍ قَالَ اسْتَخْلَفَ مَرْوَانُ أَبَاهُرَيْرَةَ بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّ فِى رِوَايَةِ حَاتِمٍ فَقَرَأَ بِسُوْرَةِ الْجُمُعَةِ فِى السَّجْدَةِ الْأُوْلَى وَفِى الْآخِرَةِ إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُوْنَ وَرِوَايَةُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ مِثْلُ حَدِيْثِ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلاَلٍ.

১৯০০. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ ও আবূ বাক্র ইব্ন আবূ শায়বা (র)...... উবায়দুল্লাহ ইব্ন আবূ রাফি (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মারওয়ান আবূ হুরায়রা (রা)-কে তার স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করলেন। অতঃপর উপরোক্ত হাদীসে অনুরূপ । তবে কুতায়বার উসতাদ হাতিমের বর্ণনায় রয়েছে যে, তিনি সূরা জুমু'আ পাঠ করলেন প্রথম রাক'আতে এবং দ্বিতীয় রাকআতে পাঠ করলেন 'ইয়া জাআকাল মুনাফিকূন। কুতায়বার অপর উস্তাদ আবদুল আযীযের রিওয়ায়াতে সুলায়মান ইব্ন বিলালের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

١٩٠١- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَإِسْحٰقُ جَمِيْعًا عَنْ جَرِيْرٍ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا جَرِيْرٌ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ سَالِمٍ مَوْلَى النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَقْرَأُ فِى الْعِيْدَيْنِ وَفِى الْجُمُعَةِ

"بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الاَعْلٰى" وَهَلْ اَتَاكَ حَدِيْثُ الْغَاشِيَةِ" قَالَ وَاِذَا اَجْتَمَعَ الْعِيْدُ وَالْجُمُعَةُ فِى يَوْمٍ وَاحِدٍ يَقْرَأُ بِهِمَا اَيْضًا فِى الصَّلاَتَيْنِ.

১৯০১. ইয়াহ্‌য়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌য়া, আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা ও ইসহাক (র)...... নুমান ইব্‌ন বাশীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উভয় ঈদে এবং জুমুআর সালাতে سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الاَعْلٰى ও هَلْ اَتَاكَ حَدِيْثُ الْغَاشِيَةِ পাঠ করতেন। রাবী রাবী বলেন, ঈদ ও জুমু'আ একই দিনে হয়ে পড়লে তিনি উক্ত সূরা দু'টি উভয় সালাতে পাঠ করতেন।

١٩٠٢- وَحَدَّثَنَاهُ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ بِهٰذَا الاِسْنَادِ.

১৯০২. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র)...... ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন মুন্‌তাশির (র) থেকে উক্ত সনদে হাদীসটির অনুরূপ বর্ণিত।

١٩٠٣- وَحَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كَتَبَ الضَّحَّاكُ بْنُ قَيْسٍ اِلَى النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ يَسْأَلُهُ اَىَّ شَىْءٍ قَرَأَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ الْجُمُعَةِ سِوَى الْجُمُعَةِ فَقَالَ كَانَ يَقْرَأُ هَلْ اَتَاكَ.

১৯০৩. আমরুন্ নাকিদ (র)...... উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন 'আবদুল্লাহ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যাহ্‌হাক ইব্‌ন কায়স (র) নু'মান ইব্‌ন বাশীর (রা)-এর নিকট পত্র মারফত জানতে চাইলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জুমুআর দিনে সূরা জুমু'আ ব্যতীত অন্য কোন সূরা পাঠ করতেন? তিনি উত্তরে বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ هَلْ اَتَاكَ পাঠ করতেন।

١٩٠٤- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُخَوَّلِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ مُسْلِمِ الْبَطِيْنِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِى صَلاَةِ الْفَجْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ "الٓمٓ تَنْزِيْلُ السَّجْدَةِ وَهَلْ اَتٰى عَلَى الْاِنْسَانِ حِيْنٌ مِّنَ الدَّهْرِ" وَاَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِى صَلاَةِ الْجُمُعَةِ سُوْرَةَ الْجُمُعَةِ وَالْمُنَافِقِيْنَ.

১৯০৪. আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)...... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ জুমুআর দিন ফজরের সালাতে সূরা الٓمٓ تَنْزِيْلُ السَّجْدَةَ এবং هَلْ اَتٰى عَلَى الاِنْسَانِ পাঠ করতেন এবং জুমুআর সালাতে সূরা জুমু'আ ও সূরা মুনাফিকূন পাঠ করতেন।

١٩٠٥- وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ قَالَ وَحَدَّثَنَا وَكِيْعٌ كِلاَهُمَا عَنْ سُفْيَانَ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ مِثْلَهُ.

১৯০৫. ইব্‌ন নুমায়র ও আবূ কুরায়ব (রা)...... সুফিয়ান (র) হতে উক্ত সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

١٩٠٦- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُخَوَّلٍ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ مِثْلَهُ فِى الصَّلَاتَيْنِ كِلْتَيْهِمَا كَمَا قَالَ سُفْيَانُ.

১৯০৬. মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র)...... মুখাওওয়াল (র) থেকে উক্ত সালাতে উভয় সূরা পাঠ করা সম্পর্কে সুফিয়ানের বর্ণনার অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

١٩٠٧- حَدَّثَنَا زُهَيْرُبْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سَعْدِ بْنِ اِبْرَا هِيْمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّه كَانَ يَقْرَأُ فِى الْفَجْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِالَم تَنْزِيْلُ وَهَلْ اَتٰى.

১৯০৭. যুহায়র ইব্‌ন হারব (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ জুমুআর দিনে ফজরে সূরা আলিফ লাম মীম তানযীল, ও হাল আতা' পাঠ করতেন।

١٩٠٨- حَدَّثَنِىْ اَبُو الطَّاهِرِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِى الصُّبْحِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ **بِالَمْ تَنْزِيْلُ** فِى الرَّكْعَةِ الْاُوْلٰى وَفِى الثَّانِيَةِ **هَلْ اَتٰى عَلَى الْاِنْسَانِ حِيْنٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُوْرًا**.

১৯০৮. আবূ তাহির (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ জুমু'আর দিন ফজরের প্রথম রাক'আতে 'আলিফ লাম মীম তানযীল' ও দ্বিতীয় রাক'আতে 'হাল আতা' পাঠ করতেন।

١١- بَابُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ

১১. পরিচ্ছেদ : জুমু'আর পরবর্তী (সুন্নাত) সালাত

١٩٠٩- وَحَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ يَحْيٰى اَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا صَلّٰى اَحَدُ كُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا اَرْبَعًا.

১৯০৯. ইয়াহ্‌য়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌য়া (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, তোমাদের কেউ জুমু'আর সালাত আদায় করলে তারপর চার রাক'আত সালাত আদায় করবে।

١٩١٠- وَحَدَّثَنَا اَبُوْبَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اِدْرِيْسَ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا صَلَّيْتُمْ بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَصَلُّوْا اَرْبَعًا زَادَ عَمْرٌو فِىْ رِوَايَتِهِ قَالَ ابْنُ اَدْرِيْسَ قَالَ سُهَيْلٌ فَاِنْ عَجَلَ بِكَ شَىْءٌ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ فِى الْمَسْجِدِ وَرَكْعَتَيْنِ اِذَا رَجَعْتَ.

১৯১০. আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা ও আমরুন নাকিদ (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, তোমরা জুমু'আর পর সালাত আদায় করলে চার রাকআত আদায় করবে। 'আম্‌র-এর বর্ণনায় অতিরিক্ত রয়েছে যে, ইব্‌ন ইদ্রীস বলেন, সুহায়ল (র) বলেছেন, যদি তোমার তাড়াহুড়া থাকে তবে মসজিদে দু' রাক'আত ও বাড়িতে গিয়ে দু'রাকআত পড়ে নিও।

١٩١١- وَحَدَّثَنِى زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرُ ح وَحَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ وَاَبُوْ كُرَيْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيْعُ عَنْ سُفْيَانَ كِلاَهُمَا عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُصَلِّيًا بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ اَرْبَعًا (وَلَيْسَ فِى حَدِيْثِ جَرِيرٍ مِنْكُمْ).

১৯১১. যুহায়র ইব্‌ন হারব, আমরুন নাকিদ ও আবূ কুরায়ব (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, তোমাদের মধ্যে যে কেউ জুমুআর পর সালাত আদায় করতে চায়, সে যেন চার রাক'আত আদায় করে। তবে জারীর (র)-এর হাদীসে "তোমাদের মধ্যে" বাক্যটি নাই।

١٩١٢- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالاَ اَخْبَرَنَا اللَّيْثُ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّهُ كَانَ اِذَا صَلَّى الْجُمُعَةَ انْصَرَفَ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ فِى بَيْتِهِ ثُمَّ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَصْنَعُ ذَالِكَ.

১৯১২. ইয়াহ্‌য়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌য়া, মুহাম্মদ ইব্‌ন রুমহ্ ও কুতায়বা (র)...... আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি জুমু'আর সালাত শেষে চলে যেতেন এবং ঘরে গিয়ে দু' রাকআত পড়ে নিতেন। এরপর তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-ও এরূপ করতেন।

١٩١٣- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّهُ وَصَفَ تَطَوُّعَ صَلاَةِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ فَكَانَ لاَيُصَلِّىْ بَعْدَ الْجُمُعَةِ حَتَّى يَنْصَرِفَ فَيُصَلِّىْ رَكْعَتَيْنِ فِىْ بَيْتِهِ قَالَ يَحْيَى اَظُنُّنِىْ قَرَأْتُ فَيُصَلِّىْ اَوْ اَلْبَتَّةَ.

১৯১৩. ইয়াহ্‌য়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌য়া (র)...... নাফি' (র) থেকে বর্ণিত যে, 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা) নবী ﷺ-এর নফল সালাতের বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, জুমুআর পর তিনি কোন সালাত আদায় করতেন না। তবে বাড়িতে ফিরে দুই রাকআত সালাত আদায় করতেন। ইয়াহ্‌য়া (র) বলেন, আমার মনে হয়, আমি মালিকের কাছে পড়েছিলাম, তিনি সালাত আদায় করতেন অথবা এ ব্যাপারে আমি নিশ্চিত।

١٩١٤- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ زُهَيْرُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّىْ بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ.

১৯১৪. আবূ বাকর ইব্ন আবূ শায়বা, যুহায়র ইব্ন হারব ও ইব্ন নুমায়র (র)...... আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ জুমু'আর পর দু' রাক'আত সালাত আদায় করতেন।

١٩١٥- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِبْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ عُمَرُ ابْنُ عَطَاءِبْنِ اَبِى الْخُوَارِ اَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ اَرْسَلَهُ اِلَى السَّائِبِ اَبْنَ اُخْتِ نَمِرٍ يَسْأَلُهُ عَنْ شَيْءٍ رَاٰهُ مِنْهُ مُعَاوِيَةُ فِى الصَّلَاةِ فَقَالَ نَعَمْ صَلَّيْتُ مَعَهُ الْجُمُعَةَ فِى الْمَقْصُوْرَةِ فَلَمَّا سَلَّمَ الْاِمَامُ قُمْتُ فِيْ مَقَامِيْ فَصَلَّيْتُ فَلَمَّا دَخَلَ اَرْسَلَ اِلَيَّ فَقَالَ لَاتَعُدْ لِمَا فَعَلْتَ اِذَا صَلَّيْتَ الْجُمُعَةَ فَلَا تَصِلْهَا بِصَلَاةٍ حَتّٰى تَكَلَّمَ اَوْتَخْرُجَ فَاِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَمَرَنَا بِذَالِكَ اَنْ لَاتُوْصَلَ صَلَاةٌ بِصَلَاةٍ حَتّٰى نَتَكَلَّمَ اَوْنَخْرُجَ.

১৯১৫. আবূ বাক্র ইব্ন আবূ শায়বা (র)...... 'উমর ইব্ন 'আতা ইব্ন আবুল খুওয়ার (র) থেকে বর্ণিত। নাফি' ইব্ন জুবায়র (র) তাকে সাইব ইব্ন উখতে নামির (র)-এর নিকট প্রেরণ করলেন-একটি বিষয়ে প্রশ্ন করতে যা সালাত আদায় করার সময় মু'আবিয়া (রা) তার নিকট থেকে লক্ষ্য করেছিলেন। তিনি বললেন, হ্যাঁ। আমি তার সঙ্গে মাকসূরায়[১] জুমু'আ আদায় করেছি। যখন ইমাম সালাম ফেরালেন, আমি নিজ অবস্থানে দাঁড়িয়ে সালাত পড়ে নিলাম। যখন তিনি (মু'আবিয়া) প্রবেশ করলেন তখন আমাকে ডেকে আনলেন এবং বললেন, তুমি আর এরূপ করো না। যখন তুমি জুমু'আর সালাত আদায় কর, তখন অন্য কোন সালাত আদায় করো না, যে পর্যন্ত কথাবার্তা না বল অথবা বেরিয়ে না যাও। কেননা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদেরকে এরূপ নির্দেশ দিয়েছেন যে, আমরা যেন এ সালাতকে অন্য সালাতের সাথে মিলিয়ে না ফেলি, যতক্ষণ কথা না বলি অথবা বেরিয়ে না যাই।

١٩١٦- وَحَدَّثَنَا هٰرُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِيْ عُمَرُ بْنُ عَطَاءٍ اَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ اَرْسَلَهُ اِلَى السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدَ ابْنِ اُخْتِ نَمِرٍ وَسَاقَ الْحَدِيْثَ بِمِثْلِهِ غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ فَلَمَّا سَلَّمَ قُمْتُ فِيْ مَقَامِيْ وَلَمْ يَذْكُرِ الْاِمَامَ.

১৯১৬. হারূন ইব্ন 'আবদুল্লাহ্ (র)...... উমর ইব্ন 'আতা (র) থেকে বর্ণিত যে, নাফি' ইব্ন জুবায়র (র) তাকে সাইব ইব্ন ইয়াযীদ ইব্ন উখতে নামিরের নিকট প্রেরণ করলেন। অতঃপর অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করলেন। তবে তিনি বলেন, যখন তিনি সালাম ফিরালেন তখন আমি আমার জায়গায় দাঁড়িয়ে গেলাম। তিনি 'ইমাম' শব্দটি উল্লেখ করেননি।

---

১. বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের নিরাপত্তার জন্য নির্মিত মসজিদের একটি অংশ।

كِتَابُ صَلاَةِ الْعِيْدَيْنِ

অধ্যায় : দুই ঈদের সালাত

١٩١٧- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُبْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ جَمِيْعًا عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ قَالَ ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِى الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ طَاوسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ شَهِدْتُ صَلاَةَ الْفِطْرِ مَعَ نَبِىِّ اللّٰهِ ﷺ وَأَبِى بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ كُلُّهُم يُصَلِّيْهَا قَبْلَ الْخُطْبَةِ ثُمَّ يَخْطُبُ قَالَ فَنَزَلَ نَبِىُّ اللّٰهِ ﷺ كَأَنِّىْ أَنْظُرُ إِلَيْهِ حِيْنَ يُجَلِّسُ الرِّجَالَ بِيَدِهِ ثُمَّ أَقْبَلَ يَشُقُّهُمْ حَتّٰى جَاءَ النِّسَاءَ وَمَعَهُ بِلاَلٌ فَقَالَ **يٰأَيُّهَا النَّبِىُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلٰى أَنْ لاَ يُشْرِكْنَ بِاللّٰهِ شَيْئًا** فَتَلاَ هٰذِهِ الْاٰيَةَ حَتّٰى فَرَغَ مِنْهَا ثُمَّ قَالَ حِيْنَ فَرَغَ مِنْهَا أَنْتُنَّ عَلٰى ذَالِكَ فَقَالَتْ اِمْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ لَمْ يُجِبْهُ غَيْرُهَا مِنْهُنَّ نَعَمْ يَانَبِىَّ اللّٰهِ لاَيُدْرٰى حِيْنَئِذٍ مَنْ هِىَ قَالَ فَتَصَدَّقْنَ فَبَسَطَ بِلاَلٌ ثَوْبَهُ ثُمَّ قَالَ هَلُمَّ فِدًى لَكُنَّ أَبِىْ وَأُمِّىْ فَجَعَلْنَ يُلْقِيْنَ الْفَتَخَ وَالْخَوَاتِمَ فِىْ ثَوْبِ بِلاَلٍ.

১৯১৭. মুহাম্মদ ইব্‌ন রাফি ও 'আব্‌দ ইব্‌ন হুমায়দ (র)...... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ আবূ বকর, উমর ও উসমান (রা)-এর সঙ্গে ঈদুল ফিতরের সালাতে শরীক হয়েছি। তাঁরা সবাই খুতবা প্রদানের পূর্বেই এ সালাত আদায় করতেন। তারপর খুত্‌বা দিতেন। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, আমি যেন এখন দেখছি, নবী ﷺ মিম্বর থেকে অবতরণ করছেন এবং মানুষকে হাতের ইশারায় বসিয়ে দিচ্ছেন এরপর পুরুষদের কাতার ভেদ করে অগ্রসর হলেন এবং মহিলাদর নিকট গিয়ে পৌঁছলেন। তাঁর সাথে ছিলেন বিলাল (রা)। তারপর এ আয়াত পাঠ করলেন "হে নবী! মুমিন নারী যখন তোমার কাছে এসে বায়'আত করে এ মর্মে যে, তারা আল্লাহ্‌র সাথে কোন শরীক স্থির করবে না"। (সূরা মুমতাহিনা ঃ ১২)। সম্পূর্ণ আয়াত পাঠ করার পর তিনি বললেন, তোমরা কি এ আয়াতের শর্তের উপর স্থির আছ? তখন একজন মহিলা উত্তর দিল। এ মহিলা ব্যতীত অন্য কেউ কিছু বলেননি। "হ্যাঁ হে আল্লাহ্‌র নবী"! কিন্তু সে মহিলা কে, তা জানা যায়নি। তিনি বললেন, তোমরা সদকা কর। বিলাল (রা) তার কাপড় বিছিয়ে দিলেন এবং বললেন, এসো, আমার মাতাপিতা তোমাদের জন্য উৎসর্গকৃত। মহিলাগণ তাদের বালা ও আংটি বিলালের কাপড়ে ফেলতে লাগলেন।

١٩١٨- وَحَدَّثَنَا اَبُوْبَكْرِبْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَابْنُ اَبِىْ عُمَرَ قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ قَالَ سَمِعْتُ عَطَاءً قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ اَشْهَدُ عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لَصَلَّى قَبْلَ الْخُطْبَةِ قَالَ ثُمَّ خَطَبَ فَرَأَى اَنَّهُ لَمْ يُسْمِعِ النِّسَاءِ فَاَتَاهُنَّ فَذَكَّرَهُنَّ وَوَعَظَهُنَّ وَاَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ وَبِلاَلٌ قَائِلٌ بِثَوْبِهِ فَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ تُلْقِى الْخَاتَمَ وَالْخُرْصَ وَالشَّىْءَ.

১৯১৮. আবূ বাকর ইব্ন আবূ শায়বা ও ইব্ন আবূ উমর (র)...... ইব্ন 'আব্বাস (রা) বলেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ খুতবার পূর্বে সালাত আদায় করতেন। তারপর খুত্বা দিতেন। একবার তাঁর মনে হল যে, মহিলারা (খুত্বা) শুনতে পায়নি। তাই তিনি তাদের নিকট গেলেন। অতঃপর তাদের উদ্দেশ্যে ওয়ায-নসীহত করলেন এবং সাদকা করতে আদেশ দিলেন। আর বিলাল (রা) তার কাপড় পেতে রাখলেন এবং মহিলাগণ তাতে আংটি, কানের দুল ইত্যাদি অলংকার ফেলতে লাগল।

١٩١٩- وَحَدَّثَنِيْهِ اَبُو الرَّبِيْعِ الزَّهْرَانِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ح وَحَدَّثَنِىْ يَعْقُوْبُ الدَّوْرَقِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ كِلاَهُمَا عَنْ اَيُّوبَ بِهٰذَ الْاِسْنَادِ نَحْوَهُ.

১৯১৯. আবূ রাবী যাহরানী ও ইয়াকূব দাওরাকী (র)...... আয়্যূব (র) থেকে উল্লিখিত সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

١٩٢٠- وَحَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عَطَاءٌ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ سَمِعْتُه يَقُوْلُ اِنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَامَ يَوْمَ الْفِطْرِ فَصَلَّى فَبَدَأَ بِالصَّلاَةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ فَلَمَّا فَرَغَ نَبِىُّ اللّٰهِ ﷺ نَزَلَ وَأَتَى النِّسَاءَ فَذَكَّرَهُنَّ وَهُوَ يَتَوَكَّأُ عَلٰى يَدِ بِلاَلٍ وَبِلاَلٌ بَاسِطٌ ثَوْبَهُ يُلْقِيْنَ النِّسَاءُ صَدَقَةً قُلْتُ لِعَطَاءٍ زَكَاةَ يَوْمِ الْفِطْرِ قَالَ لاَوَلٰكِنْ صَدَقَةً يَتَصَدَّقْنَ بِهَا حِيْنَئِذٍ تُلْقِى الْمَرْأَةُ فَتَخَهَا وَيُلْقِيْنَ وَيُلْقِيْنَ قُلْتُ لِعَطَاءٍ أَحَقًّا عَلَى الْاِمَامِ الْاٰنَ اَنْ يَأْتِىَ النِّسَاءَ حِيْنَ يَفْرُغُ فَيُذَكِّرَ هُنَّ قَالَ اِىْ لَعَمْرِى اِنَّ ذَالِكَ لَحَقٌّ عَلَيْهِمْ وَمَالَهُمْ لاَيَفْعَلُوْنَ ذَالِكَ.

১৯২০. ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম ও মুহাম্মদ ইব্ন রাফি (র)...... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ ঈদুল ফিতরের দিনে প্রথমে খুত্বার পূর্বে সালাত আদায় করলেন। এর পর লোকদের উদ্দেশ্যে খুত্বা দিলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ খুত্বা শেষ করার পর মিম্বর হতে অবতরণ করলেন এবং মহিলাদের নিকট গেলেন এবং তাদেরকে উপদেশ দিলেন। তখন তিনি বিলালের হাতের উপর হেলান দিয়েছিলেন। আর বিলাল (রা) কাপড় পেতে রেখেছিলেন। মহিলারা সাদকা দিচ্ছিল। আমি 'আতাকে জিজ্ঞেস করলাম, এসব কি সাদকায়ে ফিত্র ছিল? তিনি বললেন, না। তবে তারা নফল সাদকা দিচ্ছিল। ঐ সময়ে মহিলাগণ সাদকা করছিল তাদের কানের বালা

এবং অন্যান্য জিনিস। আমি আতাকে বললাম, এখনও কি ইমামের খুতবা শেষ করার পর মহিলাদের নিকট যাওয়া এবং তাদের উপদেশ দেয়া কর্তব্য? তিনি বললেন, হ্যাঁ, আমার জীবনের কসম। এ হল তাদের দায়িত্ব। কিন্তু তাদের কি হয়েছে? তারা কেন তা করেন না?

١٩٢١- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ اَبِىْ سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِبْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ شَهِدْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ الصَّلاَةَ يَوْمَ الْعِيْدِ فَبَدَأَ بِالصَّلاَةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ بِغَيْرِ اَذَانٍ وَلاَ اِقَامَةٍ ثُمَّ قَامَ مُتَوَكِّئًا عَلٰى بِلاَلٍ فَاَمَرَ بِتَقْوَى اللّٰهِ وَحَثَّ عَلٰى طَاعَتِهِ وَوَعَظَ النَّاسَ وَذَكَّرَهُمْ ثُمَّ مَضٰى حَتّٰى اَتَى النِّسَاءَ فَوَعَظَهُنَّ وَذَكَّرَهُنَّ فَقَالَ تَصَدَّقْنَ فَاِنَّ اَكْثَرَكُنَّ حَطَبُ جَهَنَّمَ فَقَامَتِ امْرَأَةٌ مِنْ سِطَةِ النِّسَاءِ سَفْعَاءُ الْخَدَّيْنِ فَقَالَتْ لِمَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ لِاَنَّكُنَّ تُكْثِرْنَ الشَّكَاةَ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيْرَ قَالَ فَجَعَلْنَ يَتَصَدَّقْنَ مِنْ حُلِيِّهِنَّ يُلْقِيْنَ فِىْ ثَوْبِ بِلاَلٍ مِنْ اَقْرِطَتِهِنَّ وَخَوَاتِمِهِنَّ.

১৯২১. মুহাম্মদ ইব্ন নুমায়র (র)...... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-এর সঙ্গে ঈদের দিন সালাতে উপস্থিত ছিলাম। তিনি খুতবার পূর্বে প্রথমে সালাত আরম্ভ করলেন। তাতে আযান ও ইকামত ছিল না। তারপর তিনি বিলালের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়ালেন এবং আল্লাহ্র তাক্ওয়া অবলম্বন করার জন্য আদেশ দিলেন। তাঁর (আল্লাহর) অনুগত্যের প্রতি উৎসাহিত করলেন। লোকদের ওয়ায-নসীহত করলেন। তারপর মহিলদের নিকট গেলেন। তাদের উদ্দেশ্যে ওয়ায-নসীহত করলেন এবং বললেন, সাদকা কর। কেননা তোমাদের অধিকাংশ হবে জাহান্নামের ইন্ধন। মহিলাদের মাঝখান থেকে একজন মহিলা দাঁড়াল, যার উভয় গালে কাল দাগ ছিল। সে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ্ ! তা কেন? তিনি বললেন। তোমরা বেশি অভিযোগ করে থাক। তোমরা উপকারকারীর উপকার অস্বীকার কর। রাবী বলেন, তখন মহিলাগণ তাদের অলংকারাদি সাদকা করতে লাগল। তারা বিলাল (রা)-এর কাপড়ে তাদের আংটি, কানের দুল ইত্যাদি ফেলতে শুরু করল।

١٩٢٢- وَحَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِىْ عَطَاءٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْاَنْصَارِىِّ قَالاَ لَمْ يَكُنْ يُؤَذَّنُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَلاَ يَوْمَ الْاَضْحٰى ثُمَّ سَأَلْتُهُ بَعْدَ حِيْنٍ عَنْ ذَالِكَ فَاَخْبَرَنِىْ قَالَ اَخْبَرَنِىْ جَابِرُبْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْاَنْصَارِىُّ اَنْ لاَ اَذَانَ لِلصَّلاَةِ يَوْمَ الْفِطْرِ حِيْنَ يَخْرُجُ الْاِمَامُ وَلاَبَعْدَ مَايَخْرُجُ وَلاَ اِقَامَةَ وَلاَنِدَاءَ وَلاَ شَىْءَ لاَ نِدَاءَ يَوْمَئِذٍ وَلاَ اِقَامَةَ.

১৯২২. মুহাম্মদ ইব্ন রাফি (র)...... ইব্ন আব্বাস (রা) ও জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তারা বলেন, ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার দিবসে আযান দেয়া হত না। ইব্ন জুরায়জ (র) বলেন, কিছুকাল পর আমি তাকে [আতাকে] এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি আমাকে বললেন যে, জাবির ইব্ন 'আবদুল্লাহ

আনসারী (রা) আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, ঈদুল ফিতরের সালাতের জন্য কোন আযান নেই। ইমাম (হুজ্‌রা থেকে) বের হওয়ার মুহূর্তেও নয়, পরেও নয়। ইকামতও নেই, নেদা-আহ্বান কিছুই নেই। সেদিন আহ্বানও নেই, ইকামতও নেই।

١٩٢٣- وَحَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِى عَطَاءٌ اَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ اَرْسَلَ اِلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ اَوَّلَ مَابُوْيِعَ لَهُ اَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُؤَذَّنُ لِلصَّلَاةِ يَوْمَ الْفِطْرِ فَلَا تُؤَذِّنْ لَهَا قَالَ فَلَمْ يُؤَذِّنْ لَهَا ابْنُ الزُّبَيْرِ يَوْمَهُ وَاَرْسَلَ اِلَيْهِ مَعَ ذَالِكَ اِنَّمَا الْخُطْبَةُ بَعْدَ الصَّلَاةِ وَاِنَّ ذَالِكَ قَدْ كَانَ يُفْعَلُ قَالَ فَصَلَّى ابْنُ الزُّبَيْرِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ.

১৯২৩. মুহাম্মদ ইব্‌ন রাফি (র)...... আতা (র) থেকে বর্ণিত যে, ইব্‌ন যুবায়র (রা)-এর যখন প্রথম বায়আত অনুষ্ঠিত হল, তখন ইব্‌ন আব্বাস (রা) তার নিকট সংবাদ পাঠালেন যে, ঈদুল ফিত্‌রের সালাতের জন্য আযান দেওয়া হত না। অতএব তুমিও আযান দিও না। রাবী বলেন, ইব্‌ন যুবায়র (রা) ঐ দিন ঈদুল ফিত্‌রের সালাতে আযান দেননি তিনি আরও বলে পাঠান যে, খুত্‌বা সালাতের পর। পূর্বে এভাবেই করা হত। রাবী বলেন, ইব্‌ন যুবায়র (রা) খুত্‌বা দেয়ার পূর্বেই সালাত আদায় করে নিলেন।

١٩٢٤- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَحَسَنُ بْنُ الرَّبِيْعِ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَاَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ قَالَ يَحْيَى اَخْبَرَنَا وَقَالَ الْاٰخَرُوْنَ حَدَّثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ جَابِرِبْنِ سَمُرَةَ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ الْعِيْدَيْنِ غَيْرَ مَرَّةٍ وَلَا مَرَّتَيْنِ بِغَيْرِ اَذَانٍ وَلَا اِقَامَةٍ.

১৯২৪. ইয়াহ্‌য়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌য়া, হাসান ইব্‌ন রাবী, কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ ও আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)...... জাবির ইব্‌ন সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একাধিকবার আযান-ইকামত ব্যতীত উভয় ঈদের সালাত রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাথে আদায় করেছি।

١٩٢٥- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِبْنُ اَبِى شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَاَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ وَاَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ كَانُوْا يُصَلُّوْنَ الْعِيْدَيْنِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ.

১৯২৫. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)...... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ, আবূ বাকর ও উমর (রা) খুত্‌বা দেয়ার পূর্বে উভয় ঈদের সালাত আদায় করতেন।

١٩٢٦- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اَيُّوْبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ دَاوٗدَ بْنِ قَيْسٍ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ اَبِى سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَخْرُجُ يَوْمَ الْاَضْحٰى وَيَوْمَ الْفِطْرِ فَيَبْدَأُ بِالصَّلَاةِ فَاِذَا صَلّٰى صَلَاتَهُ وَسَلَّمَ قَامَ فَاَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ وَهُمْ جُلُوْسٌ فِى مُصَلَّاهُمْ فَاِنْ كَانَ لَهُ حَاجَةٌ بِبَعْثٍ ذَكَرَهُ لِلنَّاسِ اَوْكَانَ لَهُ حَاجَةٌ بِغَيْرِ ذَالِكَ

اَمرَهُمْ بِهَا وَكَانَ يَقُوْلُ تَصَدَّقُوْا تَصَدَّقُوْا تَصَدَّقُوْا وَكَانَ اَكْثَرَ مَنْ يَتَصَدَّقُ النِّسَاءُ ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَلَمْ يَزَلْ كَذَالِكَ حَتّٰى كَانَ مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ فَخَرَجْتُ مُخَاصِرًا مَرْوَانَ حَتّٰى اَتَيْنَا الْمُصَلّٰى فَاذَا كَثِيْرُ بْنُ الصَّلْتِ قَدْ بَنٰى مِنْبَرًا مِنْ طِيْنٍ وَلَبِنٍ فَاذَا مَرْوَانُ يُنَازِ عُنِى يَدَه كَأَنَّهُ نَجُوْنِىْ نَحْوَ الْمِنْبَرِ وَاَنَا اَجُرُّهُ نَحْوَ الصَّلاَةِ فَلَمَّا وَاَيْتُ ذَالِكَ مِنْهُ قُلْتُ اَيْنَ الْاِبْتِدَاءُ بِالصَّلاَةِ فَقَالَ لاَ يَا اَبَا سَعِيْدٍ قَدْ تُرِكَ مَا تَعْلَمُ قُلْتُ كَلاَّ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ لاَتَأْتُوْنَ بِخَيْرٍ مِمَّا اَعْلَمُ ثَلاَثَ مِرَارٍ ثُمَّ انْصَرَفَ.

১৯২৬. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আয়্যূব, কুতায়বা ও ইব্ন হুজ্র (র)...... আবূ সাঈদ খুদ্রী (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ঈদুল আযহা ও ঈদুল ফিতরের দিনে বের হতেন এবং সর্বপ্রথম সালাত আদায় করতেন। সালাত আদায় করার পর সালাম ফিরিয়ে সবার দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে যেতেন। তখন সবাই নিজ নিজ সালাতের জায়গায় বসে থাকতেন। যদি কোথাও বাহিনী প্রেরণের প্রয়োজন হত তবে তিনি তা লোকদের নিকট উল্লেখ করতেন। অন্য কোন প্রয়োজন থাকলে তারও নির্দেশ দিতেন। আর তিনি বলতেন, সাদকা কর, সাদকা কর, সাদকা কর। মহিলাগণই বেশি সাদকা দিতেন। তারপর তিনি ফিরতেন, এটাই ছিল নিয়ম। যখন মারওয়ানের যুগ এল, তখন আমি ও মারওয়ান হাত ধরাধরি করে বের হলাম। ঈদগাহে পৌঁছে দেখতে পেলাম যে, কাসীর ইব্ন সালত ইট ও মাটিদ্বারা একটি মিম্বর তৈরি করে রেখেছেন। তখন মারওয়ান আমার হাত ধরে টানতে লাগলেন যেন তিনি আমাকে মিম্বরের দিকে নিয়ে যাবেন। আর আমি তাকে সালাতের দিকে টানছি। যখন আমি এ অবস্থা দেখলাম, তখন তাকে বললাম, প্রথমে সালাত আদায় করার কি হল? তিনি বললেন, হে আবূ সাঈদ! না, তুমি যা জান, তা বাদ দেয়া হয়েছে। আমি বললাম, কখনো নয়, যাঁর হাতে আমার জীবন তাঁর কসম করে বলছি, আমি যা জানি তার চেয়ে উত্তম কিছু তোমরা আনয়ন করতে পারবে না। এই কথাটি তিনবার বলে তিনি চলে গেলেন।

١- بَابُ ذِكْرِ اِبَاحَةِ خُرُوْجِ النِّسَاءِ فِى الْعِيْدَيْنِ اِلَى الْمُصَلّٰى وَشُهُوْدِ الْخُطْبَةِ مُفَارِقَاتٍ لِلرِّجَالِ

১. পরিচ্ছেদ : ঈদগাহে নারীদের গমন ও খুত্বা শ্রবণের বৈধতা এবং পুরুষদের থেকে পৃথক থাকা

١٩٢٧- حَدَّثَنِىْ اَبُوْ الرَّبِيْعِ الزَّهْرَانِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ اُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ اَمَرَنَا (تَعْنِى النَّبِىَّ ﷺ) اَنْ نُخْرِجَ فِى الْعِيْدَيْنِ الْعَوَاتِقَ وَذَوَاتِ الْخُدُوْرِ وَاَمَرَ الْحُيَّضَ اَنْ يَعْتَزِلْنَ مُصَلَّى الْمُسْلِمِيْنَ.

১৯২৭. আবুর রাবী যাহ্রানী (র)...... উম্মে আতিয়্যা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদেরকে নবী ﷺ আদেশ করেছেন, দু'ঈদের সালাতে যাওয়ার জন্য। সাবালক ও পর্দানশীন নির্বিশেষে সবার জন্য এ আদেশ। কিন্তু ঋতুমতী মহিলাদেরকে নিষেধ করেছেন মুসলমানদের ঈদগাহে হাযির হতে।

١٩٢٨- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ اَخْبَرَنَا اَبُوْ خَيْثَمَةَ عَنْ عَاصِمٍ الْاَحْوَلِ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيْرِيْنَ عَنْ اُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ كُنَّا نُؤْمَرُ بِالْخُرُوْجِ فِى الْعِيْدَيْنِ وَالْمُخَبَّأَةُ وَالْبِكْرُ قَالَتِ الْحُيَّضُ يَخْرُجْنَ فَيَكُنَّ خَلْفَ النَّاسِ يُكَبِّرْنَ مَعَ النَّاسِ.

১৯২৮. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র)...... উম্মে 'আতিয়্যা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদেরকে উভয় ঈদে যাওয়ার জন্য আদেশ করা হত। পর্দানশীন ও কুমারী মহিলাদেরকেও। রাবী বলেন, ঋতুমতী মহিলারাও বের হবে কিন্তু দাঁড়াবে পুরুষের পেছনে এবং সকলের সাথে তাক্বীর বলবে।

١٩٢٩- وَحَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ قَالَ حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيْرِيْنَ عَنْ اُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ اَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ نُخْرِجَهُنَّ فِى الْفِطْرِ وَالْاَضْحٰى الْعَوَاتِقَ وَالْحُيَّضَ وَذَوَاتِ الْخُدُوْرِ فَاَمَّا الْحُيَّضُ فَيَعْتَزِلْنَ الصَّلَاةَ وَيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِيْنَ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِحْدَانَا لَا يَكُوْنُ لَهَا جِلْبَابٌ قَالَ لِتُلْبِسْهَا اُخْتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا.

১৯২৯. আমরুন্ নাকিদ (র)...... উম্মু 'আতিয়্যা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন সাবালিকা মেয়েদেরকে, ঋতুমতীদেরকে ও পর্দানশীনদেরকে ঈদে যাওয়ার জন্য বের করতে। তবে ঋতুমতী মহিলারা সালাতে অংশগ্রহণ করা থেকে বিরত থাকবে। তারা কল্যাণ কর্ম ও মুসলিমদের দু'আতে অংশগ্রহণ করবে। আমি আরয করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ্ ! আমাদের কারো ওড়না থাকে না (সে কি করবে?) তিনি বললেন, তার বোন তাকে ওড়না পরিধান করতে দিয়ে সাহায্য করবে।

٢- بَابُ تَرْكِ الصَّلَاةِ قَبْلَ الْعِيْدِ وَبَعْدَهَا فِى الْمُصَلّٰى

২. পরিচ্ছেদ : ঈদগাহে ঈদের সালাত আদায়ের আগে ও পরে নফল না পড়া

١٩٣٠- وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِىٍّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ خَرَجَ يَوْمَ اَضْحٰى اَوْ فِطْرٍ فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا ثُمَّ اَتَى النِّسَاءَ وَمَعَهُ بِلَالٌ فَاَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ فَجَعَلَتِ الْمَرْاَةُ تُلْقِىْ خُرْصَهَا وَتُلْقِىْ سِخَابَهَا.

১৯৩০. 'উবায়দুল্লাহ ইবন মু'আয আম্বারী (র)...... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ঈদুল আযহা অথবা ঈদুল ফিত্র দিবসে বের হলেন এবং দু'রাকআত ঈদের সালাত আদায় করলেন । এর আগে ও পরে কোন সালাত আদায় করেননি। এরপর মহিলাদের কাছে গমন করলেন, বিলাল (রা)-ও তাঁর সাথে ছিলেন। তিনি মহিলাদেরকে সাদকা করতে নির্দেশ দিলেন। তখন মহিলারা তাদের আংটি ও কণ্ঠাভরণ দিতে শুরু করল।

١٩٣١- وَحَدَّثَنِيْهِ عَمْرٌو النَّاقِدُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اِدْرِيْسَ ح وَحَدَّثَنِىْ اَبُوْ بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ جَمِيْعًا عَنْ غُنْدَرٍ كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةَ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ نَحْوَهُ.

১৯৩১. আমরুন্ নাকিদ, আবূ বাকর ইব্‌ন নাফি ও মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশশার (র)...... শু'বা (র) থেকে উক্ত সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٣- بَابُ مَا يُقْرَأُ بِهِ فِي صَلاَةِ الْعِيْدَيْنِ

৩. পরিচ্ছেদ : দুই ঈদের সালাতে কোন কিরাআত পড়া হবে

١٩٣٢- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ سَعِيْدِ الْمَازِنِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ عُمَرَبْنَ الْخَطَّابِ سَأَلَ اَبَا وَاقِدِ اللَّيْثِيِّ مَاكَانَ يَقْرَأُ بِهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِي الْاَضْحٰى وَالْفِطْرِ فَقَالَ كَانَ يَقْرَأُ فِيْهِمَا بِـ : **قٓ وَالْقُرْاٰنِ الْمَجِيْدِ وَاقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ.**

১৯৩২. ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া (র)...... উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন আবদুল্লাহ (র) থেকে বর্ণিত যে, উমর ইব্‌নুল খাত্তাব (রা) আবূ ওয়াকিদ লায়সী (রা)-কে জিজ্ঞেস করলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ঈদুল আযহা ও ঈদুল ফিতরে কোন সূরা পাঠ করতেন? তিনি বললেন, উভয় ঈদের সালাত সূরা "কাফ ওয়াল কুরআনিল মাজীদ"এবং "ইকতারাবাতিস্ সাআ' ওয়ান শাক্কাল কামারু" তিলাওয়াত করতেন।

١٩٣٣- وَحَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَخْبَرَنَا اَبُوْ عَامِرِ الْعَقْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ اَبِيْ وَاقِدِ اللَّيْثِيِّ قَالَ سَأَلَنِيْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَمَّا قَرَأَبِهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِي يَوْمِ الْعِيْدِ فَقُلْتُ **بِاقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ** وَقٓ **وَالْقُرْاٰنِ الْمَجِيْدِ.**

১৯৩৩. ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র)...... আবূ ওয়াকিদ লায়সী (র) থেকে বর্ণিত যে, উমর (রা) আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ঈদের সালাতে কোন সূরা পাঠ করতেন। আমি বললাম, "ইকতারাবাতিস সা'আ" ও "ক্বাফ ওয়াল কুরআনিল মাজীদ" পাঠ করতেন।

٤- بَابُ الرُّخْصَةِ اللَّعْبِ الَّذِيْ لاَ مَعْصِيَةَ فِيْهِ فِيْ اَيَّامِ الْعِيْدِ

৪. পরিচ্ছেদ : ঈদের দিনসমূহে নিষ্পাপ খেলাধূলার বৈধতা

١٩٣٤- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَ عَلَيَّ اَبُوْ بَكْرٍ وَعِنْدِيْ جَارِيَتَانِ مِنْ جَوَارِي الْاَنْصَارِ تُغَنِّيَانِ بِمَا تَقَاوَلَتْ بِهِ الْاَنْصَارُ يَوْمَ بُعَاثٍ قَالَتْ وَلَيْسَتَا بِمُغَنِّيَتَيْنِ فَقَالَ اَبُوْبَكْرٍ أَبِمُزْمُوْرِ الشَّيْطَانِ فِيْ بَيْتِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَذَالِكَ فِيْ يَوْمِ عِيْدٍ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا اَبَا بَكْرٍ اِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيْدًا وَهٰذَا عِيْدُنَا.

১৯৩৪. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)...... 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার গৃহে আবূ বকর (রা) প্রবেশ করলেন। তখন আমার নিকট দু'টি আনসারী বালিকা ছিল। তারা বীরত্বগাঁথা গাইছিল, যা আনসারগণ বুয়াস যুদ্ধে আবৃত্তি করেছিল। আয়েশা (রা) বলেন, আসলে বালিকা দু'টি গায়িকা ছিল না। আবূ বকর (রা) বললেন, শয়তানের বাদ্যযন্ত্র দ্বারা কি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর ঘরে গান গাওয়া হচ্ছে! সে দিনটি ছিল ঈদের দিন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, হে আবূ বাকর, প্রত্যেক জাতিরই ঈদ আছে, আর এটা হল আমাদের ঈদ।

١٩٣٥- وَحَدَّثَنَاهُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُوْ كُرَيْبٍ جَمِيْعًا عَنْ أَبِيْ مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامٍ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ وَفِيْهِ جَارِيَتَانِ تَلْعَبَانِ بِدُفٍّ .

১৯৩৫. ইয়াহয়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌য়া ও আবূ কুরায়ব (র)...... হিশাম (র) থেকে ঐ সনদে বর্ণিত। এতে আরও আছে যে, দুটি বালিকা দফ (বাদযন্ত্র) নিয়ে খেলছিল।

١٩٣٦- حَدَّثَنِيْ هٰرُوْنُ بْنُ سَعِيْدٍ الْأَيْلِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِيْ عَمْرٌو أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ حَدَّثَه عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا جَارِيَتَانِ فِيْ أَيَّامِ مِنًى تُغَنِّيَانِ وَتَضْرِبَانِ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مُسَجًّى بِثَوْبِهِ فَانْتَهَرَهُمَا أَبُوْ بَكْرٍ فَكَشَفَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْهُ وَقَالَ دَعْهُمَا يَا أَبَا بَكْرٍ فَإِنَّهَا أَيَّامُ عِيْدٍ وَقَالَتْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَسْتُرُنِيْ بِرِدَائِهِ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى الْحَبَشَةِ وَهُمْ يَلْعَبُوْنَ وَأَنَا جَارِيَةٌ فَاقْدُرُوْا قَدْرَ الْجَارِيَةِ الْعَرِبَةِ الْحَدِيْثَةِ السِّنِّ.

১৯৩৬. হারূন ইব্‌ন সাঈদ আয়লী (র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, আবূ বকর (রা) তাঁর নিকট এলেন। তখন তাঁর কাছে দু'টি বালিকা দফ বাজাচ্ছিল আর গান গাইছিল। সেটা ছিল মিনা দিবসের মধ্যে। আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বস্ত্রাবৃত ছিলেন। আবূ বকর (রা) বালিকাদের ধমকালেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মুখের আবরণ সরিয়ে বললেন, হে আবূ বকর! এদেরকে ছেড়ে দাও, যেহেতু এটা ঈদের দিন। আয়েশা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে দেখছি যে, তিনি আমাকে তাঁর চাদর দ্বারা মাথা ঢেকে রেখেছেন। আর তখন আমি হাবশীদের খেলা দেখছিলাম। আমি তখন বালিকা। অনুমান করে দেখ, অল্পবয়স্কা একজন আমোদিনী বালিকা কতক্ষণ তা দেখতে আগ্রহী হবে (তিনি ততক্ষণই দাঁড়িয়েছিলেন)।

١٩٣٧- وَحَدَّثَنِيْ أَبُو الطَّاهِرِ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِيْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ وَاللّٰهِ لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْمُ عَلٰى بَابِ حُجْرَتِيْ وَالْحَبَشَةُ يَلْعَبُوْنَ بِحِرَابِهِمْ فِيْ مَسْجِدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَسْتُرُنِيْ بِرِدَائِهِ لِكَيْ أَنْظُرَ إِلٰى لَعِبِهِمْ ثُمَّ يَقُوْمُ مِنْ أَجْلِيْ حَتّٰى أَكُوْنَ أَنَا الَّتِيْ أَنْصَرِفُ فَاقْدُرُوْا قَدْرَ الْجَارِيَةِ الْحَدِيْثَةِ السِّنِّ حَرِيْصَةً عَلَى اللَّهْوِ.

১৯৩৭. আবূ তাহির (র)..... উরওয়া ইব্‌ন যুবায়র (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'আয়েশা (রা) বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে দেখেছি যে, তিনি আমার হুজরার দরজায় দাঁড়িয়ে থাকতেন আর হাবশীরা তাদের অস্ত্র দিয়ে

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর মসজিদে খেলত (যুদ্ধের অনুশীলন করত)। তিনি তাঁর চাদর দিয়ে আমাকে ঢেকে রাখতেন যেন আমি তাদের খেলাধূলা দেখতে পারি এবং ফিরে না যাওয়া পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দাঁড়িয়ে থাকতেন। তোমরা অনুমান কর, অল্পবয়স্কা ও খেলাধূলার প্রতি আগ্রহী একজন বালিকা কতক্ষণ তা দেখতে পারে।

١٩٣٨- حَدَّثَنِي هٰرُوْنُ بْنُ سَعِيْدٍ الْاَيْلِيُّ وَيُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الاَعْلٰى وَاللَّفْظُ لِهٰرُوْنَ قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنَا عَمْرٌو اَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ حَدَّثَه عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَعِنْدِيْ جَارِيَتَانِ تُغَنِّيَانِ بِغِنَاءِ بُعَاثٍ فَاضْطَجَعَ عَلَى الْفِرَاشِ وَحَوَّلَ وَجْهَه فَدَخَلَ اَبُوْ بَكْرٍ فَانْتَهَرَنِيْ وَقَالَ مِزْمَارُ الشَّيْطَانِ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاَقْبَلَ عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ دَعْهُمَا فَلَمَّا غَفَلَ غَمَزْتُهُمَا فَخَرَجَتَا وَكَانَ يَوْمَ عِيْدٍ يَلْعَبُ السُّوْدَانُ بِالدَّرَقِ وَالْحِرَابِ فَاَمَّا سَاَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَاِمَّا قَالَ تَشْتَهِيْنَ تَنْظُرِيْنَ فَقُلْتُ نَعَمْ فَاَقَامَنِيْ وَرَاءَهُ خَدِّيْ عَلٰى خَدِّه وَهُوَ يَقُوْلُ دُوْنَكُمْ يَابَنِيْ اَرْفِدَةَ حَتّٰى اِذَا مَلِلْتُ قَالَ حَسْبُكِ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَاذْهَبِيْ.

১৯৩৮. হারূন ইব্‌ন সাঈদ আয়লী ও ইউনুস ইব্‌ন আবদুল আ'লা (র)...... 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ গৃহে প্রবেশ করলেন, তখন আমার কাছে দু'টি বালিকা ছিল। তারা বুয়াসের ঘটনাবলী সম্পর্কে গান গাচ্ছিল। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বিছানায় শুয়ে পড়লেন এবং তিনি মুখ ফিরিয়ে নিলেন। এরপর আবূ বকর (রা) প্রবেশ করলেন। তিনি আমাকে ধমকালেন এবং বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে শয়তানের বাজনা বাজানো হচ্ছে? তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এদিকে মুখ ফিরালেন এবং বললেন, এদেরকে গাইতে দাও। যখন আবূ বকর (রা) নিশ্চুপ হলেন। তখন আমি তাদেরকে ইঙ্গিত করলাম এবং তারা বেরিয়ে গেল। আর ঈদের দিনে সুদানীরা ঢাল- তলোয়ার জাতীয় যুদ্ধাস্ত্র নিয়ে খেলাধূলা করছিল। হয়ত আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে অনুরোধ করেছিলাম কিংবা তিনি নিজেই বলেছিলেন, তোমার দেখার আগ্রহ আছে? আমি বললাম, হ্যাঁ। এরপর তিনি আমাকে তাঁর পিছনে দাঁড় করালেন। আমার গাল তাঁর গালের উপর ছিল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলছিলেন, খেলা জারি রাখ হে আরাফিদার বংশধরগণ! শেষ পর্যন্ত আমি যখন ক্লান্ত হয়ে পড়লাম, তখন তিনি বললেন, তোমার দেখা শেষ হয়েছে কি? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তবে যাও।

١٩٣٩- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَ جَيْشٌ بَزْ فِنُوْنَ فِيْ يَوْمِ عِيْدٍ فِى الْمَسْجِدِ فَدَعَانِى النَّبِيُّ ﷺ فَوَضَعْتُ رَاْسِيْ عَلٰى مَنْكِبِه فَجَعَلْتُ اَنْظُرُ اِلٰى لَعِبِهِمْ حَتّٰى كُنْتُ اَنَا الَّتِيْ اَنْصَرِفُ عَنِ النَّظَرِ اِلَيْهِمْ.

১৯৩৯. যুহায়র ইব্‌ন হারব (র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ঈদের দিনে মসজিদে একটি সেনাদল এসে অনুশীলন করছিল, তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে ডাকলেন। আমি আমার মাথা তাঁর কাঁধের উপর রেখে দিলাম এবং তাদের অনুশীলন দেখতে লাগলাম। শেষ পর্যন্ত আমি নিজেই তাদের দেখা ক্ষান্ত করে চলে গেলাম।

١٩٤٠– وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّاءَ بْنِ أَبِي زَائِدَةَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ كِلاَهُمَا عَنْ هِشَامٍ بِهَٰذَا الإِسْنَادِ وَلَمْ يَذْكُرَا فِي الْمَسْجِدِ.

১৯৪০. ইয়াহ্‌য়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌য়া ও ইব্‌ন নুমায়র (র)...... হিশাম (র) থেকে উক্ত সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তারা মসজিদের কথাটি উল্লেখ করেননি।

١٩٤١– وَحَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ دِينَارٍ وَعُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ الْعَمِّيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ كُلُّهُمْ عَنْ أَبِي عَاصِمٍ وَاللَّفْظُ لِعُقْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ قَالَ أَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ أَنَّهَا قَالَتْ لِلْعَّابِينَ وَدِدْتُ أَنِّي أَرَاهُمْ قَالَتْ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقُمْتُ عَلَى الْبَابِ أَنْظُرُ بَيْنَ أُذُنَيْهِ وَ عَاتِقِهِ وَهُمْ يَلْعَبُونَ فِي الْمَسْجِدِ قَالَ عَطَاءٌ فُرْسٌ أَوْ حَبَشٌ قَالَ وَقَالَ لِي ابْنُ عَتِيقٍ بَلْ حَبَشٌ.

১৯৪১. ইবরাহীম ইব্‌ন দীনার, 'উকবা ইব্‌ন মুকরাম আম্মী ও 'আব্‌দ ইব্‌ন হুমায়দ (র)...... 'উবায়দ ইব্‌ন উমায়র (র) থেকে বর্ণিত : তিনি বলেন, 'আয়েশা (র) আমাকে বলেছেন যে, তিনি অনুশীলনকারীদের সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে বলেছিলেন যে, আমি তাদের দেখতে আগ্রহী। তিনি বলেন, এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দাঁড়ালেন। আমি তাঁর পিছনে দরজার পার্শ্বে দাঁড়ালাম এবং তাঁর কান ও কাঁধের মধ্য দিয়ে দেখতে লাগলাম। তখন তারা মসজিদে মহড়া দিচ্ছিল। আতা (র) বলেন, অনুশীলনকারী পার্শিয়ান অথবা হাবশী ছিল। রাবী বলেন, আমাকে ইব্‌ন আতিক (র) বলেছেন যে, বরং তারা হাবশী ছিল।

١٩٤٢– وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ عَبْدُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ بَيْنَمَا الْحَبَشَةُ يَلْعَبُونَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِحِرَابِهِمْ إِذْ دَخَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَأَهْوَى إِلَى الْحَصْبَاءِ يَحْصِبُهُمْ بِهَا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ دَعْهُمْ يَا عُمَرُ.

১৯৪২. মুহাম্মদ ইব্‌ন রাফি ও 'আবদ ইব্‌ন হুমায়দ (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা হাবশীরা নবী ﷺ-এর কাছে তাদের অস্ত্র নিয়ে খেলা করছিল। সে সময়ে উমর (রা) আগমন করলেন এবং কঙ্কর তুলে নিয়ে তাদের দিকে ছুঁড়ে মারতে লাগলেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, হে উমর ! তাদেরকে অনুশীলন করতে দাও।

كِتَابُ صَلَاةِ الْاِسْتِسْقَاءِ

অধ্যায় : ইসতিস্কার সালাত

١٩٤٣- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِى بَكْرٍ اَنَّهُ سَمِعَ عَبَّادَ بْنَ تَمِيمٍ يَقُوْلُ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ زَيْدٍ الْمَازِنِىَّ يَقُوْلُ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلَى الْمُصَلّٰى فَاسْتَسْقَى وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ حِيْنَ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ.

১৯৪৩. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র)...... 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন যায়দ আল-মাযিনী (রা) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ঈদগাহের দিকে বের হলেন, বৃষ্টির জন্য দু'আ করলেন এবং কিবলামুখী হয়ে চাদর উলটালেন (উপরদিককে নিচে এবং ডানদিককে বামদিকে করলেন)।

١٩٤٤- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِى بَكْرٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ قَالَ خَرَجَ النَّبِىُّ ﷺ اِلَى الْمُصَلّٰى فَاسْتَسْقَى وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَقَلَبَ رِدَاءَهُ وَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ.

১৯৪৪. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (রা)...... 'আব্বাদ ইব্ন তামীমের চাচা 'আবদুল্লাহ ইব্ন যায়দ ইব্ন আসিম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ ঈদগাহে বের হলেন, বৃষ্টির জন্য দু'আ করলেন, কিব্লার দিকে মুখ করলেন, চাদর উলটালেন এবং দু' রাকআত সালাত আদায় করলেন।

١٩٤٥- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ اَبُوْ بَكْرِبْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو اَنَّ عَبَّادَ بْنَ تَمِيمٍ اَخْبَرَهُ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ زَيْدٍ الْاَنْصَارِىَّ اَخْبَرَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ خَرَجَ اِلَى الْمُصَلّٰى يَسْتَسْقِىْ وَاَنَّهُ لَمَّا اَرَادَ اَنْ يَدْعُوَ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ.

১৯৪৫. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (রা)... আবদুল্লাহ্ ইব্ন যায়দ আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ঈদগাহের দিকে গেলেন, বৃষ্টির জন্য দু'আ করার উদ্দেশ্যে। যখন তিনি দুআ করার ইচ্ছা করলেন, তখন কিব্লার দিকে মুখ করলেন এবং নিজের চাদর উলটিয়ে নিলেন।

١٩٤٦- وَحَدَّثَنِيْ اَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ قَالاَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ عَبَّادُ بْنُ تَمِيْمِ الْمَازِنِيُّ اَنَّهُ سَمِعَ عَمَّهُ وَكَانَ مِنْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمًا يَسْتَسْقِيْ فَجَعَلَ اِلَى النَّاسِ ظَهْرَهُ يَدْعُوْ اللّٰهِ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ.

১৯৪৬. আবূ তাহির ও হারমালা (র)...... আব্বাদ ইব্‌ন তামীম মাযিনী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি তার চাচাকে (যিনি সাহাবী ছিলেন) বলতে শুনেছেন যে, নবী ﷺ একদিন বৃষ্টির জন্য দু'আ করার উদ্দেশ্যে বের হলেন। লোকদেরকে পশ্চাতে রেখে আল্লাহর কাছে দু'আ করলেন, কিব্‌লার দিকে মুখ করলেন এবং চাদর উলটালেন, এর পর দু' রাকআত সালাত আদায় করলেন।

١٩٤٧- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اَبِيْ بُكَيْرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِى الدُّعَاءِ حَتّٰى يُرٰى بَيَاضُ اِبْطَيْهِ.

১৯৪৭. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)....... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে দেখেছি দু'আ করাকালীন তিনি তাঁর উভয় হাত উপরে উঠাতেন। এমনকি তাঁর উভয় বগলের শুভ্রতা দেখা যেত।

١٩٤٨- وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوْسٰى قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اسْتَسْقٰى فَاَشَارَ بِظَهْرِ كَفَّيْهِ اِلَى السَّمَاءِ.

১৯৪৮. আবদ ইব্‌ন হুমায়দ (র)...... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বৃষ্টির জন্য দু'আ করলেন এবং হাতের পিঠদ্বারা আসমানের দিকে ইশারা করলেন।

١٩٤٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ عَدِيٍّ وَعَبْدُ الْاَعْلٰى عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ لاَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِيْ شَيْءٍ مِنْ دُعَائِهِ اِلاَّ فِى الْاِسْتِسْقَاءِ حَتّٰى يُرٰى بَيَاضُ اِبْطَيْهِ غَيْرَ اَنَّ عَبْدَ الْاَعْلٰى قَالَ يُرٰى بَيَاضُ اِبْطِهِ اَوْ بَيَاضُ اِبْطَيْهِ.

১৯৪৯. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না (র)...... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ ইসতিস্‌কা ব্যতীত অন্য কোন দু'আয় হাত উঠাতেন না। ইসতিস্‌কায় এতটা হাত উঠাতেন যে, তাঁর উভয় বগলের শুভ্রতা দৃষ্টিগোচর হত। তবে আবদুল আ'লা (র)-এর বর্ণনায় আছে যে, রাবী বলেছেন, "বগলের শুভ্রতা বা উভয় বগলের শুভ্রতা।"

١٩٥٠- وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنِ ابْنِ اَبِيْ عَرُوْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ اَنَّ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ حَدَّثَهُمْ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ.

১৯৫০. ইবনুল মুসান্না (র)....... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

١٩٥١- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى وَيَحْيَى بْنُ اَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالَ يَحْيَى اَخْبَرَنَا وَقَالَ الْاٰخَرُوْنَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شَرِيْكٍ بْنِ اَبِى نَمِرٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَجُلاً دَخَلَ الْمَسْجِدَ يَوْمَ جُمُعَةٍ مِنْ بَابٍ كَانَ نَحْوَ دَارِ الْقَضَاءِ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَائِمٌ يَخْطُبُ فَاسْتَقْبَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَائِمًا ثُمَّ قَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ هَلَكَتِ الْاَمْوَالُ وَانْقَطَعَتِ السُّبُلُ فَادْعُ اللّٰهَ يُغِثْنَا قَالَ فَرَفَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ اَللّٰهُمَّ اَغِثْنَا اَللّٰهُمَّ اَغِثْنَا اَللّٰهُمَّ اَغِثْنَا قَالَ اَنَسُ وَلاَ وَاللّٰهِ مَانَرٰى فِى السَّمَاءِ مِنْ سَحَابٍ وَلاَ قَزَعَةٍ وَمَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ سَلْعٍ مِنْ بَيْتٍ وَلاَ دَارٍ قَالَ فَطَلَعَتْ مِنْ وَرَائِهِ سَحَابَةٌ مِثْلُ التُّرْسِ فَلَمَّا تَوَسَّطَتِ السَّمَاءَ انْتَشَرَتْ ثُمَّ اَمطَرَتْ قَالَ فَلاَ وَاللّٰهِ مَا رَأَيْنَا الشَّمْسَ سَبْتًا قَالَ ثُمَّ دَخَلَ رَجُلٌ مِنْ ذَالِكَ الْبَابِ فِى الْجُمُعَةِ الْمُقْبِلَةِ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَائِمٌ يَخْطُبُ فَاسْتَقْبَلَهُ قَائِمًا فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ هَلَكَتِ الْاَمْوَالُ وَانْقَطَعَتِ السُّبُلُ فَادْعُ اللّٰهَ يُمْسِكْهَا عَنَّا قَالَ فَرَفَعْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ اَللّٰهُمَّ حَوْلَنَا وَلاَ عَلَيْنَا اَللّٰهُمَّ عَلَى الْاٰكَامِ وَالظِّرَابِ وَبُطُوْنِ الْاَوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ فَانْقَلَعَتْ وَخَرَجْنَا نَمْشِيْ فِى الشَّمْسِ قَالَ شَرِيْكُ فَسَأَلْتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ أَهُوَ الرَّجُلُ الْاَوَّلُ قَالَ لاَ اَدْرِى.

১৯৫১. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া, ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আয়্যূব, কুতায়বা ও ইব্ন হুজ্র (র)...... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, জনৈক ব্যক্তি জুমু'আর দিনে দারুল কাযার দিকের দরজা দিয়ে মসজিদে প্রবেশ করল। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দাঁড়িয়ে খুতবা দিচ্ছিলেন। ঐ ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সামনে গিয়ে দাঁড়াল এবং বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! সম্পদ বিনষ্ট হল। রাস্তা ঘাট বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। বৃষ্টির জন্য আল্লাহ্র কাছে দু'আ করুন। আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উভয় হাত তুলে বললেন, হে আল্লাহ্! আমাদেরকে বৃষ্টি দিন। হে আল্লাহ্! আমাদেরকে বৃষ্টি দিন। হে আল্লাহ্! আমাদেরকে বৃষ্টি দিন। আনাস (রা) বলেন, আল্লাহ্র কসম, আমরা আকাশে কোন মেঘ দেখিনি। আমাদের এবং সালা পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থানে কোন ঘরবাড়িও ছিল না। হঠাৎ পাহাড়ের পশ্চাৎদিক হতে তীরের ন্যায় একখণ্ড মেঘ উদিত হল। যখন তা মধ্যাকাশে পৌঁছল তখন তা ছড়িয়ে পড়ল, এরপর বর্ষণ শুরু হল। রাবী বলেন, আল্লাহ্র কসম, আমরা এক সপ্তাহ পর্যন্ত সূর্য দেখিনি। পরবর্তী জুমু'আয় এক ব্যক্তি সেই দরজা দিয়ে প্রবেশ করল। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দাঁড়িয়ে খুতবা দিচ্ছিলেন। ঐ ব্যক্তি সামনে গিয়ে দাঁড়াল এবং বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! সম্পদ বিনষ্ট হল। রাস্তাঘাট বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। আল্লাহর নিকট বৃষ্টি বন্ধ হওয়ার জন্য দু'আ করুন। রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উভয় হাত তুলে বললেন, হে আল্লাহ! আমাদের উপরে নয়, আমাদের আশেপাশে বর্ষিত হোক। হে আল্লাহ! টিলা ও উপত্যকার মধ্যে এবং গাছগাছালি উৎপন্ন হওয়ার স্থানে। আনাস (রা) বলেন, তখন মেঘ সরে গেল। আমরা বের হলাম, আর সূর্যের তাপের মধ্য দিয়ে হাঁটতে লাগলাম। শারীক (র) বলেন, আমি আনাসকে জিজ্ঞেস করলাম, এ ব্যক্তি কি পূর্বের ব্যক্তি ছিল? তিনি উত্তরে বললেন, আমি জানি না।

١٩٥٢- وَحَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي اِسْحٰقُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنُ اَبِيْ طَلْحَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ اَصَابَتِ النَّاسَ سَنَةٌ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَبَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَخْطُبُ النَّاسَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ اِذْ قَامَ اَعْرَابِيٌّ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ هَلَكَ الْمَالُ وَجَاعَ الْعِيَالُ وَسَاقَ الْحَدِيْثَ بِمَعْنَاهُ وَفِيْهِ قَالَ اَللّٰهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا قَالَ فَمَا يُشِيْرُ بِيَدِهِ اِلٰى نَاحِيَةٍ اِلَّا تَفَرَّجَتْ حَتّٰى رَأَيْتُ الْمَدِيْنَةَ فِيْ مِثْلِ الْجَوْبَةِ وَسَالَ وَادِيْ قَنَاةَ شَهْرًا وَلَمْ يَجِئْ اَحَدٌ مِنْ نَاحِيَةٍ اِلَّا اَخْبَرَ بِجَوْدٍ.

১৯৫২. দাঊদ ইব্ন রুশায়দ (র)...... আনাস (র) বলেন, নবী ﷺ-এর যুগে অনাবৃষ্টির কারণে দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। এক জুমু'আর দিনে নবী ﷺ মিম্বরে খুতবা দিচ্ছিলেন, তখন জনৈক গ্রাম্য ব্যক্তি দাঁড়াল এবং বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! মাল-সম্পদ ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। পরিবার-পরিজন অভুক্ত হয়ে পড়েছে। অতঃপর রাবী উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে এ হাদীসে এরূপ রয়েছে যে, হে আল্লাহ! আমাদের চতুষ্পার্শ্বে, আমাদের উপরে নয়। তখন তিনি যেদিকে তাঁর হাতদ্বারা ইশারা করছিলেন, সেদিক থেকেই মেঘ সরে যাচ্ছিল। ফলে আমরা মদীনার আকাশকে গোলাকার দেখতে পেলাম। কানাত উপত্যকা দিয়ে একমাসকাল পানি প্রবাহিত হতে থাকল। মদীনার প্রান্ত থেকে কেউ এলে প্রচুর বর্ষণ হয়েছে বলে খবর দিত।

١٩٥٣- وَحَدَّثَنِيْ عَبْدُ الْاَعْلٰى بْنُ حَمَّادٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ اَبِيْ بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَامَ اِلَيْهِ النَّاسُ فَصَاحُوْا وَقَالُوْا يَانَبِيَّ اللّٰهِ قَحِطَ الْمَطَرُ وَاحْمَرَّ الشَّجَرُ وَهَلَكَتِ الْبَهَائِمُ وَسَاقَ الْحَدِيْثَ وَفِيْهِ مِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ الْاَعْلٰى فَتَقَشَّعَتْ عَنِ الْمَدِيْنَةِ فَجَعَلَتْ تُمْطِرُ حَوَالَيْهَا وَمَاتُمْطِرُ بِالْمَدِيْنَةِ قَطْرَةً فَنَظَرْتُ اِلَى الْمَدِيْنَةِ وَاِنَّهَا لَفِيْ مِثْلِ الْاِكْلِيْلِ.

১৯৫৩. আবদুল আ'লা ইবন হাম্মাদ ও মুহাম্মদ ইব্ন আবূ বাকর মুকাদ্দিমী (র)...... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ জুমু'আর দিবসে খুতবা দিচ্ছিলেন, তখন লোকেরা তাঁর সামনে দাড়িয়ে চীৎকার করে বলছিল, হে আল্লাহ্র নবী ! বৃষ্টি বন্ধ হয়ে গিয়েছে, বৃক্ষরাজী বিবর্ণ হয়ে গিয়েছে, পশুপাখি মারা পড়ছে। এরপর রাবী পূর্বোক্তভাবে বর্ণনা করেছেন। আবদুল আ'লার বর্ণনা রয়েছে যে, মদীনা হতে মেঘমালা সরে পড়ল, মদীনার আশেপাশে বর্ষণ হচ্ছিল কিন্তু মদীনায় একফোঁটাও বৃষ্টি হচ্ছিল না। তখন আমি মদীনার দিকে লক্ষ্য করে দেখছিলাম যে, তা মুকুটের ন্যায়।

١٩٥٤- وَحَدَّثَنَاهُ اَبُوْ كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ الْمُغِيْرَةِ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسٍ بِنَحْوِهِ وَزَادَ فَاَلَّفَ اللّٰهُ بَيْنَ السَّحَابِ وَمَكَثْنَا حَتّٰى رَأَيْتُ الرَّجُلَ الشَّدِيْدَ تَهُمُّهُ نَفْسُهُ اَنْ يَأْتِيَ اَهْلَهُ.

১৯৫৪. আবূ কুরায়ব (র)..... আনাস (রা) হতে উপরোক্তভাবে বর্ণিত আছে। তবে এতে অতিরিক্ত রয়েছে যে, আল্লাহ্ মেঘখন্ডকে একত্রিত করলেন, আমরা সবাই অপেক্ষা করতে লাগলাম, এমনকি আমি দেখতে পেলাম যে, অতি শক্তিশালী ব্যক্তিও ভাবনায় পড়ে গেল যে, কী করে বাড়িতে ফিরে যাবে?

١٩٥٥- وَحَدَّثَنَا هٰرُوْنُ بْنُ سَعِيْدِ الْاَيْلِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ اُسَامَةُ اَنَّ حَفْصَ بْنَ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ حَدَّثَه اَنَّهُ سَمِعَ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ جَاءَ اَعْرَابِيٌّ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَاقْتَصَّ الْحَدِيْثَ وَزَادَ فَرَاَيْتُ السَّحَابَ يَتَمَزَّقُ كَاَنَّهُ الْمُلَاءُ حِيْنَ تُطْوٰى.

১৯৫৫. হারূন ইব্‌ন সাঈদ আয়লী (র)...... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) বলেন, জনৈক গ্রাম্য ব্যক্তি জুমু'আর দিনে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে আসল, তখন তিনি মিম্বরে দাঁড়িয়ে ছিলেন। এর পর রাবী অনুরূপভাবে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তিনি আরো বর্ণনা করেছেন, আমি মেঘমালাকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে দেখতে পেলাম, যেন তা ভাঁজ করে উঠিয়ে নেয়া লেপ।

١٩٥٦- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى قَالَ اَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ اَنَسٌ اَصَابَنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مَطَرٌ قَالَ فَحَسَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثَوْبَه حَتّٰى اَصَابَهُ مِنَ الْمَطَرِ فَقُلْنَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ لِمَ صَنَعْتَ هٰذَا قَالَ لِاَنَّهُ حَدِيْثُ عَهْدٍ بِرَبِّهٖ تَعَالٰى.

১৯৫৬. ইয়াহ্‌য়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌য়া (র)... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে ছিলাম, ঐ সময়ে আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষিত হতে লাগল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দেহের উপরিভাগ হতে কাপড় সরিয়ে দিলেন। ফলে তাঁর শরীর বৃষ্টিতে ভিজে গেল। আমরা জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনি কেন এরূপ করলেন? তিনি উত্তরে বললেন, যেহেতু মহান প্রভুর কাছে থেকে সদ্য আগত (তাই আমি শরীরে লাগিয়ে নিলাম বরকতের জন্য)।

١٩٥٧- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِى ابْنَ بِلَالٍ عَنْ جَعْفَرٍ وَهُوَ ابْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ اَبِىْ رَبَاحٍ اَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ تَقُوْلُ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا كَانَ يَوْمُ الرِّيْحِ وَالْغَيْمِ عُرِفَ ذَالِكَ فِىْ وَجْهِهٖ وَاَقْبَلَ وَاَدْبَرَ فَاِذَا مَطَرَتْ سُرَّبِهٖ وَذَهَبَ عَنْهُ ذَالِكَ قَالَتْ عَائِشَةُ فَسَاَلْتُهُ فَقَالَ اِنِّىْ خَشِيْتُ اَنْ يَكُوْنَ عَذَابًا سُلِّطَ عَلٰى اُمَّتِىْ وَيَقُوْلُ اِذَا رَاَى الْمَطَرَ رَحْمَةٌ.

১৯৫৭. আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসলামা ইব্‌ন কা'নাব (র)...... নবী ﷺ-এর সহধর্মিণী আয়েশা (রা) বলেন, যে দিন আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকত, ঝড়ো হাওয়া প্রবাহিত হতো, তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর চেহারায় ভীতির ছাপ প্রকাশ পেত। তিনি পেরেশান হয়ে ঘরে আসতেন, বাইরে যেতেন। যখন বর্ষণ হয়ে যেত, তখন তাঁর চেহারায় আনন্দের

আভা বয়ে যেত, চিন্তা ও পেরেশানীভাব কেটে যেত। আয়েশা (রা) বলেন, আমি তাঁকে এর কারণ জিজ্ঞেস করলাম, তিনি বললেন, আমার আশংকা হয়ে যেত, এতে আমার উম্মাতের উপর প্রেরিত কোন আযাব রয়েছে এবং তিনি যখন বৃষ্টি দেখতেন তখন বলতেন, এটা আল্লাহ্‌র রহমত।

١٩٥٨- وَحَدَّثَنِيْ اَبُوْ الطَّاهِرِ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ جُرَيْجٍ يُحَدِّثُنَا عَنْ عَطَاءِ بْنِ اَبِيْ رَبَاحٍ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا عَصَفَتِ الرِّيْحُ قَالَ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَافِيْهَا وَخَيْرَ مَااُرْسِلَتْ بِهٖ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ وَشَرِّهَا وَشَرِّمَا فِيْهَا وَشَرِّ مَا اُرْسِلَتْ بِهٖ قَالَتْ وَاِذَا تَخَيَّلَتِ السَّمَاءُ تَغَيَّرَ لَوْنُهٗ وَخَرَجَ وَدَخَلَ وَاَقْبَلَ وَاَدْبَرَ فَاِذَا مَطَرَتْ سُرِّيَ عَنْهُ فَعَرَفْتُ ذَالِكَ فِيْ وَجْهِهٖ قَالَتْ عَائِشَةُ فَسَأَلْتُهٗ فَقَالَ لَعَلَّهٗ يَاعَائِشَةُ كَمَا قَالَ قَوْمُ عَادٍ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ اَوْدِيَتِهِمْ قَالُوْا هٰذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا.

১৯৫৮. আবূ তাহির (র)...... নবী সহধর্মিণী 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যেদিন ঝড়ো হাওয়া প্রবাহিত হত, সেদিন নবী ﷺ বলতেন, হে আল্লাহ্! আমি মেঘের কল্যাণ কামনা করছি এবং এর মধ্যে যে সব কল্যাণ রয়েছে এবং যে কল্যাণের উদ্দেশ্যে প্রেরিত হয়েছে তাও এবং আশ্রয় প্রার্থনা করছি এবং এর ক্ষতি, ধ্বংস থেকে এবং যে মন্দ কাজের জন্য পাঠান হয়েছে তা থেকে। আকাশে যখন বিজলী চমকায়, বজ্রের বিকট গর্জন হয়, তখন তাঁর চেহারা মুবারক বিবর্ণ হয়ে যেত, রং পরিবর্তন হয়ে যেত। তিনি পেরেশান হয়ে ঘরে প্রবেশ করতেন আবার বের হতেন এবং আগে বাড়তেন ও পিছনে হটে যেতেন। যখন বর্ষণ শুরু হত, তখন তাঁর চেহারায় আনন্দ ফুটে উঠত। আয়েশা (রা) তা অনুভব করতে পেরে তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন। এতে তিনি উত্তর দিলেন, হে আয়েশা! আমার আশংকা হয়, এমন হতে পারে, যেমন হূদ (আ)-এর কাওম বলেছিল, যখন তারা মেঘমালাকে তাদের উপত্যকার দিকে আসতে দেখল, তখন তারা বলতে লাগল, এ প্রসারিত মেঘমালা, আমাদের উপর বারি বর্ষণ করবে।

١٩٥٩- وَحَدَّثَنِيْ هٰرُوْنُ بْنُ مَعْرُوْفٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِوْ بْنِ الْحَارِثِ وَحَدَّثَنِيْ اَبُوْ الطَّاهِرِ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ اَنَّ اَبَا النَّضْرِ حَدَّثَهٗ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهَا قَالَتْ مَارَأَيْتُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مُسْتَجْمِعًا ضَاحِكًا حَتّٰى اَرٰى مِنْهُ لَهَوَاتِهٖ اِنَّمَا كَانَ يَتَبَسَّمُ قَالَتْ وَكَانَ اِذَا رَأٰى غَيْمًا اَوْرِيْحًا عُرِفَ ذَالِكَ فِيْ وَجْهِهٖ فَقَالَتْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ أَرَى النَّاسَ اِذَا رَأَوُا الْغَيْمَ فَرِحُوْا رَجَاءَ اَنْ يَكُوْنَ فِيْهِ الْمَطَرُ وَاَرَاكَ اِذَا رَأَيْتَهٗ عَرَفْتُ فِيْ وَجْهِكَ الْكَرَاهِيَةَ قَالَتْ فَقَالَ يَاعَائِشَةُ مَا يُؤَ مِّنُنِيْ اَنْ يَكُوْنَ فِيْهِ عَذَابُ قَدْ عُذِّبَ قَوْمٌ بِارِّيْحِ وَقَدْ رَأٰى قَوْمٌ الْعَذَابَ فَقَالُوْا هٰذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا.

১৯৫৯. হারূন ইব্ন মারূফ ও আবূ তাহির (র)......'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে আমি এভাবে খিলখিল করে হাসতে দেখিনি যাতে তাঁর আল-জিব দেখা যায়। তিনি মুচকি হাসতেন। আয়েশা

(রা) বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মেঘমালা বা ঝড়ো হাওয়া দেখতেন তখন তাঁর চেহারায় তার প্রভাব পরিলক্ষিত হত। আয়েশা (রা) বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ্ ! মানুষকে দেখি মেঘমালা দেখলে তারা আনন্দিত হয় এই আশায় যে, তা থেকে বৃষ্টি হবে। অথচ আপনি যখন মেঘমালা দেখেন, তখন আমি আপনার মুখমণ্ডলে দুশ্চিন্তার ছাপ দেখতে পাই? তিনি (রাসূলুল্লাহ্ ﷺ) বললেন, হে আয়েশা! এর মধ্যে যে কোন আযাব নেই, সে সম্পর্কে আমি শংকামুক্ত হই কিভাবে? কোন কোন জাতিকে ঝড়ো হাওয়া দিয়ে আযাব দেয়া হয়েছে। আরেক সম্প্রদায় আযাব দেখতে পেল আর তারা বলল, এটা মেঘ, আমাদের জন্য বর্ষণ করবে (পরে শাস্তি বর্ষণ হলেও)।

١٩٦٠- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهُ قَالَ نُصِرْتُ بِالصَّبَا وَ اُهْلِكَتْ عَادٌ بِالدَّبُوْرِ.

১৯৬০. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা, মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না ও ইব্‌ন বাশ্‌শার (র)...... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, আমাকে সাহায্য করা হয়েছে পূবালী হাওয়াদ্বারা এবং কাওমে আদকে ধ্বংস করা হয়েছে পশ্চিমা বাতাসদ্বারা।

١٩٦١- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِبْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَاَبُوْ كُرَيْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ اَبَانَ الْجُعْفِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ يَعْنِى ابْنَ سُلَيْمَانَ كِلاَهُمَا عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ مَسْعُوْدِ مَالِكٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ بِمِثْلِهِ.

১৯৬১. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা, আবূ কুরায়ব ও আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আবান আল-জু'ফী (র)...... ইব্‌ন আব্বাস (রা) নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

كِتَابُ صَلاَةِ الْكُسُوْفِ

অধ্যায় : সালাতুল কুসূফ

١٩٦٢- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ اَنَسٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَسَفَتِ الشَّمْسُ فِيْ عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّىْ فَاَطَالَ الْقِيَامَ جِدًّا ثُمَّ رَكَعَ فَاَطَالَ الرُّكُوْعَ جِدًّا ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَاَطَالَ الْقِيَامَ جِدًّا وَهُوَ دُوْنَ الْقِيَامِ الْاَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ فَاَطَالَ الرُّكُوْعَ جِدًّا وَهُوَ دُوْنَ الرُّكُوْعِ الْاَوَّلِ ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ قَامَ فَاَطَالَ الْقِيَامَ وَهُوَ دُوْنَ الْقِيَامِ الْاَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ فَاَطَالَ الرُّكُوْعَ وَهُوَ دُوْنَ الرُّكُوْعِ الْاَوَّلِ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَامَ فَاَطَالَ الْقِيَامَ وَهُوَ دُوْنَ الْقِيَامِ الْاَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ فَاَطَالَ الرُّكُوْعَ وَهُوَ دُوْنَ الرُّكُوْعِ الاَوَّلِ ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ انْصَرَفَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ فَخَطَبَ النَّاسَ فَحَمِدَ اللّٰهَ وَاَثْنٰى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ اِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ مِنْ اٰيَاتِ اللّٰهِ وَاِنَّهُمَا لاَيَنْخَسِفَانِ لِمَوْتِ اَحَدٍ وَلاَلِحَيَاتِهِ فَاِذَا رَأَيْتُمُوْهُمَا فَكَبِّرُوْا وَادْعُوا اللّٰهَ وَصَلُّوْا وَتَصَدَّقُوْا يَااُمَّةَ مُحَمَّدٍ اِنْ مِنْ اَحَدٍ اَغْيَرُ مِنَ اللّٰهِ اَنْ يَزْنِىَ عَبْدُه اَوْتَزْنِىَ اَمَتُهُ يَااُمَّةَ مُحَمَّدٍ وَاللّٰهِ لَوْتَعْلَمُوْنَ مَااَعْلَمُ لَبَكَيْتُمْ كَثِيْرًا وَلَضَحِكْتُمْ قَلِيْلاً اَلاَ هَلْ بَلَّغْتُ وَفِىْ رِوَايَةِ مَالِكٍ اِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ اٰيَتَانِ مِنْ اٰيَاتِ اللّٰهِ.

১৯৬২. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ ও আবূ বাক্র ইব্ন আবূ শায়বা (র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সময়ে সূর্যগ্রহণ হল। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সালাত আদায় করতে দাঁড়ালেন। তিনি অতি দীর্ঘ কিয়াম করলেন। তারপর রুকূ করলেন, রুকূকেও অতি দীর্ঘ করলেন। তারপর রুকূ হতে মাথা উঠালেন এবং দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলেন। কিন্তু পূর্বের দাঁড়াবার সময়ের চেয়ে কম দীর্ঘ ছিল। এরপর রুকূ করলেন এবং দীর্ঘ রুকূ করলেন, কিন্তু প্রথম রুকূ হতে কিছু কম। এরপর সিজ্দা করলেন, তারপর দাঁড়ালেন এবং দীর্ঘক্ষণ দাঁড়ালেন। কিন্তু প্রথম দাঁড়ানো হতে কম এরপর রুকূ করলেন এবং রুকূকে দীর্ঘায়িত করলেন। তবে প্রথম রুকূ' হতে কম।

এরপর মাথা উঠালেন এবং দীর্ঘক্ষণ দাঁড়ালেন, কিন্তু পূর্বের দাঁড়ানো হতে কম। এরপর পুনরায় রুকূ করলেন এবং রুকূ দীর্ঘায়িত করলেন। কিন্তু পূর্বের রুকূ হতে কম। অতঃপর সিজ্‌দা করলেন। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ফিরলেন। এদিকে সূর্য উজ্জ্বল হয়ে উঠল। অতঃপর লোকদের উদ্দেশে খুতবা দিতে গিয়ে আল্লাহ্‌র হামদ ও সানা করলেন। এরপর বললেন, সূর্য ও চন্দ্র আল্লাহ্‌র কুদ্‌রতের বিশেষ নিদর্শন। কারো মৃত্যু বা জন্মের কারণে সূর্যগ্রহণ হয় না। যখন তোমরা সূর্য বা চন্দ্রগ্রহণ দেখতে পাও, তখন তাকবীর বলো, দু'আ করো, সালাত আদায় কর ও সাদকা দিও। হে মুহাম্মাদ ﷺ-এর উম্মাত! এ ব্যাপারে আল্লাহ্‌র চেয়ে অধিক আত্মসম্মানবোধসম্পন্ন কেউ নেই যে, তাঁর বান্দা ব্যভিচার করবে এবং তাঁর বান্দী ব্যভিচার করব (অথচ তিনি শাস্তি দেবেন না)। হে মুহাম্মদের উম্মাত! আল্লাহর কসম, যদি তোমরা জানতে, আমি যা জানি, তবে তোমরা কান্নাকাটি করতে অধিক এবং হাসতে অনেক কম। আমি কি আল্লাহ্‌র হুকুম যথাযথভাবে প্রচার করেছি? মালিকের বর্ণনায় আছে, সূর্য ও চন্দ্র আল্লাহর কুদ্‌রাতের নিদর্শনাবলীর মধ্যে দু'টি নির্দশন।

١٩٦٣– حَدَّثَنَاهُ يَحْيٰى بْنُ يَحْيٰى اَخْبَرَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ وَزَادَ ثُمَّ قَالَ اَمَّا بَعْدُ فَاِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ مِنْ اٰيَاتِ اللّٰهِ اَيْضًا ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ فَقَالَ اللّٰهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ.

১৯৬৩. ইয়াহ্‌য়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌য়া (রা)...... হিশাম ইন উরওয়া (র) থেকে উক্ত সনদে বর্ণিত। তবে এতে অতিরিক্ত রয়েছে, এরপর তিনি বলেন, "অতঃপর সূর্য-চন্দ্র আল্লাহ্‌র কুদ্‌রতের নিদর্শনাবলীর মধ্যে দু'টি নিদর্শন।" আরো অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, "এর পর তিনি তাঁর দু'হাত উপরে উঠিয়ে বললেন, হে আল্লাহ! আমি কি পৌঁছিয়ে দিয়েছি।"

١٩٦٤– حَدَّثَنِىْ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيٰى قَالَ اَخْبَرَنِى ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ ح وَحَدَّثَنِىْ اَبُو الطَّاهِرِ وَمُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِىُّ قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَتْ خَسَفَتِ الشَّمْسُ فِىْ حَيَاةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَخَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلَى الْمَسْجِدِ فَقَامَ وَكَبَّرَ وَصَفَّ النَّاسُ وَرَاءَه فَاقْتَرَاَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قِرَاءَةً طَوِيْلَةً ثُمَّ كَبَّرَ فَرَكَعَ رُكُوْعًا طَوِيْلاً ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَه رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ثُمَّ قَامَ فَاقْتَرَاَ قِرَاءَةً طَوِيْلَةً هِىَ اَدْنٰى مِنَ الْقِرَاءَةِ الْاُوْلٰى ثُمَّ كَبَّرَ فَرَكَعَ رُكُوْعًا طَوِيْلاً هُوَ اَدْنٰى مِنَ الرُّكُوْعِ الاَوَّلِ ثُمَّ قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَه رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ثُمَّ سَجَدَ (وَلَمْ يَذْكُرْ اَبُو الطَّاهِرِ ثُمَّ سَجَدَ) ثُمَّ فَعَلَ فِى الرَّكْعَةِ الْاُخْرٰى مِثْلَ ذَالِكَ حَتّٰى اسْتَكْمَلَ اَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَاَرْبَعَ سَجَدَاتٍ وَانْجَلَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ اَنْ يَنْصَرِفَ ثُمَّ قَامَ فَخَطَبَ النَّاسَ فَاَثْنٰى عَلَى اللّٰهِ بِمَاهُوَ اَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ اِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ اٰيَتَانِ مِنْ اٰيَاتِ اللّٰهِ لاَيَخْسِفَانِ لِمَوْتِ اَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِه فَاِذَا رَأَيْتُمُوْهَا فَافْزَعُوْا لِلصَّلاَةِ وَقَالَ اَيْضًا فَصَلُّوْا حَتّٰى يُفْرِجَ اللّٰهُ عَنْكُمْ وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَأَيْتُ فِىْ

مَقَامِيْ هٰذَا كُلَّ شَيْءٍ وُعِدْتُمْ حَتّٰى لَقَدْ رَأَيْتُنِيْ أُرِيْدُ أَنْ اٰخُذَ قِطْفًا مِنَ الْجَنَّةِ حِيْنَ رَأَيْتُمُوْنِيْ جَعَلْتُ أُقَدِّمُ (وَقَالَ الْمُرَادِيُّ أَتَقَدَّمُ) وَلَقَدْ رَأَيْتُ جَهَنَّمَ يَحْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا حِيْنَ رَأَيْتُمُوْنِيْ تَأَخَّرْتُ وَرَأَيْتُ فِيْهَا عَمْرَو ابْنَ لُحَيٍّ وَهُوَ الَّذِيْ سَيَّبَ السَّوَائِبَ وَانْتَهٰى حَدِيْثُ أَبِي الطَّاهِرِ عِنْدَ قَوْلِهٖ فَافْزَعُوْا لِلصَّلَاةِ وَلَمْ يَذْكُرْ مَابَعْدَهُ.

১৯৬৪. হারমালা ইব্ন ইয়াহ্য়া, আবূ তাহির ও মুহাম্মদ ইব্ন সালামা মুরাদী (র)...... নবী ﷺ সহধর্মিণী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর জীবদ্দশায় একবার সূর্যগ্রহণ হয়। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বেরিয়ে মসজিদে গেলেন এবং তিনি দাঁড়ালেন, তাক্বীর বললেন, লোকেরা তাঁর পিছনে কাতারবন্দী হয়ে দাঁড়াল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দীর্ঘ কিরা'আত পাঠ করলেন। তার পর তাক্বীর বলে দীর্ঘ রুকূ করলেন। এরপর মাথা উঠিয়ে "সামি 'আল্লাহু লিমান হামিদা" রাব্বানা ওয়ালাকাল হাম্দ" বললেন এবং দাঁড়িয়ে দীর্ঘ কিরা'আত পাঠ করলেন, কিন্তু প্রথম কিরা'আতের তুলনায় কম, এরপর আল্লাহু আকবার বলে দীর্ঘক্ষণ রুকূ' করলেন কিন্তু প্রথম রুকূ হতে কম, তার পর "সামি'আল্লাহু লিমান হামিদা" রাব্বানা ওয়া লাকাম হামদ" বললেন এবং সিজ্দা করলেন [রাবী আবূ তাহির (র) সিজ্দা করার কথা উল্লেখ করেননি] এরপর দ্বিতীয় রাকআতও অনুরূপ করলেন। এ ভাবে তিনি (দু' রাক'আত) চার রুকূ ও চার সিজ্দা পূর্ণ করেন। তিনি (নবী ﷺ) মসজিদ হতে বেরিয়ে আসার পূর্বেই সূর্য পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল। এরপর দাঁড়িয়ে লোকদের উদ্দেশ্যে খুতবা প্রদান করলেন। আল্লাহ তা'আলার যথাযোগ্য হাম্দ ও সানা বর্ণনা করত বললেন, সূর্য ও চন্দ্র আল্লাহর নিদর্শনাবলীর মধ্যে দু'টি নিদর্শন। কারো জন্ম বা মৃত্যুর কারণে এদের গ্রহণ হয় না। তোমরা যখন গ্রহণ দেখতে পাও, তখন আতংকিত হয়ে সালাতের দিকে ছুটে যেও এবং তিনি আরো বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের থেকে (সূর্য) পরিষ্কার না করা পর্যন্ত সালাত আদায় করতে থাক। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, আমি এখানে দাঁড়িয়ে ঐ সকল জিনিস দেখতে পেয়েছি যা তোমাদের সাথে ওয়াদা করা হয়েছে। এমনকি আমি নিজেকে দেখতে পেয়েছিলাম যে, আমি জান্নাতের আঙুরের একগুচ্ছ নিয়ে আসতে উদ্যত হয়েছি। এটা সেই সময় যখন তোমরা আমাকে সম্মুখে অগ্রসর হতে দেখেছিলে। রাবী মুরাদী (র) أَتَقَدَّمُ বলেছেন। আমি জাহান্নামকে দেখতে পেলাম যে, তার একাংশ অন্য অংশকে গ্রাস করছে। এটা সেই সময় যখন তোমরা আমাকে পিছু হটে আসতে দেখেছ। আমর ইব্ন লুহাইকে জাহান্নামে দেখেছি। সে হল ঐ ব্যক্তি, যে সর্বপ্রথম দেবী-দেবীর নাম ষাঁড় ছেড়ে দেওয়ার প্রথা চালু করেছিল। রাবী আবূ তাহির (র) "সালাতের দিকে ছুটে যেও" পর্যন্ত বর্ণনা করেছেন, পরবর্তী অংশ বর্ণনা করেননি।

١٩٦٥- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الرَّازِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ الْاَوْزَاعِيُّ أَبُوْ عَمْرٍو وَغَيْرُهُ سَمِعْتُ ابْنَ شِهَابِ الزُّهْرِيَّ يُخْبِرُ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ الشَّمْسَ خَسَفَتْ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَبَعَثَ مُنَادِيًا الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ فَاجْتَمَعُوْا وَتَقَدَّمَ وَكَبَّرَ وَصَلّٰى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي الرَّكْعَتَيْنِ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ.

১৯৬৫. মুহাম্মদ ইব্ন মিহরান রাযী (র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সময় একবার সূর্যগ্রহণ লেগেছিল। তখন "আসসালাতু জামি'য়াতুন" বলে ডাকার জন্য তিনি আহ্বানকারী প্রেরণ

করলেন। সবাই সমবেত হলেন। তিনি সম্মুখ অগ্রসর হলেন এবং তাক্বীর বলে দু' রাক'আত সালাত আদায় করলেন এবং দু'রাক'আতের মধ্যে চারটি রুকূ ও চারটি সিজ্‌দা করলেন।

١٩٦٦- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ ابْنُ نَمِرٍ اَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ شِهَابٍ يُخْبِرُ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَهَرَ فِيْ صَلاَةِ الْخُسُوْفِ بِقِرَاَتِهِ فَصَلّٰى اَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِيْ رَكْعَتَيْنِ وَاَرْبَعَ سَجَدَاتٍ قَالَ الزُّهْرِيُّ وَاَخْبَرَنِيْ كَثِيْرُ بْنُ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ صَلّٰى اَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِيْ رَكْعَتَيْنِ وَاَرْبَعَ سَجَدَاتٍ.

১৯৬৬. মুহাম্মদ ইব্‌ন মিহ্‌রান (র)...... 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ চন্দ্র গ্রহণের সালাতে কিরা'আত উচ্চস্বরে পাঠ করলেন এবং দু' রাক'আত সালাতে চারটি রুকূ ও চারটি সিজ্‌দা করলেন। ইমাম যুহরী (র) বলেন, কাসীর ইব্‌ন 'আব্বাস (র) ইব্‌ন আব্বাস (রা) সূত্রে আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, নবী ﷺ দু' রাক'আত সালাতে চারটি রুকূ ও চার সিজ্‌দা করেছেন।

١٩٦٧- وَحَدَّثَنَا حَاجِبُ بْنُ الْوَلِيْدِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيْدِ الزُّبَيْدِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ كَانَ كَثِيْرُ بْنُ عَبَّاسٍ يُحَدِّثُ اَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يُحَدِّثُ عَنْ صَلاَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ كَسَفَتِ الشَّمْسُ بِمِثْلِ مَا حَدَّثَ عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ.

১৯৬৭. হাজির ইব্‌ন ওয়ালীদ (র)...... কাসীর ইব্‌ন আব্বাস (র) থেকে বর্ণিত যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সেই দিনের সালাত সম্পর্কে বর্ণনা করতেন, যেদিন সূর্যগ্রহণ হয়েছিল। উরওয়া (র) কর্তৃক আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ।

١٩٦٨- وَحَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ عَطَاءٍ يَقُوْلُ سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنِ عُمَيْرٍ يَقُوْلُ حَدَّثَنِيْ مَنْ اُصَدِّقُ (حَسِبْتُهُ يُرِيْدُ عَائِشَةَ) اَنَّ الشَّمْسَ انْكَسَفَتْ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَامَ قِيَامًا شَدِيْدًا يَقُوْمُ قَائِمًا ثُمَّ يَرْكَعُ ثُمَّ يَقُوْمُ ثُمَّ يَرْكَعُ ثُمَّ يَقُوْمُ ثُمَّ يَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ فِيْ ثَلاَثِ رَكَعَاتٍ وَاَرْبَعِ سَجَدَاتٍ فَانْصَرَفَ وَقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ وَكَانَ اِذَا رَكَعَ قَالَ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ثُمَّ يَرْكَعُ وَاِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقَامَ فَحَمِدَ اللّٰهَ وَاَثْنٰى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ اِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لاَيَكْسِفَانِ لِمَوْتِ اَحَدٍ وَلاَلِحَيَاتِهِ وَلٰكِنَّهُمَا مِنْ اٰيَاتِ اللّٰهِ يُخَوِّفُ اللّٰهُ بِهِمَا عِبَادَهُ فَاِذَا رَأَيْتُمْ كُسُوْفًا فَاذْكُرُوا اللّٰهَ حَتّٰى يَنْجَلِيَا.

১৯৬৮. ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র)...... 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর যুগে সূর্যগ্রহণ হয়েছিল। তখন তিনি সালাতে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়ালেন। তিনি দাঁড়াতেন এরপর রুকূ করতেন আবার, দাঁড়াতেন, আবার

রুকূ করতেন, আবার দাঁড়াতেন আবার রুকূ করতেন, এভাবে দু' রাকআত সালাত আদায় করলেন। প্রতি রাক'আতে তিন রুকূ ও চারটি করে সিজ্দা দিয়ে। এরপর তিনি প্রত্যাবর্তন করলেন এবং সূর্য পরিষ্কার হয়ে গেল। যখন রুকূ করতেন তখন আল্লাহু আকবর বলতেন। আবার রুকূ করতেন এবং মাথা উঠাবার সময় 'সামি আল্লাহু লিমান হামিদা' বলে দাঁড়িয়ে যেতেন। এরপর আল্লাহ্র হামদ ও সানা বর্ণনা করলেন এবং বললেন, চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণ কারো জন্ম-মৃত্যুর কারণে হয় না। আর এটি হলো আল্লাহ্র নিদর্শনাবলীর অন্তর্ভুক্ত। এ দু'টি দ্বারা আল্লাহ তাঁর বান্দাদেরকে সতর্ক করেন। অতএব যখন তোমরা সূর্যগ্রহণ দেখতে পাও, তখন আল্লাহকে স্মরণ কর, গ্রহণ কেটে না যাওয়া পর্যন্ত।

١٩٦٩– وَحَدَّثَنِيْ اَبُوْ غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالاَ حَدَّثَنَا مُعَاذٌ وَهُوَ ابْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي اَبِيْ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ اَبِيْ رَبَاحٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِيَّ اللّٰهِ ﷺ صَلَّى سِتَّ رَكَعَاتٍ وَاَرْبَعَ سَجَدَاتٍ.

১৯৬৯. আবূ গাস্সান আল-মিসমাঈ ও মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না (র)...... 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ ছয়টি রুকূ করেছেন এবং চারটি সিজ্দা করেছেন। প্রতি রাক'আতে তিনটি করে রুকূ ও দু'টি করে সিজ্দা করেছেন।

١– بَابُ ذِكْرِ عَذَابِ الْقَبْرِ فِيْ صَلاَةِ الْخُسُوْفِ

১. পরিচ্ছেদ : সূর্যগ্রহণের সালাতে কবর আযাবের উল্লেখ

١٩٧٠– وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ بِلاَلٍ عَنْ يَحْيٰى عَنْ عَمْرَةَ اَنَّ يَهُوْدِيَّةً اَتَتْ عَائِشَةَ تَسْاَلُهَا فَقَالَتْ اَعَاذَكِ اللّٰهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ قَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ يُعَذَّبُ النَّاسُ فِي الْقُبُوْرِ قَالَتْ عَمْرَةُ فَقَالَتْ عَائِشَةُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَائِذًا بِاللّٰهِ ثُمَّ رَكِبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ذَاتَ غَدَاةٍ مَرْكَبًا فَخَسَفَتِ الشَّمْسُ قَالَتْ عَائِشَةُ فَخَرَجْتُ فِيْ نِسْوَةٍ بَيْنَ ظَهْرَيِ الْحُجَرِ فِي الْمَسْجِدِ فَاَتَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ مَرْكَبِهِ حَتّٰى انْتَهٰى اِلٰى مُصَلاَّهُ الَّذِيْ كَانَ يُصَلِّيْ فِيْهِ فَقَامَ وَقَامَ النَّاسُ وَرَاءَهُ قَالَتْ عَائِشَةُ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيْلاً ثُمَّ رَكَعَ فَرَكَعَ رُكُوْعًا طَوِيْلاً ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيْلاً وَهُوَ دُوْنَ الْقِيَامِ الاَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ فَرَكَعَ رُكُوْعًا طَوِيْلاً وَهُوَ دُوْنَ ذَالِكَ الرُّكُوْعِ ثُمَّ رَفَعَ وَقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ فَقَالَ اِنِّيْ قَدْ رَاَيْتُكُمْ تُفْتَنُوْنَ فِي الْقُبُوْرِ كَفِتْنَةِ الدَّجَّالِ قَالَتْ عَمْرَةُ فَسَمِعْتُ عَائِشَةَ يَقُوْلُ فَكُنْتُ اَسْمَعُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بَعْدَ ذَالِكَ يَتَعَوَّذُ مِنْ عَذَابِ النَّارِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ.

১৯৭০. আবদুল ইব্‌ন মাসলামা কা'নাবী (র)...... জনৈকা ইয়াহূদী মহিলা 'আয়েশা (রা)-এর নিকট ভিক্ষা করতে এসে বলল, "আল্লাহ তোমাকে কবরের আযাব হতে রক্ষা করুন।" আয়েশা (রা) বললেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! মানুষকে কবরে আযাব দেয়া হবে কি? আম্‌র (রা) বলেন, 'আয়েশা (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। এরপর একদিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সাওয়ারীতে আরোহণ করলেন তখন সূর্যগ্রহণ দেখা দিল। আয়েশা (রা) বলেন, আমি কয়েকজন মহিলাসহ বের হয়ে মসজিদের সে অংশে গেলাম যা হুজ্‌রার পশ্চাৎভাগে ছিল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর সাওয়ারী হতে নেমে যেখানে তিনি সালাত আদায় করতেন সে মুসাল্লায় পৌঁছলেন এবং সালাতে দাঁড়িয়ে গেলেন। লোকেরাও তাঁর পিছনে দাঁড়ালেন। 'আয়েশা (রা) বলেন, তিনি দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলেন। তারপর রুকূ করলেন এবং রুকূ করলেন অতি দীর্ঘ। তারপর মাথা তুললেন এবং দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলেন,। কিন্তু এটা ছিল প্রথম দাঁড়ান হতে কিছু কম। আবার রুকূ করলেন এবং দীর্ঘক্ষণ রুকূ করলেন কিন্তু পূর্বের রুকূর তুলনায় কিছু কম। এরপর মাথা তুললেন। ততক্ষণে সূর্য পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে। তখন তিনি বললেন, আমি দেখেছি তোমরা কবরে মহাপরীক্ষার সম্মুখীন হবে। যেমন তোমরা দাজ্জালের ফিতনার সম্মুখীন হবে। আম্‌র (রা) বলেন, আমি 'আয়েশা (রা)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলতেন, এরপর আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে জাহান্নামের আযাব এবং কবরের আযাব হতে আল্লাহ্‌র নিকট পানাহ চাইতে শুনতাম।

١٩٧١- وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ فِىْ هٰذَا الْاِسْنَادِ بِمِثْلِ مَعْنَى حَدِيْثِ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلاَلٍ.

১৯৭১. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না ও ইব্‌ন আবূ উমর (রা)...... ইয়াহ্‌য়া ইন সাঈদ (র) থেকে সুলায়মান ইব্‌ন বিলালের হাদীসের অনুরূপ অর্থবিশিষ্ট হাদীস বর্ণনা করেছেন।

١٩٧٢- وَحَدَّثَنِىْ يَعْقُوبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الدَّوْرَقِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ عُلَيَّةَ عَنْ هِشَامِ الدَّسْتَوَائِىِّ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ فِىْ يَوْمٍ شَدِيْدِ الْحَرِّ فَصَلَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِاَصْحَابِهِ فَاَطَالَ الْقِيَامَ حَتّٰى جَعَلُوْا يَخِرُّوْنَ ثُمَّ رَكَعَ فَاَطَالَ ثُمَّ رَفَعَ فَاَطَالَ ثُمَّ رَكَعَ فَاَطَالَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ قَامَ فَصَنَعَ نَحْوًا مِنْ ذَالِكَ فَكَانَتْ اَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَاَرْبَعَ سَجَدَاتٍ ثُمَّ قَالَ اِنَّهُ عُرِضَ عَلَىَّ شَىْءٍ تُوْلَجُوْنَهُ فَعُرِضَتْ عَلَىَّ الْجَنَّةُ حَتّٰى لَوْتَنَاوَلْتُ مِنْهَا قِطْفًا اَخَذْتُهُ اَوْقَالَ تَنَاوَلْتُ مِنْهَا قِطْفًا فَقَصُرَتْ يَدِىْ عَنْهُ وَعُرِضَتْ عَلَىَّ النَّارُ فَرَاَيْتُ فِيْهَا امْرَاَةً مِنْ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ تُعَذَّبُ فِىْ هِرَّةٍ لَهَا رَبَطَتْهَا فَلَمْ تُطْعِمْهَا وَلَمْ تَدَعْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْاَرْضِ وَرَاَيْتُ اَبَا ثُمَامَةَ عَمْرِو بْنَ مَالِكٍ يَجُرُّ قُصْبَهُ فِى النَّارِ وَاِنَّهُمْ كَانُوْا يَقُوْلُوْنَ اِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لاَيَخْسِفَانِ اِلاَّ لِمَوْتِ عَظِيْمٍ وَاِنَّهُمَا اٰيَتَانِ مِنْ اٰيَاتِ اللّٰهِ يُرِيْكُمُوْهُمَا فَاِذَا خَسَفَا فَصَلُّوْا حَتّٰى تَنْجَلِىَ.

১৯৭২. ইয়াকূব ইব্‌ন ইব্‌রাহীম আদ-দাওরাকী (র)...... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর যুগে একবার সূর্যগ্রহণ হয়েছিল। দিনটি ছিল ভীষণ গরম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সাহাবীদের নিয়ে সালাত আদায় করলেন। তাতে কিয়াম অত্যন্ত দীর্ঘ করলেন, এমনকি অনেক সাহাবী (দীর্ঘক্ষণ দাঁড়ানোর কারণে মাথা ঘুরে) পড়ে যেতে শুরু করলেন। তারপর তিনি রুকূতে গেলেন এবং দীর্ঘক্ষণ রুকূতে থাকলেন। এরপর মাথা উঠালেন এবং অনেকক্ষণ দাঁড়ালেন। তারপর দু'টি সিজ্‌দা করলেন। আবার দাঁড়িয়ে পূর্বের ন্যায় (কিয়াম ও রুকূ) করলেন। এমতাবস্থায় দু'রাকআতে মোট চার রুকূ ও চার সিজ্‌দা হয়েছিল। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তোমরা সেসব স্থানে প্রবেশ করবে যেসব স্থান আমাকে দেখান হয়েছে। আমার সামনে জান্নাত পেশ করা হয়েছিল। আমি সেখান থেকে একটি আঙুর থোকা ধরতে চেয়েছিলাম। অথবা তিনি বলেছেন, একটি শাখা ধরতে চাইলে আমার হাত সে পর্যন্ত পৌঁছতে পারেনি এবং আমার সম্মুখ জাহান্নামও পেশ করা হয়েছিল। সেখানে আমি বনী ইসরাঈলের জনৈকা মহিলাকে দেখতে পেলাম। বিড়ালের কারণে তাকে আযাব দেয়া হচ্ছিল। সে বিড়ালটি বেঁধে রেখেছিল। তাকে খেতে দেয়নি ও ছেড়েও দেয়নি যাতে সে নিজে যমীনের কীট-পতঙ্গ খেয়ে বাঁচতে পারে। আর আমি দেখেছি আবূ সুমামা আম্‌র ইব্‌ন মালিককে। সে জাহান্নামের মধ্যে নিজের নাড়িভূড়ি নিয়ে হেঁচড়িয়ে চলেছে। আর লোক বলতো, কোন মহান ব্যক্তির মৃত্যু ব্যতীত চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণ হয় না। অথচ এ দু'টি হল আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলীর মধ্যকার দু'টি নিদর্শন, যা তোমাদেরকে দেখান হয়। যখনই এ দু'টিতে গ্রহণ দেখা দেয়, তখন পরিষ্কার না হওয়া পর্যন্ত তোমরা সালাত আদায় করতে থাকবে।

١٩٧٣- وَحَدَّثَنِيْهِ اَبُوْغَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الصَّبَّاحِ عَنْ هِشَامٍ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ مِثْلَهُ اِلاَّ اَنَّهُ قَالَ وَرَاَيْتُ فِى النَّارِ امْرَاَةً حِمْيَرِيَّةً سَوْدَاءَ طَوِيْلَةً وَلَمْ يَقُلْ مِنْ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ.

১৯৭৩. আবূ গাস্‌সান মিসমাঈ (র)...... হিশাম (র) থেকে এ সনদে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তবে তিনি বলেছেন (রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন), আমি হিমাইয়ারী গোত্রের কালো দীর্ঘদেহী মহিলাকে জাহান্নামে দেখলাম। মহিলা বনী ইসরাঈলী ছিল, এ কথা তিনি বলেননি।

١٩٧٤- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ (وَتَقَارَبَا فِى اللَّفْظِ) قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ اَنْكَسَفَتِ الشَّمْسُ فِىْ عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ مَاتَ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ النَّاسُ اِنَّمَا انْكَسَفَتْ لِمَوْتِ اِبْرَاهِيْمَ فَقَامَ النَّبِىُّ ﷺ فَصَلّٰى بِالنَّاسِ سِتَّ رَكَعَاتٍ بِاَرْبَعِ سَجَدَاتٍ بَدَأَ فَكَبَّرَ ثُمَّ قَرَأَ فَاَطَالَ الْقِرَاءَةَ ثُمَّ رَكَعَ نَحْوًا مِمَّا قَامَ ثُمَّ رَفَعَ رَاْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ فَقَرَأَ قِرَاءَةً دُوْنَ الْقِرَاءَةِ الْاُوْلٰى ثُمَّ رَكَعَ نَحْوًا مِمَّا قَامَ ثُمَّ رَفَعَ رَاْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ فَقَرَأَ قِرَاءَةً دُوْنَ الْقِرَاءَةِ الثَّانِيَةِ ثُمَّ رَكَعَ نَحْوًا مِمَّا قَامَ ثُمَّ رَفَعَ رَاْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ ثُمَّ انْحَدَرَ بِالسُّجُوْدِ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ اَيْضًا ثَلاَثَ رَكَعَاتٍ لَيْسَ فِيْهَا رَكْعَةٌ اِلاَّ الَّتِىْ قَبْلَهَا اَطْوَلُ مِنَ الَّتِىْ

بَعْدَهَا وَرُكُوْعُهُ نَحْوًا مِنْ سُجُوْدِهِ ثُمَّ تَأَخَّرَ وَتَأَخَّرَتِ الصُّفُوْفُ خَلْفَهُ حَتّٰى انْتَهَيْنَا (وَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ حَتّٰى انْتَهٰى اِلَى النِّسَاءِ) ثُمَّ تَقَدَّمَ وَتَقَدَّمَ النَّاسُ مَعَهُ حَتّٰى قَامَ فِىْ مَقَامِهِ فَانْصَرَفَ حِيْنَ انْصَرَفَ وَقَدْ اَضَتِ الشَّمْسُ فَقَالَ يٰاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّمَا الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ اٰيَتَانِ مِنْ اٰيَاتِ اللّٰهِ وَاِنَّهُمَا لَايَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ اَحَدٍ مِنَ النَّاسِ (وَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ لِمَوْتِ بَشَرٍ) فَاِذَا رَاَيْتُمْ شَيْئًا مِنْ ذَالِكَ فَصَلُّوْا حَتّٰى تَنْجَلِىَ مَا مِنْ شَىْءٍ تُوْعَدُوْنَهُ اِلاَّ قَدْ رَاَيْتُهُ فِىْ صَلَاتِىْ هٰذِهِ لَقَدْ جِيْئَ بِالنَّارِ وَذٰلِكُمْ حِيْنَ رَاَيْتُمُوْنِىْ تَاَخَّرْتُ مَخَافَةَ اَنْ يُصِيْبَنِىْ مِنْ لَفْحِهَا وَحَتّٰى رَاَيْتُ فِيْهَا صَاحِبَ الْمِحْجَنِ يَجُرُّ قُصْبَهُ فِى النَّارِ كَانَ يَسْرِقُ الْحَاجَّ بِمِحْجَنِهِ فَاِنْ فُطِنَ لَهُ قَالَ اِنَّمَا تَعَلَّقَ بِمِحْجَنِىْ وَاِنْ غُفِلَ عَنْهُ ذَهَبَ بِهِ وَحَتّٰى رَاَيْتُ فِيْهَا صَاحِبَةَ الْهِرَّةِ الَّتِىْ رَبَطَتْهَا فَلَمْ تُطْعِمْهَا وَلَمْ تَدَعْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْاَرْضِ حَتّٰى مَاتَتْ جُوْعًا ثُمَّ جِيْئَ بِالْجَنَّةِ وَذَالِكُمْ حِيْنَ رَاَيْتُمُوْنِىْ تَقَدَّمْتُ حَتّٰى قُمْتُ فِىْ مَقَامِىْ وَلَقَدْ مَدَدْتُ يَدِىْ وَاَنَا اُرِيْدُ اَنْ اَتَنَاوَلَ مِنْ ثَمَرِهَا لِتَنْظُرُوْا اِلَيْهِ ثُمَّ بَدَالِىْ اَنْ لَا اَفْعَلَ فَمَا مِنْ شَىْءٍ تُوْعَدُوْنَهُ اِلاَّ قَدْ رَاَيْتُهُ فِىْ صَلَاتِىْ هٰذِهِ.

১৯৭৪. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়রা ও মুহাম্মদ ইব্‌ন 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন নুমায়র (র)...... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে একদিন সূর্যগ্রহণ হয়েছিল। সেদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পুত্র ইব্‌রাহীমের ইন্তিকাল হয়েছিল। তখন লোকেরা বলল, নিশ্চয়ই ইব্‌রাহীমের ইন্তিকালের কারণে সূর্যগ্রহণ লেগেছে। এতে নবী ﷺ দাঁড়িয়ে গেলেন এবং লোকদের নিয়ে ছয় রুকূ' ও চার সিজ্‌দায় সালাত আদায় করলেন। সালাত তাক্‌বীর বলে আরম্ভ করলেন এবং কিরা'আত অত্যন্ত দীর্ঘ করলেন। এরপর রুকূ' করলেন। প্রায় কিয়ামের সমপরিমাণ সময় রুকূ'তে থাকলেন। এরপর রুকূ' থেকে মাথা উঠালেন এবং কিরা'আত পড়লেন, যা পূর্বাপেক্ষা কিছু কম। তারপর আবার রুকূ' করলেন, যা ছিল কিয়ামের সমপরিমাণ। এরপর তিনি রুকূ' থেকে মাথা তুললেন এবং দ্বিতীয়বার হতে কিছু কম সময় কিরা'আত পড়লেন। আবার রুকূ' করলেন এবং কিয়ামের সমপরিমাণ সময় রুকূ'তে থাকলেন। এরপর রুকূ' হতে মাথা উঠালেন ও সিজদায় গেলেন এবং দু'টি সিজ্‌দা করলেন। এরপর দাঁড়ালেন এবং তিনটি রুকূ' করলেন এবং প্রতি আগের রুকূ' পরের রুকূ' অপেক্ষা দীর্ঘ হত। রুকূ' ছিল সিজ্‌দার সমপরিমাণ। অতঃপর পিছনের দিকে সরে এলেন। কাতারগুলোও পিছনে সরে গেল শেষ সীমা পর্যন্ত [আবূ বকর (রা) বলেন, মহিলাদের কাতার পর্যন্ত গেলেন অতঃপর পূর্ব স্থানে ফিরে এলেন] লোকেরাও তাঁর সাথে ফিরে এলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর পূর্ব স্থানে এসে দাঁড়ালেন। সালাত শেষ করে তিনি যখন ফিরে এলেন তখন সূর্য পরিষ্কার হয়ে গেছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হে লোক সকল! সূর্য ও চন্দ্র আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলীর মধ্যে দু'টি নিদর্শন। এ দু'টির গ্রহণ কোন ব্যক্তির মৃত্যুর কারণে হয় না [আবূ বকর (রা) বলেছেন, (রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন), "কোন মানুষের মৃত্যুর কারণে" (এ দু'টো গ্রহণ হয় না)] যখন তোমরা এরূপ কিছু দেখ, তখন সূর্য পরিষ্কার না হওয়া পর্যন্ত সালাত আদায় করতে থাক। তোমাদের প্রতি যা কিছু ওয়াদা করা হয়েছে, আমি এ

সালাতে দেখতে পেয়েছি। আমার কাছে জাহান্নাম উপস্থিত করা হয়েছিল এবং তা ঘটেছিল যখন তোমরা আমাকে দেখেছ পেছনের দিকে সরে আসতে। কেননা আমার ভয় হয়েছিল যে, আগুনের লেলিহান শিখা আমাকে স্পর্শ করবে। তাছাড়া আমি সেখানে লৌহ শলাকাধারী ব্যক্তিকে দেখেছি, সে জাহান্নামে তার নাড়িভুড়ি হেঁচড়িয়ে চলছে। সে ব্যক্তি লৌহ শলাকা দিয়ে হাজীদের মালামাল চুরি করত। যদি মালিক টের পেত তাহলে সে বলত, আমার লৌহ শলাকায় আটকা পড়েছে। আর টের না পেলে নিয়ে চলে যেত। আমি জাহান্নামে দেখেছি সেই মহিলাকে যে বিড়াল বেঁধে রেখেছিল। সে বিড়ালটিকে খেতে দেয়নি, ছেড়েও দেয়নি, যাতে সে যমীনের কীট-পতঙ্গ খেতে পারে। এভাবে ক্ষুধায় সে মারা যায়। এরপর আমার সম্মুখে জান্নাত হাযির করা হল, যখন তোমরা আমাকে সম্মুখে অগ্রসর হতে এবং আমাকে পূর্ব স্থানে দাঁড়ান অবস্থায় দেখেছ। তখন আমি আমার হাত প্রসারিত করেছিলাম। আমি ফল আনতে ইচ্ছা করেছিলাম, যেন তোমরা দেখতে পাও। এরপর মনে হল এমনটি না করাই উচিত। তোমাদেরকে যত জিনিসের ওয়াদা করা হয়েছে, সবই এ সালাতের সময় আমি দেখেছি।

١٩٧٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ فَاطِمَةَ عَنْ اَسْمَاءَ قَالَتْ خَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَدَخَلْتُ عَلٰى عَائِشَةَ وَهِىَ تُصَلِّىْ فَقُلْتُ مَا شَأْنُ النَّاسِ يُصَلُّوْنَ فَاَشَارَتْ بِرَأْسِهَا اِلَى السَّمَاءِ فَقُلْتُ اٰيَةٌ قَالَتْ نَعَمْ فَاَطَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْقِيَامَ جِدًّا حَتّٰى تَجَلاَّنِىَ الْغَشْىُ فَاَخَذْتُ قِرْبَةً مِنْ مَاءٍ اِلٰى جَنْبِىْ فَجَعَلْتُ اَصُبُّ عَلٰى رَأْسِىْ اَوْ عَلٰى وَجْهِىْ مِنَ الْمَاءِ قَالَتْ فَانْصَرَفَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ فَخَطَبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ النَّاسَ فَحَمِدَ اللّٰهَ وَاَثْنٰى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ اَمَّا بَعْدُ مَا مِنْ شَىْءٍ لَمْ اَكُنْ رَأَيْتُهُ اِلاَّ قَدْ رَأَيْتُهُ فِىْ مَقَامِىْ هٰذَا حَتّٰى الْجَنَّةَ وَالنَّارَ وَاِنَّهُ قَدْ اُوْحِيَ اِلَىَّ اَنَّكُمْ تُفْتَنُوْنَ فِىْ الْقُبُوْرِ قَرِيْبًا اَوْ مِثْلَ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ لاَ اَدْرِىْ اَيَّ ذَالِكَ قَالَتْ اَسْمَاءُ فَيُؤْتٰى اَحَدُكُمْ فَيُقَالُ مَا عِلْمُكَ بِهٰذَا الرَّجُلِ فَاَمَّا الْمُؤْمِنُ اَوِ الْمُوْقِنُ (لاَاَدْرِىْ اَىَّ ذَالِكَ قَالَتْ اَسْمَاءُ) فَيَقُوْلُ هُوَ مُحَمَّدٌ هُوَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ جَاءَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَالْهُدٰى فَاَجَبْنَا وَاَطَعْنَا ثَلاَثَ مِرَارٍ فَيُقَالُ لَهُ نَعَمْ قَدْ كُنَّا نَعْلَمُ اِنَّكَ لَتُؤْمِنُ بِهِ فَنَمْ صَالِحًا وَاَمَّا الْمُنَافِقُ اَوِ الْمُرْتَابُ (لاَاَدْرِىْ اَىَّ ذَالِكَ قَالَتْ اَسْمَاءُ) فَيَقُوْلُ لاَاَدْرِىْ سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُوْلُوْنَ شَيْئًا فَقُلْتُ.

১৯৭৫. মুহাম্মদ ইব্‌ন আ'লা আল-হামদানী (র)..... আসমা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর যুগের একবার সূর্যগ্রহণ হয়েছিল। আমি আয়েশার গৃহে গমন করলাম। তিনি তখন সালাত আদায় করছিলেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, মানুষের কি হয়েছে, তারা সবাই সালাত আদায় করছে? তিনি মাথা নেড়ে আকাশের দিকে ইংগিত করলেন। আমি বললাম, কোন বিশেষ ঘটনা ঘটেছে কি? তিনি ইশারা করলেন, হ্যাঁ। ঐ সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাত আদায় করছিলেন এবং কিয়াম অত্যন্ত দীর্ঘ করছিলেন। এমনকি আমি প্রায় বেহুঁশ হয়ে গিয়েছিলাম। তখন আমার পাশে একটি পানির পাত্রদিলাম এবং তা থেকে আমার মাথায় ও মুখে পানি ছিঁটিয়ে দিচ্ছিলাম। আসমা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন প্রত্যাবর্তন করলেন তখন সূর্য পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ লোকদের উদ্দেশ্যে খুতবা দিলেন। আল্লাহ তা'আলার হামদ ও সানা বর্ণনা করার পর

বললেন, আমি যে সব জিনিস দেখি নি, সবই আজ এ স্থানে দেখেছি। জান্নাত ও জাহান্নামও দেখেছি। আর আমাকে জানান হয়েছে যে, তোমরা কবরে ভীষণ পরীক্ষার সম্মুখীন হবে মাসীহ দাজ্জালের ফিতনার কাছাকাছি বা এর অনুরূপ। (রাবী বলেন), আমি জানি না আসমা (রা) কোনটি বলেছিলেন। তোমাদের প্রত্যেকের কাছে ফেরেশ্‌তা আসবেন এবং বলবেন - ঐ ব্যক্তি (নবী ﷺ) সম্পর্কে তুমি কি জান? রাবী বলেছেন, আসমা (রা) 'মু'মিন' অথবা মূকিন (বিশ্বাসী) কোনটি বলেছেন, তা আমার জানা নাই। সে বলবে, তিনি মুহাম্মদ ﷺ তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ। আমাদের জন্য হিদায়াত ও নিদর্শনাবলী নিয়ে এসেছিলেন। আমরা তাঁর দাওয়াত গ্রহণ ও আনুগত্য স্বীকার করেছিলাম। এ কথা তিনবার বললেন। তখন তাকে বলা হবে, নিদ্রায় থাক। আমরা জানতাম তুমি তাঁর উপর ঈমান এনেছিলে। তুমি উত্তমরূপে ঘুমিয়ে থাক। আর মুনাফিক অথবা সন্দেহ পোষণকারী বলবে, আমি জানি না [রাবী বলেন, আসমা (রা) যে কোন শব্দ বলেছিলেন, তা আমার জানা নেই]। মানুষকে একটি কথা বলতে শুনেছি তাই আমিও বলেছি।

١٩٧٦- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ وَاَبُوْ كُرَيْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ فَاطِمَةَ عَنْ اَسْمَاءَ قَالَتْ اَتَيْتُ عَائِشَةَ فَاِذَا النَّاسُ قِيَامٌ وَاِذَا هِىَ تُصَلِّىْ فَقُلْتُ مَا شَأْنُ النَّاسِ وَاقْتَصَّ الْحَدِيْثَ بِنَحْوِ حَدِيْثِ ابْنِ نُمَيْرٍ عَنْ هِشَامٍ.

১৯৭৬. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা ও আবূ কুরায়ব (র)...... আসমা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা)-এর কাছে এলাম। আমি লোকদের সালাতে দাঁড়ান দেখলাম। আয়েশাকেও সালাতে দেখলাম। আমি জিজ্ঞেস করলাম, মানুষের কি হয়েছে? এরপর তিনি হিশাম সূত্রে ইব্‌ন নুমায়রের হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করলেন।

١٩٧٧-اَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى قَالَ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُرْوَةَ قَالاَ لاَتَقُلْ كَسَفَتِ الشَّمْسُ وَلٰكِنْ قُلْ خَسَفَتِ الشَّمْسُ

১৯৭৭. ইয়াহ্‌য়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌য়া (র)...... 'উরওয়া (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন [সূর্যগ্রহণ বোঝানোর জন্য] "কাসাফাতিশ শাম্‌স" না বলে তোমরা বলবে "খাসাফাতিশ্‌ শাম্‌স"।

١٩٧٨- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيْبٍ الْحَارِثِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ مَنْصُوْرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اُمِّهٖ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ اَبِىْ بَكرٍ اَنَّهَا قَالَتْ فَزِعَ النَّبِىُّ ﷺ يَوْمًا (قَالَتْ تَعْنِىْ يَوْمَ كَسَفَتِ الشَّمْسُ) فَاَخَذَ دِرْعًا حَتّٰى اُدْرِكَ بِرِدَائِهٖ فَقَامَ لِلنَّاسِ قِيَامًا طَوِيْلاً لَوْ اَنَّ اِنْسَانًا اَتٰى لَمْ يَشْعُرْ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ رَكَعَ مَا حَدَّثَ اَنَّهٗ رَكَعَ مِنْ طُوْلِ الْقِيَامِ.

১৯৭৮. ইয়াহ্‌য়া ইব্‌ন হাবিব হারিসী (র)...... আসমা বিনত আবূ বাকর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন নবী ﷺ আতংকগ্রস্ত হয়ে পড়লেন। রাবী বলেন, অর্থাৎ যেদিন সূর্যগ্রহণ হয়েছিল। তিনি [তাড়াহুড়া করে] একটি বর্ম নিলেন। পরে তাঁকে পরিধানের জন্য একটি চাদর দেয়া হল। এরপর তিনি লোকদের নিয়ে সালাতে (রুকূর

পর) এত দীর্ঘক্ষণ দাঁড়ালেন যে, কোন আগন্তুক আসলে সে বুঝতে পারত না যে, নবী (সা) রুকূ‘ করেছেন। দীর্ঘক্ষণ দাঁড়ানোর কারণে মনে হবে না যে তিনি রুকূ‘ করেছেন।

١٩٧٩- وَحَدَّثَنِى سَعِيْدُ بْنُ يَحْيَي الْاُمَوِىُّ قَالَ حَدَّثَنِى اَبِىْ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ مِثْلَهُ وَقَالَ قِيَامًا طَوِيْلاً يَقُوْمُ ثُمَّ يَرْكَعُ وَزَادَ فَجَلْتُ اَنْظُرُ اِلَى الْمَرْأَةِ اَسَنَّ مِنِّىْ وَاِلَى الْاُخْرٰى هِىَ اَسْقَمُ مِنِّىْ.

১৯৭৯. সাঈদ ইব্‌ন ইয়াহ্‌য়া আল-উমাবী (র).... ইব্‌ন জুরায়জ (র) পূর্বোক্ত সনদে তদ্রুপ বর্ণনা করেছেন এবং তিনি এও বলেছেন, দীর্ঘক্ষণ দাঁড়ালেন, তারপর রুকূ‘ থেকে উঠে দাঁড়ালেন, তারপর আবার রুকূ‘ করলেন। তবে রাবী অতিরিক্ত বলেছেন যে, (ঐ সময়ে) আমার চেয়েও অধিক বয়স্ক মহিলাদেরকে এবং রোগাক্রান্ত মহিলাদেরকে দেখতে পেলাম।

١٩٨٠- وَحَدَّثَنِى اَحْمَدُ بْنُ سَعِيْدٍ الدَّارِمِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَبَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا مَنْصُوْرٌ عَنْ اُمِّهِ عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ اَبِىْ بَكْرٍ قَالَتْ كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلٰى عَهْدِ النَّبِىِّ ﷺ فَفَزِعَ فَاَخْطَأَ بِدِرْعٍ حَتّٰى اُدْرِكَ بِرِدَائِهِ بَعْدَ ذَالِكَ قَالَتْ فَقَضَيْتُ حَاجَتِىْ ثُمَّ جِئْتُ وَدَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَرَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَائِمًا فَقُمْتُ مَعَهُ فَاَطَالَ الْقِيَامَ حَتّٰى رَأَيْتُنِىْ اُرِيْدُ اَنْ اَجْلِسَ ثُمَّ اَلْتَفِتُ اِلَى الْمَرْأَةِ الضَّعِيْفَةِ فَاَقُوْلُ هٰذِهِ اَضْعَفُ مِنِّىْ فَاَقُوْمُ فَرَكَعَ فَاَطَالَ الرُّكُوْعَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَاَطَالَ الْقِيَامَ حَتّٰى لَوْ اَنَّ رَجُلاً جَاءَ خُيِّلَ اِلَيْهِ اَنَّهُ لَمْ يَرْكَعْ.

১৯৮০. আহমাদ ইব্‌ন সাঈদ আদ-দারিমী (র)...... আসমা বিনতে আবূ বাকর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে সূর্যগ্রহণ হয়েছিল। তিনি তা দেখে শংকিত হয়ে পড়েছিলেন। তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়তে তিনি ভুলক্রমে লৌহবর্ম নিয়ে নিলেন। অবশেষে চাদর দিয়ে তাঁর ভুল শোধরানো হল। আসমা (রা) বলেন, আমি তাড়াতাড়ি আমার প্রয়োজনাদি পূরণ করে নিলাম। এরপর এসে মসজিদে প্রবেশ করে দেখতে পেলাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাতে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। আমিও দাঁড়িয়ে সালাতে শামিল হলাম। এরপর আমি (সেখানে) দুর্বল মহিলা দেখতে পেয়ে মনে মনে বললাম, এসব মহিলা তো আমার চেয়েও দুর্বল, কাজেই আমি দাঁড়িয়ে থাকলাম। এর পর তিনি রুকূ‘ করলেন এবং দীর্ঘ সময় রুকূ‘ করলেন। এরপর তিনি মাথা উঠিয়ে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন। (অবস্থা এমন দাঁড়াল যে) কেউ যদি বাইর হতে আসে, তবে তার কছে মনে হবে যে, তিনি রুকূ‘ই করেন নি।

١٩٨١- وَحَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ قَالَ حَدَّثَنِى زَيْدُ بْنُ اَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اَنْكَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَصَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَالنَّاسُ مَعَهُ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيْلاً قَدْرَ نَحْوِ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوْعًا طَوِيْلاً ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيْلاً وَهُوَ دُوْنَ الْقِيَامِ الْاَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوْعًا طَوِيْلاً وَهُوَ دُوْنَ الرُّكُوْعِ الاَوَّلِ ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ قَامَ قِيَامًا طَوِيْلاً وَهُوَ دُوْنَ الْقِيَامِ الْاَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوْعًا طَوْيْلاً وَهُوَ دُوْنَ الرُّكُوْعِ الاَوَّلِ ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَامًا

طَوِيْلاً وَهُوَ دُوْنَ الْقِيَامِ الْاَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوْعًا طَوِيْلاً وَهُوَ دُوْنَ الرُّكُوْعِ الْاَوَّلِ ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ انْصَرَفَ وَقَدِ انْجَلَتِ الشَّمْسُ فَقَالَ اِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ اٰيَتَانِ مِنْ اٰيَاتِ اللّٰهِ لاَيَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ اَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ فَاِذَا رَأَيْتُمْ ذَالِكَ فَاذْكُرُوْا اللّٰهَ قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ رَأَيْنَاكَ تَنَاوَلْتَ شَيْئًا فِى مَقَامِكَ هٰذَا ثُمَّ رَأَيْنَاكَ كَفَفْتَ فَقَالَ اِنِّى رَأَيْتُ الْجَنَّةَ فَتَنَاوَلْتُ مِنْهَا عُنْقُوْدًا وَلَوْ اَخَذْتُهُ لاَكَلْتُمْ مِنْهُ مَابَقِيَتِ الدُّنْيَا وَرَأَيْتُ النَّارَ فَلَمْ اَرَ كَالْيَوْمِ مَنْظَرًا قَطُّ وَرَأَيْتُ اَكْثَرَ اَهْلِهَا النِّسَاءَ قَالُوْا بِمَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ بِكُفْرِهِنَّ قِيْلَ أَيَكْفُرْنَ بِاللّٰهِ قَالَ بِكُفْرِ الْعَشِيْرِ وَبِكُفْرِ الْاِحْسَانِ لَوْ اَحْسَنْتَ اِلٰى اِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيْئًا قَالَتْ مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ.

১৯৮১. সুমায়দ ইব্‌ন সাঈদ (র)......ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর যুগে সূর্যগ্রহণ হয়েছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাত আদায় করলেন। লোকেরা তাঁর সঙ্গে ছিলেন। তিনি এত দীর্ঘক্ষণ কিয়াম করলেন যে, এ সময়ের মধ্যে সূরা বাকারা তিলাওয়াত করা যায়। এরপর তিনি দীর্ঘ রুকূ' করলেন। এরপর মাথা উঠালেন এবং দীর্ঘক্ষণ কিয়াম করলেন। কিন্তু পূর্বের কিয়াম হতে কিছু কম। এরপর আবার দীর্ঘক্ষণ রুকূ' করলেন। কিন্তু পূর্ব রুকূ' হতে কিছু কম। এরপর সিজদা করলেন ও দীর্ঘ কিয়াম করলেন কিন্তু পূর্বপেক্ষা কিছু কম। আবার দীর্ঘ রুকূ' করলেন কিন্তু প্রথম রুকূ' হতে কিছু কম। এরপর মাথা উঠালেন এবং দীর্ঘক্ষণ কিয়াম করলেন কিন্তু প্রথম কিয়ামের তুলনায় কিছু কম। আবার রুকূ' করলেন কিন্তু পূর্বের তুলনায় কম। এরপর সিজ্‌দা করলেন ও সালাত থেকে প্রত্যাবর্তন করলেন। তখন সূর্য পরিষ্কার হয়ে গেছে। তিনি বললেন, সূর্য এবং চন্দ্র আল্লাহর নিদর্শনাবলীর মধ্যে হতে দু'টি নিদর্শন। কারো মৃত্যু ও জন্মের কারণে এগুলোতে গ্রহণ হয় না। যখন তোমরা গ্রহণ দেখতে পাও তখন আল্লাহর যিকর কর। সাহাবায়ে কিরাম জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার এ অবস্থান থেকে আপনাকে কিছু নিতে দেখলাম। আবার আপনাকে দেখলাম, হাত গুটিয়ে নিতে? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আমি জান্নাত দেখতে পেলাম এবং আঙুর গুচ্ছ নিতে চাইলাম। যদি আমি তা নিতাম, তবে যতদিন দুনিয়া থাকত, ততদিন তোমরা তা থেকে খেতে পারতে। এরপর জাহান্নাম দেখতে পেলাম। আজকের দিনের মত দৃশ্য আমি আর কখনো দেখি নি। আমি অধিক সংখ্যায় মহিলাদের জাহান্নামে দেখেছি। (উপস্থিত) মহিলাগণ বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তা কেন? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তাদের কুফ্‌রের কারণে। মহিলাগণ জিজ্ঞেস করলেন, তারা কি আল্লাহর সাথে কুফরী করে? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, না, বরং তারা জীবন সহচরদের সাথেও কুফর করে এবং অনুগ্রহের প্রতি অকৃতজ্ঞ থাকে। তুমি যদি তাদের একজনের প্রতি সারা যুগ ধরে অনুগ্রহ কর, তারপর কখনো সামান্য ত্রুটি দেখতে পায়, তখন সে বলে উঠে, তোমার থেকে কখনো কোন ভাল ব্যবহার পাই নি।

١٩٨٢- وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ يَعْنِى ابْنَ عِيْسٰى قَالَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ فِىْ هٰذَا الْاِسْنَادِ بِمِثْلِهِ غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ ثُمَّ رَأَيْنَاكَ تَكَعْكَعْتَ.

১৯৮২. মুহাম্মদ ইব্‌ন রাফি' (র).... যায়দ ইব্‌ন আসলাম (রা) থেকে উক্ত সনদে অনুরূপ বর্ণিত রয়েছে। তবে তিনি বলেন, "আমরা আপনাকে পিছু সরতে দেখলাম।"

١٩٨٣-.حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ عُلَيَّةَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ حَبِيْبٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ صَلَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَ كَسَفَتِ الشَّمْسُ ثَمَانَ رَكَعَاتٍ فِىْ اَرْبَعِ سَجَدَاتٍ وَعَنْ عَلِىٍّ مِثْلُ ذَالِكَ.

১৯৮৩. আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) .... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সূর্যগ্রহণকালে আট রুকূ‘ ও চার সিজ্‌দায় দু’ রাক‘আত সালাত আদায় করলেন। ‘আলী (রা) হতেও অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে।

١٩٨٤- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى وَاَبُوْ بَكْرِ بْنُ خَلاَّدٍ كِلاَهُمَا عَنْ يَحْيَى الْقَطَّانِ قَالَ ابْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا حَبِيْبٌ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهُ صَلّٰى فِىْ كُسُوْفٍ قَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ ثُمَّ قَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ ثُمَّ قَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ ثُمَّ قَرَأَ ثُمَّ سَجَدَ قَالَ وَالْاُخْرٰى مِثْلُهَا.

১৯৮৪. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না ও আবূ বাক্‌র ইব্‌ন খাল্লাদ (র).... ইব্‌ন ‘আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ সূর্যগ্রহণকালে সালাত আদায় করলেন। কিরা’আত পড়লেন তারপর রুকূ‘ করলেন। আবার কিরা’আত পড়লেন এবং রুকূ‘ করলেন। আবার কিরা’আত পড়লেন এবং রুকূ‘ করলেন। তার পর সিজদায় গেলেন। রাবী বলেন, পরবর্তী রাকা‘আতও অনুরূপ।

١٩٨٥- حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْا النَّضْرِ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ وَهُوَ شَيْبَانُ النَّحْوِىُّ عَنْ يَحْيٰى عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِىُّ قَالَ اَخْبَرَنَا يَحْيٰى بْنُ حَسَّانَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلاَّمٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ اَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ خَبَرِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ اَنَّهُ قَالَ لَمَّا انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ نُوْدِىَ بِالصَّلاَةِ جَامِعَةٌ فَرَكَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَكْعَتَيْنِ فِىْ سَجْدَةٍ ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ فِىْ سَجْدَةٍ ثُمَّ جُلِّىَ عَنِ الشَّمْسِ فَقَالَتْ عَائِشَةُ مَا رَكَعْتُ رُكُوْعًا قَطُّ وَلاَ سَجَدْتُ سُجُوْدًا قَطُّ كَانَ اَطْوَلَ مِنْهُ.

১৯৮৫. মুহাম্মদ ইব্‌ন রাফি‘ ও আবদুল্লাহ ইব্‌ন আবদুর রহমান দারিমী (র)...... ‘আবদুল্লাহ ইব্‌ন ‘আম্‌র ইবনুল আ‘স (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে যখন সূর্যগ্রহণ হয়েছিল, তখন সালাত অনুষ্ঠিত হচ্ছে বলে ঘোষণা দেয়া হল। রাসূলুল্লাহ ﷺ এক রাক‘আতে দু’ রুকূ‘ করলেন। তারপর দাঁড়িয়ে দু’ রুকূ‘ করে আরেক রাক‘আত পড়লেন। এরপর সুর্য পরিষ্কার হয়ে যায়। আয়েশা (রা) বলেন, এর চেয়ে দীর্ঘ রুকূ‘ ও দীর্ঘ সিজদা আমি আর কখনো করি নি।

١٩٨٦- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى قَالَ اَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ عَنْ قَيْسِ بْنِ اَبِىْ حَازِمٍ عَنْ اَبِىْ مَسْعُوْدٍ الْاَنْصَارِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ اٰيَتَانِ مِنْ اٰيَاتِ اللّٰهِ

يُخَوِّفُ اللّٰهُ بِهِمَا عِبَادَهُ وَاِنَّهُمَا لاَ يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ اَحَدٍ مِنَ النَّاسِ فَاِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهَا شَيْئًا فَصَلُّوْا وَادْعُوا اللّٰهَ حَتّٰى يُكْشَفَ مَابِكُمْ.

১৯৮৬. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র)....... আবূ মাসউদ আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, সূর্য ও চন্দ্র আল্লাহর নির্দশনাবলীর মধ্য দু'টি নিদর্শন। এরদ্বারা আল্লাহ্ পাক তাঁর বান্দাদেরকে সতর্ক করে থাকেন। এ দু'টির গ্রহণ কারো জন্ম বা মৃত্যুর কারণে হয় না। যখন তোমরা এ গ্রহণ দেখতে পাবে, তখন সালাত আদায় করে দু'আ করবে তোমাদের এ দুর্যোগ না কেটে যাওয়া পর্যন্ত।

١٩٨٧- وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِىُّ وَيَحْيَى بْنُ حَبِيْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ عَنْ قَيْسٍ عَنْ اَبِىْ مَسْعُوْدٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيْسَ يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ اَحَدٍ مِنَ النَّاسِ وَلٰكِنَّهُمَا اٰيَتَانِ مِنْ اٰيَاتِ اللّٰهِ فَاِذَا رَأَيْتُمُوْهُ فَقُوْمُوْا فَصَلُّوْا.

১৯৮৭. 'উবায়দুল্লাহ ইব্ন মু'আয 'আম্বারী (র) ও ইয়াহ্ইয়া হাবীব (র).... আবূ মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, সূর্য ও চন্দ্রের গ্রহণ কোন বিশেষ ব্যক্তির জন্ম ও মৃত্যুর কারণে হয় না; বরং এ হল আল্লাহর নিদর্শনাবলীর মধ্যে দু'টি নিদর্শন। যখন তোমরা গ্রহণ দেখতে পাও তখন দাঁড়িয়ে সালাত কর।

١٩٨٨- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ وَاَبُوْ أُسَامَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ ح وَحَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَخْبَرَنَا جَرِيْرٌ وَوَكِيْعٌ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ وَمَرْوَانُ كُلُّهُمْ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ وَفِىْ حَدِيْثِ سُفْيَانَ وَوَكِيْعٍ انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ يَوْمَ مَاتَ اِبْرَاهِيْمُ فَقَالَ النَّاسُ انْكَسَفَتْ لِمَوْتِ اِبْرَاهِيْمَ.

১৯৮৮. আবূ বাক্র ইব্ন আবূ শায়বা, ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম ও ইব্ন আবূ 'উমর (র) সকলেই ইসমাঈল (র) থেকে ঐ সনদে বর্ণনা করেছেন। তবে সুফিয়ান ও ওয়াকী (র)-এর বর্ণনায় আছে যে, যেদিন ইবরাহীম (রা)-এর ইন্তিকাল হয়, সেদিন সূর্যগ্রহণ হয়েছিল। তখন মানুষ বলতে লাগল, সূর্যগ্রহণ হয়েছে, ইবরাহীম (রা)-এর মৃত্যুর কারণে।

١٩٨٩- حَدَّثَنَا اَبُوْ عَامِرٍ الْاَشْعَرِىُّ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ بَرَّادٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ قَالاَ حَدَّثَنَا اَبُوْ أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ اَبِىْ بُرْدَةَ عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى قَالَ خَسَفَتِ الشَّمْسُ فِىْ زَمَنِ النَّبِىِّ ﷺ فَقَامَ فَزِعًا يَخْشٰى اَنْ تَكُوْنَ السَّاعَةُ حَتّٰى اَتَى الْمَسْجِدَ فَقَامَ يُصَلِّىْ بِاَطْوَلِ قِيَامٍ وَرُكُوْعٍ وَسُجُوْدٍ مَا رَأَيْتُهُ يَفْعَلُهُ فِىْ صَلاَةٍ قَطُّ ثُمَّ قَالَ اِنَّ هٰذِهِ الْاٰيَاتِ الَّتِىْ يُرْسِلُ اللّٰهُ لاَتَكُوْنُ لِمَوْتِ اَحَدٍ وَلاَلِحَيَاتِهِ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يُرْسِلُهَا يُخَوِّفُ بِهَا عِبَادَهُ فَاِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهَا شَيْئًا فَافْزَعُوْا اِلٰى ذِكْرِهِ وَدُعَائِهِ وَاسْتِغْفَارِهِ وَفِىْ رِوَايَةِ ابْنِ الْعَلاَءِ كَسَفَتِ الشَّمْسُ وَقَالَ يُخَوِّفُ عِبَادَهُ.

১৯৮৯. আবূ 'আমির আশ'আরী 'আবদুল্লাহ্ ইবন বাররাদ ও মুহাম্মদ ইবনুল আলা (র)..... আবূ মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে সূর্যগ্রহণ হয়েছিল। তিনি এ আশংকায় উঠে পড়লেন যে, কিয়ামতের মহা প্রলয় বুঝি সংঘটিত হবে। তিনি (তাড়াতাড়ি) মসজিদে এলেন। অত্যন্ত দীর্ঘ কিয়াম, দীর্ঘ রুকূ' ও দীর্ঘ সিজদার সঙ্গে সালাত আদায় করলেন। আমি আর কোন সালাতে কখনো এরূপ দেখিনি। এরপর তিনি (রাসূল) বলেন, আল্লাহর প্রেরিত এ নিদর্শনাবলী কারো মৃত্যুর জন্য হয় না। কারো জন্মের জন্যও হয় না। তিনি এগুলো প্রেরণ করেন তাঁর বান্দাদের সতর্ক করার জন্য। যখন তোমরা এ নিদর্শনাবলীর কিছু দেখতে পাবে, তখন আতংকিত হৃদয়ে আল্লাহর যিকর, দু'আ ও ইস্তিগফারে মশগুল হবে।

١٩٩.– وَحَدَّثَنِى عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيْرِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُبْنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِىُّ عَنْ اَبِىْ الْعَلَاءِ حَيَّانَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ بَيْنَا اَنَا اَرْمِى بِاَسْهُمِى فِىْ حَيَاةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِذَا انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ فَنَبَذْتُهُنَّ وَقُلْتُ لَاَنْظُرَنَّ اِلٰى مَا يَحْدُثُ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ اِنْكِسَافِ الشَّمْسِ الْيَوْمَ فَانْتَهَيْتُ اِلَيْهِ وَهُوَ رَافِعٌ يَدَيْهِ يَدْعُوْ وَيُكَبِّرُ وَيَحْمَدُ وَيُهَلِّلُ حَتّٰى جُلِّىَ عَنِ الشَّمْسِ فَقَرَأَ سُوْرَتَيْنِ وَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ.

১৯৯০. 'উবায়দুল্লাহ ইব্ন উমর কাওয়ারীরী (র)...... 'আবদুর রহমান ইব্ন সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জীবদ্দশায় একবার আমি আমার তীর-ধনুক অনুশীলন করছিলাম, হঠাৎ সূর্যগ্রহণ দেখা দিল। আমি তীর-ধনুক রেখে দিলাম এবং মনে মনে বললাম, আজকের সূর্যগ্রহণকালে রাসূলুল্লাহ ﷺ কি করেন, তা আমার দেখতে হবে। যখন আমি গিয়ে পৌঁছলাম, তখন তিনি হাত তুলে দু'আ করছিলেন এবং তাকবীর, হামদ ও তাহলীল-এ মশগুলে ছিলেন। তারপর সূর্য পরিষ্কার হয়ে গেল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন দু'টি সূরা পড়লেন এবং দু'রাক'আত সালাত আদায় করলেন।

١٩٩١– وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْاَعْلٰى بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى عَنِ الْجُرَيْرِىِّ عَنْ حَيَّانَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَمُرَةَ وَكَانَ مِنْ اَصْحَابِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ كُنْتُ اَرْمِى بِاَسْهُمٍ لِىْ بِالْمَدِيْنَةِ فِىْ حَيَاةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِذْ كَسَفَتِ الشَّمْسُ فَنَبَذْتُهَا فَقُلْتُ وَاللّٰهِ لَاَنْظُرَنَّ اِلٰى مَا حَدَثَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ كُسُوْفِ الشَّمْسِ قَالَ فَاَتَيْتُهٗ وَهُوَ قَائِمٌ فِى الصَّلَاةِ رَافِعٌ يَدَيْهِ فَجَعَلَ يُسَبِّحُ وَيَحْمَدُ وَيُهَلِّلُ وَيُكَبِّرُ وَيَدْعُوْ حَتّٰى حُسِرَ عَنْهَا قَالَ فَلَمَّا حُسِرَ عَنْهَا قَرَأَ سُوْرَتَيْنِ وَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ.

১৯৯১. আবূ বাকর ইব্ন আবূ শায়বা (র)...... 'আবদুর রহমান ইব্ন সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বিশিষ্ট সাহাবী। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জীবদ্দশায় আমি মদীনায় তীরন্দাজীর অনুশীলন করছিলাম। এসময় সূর্যগ্রহণ ঘটল। আমি তীর-ধনুক রেখে দিলাম এবং বললাম, সূর্যগ্রহণকালে রাসূলুল্লাহ ﷺ কি করেন তা অবশ্যই আমি দেখব। আমি তাঁর কাছে আসলাম। তখন তিনি সালাতে দণ্ডায়মান,

তিনি হাত তুলে তাসবীহ্, হামদ, তাহ্লীল, তাক্বীর ও দু'আয় মশগুল আছেন। এরপর সূর্যগ্রহণ কেটে যাওয়ার পর তিনি দু'টি সূরা পড়লেন ও দু'রাক'আত সালাত আদায় করলেন।

١٩٩٢- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا سَالِمُ بْنُ نُوحٍ اَخْبَرَنَا الْجُرَيْرِيُّ عَنْ حَيَّانَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ بَيْنَمَا اَنَا اَتَرَمَّى بِاَسْهُمٍ لِىْ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِذْ خَسَفَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيْثِهِمَا.

১৯৯২. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না (র)...... আবদুর রহমান ইব্ন সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আমলে তীর-ধনুকের অনুশীলন করছিলাম। হঠাৎ সূর্যগ্রহণ দেখা দিল। এরপর উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করলেন।

١٩٩٣- وَحَدَّثَنِىْ هٰرُوْنُ بْنُ سَعِيْدِ الْاَيْلِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ اَنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ الْقَاسِمِ حَدَّثَهُ عَنْ اَبِيْهِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِبْنِ اَبِىْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّهُ كَانَ يُخْبِرُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّه قَالَ اِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لاَيَخْسِفَانِ لِمَوْتِ اَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ وَلٰكِنَّهُمَا اٰيَةٌ مِنْ اٰيَاتِ اللّٰهِ فَاِذَا رَاَيْتُمُوْهُمَا فَصَلُّوْا.

১৯৯৩. হারূন ইব্ন সাঈদ আয়লী (র) .... আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করতেন যে, তিনি বলেছেন, চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণ কোন ব্যক্তির মৃত্যু ও জন্মের কারণে হয় না; বরং এ দু'টি হল আল্লাহর নিদর্শনাবলীর মধ্যে একটি নিদর্শন। যখন তোমরা গ্রহণ দেখতে পাও, তখন সালাত আদায় কর।

١٩٩٤- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُصْعَبٌ وَهُوَ ابْنُ الْمِقْدَامِ قَالَ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ قَالَ حَدَّثَنَا زِيَادُبْنُ عِلاَقَةَ وَفِىْ رِوَايَةِ اَبِىْ بَكْرٍ قَالَ قَالَ زِيَادُ بْنُ عِلاَقَةَ سَمِعْتُ الْمُغِيْرَةَ بْنَ شُعْبَةَ يَقُوْلُ اَنْكَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ مَاتَ اِبْرَاهِيْمُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ اٰيَتَانِ مِنْ اٰيَاتِ اللّٰهِ لاَ يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ اَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِه فَاِذَا رَاَيْتُمُوْهُمَا فَادْعُوْا اللّٰهَ وَصَلُّوْا حَتّٰى يَنْكَشِفَ.

১৯৯৪. আবূ বাক্‌র ইব্ন আবূ শায়বা ও মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন নুমায়র (র) .... যিয়াদ ইব্ন ইলাকা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মুগীরা ইব্ন শু'বা (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে তাঁর ছেলে ইবরাহীমের ইন্তিকালের দিন সূর্যগ্রহণ হয়েছিল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, সূর্য ও চন্দ্র আল্লাহর নিদর্শনাবলীর মধ্যে দু'টি নিদর্শন। এর গ্রহণ কারো মৃত্যুর বা জন্মের কারণে হয় না। যখন তোমরা গ্রহণ দেখতে পাও, তখন দু'আ কর, সালাত আদায় কর, যে পর্যন্ত না তা পরিষ্কার হয়।

كِتَابُ الْجَنَائِزِ.

অধ্যায় : জানাযা সম্পর্কিত

١-بَابُ تَلْقِيْنِ الْمَوْتَى: لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهَ.

১. পরিচ্ছেদ : মুমূর্ষকে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু-এর তালকীন করা

١٩٩٥- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ وَعُثْمَانُ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ كِلاَهُمَا عَنْ بِشْرٍ قَالَ اَبُوْ كَامِلٍ حَدَّثَنَا بِشْرُبْنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُمَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا سَعِيْدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَقِّنُوْا مَوْتَاكُمْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ.

১৯৯৫. আবূ কামিল জাহদারী ফুযায়ল ইব্‌ন হুসায়ন ও 'উসমান ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)...... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমাদের মুমূর্ষদেরকে "লা-ইলাহ্ ইল্লাল্লাহ"-এর তালকীন দাও (তার সামনে কলেমা পাঠ করতে থাক যেন সে শুনে আল্লাহকে স্মরণ করে)।

١٩٩٦- وَحَدَّثَنَاهُ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ يَعْنِيْ الدَّرَاوَرْدِيَّ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُبْنُ مَخْلَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ جَمِيْعًا بِهٰذَا الاِسْنَادِ.

১৯৯৬. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ ও আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শাযবা (র)...... সুলায়মান ইব্‌ন বিলাল (র) সবাই ঐ সনদে বর্ণনা করেছেন।

١٩٩٧- وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ وَاَبُوْ بَكْرٍ ابْنَا اَبِيْ شَيْبَةَ ح وَحَدَّثَنِيْ عَمْرٌو النَّاقِدُ قَالُوْا جَمِيْعًا حَدَّثَنَا اَبُوْ خَالِدِ الْاَحْمَرُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ اَبِيْ حَازِمٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَقِّنُوْا مَوْتَاكُمْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ.

১৯৯৭. উসমান, আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা ও আমরুন নাকিদ (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমাদের মুমূর্ষ ব্যক্তিদেরকে "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ" তালকীন করবে।

٢-بَابُ مَا يُقَالُ عِنْدَ الْمُصِيْبَةِ.

২. পরিচ্ছেদ : বিপদকালে যা বলতে হয়

١٩٩٨- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ جَمِيْعًا عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ ابْنُ اَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ قَالَ اَخْبَرَنِي سَعْدُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ عُمَرَبْنِ كَثِيْرِ بْنِ اَفْلَحَ عَنِ ابْنِ سَفِيْنَةَ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ اَنَّهَا قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَامِنْ مُسْلِمٍ تُصِيْبُه مُصِيْبَةٌ فَيَقُوْلُ مَا اَمَرَهُ اللّٰهُ اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ اَللّٰهُمَّ اْجُرْنِى فِى مُصِيبَتِى وَاَخْلِفْ لِى خَيْرًا مِنْهَا اِلاَّ اَخْلَفَ اللّٰهُ لَهُ خَيْرًا مِنْهَا قَالَتْ فَلَمَّا مَاتَ اَبُوْ سَلَمَةَ قُلْتُ اَىُّ الْمُسْلِمِيْنَ خَيْرٌ مِنْ اَبِى سَلَمَةَ اَوَّلُ بَيْتٍ هَاجَرَ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ اِنِّى قُلْتُهَا فَاَخْلَفَ اللّٰهُ لِى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَتْ اَرْسَلَ اِلَىَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَاطِبَ بْنَ اَبِى بَلْتَعَةَ يَخْطُبُنِى لَه فَقُلْتُ اِنَّ لِى بِنْتًا وَاَنَا غَيُوْرٌ فَقَالَ اَمَّ ابْنَتُهَا فَنَدْعُوْ اللّٰهَ اَنْ يُغْنِيَهَا عَنْهَا وَاَدْعُو اللّٰهَ اَنْ يَذْهَبَ بِالْغَيْرَةِ.

১৯৯৮. ইয়াহ্‌য়া ইব্‌ন আয়্যূব, কুতায়বা ও ইব্‌ন হুজ্‌র (র).....উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, কোন মুসলমান যখন কোন বিপদে পতিত হয়, তখন সে যদি আল্লাহর নির্দেশানুযায়ী "ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাহি রাজিউন" বলে এবং এ দু'আ পাঠ করে "হে আল্লাহ! আমাকে বিপদে ধৈর্যধারণের সাওয়াব দান কর এবং এর উত্তম স্থলাভিষিক্ত দাও।" তবে আল্লাহ্ তাকে উত্তম স্থলাভিষিক্ত দান করবেন। যখন আবূ সালামার (তাঁর স্বামী) ইন্তিকাল হলো, তখন আমি বললাম, আবূ সালামা (রা) থেকে কে উত্তম হতে পারে ? তাঁর পরিবারই প্রথম পরিবার যারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে হিজরত করেছিল। এরপর আমি ঐ দু'আ পাঠ করলাম। ফলে আল্লাহ রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে আমার জন্য দান করলেন। উম্মে সালামা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার নিকট হাতিব ইব্‌ন আবি বালতাআকে দিয়ে বিবাহের পয়গাম পাঠালেন। আমি বললাম, আমার একটি মেয়ে রয়েছে আর আমি একটু অভিমানী। তিনি বললেন, তার মেয়ের জন্য আমি দু'আ করছি যেন আল্লাহ তার সুব্যবস্থা করে দেন এবং এটাও দু'আ করছি যে, তিনি তাঁর অভিমানকে দূর করে দেন।

١٩٩٩- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِبْنُ اَبِى شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ سَعْدِبْنِ سَعِيْدٍ قَالَ اَخْبَرَنِى عُمَرُ بْنُ كَثِيْرِ بْنِ اَفْلَحَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ سَفِيْنَةَ يُحَدِّثُ اَنَّهُ سَمِعَ اُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِىِّ ﷺ تَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَامِنْ عَبْدٍ تُصِيْبُهُ مُصِيْبَةٌ فَيَقُوْلُ اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ اَللّٰهُمَّ اْجُرْنِى فِى مُصِيْبَتِى وَاَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا اِلاَّ اَجَرَهُ اللّٰهُ فِى مُصِيْبَتِهِ وَاَخْلَفَ لَهُ خَيْرًا مِنْهَا قَالَتْ فَلَمَّا تُوُفِّىَ اَبُوْ سَلَمَةَ قُلْتُ كَمَا اَمَرَنِى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاَخْلَفَ اللّٰهُ لِى خَيْرًا مِنْهُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ.

১৯৯৯. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)...... ইব্‌ন সাফীনা (র) বলেন, তিনি নবী ﷺ-এর সহধর্মিণী উম্মে সালামা (রা)-কে বলতে শুনেছেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি কোন মানুষের উপর যখন কোন বিপদ আসে, তখন যদি সে বলে, 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলায়হি রাজিউন' এবং বলে, "হে আল্লাহ! আমাকে বিপদে ধৈর্যধারণের সওয়াব দাও এবং উত্তম স্থলাভিষিক্ত দান কর", তবে আল্লাহ তাকে সওয়াব ও উত্তম স্থলাভিষিক্ত দিবেন। উম্মে সালামা (রা) বলেন, যখন আবূ সালামার ইন্তিকাল হল, তখন আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নির্দেশ অনুযায়ী দু'আটি পাঠ করলাম। ফলে আল্লাহ আমাকে তাঁর চেয়ে উত্তম স্থলাভিষিক্ত রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দান করলেন।

٢٠٠٠- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عُمَرُ يَعْنِىْ ابْنَ كَثِيْرٍ عَنِ ابْنِ سَفِيْنَةَ مَوْلَى اُمِّ سَلَمَةَ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ بِمِثْلِ حَدِيْثِ اَبِىْ اُسَامَةَ وَزَادَ قَالَتْ فَلَمَّا تُوُفِّىَ اَبُوْ سَلَمَةَ قُلْتُ مَنْ خَيْرٌ مِنْ اَبِىْ سَلَمَةَ صَاحِبِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ عَزَمَ اللّٰهُ لِىْ فَقُلْتُهَا قَالَتْ فَتَزَوَّجْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ.

২০০০. মুহাম্মদ ইব্‌ন 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন নুমায়র (র).... নবী সহধর্মিণী উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, অতঃপর আবূ উসামার হাদীসের অনুরূপ। তবে রাবী আরো বর্ণনা করেছেন যে, উম্মে সালামা (রা) বলেছেন, যখন আবূ সালমার ইন্তিকাল হল, তখন আমি বললাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবী আবূ সালামা (রা) থেকে কে ভাল হতে পারে? তারপর আল্লাহ আমার ইচ্ছাকে সুদৃঢ় করে দিলেন। আমি ঐ দু'আ পাঠ করে নিলাম। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বিবাহ করলাম।

٢٠٠١- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَاَبُوْ كُرَيْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ شَقِيْقٍ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا حَضَرْتُمُ الْمَرِيْضَ اَوِ الْمَيِّتَ فَقُوْلُوْا خَيْرًا فَاِنَّ الْمَلاَئِكَةَ يُؤَمِّنُوْنَ عَلَى مَا تَقُوْلُوْنَ قَالَتْ فَلَمَّا مَاتَ اَبُوْ سَلَمَةَ اَتَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ اَبَا سَلَمَةَ قَدْ مَاتَ قَالَ قُوْلِىْ اللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ وَلَهُ وَاَعْقِبْنِىْ مِنْهُ عُقْبَى حَسَنَةً قَالَتْ فَقُلْتُ فَاَعْقَبَنِى اللّٰهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ لِىْ مِنْهُ مُحَمَّدًا ﷺ.

২০০১. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা ও আবূ কুরায়ব (র)...... উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা যখন কোন রোগী অথবা মৃতপ্রায় ব্যক্তির নিকট উপস্থিত হও, তখন তার সম্পর্কে ভাল মন্তব্য কর। কেননা ফেরেশতাগণ তোমাদের কথার উপর 'আমীন' বলে থাকেন। উম্মে সালামা (রা) বলেন, যখন আবূ সালামার (তাঁর স্বামী) ইন্তিকাল হল, তখন আমি নবী ﷺ-এর কাছে এসে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আবূ সালামা (রা) মৃত্যুবরণ করেছেন। তিনি বলেন, তুমি বল, হে আল্লাহ! আমাকে এবং তাঁকে ক্ষমা করে দাও এবং আমাকে তাঁর পর উত্তম প্রতিদান দাও। তিনি বলেন, আমি ঐ দু'আ পাঠ করলাম। আল্লাহ আমাকে তাঁর চেয়ে উত্তম মুহাম্মদ ﷺ-কে দান করলেন।

٣- بَابٌ فِيْ اِغْمَاضِ الْمَيِّتِ وَالدُّعَاءِ لَهُ اِذَا حَضَرَ.

৩. পরিচ্ছেদ : মৃত ব্যক্তির চোখ বন্ধ করে দেওয়া ও মৃত্যুকালে তার জন্য দু'আ করা

٢٠٠٢- حَدَّثَنِىْ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اِسْحٰقَ الْفَزَارِىُّ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ اَبِىْ قِلاَبَةَ عَنْ قَبِيْصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ دَخَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى اَبِىْ سَلَمَةَ وَقَدْ شَقَّ بَصَرُهُ فَاَغْمَضَهُ ثُمَّ قَالَ اِنَّ الرُّوْحَ اِذَا قُبِضَ تَبِعَهُ الْبَصَرُ فَضَجَّ نَاسٌ مِنْ اَهْلِهِ فَقَالَ لاَتَدْعُوْا عَلٰى اَنْفُسِكُمْ اِلاَّ بِخَيْرٍ فَاِنَّ الْمَلاَئِكَةَ يُؤَمِّنُوْنَ عَلٰى مَا تَقُوْلُوْنَ ثُمَّ قَالَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لاَبِىْ سَلَمَةَ وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ فِى الْمَهْدِيِّيْنَ وَاخْلُفْهُ فِىْ عَقِبِهِ فِى الْغَابِرِيْنَ وَاغْفِرْلَنَا وَلَهُ يَا رَبَّ الْعَالَمِيْنَ وَافْسَحْ لَهُ فِىْ قَبْرِهِ وَنَوِّرْ لَهُ فِيْهِ.

২০০২. যুহায়র ইব্‌ন হারব (র).... উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ আবূ সালামা (রা)-এর কাছে গেলেন। তখন তার চোখ উল্টে রয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ তার চোখ বন্ধ করে দিলেন এবং বললেন, রূহ যখন নিয়ে যাওয়া হয়, তখন চোখ তৎপ্রতি অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। এ কথা শুনে তার পরিবারের লোকেরা উচ্চস্বরে কেঁদে উঠলেন। তিনি বললেন, তোমরা নিজেদের জন্য অমঙ্গলজনক কোন দু'আ করো না। কেননা ফেরেশতাগণ তোমাদের কথার উপর আমীন বলে থাকেন। তিনি তারপর বললেন, হে আল্লাহ! আবূ সালামাকে মাফ করে দাও, হিদায়াতপ্রাপ্তদের মধ্যে তার দরজাকে বুলন্দ করে দাও এবং তার উত্তরাধিকারীদের মধ্য থেকে প্রতিনিধি নিযুক্ত কর। হে রাব্বুল আলামীন! আমাদেরকে ও তাকে মাফ করে দাও, তার জন্য কবরকে প্রশস্ত করে দাও এবং তার কবরকে আলোকময় করে দাও।

٢٠٠٣- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوْسٰى الْقَطَّانُ الْوَاسِطِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُثَنّٰى بْنُ مُعَاذِبْنِ مُعَاذٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ الْحَذَّاءُ بِهٰذَا الاِسْنَادِ نَحْوَهُ غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ وَاخْلُفْهُ فِىْ تَرِكَتِهِ وَقَالَ اَللّٰهُمَّ اَوْسِعْ لَهُ فِىْ قَبْرِهِ وَلَمْ يَقُلِ افْسَحْ لَهُ وَزَادَ قَالَ خَالِدُ الْحَذَّاءُ وَدَعْوَةٌ اُخْرٰى سَابِعَةٌ نَسِيْتُهَا.

২০০৩. মুহাম্মদ ইব্‌ন মূসা আল-কাত্তান ওয়াসিতী (র)...... খালিদ আল-হাযযা (র) এ সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি বলেছেন, তার উত্তরাধিকারীদের মধ্য থেকে প্রতিনিধি নিযুক্ত কর এবং বলেছেন, হে আল্লাহ! তার কবরকে প্রশস্ত করে দাও। কিন্তু তিনি اِفْسَحْ لَهُ শব্দ বলেন নি। তিনি আরো বলেন যে, খালিদ আল-হায্যা (র) বলেছেন, তিনি ছ'টি দু'আর পর সপ্তম আরেকটি দু'আ করেছিলেন, যা আমি ভুলে গেছি।

٢٠٠٤- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ يَعْقُوْبَ قَالَ اَخْبَرَنِىْ اَبِىْ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلَمْ تَرَوْا الاِنْسَانَ اِذَا مَاتَ شَخَصَ بَصَرُهُ قَالُوْا بَلٰى قَالَ فَذَالِكَ حِيْنَ يَتْبَعُ بَصَرُهُ نَفْسَهُ.

২০০৪. মুহাম্মদ ইব্ন রাফি' (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা কি মানুষের দিকে লক্ষ্য কর না, যখন সে মারা যায় তখন তার চোখ উপরের দিকে উল্টে থাকে? সাহাবীগণ বললেন, হ্যাঁ। তিনি বললেন, এ হল সে মুহূর্তটি, যখন তার দৃষ্টি তার রূহের দিকে চেয়ে থাকে।

٢٠٠٥- وَحَدَّثَنَاهُ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ يَعْنِى الدَّرَاوَرْدِىَّ عَنِ الْعَلاَءِ بِهٰذَا الاِسْنَادِ.

২০০৫. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র)...... আলা (র) থেকে এ সনদে বর্ণনা করেছেন।

٤- بَابُ الْبُكَاءِ عَلَى الْمَيِّتِ

৪. পরিচ্ছেদ : মৃত ব্যক্তির জন্য ক্রন্দন

٢٠٠٦- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ وَاِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانَ عَنِ ابْنِ اَبِىْ نَجِيْحٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عُبَيْدِبْنِ عُمَيْرٍ قَالَ قَالَتْ اُمُّ سَلَمَةَ لَمَّا مَاتَ اَبُوْ سَلَمَةَ قُلْتُ غَرِيْبٌ وَفِىْ اَرْضٍ غُرْبَةٍ لاَ بَكِيَنَّه بُكَاءً يُتَحَدَّثُ عَنْهُ فَكُنْتُ قَدْ تَهَيَّأْتُ لِلْبُكَاءِ عَلَيْهِ اِذْ اَقْبَلَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الصَّعِيْدِ تُرِيْدُ اَنْ تُسْعِدَنِىْ فَاسْتَقْبَلَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَقَالَ اَتُرِيْدِيْنَ اَنْ تُدْخِلِى الشَّيْطَانَ بَيْتًا اَخْرَجَهُ اللّٰهُ مِنْهُ مَرَّتَيْنِ فَكَفَفْتُ عَنِ الْبُكَاءِ فَلَمْ اَبْكِ.

২০০৬. আবূ বাক্‌র ইব্ন আবূ শায়বা, ইব্ন নুমায়র ও ইসহাক ইব্ন ইব্‌রাহীম (র)..... উম্মে সালামা (রা) বলেন, যখন আবূ সালামা (রা) মারা গেলেন তখন আমি বললাম, প্রবাসী প্রবাস ভূমিতে মারা গিয়েছেন। তার জন্য আমি এত কাঁদব যে, দীর্ঘদিন ধরে মানুষ তা চর্চা করবে। আমি কান্নার জন্য প্রস্তুতিও গ্রহণ করেছিলাম। এমন সময়ে মদীনার পার্শ্ববর্তী উঁচু অঞ্চলের জনৈকা মহিলা আমার কান্নায় অংশগ্রহণ করার জন্য আসছিল। পথিমধ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে তাঁর সাক্ষাত হয়। তিনি দু'বার বললেন, তোমরা কি এমন ঘরে শয়তানকে পুনরায় প্রবেশ করাতে চাও, যে ঘর হতে আল্লাহ তাকে বের করে দিয়েছেন? তখন আমি কান্না থেকে বিরত থাকলাম, আমি কাঁদলাম না।

٢٠٠٧- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ كَامِلٍ الْجَحْدَرِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِىْ ابْنُ زَيْدٍ عَنْ عَاصِمٍ الاَحْوَلِ عَنْ اَبِىْ عُثْمَانَ النَّهْدِىِّ عَنْ اُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ كُنَّا عِنْدَ النَّبِىِّ ﷺ فَاَرْسَلَتْ اِلَيْهِ اِحْدٰى بَنَاتِه تَدْعُوْهُ وَتُخْبِرُهُ اَنَّ صَبِيًّا لَهَا اَوِابْنًا لَهَا فِى الْمَوْتِ فَقَالَ لِلرَّسُوْلِ ارْجِعْ اِلَيْهَا فَاَخْبِرْهَا اَنَّ لِلّٰهِ مَا اَخَذَ وَلَه مَا اَعْطٰى وَكُلُّ شَىْءٍ عِنْدَه بِاَجَلٍ مُسَمًّى فَمُرْهَا فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ فَعَادَ الرَّسُوْلُ فَقَالَ اِنَّهَا قَدْ اَقْسَمَتْ لَتَأْتِيَنَّهَا قَالَ فَقَامَ النَّبِىُّ ﷺ وَقَامَ مَعَهُ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ وَانْطَلَقْتُ مَعَهُمْ فَرُفِعَ اِلَيْهِ الصَّبِىُّ وَنَفْسُهُ تَقَعْقَعُ كَأَنَّهَا فِىْ شَنَّةٍ فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ فَقَالَ لَه'

سَعْدُ مَاهٰذَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ هٰذِهٖ رَحْمَةٌ جَعَلَهَا اللّٰهُ فِىْ قُلُوْبِ عِبَادِهٖ وَاِنَّمَا يَرْحَمُ اللّٰهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاءَ.

২০০৭. আবূ কামিল জাহদারী (র)...... উসামা ইব্‌ন যায়দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী ﷺ-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম, তখন তাঁর কন্যাদের একজন তাঁকে ডেকে পাঠালেন এবং তাঁকে সংবাদ দিলেন যে, তাঁর এক সন্তান মৃত্যুমুখে রয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বার্তাবাহককে বললেন, তুমি ফিরে গিয়ে তাকে বল, আল্লাহ্ পাক যা কিছু নিয়ে নেন তার তাঁরই। আবার যা দান করেন তাও তাঁর। তাঁর কাছে প্রত্যেকটি জিনিসেরই একটি নির্দিষ্ট সময়সীমা রয়েছে। তাকে বলো, সে যেন সবর করে এবং সাওয়াবের আশা রাখে। এ সংবাদ পৌছে দিয়ে বার্তাবাহক পুনরায় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট ফিরে এসে বলল, তিনি (যয়নাব) কসম দিয়ে আপনাকে অবশ্যই যেতে বলেছেন। রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর সাথে দাঁড়ালেন সা'দ ইব্‌ন উবাদা ও মু'আয ইব্‌ন জাবাল (রা)। আমিও (উসামা) তাঁদের সাথে রওনা হলাম। শিশুটি তাঁর কাছে তুলে ধরা হল, তখন তার রূহ বের হওয়াকালীন গড়গড় শব্দ হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল যেন পুরাতন মশকে পানি নাড়াচাড়ার শব্দ হচ্ছে। এ দৃশ্য দেখে তাঁর চোখ থেকে অশ্রু ঝরতে লাগল। তখন সা'দ (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এ কি? তিনি বললেন, এ হল রহমত, যা আল্লাহ তাঁর বান্দাদের অন্তরে রেখে দিয়েছেন। আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মধ্য হতে দয়ালু বান্দাদের প্রতি রহম করে থাকেন।

٢٠٠٨– وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ جَمِيْعًا عَنْ عَاصِمٍ الْاَحْوَلِ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ غَيْرَ اَنَّ حَدِيْثَ حَمَّادٍ اَتَمُّ وَاَطْوَلُ.

২০০৮. মুহাম্মদ ইব্‌ন 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন নুমায়র, আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)...... 'আসিম আল-আহওয়াল (র) থেকে এ সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে হাম্মাদের হাদীসটি দীর্ঘ ও পূর্ণাঙ্গ।

٢٠٠٩– حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلَى الصَّدَفِىُّ وَعَمْرُوْ بْنُ سَوَّادٍ الْعَامِرِىُّ قَالَا اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عَمْرُوْ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْحَارِثِ الْاَنْصَارِىِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ اشْتَكٰى سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ شَكْوٰى لَهٗ فَاَتٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَعُوْدُهٗ مَعَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ وَسَعْدِ بْنِ اَبِىْ وَقَّاصٍ وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ وَجَدَهٗ فِىْ غَشِيَّةٍ فَقَالَ اَقَدْ قُضِىَ قَالُوْا لَايَارَسُوْلَ اللّٰهِ فَبَكٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَلَمَّا رَاَى الْقَوْمُ بُكَاءَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بَكَوْا فَقَالَ اَلَا تَسْمَعُوْنَ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُعَذِّبُ بِدَمْعِ الْعَيْنِ وَلَا بِحُزْنِ الْقَلْبِ وَلٰكِنْ يُعَذِّبُ بِهٰذَا (وَاَشَارَ اِلٰى لِسَانِهٖ) اَوْ يَرْحَمُ.

২০০৯. ইউনুস ইব্‌ন আবদুল আ'লা সাদাফী ও আমর ইব্‌ন সাওয়াদ আমিরী (র)...... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সা'দ ইব্‌ন 'উবাদা (রা) পীড়িত হলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে দেখার জন্য গেলেন। তাঁর

সাথে 'আবদুর রহমান ইব্‌ন 'আউফ, সা'দ ইব্‌ন আবূ ওয়াক্কাস ও 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসঊদ (রা) ছিলেন। যখন তাঁর কাছে গেলেন তখন তাঁকে অজ্ঞান অবস্থায় পেলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তার কি ওফাত হয়ে গেছে? উপস্থিত লোকেরা বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তাঁর মৃত্যু হয় নি। তখন তিনি কেঁদে ফেললেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে কাঁদতে দেখে সাহাবীগণও কাঁদতে লাগলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমরা কি শোননি, আল্লাহ অন্তরের ব্যথা ও চোখের অশ্রুর জন্য কাউকে শাস্তি দেন না। তিনি জিহবার দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, আল্লাহ শাস্তি দেন বা দয়া করেন এর কারণে।

٥- بَابُ فِي عِيَادَةِ الْمَرِيْضِ

৫. পরিচ্ছেদ : রোগী দেখতে যাওয়া

٢٠١٠- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنَزِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَهْضَمٍ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عُمَارَةَ يَعْنِي ابْنَ غَزِيَّةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُعَلَّى عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّهُ قَالَ كُنَّا جُلُوْسًا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ مِنَ الْاَنْصَارِ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ ثُمَّ اَدْبَرَ الْاَنْصَارِيُّ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَااَخَا الْاَنْصَارِ كَيْفَ اَخِيْ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ فَقَالَ صَالِحٌ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ يَعُوْدُهُ مِنْكُمْ فَقَامَ وَقُمْنَا مَعَهُ وَنَحْنُ بِضْعَةَ عَشَرَ مَا عَلَيْنَا نِعَالٌ وَلاَ خِفَافٌ وَلاَ قَلاَنِسُ وَلاَ قُمُصٌ نَمْشِيْ فِيْ تِلْكَ السِّبَاخِ حَتّٰى جِئْنَاهُ فَاسْتَأْخَرَ قَوْمُهُ مِنْ حَوْلِهِ حَتّٰى دَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَصْحَابُهُ الَّذِيْنَ مَعَهُ.

২০১০. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না আল-'আনাযী (র)...... আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট বসা ছিলাম, তখন জনৈক আনসারী রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে তাঁকে সালাম করলেন, এরপর আনসারী প্রস্থান করতে লাগলেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হে আনসারী ভাই! আমার ভাই সা'দ ইব্‌ন উবাদা কেমন আছে? তিনি উত্তর দিলেন, ভাল। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমাদের মধ্যে কে তার খোঁজখবর নিতে যাবে? এ বলে তিনি দাঁড়ালেন, আমরাও তার সঙ্গে দাঁড়ালাম। আমরা দশজনের অধিক ছিলাম। আমাদের কারো পায়ে জুতা, মোজা, মাথায় টুপি এবং গায়ে জামা ছিল না। আমরা সে খড়খড়ে রাস্তা দিয়ে চলছিলাম এবং তার কাছে গিয়ে পৌছলাম। আমাদেরকে দেখে তার গোত্রের লোকজন তার নিকট হতে সরে গেলেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাথী সাহাবীরা তা কাছে এলেন।

٦- بَابُ فِي الصَّبْرِ عَلَى الْمُصِيْبَةِ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْاُوْلٰى

৬. পরিচ্ছেদ : বিপদের প্রথম মুহূর্তেই ধৈর্যধারণ করা চাই

٢٠١١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُبْنُ بَشَّارٍ الْعَبْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْاُوْلٰى.

২০১১. মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার আল-আবদী (র)...... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, প্রকৃত ধৈর্যধারণ করা হলো বিপদাপদের প্রথম মুহূর্তে।

٢٠١٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَتٰى عَلٰى امْرَأَةٍ تَبْكِيْ عَلٰى صَبِيٍّ لَهَا فَقَالَ لَهَا اتَّقِى اللّٰهَ وَاصْبِرِىْ فَقَالَتْ وَمَا تُبَالِىْ بِمُصِيْبَتِىْ فَلَمَّا ذَهَبَ قِيْلَ لَهَا اِنَّهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاَخَذَهَا مِثْلُ الْمَوْتِ فَاَتَتْ بَابَهُ فَلَمْ تَجِدْ عَلٰى بَابِهِ بَوَّابِيْنَ فَقَالَتْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ لَمْ اَعْرِفْكَ فَقَالَ اِنَّمَا الصَّبْرُ عِنْدَ اَوَّلِ صَدْمَةٍ اَوْ قَالَ عِنْدَ اَوَّلِ الصَّدْمَةِ.

২০১২. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না (র)....... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সন্তানের মৃত্যু শোকে ক্রন্দনরত জনৈকা মহিলার নিকট দিয়ে গমন করছিলেন। তিনি ﷺ তাকে বললেন, আল্লাহকে ভয় কর এবং ধৈর্যধারণ কর। মহিলা উত্তর দিল, তুমি আমার বিপদ কি উপলব্ধি করবে? যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ চলে গেলেন, তখন বলা হল, তিনি তো রাসূলুল্লাহ ﷺ ছিলেন। তখন তাকে মৃত্যুর মত ভয়ে পেয়ে বসলো। তৎক্ষণাৎ সে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দরজায় হাযির হল। সে তাঁর দরজায় কোন দারোয়ান পেল না। সে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আপনাকে চিনতে পারি নি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, সবর তো হয় (বিপদের) প্রথম আঘাতে। অথবা বলেছিলেন, আঘাতের প্রথমে।

٢٠١٣- وَحَدَّثَنَاهُ يَحْيَى بْنُ حَبِيْبِ الْحَارِثِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِىْ ابْنَ الْحَارِثِ ح وَحَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ الْعَمِّىُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو ح وَحَدَّثَنِىْ اَحْمَدُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الدَّوْرَقِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالُوْا جَمِيْعًا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيْثِ عُثْمَانَ بْنِ عُمَرَ بِقِصَّتِهِ وَفِىْ حَدِيْثِ عَبْدِ الصَّمَدِ مَرَّ النَّبِىُّ ﷺ بِامْرَأَةٍ عِنْدَ قَبْرٍ.

২০১৩. ইয়াহ্‌য়া ইব্‌ন হাবীব আল-হারিসী, ‘উকবা ইব্‌ন মুকরাম আল-আম্মী ও আহমাদ ইব্‌ন ইব্‌রাহীম আদ-দাওয়াকী (র)...... সবাই শু‘বা (র) হতে উক্ত সনদে ‘উসমান ইব্‌ন উমর (র)-এর হাদীসের ন্যায় ঘটনা বর্ণনা করেছেন। তবে আবদুস সামাদের হাদীসে আছে, নবী ﷺ কবরের পার্শ্বে অবস্থানরত জনৈক মহিলার দিকে গমন করলেন।

٧- بَابُ الْمَيِّتِ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ اَهْلِهِ عَلَيْهِ

৭. পরিচ্ছেদ : মৃত ব্যক্তিকে তার পরিবারবর্গের কান্নাকাটির কারণে শাস্তি দেওয়া হয়

٢٠١٣- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ جَمِيْعًا عَنِ ابْنِ بِشْرٍ قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ الْعَبْدِىُّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ

حَفْصَةَ بَكَتْ عَلٰى عُمَرَ فَقَالَ مَهْلاً يَابُنَيَّةُ أَلَمْ تَعْلَمِيْ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ اَهْلِهٖ عَلَيْهِ.

২০১৪. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা ও মুহাম্মদ ইব্‌ন ‘আবদুল্লাহ ইব্‌ন নুমায়র (র)...... ‘আবদুল্লাহ (ইব্‌ন উমর) (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমর (রা) আহত হলে হাফসা (রা) কাঁদতে লাগলেন। উমর (রা) বললেন, হে কন্যা! থেমে যাও, তুমি কি জানো না, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, মৃত ব্যক্তিকে তার পরিবারবর্গের কান্নাকাটির কারণে শাস্তি দেয়া হয়?

٢٠١٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْمَيْتُ يُعَذَّبُ فِيْ قَبْرِهٖ بِمَانِيْحَ عَلَيْهِ.

২০১৫. মুহাম্মদ বাশশার (র)...... ‘উমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, মৃত ব্যক্তিকে তার পরিবারবর্গের রোদন-বিলাপের কারণে কবরে শাস্তি দেওয়া হয়।

٢٠١٦- حَدَّثَنِيْ عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِيْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ لَمَّا طُعِنَ عُمَرُ اُغْمِيَ عَلَيْهِ فَصِيْحَ عَلَيْهِ فَلَمَّا اَفَاقَ قَالَ اَمَا عَلِمْتُمْ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ الْحَيِّ.

২০১৬. ‘আলী ইব্‌ন হুজ্‌র আস-সাদী (র)...... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন ‘উমর (রা)-কে বর্শাদ্বারা আঘাত করা হল, ফলে তিনি চেতনা হারিয়ে ফেলেন, তখন তাঁর জন্য চীৎকার করে রোদন করা হচ্ছিল। যখন তিনি চেতনা ফিরে পেলেন তখন বললেন, তোমরা কি জান না, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, মৃত ব্যক্তিকে জীবিতদের কান্নার কারণে শাস্তি দেয়া হয়?

٢٠١٧- حَدَّثَنِيْ عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ اَبِيْ بُرْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ لَمَّا أُصِيْبَ عُمَرُ جَعَلَ صُهَيْبٌ يَقُوْلُ وَااَخَاهُ فَقَالَ لَه عُمَرُ يَاصُهَيْبُ اَمَا عَلِمْتَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ الْحَيِّ.

২০১৭. আলী ইব্‌ন হুজর (র).... আবূ বুরদা (র) তাঁর পিতা (আবূ মূসা আশ‘আরী রা) সূত্রে তিনি বলেছেন, ‘উমর (রা) যখন আক্রান্ত হন, তখন সুহায়ব (রা) হে ভাই! বলে কাঁদতে লাগলেন। উমর (রা) তাকে বললেন, হে সুহায়ব! তুমি কি জানো না রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, নিশ্চয়ই মৃত ব্যক্তিকে জীবিতদের ক্রন্দনের কারণে শাস্তি দেয়া হয়?

٢٠١٨- وَحَدَّثَنِيْ عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ صَفْوَانَ اَبُوْ يَحْيٰى عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ اَبِيْ بُرْدَةَ بْنِ اَبِيْ مُوْسٰى عَنْ اَبِيْ مُوْسٰى قَالَ لَمَّا اُصِيْبَ عُمَرُ اَقْبَلَ صُهَيْبٌ مِنْ

مَنْزِلِهِ حَتّٰى دَخَلَ عَلٰى عُمَرَ فَقَامَ بِحِيَالِهِ يَبْكِىْ فَقَالَ عُمَرُ عَلاَمَ تَبْكِى أَعَلَىَّ تَبْكِىْ قَالَ اِىْ وَاللّٰهِ لَعَلَيْكَ اَبْكِىْ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ قَالَ وَاللّٰهِ لَقَدْ عَلِمْتَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ يُبْكٰى عَلَيْهِ يُعَذَّبُ قَالَ فَذَكَرْتُ ذَالِكَ لِمُوْسَى بْنِ طَلْحَةَ فَقَالَ كَانَتْ عَائِشَةُ تَقُوْلُ اِنَّمَا كَانَ اُوْلٰئِكَ الْيَهُوْدَ.

২০১৮. আলী ইব্‌ন হুজর (র)...... আবূ মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন ‘উমর (রা) আক্রান্ত হলেন তখন সুহায়ব (রা) সংবাদ পেয়ে তাঁর বাড়ি হতে আগমন করলেন এবং উমর (রা)-এর নিকটে প্রবেশ করে তাঁর সম্মুখে দাঁড়িয়ে কাঁদতে লাগলেন। ‘উমর (রা) তাঁকে বললেন, কাঁদছ কেন? তুমি কি আমার জন্য কাঁদছ? তিনি উত্তর দিলেন, হ্যাঁ, আল্লাহর কসম! আপনার জন্য কাঁদছি হে আমীরুল মু’মিনীন! উমর (রা) বললেন, আল্লাহর কসম, তুমি অবশ্যই জানো, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যার জন্য কাঁদা হবে, তাকে কবরে আযাব দেয়া হবে। রাবী বলেন, আমি এ কথাটি মূসা ইব্‌ন তালহার নিকট উল্লেখ করলাম। তিনি বললেন, আয়েশা (রা) বলতেন, (যাদের আযাব দেয়া হবে) তারা হল ইয়াহূদী।

٢٠١٩- وَحَدَّثَنِىْ عَمْرٌو النَّاقِدُ قَالَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ لَمَّا طُعِنَ عَوَّلَتْ عَلَيْهِ حَفْصَةُ فَقَالَ يَا حَفْصَةُ اَمَا سَمِعْتِ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ الْمُعَوَّلُ عَلَيْهِ يُعَذَّبُ وَعَوَّلَ عَلَيْهِ صُهَيْبٌ فَقَالَ عُمَرُ يَا صُهَيْبُ اَمَا عَلِمْتَ اَنَّ الْمُعَوَّلَ عَلَيْهِ يُعَذَّبُ.

২০১৯. আমরুন নাকিদ (র).... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, ‘উমর (রা)-কে যখন বর্শা মেরে আহত করা হল, তখন হাফ্‌সা (রা) উচ্চস্বরে কাঁদতে লাগলেন। ‘উমর (রা) বললেন, হে হাফসা! তুমি কি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শোননি, যে ব্যক্তির উপর উচ্চস্বরে বিলাপ করা হয় তাকে শাস্তি দেয়া হয়? সুহায়ব (রা)-ও কান্নাকাটি করছিলেন। তখন উমর (রা) বললেন, হে সুহায়ব! তুমি কি জানো না, যার জন্য বিলাপ করা হয় তাকে আযাব দেয়া হয়?

٢٠٢٠- حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ عُلَيَّةَ قَالَ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ مُلَيْكَةَ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا اِلٰى جَنْبِ ابْنِ عُمَرَ وَنَحْنُ نَنْتَظِرُ جَنَازَةَ اُمِّ اَبَانَ بِنْتِ عُثْمَانَ وَعِنْدَهُ عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ فَجَاءَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُوْدُهُ قَائِدٌ فَاُرَاهُ اَخْبَرَهُ بِمَكَانِ ابْنِ عُمَرَ فَجَاءَ حَتّٰى جَلَسَ اِلٰى جَنْبِىْ فَكُنْتُ بَيْنَهُمَا فَاِذَا صَوْتٌ مِنَ الدَّارِ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ كَاَنَّهُ يَعْرِضُ عَلٰى عَمْرٍو اَنْ يَقُوْمَ فَيَنْهَاهُمْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ اَهْلِهِ قَالَ فَاَرْسَلَهَا عَبْدُ اللّٰهِ مُرْسَلَةً فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ كُنَّا مَعَ اَمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ عُمَرَبْنِ الْخَطَّابِ حَتّٰى اِذَا كُنَّا بِالْبَيْدَاءِ اِذَ هُوَ بِرَجُلٍ نَازِلٍ فِىْ ظِلِّ شَجَرَةٍ فَقَالَ لِىْ اذْهَبْ فَاعْلَمْ لِىْ مَنْ ذَاكَ الرَّجُلُ فَذَهَبْتُ فَاِذَا هُوَ صُهَيْبٌ

فَرَجَعْتُ اِلَيْهِ فَقُلْتُ اِنَّكَ اَمَرْتَنِى اَنْ اَعْلَمَ لَكَ مَنْ ذَاكَ الرَّجُلُ وَاِنَّهُ صُهَيْبٌ قَالَ مُرْهُ فَلْيَلْحَقْ بِنَا فَقُلْتُ اِنَّ مَعَهُ اَهْلَهُ قَالَ وَاِنْ كَانَ مَعَهُ اَهْلُهُ وَرُبَّمَا قَالَ اَيُّوْبُ مُرْهُ فَلْيَلْحَقْ بِنَافَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِيْنَةَ لَمْ يَلْبَثْ اَمِيْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْ اُصِيْبَ فَجَاءَ صُهَيْبٌ يَقُوْلُ وَاَاَخَاهُ وَاصَاحِبَاهُ فَقَالَ عُمَرُ أَلَمْ تَعْلَمْ اَوَلَمْ تَسْمَعْ قَالَ اَيُّوْبُ اَوْ قَالَ أَوَلَمْ تَعْلَمْ أَوَلَمْ تَسْمَعْ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبَعْضِ بُكَاءِ اَهْلِهِ قَالَ فَاَمَّا عَبْدُ اللّٰهِ فَاَرْسَلَهَا مُرْسَلَةً وَاَمَّا عُمَرُ فَقَالَ بِبَعْضٍ فَقُمْتُ فَدَخَلْتُ عَلٰى عَائِشَةَ فَحَدَّثْتُهَا بِمَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ فَقَلَتْ لاَ وَاللّٰهِ مَا قَالَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَطُّ اِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ اَحَدٍ وَلٰكِنَّهُ قَالَ اِنَّ الْكَافِرَ يَزِيْدُهُ اللّٰهُ بِبُكَاءِ اَهْلِهِ عَذَابًا **وَاِنَّ اللّٰهَ لَهُوَ اَضْحَكَ وَاَبْكٰى وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرٰى** قَالَ اَيُّوْبُ قَالَ ابْنُ اَبِى مُلَيْكَةَ حَدَّثَنِى الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ لَمَّا بَلَغَ عَائِشَةَ قَوْلُ عُمَرَ وَابْنِ عُمَرَ قَالَتْ اِنَّكُمْ لَتُحَدِّثُوْنِّى عَنْ غَيْرِ كَاذِبَيْنِ وَلاَ مُكَذَّبَيْنِ وَلٰكِنَّ السَّمْعَ يُخْطِئُ.

২০২০. দাঊদ ইব্‌ন রুশায়দ (র)...... 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন আবূ মুলায়কা (র) বলেন, আমি ইব্‌ন 'উমর (রা)-এর পাশে বসা ছিলাম। আমরা হযরত উসমান (রা)-এর কন্যা উম্মু আবানের জানাযার অপেক্ষা করছিলাম। তাঁর নিকট উসমান (রা)-এর পুত্র 'আমরও বসা ছিলেন। তখন এক ব্যক্তি ইব্‌ন আব্বাস (রা)-কে হাতে ধরে নিয়ে আসলেন। আমার মনে হয় তাঁকে ইব্‌ন উমর (রা)-এর অবস্থান সম্পর্কে বলা হয়েছিল। তিনি এসে আমার পাশে বসলেন, আমি তাঁদের দু'জনের মধ্যে ছিলাম। হঠাৎ গৃহ হতে (কান্নার) আওয়ায আসল, তখন ইব্‌ন উমর (রা), তিনি যেন আমরকে ইঙ্গিত করলেন, যাতে উঠে গিয়ে তাদেরকে নিষেধ করেন। বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, মৃত ব্যক্তিকে আযাব দেয়া হয় তার পরিবারবর্গের মাতম-বিলাপের কারণে। ইব্‌ন উমর (রা) আয়েশা (রা)-এর ন্যায় বলেননি যে, এ কথাটি বিশেষ করে ইয়াহূদী সম্পর্কে। তখন ইব্‌ন আব্বাস (রা) বললেন, আমরা আমিরুল মু'মিনীন উমর ইবনুল খাত্তাব (রা)-এর সঙ্গে ছিলাম। যখন আমরা বায়দা নামক স্থানে পৌঁছলাম, তখন দেখতে পেলাম, এক ব্যক্তি বৃক্ষের ছায়ায় অবতরণ করে বিশ্রাম করছে। তিনি আমাকে বললেন, তুমি আমার পক্ষ হতে গিয়ে জেনে এসো ঐ ব্যক্তি কে? আমি গিয়ে জানতে পারলাম ঐ ব্যক্তি সুহায়ব (রা)। আমি তাঁর নিকট ফিরে এসে বললাম, আপনি আমাকে আদেশ করেছিলেন, জেনে আসার জন্য। আমি জেনে এসেছি ঐ ব্যক্তি কে? ঐ ব্যক্তি সুহায়ব। তিনি বললেন তাকে বল, আমাদের সঙ্গে মিলিত হতে। আমি বললাম, তাঁর সাথে তাঁর পরিবার রয়েছেন। তিনি বললেন, থাকুক না, পরিবারসহ আসতে বল। কখনো আয়্যূব বলেছেন, তাকে আমার সাথে সাক্ষাত করতে বল। যখন আমরা মদীনায় পৌছলাম, তার কিছুকাল পরেই আমীরুল মু'মিনীন (রা) আক্রান্ত হলেন। সুহায়ব (রা) আসলেন এবং 'ওয়া আখাহ' (হে ভাই) 'ওয়া সাহিবাহ' (হে আমাদের সাথী), বলে চীৎকার করতে লাগলেন। উমর (রা) বললেন, তুমি কি জানো না, তুমি কি শোন নি? রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : মৃত ব্যক্তিকে তার পরিবারবর্গের কোন কোন কান্নাকাটির কারণে আযাব দেয়া হয়? রাবী বলেন, আবদুল্লাহ কিন্তু শর্তহীনভাবে বলেছেন, শুধু ইয়াহূদীদের জন্য এ হুকুম-তা যুক্ত করে বলেন নি। আর 'উমর (রা) বলেছেন, কোন কোন কান্না। তখন আমি উঠে 'আয়েশা (রা)-এর নিকট গমন করলাম এবং ইব্‌ন উমর (রা) যা বললেন, সে

সম্পর্কে তাঁকে অবহিত করলাম। 'আয়েশা (রা) বললেন, না না, আল্লাহ্র কসম! রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এ কথা কখনো বলেন নি যে, মৃত ব্যক্তিকে কান্নাকাটির কারণে শাস্তি দেয়া হবে। বরং তিনি বলেছেন, কাফিরের উপর আল্লাহ্ শাস্তি বৃদ্ধি করে দেন তার পরিবারবর্গের বিলাপের কারণে। আল্লাহ পাকই হাসিকান্না দিয়ে থাকেন। তিনি একজনের পাপের বোঝা আরেকজনের ঘাড়ে চাপিয়ে দেন না। 'আয়েশা (রা)-এর নিকট যখন 'উমর ও ইব্ন 'উমর (রা)-এর বক্তব্য পৌঁছলো, তখন তিনি বললেন, তোমরা এমন দু'ব্যক্তি হতে হাদীস বর্ণনা করছ যারা মিথ্যা বলেন না এবং তাঁদের প্রতি মিথ্যা আরোপ করা যায় না কিন্তু শ্রুতিতে ভুল হতে পারে।

٢٠٢١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ ابْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِى عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِى مُلَيْكَةَ قَالَ تُوُفِّيَتِ ابْنَةُ لِعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ بِمَكَّةَ قَالَ فَجِئْنَا لِنَشْهَدَهَا قَالَ فَحَضَرَهَا ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ وَاِنِّى لَجَالِسٌ بَيْنَهُمَا قَالَ جَلَسْتُ اِلٰى اَحَدِهِمَا ثُمَّ جَاءَ الْاٰخَرُ فَجَلَسَ اِلٰى جَنْبِى فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ لِعَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ وَهُوَ مُوَاجِهُهُ اَلاَ تَنْهٰى عَنِ الْبُكَاءِ فَاِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ اَهْلِهِ عَلَيْهِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَدْ كَانَ عُمَرُ يَقُوْلُ بَعْضَ ذَالِكَ ثُمَّ حَدَّثَ فَقَالَ صَدَرْتُ مَعَ عُمَرَ مِنْ مَكَّةَ حَتّٰى اِذَا كُنَّا بِالْبَيْدَاءِ اِذَا هُوَ بِرَكْبٍ تَحْتَ ظِلِّ شَجَرَةٍ فَقَالَ اذْهَبْ فَانْظُرْ مَنْ هٰؤُلاَءِ الرَّكْبُ فَنَظَرْتُ فَاِذَا هُوَ صُهَيْبٌ قَالَ فَاَخْبَرْتُهُ فَقَالَ ادْعُهُ قَالَ فَرَجَعْتُ اِلٰى صُهَيْبٍ فَقُلْتُ اَرْتَحِلْ فَالْحَقْ اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ فَلَمَّا اَنْ اُصِيْبَ عُمَرُ دَخَلَ صُهَيْبٌ يَبْكِيْ يَقُوْلُ وَاَخَاهُ وَاصَاحِبَاهُ فَقَالَ عُمَرُ يَا صُهَيْبُ اَتَبْكِيْ عَلَىَّ وَقَدْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبَعْضِ بُكَاءِ اَهْلِهِ عَلَيْهِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَلَمَّا مَاتَ عُمَرُ ذَكَرْتُ ذَالِكَ لِعَائِشَةَ فَقَالَتْ يَرْحَمُ اللّٰهُ عُمَرَ لاَ وَاللّٰهِ مَا حَدَّثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ يُعَذِّبُ الْمُؤْمِنَ بِبُكَاءِ اَحَدٍ وَلٰكِنْ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ يَزِيْدُ الْكَافِرَ عَذَابًا بِبُكَاءِ اَهْلِهِ عَلَيْهِ قَالَ وَقَالَتْ عَائِشَةُ حَسْبُكُمُ الْقُرْاٰنُ "**وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى**" قَالَ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ عِنْدَ ذَالِكَ **وَاللّٰهُ اَضْحَكَ وَاَبْكٰى** قَالَ ابْنُ اَبِىْ مُلَيْكَةَ فَوَاللّٰهِ مَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ مِنْ شَىْءٍ.

২০২১. মুহাম্মদ ইব্ন রাফি' ও 'আবদ ইব্ন হুমায়দ (র)...... 'আবদুল্লাহ ইব্ন আবূ মুলায়কা (র) বলেন, 'উসমান ইব্ন 'আফফান (রা)-এর এক মেয়ে মক্কায় ইন্তিকাল করলেন। আমরা তার জানাযার জন্য হাযির হলাম। তখন ইব্ন উমর ও ইব্ন আব্বাস (রা) হাযির হলেন। ইব্ন আবূ মুলায়কা (র) বলেন, আমি তাদের দু'জনের মধ্যে বসা ছিলাম। আমি প্রথমে একজনের নিকট বসা ছিলাম, পরে আরেকজন আসলেন এবং আমার পাশে বসলেন। 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'উমর, হযরত 'উসমান (রা)-এর পুত্র 'আমরকে, যিনি তাঁর সম্মুখে ছিলেন, বললেন, তুমি তাদেরকে কান্নাকাটি হতে কেন নিষেধ করছ না? রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, মৃত ব্যক্তিকে তার পরিবারের লোকদের কান্নাকাটির কারণে শাস্তি দেওয়া হয়। ইব্ন আব্বাস (রা) বললেন, উমর (রা)-ও এরূপ কিছু বলতেন।

অতঃপর তিনি হাদীস বর্ণনা করলেন, আমি 'উমর (রা)-এর সাথে মক্কা হতে প্রত্যাবর্তন করছিলাম, যখন আমরা বায়দা নামক স্থানে পৌঁছলাম, হঠাৎ দেখতে পেলাম একটি কাফেলা বৃক্ষের ছায়ায় বিশ্রাম গ্রহণ করছে। তখন উমর (রা) আমাকে আদেশ করলেন যাও, গিয়ে দেখ, এ কাফিলা কাদের? আমি গিয়ে দেখলাম ঐ ব্যক্তি সুহায়ব (রা)। আমি এসে তাঁকে খবর দিলাম। তিনি বললেন, তাঁকে ডেকে নিয়ে এসো, আমি পুনরায় সুহায়বের নিকট গমন করলাম এবং বললাম, চলুন, আমীরুল মু'মিনীনের সাথে সাক্ষাত করুন। যখন উমর (রা) শত্রুর আক্রমণে আহত হলেন, সুহায়ব (রা) কেঁদে কেঁদে গৃহে প্রবেশ করলেন এবং বলতে লাগরেন, 'হে আমার ভাই, হে আমার সাথী! উমর (রা) বললেন, হে সুহায়ব! আমার জন্য কাঁদছো? অথচ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, মৃত ব্যক্তিকে তার পরিবারবর্গের কোন কোন কান্নার কারণে শাস্তি দেয়া হয়। যখন উমর (রা)-এর ইন্তিকাল হয়ে গেল, তখন আমি এ কথা 'আয়েশা (রা)-এর কাছে উল্লেখ করলাম। তিনি বললেন, আল্লাহ 'উমরের প্রতি রহম করুন, দয়া করুন। আল্লাহর কসম! রাসূলুল্লাহ ﷺ এ কথা বলেন নি যে, মৃত ব্যক্তিকে তার কারো কান্নাকাটির কারণে আল্লাহ আযাব দেন; বরং রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন যে, আল্লাহ কাফিরদের জন্য তাদের পরিবারবর্গের কান্নার কারণে আযাব বৃদ্ধি করে দেন। 'আয়েশা (রা) বলেন, তোমাদের জন্য আল্লাহর কুরআনই যথেষ্ট, তাতে ইরশাদ হয়েছে : "একজনের পাপের বোঝা অন্যজনের ঘাড়ে দেয়া হবে না।" ইব্ন আব্বাস (রা) এ সময়ে বললেন "আল্লাহই হাসান এবং তিনিই কাঁদান।" ইব্ন আবূ মুলায়কা (র) বলেন, আল্লাহর কসম! ইব্ন উমর (রা) তা শুনে কিছুই বলেন নি।

٢٠٢٢- وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ بِشْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ عَمْرٌو عَنِ اَبِيْ مُلَيْكَةَ كُنَّا فِيْ جَنَازَةِ اُمِّ اَبَانَ بِنْتِ عُثْمَانَ وَسَاقَ الْحَدِيْثَ وَلَمْ يَنُصَّ رَفْعَ الْحَدِيْثِ عَنْ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ كَمَا نَصَّهُ اَيُّوْبُ وَابْنُ جُرَيْجٍ وَحَدِيْثُهُمَا اَتَمُّ مِنْ حَدِيْثِ عَمْرٍو.

২০২২. 'আবদুর রহমান ইব্ন বিশ্র (র)...... ইব্ন আবূ মুলায়কা (র) বলেন, আমরা উম্মে আবান বিনত উসমানের জানাযায় ছিলাম। তারপর তিনি উক্ত হাদীস বর্ণনা করেন। কিন্তু রাবী আমর এ হাদীসটি উমর (রা) থেকে নবী ﷺ পর্যন্ত মারফূ হিসেবে বর্ণনা করেন নি, যেমন আয়্যুব ও ইব্ন জুরায়জ (র) করেছেন। এ দু'জনের হাদীস আমরের হাদীসের চাইতে পূর্ণাঙ্গ।

٢٠٢٣- وَحَدَّثَنِيْ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيٰى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ اَنَّ سَالِمًا حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ الْحَيِّ.

২০২৩. হারমালা ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র).... আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, জীবিতদের ক্রন্দনের কারণে মৃত ব্যক্তিকে আযাব দেয়া হয়।

٢٠٢٤- وَحَدَّثَنَا خَلَفُ اَبِيْ هِشَامٍ وَاَبُوْ الرَّبِيْعِ الزَّهْرَانِيُّ جَمِيْعًا عَنْ حَمَّادٍ قَالَ خَلَفٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ ذُكِرَ عِنْدَ عَائِشَةَ قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ الْمَيِّتُ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ اَهْلِهِ عَلَيْهِ فَقَالَتْ رَحِمَ اللّٰهُ اَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ سَمِعَ شَيْئًا فَلَمْ يَحْفَظْهُ اِنَّمَا مَرَّتْ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ جَنَازَةُ يَهُوْدِيٍّ وَهُمْ يَبْكُوْنَ عَلَيْهِ فَقَالَ اَنْتُمْ تَبْكُوْنَ وَاِنَّهُ لَيُعَذَّبُ.

২০২৪. খালফ ইব্‌ন হিশাম ও আবুর রাবী যাহরানী (র).... 'উরওয়া (র) বলেন, 'আয়েশা (রা)-এর ﷺ সম্মুখে ইব্‌ন উমরের এ কথা আলোচনা করা হল যে, "মৃত ব্যক্তিকে তার পরিবারবর্গের ক্রন্দনের কারণে শাস্তি দেয়া হয়" আয়েশা (রা) বললেন, আল্লাহ আবূ আবদুর রহমানের প্রতি দয়া ও রহম করুন, তিনি যা কিছু শুনেছিলেন তা স্মরণ রাখতে পারেন নি। প্রকৃত ব্যাপারে হল, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সম্মুখ দিয়ে জনৈক ইয়াহূদীর শবদেহ নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। ইয়াহূদীরা তার জন্য বিলাপ করছিল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলছিলেন, তোমরা বিলাপ করছ অথচ তাকে আযাব দেয়া হচ্ছে।

٢٠٢٥- حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ ذُكِرَ عِنْدَ عَائِشَةَ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ يَرْفَعُ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ اِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ فِىْ قَبْرِهِ بِبُكَاءِ اَهْلِهِ عَلَيْهِ فَقَالَتْ وَهِلَ اِنَّمَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّهُ لَيُعَذَّبُ بِخَطِيْئَتِهِ اَوْبِذَنْبِهِ وَاِنَّ اَهْلَهُ لَيَبْكُوْنَ عَلَيْهِ الْاٰنَ وَذَاكَ مِثْلُ قَوْلِهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَامَ عَلَى الْقَلِيْبِ يَوْمَ بَدْرٍ وَفِيْهِ قَتْلٰى بَدْرٍ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ فَقَالَ لَهُمْ مَا قَالَ اِنَّهُمْ لَيَسْمَعُوْنَ مَا اَقُوْلُ وَقَدْ وَهِلَ اِنَّمَا قَالَ اِنَّهُمْ لَيَعْلَمُوْنَ اَنَّ مَا كُنْتُ اَقُوْلُ لَهُمْ حَقٌّ ثُمَّ قَرَأَتْ "اِنَّكَ لَاتُسْمِعُ الْمَوْتٰى وَمَا اَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِى الْقُبُوْرِ" يَقُوْلُ حِيْنَ تَبَوَّؤُا مَقَاعِدَهُمْ مِنَ النَّارِ.

২০২৫. আবূ কুরায়ব (র)...... 'উরওয়া (র) বলেন, 'আয়েশা (রা)-এর কাছে উল্লেখ করা হলো যে, ইব্‌ন উমর (রা) নবী ﷺ হতে বর্ণনা করেন যে, "মৃত ব্যক্তিকে কবরে তার পরিজনদের রোদনের কারণে আযাব দেয়া হয়।" আয়েশা (রা) বললেন, আসল কথা হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তাকে আযাব দেয়া হয় গুনাহ বা পাপের কারণে, অথচ তার পরিবারবর্গ এখন তার উপর কান্নাকাটি করছে। আর এ হলো রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সে কথার অনুরূপ, তিনি বদর যুদ্ধের দিন কূপের পাড়ে দাঁড়ালেন যাতে বদরে নিহত মুশরিকদের লাশ ছিল এবং তাদের সম্বোধন করে যা বলার বলছিলেন এবং এ কথাও বলেছিলেন, নিশ্চয়ই আমি যা বলছি তারা তা শুনছে। ইব্‌ন উমর (রা) ভুল বুঝেছেন। বস্তুত রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছিলেন, কাফিররা এখন জানতে পারছে যে, আমি যে সব কথা বলতাম, তা সত্য। তারপর আয়েশা (রা) পাঠ করলেন اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتٰى وَمَا اَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِى الْقُبُوْرِ। "তুমি শোনাতে সমর্থ হবে না যারা কবরে রয়েছে তাদেরকে, তুমি তো মৃতকে শোনাতে পারবে না।" তিনি বললেন, যখন তারা তাদের জাহান্নামস্থ ঠিকানায় পৌছে যাবে।

٢٠٢٦- وَحَدَّثَنَاهُ اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ بِمَعْنٰى حَدِيْثِ اَبِىْ اُسَامَةَ وَحَدِيْثُ اَبِىْ اُسَامَةَ اَتَمُّ.

২০২৬. আবূ বাক্‌র ইবন আবূ শায়বা (রা)..... হিশাম ইব্‌ন উরওয়া (র) থেকে উক্ত সনদে আবূ উসামার হাদীসের মর্মানুযায়ী রিওয়ায়াত করেছেন। তবে আবূ উসামার হাদীসই পূর্ণাঙ্গ।

٢٠٢٧- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ اَنَسٍ فِيْمَا قُرِئَ عَلَيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ بَكْرٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّهَا اَخْبَرَتْهُ اَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ وَذُكِرَ لَهَا اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ

عُمَرَ يَقُوْلُ اِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ الْحَىِّ فَقَالَتْ عَائِشَةَ يَغْفِرُ اللّٰهُ لِاَبِىْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَمَا اِنَّهٗ لَمْ يَكْذِبْ وَلٰكِنَّهٗ نَسِىَ اَوْ اَخْطَأَ اِنَّمَا مَرَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى يَهُوْدِيَّةٍ يُبْكٰى عَلَيْهَا فَقَالَ اِنَّهُمْ لَيَبْكُوْنَ عَلَيْهَا وَاِنَّهَا لَتُعَذَّبُ فِىْ قَبْرِهَا.

২০২৭. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র)....... 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত তার নিকট বলা হলো যে, ইব্‌ন 'উমর (রা) বলেছেন "জীবিতদের কান্নার কারণে মৃতদেরকে আযাব দেয়া হয়।" তখন আয়েশা (রা) বললেন, আল্লাহ আবূ 'আবদুর রহমানকে ক্ষমা করুন, নিশ্চয়ই তিনি মিথ্যা বলেন নি কিন্তু তিনি ভুলে গিয়েছেন, অথবা ভুল করেছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ জনৈকা ইয়াহূদী মহিলার কবরের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন, যার উপর বিলাপ করা হচ্ছিল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, এরা এর জন্য কাঁদছে, অথচ তাকে তার কবরে আযাব দেয়া হচ্ছে।

٢٠٢٨- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ عُبَيْدِ الطَّائِىِّ وَمُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ عَلِىِّ بْنِ رَبِيْعَةَ قَالَ اَوَّلُ مَنْ نِيْحَ عَلَيْهِ بِالْكُوْفَةِ قَرْظَةُ بْنُ كَعْبٍ فَقَالَ الْمُغِيْرَةُ ابْنُ شُعْبَةَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ نِيْحَ عَلَيْهِ فَاِنَّهٗ يُعَذَّبُ بِمَانِيْحَ عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

২০২৮. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)...... আলী ইব্‌ন রাবী'আ (র) বলেন, কূফা নগরীতে সর্বপ্রথম কারযা ইব্‌ন কা'বের উপর বিলাপ করা হয়। মুগীরা ইব্‌ন শু'বা (রা) বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, যে মৃত ব্যক্তির জন্য বিলাপ করা হয় তাকে কিয়ামতের দিন সেসব বিষয়ের কারণে শাস্তি দেয়া হবে যেগুলো নিয়ে বিলাপ করা হয়েছে।

٢٠٢٩- وَحَدَّثَنِىْ عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُسْهِرٍ قَالَ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قَيْسٍ الْاَسَدِىُّ عَنْ عَلِىِّ بْنِ رَبِيْعَةَ الْاَسَدِىِّ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ مِثْلَهٗ.

২০২৯. আলী ইব্‌ন হুজ্‌র আস-সা'দী এবং ইব্‌ন আবূ 'উমর (র)...... মুগীরা ইব্‌ন শু'বা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٢٠٣٠- وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ اَبِىْ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ يَعْنِى الْفَزَارِىَّ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ ابْنُ عُبَيْدٍ الطَّائِىُّ عَنْ عَلِىِّ بْنِ رَبِيْعَةَ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ مِثْلَهٗ.

২০৩০. ইব্‌ন আবূ উমর (র)...... মুগীরা ইব্‌ন শু'বা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٨- بَابُ التَّشْدِيْدِ فِى النِّيَاحَةِ

৮. পরিচ্ছেদ : বিলাপ সম্পর্কে কঠোর সতর্ক বাণী

٢٠٣١- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِبْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا اَبَانُ بْنُ يَزِيْدَ ح وَحَدَّثَنِىْ اِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ وَاللَّفْظُ لَهٗ قَالَ اَخْبَرَنَا حَيَّانُ بْنُ هِلَالٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبَانُ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى اَنَّ

زَيْدًا حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا سَلاَّمٍ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا مَالِكٍ الأَشْعَرِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ أَرْبَعٌ فِي أُمَّتِي مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ لاَيَتْرُكُونَهُنَّ الْفَخْرُ فِي الأَحْسَابِ وَالطَّعْنُ فِي الأَنْسَابِ وَالاِسْتِسْقَاءُ بِالنُّجُومِ وَالنِّيَاحَةُ وَقَالَ النَّائِحَةُ إِذَا لَمْ تَتُبْ قَبْلَ مَوْتِهَا تُقَامُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَيْهَا سِرْبَالٌ مِنْ قَطِرَانٍ وَدِرْعٌ مِنْ جَرَبٍ.

২০৩১. আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা ও ইসহাক ইব্‌ন মানসূর (র)...... আবূ মালিক আশ'আরী (রা) বর্ণনা করেন। নবী ﷺ বলেছেন, আমার উম্মাতের মধ্যে জাহিলিয়াত বিষয়ের চারটি জিনিস রয়েছে যা তারা ত্যাগ করছে না। বংশ মর্যাদা নিয়ে গর্ব, অন্যের বংশের প্রতি কটাক্ষ, গ্রহ-নক্ষত্রের মাধ্যমে বৃষ্টি প্রার্থনা এবং মৃতদের জন্য বিলাপ করা। রাসূলুল্লাহ ﷺ আরো বলেন, বিলাপকারিণী যদি তার মৃত্যুর পূর্বে তাওবা না করে, তবে কিয়ামতের দিনে তাকে দাঁড় করানো হবে, তখন তার দেহে আলকাতরার আবরণ থাকবে এবং খসখসে লোহার পোশাক থাকবে।

٢٠٣٢- وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ يَقُولُ أَخْبَرَتْنِي عَمْرَةُ أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ تَقُولُ لَمَّا جَاءَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَتْلُ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ وَجَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَوَاحَةَ جَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُعْرَفُ فِيهِ الْحُزْنُ قَالَتْ وَأَنَا أَنْظُرُ مِنْ صَائِرِ الْبَابِ شَقِّ الْبَابِ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ إِنَّ نِسَاءَ جَعْفَرٍ وَذَكَرَ بُكَاءَ هُنَّ فَأَمَرَهُ أَنْ يَذْهَبَ فَيَنْهَاهُنَّ فَذَهَبَ فَأَتَاهُ فَذَكَرَ أَنَّهُنَّ لَمْ يُطِعْنَهُ فَأَمَرَهُ الثَّانِيَةَ أَنْ يَذْهَبَ فَيَنْهَا هُنَّ فَذَهَبَ ثُمَّ أَتَاهُ فَقَالَ وَاللَّهِ لَقَدْ غَلَبْنَنَا يَارَسُولَ اللَّهِ قَالَتْ فَزَعَمَتْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ اذْهَبْ فَاحْثُ فِي أَفْوَاهِهِنَّ مِنَ التُّرَابِ قَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ أَرْغَمَ اللَّهُ أَنْفَكَ وَاللَّهِ مَا تَفْعَلُ مَاأَمَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَمَا تَرَكْتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْعَنَاءِ.

২০৩২. ইবনুল মুসান্না ও ইব্‌ন আবূ উমর (র)... 'আয়েশা (রা) বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট যায়দ ইব্‌ন হারিসা, জাফর ইব্‌ন আবূ তালিব ও আবদুল্লাহ ইব্‌ন রাওয়াহা (রা)-এর শাহাদতের সংবাদ পৌছল, তখন তিনি বসে পড়লেন। তাঁর চেহারা মুবারকে দুঃখ ও চিন্তার চিহ্ন স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। 'আয়েশা (রা) বলেন, আমি দরজার ফাঁক দিয়ে দেখতে ছিলাম, তখন এক ব্যক্তি এসে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! জাফর (রা)-এর স্ত্রী ও পরিবারের মহিলারা কান্নাকাটি করছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন, তুমি গিয়ে তাদেরকে নিষেধ কর। সে গেলো এবং পুনরায় ফিরে এসে বললো, তারা তার কথা শোনে নি। তিনি দ্বিতীয়বার তাকে নির্দেশ দিলেন, সে যেন গিয়ে তাদের নিষেধ করেন, সে গিয়ে পুনরায় ফিরে এসে বললো, আল্লাহর কসম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তারাই আমাদের উপর প্রবল রইলো। আয়েশা (রা) বলেন, যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন বললেন, যাও, তুমি তাদের মুখে মাটি ঢুকিয়ে দাও। 'আয়েশা (রা) বলেন, আমি (মনে মনে) বললাম, আল্লাহ তোমার নাক ধূলি ধূসরিত করুন। আল্লাহর কসম, রাসূলুল্লাহ ﷺ যে নির্দেশ তোমাকে দিয়েছেন তা তুমি পালন করতেও পারছে না, আর তুমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে কষ্ট দেওয়া হতেও ক্ষান্ত হচ্ছো না।

٢٠٣٣- وَحَدَّثَنَاهُ اَبُوْ بَكْرِبْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ ح وَحَدَّثَنِىْ اَبُو الطَّاهِرِ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدَ اللّٰهِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ ح وَحَدَّثَنِىْ اَحْمَدُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الدَّوْرَقِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ يَعْنِى ابْنَ مُسْلِمٍ كُلُّهُمْ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ نَحْوَهُ وَفِىْ حَدِيْثِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ وَمَا تَرَكْتَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مِنَ الْعِىِّ.

২০৩৩. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন শায়বা, আবূ তাহির, আহমাদ ইব্‌ন ইবরাহীম আদ-দাওরাকী (র)....... ইয়াহয়া ইব্‌ন সাঈদ (র) থেকে উক্ত সনদে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তবে আবদুল ‘আযীযের (র) বর্ণনায় রয়েছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বিরক্ত করা হতেও নিবৃত্ত হচ্ছো না।

٢٠٣٤- حَدَّثَنِىْ اَبُوْ الرَّبِيْعِ الزَّهْرَانِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ اُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ اَخَذَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَعَ الْبَيْعَةِ اَلاَّ نَنُوْحَ فَمَاوَفَتْ مِنَّا اِمْرَأَةٌ اِلاَّ خَمْسٌ اُمُّ سُلَيْمٍ وَاُمُّ الْعَلاَءِ وَابْنَةُ اَبِىْ سَبْرَةَ اِمْرَأَةُ مُعَاذٍ اَوابْنَةُ اَبِىْ سَبْرَةَ وَامْرَأَةُ مُعَاذٍ.

২০৩৪. আবুর রাবী আয-যাহরানী (র)...... উম্মে আতিয়্যা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের থেকে বায়‘আত গ্রহণকালে রাসূলুল্লাহ ﷺ এ কথাও বলেছিলেন, যে, “আমরা যেন বিলাপ না করি” কিন্তু এ অঙ্গীকার পাঁচজন মহিলা ব্যতীত কেউ পূর্ণ করে নি। তারা হলেন, উম্মে সুলায়ম, উম্মুল আ‘লা, আবূ সাবরার মেয়ে, মু‘আযের স্ত্রী বা আবূ সাবরার মেয়ে ও মু‘আযের স্ত্রী।

٢٠٣٥- حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَخْبَرَنَا اَسْبَاطُ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ اُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ اَخَذَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ الْبَيْعَةِ اَلاَّ نَنُحْنَ فَمَا وَفَتْ مِنَّا غَيْرُ خَمْسٍ مِنْهُنَّ اُمُّ سُلَيْمٍ.

২০৩৫. ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র)...... উম্মে আতিয়্যা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের থেকে বায়‘আত গ্রহণকালে এ অঙ্গীকারও নিয়েছিলেন যে, “আমরা যেন বিলাপ না করি” কিন্তু পাঁচজন ব্যতীত অন্য কেউ সে অঙ্গীকার পূর্ণ করে নি, তাদের মধ্যে উম্মু সুলায়ম (রা) একজন।

٢٠٣٦- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ جَمِيْعًا عَنْ اَبِىْ مُعَاوِيَةَ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَازِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ اُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ لَمَّا نَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ "يُبَايِعْنَكَ عَلٰى اَنْ لاَّيُشْرِكْنَ بِاللّٰهِ شَيْئًا.....وَلاَ يَعْصِيْنَكَ فِىْ مَعْرُوْفٍ" قَالَتْ كَانَ مِنْهُ النِّيَاحَةُ قَالَتْ فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِلاَّ اٰلَ فُلاَنٍ فَاِنَّهُمْ كَانُوْا اَسْعَدُوْنِىْ فِىْ الْجَاهِلِيَّةِ فَلاَبُدَّ لِىْ مِنْ اَنْ اُسْعِدَهُمْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلاَّ اٰلَ فُلاَنٍ.

২০৩৬. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা, যুহায়র ইব্‌ন হারব ও ইসহাক ইব্‌রাহীম (র)....... উম্মে 'আতিয়্যা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন এ আয়াত নাযিল হলো, "হে নবী! মু'মিন মহিলারা যখন তোমার কাছে এসে বায়'আত করে এ মর্মে যে, তারা আল্লাহর সঙ্গে কোন শরীক স্থির করবে না..... এবং সৎকার্যে তোমাকে অমান্য করবে না"...... [সূরা মুমতাহিনা : ১২] উম্মে আতিয়্যা (রা) বলেন, তন্মধ্যে বিলাপও ছিল। তখন আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! অমুক পরিবার ব্যতীত। কারণ, তারা জাহিলী যুগে আমাকে বিলাপে সাহায্য করত। তাই আমারও কর্তব্য তাদের সাহায্য করা। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, অমুক পরিবার ব্যতীত।

٩- بَابُ نَهْيِ النِّسَاءِ عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ

৯. পরিচ্ছেদ : নারীদের প্রতি জানাযার পিছনে গমনে নিষেধাজ্ঞা

٢٠٣٧- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اَيُّوْبَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ قَالَ اَخْبَرَنَا اَيُّوْبُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ قَالَ قَالَتْ اُمُّ عَطِيَّةَ كُنَّا نُنْهٰى عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا.

২০৩৭. ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন আয়্যুব (র)...... উম্মে 'আতিয়্যা (রা) বলেন, আমাদের জানাযার পিছনে যেতে নিষেধ করা হতো কিন্তু আমাদের উপর কঠোরতা আরোপ করা হয়নি।

٢٠٣٨- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو اُسَامَةَ ح وَحَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَخْبَرَنَا عِيْسٰى بْنُ يُوْنُسَ كِلاَهُمَا عَنْ هِشَامٍ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ اُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ نُهِيْنَا عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا.

২০৩৮. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা ও ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র)....... উম্মে 'আতিয়্যা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের জানাযার পিছনে যেতে নিষেধ করা হত। আমাদের উপর কঠোরতা আরোপ করা হয়নি।

١٠- بَابٌ فِيْ غُسْلِ الْمَيِّتِ

১০. পরিচ্ছেদ : মৃত ব্যক্তির গোসল প্রসঙ্গ

٢٠٣٩- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى قَالَ اَخْبَرَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ اُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ دَخَلَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ وَنَحْنُ نَغْسِلُ ابْنَتَهُ فَقَالَ اغْسِلْنَهَا ثَلاَثًا اَوْخَمْسًا اَوْاَكْثَرَ مِنْ ذَالِكَ اِنْ رَأَيْتُنَّ ذَالِكَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَاجْعَلْنَ فِى الْاٰخِرَةِ كَافُوْرًا اَوْشَيْئًا مِنْ كَافُوْرٍ فَاِذَا فَرَغْتُنَّ فَاٰذِنَّنِىْ فَلَمَّا فَرَغْنَا اٰذَنَّاهُ فَاَلْقٰى اِلَيْنَا حِقْوَهُ فَقَالَ اَشْعِرْنَهَا اِيَّاهُ.

২০৩৯. ইয়াহয়া ইবন ইয়াহ্ইয়া (র)...... উম্মে 'আতিয়্যা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ আমাদের নিকট এলেন, তখন আমরা তাঁর কন্যাকে গোসল দিচ্ছিলাম। তিনি বললেন, তাকে তিনবার গোসল দাও, পাঁচবার কিংবা প্রয়োজন মনে করলে আরো অধিকবার, বরই বৃক্ষের কচি পাতাদ্বারা পানি গরম করে। সর্বশেষে কর্পূর কিংবা কিছুটা কর্পূর দিবে। যখন তোমরা গোসল শেষ করবে, তখন আমাকে সংবাদ দিবে। আমরা গোসল

শেষ করে তাঁকে সংবাদ দিলাম। তিনি তাঁর ইয়ারবন্দ দিলেন এবং বললেন, এটা তার শরীরের সাথে লাগিয়ে পরিয়ে দাও।

٢٠٤٠- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ اَخْبَرَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيْرِيْنَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ مَشَطْنَاهَا ثَلاَثَةَ قُرُوْنٍ.

২০৪০. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র)...... উম্মে 'আতিয়্যা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা তাঁর মাথার চুল তিনভাগে বিন্যস্ত করেছিলাম।

٢٠٤١- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ اَنَسٍ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْ الرَّبِيْعِ الزَّهْرَانِىُّ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اَيُّوْبَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ كُلُّهُمْ عَنْ اَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ تُوُفِّيَتْ اِحْدٰى بَنَاتِ النَّبِيِّ ﷺ وَفِىْ حَدِيْثِ ابْنِ عُلَيَّةَ قَالَتْ اَتَانَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَنَحْنُ نَغْسِلُ ابْنَتَهُ وَفِىْ حَدِيْثِ مَالِكٍ قَالَتْ دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَ تُوُفِّيَتْ ابْنَتُهُ بِمِثْلِ حَدِيْثِ يَزِيْدَ بْنِ زُرَيْعٍ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ.

২০৪১. কুতায়বা ইব্ন সাইদ, আবুর রাবী যাহরানী ও ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আয়্যুব (র)...... উম্মে 'আতিয়্যা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর কন্যাদের একজনের (যয়নাব রা) ইন্তিকাল হল। ইব্ন উলায়্যার বর্ণনায় আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের নিকট আসলেন, তখন আমরা তাঁর মেয়েকে গোসল দিচ্ছিলাম। আর মালিকের হাদীসে রয়েছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের নিকট এলেন যখন তাঁর কন্যার ইন্তিকাল হয়। ইয়াযীদ ইব্ন যুরাই' (র)-এর হাদীসের অনুরূপ।

٢٠٤٢- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ بِنَحْوِهِ غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ ثَلاَثًا اَوْ خَمْسًا اَوْسَبْعًا اَوْاَكْثَرَ مِنْ ذَالِكَ اِنْ رَأَيْتُنَّ ذَالِكِ فَقَالَتْ حَفْصَةُ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ وَجَعَلْنَا رَأْسَهَا ثَلاَثَةَ قُرُوْنٍ.

২০৪২. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র)...... উম্মে 'আতিয়্যা (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি বলেন, তিনবার, পাঁচবার, সাতবার অথবা এর চেয়েও অধিক, যদি তোমরা প্রয়োজন মনে কর। হাফসা (রা) উম্মে আতিয়্যা (রা) হতে বর্ণনা করেন, আমরা তার মাথার চুল তিনভাগে বিন্যস্ত করেছিলাম।

٢٠٤٣- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اَيُّوْبَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ وَاَخْبَرَنَا اَيُّوْبُ قَالَ وَقَالَتْ حَفْصَةُ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتِ اغْسِلْنَهَا وِتْرًا ثَلاَثًا اَوْخَمْسًا اَوْسَبْعًا قَالَ وَقَالَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ مَشَطْنَاهَا ثَلاَثَةَ قُرُوْنٍ.

২০৪৩. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আয়্যুব (র)...... উম্মে 'আতিয়্যা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেছেন, তাকে গোসল করাও বেজোড় সংখ্যায়, তিনবার অথবা পাঁচবার অথবা সাতবার। রাবী বলেন, উম্মে 'আতিয়্যা (রা) বলেছেন, তার মাথার চুল তিনভাগে বিন্যস্ত করেছিলাম।

٢٠٤٤- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ وَعَمْرُوٌ النَّاقِدُ جَمِيْعًا عَنْ اَبِى مُعَاوِيَةَ قَالَ عَمْرُوٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَازِمٍ اَبُوْ مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمُ الْاَحْوَلُ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيْرِيْنَ عَنْ اُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ لَمَّا مَاتَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اغْسِلْنَهَا وِتْرًا ثَلَاثًا اَوْخَمْسًا وَاجْعَلْنَ فِى الْخَامِسَةِ كَافُوْرًا اَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُوْرٍ فَاِذَا غَسَلْتُنَّهَا فَاَعْلِمْنِى قَالَتْ فَاَعْلَمْنَاهُ فَاَعْطَانَا حِقْوَهُ وَقَالَ اَشْعِرْنَهَا اِيَّاهُ.

২০৪৪. আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা ও আমরুন নাকিদ (র)...... উম্মে 'আতিয়্যা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কন্যা যায়নাব (রা) ইন্তিকাল করলেন তখন তিনি আমাদের বললেন, তাকে বেজোড় সংখ্যায় গোসল দাও। তিনবার অথবা পাঁচবার এবং পঞ্চমবারে কর্পূর কিংবা কর্পূরের কিছু অংশ মিশিয়ে দাও। যখন তোমরা গোসল শেষ কর, তখন আমাকে অবহিত কর। উম্মে 'আতিয়্যা (রা) বলেন, আমরা তাঁকে অবহিত করলাম। তখন তিনি আমাদের তাঁর ইয়ারবন্দ দিয়ে বললেন, (কাফন হিসাবে) ভিতরে দিয়ে দাও।

٢٠٤٥- وَحَدَّثَنَا عَمْرُوٌ النَّاقِدُ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هٰرُوْنَ قَالَ اَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيْرِيْنَ عَنْ اُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ اَتَانَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَنَحْنُ نَغْسِلُ اِحْدٰى بَنَاتِهِ فَقَالَ اغْسِلْنَهَا وِتْرًا خَمْسًا اَوْاَكْثَرَ مِنْ ذَالِكَ بِنَحْوِ حَدِيْثِ اَيُّوْبَ وَعَاصِمٍ وَقَالَ فِى الْحَدِيْثِ قَالَتْ فَضَفَرْنَا شَعْرَهَا ثَلَاثَةَ اَثْلَاثٍ قَرْنَيْهَا وَنَاصِيَتَهَا.

২০৪৫. আমরুন নাকিদ (র)...... উম্মে 'আতিয়্যা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের নিকট এলেন তখন আমরা তাঁর কন্যাদের একজনকে গোসল দিচ্ছিলাম। তিনি বললেন, তাকে বেজোড় সংখ্যায় গোসল দাও, পাঁচবার অথবা এর চেয়েও অধিক। তারপর আয়্যূব ও আসিমের হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। রাবী হাদীসে এ কথাও বলেছেন যে, তিনি বলেছেন, আমরা তার কেশ তিনভাগে বিভক্ত করেছিলাম। দু'পাশে ও মাঝখানে।

٢٠٤٦- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى قَالَ اَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ خَالِدٍ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيْرِيْنَ عَنْ اُمِّ عَطِيَّةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ حَيْثُ اَمَرَهَا اَنْ تَغْسِلَ ابْنَتَهُ قَالَ لَهَا ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوْءِ مِنْهَا.

২০৪৬. ইয়াহ্‌য়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌য়া (র)...... উম্মে 'আতিয়্যা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে যখন নির্দেশ দিয়েছিলেন, তখন তাকে বলেছিলেন, তার ডানদিক থেকে গোসল আরম্ভ কর। আর তার উযূর অঙ্গগুলো প্রথম ধুয়ে দাও।

٢٠٤٧- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اَيُّوْبَ وَاَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ وَعَمْرُوٌ النَّاقِدُ كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ عُلَيَّةَ عَنْ خَالِدٍ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ اُمِّ عَطِيَّةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَهُنَّ فِى غَسْلِ ابْنَتِهِ ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوْءِ مِنْهَا.

২০৪৭. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আয়্যুব, আবূ বাকর আবূ শায়বা ও আমরুন নাকিদ (র)..... উম্মে 'আতিয়্যা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর মেয়েকে গোসল দেয়ার ব্যাপারে তাদেরকে বলেছিলেন যে, তোমরা তার ডান দিক থেকে এবং উযূর অঙ্গগুলো থেকে আরম্ভ কর।

١١- بَابٌ فِيْ كَفَنِ الْمَيِّتِ

১১. পরিচ্ছেদ : মৃত ব্যক্তির কাফন প্রসঙ্গ

٢٠٤٨- وَحَدَّثَنَا يَحْيَي بْنُ يَحْيَي التَّمِيْمِيُّ وَاَبُوْبَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَاَبُوْ كُرَيْبٍ وَاللَّفْظُ لِيَحْيٰى قَالَ يَحْيٰى اَخْبَرَنَا وَقَالَ الْاٰخَرُوْنَ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ شَقِيْقٍ عَنْ خَبَّابِ بْنِ الْاَرَتِّ قَالَ هَاجَرْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ نَبْتَغِيْ وَجْهَ اللّٰهِ فَوَجَبَ اَجْرُنَا عَلَى اللّٰهِ فَمِنَّا مَنْ مَضٰى لَمْ يَأْكُلْ مِنْ اَجْرِه شَيْئًا مِنْهُمْ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ قُتِلَ يَوْمَ اُحُدٍ فَلَمْ يُوْجَدْ لَهُ شَيْئٌ يُكَفَّنُ فِيْهِ اِلَّا نَمِرَةٌ فَكُنَّا اِذَا وَضَعْنَاهَا عَلٰى رَأْسِهٖ خَرَجَتْ رِجْلَاهُ وَاِذَا وَضَعْنَاهَا عَلٰى رِجْلَيْهِ خَرَجَ رَأْسُهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ضَعُوْهَا مِمَّا يَلِىْ رَأْسَه وَاجْعَلُوْا عَلٰى رِجْلَيْهِ الْاِذْخِرَ وَمِنَّا مَنْ اَيْنَعَتْ لَهُ ثَمَرَتُهٗ فَهُوَ يَهْدُبُهَا.

২০৪৮. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া তামিমী, আবূ বাক্র ইব্ন আবূ শায়বা, মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন নুমায়র ও আবূ কুরায়ব (র)...... খাব্বার ইব্নুল আরাত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে আল্লাহর রাস্তায় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে হিজরত করেছিলাম। আমাদের প্রতিদান আল্লাহর নিকট প্রাপ্য রয়েছে। আমাদের মধ্যে অনেকে বিদায় নিয়েছেন, তাঁদের প্রতিদানের কিছুই তাঁরা (দুনিয়াতে) ভোগ করেন নি। এদেরই একজন হলেন, মুস'আব ইব্ন 'উমায়র (রা)। তিনি উহুদ যুদ্ধে শহীদ হন। তাঁকে কাফন দেয়ার জন্য একটি ছোট চাদর ব্যতীত কিছু পাওয়া যায় নি। যখন আমরা চাদরদ্বারা তাঁর মাথা আবৃত করতাম, তখন তাঁর পা দু'টি বেরিয়ে পড়ত। আর যখন তা তাঁর পায়ের উপর রাখতাম, তখন তাঁর মাথা বেরিয়ে পড়ত। এতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তোমরা চাদরখানি মাথার দিক দিয়ে রাখ এবং দু'পায়ের ওপর ইযখির ঘাস দিয়ে দাও। আর আমাদের মধ্যে এমনও অনেকে রয়েছেন যাদের ফল পেকেছে এবং তিনি তা ভোগ করছেন।

٢٠٤٩- وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ ح وَحَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَخْبَرَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ ح وَحَدَّثَنَا مِنْجَابُ بْنُ الْحَارِثِ التَّمِيْمِىُّ اَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ مُسْهِرٍ ح وَحَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَابْنُ اَبِىْ عُمَرَ جَمِيْعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ نَحْوَهٗ.

২০৪৯. উসমান ইব্ন আবূ শায়বা, ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম, মিনজাব ইব্ন হারিস তামিমী ও ইব্ন আবূ উমর (র)...... আ'মাশ (র) থেকে উক্ত সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٢٠٥٠- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى وَاَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَاَبُوْ كُرَيْبٍ وَاللَّفْظُ لِيَحْيٰى قَالَ يَحْيٰى اَخْبَرَنَا وَقَالَ الْاٰخَرَانِ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُفِّنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ ثَلَاثَةِ اَثْوَابٍ بِيْضٍ سَحُوْلِيَّةٍ مِنْ كُرْسُفٍ لَيْسَ فِيْهَا قَمِيْصٌ وَلَاعِمَامَةٌ اَمَّا الْحُلَّةُ فَاِنَّمَا شُبِّهَ عَلَى النَّاسِ فِيْهَا اَنَّهَا اَشْتُرِيَتْ لَهُ لِيُكَفَّنَ فِيْهَا فَتُرِكَتِ الْحُلَّةُ وَكُفِّنَ فِىْ ثَلَاثَةِ اَثْوَابٍ بِيْضٍ سَحُوْلِيَّةٍ فَاَخَذَهَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِىْ بَكْرٍ فَقَالَ لَاَحْبِسَنَّهَا حَتّٰى اُكَفِّنَ فِيْهَا نَفْسِىْ ثُمَّ قَالَ لَوْ رَضِيَهَا اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ لِنَبِيِّهِ لَكَفَّنَهُ فِيْهَا فَبَاعَهَا وَتَصَدَّقَ بِثَمَنِهَا.

২০৫০. ইয়াহ্য়া ইব্ন ইয়াহ্য়া, আবূ বাকর ইব্ন আবূ শায়বা ও আবূ কুরায়ব (র)...... 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে তিনটি সাদা সাহুলী সূতি কাপড় দিয়ে কাফন দেয়া হয়েছিল। কাপড়গুলোর মধ্যে কামিস ও পাগড়ি ছিল না। আর হুল্লা (দু'টি চাদর) যা তাঁর কাফনের জন্য ক্রয় করা হয়েছিল এবং পরে তা বাদ দেয়া হয়—এ সম্পর্কে লোকেরা বিভ্রান্তিতে পড়ে। আর তাঁকে কাফন দেয়া হয়েছিল সাদা সাহুলী তিন কাপড়ে। আবদুল্লাহ ইব্ন আবূ বকর (রা) সেটি নিয়ে গেলেন এবং বললেন, আমি এ পোশাককে সংরক্ষণ করে রাখব আমার কাফন দেয়ার জন্য। তারপর বললেন, যদি আল্লাহ পাক তাঁর নবীর জন্য এ কাপড় পসন্দ করতেন তবে অবশ্যই এদ্বারা তাঁর কাফন দেয়া হত। তাই তিনি তা বিক্রি করে এর মূল্য সাদকা করে দিলেন।

٢٠٥١- وَحَدَّثَنِىْ عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِىُّ قَالَ اَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ مُسْهِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اُدْرِجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ حُلَّةٍ يَمَنِيَّةٍ كَانَتْ لِعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ بَكْرٍ ثُمَّ نُزِعَتْ عَنْهُ وَكُفِّنَ فِىْ ثَلَاثَةِ اَثْوَابٍ سُحُوْلٍ يَمَانِيَةٍ لَيْسَ فِيْهَا عِمَامَةٌ وَلَا قَمِيْصٌ فَرَفَعَ عَبْدُ اللّٰهِ الْحُلَّةَ فَقَالَ اُكَفَّنُ فِيْهَا ثُمَّ قَالَ لَمْ يُكَفَّنْ فِيْهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاُكَفَّنُ فِيْهَا فَتَصَدَّقَ بِهَا.

২০৫১. আলী ইব্ন হুজ্‌র আস-সা'দী (র)...... 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর শরীর মুবারক প্রথমে ইয়ামনী কাপড়ে আবৃত করা হলো—যে কাপড় আবদুল্লাহ ইব্ন আবূ বকর (রা)-এর ছিল। এরপর তা খুলে ফেলা হলো এবং ইয়ামন দেশের সাহুল নামক স্থানে তৈরি তিনটি কাপড় দেয়া হলো। ঐগুলোর মধ্যে কামিস ও পাগড়ি ছিল না। আবদুল্লাহ (রা) তাঁর পোশাক উঠিয়ে রাখলেন এবং বললেন, এ দ্বারা আমার কাফন দেয়া হবে। এরপর বললেন, যে কাপড়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাফন হয়নি, আমাকে সে কাপড়ে কাফন দেয়া হবে? তাই তিনি তা সাদকা করে দিলেন।

٢٠٥٢- وَحَدَّثَنَاهُ اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ وَابْنُ عُيَيْنَةَ وَابْنُ اِدْرِيْسَ وَعَبْدَةُ وَوَكِيْعٌ ح وَحَدَّثَنَاهُ يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامٍ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ وَلَيْسَ فِىْ حَدِيْثِهِمْ قِصَّةُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ بَكْرٍ.

২০৫২. আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা ও ইয়াহ্‌য়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌য়া (র)..... হিশাম (র) থেকে উক্ত সনদে বর্ণিত। তাঁদের হাদীসে আবদুল্লাহ ইব্‌ন আবূ বাকর (রা)-এর ঘটনা বর্ণিত নেই।

٢٠٥٣- وَحَدَّثَنِي ابْنُ اَبِيْ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ عَنْ يَزِيْدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ اَنَّهُ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ فَقُلْتُ لَهَا فِيْ كَمْ كُفِّنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَتْ فِيْ ثَلاَثَةِ اَثْوَابٍ سَحُوْلِيَّةٍ.

২০৫৩. ইব্‌ন আবূ উমর (র)...... আবূ সালামা (রা) বলেন, আমি নবী ﷺ-এর সহধর্মিণী আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে কয়টি কাপড়দ্বারা কাফন দেয়া হয়েছে? উত্তরে তিনি বললেন, তিনটি সাহুলী কাপড়দ্বারা।

١٢- بَابُ تَسْجِيَةِ الْمَيِّتِ

১২. পরিচ্ছেদ : মৃতের সমস্ত শরীর আবৃত করা

٢٠٥٤- وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَحَسَنُ الْحُلْوَانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ عَبْدٌ اَخْبَرَنِيْ وَقَالَ الْاٰخَرَانِ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ وَهُوَ ابْنُ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِيْ عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ اَنَّ اَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَخْبَرَهُ اَنَّ عَائِشَةَ اُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ قَالَتْ سُجِّيَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَ مَاتَ بِثَوْبٍ حِبَرَةٍ.

২০৫৪. যুহায়র ইব্‌ন হারব, হাসান হুলওয়ানী ও আবদ ইব্‌ন হুমায়দ (র)...... উম্মুল মু'মিনীন 'আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে ইন্তিকালের পর ইয়ামনী চাদর দ্বারা আবৃত করা হয়।

٢٠٥٥- وَحَدَّثَنَاهُ اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالاَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِيُّ قَالَ اَخْبَرَنَا اَبُوْ الْيَمَانِ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ سَوَاءً.

২০৫৫. ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম, 'আব্‌দ ইব্‌ন হুমায়দ ও 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'আবদুর রহমান দারিমী (র)...... যুহরী (র) থেকে এ সনদে একই রকম বর্ণনা রয়েছে।

١٣- بَابٌ فِيْ تَحْسِيْنِ كَفَنِ الْمَيِّتِ

১৩. পরিচ্ছেদ : মৃতকে ভাল কাপড়ে কাফন দেওয়া

٢٠٥٦- حَدَّثَنَا هٰرُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ وَحَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ قَالاَ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِيْ اَبُوْ الزُّبَيْرِ اَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يُحَدِّثُ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَطَبَ يَوْمًا فَذَكَرَ

رَجُلاً مِنْ اَصْحَابِهٖ قُبِضَ فَكُفِّنَ فِىْ كَفَنٍ غَيْرِ طَائِلٍ وَقُبِرَ لَيْلاً فَزَجَرَ النَّبِىُّ ﷺ اَنْ يُقْبَرَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ حَتّٰى يُصَلِّىَ عَلَيْهِ اِلاَّ اَنْ يُضْطَرَّ اِنْسَانٌ اِلٰى ذَالِكَ وَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِذَا كَفَّنَ اَحَدُكُمْ اَخَاهُ فَلْيُحَسِّنْ كَفَنَهٗ.

২০৫৬. হারূন ইব্ন 'আবদুল্লাহ ও হাজ্জাজ ইব্ন শাঈর (র)...... জাবির ইব্ন 'আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ একদিন খুতবা প্রদান করলেন এবং তাঁর সাহাবীদের মধ্যে একজনের কথা বললেন। তিনি মারা গেলেন এবং অসম্পূর্ণ কাফন দিয়ে রাতে তাকে দাফন করা হল। নবী ﷺ রাতে মৃত ব্যক্তিকে দাফন করতে কঠোরভাবে নিষেধ করে দিলেন, যাতে তিনি তার জানায় পড়তে পারেন। তবে যদি একান্ত বাধ্য হয়। নবী ﷺ আরো বলেছেন, তোমরা তোমাদের মৃত ভাইকে উত্তম কাপড় দ্বারা কাফন দিও।

١٤- بَابٌ فِى الْاِسْرَاعِ بِالْجَنَازَةِ

১৪. পরিচ্ছেদ : জানাযা দ্রুত সম্পন্ন করা প্রসঙ্গ

٢٠٥٧- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ جَمِيْعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اَسْرِعُوْا بِالْجَنَازَةِ فَاِنْ تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ (لَعَلَّهٗ قَالَ) تُقَدِّمُوْنَهَا عَلَيْهِ وَاِنْ تَكُنْ غَيْرَ ذَالِكَ فَشَرٌّ تَضَعُوْنَهٗ عَنْ رِقَابِكُمْ.

২০৫৭. আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা ও যুহায়র ইব্ন হারব (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মৃতকে তাড়াতাড়ি দাফন করে দাও। যদি সে ব্যক্তি সৎকর্মশীল হয়, তবে তাকে কল্যাণের দিকে অগ্রসর করে দিলে। আর যদি অন্য কিছু হয়, তবে মন্দকে তোমাদের কাঁধ হতে সরিয়ে দিলে।

٢٠٥٨- وَحَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ جَمِيْعًا عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ح وَحَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ حَبِيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اَبِىْ حَفْصَةَ كِلاَهُمَا عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ غَيْرَ اَنَّ فِىْ حَدِيْثِ مَعْمَرٍ قَالَ لاَ اَعْلَمُهٗ اِلاَّ رَفَعَ الْحَدِيْثَ.

২০৫৮. মুহাম্মদ ইব্ন রাফি, আবদ ইব্ন হুমায়দ ও ইয়াহ্ইয়া ইব্ন হাবীব (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। (তবে সনদে রাবী) মা'মার (র)-এর বর্ণনায় আছে, আমার জানামতে তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাথে সম্পর্কিত করে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

٢٠٥٩- وَحَدَّثَنِىْ اَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيٰى وَهٰرُوْنُ بْنُ سَعِيْدٍ الْاَيْلِىُّ قَالَ هٰرُوْنُ حَدَّثَنَا وَقَالَ الْاٰخَرَانِ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ بْنُ يَزِيْدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ اُمَامَةَ بْنُ

سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اَسْرِعُوا بِالْجَنَازَةِ فَاِنْ كَانَتْ صَالِحَةً قَرَّبْتُمُوْهَا اِلَى الْخَيْرِ وَاِنْ كَانَتْ غَيْرَ ذَالِكَ كَانَ شَرًّا تَضَعُوْنَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ.

২০৫৯. আবূ তাহির, হারমালা ইব্ন ইয়াহ্য়া ও হারূন ইব্ন সাঈদ আল-আয়লী (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তোমরা মৃত ব্যক্তিকে তাড়াতাড়ি দাফন করবে। যদি সে সৎকর্মশীল হয়, তবে তাকে তোমরা কল্যাণের নিকটবর্তী করে দিলে। আর যদি অন্য কিছু হয়, তবে মন্দকে তোমাদের কাঁধ থেকে সরিয়ে দিলে।

١٥- بَابُ فَضْلِ الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَازَةِ وَاتِّبَاعِهَا

১৫. পরিচ্ছেদ : জানাযার সালাত আদায় ও তার অনুগামী হওয়ার ফযীলত

٢٠٦٠- وَحَدَّثَنِىْ اَبُوْ الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيٰى وَهٰرُوْنُ بْنُ سَعِيْدٍ الْاَيْلِىُّ وَاللَّفْظُ لِهٰرُوْنَ وَحَرْمَلَةَ قَالَ هٰرُوْنُ حَدَّثَنَا وَقَالَ الْاٰخَرَانِ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ هُرْمُزَ الْاَعْرَجُ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ شَهِدَ الْجَنَازَةَ حَتّٰى يُصَلّٰى عَلَيْهَا فَلَهُ قِيْرَاطٌ وَمَنْ شَهِدَهَا حَتّٰى تُدْفَنَ فَلَهُ قِيْرَاطَانِ قِيْلَ وَمَا الْقِيْرَاطَانِ قَالَ مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيْمَيْنِ انْتَهٰى حَدِيْثُ اَبِى الطَّاهِرِ وَزَادَ الْاٰخَرَانِ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ قَالَ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُصَلِّىْ عَلَيْهَا ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَلَمَّا بَلَغَهُ حَدِيْثُ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ لَقَدْ ضَيَّعْنَا قَرَارِيْطَ كَثِيْرَةً.

২০৬০. আবূ তাহির, হারমালা ইব্ন ইয়াহ্য়া ও হারূন ইব্ন সাঈদ আল-আয়লী (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি জানাযার সালাত আদায় করা পর্যন্ত হাযির থাকল, সে এক কীরাত (পরিমাণ) সাওয়াব পাবে। আর যে ব্যক্তি দাফন করা পর্যন্ত হাযির থাকলো, সে দু' কীরাত পরিমাণ সাওয়াব পাবে। বলা হলো, দু' কীরাত কি? তিনি বললেন, দু'টি বিরাট পাহাড়ের মতো। অন্য রাবী বলেন, ইব্ন উমর (রা) জানাযার সালাত আদায় করে চলে যেতেন। যখন আবূ হুরায়রা (রা)-এর হাদীসটি ইব্ন উমরের কাছে পৌঁছলো, তখন তিনি বললেন, বহু কীরাত আমি নষ্ট করে দিয়েছি।

٢٠٦١- حَدَّثَنَاهُ اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْاَعْلٰى ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ كِلَاهُمَا عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اِلَى الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيْمَيْنِ وَلَمْ يَذْكُرْ مَا بَعْدَهُ وَفِىْ حَدِيْثِ عَبْدِ الْاَعْلٰى حَتّٰى يُفْرَغَ مِنْهَا وَفِىْ حَدِيْثِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ حَتّٰى تُوْضَعَ فِى اللَّحْدِ.

২০৬১. আবূ বাক্র ইব্ন আবূ শায়বা, ইব্ন রাফি' ও 'আবদ ইব্ন হুমায়দ (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে এবং তিনি নবী ﷺ থেকে (কীরাত অর্থ) দু'টি বৃহৎ পাহাড় পর্যন্ত বর্ণিত আছে। তিনি এর পরবর্তী অংশ বর্ণনা

করেন নি। আর আবদুল আ'লা-এর বর্ণনায় শেষ না হওয়া পর্যন্ত এবং রাজ্জাকের বর্ণনায় 'কবরে না রাখা পর্যন্ত' বর্ণিত রয়েছে।

٢٠٦٢- حَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ قَالَ حَدَّثَنِي اَبِي عَنْ جَدِّيْ قَالَ حَدَّثَنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ اَنَّهُ قَالَ حَدَّثَنِي رِجَالٌ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيْثِ مَعْمَرٍ وَقَالَ وَمَنِ اتَّبَعَهَا حَتَّى تُدْفَنَ.

২০৬২. 'আবদুল মালিক ইব্‌ন শু'আয়ব ইব্‌ন লায়স (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে মা'মারের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত আছে। তবে এভাবে বলেছেন, যে শবদেহের অনুসরণ করে দাফন করা পর্যন্ত।

٢٠٦٣- وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا بَهْزٌ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنِي سُهَيْلٌ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ وَلَمْ يَتْبَعْهَا فَلَهُ قِيْرَاطٌ فَاِنْ تَبِعَهَا فَلَهُ قِيْرَاطَانِ قِيْلَ وَمَا الْقِيْرَاطَانِ قَالَ اَصْغَرُهُمَا مِثْلُ اُحُدٍ.

২০৬৩. মুহাম্মদ ইব্‌ন হাতিম (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি জানাযার সালাত আদায় করল কিন্তু দাফন পর্যন্ত সাথে থাকল না, তার জন্য এক কীরাত পরিমাণ সাওয়াব। আর যে ব্যক্তি মৃতের সাথে দাফন করা পর্যন্ত থাকল, তার জন্য দু' কীরাত পরিমাণ সাওয়াব রয়েছে। জিজ্ঞেস করা হলো, দু'কীরাত কি? তিনি বললেন, ছোট কিরাত উহুদ পাহাড়ের সমপরিমাণ।

٢٠٦٤- وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ كَيْسَانَ قَالَ حَدَّثَنِي اَبُوْ حَازِمٍ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ فَلَهُ قِيْرَاطٌ وَمَنِ اتَّبَعَهَا حَتَّى تُوْضَعَ فِي الْقَبْرِ فَلَهُ قِيْرَاطَانِ قَالَ قُلْتُ يَا اَبَا هُرَيْرَةَ وَمَا الْقِيْرَاطُ قَالَ مِثْلُ اُحُدٍ.

২০৬৪. মুহাম্মদ ইব্‌ন হাতিম (র)....... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি জানাযার সালাত আদায় করল, তার জন্য এক কীরাত পরিমাণ সাওয়াব আর যে ব্যক্তি মৃতের সাথে থাকলো—তাকে কবরে রাখা পর্যন্ত, তবে তার জন্য দু'কীরাত পরিমাণ সাওয়ার রয়েছে। রাবী বলেন, আমি প্রশ্ন করলাম, হে আবূ হুরায়রা! কীরাত কি? তিনি বললেন, উহুদ পাহাড়ের সমপরিমাণ।

٢٠٦٥- حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوْخَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ يَعْنِي ابْنَ حَازِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا نَافِعٌ قَالَ قِيْلَ لِاِبْنِ عُمَرَ اِنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ تَبِعَ جَنَازَةً فَلَهُ قِيْرَاطٌ مِنَ الْاَجْرِ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ اَكْثَرَ عَلَيْنَا اَبُوْ هُرَيْرَةَ فَبَعَثَ اِلَى عَائِشَةَ فَسَاَلَهَا فَصَدَّقَتْ اَبَا هُرَيْرَةَ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ لَقَدْ فَرَّطْنَا فِي قَرَارِيْطَ كَثِيْرَةٍ.

২০৬৫. শায়বান ইব্‌ন ফাররুখ (রা)...... আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি জানাযায় উপস্থিত থাকবে, তার জন্য এক কীরাত সাওয়াব। ইব্‌ন উমর (রা) এ কথা শুনে বললেন, আবূ

হুরায়রা (রা) আমাদের কাছে অতিরঞ্জিত করছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি আয়েশা (রা)-এর কাছে লোক পাঠালেন। সে তাঁকে জিজ্ঞেস করলে তিনি আবূ হুরায়রার কথার সত্যতা স্বীকার করলেন। তখন ইব্ন উমর (রা) বললেন, আমরা তো অনেক কীরাত নষ্ট করে দিয়েছি।

٢٠٦٦- وحَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰه بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰه بْنُ يَزِيْدَ قَالَ حَدَّثَنِىْ حَيْوَةُ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ صَخْرٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ عَبْدِ اللّٰه بْنِ قُسَيْطٍ اَنَّه حَدَّثَهُ اَنَّ دَاوِدَ بْنَ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ اَبِىْ وَقَّاصٍ حَدَّثَهُ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّه كَانَ قَاعِدًا عِنْدَ عَبْدِ اللّٰه بْنِ عُمَرَ اِذْ طَلَعَ خَبَّابٌ صَاحِبُ الْمَقْصُوْرَةِ فَقَالَ يَاعَبْدَ اللّٰه بْنَ عُمَرَ الاَتَسْمَعُ مَا يَقُوْلُ اَبُوْ هُرَيْرَةَ اَنَّه سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰه ﷺ يَقُوْلُ مَنْ خَرَجَ مَعَ جَنَازَةٍ مِنْ بَيْتِهَا وَصَلّٰى عَلَيْهَا ثُمَّ تَبِعَهَا حَتّٰى تُدْفَنَ كَانَ لَهُ قِيْرَاطَانِ مِنْ اَجْرٍ كُلُّ قِيْرَاطٍ مِثْلُ اُحُدٍ وَمَنْ صَلّٰى عَلَيْهَا ثُمَّ رَجَعَ كَانَ لَهُ مِنَ الْاَجْرِ مِثْلُ اُحُدٍ فَاَرْسَلَ ابْنُ عُمَرَ خَبَّابًا اِلٰى عَائِشَةَ يَسْاَلُهَا عَنْ قَوْلِ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ثُمَّ يَرْجِعُ اِلَيْهِ فَيُخْبِرُهُ مَا قَالَتْ وَاَخَذَ ابْنُ عُمَرَ قَبْضَةً مِنْ حَصْبَاءِ الْمَسْجِدِ يُقَلِّبُهَا فِىْ يَدِهِ حَتّٰى رَجَعَ اِلَيْهِ الرَّسُوْلُ فَقَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ صَدَقَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ فَضَرَبَ ابْنُ عُمَرَ بِالْحَصَى الَّذِىْ كَانَ فِىْ يَدِهِ الْاَرْضَ ثُمَّ قَالَ لَقَدْ فَرَّطْنَا فِىْ قَرَارِيْطَ كَثِيْرَةٍ.

২০৬৬. মুহাম্মদ ইব্ন ‘আবদুল্লাহ ইব্ন নুমায়র (রা)...... আমির ইব্ন সা'দ ইব্ন আবূ ওয়াক্কাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (র)-এর নিকট বসা ছিলেন। হঠাৎ গৃহকর্তা খাব্বাব (রা) আগমন করলেন এবং বললেন, হে আবদুল্লাহ ইব্ন উমর! তুমি শোননি, আবূ হুরায়রা (রা) কী বলেছেন? তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন, যে ব্যক্তি তার ঘর হতে জানাযার সাথে বের হলো, জানাযার সালাত আদায় করলো, অতঃপর দাফন করা পর্যন্ত সাথে থাকল, সে দু'কীরাত সাওয়াব পাবে। প্রত্যেক কীরাত উহুদ পাহাড়ের সমান হবে। আর যে ব্যক্তি জানাযার সালাত শেষে চলে আসলো, সে উহুদ পাহাড় সমপরিমাণ (এক কীরাত) সাওয়াব পাবে। তখন ইব্ন উমর (রা) খাব্বাবকে আয়েশা (রা)-এর নিকট পাঠালেন। আবূ হুরায়রা (রা)-এর বর্ণনা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে তিনি যা বলেন, পুনরায় ফিরে এসে তাঁকে তিনি কি বললেন তা অবহিত করতে। অতঃপর ইব্ন উমর (রা) মসজিদ হতে একমুষ্ঠি কংকর হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগলেন। ইতিমধ্যে তাঁর কাছে দূত ফিরে এসে বললেন, আয়েশা (রা) বলেছেন, আবূ হুরায়রা (রা) সত্য বলেছেন। ইব্ন উমর (রা) তার হাতের কংকরগুলো মাটিতে নিক্ষেপ করে বললেন, আমরা অনেক কীরাত নষ্ট করে দিয়েছি।

٢٠٦٧- وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى يَعْنِى ابْنَ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنِىْ قَتَادَةُ عَنْ سَالِمِ بْنِ اَبِى الْجَعْدِ عَنْ مَعْدَانَ بْنِ اَبِىْ طَلْحَةَ الْيَعْمُرِىِّ عَنْ ثَوْبَانَ مَوْلٰى رَسُوْلِ اللّٰه ﷺ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰه ﷺ قَالَ مَنْ صَلّٰى عَلٰى جَنَازَةٍ فَلَهُ قِيْرَاطٌ فَاِنْ شَهِدَ دَفْنَهَا فَلَهُ قِيْرَاطَانِ الْقِيْرَاطُ مِثْلُ اُحُدٍ.

২০৬৭. মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র)...... রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আযাদকৃত গোলাম সাওবান (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি জানাযার সালাত আদায় করল, তার জন্য এক কীরাত সাওয়াব হবে। আর যদি দাফনকার্যে উপস্থিত থাকে, তবে দু'কীরাত সাওয়াব পাবে। প্রত্যেক কীরাত উহুদ পাহাড়ের সমান।

٢٠٦٨- وحَدَّثَنِيْ ابْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبِيْ قَالَ وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ عَدِيٍّ عَنْ سَعِيْدٍ ح وَحَدَّثَنِيْ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا اَبَانُ كُلُّهُمْ عَنْ قَتَادَةَ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ مِثْلَهُ وَفِيْ حَدِيْثِ سَعِيْدٍ وَهِشَامٍ سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الْقِيْرَاطِ فَقَالَ مِثْلُ اُحُدٍ.

২০৬৮. ইব্‌ন বাশ্‌শার, ইবনুল মুসান্না ও যুহায়র ইব্‌ন হারব (র)...... সবাই কাতাদা (র) হতে এই সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। আর সাঈদ ও হিশামের বর্ণনায় রয়েছে, নবী ﷺ-কে কীরাত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন, তা হল উহুদ পাহাড়ের মত।

٢٠٦٩- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عِيْسٰى قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ اَخْبَرَنَا سَلَّامُ بْنُ اَبِيْ مُطِيْعٍ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ اَبِيْ قِلَابَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَزِيْدَ رَضِيْعِ عَائِشَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَا مِنْ مَيِّتٍ يُصَلِّى عَلَيْهِ اُمَّةٌ مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ يَبْلُغُوْنَ مِائَةً كُلُّهُمْ يَشْفَعُوْنَ لَهُ الاَّ شُفِّعُوْا فِيْهِ قَالَ فَحَدَّثْتُ بِهِ شُعَيْبَ بْنَ الْحَبْحَابِ فَقَالَ حَدَّثَنِيْ بِهِ اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

২০৬৯. হাসান ইব্‌ন 'ঈসা (র)...... আয়েশা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। কোন মৃত ব্যক্তি যার উপর মুসলমানের এক দল জানাযার সালাত আদায় করবে, যাদের সংখ্যা একশ'তে পৌছে এবং তাদের প্রত্যেকে তার জন্য সুপারিশ করে, তাদের সুপারিশ গ্রহণীয় হবে। আবদুল্লাহ (রা) বলেন, আমি এ হাদীস শু'আয়ব ইব্‌ন হাবহাবকে জানালাম। তিনি বললেন, আনাস ইব্‌ন মালিক (রা)-ও আমার নিকট রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে এই হাদীস শুনেছেন বলে বর্ণনা করেছেন।

٢٠٧٠- حَدَّثَنَا هٰرُوْنُ بْنُ مَعْرُوْفٍ وَهٰرُوْنُ بْنُ سَعِيْدٍ الْاَيْلِيُّ وَالْوَلِيْدُ بْنُ شُجَاعٍ السَّكُوْنِيُّ قَالَ الْوَلِيْدُ وَحَدَّثَنِيْ وَقَالَ الْاٰخَرَانِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ اَبُوْصَخْرٍ عَنْ شَرِيْكِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ نَمِرٍ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ اَنَّهُ مَاتَ ابْنٌ لَهُ بِقُدَيْدٍ اَوْ بِعُسْفَانَ فَقَالَ يَاكُرَيْبُ انْظُرْمَا اجْتَمَعَ لَهُ مِنَ النَّاسِ قَالَ فَخَرَجْتُ فَاِذَا نَاسٌ قَدِ اجْتَمَعُوْا لَهُ فَاَخْبَرْتُهُ فَقَالَ تَقُوْلُ هُمْ اَرْبَعُوْنَ قَالَ نَعَمْ قَالَ اَخْرِجُوْهُ فَاِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَمُوْتُ فَيَقُوْمُ عَلٰى جَنَازَتِهِ اَرْبَعُوْنَ رَجُلاً لاَ يُشْرِكُوْنَ بِاللّٰهِ شَيْئًا الاَّ شَفَّعَهُمُ اللّٰهُ فِيْهِ وَفِيْ رِوَايَةِ ابْنِ مَعْرُوْفٍ عَنْ شَرِيْكِ بْنِ اَبِيْ نَمِرٍ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.

২০৭০. হারূন ইব্‌ন মারূফ, হারূন ইব্‌ন সাঈদ আল-আয়লী ও ওয়ালীদ ইব্‌ন শুজা'আ সাকূনী (র)....... আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, তার এক ছেলে কুদায়দ অথবা উস্‌ফান নামক স্থানে ইন্তিকাল করলেন। তখন তিনি বললেন, হে কুরায়ব! দেখো তো, তার জানাযার জন্য কি পরিমাণ মানুষ সমবেত হয়েছে। আমি বেরিয়ে দেখলাম, কিছু লোক সমবেত হয়েছে। আমি তাঁকে এ খবর দিলাম। তিনি বললেন, তাদের সংখ্যা কি চল্লিশ হবে? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, শবদেহ বের কর। কেননা আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, যখন কোন মুসলমানের ইন্তিকাল হয় এবং তার জানাযায় এমন চল্লিশজন লোক অংশ নেয় যারা আল্লাহ পাকের সাথে কোন কিছুকে শরীক করে না, তখন তার ব্যাপারে তাদের সুপারিশ গ্রহণযোগ্য হয়।

٢٠٧١- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اَيُّوْبَ وَاَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِىُّ كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ وَاللَّفْظُ لِيَحْيٰى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ صُهَيْبٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ مُرَّ بِجَنَازَةٍ فَاُثْنِىَ عَلَيْهَا خَيْرًا فَقَالَ نَبِىُّ اللّٰهِ ﷺ وَجَبَتْ وَجَبَتْ وَجَبَتْ وَمُرَّ بِجَنَازَةٍ فَاُثْنِىَ عَلَيْهَا شَرًّا فَقَالَ نَبِىُّ اللّٰهِ ﷺ وَجَبَتْ وَجَبَتْ وَجَبَتْ قَالَ عُمَرُ فِدًى لَكَ اَبِىْ وَاُمِّىْ مُرَّ بِجَنَازَةٍ فَاُثْنِىَ عَلَيْهَا خَيْرًا فَقُلْتَ وَجَبَتْ وَجَبَتْ وَجَبَتْ وَمُرَّ بِجَنَازَةٍ فَاُثْنِىَ عَلَيْهَا شَرًّا فَقُلْتَ وَجَبَتْ وَجَبَتْ وَجَبَتْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ خَيْرًا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ وَمَنْ اَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ شَرًّا وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ اَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللّٰهِ فِى الْاَرْضِ اَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللّٰهِ فِى الْاَرْضِ اَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللّٰهِ فِى الْاَرْضِ.

২০৭১. ইয়াহ্‌য়া ইব্‌ন আয়্যূব, আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা, যুহায়র ইব্‌ন হারব ও আলী ইব্‌ন হুজর (র)......আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তির (মৃত্যুর পর তার) জানাযা নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল এবং তার সম্পর্কে প্রশংসা করা হচ্ছিল। তখন নবী ﷺ বললেন, ওয়াজিব হয়েছে, ওয়াজিব হয়েছে, ওয়াজিব হয়েছে। (আরেকবার) অন্য একটি জানাযা নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল এবং তার সম্পর্কে খারাপ মন্তব্য করা হচ্ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, ওয়াজিব হয়েছে, ওয়াজিব হয়েছে, ওয়াজিব হয়েছে। তখন উমর (রা) বললেন, আমার পিতামাতা আপনার জন্য উৎসর্গ হোক। একটি জানাযা নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, তার সম্পর্কে প্রশংসাসূচক মন্তব্য করা হচ্ছিল; তখন আপনি বললেন, ওয়াজিব হয়েছে, ওয়াজিব হয়েছে, ওয়াজিব হয়েছে। এরপর আর একটি জানাযা সামনে দিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল যার সম্পর্কে খারাপ মন্তব্য হচ্ছিল; তখন বললেন, ওয়াজিব হয়েছে, ওয়াজিব হয়েছে, ওয়াজিব হয়েছে? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, যার সম্পর্কে তোমরা ভাল মন্তব্য করেছ, তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়েছে। আর যার সম্পর্কে তোমরা খারাপ মন্তব্য করেছ, তার জন্য জাহান্নাম ওয়াজিব হয়েছে। তোমরা পৃথিবীতে আল্লাহ পাকের সাক্ষী, তোমরা পৃথিবীতে আল্লাহ পাকের সাক্ষী, তোমরা পৃথিবীতে আল্লাহ পাকের সাক্ষী।

٢٠٧٢- وَحَدَّثَنِىْ اَبُو الرَّبِيْعِ الزَّهْرَانِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِىْ ابْنَ زَيْدٍ ح وَحَدَّثَنِىْ يَحْيَى ابْنُ يَحْيٰى قَالَ اَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ كِلَاهُمَا عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ مُرَّ عَلَى النَّبِىِّ ﷺ بِجَنَازَةٍ فَذَكَرَ بِمَعْنٰى حَدِيْثِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ عَنْ اَنَسٍ غَيْرَ اَنَّ حَدِيْثَ عَبْدِ الْعَزِيْزِ اَتَمُّ.

২০৭২. আবুর রাবী' যাহরানী ও ইয়াহ্য়া ইব্ন ইয়াহ্য়া (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী ﷺ -এর নিকট দিয়ে জানাযা নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। রাবী আবদুল আযীয (র) কর্তৃক আনাস (রা) সূত্রে বর্ণিত হাদীসটির অর্থ অনুযায়ী বর্ণনা করেন। তবে আবদুল আযীযের হাদীসটি পূর্ণাঙ্গ।

٢٠٧٣- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ اَنَسٍ فِيْمَا قُرِئَ عَلَيْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ عَنْ مَعْبَدِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ اَبِيْ قَتَادَةَ بْنِ رِبْعِيٍّ اَنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مُرَّ عَلَيْهِ بِجَنَازَةٍ فَقَالَ مُسْتَرِيْحٌ وَمُسْتَرَاحٌ مِنْهُ قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَا الْمُسْتَرِيْحُ وَالْمُسْتَرَاحُ مِنْهُ فَقَالَ الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ يَسْتَرِيْحُ مِنْ نَصَبِ الدُّنْيَا وَالْعَبْدُ الْفَاجِرُ يَسْتَرِيْحُ مِنْهُ الْعِبَادُ وَالْبِلَادُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ.

২০৭৩. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র)...... আবূ কাতাদা ইব্ন রিবঈ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট দিয়ে একটি জানাযা নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। তিনি বললেন, সে শান্তি লাভ করেছে এবং লোকেরাও তার নিকট থেকে স্বস্তি পেয়েছে। তারা (সাহাবীগণ) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এর অর্থ কি? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, মু'মিন বান্দা দুনিয়ার দুঃখ ও কষ্ট থেকে স্বস্তি লাভ করে এবং পাপী বান্দার মন্দ হতে আল্লাহর বান্দা, গাছপালা ও জীবজন্তু স্বস্তি পায়।

٢٠٧٤- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ ح وَحَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ جَمِيْعًا عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَعِيْدِ بْنِ اَبِيْ هِنْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ ابْنٍ لِكَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ اَبِيْ قَتَادَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَفِيْ حَدِيْثِ يَحْيٰى بْنِ سَعِيْدٍ يَسْتَرِيْحُ مِنْ اَذَى الدُّنْيَا وَنَصَبِهَا اِلٰى رَحْمَةِ اللّٰهِ.

২০৭৪. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না ও ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র)...... আবূ কাতাদা (রা) থেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ সূত্রে বর্ণনা করেন। ইয়াহয়া ইব্ন সাঈদ (র)-এর হাদীসে আছে যে, "মুমিন বান্দা দুনিয়ার কষ্ট-ক্লেশ থেকে স্বস্তি লাভ করে এবং আল্লাহর রহমতের দিকে যাত্রা করে।"

١٦- بَابٌ فِي التَّكْبِيْرِ عَلَى الْجَنَازَةِ

১৬. পরিচ্ছেদ : জানাযার তাকবীর

٢٠٧٥- وَحَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ يَحْيٰى قَالَ قَرَأْتُ عَلٰى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَعَى لِلنَّاسِ النَّجَاشِيَ فِي الْيَوْمِ الَّذِيْ مَاتَ فِيْهِ فَخَرَجَ بِهِمْ اِلَى الْمُصَلّٰى وَكَبَّرَ اَرْبَعَ تَكْبِيْرَاتٍ.

২০৭৫. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহয়া (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যেদিন নাজাশীর মৃত্যু হল, সেদিন লোকজনকে তার মৃত সংবাদ শোনালেন এবং সবাইকে নিয়ে সালাতের স্থানে বেরিয়ে পড়লেন এবং চার তাকবীর বললেন।

٢٠٧٦- وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنُ اللَّيْثِ قَالَ حَدَّثَنِي اَبِي عَنْ جَدِّي قَالَ جَدَّثَنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَاَبِيْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّهُمَا حَدَّثَاهُ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّهُ قَالَ نَعى لَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ النَّجَاشِيَ صَاحِبَ الْحَبْشَةِ فِي الْيَوْمِ الَّذِيْ مَاتَ فِيْهِ فَقَالَ اسْتَغْفِرُوْا لاَخِيْكُمْ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَحَدَّثَنِيْ سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُ اَنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَفَّ بِهِمْ بِالْمُصَلّٰى فَصَلّٰى فَكَبَّرَ عَلَيْهِ اَرْبَعَ تَكْبِيْرَاتٍ.

২০৭৬. আবদুল্লাহ মালিক ইব্ন শু'আয়ব ইব্ন লায়স (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবিসিনিয়ার অধিপতি নাজাশীর যেদিন মৃত্যু হয়, সেদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে তার মৃত্যুর খবর দিলেন। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমাদের ভাইয়ের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর। ইব্ন শিহাব (র) বলেন, সাঈদ ইব্ন মুসায়্যিব (র) আমাকে বলেছেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) তাঁর কাছে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের নিয়ে সালাতের স্থানে কাতার করলেন। এরপর তিনি সালাত আদায় করলেন এবং এতে চার তাকবীর বললেন।

٢٠٧٧- وَحَدَّثَنِي عَمْرُو النَّاقِدُ وَحَسَنُ الْحُلْوَانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ وَهُوَ ابْنُ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِيْ عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ كَرِوَايَةِ عُقَيْلٍ بِالْاِسْنَادَيْنِ جَمِيْعًا.

২০৭৭. আমরুন নাকিদ, হাসান আল-হুলওয়ানী ও আবদ ইব্ন হুমায়দ (র)...... ইব্ন শিহাব (র) থেকে উভয় সনদে উকায়ল (র)-এর হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

٢٠٧٨- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هٰرُوْنَ عَنْ سَلِيْمِ بْنِ حَيَّانَ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مِيْنَاءَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ صَلّٰى عَلٰى اَصْحَمَةَ النَّجَاشِيِّ فَكَبَّرَ عَلَيْهِ اَرْبَعًا.

২০৭৮. আবূ বাক্র ইব্ন আবূ শায়বা (র)..... জাবির ইব্ন 'আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ আসহামাহ নাজাশীর জানাযায় সালাত আদায় করেছেন এবং এ সালাতে চার তাকবীর বলেছেন।

٢٠٧٩- وَحَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَاتَ الْيَوْمَ عَبْدُ اللّٰهِ صَالِحٌ اَصْحَمَةُ فَقَامَ فَاَمَّنَا وَصَلّٰى عَلَيْهِ.

২০৭৯. মুহাম্মদ ইব্ন হাতিম (র)...... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আজ আল্লাহ পাকের একজন নেককার বান্দা আসহামাহ নাজাসী ইন্তিকাল করেছেন। এরপর তিনি দাঁড়ালেন ও আমাদের ইমামতি করলেন এবং নাজাশীর জন্য জানাযার সালাত আদায় করলেন।

٢٠٨٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ الْغُبَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ اَيُّوبَ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اَيُّوبَ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ قَالَ حَدَّثَنَا اَيُّوبُ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اَخَالَكُمْ قَدْ مَاتَ فَقُوْمُوْا فَصَلُّوْا عَلَيْهِ قَالَ فَقُمْنَا فَصَفَّنَا صَفَّيْنِ.

২০৮০. মুহাম্মদ ইব্ন 'উবায়দ আল-গুবারী ও ইয়াহ্য়া ইব্ন আয়্যুব (র)...... জাবির ইব্ন 'আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমাদের এক ভাই ইন্তিকাল করেছেন, তোমরা দাঁড়াও এবং তার জানাযার সালাত আদায় কর। রাবী বলেন, আমরা উঠলাম, আর তিনি আমাদের দু'কাতারে দাঁড় করালেন।

٢٠٨١- وَحَدَّثَنِى زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالاَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اَيُّوْبَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ اَيُّوبَ عَنْ اَبِى قِلاَبَةَ عَنْ اَبِى الْمُهَلَّبِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اَخَالَكُمْ قَدْ مَاتَ فَقُوْمُوْا فَصَلُّوْا عَلَيْهِ يَعْنِى النَّجَاشِيَ وَفِى رِوَايَةِ زُهَيْرٍ اِنَّ اَخَاكُمْ.

২০৮১. যুহায়র ইব্ন হারব, আলী ইব্ন হুজ্র ও ইয়াহ্য়া ইব্ন আয়্যুব (র)...... ইমরান ইব্ন হুসায়ন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন যে, তোমাদের এক ভাই (নাজাশী) ইন্তিকাল করেছেন। তোমরা দাঁড়াও এবং তার জানাযার সালাত আদায় কর। যুহায়র (র)-এর বর্ণনায় 'তোমাদের ভাই' উল্লেখ আছে।

١٧- بَابُ الصَّلاَةِ عَلَى الْقَبْرِ

১৭. পরিচ্ছেদ : কবরের উপর জানাযার সালাত

٢٠٨٢- حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اِدْرِيْسَ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنِ الشَّعْبِيِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ صَلَّى عَلَى قَبْرٍ بَعْدَمَا دُفِنَ فَكَبَّرَ عَلَيْهِ اَرْبَعًا قَالَ الشَّيْبَانِيُّ فَقُلْتُ لِلشَّعْبِيِّ مَنْ حَدَّثَكَ بِهٰذَا قَالَ الثِّقَةُ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبَّاسٍ هٰذَا لَفْظُ حَدِيْثِ حَسَنٍ وَفِى رِوَايَةِ ابْنِ نُمَيْرٍ قَالَ انْتَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلَى قَبْرٍ رَطْبٍ فَصَلَّى عَلَيْهِ وَصَفُّوْا خَلْفَهُ وَكَبَّرَ اَرْبَعًا قُلْتُ لِعَامِرٍ مَنْ حَدَّثَكَ قَالَ الثِّقَةُ مَنْ شَهِدَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ.

২০৮২. হাসান ইবনুর রাবী ও মুহাম্মদ ইব্‌ন 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন নুমায়র (র)......শা'বী (র) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ দাফন করার পর (মৃত ব্যক্তির) কবরের সামনে জানাযার সালাত আদায় করলেন এবং এতে চার তাকবীর বলেছিলেন। শায়বানী (র) বলেন, আমি শা'বীকে জিজ্ঞেস করলাম যে, আপনার কাছে এ হাদীস কে বর্ণনা করেছেন? তিনি বললেন, নির্ভরযোগ্য রাবী আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রা)। এ পর্যন্ত হলো হাসান (র) থেকে বর্ণিত হাদীসের শব্দাবলী। কিন্তু ইব্‌ন নুমায়র (র)-এর বর্ণনায় আছে যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তার জানাযার সালাত আদায় করলেন এবং সাহাবীরা তাঁর পিছনে কাতার করলেন। আর তিনি চার তাকবীর বললেন। আমি 'আমির (র)-কে জিজ্ঞেস করলাম, এ হাদীসটি আপনার কাছে কে বর্ণনা করেছেন? তিনি বললেন, নির্ভারযোগ্য রাবী ইব্‌ন 'আব্বাস (রা)।

٢٠٨٣- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ اَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ ح وَحَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ الرَّبِيْعِ وَاَبُوْ كَامِلٍ قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ ح وَحَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَخْبَرَنَاهُ جَرِيْرٌ ح وَحَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ح وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ كُلُّ هٰؤُلاَءِ عَنِ الشَّيْبَانِىِّ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ بِمِثْلِهِ وَلَيْسَ فِىْ حَدِيْثِ اَحَدٍ مِنْهُمْ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَبَّرَ عَلَيْهِ اَرْبَعًا.

২০৮৩. ইয়াহ্‌য়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌য়া, হাসান ইব্‌ন রাবী', ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম, মুহাম্মদ ইব্‌ন হাতিম, 'উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন মু'আয ও মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না (র)....... সকলেই ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর মাধ্যমে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে তাদের কারো হাদীসে নবী ﷺ তার জানাযায় "চার তাকবীর বলেছেন" এ কথা নেই।

٢٠٨٤- وَحَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَهٰرُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ جَمِيْعًا عَنْ وَهْبِ بْنِ جَرِيْرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ اَبِىْ خَالِدٍ ح وَحَدَّثَنِىْ اَبُوْ غَسَّانَ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الرَّازِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ الضُّرَيْسِ قَالَ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ اَبِىْ حَصِيْنٍ كِلاَهُمَا عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ فِىْ صَلاَتِهِ عَلَى الْقَبْرِ نَحْوَ حَدِيْثِ الشَّيْبَانِىِّ لَيْسَ فِىْ حَدِيْثِهِمْ وَكَبَّرَ اَرْبَعًا.

২০৮৪. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম, হারূন ইবন 'আবদুল্লাহ ও আবূ গাসসান মুহাম্মদ ইব্‌ন আমর আর-রাযী (র)...... ইব্‌ন 'আব্বাস (রা)-এর মাধ্যমে নবী ﷺ থেকে কবরে সালাত আদায় করা সম্পর্কে শায়বানীর হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন। তাদের হাদীসেও "চারবার তাকবীর বলেছেন" এ কথা নেই।

٢٠٨٥- وَحَدَّثَنِىْ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَرْعَرَةَ السَّامِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ الشَّهِيْدِ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ صَلّٰى عَلٰى قَبْرٍ.

২০৮৫. ইবরাহীম ইব্‌ন আর'আরা সামী (র)...... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ এক কবরের উপর জানাযার সালাত আদায় করেছেন।

٢٠٨٦- وَحَدَّثَنِى اَبُوْ الرَّبِيْعِ الزَّهْرَانِىُّ وَاَبُوْ كَامِلٍ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ الْجَحْدَرِىُّ وَاللَّفْظُ لاَبِىْ كَامِلٍ قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِىِّ عَنْ اَبِىْ رَافِعٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ امْرَأَةً سَوْدَاءَ كَانَتْ تَقُمُّ الْمَسْجِدَ اَوْ شَابًا فَفَقَدَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَسَأَلَ عَنْهَا اَوْعَنْهُ فَقَالُوْا مَاتَ قَالَ أَفَلاَ كُنْتُمْ اذَنْتُمُوْنِىْ قَالَ فَكَأَنَّهُمْ صَغَّرُوْا اَمْرَهَا اَوْ اَمْرَهُ فَقَالَ دُلُّوْنِىْ عَلٰى قَبْرِهِ فَدَلُّوْهُ فَصَلّٰى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ اِنَّ هٰذِهِ الْقُبُوْرَ مَمْلُوْءَةٌ ظُلْمَةً عَلٰى اَهْلِهَا وَاِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ يُنَوِّرُهَا لَهُمْ بِصَلاَتِىْ عَلَيْهِمْ.

২০৮৬. আবূর রাবী' যাহরানী ও আবূ কামিল ফুযায়ল ইব্‌ন হুসায়ন জাহদারী (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একজন কালো মহিলা অথবা একজন যুবক মসজিদ ঝাড়ু দিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে কয়েক দিন না পেয়ে তার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। লোকেরা তাঁকে জানালেন, সে মারা গিয়াছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমরা আমাকে জানাওনি কেন? রাবী বলেন, তারা যেন তার ব্যাপারটি তুচ্ছ মনে করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, তোমরা আমাকে তার কবর দেখিয়ে দাও। তারা (কবরটি) দেখিয়ে দিলেন। তিনি ঐ কবর সামনে রেখে জানাযার সালাত আদায় করলেন। তারপর বললেন, এ কবরগুলো তাদের জন্য অত্যন্ত অন্ধকার। আল্লাহ পাক আমার সালাতের কারণে তাদের জন্য কবরকে আলোকোজ্জ্বল করে দেবেন।

٢٠٨٧- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنِ اَبِىْ شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ لَيْلٰى قَالَ كَانَ زَيْدٌ يُكَبِّرُ عَلٰى جَنَائِزِنَا اَرْبَعًا وَاِنَّهُ كَبَّرَ عَلَى جَنَازَةٍ خَمْسًا فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُكَبِّرُهَا.

২৯৮৭. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা, মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না ও ইব্‌ন বাশ্‌শার (র)..... আবদুর রহমান ইব্‌ন আবূ লায়লা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যাযদ (ইব্‌ন আরকাম) (রা) জানাযার সালাতে চার তাকবীর বলতেন। একবার জানাযায় পাঁচবার তাকবীর বলেছিলেন। তাকে আমি জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-ও পাঁচবার বলেছেন।

١٨- بَابُ الْقِيَامِ لِلْجَنَازَةِ

১৮. পরিচ্ছেদ : শবদেহের জন্য দাঁড়ানো

٢٠٨٨- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَامِرِبْنِ رَبِيْعَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُوْمُوْا لَهَا حَتّٰى تُخَلِّفَكُمْ اَوْ تُوْضَعَ.

২০৮৮. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা, আমরুন নাকিদ, যুহায়র ইব্‌ন হারব ও ইব্‌ন নুমায়র (র)...... আমির ইব্‌ন রাবীয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যখন তোমরা শবদেহ দেখবে, তখন যে পর্যন্ত তা তোমাদের আগে চলে না যায় অথবা (মাটিতে) না রাখা, হয়, সে পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকবে।

٢٠٨٩- وَحَدَّثَنَاهُ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالَ اَخْبَرَنَا اللَّيْثُ ح وَحَدَّثَنِىْ حَرْمَلَةُ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِى يُوْنُسُ جَمِيْعًا عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ وَفِى حَدِيْثِ يُوْنُسَ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ رُمْحٍ قَالَ اَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيْعَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِذَا رَأَى اَحَدُكُمُ الْجَنَازَةَ فَاِنْ لَمْ يَكُنْ مَاشِيًا مَعَهَا فَلْيَقُمْ حَتّٰى تُخَلِّفَهُ اَوْتُوْضَعَ مِنْ قَبْلِ اَنْ تُخَلِّفَهُ.

২০৮৯. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ, মুহাম্মদ ইব্‌ন রুমহ্ ও হারমালা (র)...... সকল ইব্‌ন শিহাব (র) থেকে উক্ত সনদে বর্ণনা করেন। তবে ইউনুসের হাদীস আছে যে, "তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন।" কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ ও ইব্‌ন রুমহ্ (র)...... 'আমর ইব্‌ন রাবীয়া (রা) নবী ﷺ সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি (নবী ﷺ) বলেছেন, যখন তোমরা জানাযা দেখতে পাও এবং তার সাথে যদি না যাও, তবে জানাযা এগিয়ে না যাওয়া অথবা মাটিতে না রাখা পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থেকো।

٢٠٩٠- وَحَدَّثَنِى اَبُوْ كَامِلٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ح وَحَدَّثَنِىْ يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ جَمِيْعًا عَنْ اَيُّوْبَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِى عَدِىٍّ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ح وَحَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ كُلُّهُمْ عَنْ نَافِعٍ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيْثِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ غَيْرَ اَنَّ حَدِيْثَ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِذَا رَأَى اَحَدُكُمُ الْجَنَازَةَ فَلْيَقُمْ حِيْنَ يَرَاهَا حَتّٰى تَخَلِّفَهُ اِذَا كَانَ غَيْرَ مُتَّبِعِهَا.

২০৯০. আবূ কামিল, ইয়াকূব ইব্‌ন ইবরাহীম, ইবনুল মুসান্না ও মুহাম্মদ ইব্‌ন রাফি' (র)...... সকলেই নাফি (র) হতে উক্ত সনদে লায়স ইব্‌ন সা'দ (র)-এর হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে ইব্‌ন জুরায়জের হাদীসে আছে যে, নবী ﷺ বলেছেন, তোমরা যখন কোন জানাযা দেখ, তখন তোমরা জানাযার সঙ্গে না গেলে জানাযা এগিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থেকো।

٢٠٩١- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اتَّبَعْتُمْ جَنَازَةً فَلَا تَجْلِسُوْا حَتّٰى تُوْضَعَ.

২০৯১. 'উসমান ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)....... আবূ সাঈদ (খুদরী) (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যখন তোমরা জানাযার অনুগামী হও, তখন জানাযা মাটিতে না রাখা পর্যন্ত বসবে না।

٢٠٩٢- وَحَدَّثَنِي سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالاَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ وَهُوَ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتَوَائِيِّ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَاللَّفْظُ لَه قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبِى عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِى كَثِيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِى سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُوْمُوْا فَمَنْ تَبِعَهَا فَلاَ يَجْلِسْ حَتّٰى تُوْضَعَ.

২০৯২. সুরায়জ ইব্‌ন ইউনুস, 'আলী ইব্‌ন হুজ্‌র ও মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না (র)...... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যখন তোমরা কোন জানাযা দেখ, তখন দাঁড়িয়ে যাও। যে ব্যক্তি জানাযার অনুগামী হয়, সে যেন জানাযা (মাটিতে) না রাখা পর্যন্ত না বসে।

٢٠٩٣- وَحَدَّثَنِي سُرَيْجُ بْنُ يُوْنُسَ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالاَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ وَهُوَ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتَوَائِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِى كَثِيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ مِقْسَمٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ مَرَّتْ جَنَازَةٌ فَقَامَ لَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَقُمْنَا مَعَه فَقُلْنَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِنَّهَا يَهُوْدِيَّةٌ فَقَالَ اِنَّ الْمَوْتَ فَزَعٌ فَاِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُوْمُوْا.

২০৯৩. সুরায়জ ইউনুস ও আলী ইব্‌ন হুজ্‌র (র)...... জাবির ইব্‌ন 'আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একটি জানাযা নিয়ে যাওয়ার সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ তার জন্য দাঁড়িয়ে গেলেন, আমরাও তাঁর সঙ্গে দাঁড়ালাম এবং বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এ জানাযা একজন ইয়াহূদী মহিলার। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, মৃত্যু হল ভীতিকর ব্যাপার। অতএব কোন জানাযা দেখলে দাঁড়িয়ে যেও।

٢٠٩٤- وَحَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ اَبُوْ الزُّبَيْرِ اَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُوْلُ قَامَ النَّبِيُّ ﷺ لِجَنَازَةٍ مَرَّتْ بِهِ حَتّٰى تَوَارَتْ.

২০৯৪. মুহাম্মদ ইব্‌ন রাফি (র)...... আবূ যুবায়র (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি জাবির (রা)-কে বলতে শুনেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পাশ দিয়ে একটি জানাযা যাচ্ছিল এবং তা দৃষ্টির অন্তরালে না যাওয়া পর্যন্ত তিনি দাঁড়িয়ে থাকলেন।

٢٠٩٥- وَحَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ اَبُو الزُّبَيْرِ اَيْضًا اَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُوْلُ قَامَ النَّبِيُّ ﷺ وَاَصْحَابُهُ لِجَنَازَةِ يَهُوْدِىٍّ حَتّٰى تَوَارَتْ.

২০৯৫. মুহাম্মদ ইব্‌ন রাফি' (র)...... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণ একজন ইয়াহূদীর জানাযা দৃষ্টির আড়ালে না যাওয়া পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকলেন।

٢٠٩٦- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنِ ابْنِ اَبِىْ لَيْلٰى اَنَّ قَيْسَ بْنَ سَعْدٍ وَسَهْلَ بْنَ حُنَيْفٍ كَانَا بِالْقَادِسِيَّةِ فَمَرَّتْ بِهِمَا جِنَازَةٌ فَقَامَا فَقِيْلَ لَهُمَا اِنَّهَا مِنْ اَهْلِ الْاَرْضِ فَقَالاَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَرَّتْ بِهِ جِنَازَةٌ فَقَامَ فَقِيْلَ اِنَّهُ يَهُوْدِىٌّ فَقَالَ أَلَيْسَتْ نَفْسًا.

২০৯৬. আবূ বাক্র ইব্ন আবূ শায়বা, মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না ও ইব্ন বাশ্শার (র)...... ইব্ন আবূ লায়লা (র) থেকে বর্ণিত যে, কায়স ইব্ন সা'দ ও সাহল ইব্ন হুনায়ফ দু'জনই কাদিসিয়ায় অবস্থায় করছিলেন। তাদের পাশ দিয়ে একটি জানাযা যাচ্ছিল। এতে তারা দু'জনই দাঁড়িয়ে গেলেন। তখন তাদেরকে বলা হল যে, এ জানাযাটি একজন কাদিসিয়াবাসীর। তাঁরা দু'জনই বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পাশ দিয়ে একটি জানাযা যাচ্ছিল, তিনি দাঁড়িয়ে গিয়েছিলেন। তখন তাঁকে বলা হয়েছিল, জানাযাটি ইয়াহূদীর। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছিলেন, সে কি মানুষ নয়?

٢٠٩٧- وَحَدَّثَنِيْهِ الْقَاسِمُ ابْنُ زَكَرِيَّاءَ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوْسٰى عَنْ شَيْبَانَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ وَفِيْهِ فَقَالاَ كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَمَرَّتْ عَلَيْنَا جِنَازَةٌ.

২০৯৭. কাসিম ইব্ন যাকারিয়া (র)..... আম্র ইব্ন মুররা (রা) উক্ত সনদে বর্ণনা করেছেন। এতে রয়েছে যে, তারা দু'জন বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে ছিলাম, তখন আমাদের নিকট দিয়ে একটি জানাযা নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল।

١٩- بَابُ نَسْخِ الْقِيَامِ لِلْجَنَازَةِ

১৯. পরিচ্ছেদ : শবদেহের জন্য দাঁড়ানো রহিত হওয়া প্রসঙ্গ

٢٠٩٨- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ وَاقِدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ اَنَّهُ قَالَ رَاٰنِىْ نَافِعُ بْنُ جُبَيْرٍ وَنَحْنُ فِىْ جَنَازَةٍ قَائِمًا وَقَدْ جَلَسَ يَنْتَظِرُ اَنْ تُوْضَعَ الْجَنَازَةُ فَقَالَ لِىْ مَا يُقِيْمُكَ فَقُلْتُ اَنْتَظِرُ اَنْ تُوْضَعَ الْجَنَازَةُ لِمَا يُحَدِّثُ اَبُوْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىُّ فَقَالَ نَافِعٌ فَاِنَّ مَسْعُوْدَ بْنَ الْحَكَمِ حَدَّثَنِىْ عَنْ عَلِىِّ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ اَنَّهُ قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ قَعَدَ.

২০৯৮. কুতায়রা ইব্ন সাঈদ ও মুহাম্মদ ইব্ন রুমহ্ ইব্ন মুহাজির (র)...... ওয়াকিদ ইব্ন 'আমর ইবন সা'দ ইব্ন মু'আয (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা একটি জানাযা উপলক্ষে দাঁড়িয়েছিলাম। এমতাবস্থায় নাফি' ইব্ন জুবায়র (র) আমাকে দাঁড়ানো দেখতে পেলেন। জানাযা মাটিতে রাখার অপেক্ষায় তিনি বসে ছিলেন। আমাকে বললেন, দাঁড়িয়ে থাকছ কেন? আমি বললাম, আবূ সাঈদ খুদরী (রা) বর্ণিত হাদীসটির কারণে দাঁড়িয়ে

অপেক্ষা করছি। তখন নাফি' (র) বললেন, মাসঊদ ইবনুল হাকাম আমার কাছে হযরত আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রথমে দাঁড়াতেন। পরে তিনি বসেছেন।

٢٠٩٩- وَحَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَاِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَابْنُ اَبِيْ عُمَرَ جَمِيْعًا عَنِ الثَّقَفِيِّ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيْدٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ وَاقِدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذِ الْاَنْصَارِيُّ اَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ اَخْبَرَهُ اَنَّ مَسْعُوْدَ بْنَ الْحَكَمِ الْاَنْصَارِيَّ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ اَبِيْ طَالِبٍ يَقُوْلُ فِيْ شَأْنِ الْجَنَائِزِ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَامَ ثُمَّ قَعَدَ وَاِنَّمَا حَدَّثَ بِذَالِكَ لاَنَّ نَافِعَ ابْنَ جُبَيْرٍ رَأَى وَاقِدَ بْنَ عَمْرٍو قَامَ حَتّٰى وُضِعَتِ الْجَنَازَةُ.

২০৯৯. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না, ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম ও ইব্ন আবূ উমর (রা)...... মাসঊদ ইব্ন হাকাম আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা)-কে বলতে শুনেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ পূর্বে দাঁড়াতেন কিন্তু পরে তিনি বসতেন। নাফি' ইব্ন জুবায়র (র) ওয়াকিদ ইব্ন আমর (র)-কে জানাযা মাটিতে না রাখা পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকতে দেখছেন বলে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

٢١٠٠- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ زَائِدَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ.

২১০০. আবূ কুরায়ব (র)...... ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সাঈদ (র) উক্ত সনদে (বর্ণনা করেছেন)।

٢١٠١- وَحَدَّثَنِيْ زُيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ سَمِعْتُ مَسْعُوْدَ بْنَ الْحَكَمِ يُحَدِّثُ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ رَأَيْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَامَ فَقُمْنَا وَقَعَدَ فَقَعَدْنَا يَعْنِيْ فِي الْجَنَازَةِ.

২১০১. যুহায়র ইব্ন হারব (র)...... আলী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দাঁড়াতে দেখেছি, তাই আমরাও দাঁড়িয়েছি। আর তিনি বসেছেন, তাই আমরাও বসেছি অর্থাৎ জানাযায়।

٢١٠٢- وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ اَبِيْ بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ وَعُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالاَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى وَهُوَ الْقَطَّانُ عَنْ شُعْبَةَ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ.

২১০২. মুহাম্মদ ইব্ন আবূ বাকর আল-মুকাদ্দামী ও উবায়দুল্লাহ ইব্ন সাঈদ (র)......শু'বা (র) থেকে উক্ত সনদে (বর্ণনা করেছেন)।

٢٠- بَابُ الدُّعَاءِ لِلْمَيِّتِ فِي الصَّلاَةِ

২০. পরিচ্ছেদ : জানাযার সালাতে মৃত ব্যক্তির জন্য দুআ

٢١٠٣- وَحَدَّثَنِيْ هٰرُوْنُ ابْنُ سَعِيْدِ الْاَيْلِيُّ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ سَمِعَهُ يَقُوْلُ سَمِعْتُ عَوْفَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ صَلّٰى رَسُوْلُ

اللّٰهِ ﷺ عَلٰى جَنَازَةٍ فَحَفِظْتُ مِنْ دُعَائِهِ وَهُوَ يَقُوْلُ اللّٰهُمَّ اغْفِرْلَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ وَاَكْرِمْ نُزُلَهُ وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْاَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ وَاَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِّنْ دَارِهِ وَاَهْلاً خَيْرًا مِنْ اَهْلِهِ وَزَوْجًا خَيْرًا مِّنْ زَوْجِهِ وَاَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَاَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ اَوْ مِنْ عَذَابِ النَّارِ قَالَ حَتّٰى تَمَنَّيْتُ اَنْ اَكُوْنَ اَنَا ذَالِكَ الْمَيِّتَ.

২১০৩. হারূন ইব্ন সাঈদ আল-আয়লী (র)......'আউফ ইব্ন মালিক (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এক জানাযার সালাত আদায় করলেন, আমি তাঁর (পঠিত) দু'আ মুখস্থ করেছি। "হে আল্লাহ! মৃত্যু ব্যক্তিকে ক্ষমা কর, দয়া কর, তাকে শান্তিতে রাখ, তাকে মাফ কর, তার আতিথেয়তাকে মর্যাদাপূর্ণ কর, তার কবরকে প্রশস্ত কর, পানি, বরফ এবং শিলাদ্বারা তাকে ধৌত কর, অপরাধ থেকে তাকে পবিত্র কর, যেমন সাদা কাপড়কে ময়লামুক্ত করা হয়। হে আল্লাহ! দুনিয়ার বাসভবন হতে উত্তম বাসভবন তাকে দান কর, তার পরিবার হতে উত্তম পরিবার, তার স্ত্রী হতে উত্তম স্ত্রী দান কর, তাকে জান্নাতে দাখিল কর এবং রক্ষা কর কবরের আযাব হতে। অথবা বলেছেন, জাহান্নামের আযাব হতে। 'আউফ ইব্ন মালিক (রা) বলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দু'আ শুনে আমি আকাঙ্ক্ষা করলাম, সেই মৃত ব্যক্তি যদি আমি হতাম!

٢١٠٤- وَحَدَّثَنِيْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ جُبَيْرٍ حَدَّثَهُ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهٰذَا الْحَدِيْثِ اَيْضًا.

২১০৪. আবদুর রহমান ইব্ন জুবায়র (র)......... আউফ ইব্ন মালিক (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে উক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٢١٠٥- وَحَدَّثَنَاهُ اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ بِالْاِسْنَادَيْنِ جَمِيْعًا نَحْوَ حَدِيْثِ ابْنِ وَهْبٍ.

২১০৫. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র)...... মু'আবিয়া ইব্ন সালিহ্ (র) হতে উভয় সনদে ইব্ন ওহবের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

٢١٠٦- وَحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِىِّ الْجَهْضَمِيُّ وَاِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ كِلاَهُمَا عَنْ عِيْسٰى بْنِ يُوْنُسَ عَنْ اَبِيْ حَمْزَةَ الْحِمْصِيِّ حَدَّثَنِيْ اَبُوْ الطَّاهِرِ وَهٰرُوْنُ بْنُ سَعِيْدِ الْاَيْلِيُّ وَاللَّفْظُ لاَبِى الطَّاهِرِ قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ اَبِىْ حَمْزَةَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ الْاَشْجَعِىِّ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ (وَصَلّٰى عَلٰى جَنَازَةٍ) يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلَهُ وَارْحَمْهُ وَاعْفُ عَنْهُ وَعَافِهِ وَاَكْرِمْ نُزُلَهُ وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ وَاَغْسِلْهُ بِمَاءٍ وَثَلْجٍ

وَبَرَدٍ وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْاَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ وَابْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ وَاَهْلاً خَيْرًا مِنْ اَهْلِهِ وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ وَقِهِ فِتْنَةَ الْقَبْرِ وَعَذَابَ النَّارِ قَالَ عَوْفٌ فَتَمَنَّيْتُ اَنْ لَوْ كُنْتُ اَنَا الْمَيِّتَ لِدُعَاءِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى ذَالِكَ الْمَيِّتِ.

২১০৬. নাস্‌র ইব্‌ন আলী আর-জাহযামী, ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম, আবূ তাহির ও হারূন ইব্‌ন সাঈদ আল-আয়লী (র)...... 'আউফ ইব্‌ন মালিক আল-আশজাঈ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-কে জানাযার সালাত আদায় করা অবস্থায় বলতে শুনেছি : "তাকে দয়া কর, তাকে শান্তিতে রাখ, তার আতিথেয়তাকে মর্যাদাপূর্ণ কর, তাকে মাফ করে দাও, তার কবরকে প্রশস্ত করে দাও, তাকে পাক-পবিত্র করে দাও, পানিদ্বারা, বরফদ্বারা, শিলাপানিদ্বারা তাকে গুনাহ হতে এভাবে পরিষ্কার করে দাও, যেমন সাদা কাপড়কে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা হয় ময়লা হতে। তাকে তার ঘর হতে উত্তম ঘর দান কর, তার পরিবার হতে উত্তম পরিবার এবং তার স্ত্রী হতে উত্তম স্ত্রী দান কর। তাকে কবরের আযাব হতে ও দোযখের আযাব হতে রক্ষা কর। আউফ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এ মৃত ব্যক্তির জন্য দু'আর কারণে আমি আকাঙ্ক্ষা করেছিলাম, যদি এ মৃত ব্যক্তি আমি হতাম!

٢١- بَابُ اَيْنَ يَقُوْمُ الْاِمَامُ مِنَ الْمَيِّتِ لِلصَّلَاةِ عَلَيْهِ

২১. পরিচ্ছেদ : জানাযার সালাতে ইমাম মায়্যিতের কোন বরাবর দাঁড়াবে

٢١٠٧- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيْمِيُّ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ ذَكْوَانَ قَالَ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ ﷺ وَصَلّٰى عَلٰى اُمِّ كَعْبٍ مَاتَتْ وَهِيَ نُفَسَاءُ فَقَامَ رَسُوْلُ ﷺ لِلصَّلَاةِ عَلَيْهَا وَسَطَهَا.

২১০৭. ইয়াহয়া ইব্‌ন ইয়াহয়া তামীমী (র)..... সামুরা ইব্‌ন জুনদুব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-এর ইমামতিতে (জানাযার) সালাত আদায় করেছি। উম্মে কা'ব (রা) নিফাস অবস্থায় ইন্তিকাল করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তার জানাযার সালাত আদায়ের সময় তার মাঝ বরাবর দাঁড়িয়েছিলেন।

٢١٠٨- وَحَدَّثَنَاهُ اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ وَيَزِيْدُ بْنُ هٰرُوْنَ ح وَحَدَّثَنِيْ عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ وَالْفَضْلُ بْنُ مُوْسٰى كُلُّهُمْ عَنْ حُسَيْنٍ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ وَلَمْ يَذْكُرُوْا اُمَّ كَعْبٍ.

২১০৮. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা ও আলী ইব্‌ন হুজ্‌র (র)...... হুসায়ন (র) থেকে উক্ত সনদে বর্ণনা করেছেন। তবে তারা উম্মে কা'ব (রা)-এর কথা বলেন নি।

٢١٠٩- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى وَعُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ الْعَمِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ عَدِيٍّ عَنْ حُسَيْنٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُرَيْدَةَ قَالَ قَالَ سَمُوْرَةُ بْنُ جُنْدُبٍ لَقَدْ كُنْتُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ غُلَامًا

فَكُنْتُ اَحْفَظُ عَنْهُ فَمَا يَمْنَعِي مِنَ الْقَوْلِ اِلاَّ اَنَّ هٰهُنَا رِجَالاً هُمْ اَسَنُّ مِنِّي وَقَدْ صَلَّيْتُ وَرَاءَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى اِمْرَأَةٍ مَاتَتْ فِيْ نَفَاسِهَا فَقَامَ عَلَيْهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِي الصَّلاَةِ وَسَطَهَا وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ بُرَيْدَةَ قَالَ فَقَامَ عَلَيْهَا لِلصَّلاَةِ وَسَطَهَا.

২১০৯. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না ও উকবা ইব্ন মুকরাম আম্মি (র)...... সামুরা ইবন জুনদুর (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে যুবক ছিলাম। আমি তাঁর নিকট থেকে অনেক কিছু মুখস্থ করে নিতাম। এখানে আমার চেয়ে অধিক বয়সী সাহাবী থাকার কারণে আমি কথা বলা থেকে বিরত থাকি। নিফাস অবস্থায় ইন্তিকাল করেছেন এমন এক মহিলার জানাযার সালাত আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পেছনে দাঁড়িয়ে আদায় করেছি। রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাতে তার মাঝ বরাবর দাঁড়িয়েছিলেন। ইবনুল মুসান্নার রিওয়ায়াতে আছে যে, রাবী বলেন, আবদুল্লাহ ইব্ন বুরায়দা (রা) আমার কাছে হাদীস বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন যে, "তার জানাযার সালাতে তিনি তার মাঝ বরাবর দাঁড়িয়েছিলেন।"

٢٢-بَابُ رُكُوْبِ الْمُصَلِّيْ عَلَى الْجَنَازَةِ اِذَا انْصَرَفَ

২২. পরিচ্ছেদ : জানাযা হতে প্রত্যাবর্তনকালে বাহনে চড়া

٢١١٠- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى وَاَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ وَاللَّفْظُ لِيَحْيٰى قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ حَدَّثَنَا وَقَالَ يَحْيٰى اَخْبَرَنَا وَكِيْعٌ عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ اُتِيَ النَّبِيَّ ﷺ بِفَرَسٍ مُعْرَوْرًى فَرَكِبَهُ حِيْنَ انْصَرَفَ مِنْ جَنَازَةِ ابْنِ الدَّحْدَاحِ وَنَحْنُ نَمْشِيْ حَوْلَهُ.

২১১০. ইয়াহয়া ইব্ন ইয়াহয়া ও আবূ বাকর ইব্ন আবূ শায়বা (র)....... জাবির ইব্ন সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ -এর নিকট জিনবিহীন একটি ঘোড়া আনা হল। ইব্ন দাহদাহের জানাযা হতে প্রত্যাবর্তনকালে তিনি তাতে আরোহণ করেন। আর আমরা সবাই তাঁর পাশাপাশি হেঁটে চলছিলাম।

٢١١١- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَاللَّفْظُ لاِبْنِ الْمُثَنّٰى قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ صَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى ابْنِ الدَّحْدَاحِ ثُمَّ اُتِيَ بِفَرَسٍ عُرْيٍ فَعَقَلَهُ رَجُلٌ فَرَكِبَهُ فَجَعَلَ يَتَوَقَّصُ بِهِ وَنَحْنُ نَتَّبِعُهُ نَسْعٰى خَلْفَهُ قَالَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ اِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ كَمْ مِنْ عِذْقٍ مُعَلَّقٍ اَوْمُدَلًّى فِي الْجَنَّةِ لاِبْنِ الدَّحْدَاحِ اَوْ قَالَ شُعْبَةُ لاَبِي الدَّحْدَاحِ.

২১১১. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না ও মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র)........ জাবির ইব্ন সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইব্ন দাহদাহের জানাযা আদায় করলেন। তারপর জিনবিহীন একটি ঘোড়া আনা হল। একজন লোক ঘোড়ার লাগাম ধরে রাখল, তিনি তাতে আরোহণ করলেন। ঘোড়া তাঁকে নিয়ে ছুটতে লাগল, আমরাও তাঁর পিছনে পিছনে দ্রুত চললাম। রাবী বলেন, তখন আমাদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি বলল, নবী ﷺ

বলেছেন, ইব্‌ন দাহদাহের জন্য জান্নাতে ফলের কত গুচ্ছ ঝুলান বা লটকান রয়েছে! আর শু'বা (র) বলেছেন, আবুদ দাহদাহ (রা)-এর জন্য।

٢٣- وَبَابُ فِيْ اللَّحْدِ وَنَصْبِ اللَّبِنِ عَلَى الْمَيِّتِ

২৩. পরিচ্ছেদ : বগলী কবর খনন ও কাঁচা ইট ব্যবহার

٢١١٢- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ جَعْفَرِ الْمِسْوَرِيُّ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَامِرِبْنِ سَعْدِ بْنِ اَبِيْ وَقَّاصٍ اَنَّ سَعْدَ بْنَ اَبِيْ وَقَّاصٍ قَالَ فِيْ مَرَضِهِ الَّذِيْ هَلَكَ فِيْهِ الْحَدُوْا لِيْ لَحْدًا وَانْصِبُوْا عَلَيَّ اللَّبِنَ نَصْبًا كَمَا صُنِعَ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ.

২১১২. ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র)....... আমির ইব্‌ন সা'দ ইবন আবূ ওয়াক্কাস (র) থেকে বর্ণিত যে, সা'দ ইব্‌ন আবূ ওয়াক্কাস (রা) তাঁর মৃত্যু পীড়ায় আক্রান্ত অবস্থায় বললেন, আমার জন্য বগলী (লাহাদ) কবর তৈরি করবে এবং আমার উপর কাঁচা ইট স্থাপন করবে যেভাবে কাঁচা ইট স্থাপন করা হয়েছে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উপর।

٢٤- بَابُ جَعْلِ الْقَطِيْفَةِ فِى الْقَبْرِ

২৪. পরিচ্ছেদ : কবরে চাদর ব্যবহার

٢١١٣- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ اَخْبَرَنَا وَكِيْعٌ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ وَوَكِيْعٌ جَمِيْعًا عَنْ شُعْبَةَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ جَمْرَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جُعِلَ فِيْ قَبْرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَطِيْفَةُ حَمْرَاءُ (قَالَ مُسْلِمُ) اَبُوْ جَمْرَةَ اِسْمُهُ نَصْرُ بْنُ عِمْرَانَ وَاَبُو التَّيَّاحِ اِسْمُهُ يَزِيْدُ بْنُ حُمَيْدٍ مَاتَا بِسَرَخْسَ.

২১১৩. ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া, আবূ বাক্‌র আবূ শায়বা ও মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না (র)...... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কবরে লাল রঙের একটি চাদর দেয়া হয়েছিল। ইমাম মুসলিম (র) বলেন, রাবী আবূ জামরার নাম নাসর ইব্‌ন ইমরান, আর রাবী আবূ তায়্যাহ-এর নাম হল ইয়াযিদ ইব্‌ন হুমায়দ। তাঁরা দু'জন সারাখ্‌স-এ মারা যান।

٢٥- بَابُ الْاَمْرِ بِتَسْوِيَةِ الْقَبْرِ

২৫. পরিচ্ছেদ : কবর (মাটির) সমান করা

٢١١٤- وَحَدَّثَنِيْ اَبُو الطَّاهِرِ اَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو وحَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ح وَحَدَّثَنِيْ هٰرُوْنُ بْنُ سَعِيْدِ الْاَيْلِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ فِيْ

رِوَايَةِ اَبِى الطَّاهِرِ اَنَّ اَبَا عَلِىٍّ الْهَمْدَانِىَّ حَدَّثَهُ وَفِى رِوَايَةِ هٰرُوْنَ اَنَّ ثُمَامَةَ بْنَ شُفَىٍّ حَدَّثَهُ قَالَ كُنَّا مَعَ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ بِاَرْضِ الرُّوْمِ بِرُوْدِسَ فَتُوُفِّىَ صَاحِبُ لَنَا فَاَمَرَ فَضَالَةُ بْنُ عُبَيْدٍ بِقَبْرِهِ فَسُوِّىَ ثُمَّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَأْمُرُ بِتَسْوِيَتِهَا.

২১১৪. আবূ তাহির, আহমাদ ইব্‌ন আমর ও হারূন ইব্‌ন সাঈদ আয়লী (র)...... সুমামা ইব্‌ন শুফাই (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা ফাযালা ইব্‌ন উবায়দের সাথে রোম দেশে রুদিস নামক স্থানে ছিলাম। তখন আমাদের একজন সাথী ইন্তিকাল করলেন। ফাযালার নির্দেশক্রমে আমরা তাঁর কবরের উপরের মাটি সমান করে দিলাম। তারপর তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে কবর সমান করার নির্দেশ দিতে শুনেছি।

٢١١٥- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى وَاَبُو بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ يَحْيٰى اَخْبَرَنَا وَقَالَ الْاٰخَرَانِ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ اَبِىْ ثَابِتٍ عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ عَنْ اَبِى الْهَيَّاجِ الْاَسَدِىِّ قَالَ قَالَ لِىْ عَلِىٌّ اَلاَ اَبْعَثُكَ عَلٰى مَا بَعَثَنِىْ عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ لاَ تَدَعَ تِمْثَالاً اِلاَّ طَمَسْتَهُ وَلاَقَبْرًا مُشْرِفًا اِلاَّ سَوَّيْتَهُ.

২১১৫. ইয়াহয়া ইব্‌ন ইয়াহয়া, আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা ও যুহায়র ইব্‌ন হার্‌ব (র)....... আবুল হায়্যাহ আসাদী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আলী (রা) আমাকে বললেন, আমি কি তোমাকে ঐ কাজে পাঠাব যে কাজে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে পাঠিয়ে ছিলেন? কাজটা হল সকল মূর্তিকে বিলুপ্ত এবং উঁচু কবরকে সমান করে দিবে।

٢١١٦- وَحَدَّثَنِيْهِ اَبُوْ بَكْرِ بْنُ خَلاَّدٍ الْبَاهِلِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى وَهُوَ الْقَطَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنِىْ حَبِيْبٌ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ وَقَالَ وَلاَ صُوْرَةً اِلاَّ طَمَسْتَهَا.

২১১৬. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন খাল্লাদ আল-বাহিলী (র)...... হাবীব (র) হতে উক্ত সনদে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, সকল ছবি ধ্বংস করে দিবে।

٢٦- بَابُ النَّهْىِ عَنْ تَجْصِيْصِ الْقَبْرِ

২৬. পরিচ্ছেদ : কবর পাকা করার নিষেধাজ্ঞা

٢١١٧- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاقٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يُجَصَّصَ الْقَبْرُ وَاَنْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ وَاَنْ يُبْنٰى عَلَيْهِ.

২১১৭. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)...... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কবরের উপর চুনা লাগাতে, তার উপর বসতে ও কবরের উপর গৃহনির্মাণ করতে নিষেধ করেছেন।

٢١١٨- وَحَدَّثَنِيْ هٰرُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ ح وَحَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ جَمِيْعًا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ اَبُو الزُّبَيْرِ اَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَبْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ بِمِثْلِهِ.

২১১৮. হারূন ইব্‌ন 'আবদুল্লাহ ও মুহাম্মাদ ইবন রাফে' (র)...... ইবন জুরায়জ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবূ যুবায়র (র) জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা)-কে বলতে শুনেছেন যে, তিনি নবী ﷺ থেকে অনুরূপ শুনেছেন।

٢١١٩- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى قَالَ اَخْبَرَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ عُلَيَّةَ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ نُهِىَ عَنْ تَقْصِيْصِ الْقُبُوْرِ.

২১১৯. ইয়াহ্য়া ইব্‌ন ইয়াহ্য়া (র)........ জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কবরে চুনা লাগাতে নিষেধ করা হয়েছে।

٢٧- بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْجُلُوْسِ عَلَى الْقَبْرِ وَالصَّلاَةِ عَلَيْهِ

২৭. পরিচ্ছেদ : কবরের উপর বসা ও সালাত আদায়ে নিষেধাজ্ঞা

٢١٢٠- وَحَدَّثَنِيْ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرُ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَنْ يَجْلِسَ اَحَدُكُمْ عَلٰى جَمْرَةٍ فَتُحْرِقَ ثِيَابَهُ فَتَخْلُسَ اِلٰى جِلْدِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ اَنْ يَجْلِسَ عَلٰى قَبْرٍ.

২১২০. যুহায়র ইব্‌ন হারব (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমাদের কেউ যদি জ্বলন্ত কয়লার উপর বসে পড়ে এবং তার কারণে তার কাপড় পুড়ে শরীর পর্যন্ত পৌঁছে যায়, তা তার জন্য কারো কবরের উপর বসা অপেক্ষা উত্তম হবে।

٢١٢١- وَحَدَّثَنَاهُ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ يَعْنِى الدَّرَاوَرْدِيَّ ح وَحَدَّثَنِيْهِ عَمْرٌو النَّاقِدُ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اَحْمَدَ الزُّبَيْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ كِلاَهُمَا عَنْ سُهَيْلٍ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ نَحْوَهُ.

২১২১. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ ও আমরুন নাকিদ (রা)...... সুহায়ল (র) থেকে উক্ত সনদে অনুরূপ বর্ণিত।

٢١٢٢- وَحَدَّثَنِيْ عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ ابْنِ جَابِرٍ عَنْ بُسْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ وَاثِلَةَ عَنْ اَبِيْ مَرْثَدِ الْغَنَوِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَتَجْلِسُوْا عَلَى الْقُبُوْرِ وَلاَتُصَلُّوْا اِلَيْهَا.

২১২২. আলী ইব্‌ন হুজ্‌র সা'দী (র).... আবূ মারসাদ গানাভী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা কবরের উপরে বসো না এবং তা সামনে রেখে সালাত আদায় করো না।

٢١٢٣- وَحَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ الرَّبِيْعِ الْبَجَلِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَك عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ يَزِيْدَ عَنْ بُسْرِبْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِىْ اِدْرِيْسَ الْخَوْلاَنِىِّ عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْاَسْقَعِ عَنْ اَبِىْ مَرْثَدِ الْغَنَوِىِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لاَ تُصَلُّوْا اِلَى الْقُبُوْرِ وَلاَ تَجْلِسُوْا عَلَيْهَا.

২১২৩. হাসান ইব্‌ন রাবী‘ বাজালী (র)..... আবূ মারসাদ আল-গানাভী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, কবরকে সামনে রেখে সালাত আদায় করো না এবং কবরের উপর বসো না।

٢٨- بَابُ الصَّلاَةِ عَلَى الْجَنَازَةِ فِى الْمَسْجِدِ

২৮. পরিচ্ছেদ : মসজিদে জানাযার সালাত আদায়

٢١٢٤- وَحَدَّثَنِىْ عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِىُّ وَاِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الْحَنْظَلِىُّ وَاللَّفْظُ لاِسْحٰقَ قَالَ عَلِىُّ حَدَّثَنَا وَقَالَ اِسْحٰقُ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ اَنَّ عَائِشَةَ اَمَرَتْ اَنْ يُمَرَّ بِجَنَازَةِ سَعْدِ بْنِ اَبِىْ وَقَّاصٍ فِى الْمَسْجِدِ فَتُصَلِّىَ عَلَيْهِ فَاَنْكَرَ النَّاسُ ذَالِكَ عَلَيْهَا فَقَالَتْ مَا اَسْرَعَ مَانَسِىَ النَّاسُ مَاصَلَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى سُهَيْلِ بْنِ الْبَيْضَاءِ اِلاَّ فِى الْمَسْجِدِ.

২১২৪. আলী ইব্‌ন হুজ্‌র সা‘দী ও ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম হানযালী (র)...... আব্বাস ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন যুবায়র (রা) থেকে বর্ণিত যে, আয়েশা (রা) আদেশ করলেন, সা‘দ ইব্‌ন আবূ ওয়াক্কাসের জানাযা মসজিদে এনে তার ভেতর আদায় করা হোক। লোকেরা তাঁর এ আদেশকে অসছন্দ করল। তখন তিনি বললেন, মানুষ কত তাড়াতাড়ি ভুলে যায় রাসূলুল্লাহ ﷺ সুহায়ল ইব্‌ন বায়যার সালাতে জানাযা মসজিদের অভ্যন্তরেই আদায় করেছিলেন।

٢١٢٥- وَحَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا بَهْزٌ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا لَمَّا تُوُفِّىَ سَعْدُ بْنُ اَبِىْ وَقَّاصٍ اَرْسَلَ اَزْوَاجُ النَّبِىِّ ﷺ اَنْ يَمُرُّوْا بِجَنَازَتِهِ فِى الْمَسْجِدِ فَيُصَلِّيْنَ عَلَيْهِ فَفَعَلُوْا فَوُقِفَ بِهِ عَلٰى حُجَرِهِنَّ يُصَلِّيْنَ عَلَيْهِ اُخْرِجَ بِهِ مِنْ بَابِ الْجَنَائِزِ الَّذِىْ كَانَ اِلَى الْمَقَاعِدِ فَبَلَغَهُنَّ اَنَّ النَّاسَ عَابُوْا ذَالِكَ وَقَالُوْا مَا كَانَتِ الْجَنَائِزُ يُدْخَلُ بِهَا الْمَسْجِدَ فَبَلَغَ ذَالِكَ عَائِشَةَ فَقَالَتْ مَااَسْرَعَ النَّاسَ اِلَى اَنْ يَعِيْبُوْا مَالاَ عِلْمَ لَهُمْ بِهِ عَابُوْا عَلَيْنَا اَنْ يُمَرَّ بِجَنَازَةٍ فِى الْمَسْجِدِ وَمَا صَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى سُهَيْلِ بْنِ بَيْضَاءَ اِلاَّ فِىْ جَوْفِ الْمَسْجِدِ قَالَ مُسْلِمٌ سُهَيْلُ بْنُ دَعْدٍ وَهُوَ ابْنُ الْبَيْضَاءِ اُمُّهُ بَيْضَاءُ.

২১২৫. মুহাম্মদ ইব্‌ন হাতিম (র)....... 'আব্বাদ ইব্‌ন 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন যুবায়র (র) আয়েশা (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, সা'দ ইব্‌ন আবূ ওয়াক্কাস (রা) ইন্তিকালের পর নবী ﷺ-এর সহধর্মিণীগণ তাঁর জানাযা মসজিদে নিয়ে আসার জন্য সংবাদ পাঠালেন, যাতে তাঁরা তাঁর জানাযার সালাত আদায় করতে পারেন। তাঁরা তাই করলেন এবং তাঁর জানাযা তাঁদের হুজরার সামনে রাখা হল। তাঁরা তাঁর উপর সালাতে জানাযা আদায় করলেন। এরপর তাঁর জানাযা বাবুল জানাইয দিয়ে—যা মাকায়াদের দিকে অবস্থিত ছিল, বের করা হল। এরপর তাঁদের নিকট সংবাদ পৌছল যে, লোকেরা একে দূষণীয় মনে করেছে। তারা বলেছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে জানাযা নিয়ে মসজিদে প্রবেশ করা হত না। আয়েশা (রা)-এর কাছে এ সংবাদ পৌছলে তিনি বললেন, মানুষ না জেনে অতি তাড়াতাড়ি সমালোচনা মুখর হয়ে উঠল। তারা মসজিদের ভিতর জানাযা নিয়ে যাওয়ার কারণে আমাদের প্রতি দোষারোপ করল। অথচ রাসূলুল্লাহ ﷺ সুহায়ল ইব্‌ন বায়যা (রা)-এর জানাযার সালাত মসজিদের অভ্যন্তরেই আদায় করেছেন। ইমাম মুসলিম (র) বলেন, সুহায়ল ইব্‌ন দা'দ তিনি ইবনুল বায়যা, যার মা ছিলেন বায়যা।

٢١٢٦- وَحَدَّثَنِي هٰرُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ رَافِعٍ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِي فُدَيْكٍ قَالَ اَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ يَعْنِي ابْنَ عُثْمَانَ عَنْ اَبِي النَّضْرِ عَنْ اَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّ عَائِشَةَ لَمَّا تُوُفِّيَ سَعْدُ بْنُ اَبِي وَقَّاصٍ قَالَتْ اُدْخُلُوْا بِهِ الْمَسْجِدَ حَتّٰى اُصَلِّيَ عَلَيْهِ فَاُنْكِرَ ذٰلِكَ عَلَيْهَا فَقَالَتْ وَاللّٰهِ لَقَدْ صَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَى ابْنَيْ بَيْضَاءَ فِي الْمَسْجِدِ سُهَيْلٍ وَاَخِيْهِ.

২১২৬. হারূন ইব্‌ন 'আবদুল্লাহ ও মুহাম্মদ ইব্‌ন রাফি' (র)...... আবূ সালামা ইব্‌ন 'আবদুর রহমান (র) থেকে বর্ণিত যে, সা'দ ইব্‌ন আবূ ওয়াক্কাস (রা)-এর ইন্তিকালের পর আয়েশা (রা) বললেন, তাঁকে মসজিদে নিয়ে এস। যেন আমিও তাঁর জানাযার সালাত আদায় করতে পারি। তাঁর একথাটি অপসন্দ করা হল। তিনি বললেন, আল্লাহর কসম! নিশ্চয়ই নবী ﷺ বায়যার দু'পুত্র সুহায়ল ও তার ভাইয়ের জানাযা মসজিদেই আদায় করেছিলেন।

٢٩- بَابُ مَا يُقَالُ عِنْدَ دُخُوْلِ الْقُبُوْرِ وَالدُّعَاءِ لِاَهْلِهَا

২৯. পরিচ্ছেদ : কবরস্থানে প্রবেশের দু'আ

٢١٢٧- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيْمِيُّ وَيَحْيَى بْنُ اَيُّوْبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ يَحْيَى اَخْبَرَنَا وَقَالَ الْاٰخَرَانِ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شَرِيْكٍ وَهُوَ ابْنُ اَبِي نَمِرٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كُلَّمَا كَانَ لَيْلَتُهَا مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَخْرُجُ مِنْ اٰخِرِ اللَّيْلِ اِلَى الْبَقِيْعِ فَيَقُوْلُ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِيْنَ وَاَتَاكُمْ مَا تُوْعَدُوْنَ غَدًا مُؤَجَّلُوْنَ وَاِنَّا اِنْ شَاءَ اللّٰهُ بِكُمْ لَاحِقُوْنَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِاَهْلِ بَقِيْعِ الْغَرْقَدِ (وَلَمْ يَقُلْ قُتَيْبَةُ قَوْلَهُ وَاَتَاكُمْ).

২১২৭. ইয়াহ্‌য়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌য়া তামিমী, ইয়াহয়া ইব্‌ন আয়্যুব ও কুতায়রা ইব্‌ন সাঈদ (র)...... 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যে রাতে আমার ঘরে থাকতেন, সে রাতের শেষভাগে জান্নাতুল বাকীতে গিয়ে বলতেন "আসসালামু আলাইকুম ও মু'মিন বান্দাদের বাসস্থান, তোমাদেরকে যা ওয়াদা করা হয়েছে আল্লাহ তা'আলা তা তোমাদের দিয়েছেন, আগামীকালের জন্য যা ওয়াদা করা হয়েছে তা (কিয়ামতে) দিবেন। আমরাও ইনশা আল্লাহ তোমাদের সাথে মিলিত হব। হে আল্লাহ! বাকীউল গারকাদের বাসিন্দাদেরকে ক্ষমা করে দাও।" কিন্তু কুতায়বা "তোমাদেরকে দেয়া হয়েছে" কথাটি বলেন নি।

س٢١٢٨- حَدَّثَنِي هٰرُوْنُ بْنُ سَعِيْدٍ الاَيْلِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ كَثِيْرِ بْنِ الْمُطَّلِبِ اَنَّهُ سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ قَيْسٍ يَقُوْلُ سَمِعْتُ عَائِشَةَ تُحَدِّثُ فَقَالَتْ اَلاَ أُحَدِّثُكُمْ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَعَنِّيْ قُلْنَا بَلٰى ح وَحَدَّثَنِيْ مَنْ سَمِعَ حَجَّاجًا الْاَعْوَرَ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ عَبْدُ اللّٰهِ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسِ بْنِ مَخْرَمَةَ بْنِ الْمُطَّلِبِ اَنَّهُ قَالَ يَوْمًا اَلاَ أُحَدِّثُكُمْ عَنِّيْ وَعَنْ أُمِّيْ قَالَ فَظَنَنَّا اَنَّهُ يُرِيْدُ أُمَّهُ الَّتِيْ وَلَدَتْهُ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ اَلاَ أُحَدِّثُكُمْ عَنِّيْ وَعَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قُلْنَا بَلٰى قَالَ قَالَتْ لَمَّا كَانَتْ لَيْلَتِيَ الَّتِيْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ فِيْهَا عِنْدِيْ انْقَلَبَ فَوَضَعَ رِدَاءَهُ وَخَلَعَ نَعْلَيْهِ فَوَضَعَهُمَا عِنْدَ رِجْلَيْهِ وَبَسَطَ طَرَفَ اِزَارِهِ عَلٰى فِرَاشِهِ فَاضْطَجَعَ فَلَمْ يَلْبَثْ اِلاَّ رَيْثَمَا ظَنَّ اَنْ قَدْ رَقَدْتُ فَاَخَذَ رِدَاءَهُ رُوَيْدًا وَانْتَعَلَ رُوَيْدًا وَفَتَحَ الْبَابَ فَخَرَجَ ثُمَّ اَجَافَهُ رُوَيْدًا فَجَعَلْتُ دِرْعِيْ فِيْ رَأْسِيْ وَاخْتَمَرْتُ وَتَقَنَّعْتُ اِزَارِيْ ثُمَّ انْطَلَقْتُ عَلٰى اِثْرِهِ حَتّٰى جَاءَ الْبَقِيْعَ فَقَامَ فَاَطَالَ الْقِيَامَ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ انْحَرَفَ فَانْحَرَفْتُ فَاَسْرَعَ فَاَسْرَعْتُ فَهَرْوَلَ فَهَرْوَلْتُ فَاَحْضَرَ فَاَحْضَرْتُ فَسَبَقْتُهُ فَدَخَلْتُ فَلَيْسَ اِلاَّ اَنِ اضْطَجَعْتُ فَدَخَلَ فَقَالَ مَالَكِ يَاعَائِشُ حَشْيَا رَابِيَةً قَالَتْ قُلْتُ لاَشَيْءَ قَالَ لَتُخْبِرِيْنِيْ اَوْلَيُخْبِرَنِّيَ اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ قَالَتْ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بِاَبِيْ اَنْتَ وَأُمِّيْ فَاَخْبَرْتُهُ قَالَ فَاَنْتِ السَّوَادُ الَّذِيْ رَأَيْتُ اَمَامِيْ قُلْتُ نَعَمْ فَلَهَدَنِيْ فِيْ صَدْرِيْ لَهْدَةً اَوْجَعَتْنِيْ ثُمَّ قَالَ أَظَنَنْتِ اَنْ يَحِيْفَ اللّٰهُ عَلَيْكِ وَرَسُوْلُهُ قَالَتْ مَهْمَا يَكْتُمُ النَّاسُ يَعْلَمْهُ اللّٰهُ نَعَمْ قَالَ فَاِنَّ جِبْرِيْلَ اَتَانِيْ حِيْنَ رَأَيْتِ فَنَادَانِيْ فَاَخْفَاهُ مِنْكِ فَاَجَبْتُهُ فَاَخْفَيْتُهُ مِنْكِ وَلَمْ يَكُنْ يَدْخُلُ عَلَيْكِ وَقَدْ وَضَعْتِ ثِيَابَكِ وَظَنَنْتُ اَنْ قَدْ رَقَدْتِ فَكَرِهْتُ اَنْ اُوْقِظَكِ وَخَشِيْتُ اَنْ تَسْتَوْحِشِيْ فَقَالَ اِنَّ رَبَّكَ يَأْمُرُكَ اَنْ تَأْتِيَ اَهْلَ الْبَقِيْعِ فَتَسْتَغْفِرَ لَهُمْ قَالَتْ قُلْتُ كَيْفَ اَقُوْلُ لَهُمْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ قُوْلِي السَّلاَمُ عَلٰى اَهْلِ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَيَرْحَمُ اللّٰهُ الْمُسْتَقْدِمِيْنَ مِنَّا وَالْمُسْتَأْخِرِيْنَ وَاِنَّا اِنْ شَاءَ اللّٰهُ بِكُمْ لَلاَحِقُوْنَ.

২১২৮. হারূন ইব্ন সাঈদ আয়লী (র).....মুহাম্মদ ইব্ন কায়স (র) বলেন, আমি আয়েশা (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, আমি কি তোমাদের কাছে নবী ﷺ ও আমার সম্পর্কে বর্ণনা করব না? আমরা বললাম, হ্যাঁ, অবশ্যই বর্ণনা করুন। ইমাম মুসলিম (র) হাজ্জাজ আওয়ার (র) থেকে, যিনি শুনেছেন এরূপ উস্তাদ থেকে...... জনৈক কুরায়শী আবদুল্লাহ (র) নামক জনৈক কুরায়শী থেকে, মুহাম্মদ ইব্ন কায়স ইব্ন মাখরামা ইব্ন মুত্তালিব (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি একদিন বলেন, আমি কি তোমাদেরকে আমার ও আমার মায়ের কথা শুনাবো না? রাবী আবদুল্লাহ (র) বলেন, আমরা মনে করলাম, তিনি তার জন্মদাত্রী মায়ের কথা বলতে চাচ্ছেন। এরপর তিনি বললেন, আয়েশা (রা) বলেছেন, আমি কি তোমাদরেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও আমার সম্পর্কে বর্ণনা করব না? আমরা বললাম, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই বর্ণনা করুন। রাবী বলেন তিনি বললেন, নবী ﷺ আমার পালার যে রাতে আমার কাছে ছিলেন, সে রাতে তিনি বাইরে থেকে এসে চাদর রেখে দিলেন, জুতা খুলে নিলেন এবং জুতা দু'টি তাঁর পায়ের দিকে রেখে চাদরের এক কিনারা বিছানার উপর বিছিয়ে দিলেন এবং শুয়ে পড়লেন। তিনি এতটুকু সময় অপেক্ষা করেন যতটুকু সময়ে তিনি আমার ঘুমিয়ে পড়ার ধারণা করলেন। তারপর অতি সন্তর্পণে চাদর নিলেন, জুতা পরলেন ও দরজা খুলে বেরিয়ে গেলেন। তারপর সাবধানে দরজা বন্ধ করে চলে গেলেন। আমিও আমার ওড়না মাথায় দিলাম, জামা পরে নিলাম এবং ইযার বেঁধে নিলাম। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পিছনে পিছনে রওনা হলাম। তিনি জান্নাতুল বাকীতে পৌঁছে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলেন। তিনবার হাত উঠালেন। তারপর ফিরে আসতে লাগলেন, আমিও রওনা হয়ে পড়লাম। তিনি দ্রুতগতিতে আসতে লাগলেন, আমিও আমার গতি বাড়িয়ে দিলাম। তিনি দৌড়াতে শুরু করলেন, আমিও দৌড়াতে লাগলাম। তিনি ঘরে এসে পৌছলেন, আমিও তাঁর পূর্বক্ষণে এসে পৌঁছলাম এবং ঘরে প্রবেশ করেই শুয়ে পড়ার সাথে সাথে রাসূলুল্লাহ ﷺ এসে প্রবেশ করলেন এবং বললেন, হে আয়েশা! কী হয়েছে? তুমি যে হাঁপাচ্ছ ও তোমার পেটফুলে উঠছে? আমি বললাম, কিছু না। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তুমি বলে দাও, নতুবা সর্বজ্ঞ সূক্ষ্মদর্শী আল্লাহ আমাকে জানিয়ে দিবেন। 'আয়েশা (রা) বলেন, তখন আমি বললাম, হে আল্লাহ রাসূল! আমার পিতামাতা আপনার উপর কুরবান। অতঃপর ঘটনা বর্ণনা করলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আমার সামনে একটি মানুষের দেহের ছায়ার ন্যায় দেখা যাচ্ছিল, তা হলে সে ছায়া তুমিই ছিলে? আমি বললাম, হ্যাঁ। তখন তিনি আমার বুকে একটি ধাক্কা মারলেন, তাতে আমি ব্যথা পেলাম। তারপর বললেন, তুমি কি ধারণা করেছিলে আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূল তোমার প্রতি অবিচার করবেন? 'আয়েশা বললেন, হ্যাঁ, তাই। অনেক সময় মানুষ গোপন রাখতে চায়, আর আল্লাহ তা প্রকাশ করে দেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, জিবরীল (আ) এসেছিলেন। যখন তুমি আমাকে বের হতে দেখেছিলে। এসে আমাকে তিনি ডাকলেন এবং তোমার থেকে ব্যাপার গোপন রাখতে চাইলেন। আমি তাঁর ডাকে সাড়া দিলাম এবং তোমার থেকে গোপন রাখলাম। তিনি তোমার ঘরে প্রবেশ করতে চাচ্ছিলেন না, যেহেতু তুমি কাপড় রেখে দিয়েছিলে। আর আমি ধারণা করলাম তুমি ঘুমিয়ে পড়েছ, তাই তোমাকে জাগানো পসন্দ করি নি এবং আমার আশংকা হল তুমি (একাকী) ভয় পাবে। জিবরীল (আ) বললেন, আপনার রব আপনাকে আদেশ করেছেন, জান্নাতুল বাকীতে গিয়ে তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন। 'আয়েশা (রা) বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! তাদের জন্য আমরা কী বলব? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, এভাবে বল : "কবরবাসী মু'মিন মুসলমানদের প্রতি সালাম, আল্লাহ অগ্রগামী পশ্চাৎগামী সবার প্রতি দয়া করুন, আমরাও ইনশাআল্লাহ অবশ্য তোমাদের সাথে মিলিত হব।"

٢١٢٩- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنِ اَبِىْ شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْاَسَدِىُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُعَلِّمُهُمْ اِذَا

خَرَجُوْا اِلَى الْمَقَابِرِ فَكَانَ قَائِلُهُمْ يَقُوْلُ فِيْ رِوَايَةِ اَبِيْ بَكْرٍ السَّلاَمُ عَلٰى اَهْلِ الدِّيَارِ وَفِيْ رِوَايَةِ زُهَيْرٍ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ اَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَاِنَّا اِنْ شَاءَ اللّٰهُ لَلاَحِقُوْنَ اَسْأَلُ اللّٰهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ.

২১২৯. আবূ বাকর ইব্ন আবূ শায়বা ও যুহায়র ইব্ন হারব (র)...... বুরায়দা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে শিক্ষা দিতেন যখন তারা কবরস্থানে গমন করতেন, তখন তাদের লক্ষ্য করে বলতেন, [আবূ বকর (র)-এর বর্ণনা অনুযায়ী] "আসসালামু আলা আহলিদ দিয়ার" এবং যুহায়র-এর বর্ণনা "আসসালামু আলাইকুম কবরবাসী মু'মিন ও মুসলমানদের উপর সালাম বর্ষিত হোক। ইনশাআল্লাহ আমরাও অবশ্য তোমাদের সাথে মিলিত হব। আমাদের এবং তোমাদের সবার জন্য আল্লাহর নিকট শান্তি ও নিরাপত্তা প্রার্থনা করছি।"

٢١٣٠- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اَيُّوْبَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ وَاللَّفْظُ لِيَحْيٰى قَالاَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ يَزِيْدَ يَعْنِيْ ابْنَ كَيْسَانَ عَنْ اَبِيْ حَازِمٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِسْتَأْذَنْتُ رَبِّيْ اَنْ اَسْتَغْفِرَ لِاُمِّيْ فَلَمْ يَأْذَنْ لِيْ وَاسْتَأْذَنْتُهُ اَنْ اَزُوْرَ قَبْرَهَا فَاَذِنَ لِيْ.

২১৩০. ইয়াহয়া ইব্ন আয়্যুব ও মুহাম্মদ ইব্ন আব্বাদ (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আমি আমার রব্বের কাছে আমার আম্মার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করার অনুমতি চেয়েছিলাম কিন্তু আমাকে অনুমতি দেয়া হয়নি। অতঃপর তার কবর যিয়ারত করার অনুমতি চেয়েছিলাম, তখন অনুমতি দেয়া হয়েছে।

٢١٣١- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ اَبِيْ حَازِمٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ زَارَ النَّبِيُّ ﷺ قَبْرَ اُمِّهِ فَبَكٰى وَاَبْكٰى مَنْ حَوْلَهُ فَقَالَ ﷺ اِسْتَأْذَنْتُ رَبِّيْ فِيْ اَنْ اَسْتَغْفِرَ لَهَا فَلَمْ يُؤْذَنْ لِيْ وَاسْتَأْذَنْتُهُ فِيْ اَنْ اَزُوْرَ قَبْرَهَا فَاَذِنَ لِيْ فَزُوْرُوْا الْقُبُوْرَ فَاِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْمَوْتَ.

২১৩১. আবূ বাক্‌র ইব্ন আবূ শায়বা ও যুহায়র ইব্ন হারব (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর আম্মার কবর যিয়ারত করলেন এবং কাঁদলেন, উপস্থিত সবাইকেও কাঁদালেন। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আমি আল্লাহর নিকট তাঁর জন্য ইস্তিগফার করার অনুমতি চেয়েছিলাম, আমাকে অনুমতি দেয়া হয়নি, অতঃপর তাঁর কবর যিয়ারত করার অনুমতি চাইলাম তখন অনুমতি দেয়া হল। তোমরা কবর যিয়ারত করতে থাক, কবর পরকাল স্মরণ করিয়ে দেয়।

٢١٣٢- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى وَاللَّفْظُ لِاَبِيْ بَكْرٍ وَابْنِ نُمَيْرٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ اَبِيْ سِنَانٍ وَهُوَ ضِرَارُ بْنُ مُرَّةَ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ

الْقُبُوْرِ فَزُوْرُوْهَا وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُوْمِ الْاَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلاَثٍ فَامْسِكُوْا مَابَدَالَكُمْ وَنَهَيْتُكُمْ عَنِ النَّبِيْذِ الاَّ فِيْ سِقَاءٍ فَاشْرَبُوْا فِي الْاَسْقِيَةِ كُلِّهَا وَلاَتَشْرَبُوْا مُسْكِرًا قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ فِيْ رِوَايَتِهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ.

২১৩২. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা, মুহাম্মদ ইব্‌ন 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন নুমায়র ও মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না (র)...... বুরায়দা (রা)' বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আমি তোমাদেরকে কবর যিয়ারত করতে নিষেধ করতাম, এখন তোমরা যিয়ারত কর। তিনদিনের অধিক কুরবানীর গোশ্‌ত খেতে নিষেধ করতাম, এখন যত দিন সম্ভব রাখতে পার এবং নবীয (খেজুর ভিজানো পানি) পান করতে নিষেধ করতাম মশ্‌ক ব্যতীত অন্যান্য পাত্রে। এখন সকল পাত্রে পান কর, কিন্তু নেশাকর বস্তু পান করো না। ইব্‌ন নুমায়র তাঁর বর্ণনায় عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ বলেছেন।

٢١٣٣- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى قَالَ اَخْبَرَنَا اَبُوْ خَيْثَمَةَ عَنْ زُبَيْدِ الْيَامِيِّ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ اُرَاهُ عَنْ اَبِيْهِ (الشَّكُّ مِنْ اَبِيْ خَيْثَمَةَ) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا قَبِيْصَةُ بْنُ سُفْيَانَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ عُمَرَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ جَمِيْعًا عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ عَطَاءِ الْخُرَاسَانِيِّ قَالَ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ كُلُّهُمْ بِمَعْنٰى حَدِيْثِ اَبِيْ سِنَانٍ.

২১৩৩. ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)....... সুলায়মান ইব্‌ন বুরায়দা (র) তার পিতার সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। অন্য সূত্রে ইব্‌ন আবূ 'উমর, মুহাম্মদ ইব্‌ন রাফি', আবদ ইব্‌ন হুমায়দ (র).... আবদুল্লাহ ইব্‌ন বুরায়দা (র) তাঁর পিতার সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তবে তাঁরা সবাই আবূ সিনান (র)-এর মর্মের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٣٠- بَابُ تَرْكِ الصَّلاَةِ عَلَى الْقَاتِلِ نَفْسَهُ

৩০. পরিচ্ছেদ : আত্মহত্যাকারীর জানাযা না পড়া

٢١٣٤- حَدَّثَنَا عَوْنُ بْنُ سَلاَّمٍ الْكُوْفِيُّ قَالَ اَخْبَرَنَا زُهَيْرٌ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ اُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِرَجُلٍ قَتَلَ نَفْسَهُ بِمَشَاقِصَ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ.

২১৩৪. 'আওন ইব্‌ন সাল্লাম আল-কূফী (র).... জাবির ইব্‌ন সামুরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এক ব্যক্তির জানাযা আনা হলো, যে তীরদ্বারা আত্মহত্যা করেছে, তিনি তার জানাযা পড়েন নি।

كِتَابُ الزَّكَاةِ

অধ্যায় : যাকাত

٢١٣٥- وَحَدَّثَنِيْ عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُكَيْرٍ النَّاقِدُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ سَأَلْتُ عَمْرَو بْنَ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ فَأَخْبَرَنِيْ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ وَلاَفِيْمَا دُوْنَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ وَلاَفِيْمَا دُوْنَ خَمْسِ أَوَاقِيَ صَدَقَةٌ.

২১৩৫. আম্‌র ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন বুকায়র আন-নাকিদ (র)...... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, পাঁচ ওয়াসাকের[১] কম পরিমাণ মালে যাকাত নেই, পাঁচ উটের কম সংখ্যায় যাকাত নেই এবং পাঁচ উকিয়ার কম পরিমাণে (রৌপ্যে) যাকাত নেই।

٢١٣٦- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ قَالَ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ ح وَحَدَّثَنِيْ عَمْرٌو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيْسَ كِلاَهُمَا عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى بِهٰذَا الاِسْنَادِ مِثْلَهُ.

২১৩৬. মুহাম্মদ ইব্‌ন রুম্‌হ ইব্‌ন মুহাজির ও আমরুন নাকিদ (র)...... আম্‌র ইব্‌ন ইয়াহ্‌য়া (র)-এর সূত্রে এ সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٢١٣٧- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِيْ عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ عَنْ أَبِيْهِ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيْدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُوْلُ

---

১. এক ওয়াসাক ষাট সা‘। ইমাম আযম আবূ হানীফা (র)-এর মতে এক সা‘ আট রতল, বর্তমান প্রচলিত হিসাব অনুসারে এক সা‘=৩ সের ৯ ছটাক। সুতরাং পাঁচ ওয়াসাকে ২৬ মণ ২৮ সের ৯ ছটাক।

এক উকিয়া-৪০ দিরহাম। পাঁচ উকিয়া আমাদের প্রচলিত হিসাব অনুসারে 'সাড়ে বায়ান্ন' তোলার সমান। ইমাম শাফিঈ, আবূ ইউসুফ, মুহাম্মদ ও জমহূরের মতে উৎপাদিত ফল ও ফসলে যাকাত ধার্য হওয়ার নিম্নতম পরিমাণ হচ্ছে পাঁচ ওয়াসাক। এর কম পরিমাণের উপর যাকাত ধার্য হবে না। কিন্তু ইমাম আযম আবূ হানীফা ও উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয (র)-এর মতে উৎপাদিত ফল ও ফসলের উপর যাকাত ধার্য হবে না; বরং উশ্‌র (উৎপাদনের এক-দশমাংশ) বা অর্ধ উশ্‌র ধার্য হবে। উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ পাঁচ ওয়াসাকের কম হলেও তার উপর উশ্‌র ধার্য হবে। ইমাম আযম আবূ হানীফা (র)-এর মতে স্বল্পস্থায়ী শস্য যেমন শাকসব্জি ইত্যাদির উপরও উশ্‌র ধার্য হবে। কিন্তু অন্যান্য ইমামদের মতে এই সমস্ত বস্তুর উপর উশ্‌র ধার্য হবে না।

سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ وَاَشَارَ النَّبِىُّ ﷺ بِكَفِّهِ بِخَمْسِ اَصَابِعِهِ ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيْثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ.

২১৩৭. মুহাম্মদ ইব্‌ন রাফি' (র)...... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি তাঁর হাতের পাঁচ আঙ্গুলের দ্বারা ইংগিত করেছিলেন। তারপর রাবী ইব্‌ন উয়ায়না (র) বর্ণিত পূর্ব হাদীসটির অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٢١٣٨- وَحَدَّثَنِىْ اَبُوْ كَامِلٍ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنِ الْجَحْدَرِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرٌ يَّعْنِى ابْنَ مُفَضَّلٍ قَالَ حَدَّثَنَا غَزِيَّةُ عَنْ بْنِ عُمَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا سَعِيْدٍ الْخُدْرِىَّ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسَةِ اَوْسُقٍ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيْمَادُوْنَ خَمْسِ اَوَاقٍ صَدَقَةٌ.

২১৩৮. আবূ কামিল ফুযায়ল ইব্‌ন হুসায়ন জাহ্‌দারী (র)...... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, পাঁচ ওয়াসাকের কম পরিমাণ মালে যাকাত নেই, পাঁচ উটের কম সংখ্যায় যাকাত নেই এবং পাঁচ উকিয়ার কম পরিমাণ (রূপায়) যাকাত নেই।

٢١٣٩- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ اُمَيَّةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسَةِ اَوْسَاقٍ مِنْ تَمْرٍ وَلاَ حَبٍّ صَدَقَةٌ.

২১৩৯. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা, আমরুন নাকিদ ও যুহায়র ইব্‌ন হারব (র)...... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, পাঁচ ওয়াসাকের কম পরিমাণ খেজুরে এবং ঐ পরিমাণ শস্যের কমে যাকাত নেই।

٢١٤٠- وَحَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ يَعْنِى ابْنَ مَهْدِىٍّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ اُمَيَّةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ لَيْسَ فِىْ حَبٍّ وَلاَ تَمْرٍ صَدَقَةٌ حَتّٰى يَبْلُغَ خَمْسَةَ اَوْسُقٍ وَلاَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ وَلاَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسِ اَوَاقٍ صَدَقَةٌ.

২১৪০. ইসহাক ইব্‌ন মানসূর (র)..... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন, শস্য এবং খেজুরের পাঁচ ওয়াসাকের কমে যাকাত নেই, পাঁচ উটের কম সংখ্যায় যাকাত নেই এবং পাঁচ উকিয়ার কম পরিমাণে (রূপায়) যাকাত নেই।

٢١٤١- وَحَدَّثَنِىْ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ اٰدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِىُّ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ اُمَيَّةَ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ مِثْلَ حَدِيْثِ ابْنِ مَهْدِىٍّ.

২১৪১. 'আব্‌দ ইব্‌ন হুমায়দ (র)..... ইসমাঈল ইব্‌ন উমায়্যা (র)-এর সূত্রে এই সনদে আবদুর রহমান ইব্‌ন মাহদী (র)-এর অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٢١٤٢- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ وَمَعْمَرٌ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ اُمَيَّةَ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ مِثْلَ حَدِيْثِ ابْنِ مَهْدِيٍّ وَيَحْيَى بْنِ اٰدَمَ غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ بَدَلَ التَّمْرِ ثَمَرٍ.

২১৪২. মুহাম্মদ ইব্‌ন রাফি' (র).... ইসমাঈল ইব্‌ন উমায়্যা (র)-এর সূত্রে এ সনদে আবদুর রহমান ইব্‌ন মাহদী ও ইয়াহ্‌য়া ইব্‌ন আদম (র)-এর অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে এই হাদীসের মধ্যে খেজুরের (تَمرٍ) স্থলে ফলের (ثَمرٍ) কথা উল্লেখ রয়েছে।

٢١٤٣- حَدَّثَنَا هٰرُوْنُ بْنُ مَعْرُوْفٍ وَهٰرُوْنُ بْنُ سَعِيْدٍ الْاَيْلِيُّ قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِيْ عِيَاضُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ قَالَ لَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسِ اَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنَ الْاِبِلِ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسَةِ اَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ.

২১৪৩. হারূন ইব্‌ন মারূফ ও হারূন ইব্‌ন সাঈদ আয়লী (র)...... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, পাঁচ উকিয়ার কম রূপায় যাকাত নেই, পাঁচ উটের কমে যাকাত নেই এবং পাঁচ ওয়াসাকের কম পরিমাণ খেজুরে যাকাত নেই।

٢١٤٤- حَدَّثَنِيْ اَبُوْ الطَّاهِرِ اَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ وَهٰرُوْنُ بْنُ سَعِيْدٍ الْاَيْلِيُّ وَعَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ وَالْوَلِيْدُ بْنُ شُجَاعٍ كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ اَبُوْ الطَّاهِرِ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ اَنَّ اَبَا الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ اَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَذْكُرُ اَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ فِيْمَا سَقَتِ الْاَنْهَارُ وَالْغَيْمُ الْعُشْرُ وَفِيْمَا سُقِىَ بِالسَّانِيَةِ نِصْفُ الْعُشْرِ.

২১৪৪. আবূ তাহির, আহমাদ ইব্‌ন 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'আমর ইব্‌ন সারাহ্‌, হারূন ইব্‌ন সাঈদ আয়লী, 'আমর ইব্‌ন সাওয়াদ এবং ওয়ালীদ ইব্‌ন সূজা (র)...... জাবির ইব্‌ন 'আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছেন, যে ভূমি নদ-নদী ও বৃষ্টির পানিদ্বারা সিঞ্চিত হয়, তাতে উশ্‌র (এক-দশমাংশ) ওয়াজিব হবে। আর যে ভূমিতে উটের দ্বারা পানি সেচ করা হয়, তাতে অর্ধ-উশ্‌র ওয়াজিব হবে।

٢١٤٥- وَحَدَّثَنَا يَحْيَي بْنُ يَحْيَى التَّمِيْمِيُّ قَالَ قَرَأْتُ عَلٰى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِيْ عَبْدِهٖ وَلاَفَرَسِهٖ صَدَقَةٌ.

২১৪৫. ইয়াহ্য়া ইব্‌ন ইয়াহ্য়া তামীমী (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, মুসলিমের উপর তার গোলাম (ব্যক্তিগত প্রয়োজনের) এবং ঘোড়ার মধ্যে কোন যাকাত নেই।

٢١٤٦- وَحَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ بْنُ مُوْسٰى عَنْ مَكْحُوْلٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (قَالَ عَمْرٌو) عَنِ النَّبِىِّ ﷺ (وَقَالَ زُهَيْرٌ يَبْلُغُ بِهِ) لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِىْ عَبْدِهٖ وَلاَ فَرَسِهٖ صَدَقَةٌ.

২১৪৬. আমরুন নাকিদ ও যুহায়র ইব্‌ন হারব (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম ﷺ বলেছেন, মুসলমানের উপর তার (ব্যক্তিগত প্রয়োজনের) গোলাম এবং ঘোড়ার মধ্যে কোন যাকাত নেই।

٢١٤٧- حَدَّثَنَا يَحْيَي بْنُ يَحْيٰى قَالَ اَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ ابْنُ زَيْدٍ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِبْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ كُلُّهُمْ عَنْ خُثَيْمِ بْنِ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ بِمِثْلِهٖ.

২১৪৭. ইয়াহ্য়া ইব্‌ন ইয়াহ্য়া, কুতায়বা ও আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী করীম ﷺ থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٢١٤٨- وَحَدَّثَنِىْ اَبُوْ الطَّاهِرِ وَهٰرُوْنُ بْنُ سَعِيْدِ الْاَيْلِىُّ وَاَحْمَدُ بْنُ عِيْسٰى قَالُوْا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ مَخْرَمَةُ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَيْسَ فِى الْعَبْدِ صَدَقَةٌ اِلاَّ صَدَقَةُ الْفِطْرِ.

২১৪৮. আবূ তাহির, হারূন ইব্‌ন সাঈদ আয়লী ও আহমাদ ইব্‌ন ঈসা (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, গোলামের মধ্যে (মনিবের উপর) যাকাত নেই। তবে সাদকায়ে ফিতর আছে।

٢١٤٩- وَحَدَّثَنِىْ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ بَعَثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عُمَرَ عَلَى الصَّدَقَةِ فَقِيْلَ مَنَعَ ابْنُ جَمِيْلٍ وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيْدِ وَالْعَبَّاسُ عَمُّ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا يَنْقِمُ ابْنُ جَمِيْلٍ اِلاَّ اَنَّهٗ كَانَ فَقِيْرًا فَاَغْنَاهُ اللّٰهُ وَاَمَّا خَالِدٌ فَاِنَّكُمْ تَظْلِمُوْنَ خَالِدًا قَدِ احْتَبَسَ اَدْرَاعَهٗ وَاَعْتَادَهٗ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَاَمَّا الْعَبَّاسُ فَهِىَ عَلَىَّ وَمِثْلُهَا مَعَهَا ثُمَّ قَالَ يَاعُمَرُ اَمَا شَعَرْتَ اَنَّ عَمَّ الرَّجُلِ صِنْوُ اَبِيْهِ.

২১৪৯. যুহায়র ইব্‌ন হারব (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ উমর (রা)-কে যাকাত আদায়ের জন্য প্রেরণ করেন। এরপর তাঁকে বলা হল ইব্‌ন জামীল, খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ ও

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চাচা আব্বাস (রা) যাকাত দিতে অস্বীকার করেছেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, ইব্ন জামীল তো নিঃস্ব ছিল। অতঃপর আল্লাহ তাকে বিত্তশালী করেছেন, এখন সে তারই প্রতিশোধ নিচ্ছে। আর খালিদের কথা এই যে, তোমরা তার প্রতি যুলুম করছ, কেননা সে তার লৌহবর্ম ও যুদ্ধ সরঞ্জমাদি আল্লাহর পথে বিলিয়ে দিয়েছে। আর আব্বাস, তাঁর (উপর দাবিকৃত) যাকাত এবং তৎসঙ্গে অনুরূপ পরিমাণ আদায় করা আমার দায়িত্বে। এরপর তিনি বললেন, হে উমর! তুমি কি জান না? চাচা বাপের সমমর্যাদাসম্পন্ন।

١-بَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ

১. পরিচ্ছেদ : সাদকা-ই-ফিতর

٢١٥٠- وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَي بْنُ يَحْيٰى وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ قَرَأْتُ عَلٰى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ اَوْصَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ عَلٰى كُلِّ حُرٍّ اَوْعَبْدٍ ذَكَرٍ اَوْاُنْثٰى مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ.

২১৫০. 'আবদুল্লাহ ইব্ন মাসলামা ইব্ন কা'নাব, কুতায়বা ইব্ন সাঈদ ও ইয়াহয়া ইব্ন ইয়াহয়া (র)...... 'ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ মানুষের উপর রমযানের সাদকা-ই-ফিতর ধার্য করেছেন প্রতিজন মুসলিম স্বাধীন পুরুষ ও মহিলার উপর এক সা' খেজুর অথবা এক সা' যব।

٢١٥١- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِيْ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَاَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ فَرَضَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ اَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ عَلٰى كُلِّ عَبْدٍ اَوْحُرٍّ صَغِيْرٍ اَوْكَبِيْرٍ.

২১৫১. ইব্ন নুমায়র ও আবূ বাকর ইব্ন আবূ শায়বা (র)...... ইব্ন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ক্রীতদাস ও স্বাধীন, ছোট-বড় প্রত্যেকের উপর সাদকাতুল ফিতর হিসেবে এক সা' খেজুর অথবা এক সা' যব নির্ধারিত করেন।

٢١٥٢- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى قَالَ اَخْبَرَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ فَرَضَ النَّبِيُّ ﷺ صَدَقَةَ رَمَضَانَ عَلَى الْحُرِّ وَالْعَبْدِ وَالذَّكَرِ وَالْاُنْثٰى صَاعًا مِنْ تَمْرٍ اَوْصَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ قَالَ فَعَدَلَ النَّاسُ بِهٖ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ.

২১৫২. ইয়াহ্য়া ইব্ন ইয়াহ্য়া (র)......ইব্ন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ রমযানের সাদকা (সাদকাতুল ফিত্র) বাবদ স্বাধীন ও ক্রীতদাস, পুরুষ ও মহিলা সকলের উপর এক সা' খেজুর অথবা এক সা' যব নির্ধারিত করেন। রাবী বলেন, এরপর লোকেরা অর্ধ সা' গমকে এক সা'র সমান করে নিয়েছে।

٢١٥٣- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ فقَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالَ اَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ صَاعٍ مِنْ تَمْرٍ اَوْصَاعٍ مِنْ شَعِيْرٍ قَالَ ابْنُ عُمَرَ فَجَعَلَ النَّاسُ اِدْلَهٗ مُدَّيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ.

২১৫৩. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ ও মুহাম্মদ ইব্‌ন রুম্‌হ (র)...... আবদুল্লাহ ইব্‌ন ‘উমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সাদকাতুল ফিতর হিসেবে এক সা‘ খেজুর অথবা এক সা‘ যব আদায় করার নির্দেশ দিয়েছেন। ইব্‌ন উমর (রা) বলেন, (পরবর্তীকালে) লোকেরা গমের দু’মুদকে তার সমপরিমাণ ধরে নিয়েছে।

٢١٥٤- وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُبْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ فُدَيْكٍ قَالَ اَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلٰى كُلِّ نَفْسٍ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ حُرٍّ اَوْعَبْدٍ اَوْرَجُلٍ اَوِ امْرَأَةٍ صَغِيْرٍ اَوْكَبِيْرٍ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ اَوْصَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ.

২১৫৪. মুহাম্মদ ইব্‌ন রাফি‘ (র)...... ‘আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ স্বাধীন ও ক্রীতদাস, নর ও নারী, ছোট ও বড় প্রত্যেক মুসলমানের উপর রমযানের সাদকাতুল ফিতর বাবদ এক সা‘ খেজুর অথবা এক সা‘ যব নির্ধারণ করে দিয়েছেন।

٢١٥٥- حَدَّثَنَا يَحْيَي بْنُ يَحْيٰى قَالَ قَرَأْتُ عَلٰى مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ اَبِىْ سَرْحٍ اَنَّهٗ سَمِعَ اَبَا سَعِيْدِ الْخُدْرِىْ يَقُوْلُ كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ اَوْصَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ اَوْصَاعًا مِنْ تَمْرٍ اَوْصَاعًا مِنْ اَقِطٍ اَوْصَاعًا مِنْ زَبِيْبٍ.

২১৫৫. ইয়াহ্‌য়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌য়া (র)...... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, আমরা সাদকাতুল ফিতর বাবদ এক সা‘ খাদ্য (গম) অথবা এক সা‘ যব অথবা এক সা‘ খেজুর অথবা এক সা‘ পনির কিংবা এক সা‘ কিশমিশ প্রদান করতাম।

٢١٥٦- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ قَالَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ يَعْنِى ابْنَ قَيْسٍ عَنْ عِيَاضِ ابْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ قَالَ كُنَّا نُخْرِجُ اِذْ كَانَ فِيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ كُلِّ صَغِيْرٍ وَكَبِيْرٍ حُرٍّ اَوْمَمْلُوْكٍ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ اَوْصَاعًا مِنْ اَقِطٍ اَوْصَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ اَوْصَاعًا مِنْ تَمْرٍ اَوْصَاعًا مِنْ زَبِيْبٍ فَلَمْ نَزَلْ نُخْرِجُهٗ حَتّٰى قَدِمَ عَلَيْنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ اَبِىْ سُفْيَانُ حَاجًّا اَوْمُعْتَمِرًا فَكَلَّمَ النَّاسَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَكَانَ فِيْمَا كَلَّمَ بِهِ النَّاسَ اَنْ قَالَ اِنِّىْ اَرٰى اَنَّ مُدَّيْنِ مِنْ سَمْرَاءِ الشَّامِ تَعْدِلُ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ فَاَخَذَ النَّاسُ بِذَالِكَ قَالَ اَبُوْ سَعِيْدٍ فَاَمَّا اَنَا فَلَا اَزَالُ اُخْرِجُهٗ كَمَا كُنْتُ اُخْرِجُهٗ اَبَدًا مَا عِشْتُ.

২১৫৬. আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসলামা ইব্‌ন কা'নাব (র)...... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন আমাদের মধ্যে ছিলেন, তখন আমরা ছোট ও বড়, স্বাধীন ও ক্রীতদাস প্রত্যেকের পক্ষ হতে সাদকাতুল ফিতর বাবদ এক সা' পরিমাণ খাদ্য অথবা এক সা' পনির অথবা এক সা' যব অথবা এক সা' খেজুর অথবা এক সা' কিশমিশ প্রদান করতাম। এভাবেই আমরা তা আদায় করতে থাকি। পরে মু'আবিয়া ইব্‌ন আবূ সুফয়ান (রা) হজ্জ অথবা উমরার উদ্দেশ্যে যখন আমাদের নিকট আসলেন তখন তিনি মিম্বরে আরোহণ করে উপস্থিত লোকদের সাথে এ বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করলেন। আলোচনার এক পর্যায়ে তিনি বললেন, আমার মতে সিরিয়ার দু'মুদ গম এক সা' খেজুরের সমান। লোকেরা তা গ্রহণ করে নিলেন। আবূ সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, আমি তো যতদিন জীবিত থাকব ঐভাবেই সাদকাতুল ফিতর আদায় করব, যেভাবে আমি (পূর্বে) আদায় করতাম।

٢١٥٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ اُمَيَّةَ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عِيَاضُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ اَبِىْ سَرْحٍ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا سَعِيْدِ الْخُدْرِىَّ يَقُوْلُ كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِيْنَا عَنْ كُلِّ صَغِيْرٍ وَكَبِيْرٍ حُرٍّ وَمَمْلُوْكٍ مِنْ ثَلاَثَةِ اَصْنَافٍ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ صَاعًا مِنْ اَقْطٍ صَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ فَلَمْ نَزَلْ نُخْرِجُهُ كَذَالِكَ حَتّٰى كَانَ مُعَاوِيَةُ فَرَاٰى اَنَّ مُدَّيْنِ مِنْ بُرٍّ تَعْدِلُ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ قَالَ اَبُوْ سَعِيْدٍ فَاَمَّا اَنَا فَلاَ اَزَالُ اُخْرِجُهُ كَذَالِكَ.

২১৫৭. মুহাম্মদ ইব্‌ন রাফি' (র)..... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন আমাদের মধ্যে ছিলেন, তখন আমরা ছোট ও বড়, স্বাধীন ও ক্রীতদাস প্রত্যেকের পক্ষ হতে তিন প্রকার বস্তু থেকে সাদকাতুল ফিতর আদায় করতাম; এক সা' খেজুর, এক সা' পনির অথবা এক সা' যব। এভাবে আমরা সাদকাতুল ফিত্‌র আদায় করছিলাম। অতঃপর মু'আবিয়া (রা)-এর সময় আসল। তখন তিনি বললেন, দু'মুদ গম এক সা' খেজুরের সমান। আবূ সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, আমি তো সর্বদা পূর্বের ন্যায়ই আদায় করতে থাকব।

٢١٥٨- وَحَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ ذُبَابٍ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ سَرْحٍ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ ثَلاَثَةِ اَصْنَافٍ الاَقِطِ وَالتَّمْرِ وَالشَّعِيْرِ.

২১৫৮. মুহাম্মদ ইব্‌ন রাফি' (র)....... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা পনির, খেজুর ও যব এ তিন প্রকার বস্তু থেকে সাদকাতুল ফিত্‌র আদায় করতাম।

٢١٥٩- وَحَدَّثَنِىْ عَمْرٌو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ سَرْحٍ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ اَنَّ مُعَاوِيَةَ لَمَّا جَعَلَ نِصْفَ الصَّاعِ مِنَ الْحِنْطَةِ عَدْلَ صَاعٍ مِنْ تَمْرٍ اَنْكَرَ ذَالِكَ اَبُوْ سَعِيْدٍ وَقَالَ لاَ اُخْرِجُ فِيْهَا اِلاَّ الَّذِىْ كُنْتُ اُخْرِجُ فِىْ عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ اَوْصَاعًا مِنْ زَبِيْبٍ اَوْصَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ اَوْصَاعًا مِنْ اَقِطٍ.

২১৫৯. আমরুন নাকিদ (র)...... আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রা) থেকে বর্ণিত যে, মু'আবিয়া (রা) যখন অর্ধ সা' গমকে এক সা' খেজুরের সমপরিমাণ নির্ধারণ করলেন, তখন আবূ সাঈদ (রা) তা মেনে নিলেন না এবং বললেন, আমি সাদকাতুল ফিত্‌র রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সময়ে যা আদায় করতাম, এখনও তাই আদায় করব-এক সা' খেজুর অথবা এক সা' কিশমিশ অথবা এক সা' যব কিংবা এক সা' পণির।

٢١٦٠- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى قَالَ اَخْبَرَنَا اَبُوْ خَيْثَمَةَ عَنْ مُوْسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ اَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ اَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوْجِ النَّاسِ اِلَى الصَّلَاةِ.

২১৬০. ইয়াহ্‌য়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌য়া (র)...... ইব্‌ন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ লোকদের (ঈদের) সালাতে গমনের পূর্বেই সাদকাতুল ফিতর আদায় করার নির্দেশ দিয়েছেন।

٢١٦١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِى فُدَيْكٍ قَالَ اَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَمَرَ بِاِخْرَاجِ زَكَاةِ الْفِطْرِ اَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوْجِ النَّاسِ اِلَى الصَّلَاةِ.

২১৬১. মুহাম্মদ ইব্‌ন রাফি' (র)..... 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ লোকদের (ঈদের) সালাত গমনের পূর্বেই সাদকাতুল ফিত্‌র আদায় করার নির্দেশ দিয়েছেন।

٢- بَابُ اِثْمِ مَانِعِ الزَّكَاةِ

২. পরিচ্ছেদ : যাকাত অনাদায়কারীর অপরাধ

٢١٦٢- وَحَدَّثَنِى سُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَفْصٌ يَعْنِى ابْنَ مَيْسَرَةَ الصَّنْعَانِىَّ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ اَنَّ اَبَا صَالِحٍ ذَكْوَانَ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَامِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ لَايُؤَدِّى مِنْهَا حَقَّهَا اِلَّا اِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ فَاُحْمِىَ عَلَيْهَا فِى نَارِ جَهَنَّمَ فَيُكْوٰى بِهَا جَنْبُهُ وَجَبِيْنُهُ وَظَهْرُهُ كُلَّمَا بَرَدَتْ اُعِيْدَتْ لَهُ فِىْ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِيْنَ اَلْفَ سَنَةٍ حَتّٰى يُقْضٰى بَيْنَ الْعِبَادِ فَيُرٰى سَبِيْلُهُ اِمَّا اِلَى الْجَنَّةِ وَاِمَّا اِلَى النَّارِ قِيْلَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ فَالْاِبِلُ قَالَ وَلَا صَاحِبُ اِبِلٍ لَايُؤَدِّى مِنْهَا حَقَّهَا وَمِنْ حَقِّهَا حَلَبُهَا يَوْمَ وِرْدِهَا اِلَّا اِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ بُطِحَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ اَوْفَرَمَا كَانَتْ لَايُفْقَدُ مِنْهَا فَصِيْلًا وَاحِدًا تَطَؤُهُ بِاَخْفَافِهَا وَتَعَضُّهُ بِاَفْوَاهِهَا كُلَّمَا مَرَّعَلَيْهِ اُوْلَاهَا رُدَّ عَلَيْهِ اُخْرَاهَا فِىْ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِيْنَ اَلْفَ سَنَةٍ حَتّٰى يُقْضٰى بَيْنَ الْعِبَادِ فَيُرٰى سَبِيْلُهُ اَمَّا اِلَى الْجَنَّةِ وَاِمَّا اِلَى النَّارِ قِيْلَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَالْبَقَرُ وَالْغَنَمُ قَالَ وَلَا صَاحِبُ بَقَرٍ وَلَا غَنَمٍ لَايُؤَدِّى مِنْهَا حَقَّهَا اِلَّا اِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ بُطِحَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ لَايَفْقِدُمِنْهَا شَيْئًا لَيْسَ فِيْهَا عَقْصَاءُ وَلَا جَلْحَاءُ وَلَا عَضْبَاءُ تَنْطِحُه بِقُرُوْنِهَا وَتَطَؤُهُ

بِاَظْلاَفِهَا كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ اُوْلاَهَا رُدَّ عَلَيْهِ اُخْرَاهَا فِىْ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِيْنَ اَلْفَ سَنَةٍ حَتّٰى يُقْضٰى بَيْنَ الْعِبَادِ فَيُرٰى سَبِيْلُهُ اِمَّا اِلَى الْجَنَّةِ وَاِمَّا اِلَى النَّارِ قِيْلَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَالْخَيْلُ قَالَ الْخَيْلُ ثَلاَثَةٌ هِىَ لِرَجُلٍ وِزْرٌ وَهِىَ لِرَجُلٍ سِتْرٌ وَهِىَ لِرَجُلٍ اَجْرٌ فَاَمَّا الَّتِىْ هِىَ لَهُ وِزْرٌ فَرَجُلٌ رَبَطَهَا رِيَاءً وَفَخْرًا وَنِوَاءً عَلَى اَهْلِ الْاِسْلاَمِ فَهِىَ لَهُ وِزْرٌ وَاَمَّا الَّتِىْ هِىَ لَهُ سِتْرٌ فَرَجُلٌ رَبَطَهَا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ لَمْ يَنْسَ حَقَّ اللّٰهِ فِىْ ظُهُوْرِهَا وَلاَ رِقَابِهَا فَهِىَ لَهُ سِتْرٌ وَاَمَّا الَّتِىْ هِىَ لَه اَجْرٌ فَرَجُلٌ رَبَطَهَا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لاَهْلِ الْاِسْلاَمِ فِىْ مَرْجٍ وَرَوْضَةٍ فَمَا اَكَلَتْ مِنْ ذَالِكَ الْمَرْجِ اَوِالرَّوْضَةِ مِنْ شَىْءٍ اِلاَّ كُتِبَ لَهُ عَدَدَ مَا اَكَلَتْ حَسَنَاتٌ وَكُتِبَ لَهُ عَدَدَ اَرْوَاثِهَا وَاَبْوَالِهَا حَسَنَاتٌ وَلاَ تَقْطَعُ طِوَلَهَا فَاسْتَنَّتْ شَرَفًا اَوْ شَرَفَيْنِ اِلاَّ كَتَبَ اللّٰهُ لَهُ عَدَدَ اٰثَارِهَا وَاَرْوَاثِهَا حَسَنَاتٍ وَلاَ مَرَّبِهَا صَاحِبُهَا عَلٰى نَهْرٍ فَشَرِبَتْ مِنْهُ وَلاَ يُرِيْدُ اَنْ يَسْقِيْهَا اِلاَّ كَتَبَ اللّٰهُ عَدَدَ مَاشَرِبَتْ حَسَنَاتٍ قِيْلَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ فَالْحُمُرُ قَالَ مَااُنْزِلَ عَلَىَّ فِىْ الْحُمُرِ شَىْءٌ اِلاَّ هٰذِهِ الْاٰيَةُ الْفَاذَّةُ الْجَامِعَةُ **فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهُ وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهُ.**

২১৬২. সুওয়ায়দ ইব্‌ন সাঈদ (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কোন স্বর্ণ ও রৌপ্যের মালিক যদি এগুলোর হক (যাকাত) আদায় না করে তবে কিয়ামতের দিনে তার জন্য আগুনের পাত তৈরি করা হবে। তারপর জাহান্নামের অগ্নিতে উত্তপ্ত করে তা দিয়ে তার পার্শ্বে, ললাটে ও পৃষ্ঠদেশে দাগ দেয়া হবে। এরপর যখন উত্তপ্ততা কমে যাবে, তখন পুনরায় তা উত্তপ্ত করা হবে। এভাবে চলতে থাকবে দিনভর, যার পরিমাণ হবে পঞ্চাশ হাজার বছর, যে পর্যন্ত না বান্দাদের মধ্যে ফয়সালা হবে। অতঃপর দেখানো হবে তার পথ হয় জান্নাতের দিকে, না হয় জাহান্নামের দিকে। বলা হল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! উট সম্বন্ধে বিধান কি? তিনি বললেন, আর উটের একটা হক হল, পানি পান করার দিন তা দোহন করা। উটের কোন মালিক যদি এর হক আদায় না করে তবে কিয়ামতের দিন তাকে এক প্রশস্ত প্রান্তরে অধঃমুখী করে শায়িত করা হবে। তারপর ঐ উট পূর্বের চাইতেও অধিক মোটাতাজা অবস্থায় মালিকের নিকট উপস্থিত হবে। এমনকি একটি বাচ্চাও বাদ পড়বে না এবং স্বীয় খুরদ্বারা উটের মালিককে পায়ে মাড়াতে থাকবে ও মুখে কামড়াতে থাকবে। মালিককে দলিত করে একটি উট চলে গেলে অপরটি আসবে। এমনি করে চলতে থাকবে ঐ দিন, যে দিনের পরিমাণ হবে পঞ্চাশ হাজার বছর। অতঃপর লোকদের ফয়সালা হবে। পথ দেখানো হবে তাকে হয় তো জান্নাতের দিকে অথবা জাহান্নামের দিকে। প্রশ্ন করা হল, হে আল্লাহর রাসূল! গরু ও ছাগলের বিষয়ে কী বলেন? তিনি বললেন, গরু-ছাগলের কোন মালিক যদি তাদের হক আদায় না করে, তবে কিয়ামতের দিন তাকে এক প্রশস্ত সমতল প্রান্তরে শোয়ানো হবে। অতঃপর গরু-ছাগল তাকে স্বীয় খুরদ্বারা পিষ্ট এবং শিংদ্বারা আঘাত করতে থাকবে। সেদিন সেগুলোর কোন একটিকেও অনুপস্থিত দেখতে পাবে না এবং তাদের মধ্যে কোন গরু-ছাগল শিংবিহীন, উল্টো শিং এবং ভাঙ্গা শিং বিশিষ্টও থাকবে না। এদের প্রথম দলটি যখন চলে যাবে, তৎক্ষণাৎ দ্বিতীয় দলটি এসে যাবে। এভাবে চলতে থাকবে এমন এক দিন, যে

দিনের পরিমাণ হবে পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান। অবশেষে যখন লোকদের বিচার অনুষ্ঠান সমাপ্ত হবে, তখন পথ প্রদর্শন করা হবে তাকে হয় তো জান্নাতের দিকে অথবা জাহান্নামের দিকে। জিজ্ঞেস করা হল, হে আল্লাহ রাসূল! ঘোড়ার বিষয়ে কী বলেন? উত্তরে তিনি বললেন, ঘোড়া তিন প্রকার। ঘোড়া কারো জন্য বোঝা হবে, আর কারো জন্য হবে আবরণ, আর কারো জন্য তা হবে পুণ্য। যার জন্য ঘোড়া বোঝা স্বরূপ হবে, তা সেই ব্যক্তি যে তার ঘোড়াকে বেধে রেখেছে লোকদের দেখানো, গর্ব প্রকাশ এবং মুসলমানদের শত্রুতা পোষণের জন্য। এ ঘোড়াই হবে তার জন্য বোঝা স্বরূপ। যে ঘোড়া কারো জন্য আবরণ স্বরূপ হবে, তা সে ব্যক্তির ঘোড়া, যে তার ঘোড়াকে আল্লাহর পথে জিহাদ করার জন্য বেঁধে রেখেছে এবং এর পিঠ ও ঘাড়ের সাথে সংশ্লিষ্ট আল্লাহর হকের কথাও সে ভুলে যায় নি। এ ঘোড়াই হবে তার জন্য ঢাল স্বরূপ। আর যে ঘোড়া মালিকের জন্য পুণ্য স্বরূপ হবে, তা ঐ ব্যক্তির ঘোড়া, যে তার ঘোড়াকে আল্লাহর পথে মুসলিমদের উদ্দেশ্যে বাগান বা সবুজ তৃণভূমিতে বেঁধে রেখেছে। ঘোড়াটি ঐ চারণভূমি বাগান থেকে যে পরিমাণ ভক্ষণ করবে, এর বিনিময়ে তাকে দেয়া হবে পুণ্য। অনুরূপভাবে এর মলমূত্রের বিনিময়েও তাকে পুণ্য দেয়া হবে। আর ঘোড়াটি যদি তার রশি ছিঁড়ে এক বা দু'টি টিলা অতিক্রম করে; তবে তার প্রতিটি পদচিহ্ন ও গোবরের বিনিময়েও তাকে পুণ্য দেয়া হবে। যদি মালিক ঘোড়াটি নিয়ে কোন নদী-নালা অতিক্রম করে এবং মালিক ঘোড়াটিকে পানি পান করানোর ইচ্ছা না করা সত্ত্বেও ঘোড়াটি কিছু পানি পান করে নেয়, তবে যে পরিমাণ পানি পান করেছে সে পরিমাণ নেকী তাকে দেয়া হবে। অতঃপর জিজ্ঞেস করা হল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! গাধা সম্বন্ধে (কোন বিধান আছে কি?) উত্তরে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, গাধা সম্পর্কে আমার নিকট কোন আদেশ অবতীর্ণ হয়নি। তবে ব্যাপক অর্থবোধক এই একটি আয়াত বিদ্যমান আছে : فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهُ وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهُ "কেউ অণু পরিমাণ সৎকর্ম করলে তা দেখবে এবং কেউ অণু পরিমাণ অসৎকর্ম করলে তাও দেখবে"। (সূরা যিলযাল : ৭-৮)।

٢١٦٣- وَحَدَّثَنِيْ يُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى الصَّدَفِىُّ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ فِىْ هٰذَا الْاِسْنَادِ بِمَعْنٰى حَدِيْثِ حَفْصِ بْنِ مَيْسَرَةَ اِلٰى اٰخِرِهٖ غَيْرَ اَنَّهٗ قَالَ مَامِنْ صَاحِبِ اِبِلٍ لَايُؤَدِّىْ حَقَّهَا وَلَمْ يَقُلْ مِنْهَا حَقَّهَا وَذَكَرَفِيْهِ لَايَفْقِدُ مِنْهَا فَصِيْلاً وَاحِدًا وَقَالَ يُكْوٰى بِهَا جَنْبَاهُ وَجَبْهَتُهٗ وَظَهْرُهٗ.

২১৬৩. ইউনুস ইব্‌ন আবদুল আ'লা আস-সাদাফী (র)...... যায়দ ইব্‌ন আসলাম (রা) থেকে এই সনদে হাফস ইব্‌ন মায়সারা (র)-এর হাদীসের মর্মানুযায়ী শেষ পর্যন্ত হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি বলেছেন مَامِنْ صَاحِبِ اِبِلٍ لَايُؤَدِّىْ حَقَّهَا আর তিনি مِنْهَا حَقَّهَا বলেননি এবং এ হাদীসে لَايَفْقِدُ مِنْهَا فَصِيْلاً وَاحِدًا উল্লেখ করেছেন এবং يُكْوٰى بِهَا جَنْبَاهُ وَجَبْهَتُهٗ وَظَهْرُهٗ (তার পার্শ্বদ্বয়, তার কপাল ও পিঠ দাগানো হবে) বলেছেন।

٢١٦٤- وَحَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْاُمَوِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ الْمُخْتَارِ قَالَ حَدَّثَنَا سُهَيْلُ بْنُ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَامِنْ صَاحِبِ كَنْزٍ لَا يُؤَدِّىْ

زَكَاتَهُ الاَّ اُحْمِيَ عَلَيْهِ فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ فَيُجْعَلُ صَفَائِحَ فَيُكْوٰى بِهَا جَنْبَاهُ وَجَبِيْنُه حَتّٰى يَحْكُمَ اللّٰهُ بَيْنَ عِبَادِهِ فِيْ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِيْنَ اَلْفَ سَنَةٍ ثُمَّ يُرٰى سَبِيْلُهُ اِمَّا اِلَى الْجَنَّةِ وَاِمَّا اِلَى النَّارِ وَمَا مِنْ صَاحِبِ اِبِلٍ لاَيُؤَدِّيْ زَكَاتَهَا الاَّ بُطِحَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ كَاَوْفَرِ مَاكَانَتْ تَسْتَنُّ عَلَيْهِ كُلَّمَا مَضٰى عَلَيْهِ اُخْرٰهَا رُدَّتْ عَلَيْهِ اُوْلاَهَا حَتّٰى يَحْكُمَ اللّٰهِ بَيْنَ عِبَادِه فِيْ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِيْنَ اَلْفَ سَنَةٍ ثُمَّ يُرٰى سَبِيْلُهُ اِمَّا اِلَى الْجَنَّةِ وَاِمَّا اِلَى النَّارِ وَمَا مِنْ صَاحِبِ غَنَمٍ لاَيُؤَدِّيْ زَكَاتَهَا الاَّ بُطِحَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ كَاَوْفَرِ مَا كَانَتْ فَتَطَؤُهُ بِاَظْلاَفِهَا وَتَنْطَحْهُ بِقُرُوْنِهَا لَيْسَ فِيْهَا عَقْصَاءُ وَلاَ جَلْحَاءُ كُلَّمَا مَضٰى عَلَيْهِ اُخْرَاهَا رُدَّتْ عَلَيْهِ اُوْلاَهَا حَتّٰى يَحْكُمَ اللّٰهُ بَيْنَ عِبَادِهِ فِيْ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِيْنَ اَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّوْنَ ثُمَّ يُرٰى سَبِيْلُهُ اِمَّا اِلَى الْجَنَّةِ وَاِمَّا اِلَى النَّارِ قَالَ سُهَيْلٌ فَلاَ اَدْرِيْ أذْكَرَ الْبَقَرَ اَمْ لاَ قَالُوْا فَالْخَيْلُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ الْخَيْلُ فِيْ نَوَاصِيْهَا (اَوْقَالَ) الْخَيْلُ مَعْقُوْدٌ فِيْ نَوَاصِيْهَا (قَالَ سُهَيْلُ اَنَا اَشُكُّ) الْخَيْرُ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ الْخَيْلُ ثَلاَثَةٌ فَهِيَ لِرَجُلٍ اَجْرٌ وَلِرَجُلٍ سِتْرٌ وَلِرَجُلٍ وِزْرٌ فَاَمَّا الَّتِيْ هِيَ لَهُ اَجْرٌ فَالرَّجُلُ يَتَّخِذُهَا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَيُعِدُّهَا لَهُ فَلاَ تُغَيِّبُ شَيْئًا فِيْ بُطُوْنِهَا الاَّ كَتَبَ اللّٰهُ لَهُ اَجْرًا وَلَوْ رَعَاهَا فِيْ مَرْجٍ مَا اَكَلَتْ مِنْ شَيْءٍ الاَّ كَتَبَ اللّٰهُ لَهُ بِهَا اَجْرًا وَلَوْ سَقَاهَا مِنْ نَهْرٍ كَانَ لَهُ بِكُلِّ قَطْرَةٍ تُغَيِّبُهَا فِيْ بُطُوْنِهَا اَجْرٌ (حَتّٰى ذَكَرَ الْاَجْرَ فِيْ اَبْوَالِهَا وَاَرْوَاثِهَا) وَلَوْ اسْتَنَّتْ شَرَفًا اَوْشَرَفَيْنِ كُتِبَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ تَخْطُوْهَا اَجْرٌ وَاَمَّا الَّذِيْ هِيَ لَهُ سِتْرٌ فَالرَّجُلُ يَتَّخِذُهَا تَكَرُّمًا وَتَجَمُّلاً وَلاَ يَنْسٰى حَقَّ ظُهُوْرِهَا وَبُطُوْنِهَا فِيْ عُسْرِهَا وَيُسْرِهَا وَاَمَّا الَّذِيْ عَلَيْهِ وِزْرٌ فَالَّذِيْ يَتَّخِذُهَا اَشَرًا وَبَطَرًا وَبَذَخًا وَرِيَاءَ النَّاسِ فَذَاكَ هِيَ عَلَيْهِ وِزْرٌ قَالُوْا فَالْحُمُرُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَااَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَيَّ فِيْهَا الاَّ هٰذِهِ الْاٰيَةَ الْجَامِعَةَ الْفَاذَّةَ **فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهُ وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهُ**

২১৬৮. মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল মালিক উমাবী (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, সোনা-রূপা সঞ্চয়কারী ব্যক্তি যদি এর যাকাত আদায় না করে তবে জাহান্নামের আগুনে তা তপ্ত করা হবে। অতঃপর এগুলোকে পাতের ন্যায় বানিয়ে এরদ্বারা তার পার্শ্ব এবং ললাটে দাগানো হতে থাকবে আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের মধ্যে ফয়সালা করা পর্যন্ত, এমন দিনে, যে দিনের পরিমাণ হবে পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান। এর পর দেখানো হবে তাকে তার পথ জান্নাতের দিকে অথবা জাহান্নামের দিকে। কোন উটের মালিক যদি তার যাকাত আদায় না করে, তবে তাকে এক প্রশস্ত সমতল প্রন্তরে অধঃমুখী করে শায়িত করা হবে। এরপর সে উট পূর্বের

চাইতেও অধিক মোটাতাজা অবস্থায় মালিকের নিকট উপস্থিত হবে এবং তাকে পদপিষ্ট করতে থাকবে। এদের শেষটি চলে গেলে আবার প্রথমটি ফিরে আসবে, এরূপ চলতে থাকবে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বান্দাদের মধ্যে ফয়সালা করা পর্যন্ত এমন একদিনে, যে দিনের পরিমাণ হবে পঞ্চাশ হাজার বছর। এরপর দেখানো হবে তাকে তার পথ জান্নাতের দিকে অথবা জাহান্নামের দিকে। বকরির কোন মালিক যদি এর যাকাত আদায় না করে, তবে তাকে প্রশস্ত সমতল প্রান্তরে শায়িত করা হবে। এরপর সে বকরী পূর্বের চেয়েও অধিক মোটাতাজা অবস্থায় মালিকের নিকট উপস্থিত হবে এবং স্বীয় খুরদ্বারা তাকে দলিত ও শিং দ্বারা আঘাত করতে থাকবে। এদের মধ্যে সেদিন কোনটাই শিংবিহীন এবং উল্টা শিং বিশিষ্ট থাকবে না। যখন এদের শেষটি চলে যাবে তখন আবার প্রথমটি ফিরে আসবে। এরূপ চলতে থাকবে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বান্দাদের মধ্যে ফয়সালা না করা পর্যন্ত, এমন দিনে, যে দিনের পরিমাণ হবে তোমাদের হিসাব অনুসারে পঞ্চাশ হাজার বছর। এরপর তাকে দেখান হবে তার রাস্তা জান্নাতের দিকে অথবা জাহান্নামের দিকে। রাবী সুহায়ল (র) বলেন, তিনি গরুর কথা উল্লেখ করছেন কি না, আমি জানি না। এরপর সাহাবীগণ বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! ঘোড়ার হুকুম কি? তিনি বলেলেন, ঘোড়ার কপালে আছে কল্যাণ অথবা বললেন, ঘোড়া, তার কপালের সাথে আবদ্ধ করা হয়েছে কল্যাণ কিয়ামত পর্যন্ত। [বর্ণনাকারী সুহায়ল (রা) বলেন, এ সন্দেহ আমার]। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, ঘোড়া তিন প্রকার। এক ব্যক্তির জন্য তা পুণ্য, এক ব্যক্তির জন্য আবরণ স্বরূপ, অন্য এক ব্যক্তির জন্য বোঝা স্বরূপ। যে ঘোড়া তার মালিকের জন্য পুণ্য স্বরূপ হবে, তা সে ব্যক্তি, যে তার ঘোড়াকে আল্লাহর রাস্তায় নিয়োজিত রাখে এবং সদা তৈরি রাখে তাকে তাঁরই জন্য। এ ঘোড়া যা কিছু গলাধঃকরণ করে, তার প্রতিটির বিনিময়ে তাকে দেওয়া হবে পুণ্য। যদি সে তাকে কোন সবুজ চারণ ভূমিতে চরায়, তবে ঘোড়া যা কিছু আহার করে তার প্রতিটি তৃণের বিনিময়ে আল্লাহ তার জন্য সওয়াব লিখবেন। যদি সে ঘোড়াকে কোন নদী হতে পানি পান করায়, তবে যতটা পান করল তার প্রতিটি ফোঁটার বিনিময়ে সে সাওয়াব পাবে। এমনকি অবশেষে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ (সাওয়াবের উল্লেখ করলেন এর পেশাব এবং গোবরের ব্যাপারে)। যদি তা এক বা দু'টি টিলা অতিক্রম করে, তবে এর প্রতিটি কদমের বিনিময়ে রয়েছে মালিকের জন্য পুণ্য। যে ঘোড়া তার মালিকের জন্য আবরণ স্বরূপ, তা সেই ব্যক্তি যে তার ঘোড়াকে আদর-যত্ন সহকারে সুন্দরভাবে প্রতিপালন করে এবং তার ভাল অবস্থায় ও মন্দ অবস্থায় তার পেট ও পিঠের হকের কথা কখনো ভোলে না। আর ঘোড়া বোঝা স্বরূপ হবে সে ব্যক্তির জন্য, যে ঘোড়া প্রতিপালন করে মানুষের সাথে অহংকার ও গরিমা প্রকাশ এবং লোক দেখানোর জন্য। এ ঘোড়াই তার উপর বোঝা স্বরূপ হবে। তারা বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! গাধা সম্পর্কে হুকুম কি? তিনি বললেন, আল্লাহ্তা'আলার ব্যপক অর্থবোধক আয়াতটি ব্যতীত এ সম্পর্কে আমার প্রতি কিছু নাযিল করেননি : فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. "কেউ অণু পরিমাণ সৎকর্ম করলে তা দেখবে এবং কেউ অণু পরিমাণ অসৎকর্ম করলে তাও দেখবে"। (সূরা যিলযাল : ৭-৮)

٢١٦٥- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ يَعْنِى الدَّرَاوَرْدِيَّ عَنْ سُهَيْلٍ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ وَسَاقَ الْحَدِيْثَ.

২১৬৫. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র)...... সুহায়ল (র) থেকে এ সনদে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

٢١٦٦- وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنَا سُهَيْلُ بْنُ اَبِىْ صَالِحٍ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ وَقَالَ بَدَلَ عَقْصَاءَ وَقَالَ فَيُكْوٰى بِهَا جَنْبُهُ وَظَهْرُهُ وَلَمْ يَذْكُرْ جَبِيْنَهُ.

২১৬৬. মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইবন বাযী (র)...... সুহায়ল ইব্ন আবূ সালিহ্ (র) থেকে এ সনদে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি উল্টো শিং এর স্থলে 'কোন কাটা' বলেছেন এবং ললাটে দাগ দেয়ার কথা উল্লেখ করা ছাড়া কেবল 'পার্শ্ব এবং পৃষ্ঠে দাগ দেয়া হবে' কথাটি উল্লেখ করেছেন।

٢١٦٧- وَحَدَّثَنِىْ هٰرُوْنُ بْنُ سَعِيْدِ الْاَيْلِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ اَنَّ بُكَيْرًا حَدَّثَهُ عَنْ ذَكْوَانَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ قَالَ اِذَا لَمْ يُؤَدِّ الْمَرْءُ حَقَّ اللّٰهِ اَوِ الصَّدَقَةَ فِىْ اِبِلِهِ وَسَاقَ الْحَدِيْثَ بِنَحْوِ حَدِيْثِ سُهَيْلٍ عَنْ اَبِيْهِ.

২১৬৭. হারূন ইব্ন সাঈদ আয়লী (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যদি মানুষ আল্লাহ্র হক আদায় না করে অথবা (বলেছেন) উটের সদকা আদায় না করে-এরপর রাবী হাদীসটি সুহায়ল (র) কর্তৃক তার পিতার সূত্রে বর্ণিত হাদীসটির অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٢١٦٨- وَحَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ح حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ اَبُو الزُّبَيْرِ اَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ الْاَنْصَارِىَّ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَامِنْ صَاحِبِ اِبِلٍ لَايَفْعَلُ فِيْهَا حَقَّهَا اِلاَّ جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَكْثَرَ مَا كَانَتْ قَطُّ وَقَعَدَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ تَسْتَنُّ عَلَيْهِ بِقَوَائِمِهَا وَاَخْفَافِهَا وَلاَ صَاحِبِ بَقَرٍ لَايَفْعَلُ فِيْهَ حَقَّهَا اِلاَّ جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَكْثَرَ مَاكَانَتْ وَقَعَدَلَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ تَنْطَحُهُ بِقُرُوْنِهَا وَتَطَؤُهُ بِقَوَائِمِهَا وَلاَ صَاحِبِ غَنَمٍ لَايَفْعَلُ فِيْهَا حَقَّهَا اِلاَّ جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَا مَةِ اَكْثَرَمَا كَانَتْ وَقَعَدَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ تَنْطَحُهُ بِقُرُوْنِهَا وَتَطَؤُهُ بِاَظْلاَفِهَا لَيْسَ فِيْهَا جَمَّاءُ وَلاَ مُنْكَسِرٌ قَرْنُهَا وَلاَ صَاحِبِ كَنْزٍ لَايَفْعَلُ فِيْهِ حَقَّهُ اِلاَّ جَاءَ كَنْزُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا اَقْرَعَ يَتْبَعُهُ فَاتِحًا فَاهُ فَاِذَا اَتَاهُ فَرَّ مِنْهُ فَيُنَادِيْهِ خُذْ كَنْزَكَ الَّذِىْ خَبَأْتَهُ فَاَنَا عَنْهُ غَنِىٌّ فَاِذَا رَأَى اَنْ لاَ بُدَّ مِنْهُ سَلَكَ يَدَهُ فِىْ فِيْهِ فَيَقْضَمُهَا قَضْمَ الْفَحْلِ قَالَ اَبُو الزُّبَيْرِ سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يَقُوْلُ هٰذَا الْقَوْلَ ثُمَّ سَاَلْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ ذَالِكَ فَقَالَ مِثْلَ قَوْلِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ وَقَالَ اَبُو الزُّبَيْرِ سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يَقُوْلُ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا حَقُّ الاِبِلِ قَالَ حَلَبُهَا عَلَى الْمَاءِ وَاِعَارَةُ دَلْوِهَا وَاِعَارَةُ فَحْلِهَا وَمَنِيْحَتُهَا وَحَمْلٌ عَلَيْهَا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ.

২/৫৩ —

২১৬৮. ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম ও মুহাম্মদ ইব্‌ন রাফি' (র)...... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনছি, যে উটের মালিক তার হক (যাকাত) আদায় করবে না, কিয়ামতের দিন সে উট পূর্বের চেয়ে অধিক মোটাতাজা হয়ে মালিকের নিকট উপস্থিত হবে। এরপর তাকে একটি প্রশস্ত সমতল মাঠে বসান হবে এবং ঐ উট তার পা ও খুরের দ্বারা তাকে পিষ্ট করবে। যদি কোন গরুর মালিক তার হক আদায় না করে, তবে কিয়ামতের দিন সে গরু পূর্বের চেয়েও অধিক মোটা-তাজা অবস্থায় মলিকের নিকট উপস্থিত হবে। এরপর তাকে এক প্রশস্ত সমতল প্রান্তরে বসান হবে এবং সেগুলো তাকে শিং দ্বারা গুঁতাবে ও পাদ্বারা পিষ্ট করবে। যদি কোন ছাগলের মালিক তার হক আদায় না করে, তবে কিয়ামতের দিন তা অধিক মোটা-তাজা অবস্থায় উপস্থিত হবে আর তাকে এক প্রশস্ত প্রান্তরে বসানো হবে এবং সে ছাগল তাকে শিং দ্বারা গুঁতাবে ও খুরদ্বারা পিষ্ট করতে থাকবে। সেদিন এ ছাগলসমূহের কোনটি শিংবিহীন এবং শিংভাঙ্গা হবে না। আর যদি সোনা-রূপা সঞ্চয়কারী কোন ব্যক্তি এর হক্ আদায় না করে, তবে তার এ সঞ্চয় কিয়ামতের দিন মাথার চুলপড়া বিষধর সাপরূপে মালিকের নিকট উপস্থিত হবে এবং মুখ হা করে তাকে ধাওয়া করবে। যখন সে সাপ তার নিকট আসবে, তখন সে এর থেকে পালাবে। সাপ তাকে ডেকে বলবে, তুমি তোমার সঞ্চয় গ্রহণ কর, যা তুমি লুকিয়ে রেখেছিলে। আমার তার কোন প্রয়োজন নেই। মলিক যখন দেখবে যে, এর থেকে বাঁচার কোন উপায় নেই, তখন সে সাপটির মুখে হাত ঢুকিয়ে দিবে। এরপর সাপটি তার হাতকে ষাঁড়ের মত কামড় দিয়ে ধরবে। আবূ যুবায়র (র) বলেন, আমি 'উবায়দ ইব্‌ন উমায়র (রা)-কে এ কথা বলতে শুনেছি। এরপর আমি জাবির ইব্‌ন 'আবদুল্লাহ (রা)-কে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনিও উবায়দ ইব্‌ন 'উমায়র (রা)-এর মত বললেন। রাবী আবূ যুবায়র (র) বলেন, আমি'উবায়দ ইব্‌ন উমায়রকে বলতে শুনেছি, এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! উটের হক কি? তিনি বললেন, এর হক হল, পানি পান করাবার স্থানে এদেরকে দোহন করা, এদের (দ্বারা পানি উঠাবার) পাত্র অন্যকে ধার দেয়া, এগুলোর মধ্যে ষাঁড় উট ও দুগ্ধবতী উটনী অন্যকে ধার দেয়া এবং আল্লাহ্র পথে লোকদেরকে এগুলোর উপর আরোহণ করান ।

٢١٦٩- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَامِنْ صَاحِبِ اِبِلٍ وَّلاَ بَقَرٍ وَّلاَ غَنَمٍ لاَيُؤَدِّىْ حَقَّهَا اِلاَّ اُقْعِدَ لَهٗ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقَاعٍ قَرْقَرٍ تَطَؤُهٗ ذَاتُ الظِّلْفِ بِظِلْفِهَا وَتَنْطَحُهٗ ذَاتُ الْقَرْنِ بِقَرْنِهَا لَيْسَ فِيْهَا يَوْمَئِذٍ جَمَّاءُ وَلاَ مَكْسُوْرَةُ الْقَرْنِ قُلْنَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَا حَقُّهَا قَالَ اِطْرَاقُ فَحْلِهَا وَاِعَارَةُ دَلْوِهَا وَمَنْحِيْتُهَا وَحَلَبُهَا عَلَى الْمَاءِ وَحَمْلٌ عَلَيْهَا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلاَ مِنْ صَاحِبِ مَالٍ لاَيُؤَدِّىْ زَكَاتَهٗ اِلاَّ تَحَوَّلَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا اَقْرَعَ يَتْبَعُ صَاحِبَهٗ حَيْثُمَا ذَهَبَ وَهُوَ يَفِرُّ مِنْهُ وَيُقَالُ هٰذَا مَالُكَ الَّذِىْ كُنْتَ تَبْخَلُ بِهٖ فَاِذَا رَاٰى اَنَّهٗ لاَبُدَّ مِنْهُ اَدْخَلَ يَدَهٗ فِىْ فِيْهِ فَجَعَلَ يَقْضَمُهَا كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ.

২১৬৯. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন নুমায়র (র)...... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, উট এবং গরু-ছাগলের কোন মালিক যদি এগুলোর যাকাত না দেয়, তবে কিয়ামতের দিন তাকে

এক প্রশস্ত সমতল ভূমিতে বসান হবে। এরপর খুরবিশিষ্ট পশু তাকে স্বীয় খুরদ্বারা দলিত করবে এবং শিংবিশিষ্ট পশু তাকে স্বীয় শিং দ্বারা আঘাত করতে থাকবে। সেদিন এদের মধ্যে শিংবিহীন এবং শিং ভাঙ্গা কোন পশু থাকবে না। আমরা বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এদের হক কি? রাসূলল্লাহ্ ﷺ বলেন, উটকে উটনীর পাল নিতে দেয়া, এদের পাত্রসহ পানি উঠাবার জন্য কাউকে ধার দেয়া। দুগ্ধবতী উষ্ট্রী অন্যকে ধার দেয়া, পানি পান করাবার স্থানে এদের দুগ্ধদোহন করা এবং আল্লাহ্র পথে এদের উপর লোকদের আরোহণ করতে দেয়া। যে বিত্তশালী ব্যক্তি তার মালের যাকাত দেয় না, কিয়ামতের দিন তা তার জন্য মাথার চুলপড়া বিষধর সাপে রূপান্তরিত করা হবে। অতঃপর সে সাপ যাকাত অস্বীকারকারী ব্যক্তি যেখানে যাবে, সেখানেই তাকে ধাওয়া করবে। তখন সে সাপ থেকে পলায়ন করতে থাকবে। কিন্তু তাকে বলা হবে, এই তোমার সম্পদ যার ব্যাপারে তুমি কার্পণ্য করতে। অতঃপর যখন সে দেখবে এর থেকে বাচাঁর কোন উপায় নেই, তখন সে সাপের মুখের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে দিবে। সে সাপ তার হাত চিবাতে থাকবে, ষাঁড়ের চিবানোর মত।

٣-بَابُ اِرْضَاءِ السُّعَاةِ

৩. পরিচ্ছেদ : যাকাত উসূলে কর্মরতদেরকে সন্তুষ্ট রাখা

٢١٧٠- حَدَّثَنَا اَبُوْكَامِلٍ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ الْجَحْدَرِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اَبِىْ اِسْمَاعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ هِلاَلٍ الْعَبْسِىُّ عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ جَاءَ نَاسٌ مِنَ الْاَعْرَابِ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالُوْا اِنَّ نَاسًا مِنَ الْمُصَدِّقِيْنَ يَأْتُوْنَنَا فَيَظْلِمُوْنَنَا قَالَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَرْضُوْا مُصَدِّقِيْكُمْ قَالَ جَرِيْرٌ مَاصَدَرَ عَنِّىْ مُصَدِّقٌ مُنْذُ سَمِعْتُ هٰذَا مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِلاَّ وَهُوَ عَنِّىْ رَاضٍ.

২১৭০. আবূ কামিল ফুযায়ল ইব্ন হুসায়ন জাহদারী (র)...... জারীর ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কয়েকজন বেদুঈন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট এসে বলল, যাকাত উসূলকারী লোকজন আমাদের প্রতি যুলুম করে থাকে। বর্ণনাকারী বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, তোমরা যাকাত উসূলকারী লোকদেরকে সন্তুষ্ট করে দাও। জাবীর (র) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর এ বাণী শোনার পর কোন যাকাত উসূলকারী ব্যক্তি আমার নিকট হতে সন্তুষ্ট না হয়ে যায় নি।

٢١٧١- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيْمِ بْنُ سُلَيْمَانَ وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ سَعِيْدٍ ح وَحَدَّثَنَا اِسْحٰقُ قَالَ اَخْبَرَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ كُلُّهُمْ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَبِىْ اِسْمَاعِيْلَ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ نَحْوَهُ.

২১৭১. আবূ বাক্র ইব্ন আবূ শায়বা, মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্‌শার ও ইসহাক (র)...... মুহাম্মদ ইব্ন আবূ ইসমাঈল (র) তাঁরা সকলেই মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল (র) থেকে এ সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٤-بَابُ تَغْلِيْظِ عُقُوْبَةِ مَنْ لاَيُؤَدِّى الزَّكَاةَ

৪. পরিচ্ছেদ : যে ব্যক্তি যাকাত আদায় করে না, তার প্রতি কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা

٢١٧٢-حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنِ الْمَعْرُوْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ قَالَ انْتَهَيْتُ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ وَهُوَ جَالِسٌ فِىْ ظِلِّ الْكَعْبَةِ فَلَمَّا رَاٰنِىْ قَالَ هُمُ الْاَخْسَرُوْنَ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ قَالَ فَجِئْتُ حَتّٰى جَلَسْتُ فَلَمْ اَتَقَارَّ اَنْ قُمْتُ فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فِدَاكَ اَبِىْ وَاُمِّىْ مَنْ هُمْ قَالَ هُمُ الْاَكْثَرُوْنَ اَمْوَالاً اِلاَّ مَنْ قَالَ هٰكَذَا وَهٰكَذَا وَهٰكَذَا (مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ وَعَنْ يَمِيْنِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ) وَقَلِيْلٌ مَاهُمْ مَا مِنْ صَاحِبِ اِبِلٍ وَلاَ بَقَرٍ وَلاَ غَنَمٍ لاَ يُؤَدِّىْ زَكَاتَهَا اِلاَّ جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَعْظَمَ مَاكَانَتْ وَاَسْمَنَهُ تَنْطَحُهُ بِقُرُوْنِهَا وَتَطَؤُهُ بِاَظْلاَفِهَا كُلَّمَا نَفِدَتْ اُخْرَاهَا عَادَتْ عَلَيْهِ اُوْلاَهَا حَتّٰى يُقْضٰى بَيْنَ النَّاسِ.

২১৭২. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)....... আবূ যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে গেলাম। তখন তিনি কা'বাগৃহের ছায়ায় উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি আমাকে দেখে বললেন, কা'বাগৃহের মালিকের শপথ, তারাই ক্ষতিগ্রস্ত। আবূ যার (র) বলেন, আমি তাঁর নিকট গিয়ে বসলাম, এবং বিলম্ব না করে দাঁড়িয়ে গেলাম এবং বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনার প্রতি আমার পিতামাতা উৎসর্গিত হোক, তারা কারা? তিনি বললেন, তারা হল অধিক সম্পদের মালিকরা। কিন্তু তারা ব্যতীত, যারা এদিক-ওদিকে, (ডানে-বামে, সম্মুখে-পশ্চাতে) ব্যয় করছে। তবে এদের সংখ্যা অনেক কম। উট ও গরু-মোটা-তাজা অবস্থায় মালিকের নিকট আসবে এবং তাকে শিংদ্বারা আঘাত করবে ও খুরদ্বারা পদদলিত করতে থাকবে। পদদলিত করে যখনই সর্বশেষটি চলে যাবে, তৎক্ষণাৎ প্রথমটি পুনরায় ফিরে আসবে এবং তা চলতে থাকবে লোকদের ফয়সালা না হওয়া পর্যন্ত।

٢١٧٣- وَحَدَّثَنَاهُ اَبُوْ كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنِ الْمَعْرُوْرِ عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ قَالَ انْتَهَيْتُ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ وَهُوَ جَالِسٌ فِىْ ظِلِّ الْكَعْبَةِ فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيْثِ وَكِيْعٍ غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ مَا عَلَى الْاَرْضِ رَجُلٌ يَمُوْتُ فَيَدَعُ اِبِلاً اَوْ بَقَرًا اَوْ غَنَمًا لَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهَا.

২১৭৩. আবূ কুরায়ব মুহাম্মদ ইবনুল আ'লা (র)...... আবূ যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমি নবী ﷺ-এর কাছে গেলাম। তখন তিনি কা'বাগৃহের ছায়াতলে উপবিষ্ট ছিলেন। এরপর ওয়াকীর হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে এতে তিনি বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, সে সত্তার শপথ, যাঁর হাতে আমার প্রাণ ! যমীনের উপর এমন কোন লোক নেই যে মরে যাবে এবং রেখে যাবে এমন উট অথবা গরু অথবা ছাগল যার যাকাত সে আদায় করে নি..... ।

٢١٧٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ سَلاَّمٍ الْجُمَحِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الرَّبِيْعُ يَعْنِي ابْنُ مُسْلِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَا يَسُرُّنِيْ أَنَّ لِيْ أُحُدًا ذَهَبًا تَأْتِيْ عَلَيَّ ثَالِثَةٌ وَعِنْدِيْ مِنْهُ دِيْنَارٌ اِلاَّ دِيْنَارٌ أُرْصِدُهُ لِدَيْنٍ عَلَيَّ.

২১৭৪. 'আবদুর রাহমান ইব্‌ন সাল্লাম জুমাহী (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেন, এতে আমি খুশি নই যে, আমার জন্য উহুদ পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণ হোক এবং তিন দিন এ অবস্থায় অতিবাহিত হোক যে, সে স্বর্ণ থেকে আমার কাছে একটি দীনার অবশিষ্ট থাকবে। তবে সে দীনার ব্যতীত, যা আমি কারো ঋণ পরিশোধ করার জন্য প্রস্তুত রাখি।

٢١٧٥- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ.

২১৭৫. মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র)...... মুহাম্মদ ইব্‌ন যিয়াদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবূ হুরায়রা (রা)-কে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করতে শুনেছি।

٥- بَابُ التَّرْغِيْبِ فِي الصَّدَقَةِ

৫. পরিচ্ছেদ : দান-সদ্‌কায় উৎসাহ প্রদান

٢١٧٦- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى وَأَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُوْ كُرَيْبٍ كُلُّهُمْ عَنْ أَبِيْ مُعَاوِيَةَ قَالَ يَحْيٰى أَخْبَرَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِيْ ذَرٍّ قَالَ كُنْتُ أَمْشِيْ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِيْ حَرَّةِ الْمَدِيْنَةِ عِشَاءً وَنَحْنُ نَنْظُرُ اِلٰى أُحُدٍ فَقَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا أَبَا ذَرٍّ قَالَ قُلْتُ لَبَّيْكَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَا أُحِبُّ أَنَّ أُحُدًا ذَاكَ عِنْدِيْ ذَهَبٌ أَمْسٰى ثَالِثَةً عِنْدِيْ مِنْهُ دِيْنَارٌ اِلاَّ دِيْنَارًا أُرْصِدُهُ لِدَيْنٍ اِلاَّ أَنْ أَقُوْلَ بِهِ فِيْ عِبَادِ اللّٰهِ هٰكَذَا حَثَابَيْنَ يَدَيْهِ وَهٰكَذَا عَنْ يَمِيْنِهِ وَهٰكَذَا عَنْ شِمَالِهِ قَالَ ثُمَّ مَشَيْنَا فَقَالَ يَا أَبَا ذَرٍّ قَالَ قُلْتُ لَبَّيْكَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ الْأَكْثَرِيْنَ هُمُ الْأَقَلُّوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِلاَّ مَنْ قَالَ هٰكَذَا وَهٰكَذَا وَهٰكَذَا مِثْلَ مَا صَنَعَ فِي الْمَرَّةِ الْأُوْلٰى قَالَ ثُمَّ مَشَيْنَا قَالَ يَا أَبَا ذَرٍّ كَمَا أَنْتَ حَتّٰى اٰتِيَكَ فَانْطَلَقَ حَتّٰى تَوَارٰى عَنِّيْ قَالَ سَمِعْتُ لَغَطًا وَسَمِعْتُ صَوْتًا قَالَ فَقُلْتُ لَعَلَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عُرِضَ لَهُ قَالَ فَهَمَمْتُ أَنْ أَتَّبِعَهُ قَالَ ثُمَّ ذَكَرْتُ قَوْلَهُ لاَ تَبْرَحْ حَتّٰى اٰتِيَكَ قَالَ فَانْتَظَرْتُهُ فَلَمَّا جَاءَ ذَكَرْتُ لَهُ الَّذِيْ سَمِعْتُ قَالَ فَقَالَ ذَاكَ جِبْرِيْلُ أَتَانِيْ فَقَالَ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِكَ لاَيُشْرِكُ بِاللّٰهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ قَالَ قُلْتُ وَاِنْ زَنٰى وَاِنْ سَرَقَ قَالَ وَاِنْ زَنٰى وَاِنْ سَرَقَ.

২১৭৬. ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া, আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শাবূ শায়বা, ইব্‌ন নুমায়র ও আবূ কুরায়ব (র)...... আবূ যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইশা'র সময় মদীনার হাররা আঞ্চলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে পায়ে হেঁটে যাচ্ছিলাম। আমরা উহুদ পর্বতের দিকে তাকিয়ে ছিলাম। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, আবূ যার! আমি বললাম, লাব্বাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ্! অতঃপর তিনি বললেন, আমি এটা পছন্দ করিনা যে, এই উহুদ পাহাড়টি আমার জন্য স্বর্ণ হয়ে যাক আর আমি তিন রাত এ অবস্থায় অতিবাহিত করি যে, স্বর্ণের একটি দীনারও আমার কাছে থাকছে, তবে সে দীনারের কথা স্বতন্ত্র যা আমি ঋণ পরিশোধ করার জন্য রাখব। বরং আমি তা ডানে, বামে, সামনে আল্লাহ্‌র বান্দাদের মধ্যে এমনিভাবে বিতরণ করব। তিনি উভয় হাতের অঞ্জলি দেখালেন। আবূ যার (রা) বলেন, তারপর আমরা আবার পথ চলতে লাগলাম। তিনি বললেন, হে আবূ যার ! আমি বললাম লাব্বাইক ইয়া রাসূলল্লাহ্! তিনি বললেন, বিত্তশালী লোকেরাই হবে কিয়ামতের দিন গরীব। তবে যারা ব্যয় করেছে এভাবে এভাবে এভাবে, যেরূপ তিনি প্রথমবার করেছিলেন, সেরূপ করলেন। আবূ যার (রা) বলেন, আমরা আবার পথ চলতে লাগলাম। তিনি বললেন, হে আবূ যার! আমি তোমার কাছে ফিরে আসা পর্যন্ত তুমি এখানে অবস্থান কর। রাবী বলেন, অতঃপর তিনি যেতে যেতে আমার দৃষ্টি হতে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। আবূ যার (রা) বলেন, এরপর আমি কতিপয় অর্থহীন শব্দ এবং আওয়ায শুনতে পেলাম। মনে করলাম, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কোন বিপদের সম্মুখীন হয়েছেন। তখন আমি তাঁর অনুসরণ করার ইচ্ছা করলাম। হঠাৎ "আমি তোমার নিকট ফিরে না আসা পর্যন্ত তুমি এখানেই অবস্থান করবে"-তাঁর এ নির্দেশটি স্মরণ হল। আবূ যার (রা) বলেন, আমি তাঁর অপেক্ষা করতে লাগলাম। অবশেষে তিনি ফিরে আসার পর, আমি যা শুনতে পেয়েছিলাম তা তাঁর নিকট বর্ণনা করলাম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, এ হলেন জিব্‌রাঈল (আ), তিনি আমার নিকট এসে বললেন, আপনার উম্মাতের কোন লোক যদি আল্লাহ্‌র সঙ্গে অন্য কাউকে শরীক না করে মৃত্যুবরণ করে, তবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আবূ যার (রা) বললেন, যদি সে চুরি এবং ব্যভিচার করে, তবুও? তিনি বললেন, হ্যাঁ, যদি সে চুরি এবং ব্যভিচার করে, তবুও।

٢١٧٧- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَهُوَ ابْنُ رُفَيْعٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ قَالَ خَرَجْتُ لَيْلَةً مِنَ اللَّيَالِىْ فَاِذَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَمْشِيْ وَحْدَهُ لَيْسَ مَعَهُ اِنْسَانٌ قَالَ فَظَنَنْتُ اَنَّ يَكْرَهُ اَنْ يَمْشِيَ مَعَهُ اَحَدٌ قَالَ فَجَعَلْتُ اَمْشِيْ فِىْ ظِلِّ الْقَمَرِ فَالْتَفَتَ فَرَانِيْ فَقَالَ مَنْ هٰذَا فَقُلْتُ اَبُوْ ذَرٍّ جَعَلَنِىَ اللّٰهِ فِدَاءَكَ قَالَ يَا اَبَا ذَرٍّ تَعَالَهْ قَالَ فَمَشَيْتُ مَعَهُ سَاعَةً فَقَالَ اِنَّ الْمُكْثِرِيْنَ هُمُ الْمُقِلُّوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِلاَّ مَنْ اَعْطَاهُ اللّٰهُ خَيْرًا فَنَفَحَ فِيْهِ يَمِيْنَهُ وَشِمَالَهُ وَبَيْنَ يَدَيْهِ وَوَرَاءَهُ وَعَمِلَ فِيْهِ خَيْرًا قَالَ فَمَشَيْتُ مَعَهُ سَاعَةً فَقَالَ اجْلِسْ هٰهُنَا قَالَ فَاَجْلَسَنِىْ فِىْ قَاعٍ حَوْلَهُ حِجَارَةٌ فَقَالَ لِىْ اَجْلِسْ هٰهُنَا حَتّٰى اَرْجِعَ اِلَيْكَ قَالَ فَانْطَلَقَ فِى الْحَرَّةِ حَتّٰى لاَاَرَاهُ فَلَبِثَ عَنِّىْ فَاَطَالَ اللُّبْثَ ثُمَّ اِنِّىْ سَمِعْتُهُ وَهُوَ مُقْبِلٌ وَهُوَ يَقُوْلُ وَاِنْ سَرَقَ وَاِنْ زَنٰى قَالَ فَلَمَّا جَاءَ لَمْ اَصْبِرْ فَقُلْتُ يَانَبِىَّ اللّٰهِ جَعَلَنِىَ اللّٰهُ فِدَاءَكَ مَنْ تُكَلِّمُ فِىْ جَانِبِ

الْحَرَّةِ مَاسَمِعْتُ اَحَدًا يَرْجِعُ اِلَيْكَ شَيْئًا قَالَ ذَاكَ جِبْرِيْلُ عَرَضَ لِيْ فِيْ جَانِبِ الْحَرَّةِ فَقَالَ بَشِّرْ اُمَّتَكَ اَنَّهُ مَنْ مَاتَ لاَ يُشْرِكُ بِاللّٰهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ فَقُلْتُ يَا جِبْرِيْلُ وَاِنْ سَرَقَ وَاِنْ زَنٰى قَالَ نَعَمْ قَالَ قُلْتُ وَاِنْ سَرَقَ وَاِنْ زَنٰى قَالَ نَعَمْ قَالَ قُلْتُ وَاِنْ سَرَقَ وَاِنْ زَنٰى قَالَ نَعَمْ وَاِنْ شَرِبَ الْخَمْرَ.

২১৭৭. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র)...... আবূ যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একরাতে আমি বের হলাম। দেখলাম, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একাকী পায়চারী করছেন। তাঁর সঙ্গে অন্য কোন মানুষ ছিল না। তিনি বলেন, আমি মনে করলাম, হয়ত তাঁর সঙ্গে কারো হাঁটা তিনি পসন্দ করছেন না। তাই আমি চাঁদের ছায়ায় হাঁটতে আরম্ভ করলাম। এরপর তিনি এদিকে তাকালেন এবং আমাকে দেখে ফেললেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এ কে? আমি বললাম, আবূ যার। আল্লাহ্ তা'আলা আপনার প্রতি আমাকে উৎসর্গিত করুন। তিনি বললেন, হে আবূ যার! এসো। এরপর আমি তাঁর সঙ্গে কিছুক্ষণ পথ চললাম। এক পর্যায়ে তিনি বললেন, কিয়ামতের দিন বিত্তশালী লোকেরাই নিঃস্ব হবে, কিন্তু সে ব্যতীত, যাকে আল্লাহ্ মাল দিয়েছেন, এরপর সে বিলিয়ে দিয়েছে সে সম্পদ ডানে-বামে, সামনে ও পিছনে এবং এরদ্বারা কল্যাণকর কাজ করেছে। তিনি বলেন, এরপর আমি তাঁর সঙ্গে আরো কিছুক্ষণ চললাম। তিনি বললেন, এখানে বস। এ বলে তিনি আমাকে পাথরঘেরা একটি সমতল মাঠে বসালেন এবং বললেন, আমি তোমার কাছে ফিরে না আসা পর্যন্ত তুমি এখানে বসে থাকবে। রাবী বলেন, এরপর তিনি 'হাররা'-এর দিকে চলতে লাগলেন। এমনকি আমি তাঁকে দেখতে পাচ্ছিলাম না। তিনি আমার থেকে পৃথক হয়ে দীর্ঘ সময় বিলম্ব করলেন। এরপর তিনি ফিরে আসার পথে আমি শুনতে পেলাম তিনি বলছেন, "যদিও সে চুরি করে থাকে" "যদিও সে ব্যভিচার করে থাকে।" আবূ যার (রা) বলেন, যখন তিনি আসলেন, আমি আর সহ্য করতে পারলাম না। তৎক্ষণাৎ জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্‌র নবী! আল্লাহ্ আমাকে আপনার প্রতি উৎসর্গিত করুন, আপনি হার্‌রা অঞ্চলে কার সাথে কথা বলছিলেন? আমি তো কাউকে আপনার কথার কোন উত্তর দিতে শুনলাম না। তখন তিনি বললেন, এ হলেন জিব্‌রাঈল (আ)। হাররা অঞ্চলে তাঁর সঙ্গে আমার সাক্ষাত হয়েছে। তিনি বললেন, আপনি আপনার উম্মাতকে এ সুসংবাদ শুনিয়ে দিন যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সঙ্গে কোন কিছুকে শরীক না করে মারা যায়, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। এরপর আমি বললাম, হে জিব্‌রাঈল! "যদিও সে চুরি করে" "যদিও সে যেনা করে"। তিনি বললেন, হ্যাঁ। পুনরায় আমি বললাম, "যদিও সে চুরি করে" "যদিও সে ব্যভিচার করে" তিনি বললেন, হ্যাঁ। এরপর আবার আমি বললাম, "যদিও সে চুরি করে" "যদিও সে ব্যভিচার করে" ? তিনি বললেন, হ্যাঁ, "যদি সে মদ্যপানও করে।"

٢١٧٨- وَحَدَّثَنِيْ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ اَبِي الْعَلاَءِ عَنِ الْاَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ قَدِمْتُ الْمَدِيْنَةَ فَبَيْنَا اَنَا فِيْ حَلْقَةٍ فِيْهَا مَلاَءٌ مِنْ قُرَيْشٍ اِذْ جَاءَ رَجُلٌ اَخْشَنُ الثِّيَابِ اَخْشَنُ الْجَسَدِ اَخْشَنُ الْوَجْهِ فَقَامَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ بَشِّرِ الْكَانِزِيْنَ بِرَضْفٍ يُحْمٰى عَلَيْهِ فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ فَيُوْضَعُ عَلٰى حَلَمَةِ ثَدْيِ اَحَدِهِمْ حَتّٰى يَخْرُجَ مِنْ نُغْضِ كَتِفَيْهِ وَيُوْضَعُ عَلٰى نُغْضِ كَتِفَيْهِ حَتّٰى يَخْرُجَ مِنْ حَلَمَةِ ثَدْيَيْهِ يَتَزَلْزَلُ قَالَ فَوَضَعَ الْقَوْمُ رُؤُسَهُمْ فَمَارَاَيْتُ اَحَدًا مِنْهُمْ رَجَعَ

اِلَيْهِ شَيْئًا قَالَ فَاَدْبَرَ وَاَتْبَعْتُهُ حَتّٰى جَلَسَ اِلٰى سَارِيَةٍ فَقُلْتُ مَارَأَيْتُ هٰؤُلاَءِ اِلاَّ كَرِهُوْا مَاقُلْتَ لَهُمْ قَالَ اِنَّ هٰؤُلاَءِ لاَ يَعْقِلُوْنَ شَيْئًا اِنَّ خَلِيْلِىْ اَبَا الْقَاسِمِ ﷺ دَعَانِىْ فَاَجَبْتُه فَقَالَ أَتَرٰى أُحُدًا فَنَظَرْتُ مَا عَلَىَّ مِنَ الشَّمْسِ وَاَنَا اَظُنُّ اَنَّهُ يَبْعَثُنِىْ فِىْ حَاجَةٍ لَهُ فَقُلْتُ اَرَاهُ فَقَالَ مَا يَسُرُّنِىْ اَنَّ لِىْ مِثْلَهُ ذَهَبًا اُنْفِقُهُ كُلَّهُ اِلاَّ ثَلاَثَةَ دَنَانِيْرَ ثُمَّ هٰؤُلاَءِ يَجْمَعُوْنَ الدُّنْيَا لاَ يَعْقِلُوْنَ شَيْئًا قَالَ قُلْتُ مَالَكَ وَلاِخْوَتِكَ مِنْ قُرَيْشٍ لاَتَعْتَرِيْهِمْ وَتُصِيْبُ مِنْهُمْ قَالَ لاَ وَرَبِّكَ لاَ اَسَأَلُهُمْ عَنْ دُنْيَا وَلاَ اَسْتَفْتِيْهِمْ عَنْ دِيْنٍ حَتّٰى اَلْحَقَ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ.

২১৭৮. যুহায়র ইব্‌ন হারব (র)...... আহনাফ ইব্‌ন কায়স (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মদীনায় এলাম। সে সময় কুরায়শ নেতৃবৃন্দের একটি হাল্‌কায় বসাছিলাম। তখন খসখসে বস্ত্র, খসখসে শরীর ও খসখসে চেহারাবিশিষ্ট এক ব্যক্তি এসে তাদের কাছে দাঁড়িয়ে বললেন, সম্পদ পূঞ্জীভূতকারী ব্যক্তিদেরকে সুসংবাদ দিন, এমন গরম পাথরের, যা জাহান্নামের আগুনে উত্তপ্ত করে তাদের স্তনাগ্রে রাখা হবে। ফলে তাদের গ্রীবাদেশের হাড় বিদীর্ণ করে করে অপরদিকে বের হয়ে যাবে। আবার তার ঘাড়ের হাড়ের উপর রাখা হবে। এমনকি তা স্তনাগ্র ভেদ করে বের হবে। রাবী বলেন, এ সময় লোকেরা তাদের মাথানত করে রাখলেন। উপস্থিত কাউকে তার এ কথার প্রতিবাদ করতে দেখলাম না। এরপর লোকটি ফিরে গেলেন। আমি তাঁর পেছনে পেছনে গেলাম। অবশেষে তিনি একটি থামের নিকট গিয়ে বসলেন। আমি বললাম, আপনি তাদেরকে যা বলেছেন, আমার ধারণা তারা তা অপসন্দ করছে। এ কথা শুনে তিনি বললেন, তারা এমন লোক যারা কিছুই বুঝতে পারছে না। আমার বন্ধু আবুল কাসিম ﷺ আমাকে ডাকলেন। তাঁর ডাকে সাড়া দিয়ে আমি তাঁর নিকট যাওয়ার পর তিনি বললেন, তুমি কি উহুদ পাহাড়টি দেখতে পাচ্ছ? তখন আমি লক্ষ্য করলাম, আমার উপর সূর্য আর কতটুকু অবশিষ্ট আছে এবং তিনি তাঁর কোন প্রয়োজনে আমাকে সেখানে পাঠাবেন। আমি বললাম, জী হ্যাঁ, দেখতে পাচ্ছি। তখন তিনি বললেন, আমাকে এটা আনন্দিত করবে না যে, এর সমপরিমাণ স্বর্ণ আমার কাছে হোক, আর আমি এসব ব্যয় করি তিনটি স্বর্ণ মুদ্রা ব্যতীত। এরপর এসব লোক দুনিয়া সঞ্চয় করছে। অথচ তারা কোন কিছুই বুঝছে না। বর্ণনাকারী বলেন, আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনার কুরায়শী ভাইদের সাথে আপনার কী হয়েছে যে, আপনি তাদের সাথে মেলামেশা করেন না, যান না এবং তাদের কাছ থেকে কিছু লাভও করেন না? তিনি বললেন, না তোমার রবের কসম! আমি তাদের নিকট দুনিয়াও চাইব না এবং দীন সম্পর্কেও কোন কথা জিজ্ঞেস করব না আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে মিলিত না হওয়া পর্যন্ত।

٢١٧٩- وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوْخَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو الاَشْهَبِ قَالَ حَدَّثَنَا خُلَيْدُ الْعَصَرِىُّ عَنِ الاَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ كُنْتُ فِىْ نَفَرٍ مِنْ قُرَيْشٍ فَمَرَّ اَبُوْ ذَرٍّ وَهُوَ يَقُوْلُ بَشِّرِ الْكَانِزِيْنَ بِكَىٍّ فِىْ ظُهُوْرِهِمْ يَخْرُجُ مِنْ جُنُوْبِهِمْ وَبِكَىٍّ مِنْ قِبَلِ اَقْفَائِهِمْ يَخْرُجُ مِنْ جِبَاهِهِمْ قَالَ ثُمَّ تَنَحّٰى فَقَعَدَ قَالَ قُلْتُ مَنْ هٰذَا قَالُوْا هٰذَا اَبُوْ ذَرٍّ قَالَ فَقُمْتُ اِلَيْهِ فَقُلْتُ مَا شَيْءٌ سَمِعْتُكَ تَقُوْلُ قُبَيْلُ قَالَ مَا قُلْتُ اِلاَّ شَيْئًا

قَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ نَبِيِّهِمْ ﷺ قَالَ قُلْتُ مَا تَقُوْلُ فِىْ هٰذَا الْعَطَاءِ قَالَ خُذْهُ فَاِنَّ فِيْهِ الْيَوْمَ مَعُوْنَةً فَاِذَا كَانَ ثَمَنًا لِدِيْنِكَ فَدَعْهُ.

২১৭৯. শায়বান ইব্‌ন ফার্‌রূখ (র)...... আহ্‌নাফ ইব্‌ন কায়স (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি কুরায়শের একদল লোকের মধ্যে ছিলাম। তখন আবূ যার (রা) এলেন। আবূ যার (রা) এদিক দিয়ে যাওয়ার পথে বলছিলেন, সুসংবাদ দাও সম্পদ সঞ্চয়কারীদেরকে। গরম লোহাদ্বারা তাদের পৃষ্ঠদেশে দাগ দেয়ার, যা তাদের পার্শ্বদেশ দিয়ে বের হয়ে আসবে এবং তাদের ঘাড়ের দিকে গরম লোহাদ্বারা এমনভাবে দাগ দেয়া হবে যে, ললাটের দিক দিয়ে বের হয়ে যাবে। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর তিনি একটু সরে বসে পড়লেন। রাবী বলেন, এরপর আমি জিজ্ঞেস করলাম, এ লোকটি কে? তারা বললেন, তিনি আবূ যার (রা)। তখন আমি তার নিকট গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, কিছুক্ষণ পূর্বে আপনাকে যা বলতে শুনলাম, এ-কি? তিনি বললেন, আমি তাই বলেছি, যা নবী ﷺ থেকে শুনেছি। এরপর আমি বললাম, এ সরকারি অনুদান সম্পর্কে আপনার মতামত কি? তিনি বললেন, তুমি তা গ্রহণ কর। কেননা আজকের দিনে এতে রয়েছে সাহায্য কিন্তু তা যদি হয় দীন বিক্রয়ের মূল্য স্বরূপ, তবে তুমি তা গ্রহণ করবে না।

٦-بَابُ الْحَثِّ عَلَى النَّفَقَةِ وَتَبْشِيْرِ الْمُنْفِقِ بِالْخَلَفِ

৬. পরিচ্ছেদ : দানের ব্যাপারে উৎসাহ প্রদান এবং দাতাকে বিনিময় প্রদানের সুসংবাদ

٢١٨٠- حَدَّثَنِىْ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ اَبِىْ الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ قَالَ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى يَا ابْنَ اٰدَمَ اَنْفِقْ اُنْفِقْ عَلَيْكَ وَقَالَ يَمِيْنُ اللّٰهِ مَلْاٰى (وَقَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ مَلْاٰنُ) سَحَّاءُ لاَ يَغِيْضُهَا شَىْءٌ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ.

২১৮০. যুহায়র ইব্‌ন হারব ও মুহাম্মদ ইব্‌ন 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন নুমায়র (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেন, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, হে আদম সন্তান! তুমি দান কর, আমি তোমাকে দান করব। তিনি আরো বলেন, আল্লাহ্‌র ডান হাত পরিপূর্ণ। দিবারাত্রির অনবরত দান তাতে কিছু কমায় না।

٢١٨١- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّامٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرُ بْنُ رَاشِدٍ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ اَخِىْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هٰذَا مَا حَدَّثَنَا اَبُوْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرَ اَحَادِيْثَ مِنْهَا وَقَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ قَالَ لِىْ اَنْفِقْ اُنْفِقْ عَلَيْكَ وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَمِيْنُ اللّٰهِ مَلْاٰى لاَ يَغِيْضُهَا سَحَّاءُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ اَرَاَيْتُمْ مَا اَنْفَقَ مُذْ خَلَقَ السَّمَاءَ وَالْاَرْضَ فَاِنَّهُ لَمْ يَغِضْ مَا فِىْ يَمِيْنِهِ وَعَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ وَبِيَدِهِ الْاُخْرٰى الْقَبْضُ يَرْفَعُ وَيَخْفِضُ.

২১৮১. মুহাম্মাদ ইব্‌ন রাফি' (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে কয়েকটি হাদীস বর্ণনা করেন, তন্মধ্যে একটি হল, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, আল্লাহ তা'আলা আমাকে বলেছেন, তুমি দান কর, আমি তোমাকে দান করব। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, আল্লাহর ডান হাত পরিপূর্ণ। রাত-দিনের অনবরত দান তা হ্রাস করতে পারে না। তোমরা কি দেখনি, আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টির পর হতে তিনি কি পরিমাণ দান করেছেন? কিন্তু এ দান তাঁর হাতের সম্পদের কিছুই কমাতে পারে নি। তিনি বলেন, তাঁর আরশ পানির উপর। তাঁর অপর হস্তে রয়েছে মৃত্যু। তিনি (যাকে ইচ্ছা) উন্নীত করেন এবং (যাকে ইচ্ছা) অবনমিত করেন।

٧- بَابُ فَضْلِ النَّفَقَةِ عَلَى الْعِيَالِ وَالْمَمْلُوْكِ وَاِثْمِ مَنْ ضَيَّعَهُمْ اَوْ حَبَسَ نَفَقَتَهُمْ عَنْهُمْ

৭. পরিচ্ছেদ : পরিবার-পরিজন ও দাস-দাসীদের প্রতি ব্যয় করার ফযীলত এবং তাদের হক নষ্টকারী ব্যক্তির পাপ

٢١٨٢- حَدَّثَنَا اَبُو الرَّبِيْعِ الزَّهْرَانِىُّ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ كِلاَهُمَا عَنْ حَمَّادِبْنِ زَيْدٍ قَالَ اَبُو الرَّبِيْعِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ عَنْ اَبِى قِلاَبَةَ عَنْ اَبِى اَسْمَاءَ عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَفْضَلُ دِيْنَارٍ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ دِيْنَارٌ يُنْفِقُهُ عَلٰى عِيَالِهِ وَدِيْنَارٌ يُنْفِقُهَا الرَّجُلُ عَلٰى دَابَّتِهِ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَدِيْنَارٌ يُنْفِقُهُ عَلٰى اَصْحَابِهِ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ قَالَ اَبُوْ قِلاَبَةَ وَبَدَأَ بِالْعِيَالِ ثُمَّ قَالَ اَبُوْ قِلاَبَةَ وَاَىُّ رَجُلٍ اَعْظَمُ اَجْرًا مِنْ رَجُلٍ يُنْفِقُ عَلٰى عِيَالٍ صِغَارٍ يُعِفُّهُمْ اَوْ يَنْفَعُهُمُ اللّٰهُ بِهِ وَيُغْنِيْهِمْ.

২১৮২. আবুর রাবী' যাহ্‌রানী ও কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র)...... সাওবান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, সর্বোত্তম দীনার (মুদ্রা) সেটি, যা মানুষ তার পরিবারের জন্য ব্যয় করে এবং সেই দীনার, যা আল্লাহর পথে জিহাদ করার উদ্দেশ্য বেঁধে রাখা জানোয়ারের জন্য ব্যয় করে এবং সেই দীনার, যা আল্লাহর পথে জিহাদকারী সঙ্গী-সাথীদের জন্য ব্যয় করে। বর্ণনাকারী আবূ কিলাবা (র) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ 'পরিবার-পরিজনের' কথা প্রথমে বলেন। এরপর আবূ কিলাবা (র) বলেন, যে ব্যক্তি তার ছোট ছোট সন্তান-সন্ততির প্রতি ব্যয় করে, যার ফলে আল্লাহ্ তাদেরকে পবিত্র রাখেন, অথবা উপকৃত করেন এবং তাদের অভাবমুক্ত রাখেন, তার চেয়ে মহান পারিশ্রমিকের অধিকারী আর কে হতে পারে?

٢١٨٣- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاَبُوْ كُرَيْبٍ وَاللَّفْظُ لاَبِى كُرَيْبٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُزَاحِمِ بْنِ زُفَرَ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ دِيْنَارٌ اَنْفَقْتَهُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَدِيْنَارٌ اَنْفَقْتَهُ فِىْ رَقَبَةٍ وَدِيْنَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلٰى مِسْكِيْنٍ وَدِيْنَارٌ اَنْفَقْتَهُ عَلٰى اَهْلِكَ اَعْظَمُهَا اَجْرًا الَّذِى اَنْفَقْتَهُ عَلٰى اَهْلِكَ.

২১৮৩. আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা, যুহায়র ইব্‌ন হারব ও আবূ কুরায়ব (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, কোন দীনার তুমি আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করেছ, কোন দীনার তুমি ব্যয় করেছ ক্রীতদাসকে মুক্ত করার জন্য, কোন দীনার তুমি সদকা করেছ মিসকীনের জন্য এবং কোন দীনার তুমি

٢١٨١- حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَرْمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ اَبْجَرَ الْكِنَانِيُّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ عَنْ خَيْثَمَةَ قَالَ كُنَّا جُلُوْسًا مَعَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو وَاِذَا جَاءَهُ قَهْرَمَانٌ لَهُ فَدَخَلَ فَقَالَ اَعْطَيْتَ الرَّقِيْقَ قُوْتَهُمْ قَالَ لاَ قَالَ فَانْطَلِقْ فَاَعْطِهِمْ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَفٰى بِالْمَرْءِ اِثْمًا اَنْ يَحْبِسَ عَمَّنْ يَمْلِكُ قُوْتَهُ.

২১৮১. সাঈদ ইব্‌ন মুহাম্মদ জারমী (র.) .... খায়সামা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর (রা.)-এর সঙ্গে বসা ছিলাম। এ সময় তার কাছে তার খাজাঞ্চী এলেন এবং ভিতরে প্রবেশ করলেন। তিনি জিজ্ঞাসা কররেন, তুমি ভৃত্যদেরকে তাদের খোরাকী দিয়েছ কি? তিনি বললেন, না দেই নি। এ কথা শুনে তিনি বললেন, যাও তাদেরকে দিয়ে দাও। এরপর তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, "পাপের জন্য এই যথেষ্ট যে, যাদের খোরপোষ তোমার দায়িত্ব তুমি তাদের খোরাকী আটকিয়ে রাখবে"।

٧- بَابُ الْاِبْتِدَاءِ فِى النَّفَقَةِ بِالنَّفْسِ ثُمَّ اَهْلِهِ ثُمَّ الْقَرَابَةِ

৭. অনুচ্ছেঃ ব্যয়ের ব্যাপারে প্রথমে হক নিজের, এরপর পরিবার-পরিজনের, তারপর নিকটতম আত্মীয়-স্বজনের।

٢١٨٢- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ اَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ اَعْتَقَ رَجُلٌ مِنْ بَنِى عُذْرَةَ عَبْدًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ فَبَلَغَ ذَالِكَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اَلَكَ مَالٌ غَيْرُهُ فَقَالَ لاَ فَقَالَ مَنْ يَشْتَرِيْهِ مِنِّىْ فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْعَدَوِىُّ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ فَجَاءَ بِهَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَدَفَعَهَا اِلَيْهِ ثُمَّ قَالَ اِبْدَأْ بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا فَاِنْ فَضَلَ شَىْءٌ فَلِاَهْلِكَ فَاِنْ فَضَلَ عَنْ اَهْلِكَ شَىْءٌ فَلِذِىْ قَرَابَتِكَ فَاِنْ فَضَلَ عَنْ ذِىْ قَرَابَتِكَ شَىْءٌ فَهٰكَذَا وَهٰكَذَا يَقُوْلُ فَبَيْنَ يَدَيْكَ وَعَنْ يَمِيْنِكَ وَعَنْ شِمَالِكَ.

২১৮২. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ ও মুহাম্মদ ইব্‌ন রুম্‌হ (র.) .... জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বনী উযরার এক ব্যক্তি 'তার মৃত্যুর পর' এ কথার শর্তে তার এক গোলামকে আযাদ করল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এ খবর শুনার পর (মালিককে) বললেন, তোমার নিকট ইহা ব্যতিরেকে অন্য কোন মাল আছে কি? সে বলল, নেই। তখন তিনি বললেন, আমার কাছ থেকে এ গোলামকে খরিদ করবে কি? তখন নুয়াইম ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ আবদী (রা) আটশ' রৌপ্য দিরহামের বিনিময়ে তাকে খরিদ করলেন। এরপর তিনি এ মুদ্রাগুলো রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে নিয়ে এলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এগুলো তাকে দিয়ে বললেন, প্রথমে নিজের জন্য ব্যয় কর। এরপর অবশিষ্ট থাকলে পরিজনের জন্য ব্যয় কর। নিজ পরিজনের জন্য ব্যয় করার পরও যদি কিছু অবশিষ্ট থাকে তবে নিকটাত্মীয়দের

জন্য ব্যয় কর। আত্নীয়-স্বজনদেরকে দান করার পরও যদি কিছু অবশিষ্ট থাকে, তাহালে এদিক ওদিক অর্থাৎ সম্মুখে-ডানে-বামে ব্যয় করবে।

٢١٨٦- وَحَدَّثَنِيْ يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الدَّوْرَقِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ يَعْنِيْ ابْنَ عُلَيَّةَ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ اَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ اَنَّ رَجُلاً مِنَ الْاَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ اَبُوْ مَذْكُوْرٍ اَعْتَقَ غُلاَمًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ يُقَالُ لَهُ يَعْقُوْبُ وَسَاقَ الْحَدِيْثَ بِمَعْنٰى حَدِيْثِ اللَّيْثِ.

২১৮৬. ইয়াকূব ইব্‌ন ইব্‌রাহীম দাওরাকী (র)...... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, আবূ মাযকূর নামক এক আনসারী নিজের মরণের পর ইয়াকূব নামক তার এক গোলামকে আযাদ হওয়ার ঘোষণা দিল। এরপর লায়স বর্ণিত হাদীসের মর্মানুযায়ী বর্ণনা করেন।

٩- بَابُ فَضْلِ النَّفَقَةِ وَالصَّدَقَةِ عَلَى الْاَقْرَبِيْنَ وَالزَّوْجِ وَالْاَوْلاَدِ وَالْوَالِدَيْنِ وَلَوْ كَانُوْا مُشْرِكِيْنَ.

৯. পরিচ্ছেদ : নিকটাত্নীয়, স্বামী, সন্তান-সন্ততি ও পিতামাতার জন্য খরচ করার ফযীলত, যদিও তারা মুশরিক হয়

٢١٨٧- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى قَالَ قَرَأْتُ عَلٰى مَالِكٍ عَنْ اِسْحٰقَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ طَلْحَةَ اَنَّهُ سَمِعَ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ كَانَ اَبُوْ طَلْحَةَ اَكْثَرَ اَنْصَارِيٍّ بِالْمَدِيْنَةِ مَالاً وَكَانَ اَحَبُّ اَمْوَالِهِ اِلَيْهِ بَيْرُحٰى وَكَانَتْ مُسْتَقْبِلَةَ الْمَسْجِدِ وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَدْخُلُهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءٍ فِيْهَا طَيِّبٍ قَالَ اَنَسٌ فَلَمَّا نَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ **لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ** قَامَ اَبُوْ طَلْحَةَ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اِنَّ اللّٰهَ يَقُوْلُ فِيْ كِتَابِهِ "**لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ**" وَاِنَّ اَحَبَّ اَمْوَالِيْ اِلَيَّ بَيْرُحٰى وَاِنَّهَا صَدَقَةٌ لِلّٰهِ اَرْجُوْ بِرَّهَا وَذُخْرَهَا عِنْدَ اللّٰهِ فَضَعْهَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ حَيْثُ شِئْتَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَخْ ذَالِكَ مَالٌ رَابِحٌ ذَالِكَ مَالٌ رَابِحٌ قَدْ سَمِعْتُ مَاقُلْتَ فِيْهَا وَاِنِّيْ اَرٰى اَنْ تَجْعَلَهَا فِي الْاَقْرَبِيْنَ فَقَسَمَهَا اَبُوْ طَلْحَةَ فِيْ اَقَارِبِهِ وَبَنِيْ عَمِّهِ.

২১৮৭. ইয়াহ্‌য়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌য়া (র)...... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মদীনার আনসারী সাহাবীদের মধ্যে আবূ তালহা (রা) সর্বোপেক্ষা বিত্তবান ছিলেন। তার সম্পত্তির মধ্যে 'বায়রুহা'ই ছিল সর্বাধিক প্রিয় সম্পদ। সেটি মসজিদুন নবী ﷺ-এর সম্মুখে অবস্থিত ছিল। রাসুলুল্লাহ্ ﷺ সেখানে গিয়ে এর সুপেয় পানি পান করতেন। আনাস (রা) বলেন, "তোমরা যা ভালবাস তা থেকে ব্যয় না করা পর্যন্ত তোমরা কখনো পুণ্য লাভ করবে না" এ আয়াত নাযিল হলে আবূ তালহা (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট গিয়ে বললেন, আল্লাহ তা'আলা আল-কুরআনে বলছেন, "তোমরা যা ভালবাস তা থেকে ব্যয় না করা পর্যন্ত তোমরা কখনো পুণ্য লাভ করবে না।" 'বায়রুহা' আমার সর্বপেক্ষা প্রিয় সম্পদ। অতএব আমি তা আল্লাহর রাহে সদকা করলাম।

বিনিময়ে আমি আল্লাহ্‌র কাছে নেকী ও সঞ্চয় আশা করি এবং আখিরাতে পুঁজির আশা রাখি। ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনার মর্জি মাফিক আপনি তা ব্যবহার করুন। এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, বাহ্! সম্পদটি লাভজনক। সম্পদটি লাভজনক। এ সম্পর্কে তুমি যা বললে, অবশ্যই আমি তা শুনেছি। তবে আমার পসন্দ হচ্ছে, তা তুমি তোমার আত্মীয়-স্বজনদের মাঝে বন্টন করে দাও। অতঃপর আবূ তালহা (রা) আত্মীয়-স্বজন ও তাঁর চাচাতো ভাইদের মাঝে তা বন্টন করে দিলেন।

٢١٨٨- حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا بَهْزٌ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ اَنَسٍ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ" قَالَ اَبُوْ طَلْحَةَ أَرٰى رَبَّنَا يَسْأَلُنَا مِنْ اَمْوَالِنَا فَاُشْهِدُكَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَنِّىْ قَدْ جَعَلْتُ اَرْضِىْ بَيْرُحَاءَ لِلّٰهِ قَالَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِجْعَلْهَا فِىْ قَرَابَتِكَ قَالَ فَجَعَلَهَا فِىْ حَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ وَاُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ.

২১৮৮. মুহাম্মদ ইব্‌ন হাতিম (র)...... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "তোমরা যা ভালবাস তা থেকে ব্যয় না করা পর্যন্ত তোমরা কখনো পুণ্য লাভ করবে না।" এ আয়াতটি নাযিল হওয়ার পর আবূ তালহা (রা) বললেন, আমি মনে করি আমাদের রব আমাদের সম্পদ থেকে কিছু চাচ্ছেন। ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি আপনাকে সাক্ষী করে বলছি, আমি আমার, 'বায়রুহা' নামক ভূমি আল্লাহ্‌র রাহে দান করলাম। তিনি বলেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তুমি তা তোমার আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে বন্টন করে দাও। তিনি তা হাস্‌সান ইব্‌ন সাবিত ও উবাই ইব্‌ন কা'ব (রা)-এর মধ্যে বন্টন করে দিলেন।

٢١٨٩- حَدَّثَنِى هٰرُوْنُ بْنُ سَعِيْدٍ الْاَيْلِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عَمْرٌو عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ كُرَيْبٍ عَنْ مَيْمُوْنَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ اَنَّهَا اَعْتَقَتْ وَلِيْدَةً فِىْ زَمَانِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرَتْ ذَالِكَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ لَوْاَعْطَيْتِهَا اَخْوَالَكِ كَانَ اَعْظَمَ لاَجْرِكِ.

২১৮৯. হারূন ইব্‌ন সাঈদ আয়লী (র)...... মায়মূনা বিনত হারিস (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর জীবদ্দশায় একটি বাঁদী আযাদ করেছিলেন। এ কথা তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট বর্ণনা করার পর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, যদি তুমি তোমার মামাদের দান করতে, তাহলে তুমি অধিকতর সাওয়াব পেতে।

٢١٩٠- حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ الرَّبِيْعِ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ عَنِ الاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَصَدَّقْنَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ قَالَ فَرَجَعْتُ اِلٰى عَبْدِ اللّٰهِ فَقُلْتُ اِنَّكَ رَجُلٌ خَفِيْفُ ذَاتِ الْيَدِ وَاِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَدْ اَمَرَنَا بِالصَّدَقَةِ فَأْتِهِ فَاسْأَلْهُ فَاِنْ كَانَ ذَالِكَ يَجْزِىْ عَنِّىْ وَاِلاَّ صَرَفْتُهَا اِلٰى غَيْرِكُمْ قَالَتْ فَقَالَ لِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بَلْ ائْتِيْهِ اَنْتِ قَالَتْ فَانْطَلَقْتُ فَاِذَا امْرَأَةٌ مِنَ الْاَنْصَارِ بِبَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ حَاجَتِىْ حَاجَتُهَا قَالَتْ وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَدْ اُلْقِيَتْ عَلَيْهِ الْمَهَابَةُ قَالَتْ فَخَرَجَ عَلَيْنَا بِلاَلٌ فَقُلْنَا لَهُ

اءْت رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَاَخْبِرْهُ اَنَّ امْرَأَتَيْنِ بِالْبَابِ تَسْأَلاَنِكَ أَتُجْزِىءُ الصَّدَقَةُ عَنْهُمَا عَلٰى اَزْوَاجِهِمَا وَعَلٰى اَيْتَامٍ فِىْ حُجُوْرِهِمَا وَلاَ تُخْبِرْهُ مَنْ نَحْنُ قَالَتْ فَدَخَلَ بِلاَلٌ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَسَأَلَه فَقَالَ لَهٗ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ هُمَا فَقَالَ امْرَأَةٌ مِنَ الاَنْصَارِ وَزَيْنَبُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَىُّ الزَّيَانِبِ قَالَ امْرَأَةُ عَبْدِ اللّٰهِ فَقَالَ لَهٗ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَهُمَا اَجْرَانِ اَجْرُ الْقَرَابَةِ وَاَجْرُ الصَّدَقَةِ.

২১৯০. হাসান ইবনুর রাবী (র)...... আবদুল্লাহ্‌র স্ত্রী যায়নাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, হে নারী সমাজ! তোমাদের অলংকার দিয়ে হলেও তোমরা সদকা কর। তিনি বলেন, এ কথা শুনে আমি আমার স্বামী আবদুল্লাহ্‌র নিকট চলে গেলাম এবং তাকে বললাম, আপনি তো অসচ্ছল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদেরকে সদকা করার নির্দেশ দিয়েছেন। সুতরাং আপনি গিয়ে তাঁকে জিজ্ঞেস করুন, যদি আপনাকে দিলে আমার সদকা আদায় হয়ে যায়। তা হলে তো হলই, আর যদি আদায় না হয় তা হলে আমি আপনাকে ছাড়া অন্যকে দিয়ে দিব। তখন আবদুল্লাহ (রা) আমাকে বললেন, বরং তাঁর নিকট তুমি যাও। যায়নাব (রা) বলেন, আমি গেলাম এবং এক আনসারী মহিলাকে আমার মত একই প্রয়োজনে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত দেখতে পেলাম। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর চেহারায় ভীতিকর গাম্ভীর্য দেওয়া হয়েছিল। এমতাবস্থায় বিলাল (রা) আমাদের সামনে এসে উপস্থিত হলেন। আমরা তাকে বললাম, আপনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে গিয়ে বলুন, দরজার নিকট দু'জন মহিলা আপনাকে জিজ্ঞেস করছে, তাদের নিজ নিজ স্বামীকে এবং তাঁদের তত্ত্বাবধানে প্রতিপালিত ইয়াতীমদের সদকা দিলে তাঁদের সাদকা আদায় হবে কি? তবে আমরা কারা, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে তা জানাবেন না। অতঃপর বিলাল (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে গিয়ে এ কথা জিজ্ঞেস করলেন। উত্তরে তিনি বললেন, এরা কারা? বিলাল (রা) বললেন, এক আনসারী মহিলা এবং যায়নাব। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, কোন যায়নাব? তিনি বললেন, আবদুল্লাহ্‌র স্ত্রী যায়নাব। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তাদের জন্য দ্বিগুণ সাওয়াব রয়েছে। আত্মীয়তার সাওয়াব এবং সদকার সাওয়াব।

٢١٩١- وَحَدَّثَنِىْ اَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ الاَزْدِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا اَبِىْ قَالَ حَدَّثَنَا الاَعْمَشُ حَدَّثَنِىْ شَقِيْقٌ عَنْ عَمْرِوبْنِ الْحَارِثِ عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ فَذَكَرْتُ لاِبْرَاهِيْمَ فَحَدَّثَنِى عَنْ اَبِىْ عُبَيْدَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللّٰهِ بِمِثْلِهٖ سَوَاءً قَالَ قَالَتْ كُنْتُ فِى الْمَسْجِدِ فَرَانِى النَّبِىُّ ﷺ فَقَالَ تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ وَسَاقَ الْحَدِيْثَ بِنَحْوِ حَدِيْثِ اَبِى الاَحْوَصِ.

২১৯১. আহ্‌মাদ ইব্‌ন ইউসুফ আযদী (র)...... 'আবদুল্লাহ্‌র স্ত্রী যায়নাব (রা) থেকে বর্ণিত। রাবী আ'মাশ (র) বলেন, আমি ইব্‌রাহীমকে এ হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম, তখন তিনি আবূ উবায়দা, আম্‌র ইব্‌ন হারিস (র) সূত্রে আবদুল্লাহ্‌র স্ত্রী যায়নাব থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেন। এতে রয়েছে যে, 'আমি ছিলাম মসজিদে, তখন নবী ﷺ আমাকে দেখলেন এবং বললেন, নিজেদের অলংকার থেকে হলেও তোমরা সদকা কর।" হাদীসের পরবর্তী অংশ আবুল আহওয়াসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٢١٨٩- حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ اَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ هَلْ لِيْ اَجْرُ فِيْ بَنِيْ اَبِيْ سَلَمَةَ اُنْفِقُ عَلَيْهِمْ وَلَسْتُ بِتَارِكَتِهِمْ هٰكَذَا وَهٰكَذَا اِنَّمَا هُمْ بَنِيَّ فَقَالَ نَعَمْ لَكِ فِيْهِمْ اَجْرُ مَا اَنْفَقْتِ عَلَيْهِمْ.

২১৮৯. আবূ কুরায়ব মুহাম্মদ ইব্‌ন আ'লা (র.).... উম্মে সালামা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি আবু সালামার সন্তানদের জন্য যা খরচ করে থাকি। তাতে আমি সাওয়াব পাব কি? আমি তো তাদেরকে এভাবে ছাড়তে পানি না। তারা তো আমারই সন্তান। উত্তরে তিনি বললেন, হ্যাঁ, তাদের জন্য তুমি খরচ করবে, তাতে তোমার জন্য সাওয়াব রয়েছে।

٢١٩٠- وَحَدَّثَنِيْ سُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ح وَحَدَّثَنَاهُ اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنَا مَعْمَرُ جَمِيْعًا عَنْ هِشَامِ ابْنِ عُرْوَةَ فِيْ هٰذَا الْاِسْنَادِ بِمِثْلِهِ.

২১৯০. সুওয়ায়দ ইব্‌ন সাঈদ, ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম ও আব্‌দ ইব্‌ন হুমায়দ (র.).... হিশাম ইব্‌ন উরওয়া (র.)-এর সূত্রে এ সনদ পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٢١٩١- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنِ مُعَاذِ الْعَنْبَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِيْ قَالَ شُعْبَةُ عَنْ عَدِيٍّ وَهُوَ ابْنُ ثَابِتٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ اَبِيْ مَسْعُوْدِ الْبَدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِنَّ الْمُسْلِمَ اِذَا اَنْفَقَ عَلٰى اَهْلِهِ نَفَقَةً وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً.

২১৯১. উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন মু'আয আন্‌বারী (র.).... আবূ মাসঊদ বাদরী (র.) থেকে বর্ণিত নবী ﷺ বলেন, কোন মুসলিম যদি সাওয়াবের আশায় স্বীয় পরিবার-পরিজনের জন্য কিছু ব্যয় করে, তবে তাঁর জন্য সাদাকা হবে।

٢١٩٢- وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَاَبُوْ بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ كِلاَهُمَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ ح وَحَدَّثَنَاهُ اَبُوْ كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعُ جَمِيْعًا عَنْ شُعْبَةَ فِيْ هٰذَا الْاِسْنَادِ.

২১৯২. মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার, আবূ বাক্‌র ইব্‌ন নাফি' ও আবূ কুরায়ব (র.).... শু'বা (র.)-এর সূত্রে উক্ত সনদে পূর্বের হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٢١٩٣- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِبْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ اِدْرِيْسَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَسْمَاءَ قَالَتْ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ اُمِّيْ قَدِمَتْ عَلَيَّ وَهِيَ رَاغِبَةٌ اَوْرَاهِبَةٌ اَفَاَصِلُهَا قَالَ نَعَمْ.

২১৯৬. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা (রা)...... আসমা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার আম্মা আমার নিকট এসেছেন। তিনি দীন ইসলাম গ্রহণে বিমুখ, আমি তার সাথে সদাচরণ করব কি? রাসূলাল্লাহ্ ﷺ বললেন, হ্যাঁ।

٢١٩٧- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ مَحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ اَبِى بَكْرٍ قَالَتْ قَدِمَتْ عَلَىَّ اُمِّىْ وَهِىَ مُشْرِكَةٌ فِىْ عَهْدِ قُرَيْشٍ اِذْ عَاهَدَهُمْ فَاسْتَفْتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَدِمَتْ عَلَىَّ اُمِّىْ وَهِىَ رَاغِبَةٌ أَفَاصِلُ اُمِّىْ قَالَ نَعَمْ صِلِى اُمَّكِ.

২১৯৭. আবূ কুরায়ব, মুহাম্মদ ইবনুল আ'লা (র)...... আসমা বিন্‌ত আবূ বাক্‌র (রা) থেকে বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমার 'মা' আমার নিকট এসেছে। সে তো মুশরিক মহিলা। আসমা (রা) বলেন, আমি রাসূলাল্লাহ্ ﷺ-কে এ কথা সে সময় জিজ্ঞেস করেছিলাম যখন কুরায়শদের সাথে তিনি সন্ধিচুক্তি করেছিলেন। আমি তাঁকে বললাম, আমার আম্মা আমার কাছে এসেছেন আশা নিয়ে। আমি আমার আম্মার সাথে ভাল ব্যবহার করব কি? রাসূলাল্লাহ্ ﷺ বললেন, হ্যাঁ, তুমি তোমার আম্মার সাথে ভাল ব্যবহার কর।

١٠- بَابُ وُصُوْلِ ثَوَابِ الصَّدَقَةِ عَنِ الْمَيِّتِ اِلَيْهِ

১০. পরিচ্ছেদ : মৃত ব্যক্তির পক্ষ হতে সদকা করা এবং করলে এর সাওয়াব তার কাছে পৌঁছে যাওয়া

٢١٩٨- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَجُلاً اَتَى النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ اُمِّىْ افْتُلِتَتْ نَفْسُهَا وَلَمْ تُوْصِ وَاَظُنُّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ أَفَلَهَا اَجْرٌ اِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ.

২১৯৮. মুহাম্মদ ইব্‌ন 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন নুমায়র (র)....... 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী ﷺ-এর কাছে এসে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আমার আম্মা হঠাৎ মৃত্যুবরণ করেছেন। তিনি অসিয়্যত করে যেতে পারেন নি। আমার মনে হয়, তিনি যদি কথা বলতে পারতেন, তা হলে সদকা করতেন। অতএব আমি যদি তার পক্ষ হতে সদকা করি তবে এর সাওয়াব তিনি পাবেন কি? রাসূলাল্লাহ্ ﷺ বললেন, হ্যাঁ, পাবেন।

٢١٩٩- وَحَدَّثَنِيْهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ أُسَامَةَ ح وَحَدَّثَنِىْ عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ اَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ مُسْهِرٍ ح وَحَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوْسٰى قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ اِسْحٰقَ كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامٍ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ وَفِىْ حَدِيْثِ اَبِىْ أُسَامَةَ وَلَمْ تُوْصِ كَمَا قَالَ ابْنُ بِشْرٍ وَلَمْ يَقُلْ ذَالِكَ الْبَاقُوْنَ.

২১৯৯. যুহায়র ইব্‌ন হারব, আবূ কুরায়ব, আলী ইব্‌ন হুজ্‌র ও হাকাম ইব্‌ন মূসা (র)...... হিশাম (র)-এর সূত্রে এ সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে আবূ উসামার হাদীসে মুহাম্মদ ইব্‌ন বিশ্‌রের হাদীসের মত "অসিয়ত করে যেতে পারেননি" কথাটি বর্ণিত আছে। কিন্তু অন্যরা এ কথাটি উল্লেখ করেন নাই।

١١- بَابُ بَيَانِ اَنَّ اِسْمَ الصَّدَقَةِ يَقَعُ عَلَى كُلِّ نَوْعٍ مِنَ الْمَعْرُوْفِ

১১. পরিচ্ছেদ : প্রত্যেক কল্যাণকর কাজই সদকা

٢٢٠٠- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْبَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ كِلاَهُمَا عَنْ اَبِىْ مَالِكٍ الْاَشْجَعِىِّ عَنْ رِبْعِىِّ بْنِ حِرَاشٍ عَنْ حُذَيْفَةَ فِىْ حَدِيْثِ قُتَيْبَةَ قَالَ قَالَ نَبِيُّكُمْ ﷺ وَقَالَ ابْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ كُلُّ مَعْرُوْفٍ صَدَقَةٌ.

২২০০. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ ও আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)...... হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। কুতায়বার হাদীসে আছে যে, "তোমাদের নবী ﷺ বলেছেন", আর ইব্‌ন আবূ শায়বার হাদীসে রয়েছে যে, "নবী ﷺ বলেছেন", প্রত্যেক কল্যাণকর কাজই সদকা।

٢٢٠١- وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ اَسْمَاءَ الضُّبَعِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مَهْدِىُّ بْنُ مَيْمُوْنٍ حَدَّثَنَا وَاصِلٌ مَوْلٰى اَبِىْ عُيَيْنَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عُقَيْلٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ عَنْ اَبِى الْاَسْوَدِ الدِّيْلِىِّ عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ اَنَّ نَاسًا مِنْ اَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ قَالُوْا لِلنَّبِىِّ ﷺ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ذَهَبَ اَهْلُ الدُّثُوْرِ بِالْاُجُوْرِ يُصَلُّوْنَ كَمَا نُصَلِّىْ وَيَصُوْمُوْنَ كَمَا نَصُوْمُ وَيَتَصَدَّقُوْنَ بِفُضُوْلِ اَمْوَالِهِمْ قَالَ أَوَلَيْسَ قَدْ جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ مَاتَصَدَّقُوْنَ اِنَّ بِكُلِّ تَسْبِيْحَةٍ صَدَقَةً وَكُلِّ تَكْبِيْرَةٍ صَدَقَةً وَكُلِّ تَحْمِيْدَةٍ صَدَقَةً وَكُلِّ تَهْلِيْلَةٍ صَدَقَةً وَاَمْرٌ بِالْمَعْرُوْفِ صَدَقَةٌ وَنَهْىٌ عَنْ مُنْكَرٍ صَدَقَةٌ وَفِىْ بُضْعِ اَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَيَاْتِىْ اَحَدُنَا شَهْوَتَهُ وَيَكُوْنُ لَهُ فِيْهَا اَجْرٌ قَالَ أَرَأَيْتُمْ لَوْوَضَعَهَا فِىْ حَرَامٍ أَكَانَ عَلَيْهِ فِيْهَا وِزْرٌ فَكَذَالِكَ اِذْ وَضَعَهَا فِى الْحَلاَلِ كَانَ لَهُ اَجْرٌ.

২২০১. 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আসমা আয-যুবাঈ (র)...... আবূ যার (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ-এর সাহাবীদের কয়েকজন নবী ﷺ-কে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! বিত্তবানরা সাওয়াব নিয়ে যাচ্ছেন। তারা আমাদের মত সালাত আদায় করেন, আমাদের মত সিয়াম পালন করেন এবং তারা নিজেদের অতিরিক্ত সম্পদ হতে কিছু দান করে থাকেন। তিনি বললেন, তোমাদের জন্য কি আল্লাহ্ তা'আলা সদকা করার ব্যবস্থা করেন নি? প্রতিটি তাসবীহ্ সদকা, প্রতিটি তাক্‌বীর সদকা, প্রতিটি তাহ্‌মীদ সদকা, প্রতিটি তাহ্‌লীল সদকা, সৎকাজের আদেশ দেয়া, অসৎকাজ হতে বিরত রাখা সদকা এবং স্ত্রীর সঙ্গে মিলনও সদকা। তারা বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! কেউ যদি জৈব চাহিদা পূরণ করে, তাতেও কি সে সাওয়াব পাবে? তিনি বললেন, তোমরা কি মনে কর যদি সে কামাচার করে হারাম পথে, তাতে কি তার পাপ হবে না? অনুরূপভাবে যদি সে কামাচার করে হালাল পথে, তবে সে সাওয়াব পাবে।

٢٢٠٢- حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ تَوْبَةَ الرَّبِيْعُ بْنُ نَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ يَعْنِي ابْنَ سَلاَّمٍ عَنْ زَيْدٍ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا سَلاَّمٍ يَقُوْلُ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ فَرُّوْخَ اَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ تَقُوْلُ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّه خُلِقَ كُلُّ اِنْسَانٍ مِنْ بَنِي اٰدَمَ عَلٰى سِتِّيْنَ وَثَلاَثِمِائَةِ مَفْصِلٍ فَمَنْ كَبَّرَ اللّٰهَ وَحَمِدَ اللّٰهَ وَهَلَّلَ اللّٰهَ وَسَبَّحَ اللّٰهَ وَاسْتَغْفَرَ اللّٰهَ وَعَزَلَ حَجَرًا عَنْ طَرِيْقِ النَّاسِ اَوْشَوْكَةً اَوْ عَظْمًا عَنْ طَرِيْقِ النَّاسِ وَاَمَرَ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ نَهْي عَنْ مُنْكَرٍ عَدَدَ تِلْكَ السِّتِّيْنَ وَالثَّلاَثِمِائَةِ السُّلاَمٰى فَاِنَّهُ يَمْشِيْ يَوْمَئِذٍ وَقَدْ زَحْزَحَ نَفْسَهُ عَنِ النَّارِ قَالَ اَبُوْ تَوْبَةَ وَرُبَّمَا قَالَ يُمْسِيْ.

২২০২. হাসান ইব্‌ন আলী হুলওয়ানী (র)...... 'আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা বনী আদমের প্রতি মানুষকে ৩৬০ টি গ্রন্থিবিশিষ্ট করে সৃষ্টি করেছেন। অতএব যে ব্যক্তি ঐ সংখ্যা পরিমাণ আল্লাহু আকবার বলবে, আল্‌হামদু লিল্লাহ বলবে, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ বলবে, সুব্‌হানাল্লাহ্ বলবে, আসতাগ ফিরুল্লাহ বলবে, মানুষের চলার পথ থেকে কোন পাথর সরাবে কিংবা কাঁটা বা হাড় সরাবে, সৎকাজের আদেশ দেবে এবং অসৎকাজ থেকে বিরত রাখবে, সে কিয়ামতের দিন এমনভাবে চলাফেরা করবে যে, সে নিজেকে জাহান্নামের আগুন থেকে দূরে রেখে দিয়েছে। আবূ তাওবা (র) বলেন, বর্ণনাকারী কখনও يَمْشِيْ এর স্থলে يُمْسِيْ বলতেন (অর্থাৎ তার সন্ধ্যা হবে এ অবস্থায় যে সে নিজেকে.....)।

٢٢٠٣- وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِيُّ قَالَ اَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ قَالَ حَدَّثَنِيْ مُعَاوِيَةُ قَالَ اَخْبَرَنِيْ اَخِيْ زَيْدٌ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ مِثْلَهُ غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ اَوْ اَمَرَ بِمَعْرُوْفٍ وَقَالَ فَاِنَّهُ يُمْسِيْ يَوْمَئِذٍ.

২২০৩. আবদুল্লাহ ইব্‌ন আবদুর রহমান দারিমী (র)...... যায়দ (রা) সূত্রে এই সনদে অনুরূপ বর্ণিত। তবে "সৎকাজের আদেশ দেবে" কথাটি ব্যতীত। অন্য সূত্রে তিনি বলেন, "সে দিন যে সন্ধ্যা করবে।"

٢٢٠٤- وَحَدَّثَنِيْ اَبُوْ بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ الْعَبْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ كَثِيْرٍ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ يَعْنِي ابْنَ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ زَيْدِ بْنِ سَلاَّمٍ عَنْ جَدِّهِ اَبِيْ سَلاَّمٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ فَرُّوْخَ اَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ تَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خُلِقَ كُلُّ اِنْسَانٍ بِنَحْوِ حَدِيْثِ مُعَاوِيَةَ عَنْ زَيْدٍ وَقَالَ فَاِنَّهُ يَمْشِيْ يَوْ مَئِذٍ.

২২০৪. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন নাফি আল-আবদী (র)...... 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলাল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, প্রতিটি মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে। অতঃপর রাবী যায়দের হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে তাঁর হাদীসের মধ্যে "সে দিন সে চলাফেরা করবে" বর্ণিত রয়েছে।

٢٢٠٥- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا اَبُوْ أُسَامَةَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِى بُرْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ قِيْلَ أَرَأَيْتَ اِنْ لَمْ يَجِدْ قَالَ يَعْتَمِلُ بِيَدَيْهِ فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقُ قَالَ قِيْلَ أَرَأَيْتَ اِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ قَالَ يُعِيْنُ ذَاالْحَاجَةِ الْمَلْهُوْفَ قَالَ قِيْلَ لَهُ أَرَأَيْتَ اِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ قَالَ يَأْمُرُ بِالْمَعْرُوْفِ اَوِ الْخَيْرِ قَالَ أَرَأَيْتَ اِنْ لَمْ يَفْعَلْ قَالَ يُمْسِكُ عَنِ الشَّرِّ فَاِنَّهَا صَدَقَةٌ.

২২০৫. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)...... সাঈদ ইব্‌ন আবূ বুরদা (র) তাঁর পিতার সূত্রে তাঁর দাদা থেকে, তিনি নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ বলেন, প্রত্যেক মুসলিমের উপর সদকা করা ওয়াজিব। প্রশ্ন করা হল, যদি সদকা করার জন্য কিছু না পায়? তিনি বললেন, তবে সে নিজ হাতে উপার্জন করবে এবং নিজে উপকৃত হবে ও সদকা করবে। পুনরায় জিজ্ঞেস করা হল, যদি সে এতেও সক্ষম না হয়, তবে কি হবে? তিনি বললেন, তাহলে সে অসহায় আর্ত মানুষের সাহায্য করবে। রাবী বলেন, আবার জিজ্ঞেস করা হল, যদি সে এতেও সক্ষম না হয়? তিনি বললেন, তাহলে সৎকাজের কিংবা কল্যাণের আদেশ করবে। আবারো জিজ্ঞেস করা হল, যদি সে তাও না করে? তিনি বললেন, তবে মন্দকাজ থেকে বিরত থাকবে। কেননা এটাও সদকা।

٢٢٠٦- وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ.

২২০৬. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না (র)..... শু'বা (র) থেকে অনুরূপ সনদে বর্ণিত।

٢٢٠٧- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّامٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنُ مُنَبِّهٍ قَالَ هٰذَا مَا حَدَّثَنَا اَبُوْ هُرَيْرَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرَ اَحَادِيْثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كُلُّ سُلَامٰى مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ كُلَّ يَوْمٍ تَطْلُعُ فِيْهِ الشَّمْسُ قَالَ تَعْدِلُ بَيْنَ الْاِثْنَيْنِ صَدَقَةٌ وَتُعِيْنُ الرَّجُلَ فِىْ دَابَّتِهِ فَتَحْمِلُهُ عَلَيْهَا اَوْتَرْفَعُ لَهُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ قَالَ وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ وَكُلُّ خُطْوَةٍ تَمْشِيْهَا اِلَى الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ وَتُمِيْطُ الْاَذٰى عَنِ الطَّرِيْقِ صَدَقَةٌ.

২২০৭. মুহাম্মদ ইব্‌ন রাফি (র)...... হাম্মাম ইব্‌ন মুনাব্বিহ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এ হচ্ছে আবূ হুরায়রা (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে যে হাদীস বর্ণনা করেছেন তা। এরপর তিনি কিছু হাদীস বর্ণনা করলেন, তার মধ্যে একটি এই যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, প্রত্যেক দিন যখন সূর্য উদিত হয়, তখন মানুষের প্রত্যেক গ্রন্থির জন্য সদকা ওয়াজিব। তিনি বলেন, দু' ব্যক্তির মাঝে ন্যায়বিচার করা সদকা, কোন ব্যক্তিকে তার সাওয়ারীর ব্যাপারে সাহায্য করা অথবা তার মাল সামগ্রী তুলে দেয়া সদকা। তিনি আরও বলেছেন, ভাল কথা বলা সদকা, সালাতের উদ্দেশ্যে গমনের পথে প্রতিটি পদক্ষেপ সদকা। চলার পথ হতে কষ্টদায়ক বস্তুত সরিয়ে দেয়া সদকা।

١٢- بَابُ فِى الْمُنْفِقِ وَالْمُمْسِكِ

১২. পরিচ্ছেদ : দানশীল ও কৃপণ প্রসঙ্গ

٢٢٠٨- وَحَدَّثَنِى الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّا قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدَ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ وَهُوَ ابْنُ بِلاَلٍ حَدَّثَنِى مُعَاوِيَةُ بْنُ اَبِى مُزَرِّدٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَامِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيْهِ اِلاَّ مَلَكَانِ يَنْزِلاَنِ فَيَقُوْلُ اَحَدُهُمَا اَللّٰهُمَّ اَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا وَيَقُوْلُ الْاٰخَرُ اَللّٰهُمَّ اَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا.

২২০৮. কাসিম ইব্ন যাকারিয়্যা (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, প্রত্যহ মানুষের যখন ভোর হয়, তখন দু'জন ফেরেশতা অবতরণ করেন। অতঃপর তাদের একজন বলেন, হে আল্লাহ! দানকারীকে তার বদলা দাও। অপরজন বলেন, হে আল্লাহ কৃপণের ধন ধ্বংস কর।

١٣- بَابُ التَّرْغِيْبِ فِى الصَّدَقَةِ قَبْلَ اَنْ لاَّ يُوْجَدَ مَنْ يَقْبَلُهَا

১৩. পরিচ্ছেদ : সেই দিন আসার আগে দান-সদকায় উৎসাহ প্রদান যেদিন তার কোন গ্রহীতা পাওয়া যাবে না

٢٢٠٩- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَعْبَدِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ حَارِثَةَ بْنَ وَهْبٍ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ تَصَدَّقُوْا فَيُوْشِكُ الرَّجُلُ يَمْشِى بِصَدَقَتِهِ فَيَقُوْلُ الَّذِىْ اُعْطِيَهَا لَوْ جِئْتَنَا بِهَا بِالْاَمْسِ قَبِلْتُهَا فَاَمَّا الْاٰنْ فَلاَ حَاجَةَ لِىْ بِهَا فَلاَ يَجِدُ مَنْ يَقْبَلُهَا.

২২০৯. আবূ বাক্র ইব্ন আবূ শায়বা, ইব্ন নুমায়র ও মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না (র)...... হারিসা ইব্ন ওয়াহব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তোমরা সদকা দাও। অচিরেই এমন হবে যে, যখন এক মানুষ তার সদকার সামগ্রী নিয়ে ঘুরবে। যাকে দিতে চাইবে সে বলবে, যদি গতকালও নিয়ে আসতে, তাহলে আমি তা গ্রহণ করতাম কিন্তু আমার আজ এর কোন প্রয়োজন নেই। অবশেষে সদকা গ্রহণের জন্য কাউকে পাওয়া যাবে না।

٢٢١٠- وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ بَرَّادِ الْاَشْعَرِىُّ وَاَبُوْ كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ قَالاَحَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ اَبِى بُرْدَةَ عَنْ اَبِى مُوْسٰى عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لَيَاْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَطُوْفُ الرَّجُلُ فِيْهِ بِالصَّدَقَةِ مِنَ الذَّهَبِ ثُمَّ لاَ يَجِدُ اَحَدًا يَاْخُذُهَا مِنْهُ وَيُرَى الرَّجُلُ الْوَاحِدُ يَتْبَعُهُ اَرْبَعُوْنَ امْرَاَةً يَلُذْنَ بِهِ مِنْ قِلَّةِ الرِّجَالِ وَكَثْرَةِ النِّسَاءِ وَفِىْ رِوَايَةِ ابْنِ بَرَّادٍ وَتَرَى الرَّجُلَ.

২২১০. আবদুল্লাহ ইব্‌ন বাররাদ আশ'আরী ও আবূ কুরায়ব মুহাম্মদ ইবনুল আলা (র)...... আবূ মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন, মানুষের এমন এক সময় আসবে যখন সোনা নিয়ে সদকা করার জন্য লোক ঘুরে বেড়াবে কিন্তু তা নেয়ার মতো কাউকে পাওয়া যাবে না। আরো দেখা যাবে যে, পুরুষের সংখ্যাল্পতা ও নারীদের আধিক্যের দরুন চল্লিশজন নারী একজন পুরুষের অধীনস্থ হবে এবং তারা তার আশ্রয় গ্রহণ করবে। ইব্‌ন বাররাদ (র)-এর অপর এক রিওয়ায়াতে আছে "তুমি একেক ব্যক্তিকে দেখতে পাবে।"

٢٢١١- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْقَارِىُّ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَتَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى يَكْثُرَ الْمَالُ وَيَفِيْضَ حَتّٰى يَخْرُجَ الرَّجُلُ بِزَكَاةِ مَالِهِ فَلاَ يَجِدُ اَحَدًا يَقْبَلُهَا مِنْهُ وَحَتّٰى تَعُوْدَ اَرْضُ الْعَرَبِ مُرُوْجًا وَاَنْهَارًا.

২২১১. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, কিয়ামত সংঘটিত হবে না যতক্ষণ না প্রচুর ধন-সম্পদ ও বিপুল প্রাচুর্য প্রকাশ পায়। এমনকি তখন মানুষ তার মালের যাকাত নিয়ে বের হবে, কিন্তু তা গ্রহণ করার মত কাউকে পাওয়া যাবে না। আরব দেশ চারণভূমি ও নদী-নালায় পরিণত হবে।

٢٢١٢- وَحَدَّثَنَا اَبُو الطَّاهِرِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ اَبِىْ يُوْنُسَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى يَكْثُرَ فِيْكُمُ الْمَالُ فَيَفِيْضَ حَتّٰى يُهِمَّ رَبَّ الْمَالِ مَنْ يَقْبَلُهُ مِنْهُ صَدَقَةً وَيُدْعٰى اِلَيْهِ الرَّجُلُ فَيَقُوْلُ لاَ اَرَبَ لِىْ فِيْهِ.

২২১২. আবূ তাহির (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন, কিয়ামত সংঘটিত হবে না যে পর্যন্ত না তোমাদের মাঝে এত প্রাচুর্য দেখা দেবে যে, তা উপচে পড়বে। এমনকি সম্পদের মালিক তখন ভাবনা করবে যে, কে তার সদকা গ্রহণ করবে? সদকা দেয়ার জন্য কোন লোককে আহ্বান করা হবে। তখন সে বলবে, আমার প্রয়োজন নেই।

٢٢١٣- وَحَدَّثَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى وَاَبُوْ كُرَيْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَزِيْدَ الرِّفَاعِىُّ وَاللَّفْظُ لِوَاصِلٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ حَازِمٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَقِىْءُ الْاَرْضُ اَفْلاَذَ كَبِدِهَا اَمْثَالَ الْاُسْطُوَانِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ فَيَجِىْءُ الْقَاتِلُ فَيَقُوْلُ فِىْ هٰذَا قَتَلْتُ وَيَجِىْءُ الْقَاطِعُ فَيَقُوْلُ فِىْ هٰذَا قَطَعْتُ رَحِمِىْ وَيَجِىْءُ السَّارِقُ فَيَقُوْلُ فِىْ هٰذَا قُطِعَتْ يَدِىْ ثُمَّ يَدَعُوْنَهُ فَلاَ يَأْخُذُوْنَ مِنْهُ شَيْئًا.

২২১৩. ওয়াসিল ইব্‌ন আবদুল আ'লা, আবূ কুরায়ব ও মুহাম্মদ ইব্‌ন ইয়াযীদ রিফাঈ (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, ভূমি তার বক্ষস্থিত বস্তুসমূহ সোনা স্তম্ভের মত বের করে দেবে। তখন হত্যাকারী ব্যক্তি এসে বলবে, আমি এর জন্য হত্যা করেছি! আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্নকারী ব্যক্তি এসে

বলবে, আমি এর জন্য আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করেছি! চোর এসে বলবে, এরই কারণে আমার হাত কাটা হয়েছে! অতঃপর সকলেই তা ছেড়ে দেবে। এর থেকে তারা কেউ কিছুই গ্রহণ করবে না।

١٤- بَابُ قُبُوْلِ الصَّدَقَةِ مِنَ الْكَسْبِ الطَّيِّبِ وَتَرْبِيَتِهَا

১৪. পরিচ্ছেদ : হালাল উপার্জন থেকে সদকা গৃহীত হওয়া ও তার পরিচর্যা

٢٢١٤- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِى سَعِيْدٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ يَسَارٍ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَاتَصَدَّقَ اَحَدٌ بِصَدَقَةٍ مِنْ طَيِّبٍ وَلاَ يَقْبَلُ اللّٰهُ اِلاَّ الطَّيِّبَ اِلاَّ اَخَذَهَا الرَّحْمٰنُ بِيَمِيْنِهِ وَاِنْ كَانَتْ تَمْرَةً تَرْبُوْا فِىْ كَفِّ الرَّحْمٰنِ حَتّٰى تَكُوْنَ اَعْظَمَ مِنَ الْجَبَلِ كَمَا يُرَبِّىْ اَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ اَوفَصِيْلَهُ.

২২১৪. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, কোন ব্যক্তি হালাল সম্পদ হতে সদকা করলে, বস্তুত আল্লাহ্ হালাল ছাড়া গ্রহণ করেন না, রহমান তা ডান হস্তে গ্রহণ করেন। যদি তা একটি খেজুরও হয়, তবে তা রহমান আল্লাহ্‌র হাতে লালিত হবে। ফলে তা পাহাড়ের চাইতেও বড় হবে। যেভাবে তোমাদের কেউ নিজের ঘোড়ার বাচ্চা ও উটের শাবককে পালন করে।

٢٢١٥- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ يَعْنِى ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْقَارِىَّ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ يَتَصَدَّقُ اَحَدٌ بِتَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ اِلاَّ اَخَذَهَا اللّٰهُ بِيَمِيْنِهِ فَيُرَبِّيْهَا كَمَا يُرَبِّىْ اَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ اَوْقَلُوْصَهُ حَتّٰى تَكُوْنَ مِثْلَ الْجَبَلِ اَوْاَعْظَمَ.

২২১৫. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, হালাল উপায়ে উপার্জিত সম্পদ হতে যদি কোন ব্যক্তি একটি খেজুর সদকা করে, তবে আল্লাহ তা তাঁর ডানহস্তে গ্রহণ করেন। অতঃপর তিনি তা পালন করেন যেমন তোমরা তোমাদের ঘোড়ার বাচ্চা ও উটের শাবক পালন করে থাক। অবশেষে তা পর্বতসম হয়ে যায় কিংবা তার চেয়েও অধিক গুণে বেড়ে যায়।

٢٢١٦- وَحَدَّثَنِىْ اُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ يَعْنِى ابْنَ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ ح وَحَدَّثَنِيْهِ اَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ الاَوْدِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ سُلَيْمَانُ يَعْنِى ابْنَ بِلاَلٍ كِلاَهُمَا عَنْ سُهَيْلٍ بِهٰذَا الاِسْنَادِ فِىْ حَدِيْثِ رَوْحٍ مِنَ الْكَسْبِ الطَّيِّبِ فَيَضَعُهَا فِىْ حَقِّهَا وَفِىْ حَدِيْثِ سُلَيْمَانَ فَيَضَعُهَا فِىْ مَوْضِعِهَا.

২২১৬. উমায়্যা ইব্‌ন বিস্‌তাম ও আহ্‌মাদ ইব্‌ন উসমান আওদী (র)...... সুহায়ল (র)-এর সূত্রে এ সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে রাওহ্ (র)-এর হাদীসে রয়েছে "হালাল উপার্জন থেকে, অতঃপর ব্যয় করে সে তা তার প্রাপ্য স্থানে" এবং সুলায়মানের হাদীসের রয়েছে "অতঃপর ব্যয় করে সে তা যথাস্থানে।"

٢٢١٧- وَحَدَّثَنِيْهِ اَبُو الطَّاهِرِ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ نَحْوَ حَدِيْثِ يَعْقُوْبَ عَنْ سُهَيْلٍ.

২২১৭. আবু তাহির (র)...... আবূ হুরায়রা (রা)-এর সূত্রে নবী ﷺ থেকে সুহায়লের বরাতে ইয়াকূব (র) বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন।

٢٢١٨- وَحَدَّثَنِى اَبُوْ كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو اُسَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ حَدَّثَنِى عَدِىُّ بْنُ ثَابِتٍ عَنْ اَبِىْ حَازِمٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَيُّهَا النَّاسُ اِنَّ اللّٰهَ طَيِّبٌ لاَ يَقْبَلُ اِلاَّ طَيِّبًا وَاِنَّ اللّٰهَ اَمَرَ الْمُؤْمِنِيْنَ بِمَا اَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِيْنَ فَقَالَ **يٰاَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوْا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوْا صَالِحًا اِنِّىْ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ** وَقَالَ **يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُلُوْا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ** ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيْلُ السَّفَرَ اَشْعَثَ اَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ اِلَى السَّمَاءِ يَارَبِّ يَارَبِّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِىَ بِالْحَرَامِ فَاَنّٰى يُسْتَجَابُ لِذَالِكَ.

২২১৮. আবূ কুরায়ব মুহাম্মদ ইব্ন আ'লা (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, হে লোক সকল! আল্লাহ্ পবিত্র। তিনি পবিত্র ছাড়া অন্য কিছু গ্রহণ করেন না। আল্লাহ্ তা'আলা মুমিনদেরকে সেই আদেশ করেছেন, যে আদেশ করেছেন তিনি রাসূলগণকে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন : "হে রাসূলগণ! তোমরা পবিত্র বস্তু হতে আহার কর ও সৎকর্ম কর, তোমরা যা কর, সে সম্বন্ধে আমি অবহিত।" (সূরা মুমিনূন : ৫১) তিনি আরো ইরশাদ করেছেন : 'হে মুমিনগণ! তোমাদেরকে আমি যে সব পবিত্র বস্তু দিয়েছি, তা থেকে আহার কর।" (সূরা বাকারা : ১৭২) এরপর নবী ﷺ এক ব্যক্তির কথা উল্লেখ করলেন, যে দীর্ঘ সফর করে, যার এলোমেলো চুল ধুলায় ধূসরিত, সে আকাশের দিকে দু'হাত তুলে বলে, "হে আমার প্রতিপালক! হে আমার প্রতিপালক!" অথচ তার খাদ্য হারাম, পানীয় হারাম, পোশাক-পরিচ্ছদ হারাম এবং তাঁর শরীর গঠিত হয়েছে হারামে। অতএব, তার দু'আ কিভাবে কবূল করা হবে?

١٥- بَابُ الْحَثِّ عَلَى الصَّدَقَةِ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ اَوْ كَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ وَاَنَّهَا حِجَابٌ مِّنَ النَّارِ

১৫. পরিচ্ছেদ : সদকায় উৎসাহ দান, যদিও তা এক টুকরা খেজুর অথবা একটি উত্তম কথার দ্বারা হয়; সদকা জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষাকবচ

٢٢١٩- حَدَّثَنَا عَوْنُ بْنُ سَلاَّمٍ الْكُوْفِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْجُعْفِىُّ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَعْقِلٍ عَنْ عَدِىِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ اَنْ يَسْتَتِرَ مِنَ النَّارِ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ فَلْيَفْعَلْ.

২২১৯. আওন ইব্‌ন সাল্লাম আল-কূফী (র)...... আদী ইব্‌ন হাতিম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি নিজেকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাতে সমর্থ, এক টুক্‌রা খেজুর দিয়ে হলেও সেটা তার করা উচিত।

٢٢٢٠- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ وَإِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَ عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ قَالَ ابْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا وَقَالَ الْاٰخَرَانِ اَخْبَرَنَا عِيْسٰى بْنُ يُوْنُسَ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ خَيْثَمَةَ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَامِنْكُمْ مِنْ اَحَدٍ اِلاَّسَيُكَلِّمُهُ اللّٰهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تَرْجُمَانٌ فَيَنْظُرُ اَيْمَنَ مِنْهُ فَلاَيَرٰى اِلاَّ مَاقَدَّمَ وَيَنْظُرُ اَشْاَمَ مِنْهُ فَلاَ يَرٰى اِلاَّ مَاقَدَّمَ وَيَنْظُرُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلاَ يَرٰى اِلاَّ النَّارَ تِلْقَاءَ وَجْهِهٖ فَاتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بَشِقِّ تَمْرَةٍ زَادَ ابْنُ حُجْرٍ قَالَ الْاَعْمَشُ وَحَدَّثَنِىْ عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ عَنْ خَيْثَمَةَ مِثْلَهٗ وَزَادَ فِيْهِ وَلَوْ بِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ وَقَالَ اِسْحٰقُ قَالَ الْاَعْمَشُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ خَيْثَمَةَ.

২২২০. আলী ইব্‌ন হুজর আস-সাদী, ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম ও আলী ইব্‌ন খাশ্‌রাম (র)...... আদী ইব্‌ন হাতিম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, তোমাদের প্রত্যেকেরই সাথে আল্লাহ নিশ্চয়ই কথা বলবেন। তাঁর ও বান্দার মাঝখানে কোন দোভাষী থাকবে না। অতঃপর বান্দা তার ডানদিকে তাকাবে কিন্তু কৃতকর্মগুলো ছাড়া আর কিছুই সে দেখবে না। এরপর বান্দা তার বামদিকে তাকাবে কিন্তু কৃতকর্ম ছাড়া আর কিছুই দেখবে না। অতঃপর সামনের দিকে তাকাবে কিন্তু চোখের সামনে সে আগুন ছাড়া আর কিছুই দেখবে না। সুতরাং এক টুক্‌রা খেজুর সদকা করে হলেও তোমরা জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচ। ইব্‌ন হুজ্‌র (র)...... খায়সামা (র) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে তাঁর বর্ণনায় بِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ "উত্তম কথা দিয়ে হলেও" কথাটি অতিরিক্ত বর্ণিত আছে। ইসহাক (র)...... আম্‌র ইব্‌ন মুররা (র)-এর সূত্রে খায়সামা (র) থেকে বর্ণনা করেছেন।

٢٢٢١- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَاَبُوْ كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ خَيْثَمَةَ عَنْ عَدِىِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ ذَكَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ النَّارَ فَاَعْرَضَ وَاَشَاحَ ثُمَّ قَالَ اتَّقُوا النَّارَ ثُمَّ اَعْرَضَ وَاَشَاحَ حَتّٰى ظَنَنَّا اَنَّهٗ كَاَنَّمَا يَنْظُرُ اِلَيْهَا ثُمَّ قَالَ اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ وَلَمْ يَذْكُرْ اَبُوْ كُرَيْبٍ كَاَنَّمَا وَقَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ.

২২২১. আবূ বাকর ইব্‌ন আবু শায়বা ও আবূ কুরায়ব (র)...... আদী ইব্‌ন হাতিম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জাহান্নামের আলোচনা করলেন। অতঃপর তিনি মুখ ফিরিয়ে নিলেন এবং ভ্রুকুঞ্চিত করলেন। এরপর বললেন, তোমরা আগুন থেকে বাঁচ। এবারও তিনি মুখ ফিরিয়ে নিলেন এবং ভ্রুকুঞ্চিত করলেন। এমনকি আমাদের ধারণা হল তিনি যেন তা দেখতে পাচ্ছেন। এরপর তিনি বললেন, এক টুকরা খেজুর দিয়ে হলেও তোমরা

আগুন থেকে বাঁচ। যদি সে তা না পায়, তবে একটি উত্তম কথার বিনিময়ে হলেও। ইমাম মুসলিম (র) বলেন, আবূ কুরায়ব (র) তাঁর বর্ণনায় كَأَنَّمَا শব্দটি উল্লেখ করেননি এবং বলেন, আমাদের কাছে আবূ মু'আবিয়া রিওয়ায়াত করেছেন যে, আ'মাশ এ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٢٢٢٢– وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ خَيْثَمَةَ عَنْ عَدِىِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ ذَكَرَ النَّارَ فَتَعَوَّذَ مِنْهَا وَاَشَاحَ بِوَجْهِهِ ثَلاَثَ مِرَارٍ ثُمَّ قَالَ اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ فَاِنْ لَمْ تَجِدُوْا فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ.

২২২২. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না ও ইব্‌ন বাশ্‌শার (র)...... আদী ইব্‌ন হাতিম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জাহান্নামের আগুন সম্পর্কে আলোচনা করলেন। এরপর তা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করলেন এবং মুখমণ্ডল তিনবার ফিরিয়ে নিলেন। এরপর তিনি বললেন, এক টুক্‌রা খেজুরের বিনিময়ে হলেও তোমরা অগ্নি থেকে বেঁচে থাক। যদি তা না পাও তবে অন্তত একটি ভাল কথার বিনিময়ে হলেও।

٢٢٢٣– حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى الْعَنَزِىُّ قَالَ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَوْنِ بْنِ اَبِىْ جُحَيْفَةَ عَنِ الْمُنْذِرِ بْنِ جَرِيْرٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كُنَّا عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ صَدْرِ النَّهَارِ قَالَ فَجَاءَهُ قَوْمٌ حُفَاةٌ عُرَاةٌ مُجْتَابِى النِّمَارِ اَوِ الْعَبَاءِ مُتَقَلِّدِى السُّيُوْفِ عَامَّتُهُمْ مِنْ مُضَرَ بَلْ كُلُّهُمْ مِنْ مُضَرَ فَتَمَعَّرَ وَجْهُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لِمَا رَاٰى بِهِمْ مِنَ الْفَاقَةِ فَدَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ فَاَمَرَ بِلاَلاً فَاَذَّنَ وَاَقَامَ فَصَلّٰى ثُمَّ خَطَبَ فَقَالَ **يٰاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَّاحِدَةٍ** اِلٰى اٰخِرِ الْاٰيَةِ **اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا**" وَالَّتِىْ فِى الْحَشْرِ **يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَّاتَّقُوا اللّٰهَ**" تَصَدَّقَ رَجُلٌ مِنْ دِيْنَارِهِ مِنْ دِرْهَمِهِ مِنْ ثَوْبِهِ مِنْ صَاعِ بُرِّهِ مِنْ صَاعِ تَمْرِهِ حَتّٰى قَالَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ قَالَ فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْاَنْصَارِ بِصُرَّةٍ كَادَتْ كَفُّهُ تَعْجِزُ عَنْهَا بَلْ قَدْ عَجَزَتْ قَالَ ثُمَّ تَتَابَعَ النَّاسُ حَتّٰى رَاَيْتُ كَوْمَيْنِ مِنْ طَعَامٍ وَثِيَابٍ حَتّٰى رَاَيْتُ وَجْهَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَتَهَلَّلُ كَاَنَّهُ مُذْهَبَةٌ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ سَنَّ فِى الْاِسْلاَمِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ اَجْرُهَا وَاَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ مِنْ غَيْرِ اَنْ يَنْقُصَ مِنْ اُجُوْرِهِمْ شَىْءٌ وَمَنْ سَنَّ فِى الْاِسْلاَمِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ اَنْ يَنْقُصَ مِنْ اَوْزَارِهِمْ شَىْءٌ.

২২২৩. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না আনাযী (র)...... মুনযির ইব্‌ন জারীর (র) কর্তৃক তাঁর পিতা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা দিনের পূর্বভাগে আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে ছিলাম। এ সময় নগ্নপদ, খালি মাথা, চামড়ার বস্ত্র পরিহিত ও গলায় তরবারি লটকানো একদল লোক তাঁর নিকট আসল। তাদের অধিকাংশ, বরং সকলেই 'মুযার' গোত্রের লোক ছিল। তাদের মাঝে অনাহারের নিদর্শন দেখে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর মুখমণ্ডল বিবর্ণ হয়ে গেল। অতঃপর তিনি (গৃহাভ্যন্তরে) প্রবেশ করলেন এবং বেরিয়ে এলেন। এরপর বিলাল (রা)-কে নির্দেশ দিলেন।

তিনি আযান দিলেন ও ইকামত দিলেন। সালাত আদায় করার পর নবী ﷺ ভাষণ দিলেন এবং তিলাওয়াত করলেন, "হে মানবমন্ডলী! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর; যিনি তোমাদেরকে একব্যক্তি হতেই সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি তার থেকে তার সংগিণী সৃষ্টি করেন; যিনি তাদের দু'জন থেকে বহু নরনারী ছড়িয়ে দেন এবং আল্লাহকে ভয় কর; যাঁর নামে তোমরা একে অপরের নিকট যাজ্ঞা কর এবং সতর্ক থাক জ্ঞাতি বন্ধন সম্পর্কে। আল্লাহ তোমাদের উপর তীক্ষ্ম দৃষ্টি রাখেন" (সূরা নিসা : ১)। (অন্য আয়াত)-"হে মুমিনগণ! আল্লাহ্‌কে ভয় কর, প্রত্যেকেই ভেবে দেখুক আগামীকালের জন্য সে কী অগ্রিম পাঠিয়েছে"। (সূরা হাশর : ১৮) পুরুষ তার দীনার হতে, তার দিরহাম হতে, তার বস্ত্র হতে সদকা করুক এবং গম থেকে এক সা' খেজুর থেকে একসা' দান করুক। এমনকি তিনি বললেন, এক টুকরো খেজুর দিয়ে হলেও। বর্ণনাকারী বলেন, তখন এক আনসারী ব্যক্তি একটি থলে নিয়ে আসল তার হাত যেন তা তুলতে সক্ষম হচ্ছিল না। বরং অপারগই হয়েছিল। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর লোকজন একের পর এক সদকা নিয়ে আসতে লাগল। অবশেষে আমি খাদ্য ও বস্ত্রের দুটি স্তুপ দেখতে পেলাম। তখন আমি দেখলাম, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর চেহারা মুবারক সমুজ্জ্বল হল যেন এক টুকরা সোনা। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, যে ব্যক্তি ইসলামে কোন নেকপ্রথা চালু করবে, সে তার নেককর্মের সাওয়াব পাবে এবং ঐ সব লোকের সমপরিমাণ সাওয়াবও লাভ করবে যারা তার পরে ঐ নেক আমল করবে। এতে তাদের নেকী বিন্দুমাত্রও কমবে না। পক্ষান্তরে যদি কোন ব্যক্তি ইসলামে কোন কুপ্রথা চালু করে, তবে এ অসৎকর্মের গুনাহ তার উপর বর্তাবে এবং তাদের গুনাহও, যারা তার পরবর্তীতে সে অসৎকর্ম করবে, এতে তাদের গুনাহ বিন্দু পরিমাণও কমবে না।

٢٢٢٤- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ ح وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ قَالاَ جَمِيْعًا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنِىْ عَوْنُ بْنُ اَبِىْ جُحَيْفَةَ قَالَ سَمِعْتُ الْمُنْذِرَ بْنَ جَرِيْرٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كُنَّا عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ صَدْرَ النَّهَارِ بِمِثْلِ حَدِيْثِ ابْنِ جَعْفَرٍ وَفِى حَدِيْثِ مُعَاذٍ مِنَ الزِّيَادَةِ قَالَ ثُمَّ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ خَطَبَ.

২২২৪. আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা ও উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন মুআয আম্বারী (র)...... জারীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা দিনের প্রথমভাগে আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট ছিলাম। তারা ইব্‌ন জাফরের অনুরূপ এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তবে মু'আয (রা)-এর হাদীসের মধ্যে ثُمَّ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ خَطَبَ "অতঃপর তিনি যোহরের সালাত আদায় করলেন এবং ভাষণ দিলেন" কথাটি অতিরিক্ত বর্ণিত হয়েছে।

٢٢٢٥- حَدَّثَنِىْ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيْرِىُّ وَاَبُوْ كَامِلٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْاُمَوِىُّ قَالُوْا حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنِ الْمُنْذِرِ بْنِ جَرِيْرٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِىِّ ﷺ فَاَتَاهُ قَوْمٌ مُجْتَابِى النِّمَارِ وَسَاقُوْا الْحَدِيْثَ بِقِصَّتِهِ وَفِيْهِ فَصَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ صَعِدَ مِنْبَرًا صَغِيْرًا فَحَمِدَ اللّٰهَ وَاَثْنٰى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ اَمَّا بَعْدُ فَاِنَّ اللّٰهَ اَنْزَلَ فِىْ كِتَابِهِ **يٰاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ** الْاٰيَةَ.

২২২৫. উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন উমর কাওয়ারীরী, আবূ কামিল এবং মুহাম্মদ আবদুল মালিক উমাবী (র)...... জারীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা নবী ﷺ-এর নিকট উপবিষ্ট ছিলাম। তখন চামড়ার বস্ত্র পরিহিত অবস্থায় একদল লোক তাঁর নিকট আসল। তারপর তারা পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে এতে অতিরিক্ত রয়েছে, তিনি যোহরের সালাত আদায় করলেন। এরপর ছোট একটি মিম্বরে আরোহণ করে প্রথমে আল্লাহ্‌র প্রশংসা ও মহিমা বর্ণনা করলেন। তারপর বললেন, আম্মা বা'দ! আল্লাহ তা'আলা তাঁর কিতাবে অবতীর্ণ করেছেন। "হে মানব! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর,......। (সূরা নিসা : ১)

٢٢٢٦- وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ مُوسَى بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ يَزِيدَ وَاَبِي الضُّحٰى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ هِلَالٍ الْعَبْسِيِّ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ جَاءَ نَاسٌ مِنَ الْاَعْرَابِ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَلَيْهِمُ الصُّوفُ فَرَاٰى سُوْءَ حَالِهِمْ قَدْ اَصَابَتْهُمْ حَاجَةٌ فَذَكَرَ بِمَعْنٰى حَدِيْثِهِمْ.

২২২৬. যুহায়র ইব্‌ন হারব (র)...... জারীর ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, কয়েকজন বেদুঈন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট এল। তাদের গায়ে পশমের কাপড় ছিল।...... রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আদের এ দূরবস্থা দেখে বুঝলেন যে, তারা অভাবগ্রস্থ। তারপর তাদের হাদীসের মর্ম বর্ণনা করলেন।

١٤- بَابُ الْحَمْلِ بِاُجْرَةٍ يَتَصَدَّقُ بِهَا وَالنَّهْيِ الشَّدِيْدِ عَنْ تَنْقِيْصِ الْمُتَصَدِّقِ بِقَلِيْلٍ

১৪. পরিচ্ছেদ : দান-সদকা করার উদ্দেশ্যে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে বোঝা বহন করা এবং স্বল্প পরিমাণ দান-সদকাকারী ব্যক্তিকে হেয় মনে না করা

٢٢٢٧- حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ مَعِيْنٍ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَحَدَّثَنِيْهِ بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ اَبِي وَائِلٍ عَنْ اَبِي مَسْعُوْدٍ قَالَ اُمِرْنَا بِالصَّدَقَةِ قَالَ كُنَّا نُحَامِلُ قَالَ فَتَصَدَّقَ اَبُوْ عَقِيْلٍ بِنِصْفِ صَاعٍ قَالَ وَجَاءَ اِنْسَانٌ بِشَيْءٍ اَكْثَرَ مِنْهُ فَقَالَ الْمُنَافِقُوْنَ اِنَّ اللّٰهَ لَغَنِيٌّ عَنْ صَدَقَةِ هٰذَا وَمَا فَعَلَ هٰذَا الْاٰخَرُ اِلَّا رِيَاءً فَنَزَلَتْ **اَلَّذِيْنَ يَلْمِزُوْنَ الْمُطَّوِّعِيْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِيْنَ لَا يَجِدُوْنَ اِلَّا جُهْدَهُمْ** وَلَمْ يَلْفِظْ بِشْرٌ بِالْمُطَّوِّعِيْنَ.

২২২৭. ইয়াহ্‌য়া ইব্‌ন মাঈন ও বিশ্‌র ইব্‌ন খালিদ (র)...... আবূ মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের সদকা প্রদান করার নির্দেশ দেয়া হল। আমরা এ উদ্দেশ্য বোঝা বহন করতাম। আবূ মাসঊদ (রা) বলেন, তখন আবূ আকীল (রা) অর্ধ সা' সদকা করলেন এবং অন্য এক ব্যক্তি তার চাইতে অধিক সদকা নিয়ে আসলেন। তখন মুনাফিকরা বলল, আল্লাহ তা'আলা তার সদকার মুখাপেক্ষী নন। আর এ দ্বিতীয় লোকটি তো লোক দেখানোর জন্যই দান করেছে। তখন অবতীর্ণ হয় : "মুমিনদের মধ্যে যারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে সদকা দেয় এবং

যারা নিজ শ্রম ব্যতিরেকে কিছুই পায় না, তাদের যারা দোষারোপ করে ও বিদ্রুপ করে, আল্লাহ তাদের প্রতি বিদ্রুপ করেন।" (সূরা তাওবা : ৭৯)। বিশ্‌র (র) بِالْمُطَّوِّعِيْنَ শব্দটি এখানে উল্লেখ করেননি।

٢٢٢٨- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ سَعِيْدُ بْنُ الرَّبِيْعِ وَحَدَّثَنِيْهِ اِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ كِلاَهُمَا عَنْ شُعْبَةَ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ وَفِىْ حَدِيْثِ سَعِيْدِ بْنِ الرَّبِيْعِ قَالَ كُنَّا نُحَامِلُ عَلٰى ظُهُوْرِنَا.

২২২৮. মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশশার ও ইসহাক ইব্‌ন মানসূর (র)...... শুবা (র)-এর থেকে এ সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে সাঈদ ইব্‌ন রাবী (র)-এর হাদীসের মধ্যে আছে, "আমরা পিঠের উপর বোঝা বহন করতাম।"

١٧- بَابُ فَضْلِ الْمَنِيْحَةِ

১৭. পরিচ্ছেদ : দুগ্ধবতী পশু দান করার ফযীলত

٢٢٢٩- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ اَلاَ رَجُلٌ يَمْنَحُ اَهْلَ بَيْتٍ نَاقَةً تَغْدُوْ بِعُسٍّ وَتَرُوْحُ بِعُسٍّ اِنَّ اَجْرَهَا لَعَظِيْمٌ.

২২২৯. যুহায়র ইব্‌ন হারব (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি এ হাদীস রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পর্যন্ত পৌছিয়েছেন। জেনে রেখ, যে ব্যক্তি কোন গৃহবাসীকে দুগ্ধবতী এমন একটি উষ্ট্রী দান করল, যা সকালে বড় পাত্র ভর্তি দুধ দেয় এবং বিকালে বড় এক পাত্র দুধ দেয়, অবশ্য তার জন্য রয়েছে মহাপুরস্কার।

٢٢٣٠- حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ اَحْمَدَ بْنِ اَبِىْ خَلَفٍ قَالَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ عَدِىٍّ قَالَ اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرٍو عَنْ زَيْدٍ عَنْ عَدِىِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ اَبِىْ حَازِمٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهُ نَهٰى فَذَكَرَ خِصَالاً وَقَالَ مَنْ مَنَحَ مَنِيْحَةً غَدَتْ بِصَدَقَةٍ وَرَاحَتْ بِصَدَقَةٍ صَبُوْحِهَا وَغَبُوْقِهَا.

২২৩০. মুহাম্মদ ইব্‌ন আহ্‌মাদ ইব্‌ন আবূ খালাফ (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কয়েকটি কাজ নিষেধ করলেন। সেগুলোর উল্লেখ করার পর তিনি বললেন, যে দুগ্ধবতী পশু দান করে, সে সকালে একটি সদকা করে এবং বিকেলেও একটি সদকা করে। অর্থাৎ সকালে তার দুধ ও বিকালে তার দুধ পান (দাতার জন্য সদকাস্বরূপ গণ্য হয়)।

١٨- بَابُ مَثَلِ الْمُنْفِقِ وَالْبَخِيْلِ

১৮. পরিচ্ছেদ : দানশীল ও কৃপণের দৃষ্টান্ত

٢٢٣١- حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ عَمْرٌو وَحَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنِ الْحَسَنِ

২২২৮. আমরুন্ নাকিদ (র.).... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন, অর্থ ব্যয়কারী ও সাদাকারীর দৃষ্টান্ত ঐ ব্যক্তির ন্যায়, যার গায়ে বক্ষ থেকে কণ্ঠনালী পর্যন্ত দু'টি লৌহবর্ম বা জোব্বা রয়েছে, যখন ব্যয়কারী ইচ্ছা করে, অন্য রাবী বলেন, যখন সাদাকাকারী সাদাকা করার ইচ্ছা করে তখন তা তার উপর প্রশস্ত বা সম্প্রসারিত হয়ে যায়। আর কৃপণ ব্যক্তি যখন দান করার ইচ্ছা করে তখন তা তার উপর সংকোচিত হয়ে যায় এবং বর্মের প্রতিটি আংটা সস্থানে দৃঢ়ভাবে এটে যায়। এমন কি তা তার নখাগ্র পর্যন্ত আবৃত করে ফেলে এবং তার পদচিহ্ন নিশ্চিহ্ন করে দেয়। রাবী বলেন, আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, অর্থাৎ সে বর্মটিকে প্রশস্ত ও বিস্তৃত করতে চায় কিন্তু তা বিস্তৃত হয় না।

٢٢٢٩– حَدَّثَنِيْ سُلَيْمَانُ بْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ اَبُوْ اَيُّوْبَ الْغَيْلَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَامِرٍ يَعْنِي الْعَقَدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ نَافِعٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَاؤُسٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ ضَرَبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَثَلُ الْبَخِيْلِ وَالْمُتَصَدِّقِ كَمَثَلِ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُنَّتَانِ مِنْ حَدِيْدٍ قَدْ اضْطُرَّتْ اَيْدِيْهِمَا اِلٰى ثُدِيِّهِمَا وَتَرَاقِيْهِمَا فَجَعَلَ الْمُتَصَدِّقُ كُلَّمَا تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ انْبَسَطَتْ عَنْهُ حَتّٰى تُغَشِّيَ اَنَامِلَهُ وَتَعْفُوَ اَثَرَهُ وَجَعَلَ الْبَخِيْلُ كُلَّمَا هَمَّ بِصَدَقَةٍ قَلَصَتْ وَاَخَذَتْ كُلُّ حَلْقَةٍ مَكَانَهَا قَالَ فَاَنَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ بِاِصْبَعِهِ فِيْ جَيْبِهِ فَلَوْ رَأَيْتَهُ يُوَسِّعُهَا وَلَا تَوَسَّعُ.

২২২৯. সুলায়মান ইব্ন উবায়দুল্লাহ আবূ আয়্যুব গায়লানী (র.) .... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, কৃপণ ও দানশীল ব্যক্তির উপমা ঐ দুই ব্যক্তির অনুরূপ, যাদের গায়ে রয়েছে দু'টি লৌহবর্ম এবং যাদের উভয় হাত তাদের বক্ষ ও কণ্ঠনালীর সাথে জড়িয়ে আছে। অতঃপর দানশীল ব্যক্তি যখনই দান করতে চায় তখন এ বর্ম প্রশস্ত হয়ে যায়। এমন কি তার নখাগ্র পর্যন্ত আবৃত করে ফেলে এবং তার পদচিহ্ন নিশ্চিহ্ন করে দেয়। আর কৃপণ ব্যক্তি যখনই সাদাকা করার ইচ্ছা করে তখন লৌহ বর্মটি সংকোচিত হয়ে যায় এবং এর প্রতিটি আংটা স্ব-স্থানে এঁটে যায়। বর্ণনাকারী বলেন, আমি দেখতে পাই যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর জামার 'গরিবান' এ অঙ্গুলি দিয়ে বলছেন, তুমি যদি তাঁকে এমন দেখতে যে, সে তা প্রশস্ত করতে চাইছে কিন্তু তা প্রশস্ত হচ্ছে না।

٢٢٣٠– وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ اِسْحٰقَ الْحَضْرَمِيُّ عَنْ وُهَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ طَاؤُسٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَثَلُ

الْبَخِيْلِ وَالْمُتَصَدِّقِ مَثَلُ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُنَّتَانِ مِنْ حَدِيْدٍ اِذَا هَمَّ الْمُتَصَدِّقُ بِصَدَقَةٍ اتَّسَعَتْ عَلَيْهِ حَتّٰى تُعَفِّيَ اَثَرَهُ وَاِذَا هَمَّ الْبَخِيْلُ بِصَدَقَةٍ تَقَلَّصَتْ عَلَيْهِ وَانْضَمَّتْ يَدَاهُ اِلٰى تَرَاقِيْهِ وَانْقَبَضَتْ كُلُّ حَلْقَةٍ اِلٰى صَاحِبَتِهَا قَالَ فَسَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ فَيَجْهَدُ اَنْ يُوَسِّعَهَا فَلَا يَسْتَطِيْعُ.

২২৩৩. আবূ বাক্র ইব্ন আবূ শায়বা (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, কৃপণ ও দানশীল ব্যক্তিদ্বয়ের দৃষ্টান্ত ঐ দুই ব্যক্তির অনুরূপ যাদের গায়ে রয়েছে দু'টি লৌমবর্ম; দানশীল ব্যক্তি যখনই দান করার ইচ্ছা করে তখন তা তার শরীরে বিস্তৃত হয়ে যায়, এমনকি তার পদচিহ্ন পর্যন্ত মুছে যায়। আর কৃপণ যখন সদকা করার জন্য উদ্যত হয়, তখন তা তার শরীরে সংকুচিত হয়ে যায়। তার উভয় হাত তার কণ্ঠনালীর সাথে মিলে যায় এবং তার প্রতিটি আংটা অন্য আংটাকে আঁকড়িয়ে ধরে। বর্ণনাকারী বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, সে ঐ বর্ম প্রশস্ত করার চেষ্টা করবে কিন্তু প্রশস্ত করতে পারবে না।

١٩- بَابُ ثُبُوْتِ اَجْرِ الْمُتَصَدِّقِ وَاِنْ وَقَعَتِ الصَّدَقَةُ فِيْ يَدِ فَاسِقٍ وَنَحْوِهِ

১৯. পরিচ্ছেদ : সদকাদাতা সাওয়াব পাবে, যদিও তা কোন ফাসিক এবং অনুরূপ কারো হস্তগত হয়

٢٢٣٤- وَحَدَّثَنِيْ سُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْ مُوْسٰى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ اَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ قَالَ رَجُلٌ لَاَتَصَدَّقَنَّ اللَّيْلَةَ بِصَدَقَةٍ فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِيْ يَدِ زَانِيَةٍ فَاَصْبَحُوْا يَتَحَدَّثُوْنَ تُصُدِّقَ اللَّيْلَةَ عَلٰى زَانِيَةٍ قَالَ اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلٰى زَانِيَةٍ لَاَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِيْ يَدِ غَنِيٍّ فَاَصْبَحُوْا يَتَحَدَّثُوْنَ تُصُدِّقَ عَلٰى غَنِيٍّ قَالَ اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلٰى غَنِيٍّ لَاَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِيْ يَدِ سَارِقٍ فَاَصْبَحُوْا يَتَحَدَّثُوْنَ تُصُدِّقَ عَلٰى سَارِقٍ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلٰى زَانِيَةٍ وَعَلٰى غَنِيٍّ وَعَلٰى سَارِقٍ فَاُوْتِيَ فَقِيْلَ لَهُ اَمَّا صَدَقَتُكَ فَقَدْ قُبِلَتْ اَمَّا الزَّانِيَةُ فَلَعَلَّهَا تَسْتَعِفُّ بِهَا عَنْ زِنَاهَا وَلَعَلَّ الْغَنِيَّ يَعْتَبِرُ فَيُنْفِقُ مِمَّا اَعْطَاهُ اللّٰهُ وَلَعَلَّ السَّارِقَ يَسْتَعِفُّ بِهَا عَنْ سَرِقَتِهِ.

২২৩৪. সুওয়ায়দ ইব্ন সাঈদ (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন, এক ব্যক্তি বলল, আমি অদ্য রাত্রে কিছু সদকা করব। তারপর সে সদকা নিয়ে বের হল এবং একজন ব্যভিচারিণীর হাতে তা প্রদান করল। ভোর হলে লোকেরা বলাবলি করতে লাগল যে, আজ রাতে এক ব্যভিচারিণীকে সদকা প্রদান করা হয়েছে। দাতা একথা শুনে বলল, হে আল্লাহ্! সমস্ত প্রশংসা তোমারই, (আমার সদকা) ব্যভিচারিণীর হাতে পড়লেও। অবশ্যই আবার আমি সদকা করব। তারপর সে সদকা নিয়ে বের হলো এবং তা এক ধনীর হাতে প্রদান করল। ভোর হলে লোকেরা বলাবলি করতে লাগল যে, একজন ধনীকে সদকা দেয়া হয়েছে। তখন সে বলল: আয় আল্লাহ্! সকল প্রশংসা তোমারই, (আমার সদকা) ধনী ব্যক্তির হাতে পড়লেও। সে বলল, আমি অবশ্যই আবার

সদকা দিব। তারপর সে তার সদকা নিয়ে বের হল এবং একজন চোরের হাতে তা অর্পণ করল। ভোর হলে লোকেরা বলাবলি করতে লাগল, একটি চোরকে সদকা দেয়া হয়েছে। এ কথা শুনে সে বলল, আয় আল্লাহ্! তোমারই সকল প্রশংসা (আমার দান) ব্যভিচারিণী, ধনী ও চোরের হাতে অর্পিত হলেও। পরে (স্বপ্নযোগে) তাকে বলা হল, তোমার সদকা কবূল হয়েছে। জেনে রাখ, ব্যভিচারিণী হয়তো এর কারণে ব্যভিচার থেকে বিরত থাকবে, ধনী ব্যক্তি হয়তো এর থেকে উপদেশ গ্রহণ করবে এবং আল্লাহ তাকে যে সম্পদ দিয়েছেন, তা থেকে খরচ করবে এবং চোর হয়তো এর বদৌলতে তার চৌর্যবৃত্তি থেকে বিরত থাকবে।

٢٠- بَابُ أَجْرِ الْخَازِنِ الْأَمِيْنِ وَالْمَرْأَةِ إِذَا تَصَدَّقَتْ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا غَيْرِ مُفْسِدَةٍ بِإِذْنِهِ الصَّرِيْحِ أَوِ الْعُرْفِيِّ

২০. পরিচ্ছেদ : আমানতদার খাজাঞ্চি এবং যে স্ত্রী তার স্বামীর গৃহ হতে তার স্পষ্ট অনুমতি বা প্রচলিত নিয়মানুসারে ক্ষতি করার ইচ্ছা ব্যতীত যা দান করে, তার সাওয়াব পাবে

٢٢٣٥- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَاَبُوْ عَامِرٍ الْاَشْعَرِىُّ وَابْنُ نُمَيْرٍ وَاَبُوْ كُرَيْبٍ كُلُّهُمْ عَنْ اَبِىْ اُسَامَةَ قَالَ اَبُوْ عَامِرٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ قَالَ حَدَّثَنِىْ بُرَيْدُ عَنْ جَدِّهِ اَبِىْ بُرْدَةَ عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِنَّ الْخَازِنَ الْمُسْلِمَ الْاَمِيْنَ الَّذِىْ يُنْفِذُ (وَرُبَّمَا قَالَ يُعْطِىْ) مَا اُمِرَبِهِ فَيُعْطِيْهِ كَامِلاً مُوَفَّرًا طَيِّبَةً بِهِ نَفْسُهُ فَيَدْفَعُهُ اِلَى الَّذِىْ اُمِرَلَهُ بِهِ اَحَدُ الْمُتَصَدِّقَيْنِ.

২২৩৫. আবূ বাক্‌র ইবন আবূ শায়বা, আবূ আমির আশ'আরী, ইব্‌ন নুমায়র ও আবূ কুরায়ব (র)...... আবূ মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন, যে আমানতদার মুসলিম খাজাঞ্চি, তাকে যা আদেশ করা হয়েছে তা পুরোপুরিভাবে সন্তুষ্টচিত্তে কার্যকর করে, অথবা বলেছেন, দান করে এবং যাকে প্রদানের নির্দেশ দেয়া হয়েছে, তাকে তা পৌঁছিয়ে দেয়, সে দুই দানকারীর একজন।

٢٢٣٦- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ جَمِيْعًا عَنْ جَرِيْرٍ قَالَ يَحْيٰى اَخْبَرَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ شَقِيْقٍ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَنْفَقَتِ الْمَرْاَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا اَجْرُهَا بِمَا اَنْفَقَتْ وَلِزَوْجِهَا اَجْرُهُ بِمَا كَسَبَ وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَالِكَ لاَ يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ اَجْرَ بَعْضٍ شَيْئًا.

২২৩৬. ইয়াহ্য়া ইব্‌ন ইয়াহ্য়া, যুহায়র ইব্‌ন হারব ও ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যদি কোন স্ত্রীলোক ক্ষতি সাধনের ইচ্ছা না করে তার ঘরের খাদ্য থেকে কিছু দান করে, তবে সে দান করার কারণে সাওয়াব লাভ করবে। আর তার স্বামী তা উপার্জনের কারণে সাওয়াব পাবে; আর খাজাঞ্চিও অনুরূপ সাওয়াব লাভ করবে। তাদের একের দ্বারা অন্যের সওয়াব কিছুই কমবে না।

٢٢٣٧- وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ اَبِىْ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ مَنْصُوْرٍ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ وَقَالَ مِنْ طَعَامِ زَوْجِهَا.

২২৩৭. ইব্‌ন আবূ উমর (র)...... মানসূর (র)-এর সূত্রে উক্ত সনদে বর্ণনা করেছেন। তবে এ হাদীসে আছে, "তার স্বামীর খাদ্য সামগ্রী থেকে।"

٢٢٣٨- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ شَقِيْقٍ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا غَيْرِ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا اَجْرُهَا وَلَهُ مِثْلُهُ بِمَا اكْتَسَبَ وَلَهَا بِمَا اَنْفَقَتْ وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَالِكَ مِنْ غَيْرِ اَنْ يَنْتَقِصَ مِنْ اُجُوْرِهِمْ شَيْئًا.

২২৩৮. আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যদি কোন মহিলা ক্ষতি না করে তার স্বামীর ঘর থেকে ব্যয় করে, তবে তার জন্য রয়েছে প্রতিদান, তার স্বামীর জন্যও রয়েছে অনুরূপ প্রতিদান, যেহেতু সে উপার্জন করেছে। মহিলার জন্য এ কারণে, যেহেতু সে খরচ করেছে। আর খাজাঞ্চির জন্যও রয়েছে অনুরূপ প্রতিদান, এতে তাদের প্রতিদান বিন্দুমাত্রও কমবে না।

٢٢٣٩- وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ وَاَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ نَحْوَهُ.

২২৩৯. ইব্‌ন নুমায়র (র)...... আ'মাশ (র)-এর সূত্রে উক্ত সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٢١- بَابُ مَا اَنْفَقَ الْعَبْدُ مِنْ مَالِ مَوْلَاهُ

২১. পরিচ্ছেদ : মনিবের মাল থেকে দাসের ব্যয় করা

٢٢٤٠- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ جَمِيْعًا عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلٰى اَبِى اللَّحْمِ قَالَ كُنْتُ مَمْلُوْكًا فَسَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ أَاَتَصَدَّقُ مِنْ مَالِ مَوَالِىَّ بِشَىْءٍ قَالَ نَعَمْ وَالْاَجْرُ بَيْنَكُمَا نِصْفَانِ.

২২৪০. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা, ইব্‌ন নুমায়র ও যুহায়র ইব্‌ন হারব (র)..... আবিল[১] লাহমের আযাদকৃত গোলাম উমায়র (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ছিলাম একজন গোলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে জিজ্ঞেস করলাম, আমি কি আমার মনিবের মাল থেকে কিছু সদকা করতে পারি? তিনি বললেন, হ্যাঁ পার। এতে সাওয়াব উভয়ই অর্ধেক অর্ধেক পাবে।

٢٢٤١- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ يَعْنِى ابْنَ اِسْمَاعِيْلَ عَنْ يَزِيْدَ يَعْنِى ابْنَ اَبِىْ عُبَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ عُمَيْرًا مَوْلٰى اَبِى اللَّحْمِ قَالَ اَمَرَنِىْ مَوْلَاىَ اَنْ اُقَدِّدَ لَحْمًا فَجَاءَنِىْ مِسْكِيْنٌ

১. 'আবিল লাহ্‌ম' অর্থ গোশত খেতে অস্বীকারকারী। এটা হযরত আবদুল্লাহ (রা)-এর উপাধি। তিনি জাহিলী যুগেও মূর্তির নামে যবেহকৃত পশুর গোশত খেতেন না। সে কারণেই তিনি এ উপাধিতে খ্যাতি লাভ করেন। তিনি হুনায়নের যুদ্ধে শাহাদত বরণ করেন।

فَاَطْعَمْتُهُ مِنْهُ فَعَلِمَ بِذَالِكَ مَوْلاَى فَضَرَبَنِى فَاَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرْتُ ذَالِكَ لَهُ فَدَعَاهُ فَقَالَ لِمَ ضَرَبْتَهُ فَقَالَ يُعْطِى طَعَامِى بِغَيْرِ اَنْ اٰمُرَهُ فَقَالَ الْاَجْرُ بَيْنَكُمَا.

২২৪১. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র)...... আবিল লাহমের গোলাম উমায়র (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে আমার মনিব গোশ্‌ত শুকাবার নির্দেশ দিলেন। এ সময় একজন মিস্‌কীন আসল। আমি এর থেকে কিছু তাকে খেতে দিলাম। আমার মনিব এ কথা জানতে পেরে আমাকে প্রহার করলেন। আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়ে ঘটনাটি বর্ণনা করলাম। তখন তিনি তাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি তাকে কেন প্রহার করেছ? সে বলল, সে আমার নির্দেশ ছাড়াই আমার খাদ্যদ্রব্য অন্যকে দিয়ে দিচ্ছে। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, সাওয়াব তোমাদের উভয়ের জন্যই।

٢٢٤٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هٰذَا مَا حَدَّثَنَا اَبُوْ هُرَيْرَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرَ اَحَادِيْثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَتَصُمِ الْمَرْاَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ اِلاَّ بِاِذْنِهِ وَلاَ تَاْذَنْ فِىْ بَيْتِهِ وَهُوَ شَاهِدٌ اِلاَّ بِاِذْنِهِ وَمَا اَنْفَقَتْ مِنْ كَسَبِهِ مِنْ غَيْرِ اَمْرِهِ فَاِنَّ نِصْفَ اَجْرِهِ لَهُ.

২২৪২. মুহাম্মদ ইব্‌ন রাফি (র)...... হাম্মাম ইবন মুনব্বিহ (র) বলেন, আবূ হুরায়রা (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে আমাদের কাছে কিছু হাদীস বর্ণনা করেন। তন্মধ্যে একটি এই যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, কোন স্ত্রী স্বামীর উপস্থিতিতে তার অনুমতি ছাড়া (নফল) সাওম পালন করবে না। স্বামীর উপস্থিতিতে কাউকে তার অনুমতি ছাড়া তার ঘরে প্রবেশের অনুমতি দিবে না, স্বামীর উপার্জন থেকে তার হুকুম ছাড়া কোন স্ত্রীলোক যে পরিমাণ দান করবে; তার সাওয়াব স্বামীও অর্ধেক পাবে।

٢٢- بَابُ فَضْلِ مَنْ ضَمَّ اِلَى الصَّدَقَةِ غَيْرَهَا مِنْ اَنْوَاعِ الْبِرِّ

২২. পরিচ্ছেদ : সদকার সাথে অন্যান্য নেককাজ মিলিয়ে করার ফযীলত

٢٢٤٣- حَدَّثَنِىْ اَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى التُّجِيْبِىُّ وَاللَّفْظُ لاَبِى الطَّاهِرِ قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ اَنْفَقَ زَوْجَيْنِ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ نُوْدِىَ فِى الْجَنَّةِ يَا عَبْدَ اللّٰهِ هٰذَا خَيْرٌ فَمَنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ الصَّلاَةِ دُعِىَ مِنْ بَابِ الصَّلاَةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ الْجِهَادِ دُعِىَ مِنْ بَابِ الْجِهَادِ وَمَنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ الصَّدَقَةِ دُعِىَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ الصِّيَامِ دُعِىَ مِنْ بَابِ الرَّيَّانِ قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَا عَلٰى اَحَدٍ يُدْعٰى مِنْ تِلْكَ الْاَبْوَابِ مِنْ ضَرُوْرَةٍ فَهَلْ يُدْعٰى اَحَدٌ مِنْ تِلْكَ الْاَبْوَابِ كُلِّهَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نَعَمْ وَاَرْجُوْ اَنْ تَكُوْنَ مِنْهُمْ.

২২৪৩. আবূ তাহির ও হারমালা ইব্‌ন ইয়াহ্‌য়া তুজীবী (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় একজোড়া বস্তু দান করবে, তাকে জান্নাতে প্রবেশের জন্য আহবান করা হবে : হে আল্লাহর বান্দা! এ কাজ উত্তম। যে ব্যক্তি সালাত আদায়ে নিষ্ঠাবান, তাকে 'বাবুস্ সালাত' থেকে আহবান জানান হবে। যে ব্যক্তি মুজাহিদ, তাকে 'বাবুল জিহাদ' থেকে আহ্বান জানান হবে। যে ব্যক্তি দানশীল, তাকে 'বাবুস সাদাকা' থেকে আহবান জানান হবে। যে ব্যক্তি সিয়াম পালনকারী, তাকে 'বাবুর রায়্যান' থেকে আহবান জানান হবে। আবূ বাকর সিদ্দীক (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এর সকল দরজা থেকে কাউকে আহবান করা তো জরুরী নয়। তবে এমনকি কেউ হবে, যাকে সকল দরজা থেকেই আহবান জানানো হবে? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, হ্যাঁ এবং আমি আশা করি তুমিও তাদের একজন হবে।

٢٢٤٤- وَحَدَّثَنِيْ عَمْرٌو النَّاقِدُ وَالْحَسَنُ الْحُلْوَانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ وَهُوَ ابْنُ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ عَنْ صَالِحٍ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ كِلاَهُمَا عَنِ الزُّهْرِىِّ بِاِسْنَادِ يُوْنُسَ وَمَعْنٰى حَدِيْثِهِ.

২২৪৪. আমরুন নাকিদ, হাসান আল-হুলওয়ানী ও আবদ ইব্‌ন হুমায়দ (র)..... যুহরী (র) সূত্রে ইউনুস (র) বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٢٢٤٥- وَحَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ وَ حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ قَالَ حَدَّثَنِيْ شَيْبَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَنْفَقَ زَوْجَيْنِ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ دَعَاهُ خَزَنَةُ الْجَنَّةِ كُلُّ خَزَنَةِ بَابٍ اَىْ فُلُ هَلُمَّ فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ ذَاكَ الَّذِىْ لاَتَوٰى عَلَيْهِ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنِّىْ لاَرْجُوْا اَنْ تَكُوْنَ مِنْهُمْ.

২২৪৫. মুহাম্মদ ইব্‌ন রাফি ও মুহাম্মদ ইব্‌ন হাতিম (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় জোড়া বস্তু দান করবে, তাকে জান্নাতের প্রত্যেক দরজা থেকে দ্বার রক্ষকগণ আহবান করবে, হে অমুক! তুমি এদিকে এসো। তখন আবূ বকর (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তবে তো তার কোন ধ্বংস নেই। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আমি অবশ্যই আশা করি তুমিও তাদের একজন হবে।

٢٢٤٦- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ يَعْنِى الْفَزَارِىَّ عَنْ يَزِيْدَ وَهُوَ ابْنُ كَيْسَانَ عَنْ اَبِىْ حَازِمٍ الْاَشْجَعِىِّ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَصْبَحَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ صَائِمًا قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَا قَالَ فَمَنْ تَبِعَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ جَنَازَةً قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَا قَالَ فَمَنْ اَطْعَمَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ مِسْكِيْنًا قَالَ اَبُوْبَكْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَا قَالَ فَمَنْ عَادَ مِنْكُمْ

الْيَوْمَ مَرِيْضًا قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا اجْتَمَعْنَ فِى امْرِئٍ اِلاَّ دَخَلَ الْجَنَّةَ.

২২৪৬. ইব্‌ন আবূ উমর (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমাদের মাঝে আজ কে সিয়ামরত আছে? আবূ বকর (রা) বললেন, আমি আছি। তিনি বললেন, আজ তোমাদের কে জানাযার সাথে চলেছ? আবূ বকর (রা) বললেন, আমি। তিনি বললেন, আজ তোমাদের মধ্যে কে মিসকীনকে খাবার দিয়েছে ? আবূ বকর (রা) বললেন, আমি। তিনি বললেন, আজ তোমাদের কে রোগীর শুশ্রূষা করেছ? আবূ বকর (রা) বললেন, আমি। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, যার মধ্যে এই কাজসমূহের সমাবেশ ঘটবে, সে নিশ্চয়ই জান্নাতে প্রবেশ করবে।

٢٣-بَابُ الْحَثِّ عَلَى الْاِنْفَاقِ وَكَرَاهَةِ الْاِحْصَاءِ

২৩. পরিচ্ছেদ : ব্যয় করার প্রতি উৎসাহ দান এবং গুণে গুণে দান করা অপসন্দ হওয়া

٢٢٤٧- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا حَفْصٌ يَعْنِى ابْنَ غِيَاثٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ اَبِىْ بَكْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْفِقِىْ اَوِ انْضَحِىْ اَوِ انْفَحِىْ وَلاَ تُحْصِىْ فَيُحْصِىَ اللّٰهُ عَلَيْكِ.

২২৪৭. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)....... আসমা বিনত আবূ বাকর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বলেছেন : তুমি ব্যয় কর অথবা ছড়িয়ে দাও অথবা ঢেলে দাও। আর গুণে রেখ না। তা হলে আল্লাহও তোমাকে গুণে গুণে দিবেন।

٢٢٤٨- وَحَدَّثَنِىْ عَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ جَمِيْعًا عَنْ اَبِىْ مُعَاوِيَةَ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَازِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ عَبَّادِ بْنِ حَمْزَةَ وَعَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ عَنْ اَسْمَاءَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ انْفَحِىْ اَوِ انْضَحِىْ اَوْ اَنْفِقِىْ وَلاَ تُحْصِىْ فَيُحْصِىَ اللّٰهُ عَلَيْكِ وَلاَ تُوْعِىْ فَيُوْعِىَ اللّٰهُ عَلَيْكِ.

২২৪৮. আমরুন নাকিদ, যুহায়র ইব্‌ন হারব ও ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র)....... আসমা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ, ﷺ আমাকে বলেছেন : তুমি ছড়িয়ে দাও অথবা বিলিয়ে দাও অথবা ব্যয় কর। গুণে গুণে রেখ না, তাহলে আল্লাহ্ও তোমাকে গুণে গুণে দিবেন। আর গুটিয়ে রেখ না, তবে আল্লাহও তোমা থেকে গুটিয়ে রাখবেন।

٢٢٤٩- وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ عَبَّادِ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ اَسْمَاءَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ لَهَا نَحْوَ حَدِيْثِهِمْ.

২২৪৯. ইব্‌ন নুমায়র (র)...... আস্‌মা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ তাকে বলেছেন, পরবর্তী অংশ তাদের হাদীসের অনুরূপ।

٢٢٥٠- وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَهٰرُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالاَ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِي ابْنُ اَبِي مُلَيْكَةَ اَنَّ عَبَّادَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ اَخْبَرَهُ عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ اَبِي بَكْرٍ اَنَّهَا جَاءَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ يَانَبِيَّ اللّٰهِ لَيْسَ لِيْ شَيْءٌ اِلاَّ مَااَدْخَلَ عَلَى الزُّبَيْرُ فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ اَنْ اَرْضَخَ مِمَّا يُدْخِلُ عَلَيَّ فَقَالَ اَرْضِخِيْ مَااسْتَطَعْتِ وَلاَ تُوْعِي فَيُوْعِيَ اللّٰهُ عَلَيْكِ.

২২৫০. মুহাম্মদ ইব্‌ন হাতিম ও হারুন ইব্‌ন আবদুল্লাহ (র)..... আসমা বিন্‌ত আবূ বকর (রা) থেকে বর্ণিত। একদা তিনি নবী ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন, হে আল্লাহর নবী! যুবায়র আমাকে যে খরচ দেন, তা ছাড়া আমার কিছুই নেই। তিনি আমাকে যা দেন তা থেকে আমি যদি দান করি, তবে আমার কোন গুনাহ হবে কি? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, যা তোমার সামর্থ্যে আছে, তা দান কর। গুটিয়ে রেখ না, তাহলে আল্লাহও তোমা থেকে গুটিয়ে রাখবেন।

٢٤- بَابُ الْحَثِّ عَلَى الصَّدَقَةِ وَلَوْ بِالْقَلِيْلِ وَلاَتَمْتَنِعَ مِنَ الْقَلِيْلِ لاِحْتِقَارِهِ

২৪. পরিচ্ছেদ : পরিমাণ অল্প হলেও তা থেকে সদকা দেওয়ার উৎসাহ দান, অল্প পরিমাণ দান তুচ্ছ মনে করে বিরত না থাকা

٢٢٥١- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى قَالَ اَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِي سَعِيْدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ يَانِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ لاَتَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا وَلَوْ فِرْسِنَ شَاةٍ.

২২৫১. ইয়াহ্‌য়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌য়া ও কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, হে মুসলিম নারীগণ! এক প্রতিবেশী অন্য প্রতিবেশীকে অল্প পরিমাণ দান করাকে যেন তুচ্ছ মনে না করে, যদিও তা বক্‌রীর একটি খুরও হয়।

٢٥- بَابُ فَضْلِ اِخْفَاءِ الصَّدَقَةِ

২৫. পরিচ্ছেদ : গোপনে দান করার ফযীলত

٢٢٥٢- حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى جَمِيْعًا عَنْ يَحْيَى الْقَطَّانِ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ قَالَ اَخْبَرَنِي خُبَيْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللّٰهُ فِيْ ظِلِّهِ يَوْمَ لاَظِلَّ اِلاَّ ظِلُّهُ اَلْاِمَامُ الْعَادِلُ وَشَابٌّ نَشَأَ بِعِبَادَةِ اللّٰهِ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ وَرَجُلاَنِ تَحَابَّا فِي اللّٰهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ اِنِّيْ اَخَافُ اللّٰهَ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَاَخْفَاهَا حَتّٰى لاَتَعْلَمَ يَمِيْنُهُ مَاتُنْفِقُ شِمَالُهُ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللّٰهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ.

২২৫২. যুহায়র ইব্‌ন হারব ও মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না (র)....... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন, সাত ব্যক্তিকে আল্লাহ্ তাঁর (আরশের) ছায়াতলে ছায়া দিবেন, যেদিন তাঁর ছায়া ব্যতীত অন্য কোন ছায়া থাকবে না : ১. ন্যায়পরায়ণ ইমাম (রাষ্ট্রনায়ক), ২. ঐ যুবক যে আল্লাহ্‌র ইবাদতের মধ্যে বয়ঃপ্রাপ্ত হয়েছে, ৩. ঐ ব্যক্তি যার অন্তর মসজিদের সাথে সম্পৃক্ত, ৪. ঐ দুই ব্যক্তি যারা একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে একে অন্যকে ভালবাসে, মিলিত হয় এ প্রেরণা নিয়ে এবং পৃথক হয় এ প্রেরণাসহ, ৫. ঐ ব্যক্তি যাকে কোন অভিজাত সুন্দরী মহিলা (অসৎকাজে) আহবান করে, আর সে বলে, আমি আল্লাহকে ভয় করি, ৬. ঐ ব্যক্তি যে কিছু দান করল এবং এত গোপনভাবে করল যে, তার ডান হাত জানতে পারল না তার বাম হাত কি দান করেছে, ৭. ঐ ব্যক্তি যে একাকী বসে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং তার দুই চোখে (আল্লাহর ভয়ে) অশ্রু ঝরে।

٢٢٥٣- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ اَبِى سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ اَوْ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيْثِ عُبَيْدِ اللّٰهِ وَقَالَ وَرَجُلٌ مُعَلَّقٌ بِالْمَسْجِدِ اِذَا خَرَجَ مِنْهُ حَتّٰى يَعُوْدَ اِلَيْهِ.

২২৫৩. ইয়াহ্‌য়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌য়া (র)...... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) কিংবা হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, পরবর্তী অংশ উবায়দুল্লাহর হাদীসের অনুরূপ। তবে এ হাদীসে রয়েছে যে, যে ব্যক্তি মসজিদের সাথে জড়িত থাকে মসজিদ থেকে পুনরায় মসজিদে ফিরে আসা পর্যন্ত।

٢٦- بَابُ بَيَانِ أَنَّ فَضْلَ الصَّدَقَةِ صَدَقَةُ الصَّحِيْحِ الشَّحِيْحِ

২৬. পরিচ্ছেদ : সুস্থ অবস্থায় সম্পদের প্রতি আকর্ষণ থাকাকালের সদকাই হল উত্তম সদকা

٢٢٥٤- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرُ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ اَبِى زُرْعَةَ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ اَتَى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ رَجُلٌ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَىُّ الصَّدَقَةِ اَعْظَمُ فَقَالَ اَنْ تَصَدَّقَ وَاَنْتَ صَحِيْحٌ شَحِيْحٌ تَخْشَى الْفَقْرَ وَتَأْمُلُ الْغِنىٰ وَلاَ تُمْهِلْ حَتّٰى اِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُوْمَ قُلْتَ لِفُلاَنٍ كَذَا وَلِفُلاَنٍ كَذَا اَلاَ وَقَدْ كَانَ لِفُلاَنٍ.

২২৫৪. যুহায়র ইব্‌ন হারব (র)......আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞেস করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! উত্তম সদকা কি? তিনি বললেন, অর্থের প্রতি লোভ থাকাকালে সুস্থ অবস্থায় তোমার দান করা, যখন তুমি দারিদ্র্যের ভয় কর এবং ধনী হওয়ার আকাঙ্ক্ষা রাখ। আর (সদকা প্রদানে) এত বিলম্ব করবে না যে, যখন তোমার প্রাণ কণ্ঠনালীতে এসে যায়, তখন তুমি বলতে থাকবে যে, অমুকের জন্য এ পরিমাণ এবং অমুকের জন্য এ পরিমাণ। জেনে রাখ, এ সম্পদ তো অমুকের হয়েই আছে।

٢٢٥٥- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ عُمَارَةَ عَنْ اَبِى زُرْعَةَ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَىُّ الصَّدَقَةِ اَعْظَمُ اَجْرًا

فَقَالَ اَمَا وَاَبِيْكَ لَتُنَبَّأَنَّهُ اَنْ تَصَدَّقَ وَاَنْتَ صَحِيْحٌ شَحِيْحٌ تَخْشَى الْفَقْرَ وَتَأْمُلُ الْبَقَاءَ وَلاَ تُمْهِلْ حَتَّى اِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُوْمَ قُلْتَ لِفُلاَنٍ كَذَا وَلِفُلاَنٍ كَذَا وَقَدْ كَانَ لِفُلاَنٍ.

২২৫৫. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা ও ইব্‌ন নুমায়র (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নবী ﷺ -এর নিকট এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কোন সদকা পুণ্যে শ্রেষ্ঠ? তিনি বললেন, জেনে রাখ, তোমার পিতার শপথ! (অবশ্য) তোমাকে তা অবহিত করা হচ্ছে যে, অর্থলোভ থাকাকালে সুস্থ অবস্থায় তোমার সদকা করা, যখন তুমি দারিদ্র্যের আশংকা কর এবং দীর্ঘায়ু কামনা কর। (সদকা প্রদানে) এত বিলম্ব করবে না যে, যখন প্রাণ কণ্ঠাগত হয়ে যাবে, তখন তুমি বলতে থাকবে, এ পরিমাণ অমুকের জন্য এবং এ পরিমাণ অমুকের জন্য। অথচ তা তো অমুকের জন্য হয়েই আছে।

٢٢٥٦- حَدَّثَنَا اَبُوْ كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ الْقَعْقَاعِ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيْثِ جَرِيْرٍ غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ اَيُّ الصَّدَقَةِ اَفْضَلُ.

২২৫৬. আবূ কামিল জাহ্‌দারী (র)......'উমারা ইব্‌ন কা'কা (র) থেকে উক্ত সনদের জাবির (রা)-এর অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি اَيُّ الصَّدَقَةِ اَعْظَمُ এর স্থলে اَيُّ الصَّدَقَةِ اَفْضَلُ বলেছেন।

٢٧- بَابُ بَيَانِ اَنَّ الْيَدَ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِّنَ الْيَدِ السُّفْلَى وَاَنَّ الْيَدَ الْعُلْيَا هِيَ الْمُنْفِقَةُ وَاَنَّ السُّفْلَى هِيَ الْاٰخِذَةُ

২৭. পরিচ্ছেদ : উপরের হাত নিচের হাত থেকে উত্তম; উপরের হাত হল দানকারীর এবং নিচের হাত হল যাচনাকারীর

٢٢٥٧- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ اَنَسٍ فِيْمَا قُرِئَ عَلَيْهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَهُوَ يَذْكُرُ الصَّدَقَةَ وَالتَّعَفُّفَ عَنِ الْمَسْاَلَةِ اَلْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى وَالْيَدُ الْعُلْيَا الْمُنْفِقَةُ وَالسُّفْلَى السَّائِلَةُ.

২২৫৭. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র)...... 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ (একদা) মিম্বরে দাঁড়িয়ে দান-খয়রাত ও ভিক্ষা থেকে নিবৃত্তির উল্লেখ করে বললেন, উপরের হাত নিচের হাত থেকে উত্তম। উপরের হাত হল দানকারী, আর নিচের হাত হল যাচঞাকারী।

٢٢٥٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَاَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ جَمِيْعًا عَنْ يَحْيَى الْقَطَّانِ قَالَ ابْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيٰى قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ مُوْسٰى بْنَ طَلْحَةَ يُحَدِّثُ اَنَّ حَكِيْمَ بْنَ حِزَامٍ حَدَّثَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَفْضَلُ الصَّدَقَةِ اَوْخَيْرُ الصَّدَقَةِ عَنْ ظَهْرِ غِنًى وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُوْلُ.

২২৫৮. মুহাম্মদ ইবন বাশ্‌শার, মুহাম্মদ ইব্‌ন হাতিম ও আহমদ ইবন আবদা (র)...... হাকীম ইব্‌ন হিযাম (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, অভাবমুক্ততা বজায় রেখে যে দান করা হয়, তাই শ্রেষ্ঠ সদকা অথবা বলেছেন উৎকৃষ্ট সদকা। উপরের হাত নিচের হাত থেকে উত্তম। আর যাদের লালন পালন কর, তাদের দিয়ে (দান) শুরু কর।

٢٢٥٩- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ وَسَعِيْدِ عَنْ حَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ سَأَلْتُ النَّبِىَّ ﷺ فَاَعْطَانِىْ ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَاَعْطَانِىْ ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَاَعْطَانِىْ ثُمَّ قَالَ اِنَّ هٰذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ فَمَنْ اَخَذَهُ بِطِيْبِ نَفْسٍ بُوْرِكَ لَهُ فِيْهِ وَمَنْ اَخَذَهُ بِاِشْرَافِ نَفْسٍ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيْهِ وَكَانَ كَالَّذِىْ يَأْكُلُ وَلاَ يَشْبَعُ وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى.

২২৫৯. আবূ বাক্‌র ইবন আবূ শায়বা ও আমরুন নাকিদ (র)...... হাকীম ইব্‌ন হিযাম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-এর নিকট সাওয়াল করলাম। তিনি আমাকে দান করলেন। আমি আবার তাঁর নিকট সাওয়াল করলাম। তিনি আবার আমাকে দান করলেন। আমি আবারও তাঁর নিকট সাওয়াল করলাম। তিনি আবারও আমাকে দান করলেন। এরপর বললেন, এই ধন-সম্পদ আকর্ষণীয় ও মধুর। যদি কোন ব্যক্তি সাওয়াল ব্যতিরেকে নির্লোভ অবস্থায় তা গ্রহণ করে, তবে তার জন্য একে বরকতময় করে দেওয়া হয়। আর যদি কোন ব্যক্তি লোভাতুর অন্তরের সাথে তা গ্রহণ করে, তবে এতে তার জন্য বরকত দেওয়া হয় না। সে ঐ ব্যক্তির মত হয় যে খায় কিন্তু তৃপ্ত হয় না। উপরের হাত নিচের হাত থেকে উত্তম।

٢٢٦٠- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِىٍّ الْجَهْضَمِىُّ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُوْنُسَ قَالَ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَدَّادٌ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا اُمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَابْنَ اٰدَمَ اِنَّكَ اَنْ تَبْذُلَ الْفَضْلَ خَيْرٌ لَكَ وَاَنْ تُمْسِكَهُ شَرٌّ لَكَ وَلاَ تُلاَمُ عَلٰى كَفَافٍ وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُوْلُ وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلٰى.

২২৬০. নাস্‌র ইব্‌ন আলী জাহ্‌যামী, যুহায়র ইব্‌ন হারব ও আবদ ইব্‌ন হুমায়দ (র)...... আবূ উমামা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, হে আদম সন্তান! তুমি অতিরিক্ত সম্পদ ব্যয় কর। তা তোমার জন্য উত্তম। আর তুমি যা আটকিয়ে রাখ তা তোমার জন্য মন্দ। প্রয়োজন পরিমাণ রাখার ব্যাপারে তোমাকে অভিযুক্ত করা হবে না। আর যাদের লালন পালনের দায়িত্ব তোমার উপরে তাদের দিয়ে শুরু কর এবং উপরের হাত নিচের হাত অপেক্ষা উত্তম।

٢٨- بَابُ النَّهْىِ عَنِ الْمَسْأَلَةِ

২৮. পরিচ্ছেদ : সওয়াল করা নিষিদ্ধ হওয়া

٢٢٦١- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِبْنُ اَبِى شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ اَخْبَرَنِىْ مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ رَبِيْعَةُ بْنُ يَزِيْدَ الدِّمَشْقِىُّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَامِرِ الْيَحْصَبِىِّ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ

contents

يَقُوْلُ اِيَّاكُمْ وَاَحَادِيْثَ اِلاَّ حَدِيْثًا كَانَ فِىْ عَهْدِ عُمَرَ فَاِنَّ عُمَرَ كَانَ يُخِيْفُ النَّاسَ فِى اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ يَقُوْلُ مَنْ يُرِدِ اللّٰهُ بِهٖ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِى الدِّيْنِ وَسَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّمَا اَنَا خَازِنٌ فَمَنْ اَعْطَيْتُهٗ عَنْ طِيْبِ نَفْسٍ فَيُبَارَكُ لَهٗ فِيْهِ وَمَنْ اَعْطَيْتُهٗ عَنْ مَسْاَلَةٍ وَشَرَهٍ كَانَ كَالَّذِىْ يَأْكُلُ وَلاَ يَشْبَعُ.

২২৬১. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)...... আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমির ইয়াহ্‌সাবী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মু'আবিয়া (রা)-কে বলতে শুনেছি, 'উমর (রা)-এর সময় প্রচলিত হাদীস ছাড়া অন্য হাদীস বর্ণনা করা থেকে তোমরা আত্মসংবরণ কর। কারণ তিনি হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে লোকদের আল্লাহর ভয় প্রদর্শন করতেন। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট শুনেছি, তিনি বলেছেন, আল্লাহ যার কল্যাণ চান, তাকেই দীনের সূক্ষ্ম বোধশক্তি দান করেন। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আরো শুনেছি, তিনি বলতেন, আমি (রাষ্ট্রীয় সম্পদের) খাজাঞ্চি মাত্র। সন্তুষ্ট চিত্তে আমি যা যাকে দান করি, তা তার জন্য বরকতপূর্ণ হবে। আর যে ব্যক্তিকে সাওয়ালের ও লোভের কারণে দান করি, তার অবস্থা ঐ ব্যক্তির মত যে আহার করে কিন্তু তৃপ্ত হয় না।

٢٢٦٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ اَخِيْهِ هَمَّامٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَتُلْحِفُوْا فِى الْمَسْاَلَةِ فَوَاللّٰهِ لاَيَسْاَلُنِىْ اَحَدٌ مِنْكُمْ شَيْئًا فَتُخْرِجُ لَهٗ مَسْاَلَتُهٗ مِنِّىْ شَيْئًا وَاَنَا لَهٗ كَارِهٌ فَيُبَارَكَ لَهٗ فِيْمَا اَعْطَيْتُهٗ.

২২৬২. মুহাম্মদ ইব্‌ন 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন নুমায়র (র)...... মু'আবিয়া (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, তোমরা সাওয়ালে পীড়াপীড়ি করো না। আল্লাহর কসম, তোমাদের কেউ যদি আমার কাছে কিছু সাওয়াল করে এবং তার সে সাওয়াল আমার অপছন্দ হওয়া সত্ত্বেও আমার কাছে কিছু বের করে নেয়, তবে আমার এ দানে তার জন্য কোন বরকত হবে না।

٢٢٦٣- وَحَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عُمَرَ الْمَكِّىُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ وَهْبُ بْنُ مُنَبِّهٍ وَدَخَلْتُ عَلَيْهِ فِىْ دَارِهٖ بِصَنْعَاءَ فَاَطْعَمَنِىْ مِنْ جَوْزَةٍ فِىْ دَارِهٖ عَنْ اَخِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ اَبِىْ سُفْيَانَ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ فَذَكَرَ مِثْلَهٗ.

২২৬৩. ইব্‌ন আবূ 'উমর মাক্কী (র)......'আমর ইব্‌ন দীনার (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি 'সান'আ' অঞ্চলে অবস্থিত ওয়াহব ইব্‌ন মুনাব্বিহ (রা)-এর ঘরে প্রবেশ করলাম। তিনি আমাকে আখরোট খাওয়ালেন। তারপর তিনি তার ভাই হতে বর্ণনা করলেন যে, তিনি বলেছেন, আমি মু'আবিয়া ইব্‌ন আবূ সুফয়ান (রা)-কে বলতে শুনেছি..... আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট শুনেছি...... এরপর তিনি অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেন।

٢٢٦٤- وَحَدَّثَنِىْ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيٰى قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ اَبِىْ سُفْيَانَ وَهُوَ يَخْطُبُ يَقُوْلُ

انِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ بِهِ خَيْرًا يُّفَقِّهْهُ فِى الدِّيْنِ وَاِنَّمَا اَنَا قَاسِمٌ وَيُعْطِى اللّٰهُ.

২২৬৪. হারমালা ইব্ন ইয়াহ্য়া (র)...... মু'আবিয়া ইব্ন আবূ সুফয়ান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি ভাষণ দানকালে বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ যার কল্যাণের ইচ্ছা করেন, তাকেই তিনি দীনের গভীর জ্ঞান দান করেন। আমি তো বন্টনকারী মাত্র, দানকারী আল্লাহ তা'আলা।

٢٢٦٥- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُغِيْرَةُ يَعْنِى الْحِزَامِىُّ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَيْسَ الْمِسْكِيْنُ بِهٰذَا الطَّوَّافِ الَّذِىْ يَطُوْفُ عَلَى النَّاسِ فَتَرُدُّهُ اللُّقْمَةُ وَاللُّقْمَتَانِ وَالتَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ قَالُوْا فَمَا الْمِسْكِيْنُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ الَّذِىْ لاَ يَجِدُ غِنًى يُغْنِيْهِ وَلاَ يُفْطَنُ لَهُ فَيُتَصَدَّقَ عَلَيْهِ وَلاَ يَسْأَلُ النَّاسَ شَيْئًا.

২২৬৫. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, ঐ ব্যক্তি মিসকীন নয়, যে মানুষের মধ্যে ঘোরাফেরা করে এবং দু'এক লোক্মা (খাদ্য) অথবা দু'একটি খেজুর পেয়ে ফিরে যায়। সাহাবীগণ প্রশ্ন করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তাহলে মিসকীন কে? তিনি বললেন, প্রকৃত মিস্কীন সে-ই, যে অতটুকু মালের অধিকারী নয়, যা তাকে অভাবমুক্ত করতে পারে এবং তার অবস্থাও বুঝা যায় না, যাতে তাকে সদকা প্রদান করা হবে; আর সে লোকের কাছে চায় না।

٢٢٦٦- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اَيُّوْبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ ابْنُ اَيُّوْبَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ شَرِيْكٌ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ مَوْلٰى مَيْمُوْنَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَيْسَ الْمِسْكِيْنُ بِالَّذِىْ تَرُدُّهُ التَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ وَلاَ اللُّقْمَةُ وَ لُلُّقْمَتَانِ اِنَّمَا الْمِسْكِيْنُ الْمُتَعَفِّفُ اقْرَؤُا اِنْ شِئْتُمْ" **لاَيَسْأَلُوْنَ النَّاسَ اِلْحَافًا**".

২২৬৬. ইয়াহ্য়া ইব্ন আয়্যুব ও কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, ঐ ব্যক্তি মিসকীন নয়, যে দু'একটি খেজুর এবং দু'এক লোকমা খাদ্য পেয়ে ফিরে যায়। প্রকৃত মিস্কীন সেই দরিদ্র, যে সাওয়াল থেকে বেঁচে থাকে। ইচ্ছা হলে তোমরা (আল্লাহ্র এ বাণী) পাঠ কর : "যারা লোকের কাছে পীড়াপীড়ি করে সাওয়াল করে না" (সূরা আলে ইমরান)

٢٢٦٧- وَحَدَّثَنِيْهِ اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ مَرْيَمَ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُعْفَرٍ قَالَ اَخْبَرَ نِىْ شَرِيْكٌ اَخْبَرَنِىْ عَطَاءُ بْنُ يَسَارٍ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اَبِىْ عَمْرَةَ اَنَّهُمَا سَمِعَا اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيْثِ اِسْمَاعِيْلَ.

২২৬৭. আবূ বাক্র ইব্ন ইসহাক (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন,...... ইসমাঈলের হাদীসের অনুরূপ।

٢٢٦٨- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْاَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْاَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُسْلِمٍ اَخِي الزُّهْرِيِّ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لاَ تَزَالُ الْمَسْاَلَةُ بِاَحَدِكُمْ حَتّٰى يَلْقَى اللّٰهُ وَلَيْسَ فِيْ وَجْهِهٖ مُزْعَةُ لَحْمٍ.

وَحَدَّثَنِيْ عَمْرُوْ النَّاقِدُ قَالَ وَحَدَّثَنِيْ اِسْمَاعِيْلُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ اَخِي الزُّهْرِيِّ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ مِثْلَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ مُزْعَةٌ.

২২৬৮. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)...... আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন, তোমাদের যে কেউ ভিক্ষা বৃত্তি করে, সে আল্লাহর সাথে এ অবস্থায় সাক্ষাত করবে যে, তার মুখমন্ডলে গোশ্‌তের এক টুকরাও থাকবে না।

আমরুন নাকিদ (র)......মা'মার (র) যুহরীর ভাই-এর সূত্রে এ সনদের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি مُزْعَةُ (টুকরা) কথাটি উল্লেখ করেন নি।

٢٢٦٩- حَدَّثَنِيْ اَبُو الطَّاهِرِ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِي اللَّيْثُ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ جَعْفَرٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَاهُ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْاَلُ النَّاسَ حَتّٰى يَاْتِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَيْسَ فِيْ وَجْهِهٖ مُزْعَةُ لَحْمٍ.

২২৬৯. আবূ হাতির (র)...... 'আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি সর্বদা মানুষের নিকট ভিক্ষা করে, কিয়ামতের দিন সে এমতাবস্থায় উপস্থিত হবে যে, তার মুখমন্ডলে গোশতের এক টুকরাও থাকবে না।

٢٢٧٠- حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ وَوَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ اَبِيْ زُرْعَةَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ سَاَلَ النَّاسَ اَمْوَالَهُمْ تَكَثُّرًا فَاِنَّمَا يَسْاَلُ جَمْرًا فَلْيَسْتَقِلَّ اَوْ لِيَسْتَكْثِرْ.

২২৭০. আবূ কুরায়ব ও ওয়াসিল ইব্‌ন আবদুল আ'লা (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি সম্পদ বাড়ানোর জন্য লোকের কাছে মাল ভিক্ষা করে, সে যেন আগুনের অঙ্গার ভিক্ষা করল। চাই সে তা কম করুক বা বেশি করুক।

٢٢٧١- حَدَّثَنِيْ هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ عَنْ بَيَانٍ اَبِيْ بِشْرٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ اَبِيْ حَازِمٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لاَنْ يَغْدُوَ اَحَدُكُمْ فَيَحْطِبَ عَلٰى ظَهْرِهٖ فَيَتَصَدَّقَ بِهٖ وَيَسْتَغْنِيَ بِهٖ مِنَ النَّاسِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ اَنْ يَسْاَلَ رَجُلاً اَعْطَاهُ اَوْ مَنَعَهُ ذَالِكَ فَاِنَّ الْيَدَ الْعُلْيَا اَفْضَلُ مِنَ الْيَدِ السُّفْلٰى وَابْدَاْ بِمَنْ تَعُوْلُ.

২২৭১. হান্নাদ ইব্‌ন সারী (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, তোমাদের যে কেউ ভোরবেলা বের হয়ে কাঠের বোঝা পিঠে বয়ে আনে এবং তা থেকে সদকা করে ও লোকের কাছে সাহায্য চাওয়া থেকে মুক্ত থাকে, সে ঐ ব্যক্তি থেকে অনেক ভাল, যে কারো কাছে সাওয়াল করে, যে তাকে দিতেও পারে, নাও পারে। উপরের হাত নিচের হাত হতে উত্তম। যাদের লালন-পালনের দায়িত্ব তোমার উপর রয়েছে, তাদের দিয়ে (সদকা) শুরু কর।

٢٢٧٢- وَحَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنِى قَيْسُ بْنُ اَبِى حَازِمٍ قَالَ اَتَيْنَا اَبَا هُرَيْرَةَ فَقَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ وَاللّٰهِ لاَنْ يَغْدُوَ اَحَدُكُمْ فَيَحْطِبَ عَلٰى ظَهْرِهٖ فَيَبِيْعَهٗ ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيْثِ بَيَانٍ.

২২৭২. মুহাম্মদ ইব্‌ন হাতিম (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন, আল্লাহর কসম, তোমাদের যে কেউ ভোরবেলা বের হয়ে পিঠে করে কাঠের বোঝা বহন করে এনে তা বিক্রি করে..... পরবর্তী অংশ রাবী বায়ানের হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন।

٢٢٧٣- حَدَّثَنِى اَبُو الطَّاهِرِ وَيُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الاَعْلٰى قَالاَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِى عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَبِى عُبَيْدٍ مَوْلٰى عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ اَنَّهٗ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَنْ يَحْتَزِمَ اَحَدُكُمْ حُزْمَةً مِنْ حَطَبٍ فَيَحْمِلَهَا عَلٰى ظَهْرِهٖ فَيَبِيْعَهَا خَيْرٌ لَهٗ مِنْ اَنْ يَسْاَلَ رَجُلاً يُعْطِيْهِ اَوْ يَمْنَعُهٗ.

২২৭৩. আবুত তাহির ও ইউনুস ইব্‌ন আবদুল আ'লা (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, তোমাদের কেউ কাঠের একটি আঁটি বেঁধে তা পিঠে বয়ে এনে বিক্রি করলে সেটা এর থেকে অনেক ভাল যে, যে কারও কাছে সাওয়াল করবে, যে হয়তো তাকে দান করবে অথবা ফিরিয়ে দিবে।

٢٢٧٤- حَدَّثَنِى عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِىُّ وَسَلَمَةُ بْنُ شَبِيْبٍ قَالَ سَلَمَةُ حَدَّثَنَا وَقَالَ الدَّارِمِىُّ اَخْبَرَنَا مَرْوَانُ وَهُوَ ابْنُ مُحَمَّدٍ الدِّمَشْقِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ اَبِى اِدْرِيْسَ الْخَوْلاَنِىِّ عَنْ اَبِى مُسْلِمٍ الْخَوْلاَنِىِّ قَالَ حَدَّثَنِى الْحَبِيْبُ الاَمِيْنُ اَمَّا هُوَ فَحَبِيْبٌ اِلَىَّ وَاَمَّا هُوَ عِنْدِىْ فَاَمِيْنٌ عَوْفُ بْنُ مَالِكٍ الاَشْجَعِىُّ قَالَ كُنَّا عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ تِسْعَةً اَوْ ثَمَانِيَةً اَوْ سَبْعَةً فَقَالَ اَلاَ تُبَايِعُوْنَ رَسُوْلَ اللّٰهِ وَكُنَّا حَدِيْثَ عَهْدٍ بِبَيْعَةٍ فَقُلْنَا قَدْ بَايَعْنَاكَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ثُمَّ قَالَ اَلاَ تُبَايِعُوْنَ رَسُوْلَ اللّٰهِ فَقُلْنَا قَدْ بَايَعْنَاكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ثُمَّ قَالَ اَلاَ تُبَايِعُوْنَ رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ فَبَسَطْنَا اَيْدِيْنَا وَقُلْنَا قَدْ بَايَعْنَاكَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ فَعَلاَمَ نُبَايِعُكَ قَالَ عَلٰى اَنْ تَعْبُدُوا اللّٰهَ وَلاَ تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْئًا وَالصَّلَوٰتِ الْخَمْسِ وَتُطِيْعُوْا (وَاَسَرَّ كَلِمَةً خَفِيَّةً)

وَلاَ تَسْأَلُوا النَّاسَ شَيْئًا فَلَقَدْ رَأَيْتُ بَعْضَ أُولَئِكَ النَّفَرِ يَسْقُطُ سَوْطُ أَحَدِهِمْ فَمَا يَسْأَلُ أَحَدًا يُنَاوِلُهُ إِيَّاهُ.

২২৭৪. আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবদুর রহমান দারিমী ও সালামা ইব্ন শাবীব (র)...... আউফ ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নয় বা আট কিংবা সাতজন লোক রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। তিনি বললেন, তোমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট বায়'আত গ্রহণ করবে কি? অথচ আমরা কিছুদিন আগে তাঁর হাতে বায়'আত গ্রহণ করেছিলাম। তাই আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা তো আপনার নিকট বায়'আত গ্রহণ করেছি। তিনি আবার বললেন, তোমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট বায়'আত গ্রহণ করবে কি? আমরা বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমরা তো বায়'আত গ্রহণ করেছি। তিনি আবার বললেন, তোমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট বায়'আত গ্রহণ করবে কি? তখন আমরা আমাদের হাত সম্প্রসারিত করে দিলাম এবং বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমরা তো আপনার নিকট বায়'আত গ্রহণ করেছি। এখন আবার কিসের উপর বায়'আত গ্রহণ করব? তিনি বললেন, (এ কথার উপর বায়'আত গ্রহণ করবে যে,) তোমরা আল্লাহর ইবাদত করবে এবং তাঁর সঙ্গে অন্য কাউকে শরীক করবে না। পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করবে। আল্লাহর আনুগত্য করবে। তারপর তিনি ফিসফিস করে একটি কথা বললেন, মানুষের নিকট কোন কিছু সাওয়াল করবে না। আমি দেখেছি, এই কাফেলার কারো পশু পৃষ্ঠ হতে চাবুক পড়ে গেলেও সে কাউকে তা উঠিয়ে দেয়ার জন্য অনুরোধ জানাত না।

٢٩- بَابُ مَنْ تَحِلُّ لَهُ الْمَسْأَلَةُ

২৯. পরিচ্ছেদ : যার জন্য সাওয়াল করা হালাল

٢٢٧٥- حَدَّثَنَا يَحْيَي بْنُ يَحْيٰى وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ كِلاَهُمَا عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ يَحْيٰى أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ هٰرُوْنَ بْنِ رِيَابٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ كِنَانَةُ بْنُ نُعَيْمٍ الْعَدَوِيُّ عَنْ قَبِيْصَةَ بْنِ مُخَارِقٍ الْهِلاَلِيِّ قَالَ تَحَمَّلْتُ حَمَالَةً فَأَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ أَسْأَلُهُ فِيْهَا فَقَالَ أَقِمْ حَتّٰى تَأْتِيَنَا الصَّدَقَةُ فَنَأْمُرَلَكَ بِهَا قَالَ ثُمَّ قَالَ يَاقَبِيْصَةُ إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لاَ تَحِلُّ إِلاَّ لِأَحَدِ ثَلاَثَةٍ رَجُلٍ تَحَمَّلَ حَمَالَةً فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتّٰى يُصِيْبَهَا ثُمَّ يُمْسِكُ وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ اجْتَاحَتْ مَالَهُ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتّٰى يُصِيْبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ أَوْ قَالَ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتّٰى يَقُوْمَ ثَلاَثَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَا مِنْ قَوْمِهِ لَقَدْ أَصَابَتْ فُلاَنًا فَاقَةٌ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتّٰى يُصِيْبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ أَوْ قَالَ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ فَمَا سِوَاهُنَّ مِنَ الْمَسْأَلَةِ يَاقَبِيْصَةُ سُحْتًا يَأْكُلُهَا صَاحِبُهَا سُحْتًا.

২২৭৫. ইয়াহইয়া ইব্ন ইয়াহ্‌ইয়া ও কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র)...... কাবীসা ইব্ন মুখারিক আল-হিলালী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি অন্যের দায়ভার বহন করতে গিয়ে ঋণী হয়ে পড়েছিলাম। তখন আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে কিছু চাওয়ার জন্য তাঁর কাছে এলাম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, আমার নিকট সদকার সামগ্রী

আসা পর্যন্ত তুমি এখানে অপেক্ষা কর, আমি তা থেকে তোমাকে কিছু দিতে বলে দিব। তারপর তিনি বললেন, হে কাবীসা! তিন ব্যক্তি ছাড়া কারো জন্য সাওয়াল করা বৈধ নয় : ১. ঐ ব্যক্তি, যে কারও দায়ভার বহন করে ঋণগ্রস্থ হয়ে পড়েছে, তার ঋণ পরিশোধের পরিমাণ সাওয়াল করা, তারপর সে বিরত থাকবে; ২. ঐ ব্যক্তি, বিপর্যয় যার ধন-সম্পদ ধ্বংস করে দিয়েছে, তার জীবিকা নির্বাহের কোন উপায় না পাওয়া পর্যন্ত; ৩. আর যে ব্যক্তি ক্ষুধাক্লিষ্ট এবং তার গোত্রের তিনজন লোক তার সম্পর্কে এ সাক্ষ্য দেয় যে, সে ব্যক্তি অবশ্যই ক্ষুধাক্লিষ্ট, তার জীবিকা নির্বাহের কোন উপায় না পাওয়া পর্যন্ত সাওয়াল করা বৈধ। হে কাবীসা! এ তিনজন ছাড়া যে ভিক্ষা করে খায়, সে হারাম খায়।

٣٠- بَابُ جَوَازِ الْاَخْذِ بِغَيْرِ سُوَالٍ وَلاَ تَطَلُّعٍ

৩০. পরিচ্ছেদ : সাওয়াল ও লালসা ব্যতীত দান গ্রহণ বৈধ

٢٢٧٦- وَحَدَّثَنَا هٰرُوْنُ بْنُ مَعْرُوْفٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ ح وَحَدَّثَنِيْ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيٰى قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ قَدْكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُعْطِيْنِيْ الْعَطَاءَ فَاَقُوْلُ اَعْطِه اَفْقَرَ اِلَيْهِ مِنِّىْ حَتّٰى اَعْطَانِيْ مَرَّةً مَالاً فَقُلْتُ اَعْطِهِ اَفْقَرَ اِلَيْهِ مِنِّىْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خُذْهُ وَمَا جَاءَكَ مِنْ هٰذَا الْمَالِ وَاَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلاَ سَائِلٍ فَخُذْهُ وَمَا لاَ فَلاَ تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ.

২২৭৬. হারূন ইব্‌ন মা'রূফ ও হারমালা ইব্‌ন ইয়াহ্‌য়া (র)...... 'উমর উবনুল খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে কিছু দান করতে চাইতেন আর আমি বলতাম, আমার চাইতে যারা বেশি দরিদ্র তাদের দান করুন। অবশেষ একবার তিনি আমাকে কিছু মাল দিলেন। আমি বললাম, আমার চাইতে বেশি দারিদ্রকে তা দান করুন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তুমি এটি গ্রহণ কর। সাওয়াল ও লালসা ছাড়া যে মাল তোমার নিকট আসে, তুমি তা গ্রহণ কর। আর যে সম্পদ এভাবে আসে না, তুমি তার পেছনে লেগো না।

٢٢٧٧- وَحَدَّثَنِيْ اَبُوْ الطَّاهِرِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُعْطِيْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ الْعَطَاءَ فَيَقُوْلُ لَهُ عُمَرُ اَعْطِه يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَفْقَرَ اِلَيْهِ مِنِّىْ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خُذْهُ فَتَمَوَّلْهُ اَوْ تَصَدَّقْ بِهِ وَمَا جَاءَكَ مِنْ هٰذَا الْمَالِ وَاَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلاَ سَائِلٍ فَخُذْهُ وَمَالاَ فَلاَ تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ قَالَ سَالِمٌ فَمِنْ اَجْلِ ذَالِكَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ لاَ يَسْأَلُ اَحَدًا شَيْئًا وَلاَ يَرُدُّ شَيْئًا اُعْطِيَهُ.

২২৭৭. আবূ তাহির (র)...... 'আবদুল্লাহ্ ইবন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উমর (রা)-কে কিছু দান করলেন। উমর (রা) তাঁকে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার চেয়ে যে অধিক মুখাপেক্ষী, এটি তাকে দান করুন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে বললেন, তুমি এটি গ্রহণ কর ও সঞ্চয় কর কিংবা দান কর। সাওয়াল ও লালসা ব্যতীত যে মাল তোমার কাছে আসে, তুমি তা গ্রহণ কর। আর যে মাল এভাবে আসে না, তুমি তার পেছনে লেগো না। সালিম (র) বলেন, এ কারণেই ইব্ন উমর (রা) কারো নিকট কোন কিছু সাওয়াল করতেন না এবং তাঁকে কোন বস্তু (উপঢৌকন) দেয়া হলে তা ফিরিয়েও দিতেন না।

٢٢٧٨- وَحَدَّثَنِىْ اَبُو الطَّاهِرِ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ عَمْرٌو وَحَدَّثَنِىْ ابْنُ شِهَابٍ بِمِثْلِ ذَالِكَ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ السَّعْدِىِّ عَنْ عُمَرَبْنِ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ .

২২৭৮. আবুত তাহির (র)...... 'উমর ইবনুল খাত্তাব (রা)-এর সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٢٢٧٩-حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيْدٍ عَنِ ابْنِ السَّاعِدِىِّ الْمَالِكِىِّ اَنَّهُ قَالَ اَسْتَعْمَلَنِىْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَلَى الصَّدَقَةِ فَلَمَّا فَرَغْتُ مِنْهَا وَاَدَّيْتُهَا اِلَيْهِ اَمَرَ لِىْ بِعُمَالَةٍ فَقُلْتُ اِنَّمَا عَمِلْتُ لِلّٰهِ وَاَجْرِىْ عَلَى اللّٰهِ فَقَالَ خُذْ مَااُعْطِيْتَ فَاِنِّىْ عَمِلْتُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَعَمَّلَنِىْ فَقُلْتُ مِثْلَ قَوْلِكَ فَقَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اُعْطِيْتَ شَيْئًا مِنْ غَيْرِ اَنْ تَسْأَلَ فَكُلْ وَتَصَدَّقْ.

২২৭৯. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র)...... ইবন সাঈদী মালিকী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) আমাকের সদকা উসূলকারী নিযুক্ত করেন। যখন আমি কাজ সমাধা করে সদকার মালামাল তাঁর নিকট সমর্পণ করলাম, তখন তিনি আমাকে আমার পারিশ্রমিক দেওয়ার নির্দেশ দিলেন। আমি বললাম, আমি তো আল্লাহর ওয়াস্তে কাজ করেছি। আমার পারিশ্রমিক তো আল্লাহর নিকটই আছে। তিনি বলেন, তোমাকে যা দেওয়া হয়েছে তা তুমি গ্রহণ কর। রাসুলুল্লাহ্ ﷺ-এর সময় আমি উসূলকারীরূপে কাজ করেছি। তিনি আমাকে উসূলকারী নিয়োগ করেছিলেন। আমিও তোমার মত বলেছিলাম। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বলেছেন, যদি সাওয়াল ছাড়া তোমাকে কিছু দেওয়া হয়, তবে তা খাও এবং সদকা কর।

٢٢٨٠- وَحَدَّثَنِىْ هٰرُوْنُ بْنُ سَعِيْدِ الْاَيْلِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عَمْرٌو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْاَشَجِّ عَنْ بُسْرِبْنِ سَعِيْدٍ عَنِ ابْنِ السَّعْدِىِّ اَنَّهُ قَالَ اَسْتَعْمَلَنِىْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَلَى الصَّدَقَةِ بِمِثْلِ حَدِيْثِ اللَّيْثِ.

২২৮০. হারুন ইব্ন সাঈদ আয়লী (র)...... ইব্ন সাঈদী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি লায়স (র)-এর হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করে বললেন, উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) আমাকে সদকা উসূলকারী নিযুক্ত করেছিলেন।

٣١-بَابُ كَرَاهَةِ الْحِرْصِ عَلَى الدُّنْيَا

৩১. পরিচ্ছেদ : পার্থিব সম্পদের প্রতি লোভ করা অপছন্দনীয়

٢٢٨١-حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ قَلْبُ السَّيْخِ شَابٌّ عَلَى حُبِّ اثْنَتَيْنِ حُبِّ الْعَيْشِ وَالْمَالِ.

২২৮১. যুহায়র ইব্ন হারব (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন, বৃদ্ধ মানুষের হৃদয় দুটি বস্তুর ভালবাসার ব্যাপারে অত্যন্ত তরুণ : ১. জীবনের মোহ ও ২. ধন-সম্পদের মোহ।

٢٢٨٢- وَحَدَّثَنِى اَبُوْ الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ قَالاَ اَخْبَرَنِى ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ قَلْبُ الشَّيْخِ شَابٌّ عَلى حُبِّ اثْنَتَيْنِ طُوْلُ الْحَيَاةِ وَحُبِّ الْمَالِ.

২২৮২. আবুত তাহির ও হারমালা (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, বৃদ্ধ লোকের হৃদয় দু'টি বস্তুর ভালবাসার ব্যাপারে যুবক (তা হলো) : ১. দীর্ঘায়ু ও ২. প্রাচুর্যের লোভ।

٢٢٨٣- وَحَدَّثَنِى يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى وَسَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ كُلُّهُمْ عَنْ اَبِى عَوَانَةَ قَالَ يَحْيٰى اَخْبَرَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَهْرَمُ ابْنُ اٰدَمَ وَيَشِبُّ مِنْهُ اثْنَتَانِ الْحِرْصُ عَلَى الْمَالِ وَالْحِرْصُ عَلَى الْعُمُرِ.

২২৮৩. ইয়াহ্য়া ইবন ইয়াহ্য়া, সাঈদ ইব্ন মানসূর ও কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র)...... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, আদম সন্তান বৃদ্ধ হয় এবং তার দুটি জিনিস যুবক হয় : ১. প্রাচুর্যের আকাঙ্ক্ষা ও ২. দীর্ঘায়ু কামনা।

٢٢٨٤- وَحَدَّثَنِى اَبُوْ غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالاَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِى اَبِىْ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ نَبِىَّ اللّٰهِ ﷺ قَالَ بِمِثْلِهِ.

২২৮৪. আবূ গাস্সান মিসমাঈ ও মুহাম্মদ ইনবুল মুসান্না (র)...... আনাস (রা)-এর সূত্রে আল্লাহ্র নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٢٢٨٥- وَحَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ بِنَحْوِهِ.

২২৮৫. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না ও ইব্ন বাশ্শার (র)...... আনাস ইব্ন মালিক (রা)-এর সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٢٢٨٦- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى وَسَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ يَحْيٰى اَخْبَرَنَا وَقَالَ الْاٰخَرَانِ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَوْكَانَ لاِبْنِ اٰدَمَ وَادِيَانِ مِنْ مَالٍ لاَبْتَغٰى وَادِيًا ثَالِثًا وَلاَ يَمْلأُ جَوْفَ ابْنِ اٰدَمَ اِلاَّ التُّرَابُ وَيَتُوْبُ اللّٰهُ عَلٰى مَنْ تَابَ.

২২৮৬. ইয়াহ্‌য়া ইবন ইয়াহ্‌য়া, সাঈদ ইব্‌ন মানসূর ও কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র)...... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, আদম সন্তানের যদি দুই উপত্যকা ভরা সম্পদ থাকে, তবে সে তৃতীয় উপত্যকা কামনা করবে। আদম সন্তনের পেট মাটি ব্যতীত কিছুই পূর্ণ করতে পারবে না। (কিন্তু) যে তাওবা করে, আল্লাহ্ তার তাওবা কবূল করেন।

٢٢٨٧- وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنّٰى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ اَخْبَرَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ فَلاَ اَدْرِىْ أَشَىْءٌ اُنْزِلَ اَمْ شَىْءٌ كَانَ يَقُوْلُهُ بِمِثْلِ حَدِيْثِ اَبِىْ عَوَانَةَ.

২২৮৭. ইবনুল মুসান্না ও ইব্‌ন বাশ্‌শার (র)..... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি (আনাস) বলেন, আমি জানি না, এটা তাঁর প্রতি অবতীর্ণ, হয়েছিল না তিনি নিজের পক্ষ থেকেই এ কথা বলেছিলেন। তারপর তিনি আবূ 'আওয়ানার অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٢٢٨٨- وَحَدَّثَنِىْ حَرْمَلَةُ ابْنُ يَحْيٰى قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ قَالَ لَوْ كَانَ لاِبْنِ اٰدَمَ وَادٍ مِنْ ذَهَبٍ اَحَبَّ اَنَّ لَهُ وَادِيًا اٰخَرَ وَلَنْ يَمْلأَ فَاهُ اِلاَّ التُّرَابُ وَاللّٰهُ يَتُوْبُ عَلٰى مَنْ تَابَ.

২২৮৮. হারমালা ইব্‌ন ইয়াহ্‌য়া (র)...... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যদি আদম সন্তানের স্বর্ণের একটি উপত্যকা থাকে, তবে সে অনুরূপ আরেকটি উপত্যকা কামনা করবে। মাটি ব্যতীত কিছুই মানুষের মুখ পূর্ণ করতে পারবে না। যে তাওবা করে, আল্লাহ্ তার তাওবা কবূল করেন।

٢٢٨٩-وَحَدَّثَنِىْ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَهٰرُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالاَ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُوْلُ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لَوْ اَنَّ لاِبْنِ اٰدَمَ مِلأَ وَادٍ مَالاً لاَحَبَّ اَنْ يَكُوْنَ اِلَيْهِ مِثْلُهُ وَلاَ يَمْلأُ نَفْسَ ابْنِ اٰدَمَ اِلاَّ التُّرَابُ وَاللّٰهُ يَتُوْبُ عَلٰى مَنْ تَابَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَلاَ اَدْرِىْ أَمِنَ الْقُرْاٰنِ هُوَ اَمْ لاَ وَفِىْ رِوَايَةِ زُهَيْرٍ قَالَ فَلاَ اَدْرِىْ أَمِنَ الْقُرْاٰنِ لَمْ يَذْكُرِ ابْنَ عَبَّاسٍ.

২২৮৯. যুহায়র ইব্‌ন হারব ও হারুন ইব্‌ন আবদুল্লাহ (র)..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট শুনেছি, তিনি বলেন, যদি আদম সন্তানের ধন-সম্পদে পরিপূর্ণ একটি উপত্যকা থাকে, তবু সে অনুরূপ অপর একটি উপত্যকা কামনা করবে। মানুষের কামনাকে মাটি ব্যতীত অন্যকিছু পূর্ণ করতে

পারবে না। যে ব্যক্তি তাওবা করে, আল্লাহ তার তাওবা কবূল করেন। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, এ কথা কুরআনের বাণী কিনা আমি জানি না। যুহায়রের অপর বর্ণনায় "ইহা কুরআনের বাণী কিনা আমি জানি না" এ কথাটির উল্লেখ রয়েছে। তবে তিনি ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর নাম উল্লেখ করেননি।

٢٢٩٠-حَدَّثَنِى سُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ دَاوُدَ عَنْ اَبِى حَرْبِ بْنِ اَبِى الْاَسْوَدِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ بَعَثَ اَبُوْ مُوْسٰى الْاَشْعَرِىُّ اِلٰى قُرَّاءِ اَهْلِ الْبَصْرَةِ فَدَخَلَ عَلَيْهِ ثَلَاثُمِائَةِ رَجُلٍ قَدْ قَرَأُوا الْقُرْاٰنَ فَقَالَ اَنْتُمْ خِيَارُ اَهْلِ الْبَصْرَةِ وَقُرَّاؤُهُمْ فَاتْلُوْهُ وَلَا يَطُوْلَنَّ عَلَيْكُمُ الْاَمَدُ فَتَقْسُوَ قُلُوْبُكُمْ كَمَا قَسَتْ قُلُوْبُ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ وَاِنَّا كُنَّا نَقْرَأُ سُوْرَةً كُنَّا نُشَبِّهُهَا فِى الطُّوْلِ وَالشِّدَّةِ بِبَرَاءَةَ فَاُنْسِيْتُهَا غَيْرَ اَنِّى قَدْ حَفِظْتُ مِنْهَا لَوْكَانَ لِابْنِ اٰدَمَ وَادِيَانِ مِنْ مَالٍ لَابْتَغٰى وَادِيًا ثَالِثًا وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ اٰدَمَ اِلَّا التُّرَابُ وَكُنَّا نَقْرَأُ سُوْرَةً كُنَّا نُشَبِّهُهَا بِاِحْدٰى الْمُسَبِّحَاتِ فَاُنْسِيْتُهَا غَيْرَ اَنِّى حَفِظْتُ مِنْهَا "**يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَا لَا تَفْعَلُوْنَ**" فَتُكْتَبُ شَهَادَةً فِىْ اَعْنَاقِكُمْ فَتُسْاَلُوْنَ عَنْهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

২২৯০. সুওয়ায়দ ইবন সাঈদ (র)..... আবুল আসওয়াদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আর মূসা আশ'আরী (রা) বসরাবাসী ক্বারীগণকে ডেকে পাঠালেন। সুতরাং তার কাছে এমন তিনশ লোক উপস্থিত হলেন, যারা কুরআনের ক্বারী ছিলেন। তিনি তাদের উদ্দেশ্য করে বললেন, আপনারা বসরা শহরের সম্ভ্রান্ত লোক এবং আল-কুরআনের ক্বারী, আপনারা আল-কুরআন তিলাওয়াত করতে থাকুন। বহুকাল অতিক্রান্ত হওয়ার কারণে আপনাদের মন যেন কঠিন না হয়ে যায়, যেমন পূর্বেকার লোকদের মন কঠিন হয়ে গিয়েছিল। আমরা একটি সূরা পাঠ করতাম যা দৈর্ঘ্য ও কাঠিন্যের দিক থেকে সূরা (বারা'আত) তাওবার অনুরূপ। আমাদেরকে তা ভুলিয়ে দেওয়া হয়েছে, তবে তার থেকে এ কথাটি আমার স্মরণ আছে "যদি আদম সন্তানের জন্য দুই মাঠ পরিপূর্ণ ধন-দৌলত হয়, তবে সে তৃতীয় মাঠ অবশ্যই খুঁজে বেড়াবে। মাটি ব্যতীত অন্য কিছু আদম সন্তানের পেট পূর্ণ করতে পারবে না।" আমরা অন্য একটি সূরাও পাঠ করতাম, যা কোন একটি মুসাববিহাত[১]-এর সম পরিমাণ। আমাদেরকে তা ভুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। তবে তা থেকে আমার এতটুকু স্মরণ আছে : "হে মু'মিনগণ! তোমরা যা কর না, তা তোমরা কেন বল ? বললে তা সাক্ষ্য স্বরূপ তোমাদের গর্দানে লিখে দেওয়া হবে এবং এ বিষয়ে কিয়ামতের দিন তোমাদের জিজ্ঞেস করা হবে।"

٣٢- بَابُ فَضْلِ الْقَنَاعَةِ

৩২. পরিচ্ছেদ : অল্পে তুষ্টির ফযীলত

٢٢٩١-حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْسَ الْغِنٰى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ وَلٰكِنَّ الْغِنٰى غِنَى النَّفْسِ.

---

১. যে সকল সূরার শুরুতে سَبَّحَ বা يُسَبِّحُ আছে।

২২৯১. যুহায়র ইব্‌ন ও ইব্‌ন নুমায়র (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, অধিক ধন-সম্পদে ঐশ্বর্য নেই। অন্তরের অভাব মুক্তিই প্রকৃত ঐশ্বর্য।

٣٣-بَابُ التَّحْذِيْرِ مِنَ الْاِغْتِرَارِ بِزِيْنَةِ الدُّنْيَا وَمَا يَبْسُطُ مِنْهَا.

৩৩. পরিচ্ছেদ : পার্থিব জাঁকজমক ও প্রাচুর্যে প্রতারিত হওয়া সম্পর্কে ভীতি প্রদর্শন

٢٢٩٢-وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى قَالَ اَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ وحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ (وَتَقَارَبَا فِي اللَّفْظِ) قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِى سَعْدِ الْمَقْبُرِىِّ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَعْدٍ اَنَّهٗ سَمِعَ اَبَا سَعِيْدِ الْخُدْرِىَّ يَقُوْلُ قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَخَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ لاَ وَاللّٰهِ مَا اَخْشٰى عَلَيْكُمْ اَيُّهَا النَّاسُ اِلاَّ مَا يُخْرِجُ اللّٰهُ لَكُمْ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا فَقَالَ رَجُلٌ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَيَاْتِى الْخَيْرُ بِالشَّرِّ فَصَمَتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ سَاعَةً قَالَ كَيْفَ قُلْتَ ثُمَّ قَالَ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ أَيَاْتِىْ الْخَيْرُ بِالشَّرِّ فَقَالَ لَهٗ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ الْخَيْرَ لاَيَاْتِىْ اِلاَّ بِخَيْرٍ أَوَ خَيْرٌ هُوَ اِنَّ كُلَّ مَا يُنْبِتُ الرَّبِيْعُ يَقْتُلُ حَبَطًا اَوْ يُلِمُّ اِلاَّ اٰكِلَةَ الْخَضِرِ اَكَلَتْ حَتّٰى اِذَا امْتَلَأَتْ خَاصِرَتَاهَا اسْتَقْبَلَتِ الشَّمْسَ ثَلَطَتْ اَوْ بَالَتْ ثُمَّ اجْتَرَّتْ فَعَادَتْ فَاَكَلَتْ فَمَنْ يَأْخُذْ مَالاً بِحَقِّهٖ يُبَارَكْ لَهٗ فِيْهِ وَمَنْ يَاْخُذْ مَالاً بِغَيْرِ حَقِّهٖ فَمَثَلُهٗ كَمَثَلِ الَّذِىْ يَاْكُلُ وَلاَيَشْبَعُ.

২২৯২. ইয়াহ্‌য়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌য়া ও কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র)...... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দাঁড়ালেন এবং লোকদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন। তিনি বললেন, হে লোক সকল! আল্লাহর কসম, আমি তো তোমাদের জন্য আশংকা করি কেবল সেই পার্থিব ধনৈশ্বর্যের, যা আল্লাহ তোমাদের জন্য উদ্‌গত করে দিবেন। তখন এক ব্যক্তি বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! কল্যাণ কি অকল্যাণ আনতে পারে? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ (একথা শুনে) কিছুক্ষণ নীরব থাকলেন। তারপর বললেন, তুমি কি বলেছিলে? লোকটি বলল, আমি বলেছিলাম, কল্যাণ কি অকল্যাণ আনতে পারে? রাসুলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, কল্যাণ কেবল কল্যাণই আনয়ন করে। যেমন, বসন্তকাল যা (তৃণলতা) উদ্‌গত করে তা জীবজন্তুকে পেট ফুলিয়ে মারে বা মরার নিকটবর্তী করে দেয়। কিন্তু যে তৃণভোজী পশু তা খায় এবং খেয়ে উদরপূর্তি করে, তারপর সূর্যের আলোকে থাকে, পেশাব ও পায়খানা করে এবং জাবর কাটে, এরপর আবার ফিরে আসে এবং খায়। অতএব যে ব্যক্তি ন্যায়ভাবে মাল উপার্জন করে তার জন্য মাল বরকতপূর্ণ করে দেওয়া হবে। আর যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে মাল উপার্জন করে, সে ঐ লোকের মত যে আহার করে কিন্তু তৃপ্ত হয় না।

٢٢٩٣- حَدَّثَنِىْ اَبُو الطَّاهِرِ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ مَالِكُ بْنُ اَنَسٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَخْوَفُ مَا اَخَافُ عَلَيْكُمْ مَا يُخْرِجُ اللّٰهُ لَكُمْ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا قَالُوْا وَمَا زَهْرَةُ الدُّنْيَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ بَرَكَاتُ

الْاَرْضِ قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَهَلْ يَأْتِى الْخَيْرُ بِالشَّرِّ قَالَ لاَ يَأْتِى الْخَيْرُ اِلاَّ بِالْخَيْرِ لاَيَأْتِى الْخَيْرُ اِلاَّ بِالْخَيْرِ لاَيَأْتِىُّ الْخَيْرُ اِلاَّ بِالْخَيْرِ اِنَّ كُلَّ مَا اَنْبَتَ الرَّبِيْعُ يَقْتُلُ اَوْ يُلِمُّ اِلاَّ أكِلَةَ الْخَضِرِ فَاِنَّهَا تَأْكُلُ حَتّٰى اِذَا امْتَدَّتْ خَاصِرَتَاهَا اسْتَقْبَلَتِ الشَّمْسَ ثُمَّ اجْتَرَّتْ وَبَالَتْ وَثَلَطَتْ ثُمَّ عَادَتْ فَاَكَلَتْ اِنَّ هٰذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ فَمَنْ اَخَذَهُ بِحَقِّهٖ وَوَضَعَهُ فِىْ حَقِّهٖ فَنِعْمَ الْمَعُوْنَةُ هُوَ وَمَنْ اَخَذَهُ بِغَيْرِ حَقِّهٖ كَانَ كَالَّذِىْ يَأْكُلُ وَلاَ يَشْبَعُ.

২২৯৩. আবুত তাহির (র)..... আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, আমি তোমাদের ব্যাপারে সর্বাধিক আশংকা করি পার্থিব চাকচিক্যের, যা আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্য সৃষ্টি করে দিবেন। তখন সাহাবীগণ বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্। পার্থিব চাকচিক্য কি? তিনি বললেন, যমীনের বরকতসমূহ। তারা আবার বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! কল্যাণ কি অকল্যাণ আনতে পারে? তিনি বললেন, কল্যাণ কল্যাণই আনয়ন করে; কল্যাণ কল্যাণই আনয়ন করে; কল্যাণ কল্যাণই আনয়ন করে। তবে বসন্তকাল যা উদ্‌গত করে, তা হয়তো (জীবজন্তুকে) মেরে ফেলবে অথবা মরার নিকটবর্তী করে দেয়। কিন্তু যে পশু তা খেয়ে উদরপূর্তি করে, তারপর রৌদ্রে গিয়ে জাবর কাটে এবং পেশাব-পায়খানা করে, তারপর ফিরে আসে এবং খায়, তার কথা ভিন্ন। পার্থিব সম্পদ মধুর ও চাকচিক্যময়। যে ন্যায়ভাবে মাল উপার্জন করে এবং যথাস্থানে তা ব্যয় করে, তা হয় উত্তম সহায়ক আর যে অন্যায়ভাবে সম্পদ উপার্জন করে সে ঐ ব্যক্তির ন্যায়, যে ভক্ষণ করে কিন্তু তৃপ্ত হয় না।

٢٢٩٤-حَدَّثَنِىْ عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ اَخْبَرَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ هِشَامٍ صَاحِبِ الدَّسْتَوَائِىِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ عَنْ هِلاَلِ بْنِ اَبِىْ مَيْمُوْنَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ قَالَ جَلَسَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ فَقَالَ اِنَّ مِمَّا اَخَافُ عَلَيْكُمْ بَعْدِىْ مَا يُفْتَحُ عَلَيْكُمْ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا وَزِيْنَتِهَا فَقَالَ رَجُلٌ أَوَيَأْتِىْ الْخَيْرُ بِالشَّرِّ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فَسَكَتَ عَنْهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقِيْلَ لَهُ مَا شَأْنُكَ تُكَلِّمُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَلاَ يُكَلِّمُكَ قَالَ وَرَأَيْنَا اَنَّهُ يُنْزَلُ عَلَيْهِ فَاَفَاقَ يَمْسَحُ عَنْهُ الرُّحَضَاءَ وَقَالَ اِنَّ هٰذَا السَّائِلَ (وَكَاَنَّهُ حَمِدَهُ) فَقَالَ اِنَّهُ لاَيَأْتِى الْخَيْرُ بِالشَّرِّ وَاِنَّ مِمَّا يُنْبِتُ الرَّبِيْعُ يَقْتُلُ اَوْ يُلِمُّ اِلاَّ اٰكِلَةَ الْخَضِرِ فَاِنَّهَا اَكَلَتْ حَتّٰى اِذَا امْتَلأَتْ خَاصِرَتَاهَا اسْتَقْبَلَتْ عَيْنَ الشَّمْسِ فَثَلَطَتْ وَبَالَتْ ثُمَّ رَتَعَتْ وَاِنَّ هٰذَا الْمَالَ خَضِرٌ حُلْوٌ وَنِعْمَ صَاحِبُ الْمُسْلِمِ هُوَ لِمَنْ اَعْطٰى مِنْهُ الْمِسْكِيْنَ وَالْيَتِيْمَ وَابْنَ السَّبِيْلَ اَوْ كَمَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاِنَّهُ مَنْ يَأْخُذُهُ بِغَيْرِ حَقِّهٖ كَانَ كَالَّذِىْ يَأْكُلُ وَلاَ يَشْبَعُ وَيَكُوْنُ عَلَيْهِ شَهِيْدًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

২২৯৪. আলী ইব্‌ন হুজ্‌র (র)...... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মিম্বরের উপর বসলেন। আমরাও তাঁর চতুষ্পার্শ্বে বসলাম। তারপর তিনি বললেন, আমার পর তোমাদের ব্যাপারে আমি যে

সব বিষয়ের আংশকা করি, এর মধ্যে প্রধানতম বিষয় হচ্ছে পার্থিব জাঁকজমক ও এর চাকচিক্য। তখন এক ব্যক্তি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! কল্যাণ কি অকল্যাণ আনতে পারে? এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নীরব থাকলেন। তাকে বলা হল, তোমার কী ব্যাপার, তুমি তো রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাথে কথা বলছ আর তিনি তোমার সাথে কথা বলছেন না? বর্ণনাকারী বলেন, তখন আমরা লক্ষ্য করলাম যে, তাঁর উপর ওহী নাযিল হচ্ছে। তারপর তিনি স্বাভাবিক হয়ে নিজের ঘাম মুছে ফেলে বললেন, প্রশ্নকারী কোথায়? মনে হল, তিনি তার প্রশ্ন পছন্দ করেছেন। এরপর তিনি বললেন, কল্যাণ কখনো অকল্যাণ আনে না। অবশ্য বসন্তকাল যা কিছু উদ্গত করে (ভক্ষণকারী) পশুকে পেট ফুলিয়ে মেরে ফেলে বা মৃত্যুর নিকটবর্তী করে দেয়। কিন্তু যে তৃণভোজী পশু তা খায় এমনকি যখন তার উভয় কোঁক পূর্ণ হয়ে যায়, তখন সে সূর্যের উত্তাপ গ্রহণ করে, এরপর সে মলত্যাগ ও পেশাব করে এবং পুনরায় চরতে যায়। মনে রাখবে, এ ধন-সম্পদ সবুজ শ্যামল ও মধুর। এ সম্পদ ঐ মুসলমানের উত্তম সঙ্গী যে এ থেকে মিসকীন, ইয়াতীম ও মুসাফিরদেরকে দান করে। অথবা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যে শব্দ বলেছেন। আর যে ব্যক্তি এ সম্পদ অবৈধভাবে উপার্জন করে, সে ঐ ব্যক্তির মত যে আহার করে কিন্তু তৃপ্ত হয় না। অধিকন্তু কিয়ামতের দিন এ সম্পদ তার বিরুদ্ধে সাক্ষী হবে।

٣٤-بَابُ فَضْلِ التَّعَفُّفِ وَالصَّبْرِ وَالْقَنَاعَةِ وَالْحَثِّ عَلَى كُلِّ ذَالِكَ.

৩৪. পরিচ্ছেদ : ভিক্ষা থেকে বিরত থাকা, ধৈর্যধারণ ও অল্পে তুষ্ট থাকার ফযীলত এবং এগুলোর প্রতি উৎসাহ দান

٢٢٩٥-حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ اَنَسٍ فِيْمَا قُرِئَ عَلَيْهِ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيْدَ اللَّيْثِيِّ عَنْ اَبِى سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ اَنَّ نَاسًا مِنَ الْاَنْصَارِ سَأَلُوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَاَعْطَاهُمْ ثُمَّ سَأَلُوْهُ فَاَعْطَاهُمْ حَتّٰى اِذَا نَفِدَ مَا عِنْدَهُ قَالَ مَا يَكُنْ عِنْدِىْ مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ اَدَّخِرَهُ عَنْكُمْ وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللّٰهُ وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللّٰهُ وَمَنْ يَصْبِرْ يُصَبِّرْهُ اللّٰهُ وَمَا اُعْطِىَ اَحَدٌ مِنْ عَطَاءٍ خَيْرًا وَاَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ.

২২৯৫. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র)...... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা কয়েকজন আনসারী রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট সাওয়াল করলে তিনি তখন তাদের কিছু দান করলেন। আবার তারা সাওয়াল করলে তিনি তাদেরকে আবার দান করলেন। এমনকি তাঁর নিকট যা ছিল তা নিঃশেষ হয়ে গেলে তিনি বললেন, আমার নিকট আরও মাল থাকলে আমি তা কখনো তোমাদের না দিয়ে মওজুদ রাখব না। যে ব্যক্তি ভিক্ষা থেকে বিরত থাকে, আল্লাহ্ তাকে ভিক্ষা থেকে পবিত্র রাখেন এবং যে ব্যক্তি পরমুখাপেক্ষী না হয়, আল্লাহ্ তাকে পরমুখাপেক্ষী করেন না এবং যে ধৈর্যধারণ করে, আল্লাহ্ তাকে ধৈর্যশীল করেন। ধৈর্যের চাইতে অধিক কল্যাণকর ও প্রশস্ততর সম্পদ কাউকে দান করা হয়নি।

٢٢٩٦-حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ نَحْوَهُ.

২২৯৬. আবদ ইবন হুমায়দ (র)...... যুহরী (র)-এর সূত্রে এ সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٢٢٩٧-حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْمُقْبِرِىُّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ اَيُّوْبَ حَدَّثَنِىْ شُرَحْبِيْلُ وَهُوَ ابْنُ شَرِيْكٍ عَنْ اَبِىْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْحُبُلِىِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ قَدْ اَفْلَحَ مَنْ اَسْلَمَ وَرُزِقَ كَفَافًا وَقَنَّعَهُ اللّٰهُ بِمَا اٰتَاهُ.

২২৯৭. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা র)...... 'আবদুল্লাহ্ ইবন আমর ইবনুল আস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করল, তাকে প্রয়োজনমাফিক জীবিকা প্রদান করা হল এবং আল্লাহ্ যা দিয়েছেন তার উপর সন্তুষ্ট থাকল, সেই সফলকাম হল।

٢٢٩٨-حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَاَبُوْ سَعِيْدِ الْاَشَجُّ قَالُوْا حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ ح وَحَدَّثَنِىْ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ اَبِيْهِ كِلَاهُمَا عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ اَبِىْ زُرْعَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ رِزْقَ اٰلِ مُحَمَّدٍ قُوْتًا.

২২৯৮. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা, আমরুন নাকিদ, আবূ সাঈদ আশাজ্জ ও যুহায়র ইব্‌ন হারব (রা)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, হে আল্লাহ্! আপনি মুহাম্মদ ﷺ-এর পরিবার-পরিজনকে জীবন ধারণ করা যায় এ পরিমাণ রিয্‌ক দান করুন।

٣٥-بَابُ اِعْطَاءِ الْمُؤَلَّفَةِ وَمَنْ يُّخَافُ عَلٰى اِيْمَانِهِ اِنْ لَّمْ يُعْطَ وَاحْتِمَالِ مَنْ سَأَلَ بِجَفَاءٍ لِجَهْلِهِ وَبَيَانِ الْخَوَارِجِ وَاَحْكَامِهِمْ.

৩৫. পরিচ্ছেদ : ইসলামের প্রতি কাকে আকৃষ্ট করা উদ্দেশ্য, তাকে এবং ঐ ব্যক্তি, যাকে দান না করলে ঈমান থেকে ফিরে যাবার আশংকা রয়েছে, তাদের দান করা এবং মূর্খতার কারণে কঠোরতার সাথে সাওয়াল করলে তা সহ্য করা আর খারিজীদের বর্ণনা ও তাদের বিধান

٢٢٩٩-حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاِسْحٰقُ ابْنُ اِبْرَاهِيْمَ الْحَنْظَلِىُّ قَالَ اِسْحٰقُ اَخْبَرَنَا وَقَالَ الْاٰخَرَانِ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ رَبِيْعَةَ قَالَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَسَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَسْمًا فَقُلْتُ وَاللّٰهِ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَغَيْرُ هٰؤُلَاءِ كَانَ اَحَقَّ بِهِ مِنْهُمْ قَالَ اِنَّهُمْ خَيَّرُوْنِىْ اَنْ يَسْأَلُوْنِىْ بِالْفُحْشِ اَوْ يُبَخِّلُوْنِىْ فَلَسْتُ بِبَاخِلٍ.

২২৯৯. 'উসমান ইব্‌ন আবূ শায়বা, যুহায়র ইব্‌ন হারব ও ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম হানযালী (রা)...... 'উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বিশেষ ক্ষেত্রে বন্টন করলেন। তখন আমি

বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এদের ছাড়া অন্যেরা এর অধিক হকদার ছিল। তিনি বললেন, এরা আমাকে দু'টি কাজের একটি গ্রহণের এখতিয়ার দিয়েছে। এরা হয় অভদ্রভাবে আমার কাছে সাওয়াল করবে অথবা আমার প্রতি কৃপণতার অভিযোগ আনবে। অথচ আমি কৃপণ হতে রাজী নই।

٢٣٠٠- حَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّازِيُّ قَالَ سَمِعْتُ مَالِكًا وَحَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ اَنَسٍ عَنْ اِسْحٰقَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِي طَلْحَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كُنْتُ اَمْشِي مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَعَلَيْهِ رِدَاءٌ نَجْرَانِيٌّ غَلِيظُ الْحَاشِيَةِ فَاَدْرَكَهُ اَعْرَابِيٌّ فَجَبَذَهُ بِرِدَائِهِ جَبْذَةً شَدِيْدَةً نَظَرْتُ اِلٰى صَفْحَةِ عُنُقِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَقَدْ اَثَّرَتْ بِهَا حَاشِيَةُ الرِّدَاءِ مِنْ شِدَّةِ جَبْذَتِهِ ثُمَّ قَالَ يَا مُحَمَّدُ مُرْلِي مِنْ مَالِ اللّٰهِ الَّذِيْ عِنْدَكَ فَالْتَفَتَ اِلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ فَضَحِكَ ثُمَّ اَمَرَلَهُ بِعَطَاءٍ.

২৩০০. আমরুন্ নাকিদ ও ইউনুস ইব্ন আবদুল আ'লা (র)...... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে হেঁটে যাচ্ছিলাম। তখন নাজরানে তৈরি মোটা পাড়বিশিষ্ট একটি চাদর তাঁর গায়ে ছিল। তাঁর সঙ্গে এক বেদুঈনের সাক্ষাত হয়। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর চাদর ধরে সে এমন জোরে টান দিল যে, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এ গর্দানের উপরিভাগে তাকিয়ে দেখলাম শক্ত টানের কারণে তাঁর গর্দানের উপর চাদরের পাড়ের দাগ বসে গেছে। তারপর সে বলল, হে মুহাম্মদ! আল্লাহ্ প্রদত্ত যে মাল তোমার নিকট মওজুদ আছে, এর থেকে আমাকে কিছু দেয়ার জন্য আদেশ কর। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর দিকে তাকালেন এবং হেসে দিলেন। এরপর তাকে দান করার জন্য নির্দেশ দিলেন।

٢٣٠١- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُوْنُسَ قَالَ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ ابْنُ عَمَّارٍ ح وَحَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ الْمُغِيْرَةِ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَوْزَاعِيُّ كُلُّهُمْ عَنْ اِسْحٰقَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِي طَلْحَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ وَفِيْ حَدِيْثِ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِنَ الزِّيَادَةِ قَالَ ثُمَّ جَبَذَهُ اِلَيْهِ جَبْذَةً رَجَعَ نَبِيُّ اللّٰهِ ﷺ فِيْ نَحْرِ الْاَعْرَابِيِّ وَفِيْ حَدِيْثِ هَمَّامٍ فَجَاذَبَهُ حَتّٰى انْشَقَّ الْبُرْدُ وَحَتّٰى بَقِيَتْ حَاشِيَتُهُ فِيْ عُنُقِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ.

২৩০১. যুহায়র ইব্ন হারব ও সালামা ইব্ন শাবীব (র)...... আনাস ইব্ন মালিক (রা)-এর সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে ইকরিমা ইব্ন আম্মারের হাদীসে অতিরিক্ত আছে যে, বেদুঈন লোকটি চাদর ধরে তাঁর দিকে নবী ﷺ-কে এমনভাবে টান দিল যে, তিনি বেদুঈনের বুকের উপর পড়ে গেলেন। আর হাম্মামের বর্ণনায় আছে যে, সে তাঁর সঙ্গে এমনভাবে টানাটানি করল যে, চাদরটি ছিঁড়ে একপার্শ্ব রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর ঘাড়ের উপর আটকে রইল।

٢٣٠٢–حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنِ ابْنِ اَبِىْ مُلَيْكَةَ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ اَنَّهُ قَالَ قَسَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَقْبِيَةً وَلَمْ يُعْطِ مَخْرَمَةَ شَيْئًا فَقَالَ مَخْرَمَةُ يَابُنَىَّ انْطَلِقْ بِنَا اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ قَالَ اُدْخُلْ فَادْعُهُ لِىْ قَالَ فَدَعَوْتُهُ لَهُ فَخَرَجَ اِلَيْهِ وَعَلَيْهِ قَبَاءٌ مِنْهَا فَقَالَ خَبَأْتُ هٰذَا لَكَ قَالَ فَنَظَرَ اِلَيْهِ فَقَالَ رَضِىَ مَخْرَمَةُ.

২৩০২. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র)...... মিস্‌ওয়ার ইব্‌ন মাখরামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কয়েকটি 'কাবা' বিতরণ করলেন এবং মাখরামা (রা)-কে কিছু দিলেন না। তখন মাখরামা (রা) বললেন, হে বৎস! তুমি আমাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট নিয়ে চল। আমি তাঁর সঙ্গে চললাম। তারপর তিনি বললেন, তুমি যাও এবং তাঁকে আমার কাছে ডাক। তিনি বলেন, আমি তার কাছে তাঁকে ডাকলাম। তিনি বের হয়ে তার নিকট এলেন। এ সময় ঐগুলোর একটি 'কাবা' তাঁর সঙ্গে ছিল। তিনি বললেন, এটি আমি তোমার জন্য লুকিয়ে রেখেছিলাম। তারপর তিনি মাখরামা (রা)-এর দিকে তাকিয়ে বললেন, মাখরামা খুশি হয়েছে।

٢٣٠٣– حَدَّثَنَا اَبُوْ الْخَطَّابِ زِيَادُ بْنُ يَحْيٰى الْحَسَّانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ اَبُوْ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ السَّخْتِيَانِيُّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ مُلَيْكَةَ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ قَدِمَتْ عَلَى النَّبِىِّ ﷺ اَقْبِيَةٌ فَقَالَ لِىْ اَبِىْ مَخْرَمَةُ انْطَلِقْ بِنَا اِلَيْهِ عَسٰى اَنْ يُعْطِيَنَا مِنْهَا شَيْئًا قَالَ فَقَامَ اَبِىْ عَلَى الْبَابِ فَتَكَلَّمَ فَعَرَفَ النَّبِىُّ ﷺ صَوْتَهُ فَخَرَجَ وَمَعَهُ قَبَاءٌ وَهُوَ يُرِيْهِ مَحَاسِنَهُ وَهُوَ يَقُوْلُ خَبَأْتُ هٰذَا لَكَ خَبَأْتَ هٰذَا لَكَ.

২৩০৩. আবুল খাত্তাব যিয়াদ ইব্‌ন ইয়াহ্‌য়া হাস্‌সানী (র)....... মিসওয়ার ইব্‌ন মাখরামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসুলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট কয়েকটি 'কাবা' আসল। তখন আমার পিতা মাখরামা আমাকে বললেন, তুমি আমাকে তাঁর নিকট নিয়ে চল, হয়তো এর থেকে তিনি আমাকেও কিছু দিবেন। তারপর আমার পিতা (রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর) গৃহ দ্বারে গিয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলতে লাগলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর আওয়ায চিনে ফেললেন এবং বেরিয়ে এলেন, এ সময় তাঁর সাথে একটি 'কাবা' ছিল। তিনি মাখরামাকে 'কাবা'র সৌন্দর্য দেখাতে দেখাতে বললেন, এটি তোমার জন্য আমি লুকিয়ে রেখেছিলাম। এটি আমি তোমার জন্য লুকিয়ে রেখেছিলাম।

٢٣٠٤–حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ الْحُلْوَانِىُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالاَ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ وَهُوَ ابْنُ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ اَبِيْهِ سَعْدٍ اَنَّهُ قَالَ اَعْطٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَهْطًا وَاَنَا جَالِسٌ فِيْهِمْ قَالَ فَتَرَكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْهُمْ رَجُلاً لَمْ يُعْطِهِ وَهُوَ اَعْجَبُهُمْ اِلَىَّ فَقُمْتُ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَسَارَرْتُهُ فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ مَالَكَ عَنْ فُلاَنٍ وَاللّٰهِ اِنِّىْ لاَرَاهُ مُؤْمِنًا قَالَ اَوْمُسْلِمًا فَسَكَتُّ قَلِيْلاً ثُمَّ غَلَبَنِىْ مَااَعْلَمُ مِنْهُ فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ

اللّٰهِ ﷺ مَالَكَ عَنْ فُلاَنٍ فَوَ اللّٰهِ اِنِّىْ لاَرَاهُ مُؤْمِنًا قَالَ اَوْ مُسْلِمًا فَسَكَتُّ قَلِيْلاً ثُمَّ غَلَبَنِىْ مَا اَعْلَمُ مِنْهُ فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ مَالَكَ عَنْ فُلاَنٍ فَوَ اللّٰهِ اِنِّىْ لاَرَاهُ مُؤْمِنًا قَالَ اَوْ مُسْلِمًا قَالَ اِنِّىْ لاُعْطِى الرَّجُلَ وَغَيْرُهُ اَحَبُّ اِلَىَّ مِنْهُ خَشْيَةَ اَنْ يُكَبَّ فِى النَّارِ عَلٰى وَجْهِهِ, وَفِىْ حَدِيْثِ الْحُلْوَانِىِّ تَكْرَارُ الْقَوْلِ مَرَّتَيْنِ.

২৩০৪. হাসান ইব্‌ন আলী হুলওয়ানী এবং আব্‌দ ইব্‌ন হুমায়দ (র)...... সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একদল লোককে (কিছু মাল) দান করলেন। আমি ও তাদের মাঝে বসাছিলাম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদের থেকে এক ব্যক্তিকে এড়িয়ে গেলেন, তাকে দিলেন না। অথচ এ লোকটি এদের তুলনায় আমার কাছে অধিক যোগ্য ছিল। তাই আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট গিয়ে তাঁকে গোপনে বললাম, অমুক লোকটির ব্যাপারে আপনার কি খেয়াল? আল্লাহর কসম! আমি তো তাকে একজন মু'মিন বলে ধারণা করি। তিনি বলেন, বরং মুসলিম।[১] এরপর আমি কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলাম। কিন্তু তার সম্বন্ধে আমি যা জানি তা আমাকে প্রভাবিত করল। ফলে পুনরায় আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! অমুকের ব্যাপারে আপনার কি খেয়াল? আল্লাহর শপথ! আমি তো তাকে অবশ্যই একজন মু'মিন বলে মনে করি। তিনি বললেন, বরং মুসলিম। পুনরায় আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্। অমুকের ব্যাপারে আপনার কি খেয়াল? আল্লাহর শপথ! আমি তো তাকে অবশ্যই একজন মু'মিন বলে মনে করি। তিনি বললেন, বরং মুসলিম। তার পরে নবী ﷺ বললেন, আমি কোন একজনকে কিছু দান করি অথচ অন্যজন তার চাইতে আমার নিকট অধিক প্রিয়, এই আশংকায় যে, অধোমুখী হয়ে সে জাহান্নামে পতিত হতে পারে। হুলওয়ানীর হাদীসে কথাটি তিনবারের স্থলে দু'বার বর্ণিত আছে।

٢٣٠٥- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ح وَحَدَّثَنِيْهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَخِىْ ابْنِ شِهَابٍ ح وَحَدَّثَنَاهُ اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالاَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِىِّ بِهٰذَا الاِسْنَادِ عَلٰى مَعْنٰى حَدِيْثِ صَالِحٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ.

২৩০৫. ইব্‌ন আবূ উমর, যুহায়র ইব্‌ন হারব, ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম ও আব্‌দ ইব্‌ন হুমায়দ (র)...... যুহরী (র) থেকে সালিহ্ (র)-এর সূত্রে বর্ণিত হাদীসের মর্মে বর্ণনা করেছেন।

٢٣٠٦-حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ الْحُلْوَانِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ عَنْ صَالِحٍ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ سَعْدٍ يُحَدِّثُ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ

---

১. যেহেতু ঈমান মানুষের অন্তরের ব্যাপার, অন্যের পক্ষে জানা সম্ভবপর নয়। কাজেই দৃঢ়তার সাথে কাউকে মু'মিন বলতে নবী ﷺ বারণ করে 'মুসলিম' শব্দে উল্লেখ করার উপদেশ দেন। কেননা ইসলাম অর্থাৎ বাহ্যিক আনুগত্য সাধারণত জানা সম্ভবপর।

يَعْنِى حَدِيْثَ الزُّهْرِيِّ الَّذِى ذَكَرْنَا فَقَالَ فِى حَدِيْثِهِ فَضَرَبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ بِيَدِهِ بَيْنَ عُنُقِى ثُمَّ وَكَتِفِى ثُمَّ قَالَ أَقِتَالاً اَىْ سَعْدُ اِنِّىْ لَأُعْطِى الرَّجُلَ.

২৩০৬. হাসান ইব্ন আলী আল-হুলওয়ানী (র)...... মুহাম্মদ ইব্ন সা'দ (রা)-এর সূত্রে যুহরী কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে এ হাদীসে এও বর্ণিত আছে যে, তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর হাত আমার ঘাড় ও কাঁধের মাঝখানে মারলেন এবং বললেন, হে সা'দ! তুমি কি আমার সাথে লড়াই করতে চাইছ? আমি অবশ্যই কোন ব্যক্তিকে দান করি..... ।

٢٣٠٧-حَدَّثَنِى حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَي التُّجِيْبِىُّ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِى يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ اَنَّ نَاسًا مِنَ الْاَنْصَارِ قَالُوْا يَوْمَ حُنَيْنٍ حِيْنَ اَفَاءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهِ مِنْ اَمْوَالِ هَوَازِنَ مَااَفَاءَ فَطَفِقَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُعْطِى رِجَالاً مِنْ قُرَيْشِ الْمِاءَةَ مِنَ الْاِبِلِ فَقَالُوْا يَغْفِرُ اللّٰهُ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَعْطِى قُرَيْشًا وَيَتْرُكُنَا وَسُيُوْفُنَا تَقْطُرُ مِنْ دِمَائِهِمْ قَالَ اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ فَحُدِّثَ ذَالِكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ قَوْلِهِمْ فَاَرْسَلَ اِلَى الْاَنْصَارِ فَجَمَعَهُمْ فِى قُبَّةٍ مِنْ اُدَمٍ فَلَمَّا اجْتَمَعُوْا جَاءَ هُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ مَا حَدِيْثٌ بَلَغَنِى عَنْكُمْ فَقَالَ لَهُ فُقَهَاءُ الْاَنْصَارِ اَمَّا ذَوُوْرَأْيِنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَلَمْ يَقُوْلُوْا شَيْئًا وَاَمَّا اُنَاسٌ مِنَّا حَدِيْثَةٌ اَسْنَانُهُمْ قَالُوْا يَغْفِرُ اللّٰهُ لِرَسُوْلِهِ يُعْطِى قُرَيْشًا وَيَتْرُكُنَا وَسُيُوْفُنَا تَقْطُرُ مِنْ دِمَائِهِمْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاِنِّىْ اُعْطِىْ رِجَالاً حَدِيْثِىْ عَهْدٍ بِكُفْرٍ أَتَأَلَّفُهُمْ أَفَلاَ تَرْضَوْنَ اَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ بِالْاَمْوَالِ وَتَرْجِعُوْنَ اِلَى رِحَالِكُمْ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَوَاللّٰهِ لَمَا تَنْقَلِبُوْنَ بِهِ خَيْرٌ مِمَّا يَنْقَلِبُوْنَ بِهِ فَقَالُوْا بَلٰى يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَدْ رَضِيْنَا قَالَ فَاِنَّكُمْ سَتَجِدُوْنَ اَثَرَةً شَدِيْدَةً فَاصْبِرُوْا حَتّٰى تَلْقَوُ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ فَاِنِّىْ عَلَى الْحَوْضِ قَالُوْا سَنَصْبِرُ.

২৩০৭. হারমালা ইব্ন ইয়াহ্ইয়া তুজীবী (র)...... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুনায়ন যুদ্ধের দিন আল্লাহ্ তাঁর রাসূলকে হাওয়াযিন গোত্রের যে সম্পদ দান করলেন তা থেকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কুরায়শদের কিছু লোককে একশত করে উট দান করলেন। আনসারগণ বলতে লাগলেন, আল্লাহ্ তাঁর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে ক্ষমা করুন। তিনি কুরায়শদের দিচ্ছেন, আর আমাদেরকে বাদ দিচ্ছেন। অথচ আমাদের তরবারি থেকে এখনো তাদের রক্ত ঝরছে। আনাস ইব্ন মালিক (রা) বলেন, তাদের এ কথাটি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট বর্ণনা করা হল। তখন তিনি আনসারদের ডেকে পাঠালেন এবং তাদের চামড়ার একটি তাঁবুর মধ্যে সমবেত করলেন। তারা সকলে সমবেত হলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদের নিকট আসলেন এবং তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, কথাটি কি, যা তোমাদের থেকে আমার নিকট পৌঁছেছে? তখন প্রজ্ঞাবান আনসারগণ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাদের জ্ঞানী লোকেরা কিছুই বলেনি, অবশ্য আমাদের মধ্যে কিছু অল্পবয়সের লোক বলেছে যে, আল্লাহ তাঁর রাসূল ﷺ-কে ক্ষমা করুন, তিনি কুরায়শদের দান করছেন আর আমাদের বাদ দিচ্ছেন। অথচ

তাদের রক্ত এখনো আমাদের তরবারি থেকে ঝরছে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, যারা সবেমাত্র কুফরী বর্জন করে ইসলাম গ্রহণ করেছে, এমন কতিপয় ব্যক্তিকে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য আমি দান করেছি। তোমরা কি এতে সন্তুষ্ট নও যে, লোকেরা ধন-দৌলত নিয়ে যাবে আর তোমরা আপন গৃহে প্রস্থান করবে আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে নিয়ে? আল্লাহর কসম! তোমরা যা নিয়ে প্রত্যাবর্তন করবে তা উত্তম এ জিনিস থেকে যা নিয়ে তারা প্রত্যাবর্তন করছে। তারপর আনসারগণ বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! হ্যাঁ, অবশ্যই আমরা এতে সন্তুষ্ট আছি। এরপর তিনি বললেন, তোমরা তোমাদের উপর অন্যকে অগ্রাধিকার পেতে দেখবে। এমতাবস্থায় তোমরা ধৈর্যধারণ করবে, যে পর্যন্ত না আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের সঙ্গে সাক্ষাত লাভ করবে। আমি অবশ্য হাউযে কাওসারের পাশে থাকব (সেখানে তোমরা আমাকে পাবে)।

٢٣٠٨–وَحَدَّثَنَا حَسَنُ الْحُلْوَانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالاَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ وَهُوَ ابْنُ اِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِى عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِى اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ اَنَّه قَالَ لَمَّا اَفَاءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِه مَا اَفَاءَ مِنْ اَمْوَالِ هَوَازِنَ وَاقْتَصَّ الْحَدِيْثَ بِمِثْلِه غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ قَالَ اَنَسٌ فَلَمْ نَصْبِرْ وَقَالَ فَاَمَّا اُنَاسٌ حِدِيْثَةٌ اَسْنَانُهُمْ.

২৩০৮. হাসান আল-হুলওয়ানী ও আব্দ ইব্ন হুমায়দ (র)...... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হাওয়াযিন গোত্রের যে ধন-সম্পদ থেকে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রাসূল ﷺ-কে (ফায় হিসেবে) দিয়েছেন, ...এরপর তিনি অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে এ হাদীসের মধ্যে রয়েছে যে, আনাস (রা) বললেন, আমরা ধৈর্যধারণ করতে পারি নি, কারণ আমাদের মধ্যে অল্প বয়সী রয়েছে।

٢٣٠٩–وَحَدَّثَنِى زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَخِى ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمِّه قَالَ اَخْبَرَنِى اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ وَسَاقَ الْحَدِيْثَ بِمِثْلِه اِلاَّ اَنَّهُ قَالَ قَالَ اَنَسٌ قَالُوْا نَصْبِرُ كَرِوَايَةِ يُوْنُسَ عَنِ الزُّهْرِىِّ.

২৩০৯. যুহায়র ইব্ন হারব (র)...... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে আনাস (রা) বলেছেন যে, তারা বললেন, "আমরা ধৈর্য্যধারণ করব।" যেমন যুহরী থেকে ইউনুসের রিওয়ায়াতে বর্ণিত আছে।

٢٣١٠– حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ جَمَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْاَنْصَارَ فَقَالَ أَفِيْكُمْ اَحَدٌ مِنْ غَيْرِكُمْ فَقَالُوْا لاَ اِلاَّ ابْنُ اُخْتٍ لَنَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ ابْنَ اُخْتِ الْقَوْمِ مِنْهُمْ فَقَالَ اِنَّ قُرَيْشًا حَدِيْثُ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ وَمُصِيْبَةٍ وَاِنِّىْ اَرَدْتُ اَنْ اَجْبُرَهُمْ وَاَتَاَلَّفَهُمْ اَمَا تَرْضَوْنَ اَنْ يَرْجِعَ النَّاسُ بِالدُّنْيَا وَتَرْجِعُوْنَ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِلٰى بُيُوْتِكُمْ لَوْسَلَكَ النَّاسُ وَادِيًا وَسَلَكَ الْاَنْصَارُ شِعْبًا لَسَلَكْتُ شِعْبَ الْاَنْصَارِ.

২৩১০. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না ও ইব্ন বাশ্শার (র)...... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আনসারদের একত্রিত করলেন এবং বললেন, তোমাদের মধ্যে অন্য গোত্রের কেউ আছে কি? তারা বললেন, নেই; তবে আমাদের ভগ্নিপুত্রগণ। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, ভগ্নিপুত্রগণ কাওমেরই অন্তর্ভুক্ত। অতঃপর তিনি পুনরায় বললেন, কুরায়শ লোকেরা সবেমাত্র জাহেলী যুগ বর্জন করেছে এবং সদ্য বিপদমুক্ত হয়েছে। অতএব আমার ইচ্ছা, আমি তাদের ক্ষতির প্রতিদান দিব এবং তাদের হৃদয়কে আকৃষ্ট করব। তোমরা কি সন্তুষ্ট নও যে, লোকেরা পার্থিব সম্পদ নিয়ে প্রত্যাবর্তন করবে আর তোমরা আল্লাহ্র রাসূল ﷺ-কে নিয়ে বাড়িতে প্রত্যাবর্তন করবে? যদি সমস্ত মানুষ এক প্রান্তরে চলতে থাকে আর আনসারগণ চলে অন্য একটি ঘাঁটি দিয়ে, তাহলে আমি অবশ্যই আনসারদের ঘাঁটিতে তাদের সাথে চলব।

٢٣١١–حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيْدِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِىْ التَّيَّاحِ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ لَمَّا فُتِحَتْ مَكَّةُ قَسَمَ الْغَنَائِمَ فِىْ قُرَيْشٍ فَقَالَتِ الْاَنْصَارُ اِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْعَجَبُ اِنَّ سُيُوْفَنَا تَقْطُرُ مِنْ دِمَائِهِمْ وَاِنَّ غَنَائِمَنَا تُرَدُّ عَلَيْهِمْ فَبَلَغَ ذَالِكَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَجَمَعَهُمْ فَقَالَ مَاالَّذِىْ بَلَغَنِىْ عَنْكُمْ قَالُوْا هُوَ الَّذِىْ بَلَغَكَ وَكَانُوْا لاَيَكْذِبُوْنَ قَالَ اَمَا تَرْضَوْنَ اَنْ يَرْجِعَ النَّاسُ بِالدُّنْيَا اِلٰى بُيُوْتِهِمْ وَتَرْجِعُوْنَ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِلٰى بُيُوْتِكُمْ لَوْسَلَكَ النَّاسُ وَادِيًا اَوْ شِعْبًا وَسَلَكَتِ الْاَنْصَارُ وَادِيًا اَوْشِعْبًا لَسَلَكْتُ وَادِىَ الْاَنْصَارِ اَوْشِعْبَ الْاَنْصَارِ.

২৩১১. মুহাম্মদ ইব্ন ওয়ালীদ (রা)...... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মক্কা বিজয়ের পর রাসূলুল্লাহ ﷺ গনীমতের মাল কুরায়শদের মধ্যে বণ্টন করলেন। এতে আনসারগণ বলতে লাগলেন যে, এ কি আশ্চর্য! আমাদের তরবারি থেকে তাদের রক্ত ঝরছে আর আমাদের গনীমত তাদের দেওয়া হচ্ছে! এ সংবাদ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট পৌছলে তিনি তাদেরকে একত্র করলেন এবং বললেন, কী তা, যা তোমাদের পক্ষ হতে আমার নিকট পৌছেছে ? তারা বললেন, যা আপনার কাছে পৌছেছে তা ঠিকই আনসাররা মিথ্যা কথা বলতেন না। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমরা কি সন্তুষ্ট নও যে, লোকেরা পার্থিব ধন-সম্পদ নিয়ে নিজ বাড়িতে ফিরে যাবে আর তোমরা তোমাদের বাড়িতে ফিরে যাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সঙ্গে নিয়ে? যদি লোকজন কোন প্রান্তর বা ঘাঁটি দিয়ে চলে আর আনসারগণ চলে অন্য প্রান্তর বা ঘাঁটি দিয়ে, তবে অবশ্যই আমি আনসারদের প্রান্তর বা ঘাঁটিতেই চলব।

٢٣١٢–حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى وَاِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَرْعَرَةَ يَزِيْدُ اَحَدُهُمَا عَلَى الْاٰخَرِ الْحَرْفَ بَعْدَ الْحَرْفِ قَالاَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدِ بْنِ اَنَسٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ حُنَيْنٍ اَقْبَلَتْ هَوَازِنُ وَغَطَفَانُ وَغَيْرُهُمْ بِذَرَارِيِّهِمْ وَنَعَمِهِمْ وَمَعَ النَّبِىِّ ﷺ يَوْمَئِذٍ عَشَرَةُ اٰلاَفٍ وَمَعَهُ الطُّلَقَاءُ فَاَدْبَرُوْا عَنْهُ حَتّٰى بَقِىَ وَحْدَهُ قَالَ فَنَادٰى يَوْمَئِذٍ نِدَاءَيْنِ لَمْ يَخْلِطْ بَيْنَهُمَا شَيْئًا قَالَ فَالْتَفَتَ عَنْ يَمِيْنِهِ فَقَالَ يَامَعْشَرَ الْاَنْصَارِ فَقَالُوْا لَبَّيْكَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَبْشِرْ نَحْنُ مَعَكَ قَالَ ثُمَّ الْتَفَتَ عَنْ يَسَارِهِ فَقَالَ يَامَعْشَرَ الْاَنْصَارِ قَالُوْا لَبَّيْكَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ

اَبْشِرْ نَحْنُ مَعَكَ قَالَ وَهُوَ عَلٰى بَغْلَةٍ بَيْضَاءَ فَنَزَلَ فَقَالَ اَنَا عَبْدُ اللّٰهِ وَرَسُوْلُهُ فَانْهَزَمَ الْمُشْرِكُوْنَ وَاَصَابَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ غَنَائِمَ كَثِيْرَةً فَقَسَمَ فِى الْمُهَاجِرِيْنَ وَالطُّلَقَاءِ وَلَمْ يُعْطِ الْاَنْصَارَ شَيْئًا فَقَالَتِ الْاَنْصَارُ اِذَا كَانَتِ الشِّدَّةُ فَنَحْنُ نُدْعٰى وَتُعْطَى الْغَنَائِمُ غَيْرَنَا فَبَلَغَهُ ذَالِكَ فَجَمَعَهُمْ فِىْ قُبَّةٍ فَقَالَ يَامَعْشَرَ الْاَنْصَارِ مَاحَدِيْثٌ بَلَغَنِىْ عَنْكُمْ فَسَكَتُوْا فَقَالَ يَامَعْشَرَ الْاَنْصَارِ اَمَا تَرْضَوْنَ اَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ بِالدُّنْيَا وَتَذْهَبُوْنَ بِمُحَمَّدٍ تَحُوْزُوْنَهُ اِلٰى بُيُوْتِكُمْ قَالُوْا بَلٰى يَارَسُوْلَ اللّٰهِ رَضِيْنَا قَالَ فَقَالَ لَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِيًا وَسَلَكَتِ الْاَنْصَارُ شِعْبًا لَاَخَذْتُ شِعْبَ الْاَنْصَارِ قَالَ هِشَامٌ فَقُلْتُ يَا اَبَا حَمْزَةَ اَنْتَ شَاهِدٌ ذَاكَ قَالَ وَاَيْنَ اَغِيْبُ عَنْهُ.

২৩১২. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না ও ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আর'আরা (র)...... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুনায়নের যুদ্ধে হাওয়াযিন, গাতফান ও অন্যান্য গোত্রের লোকেরা তাদের সন্তান-সন্ততি এবং পশুপাল নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে অগ্রসর হল। নবী ﷺ-এর সঙ্গে দশ হাজার সৈন্য ছিল এবং তাঁর সঙ্গে আরো ছিল ক্ষমাপ্রাপ্ত মক্কাবাসী। যুদ্ধ আরম্ভ হলে তারা সবাই পালিয়ে গেল, এমনকি রাসূলুল্লাহ ﷺ একাকী রয়ে গেলেন। এ সময় তিনি উচ্চস্বরে দু'বার ডাক দিলেন। এ দু'য়ের মধ্যে কথা মিশ্রিত ছিল না। আনাস (রা) বলেন যে, তিনি ডানদিকে তাকিয়ে বললেন, হে আনসার সম্প্রদায়! তাঁরা বললেন, লাব্বায়ক! ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি সুসংবাদ গ্রহণ করুন, আমরা আপনার সঙ্গে আছি। আনাস (রা) বলেন, তারপর তিনি বামদিকে তাকিয়ে বললেন, হে আনসার সম্প্রদায়! তাঁরা বললেন, লাব্বায়ক! ইয়া রাসূলাল্লাহ ! সুসংবাদ গ্রহণ করুন, আমরা আপনার সঙ্গে আছি। এ সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি সাদা খচ্চরের উপর ছিলেন। এরপর তিনি নেমে পড়লেন এবং বললেন, আমি আল্লাহ্‌র বান্দা ও তাঁর রাসূল। অবশেষে মুশরিকরা পরাজিত হল। ফলে রাসূলুল্লাহ ﷺ লাভ করেন তাদের থেকে বহু গনীমতের মাল। তিনি ঐগুলো মুহাজির এবং ক্ষমাপ্রাপ্ত মক্কাবাসীদের মধ্যে বন্টন করে দিলেন। আনসারদেরকে কিছুই দিলেন না। এতে আনসারগণ বলতে লাগল, বিপদকালে আমাদের ডাকা হয়, আর গনীমত আমাদের ছাড়া অন্যদেরকে দেওয়া হয়। এ খবর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট পৌঁছার পর তিনি তাদের একটি তাঁবুতে সমবেত করলেন এবং বললেন, হে আনসার সম্প্রদায়! এ-কি কথা তোমাদের পক্ষ হতে আমার নিকট পৌঁছেছে? তারা নীরব রইলেন। তারপর তিনি বললেন, হে আনসার সম্প্রদায়! তোমরা কি এতে সন্তুষ্ট নও যে, লোকেরা পার্থিব ধন-সম্পদ নিয়ে চলে যাবে আর তোমরা মুহাম্মদ ﷺ -কে নিয়ে ফিরে যাবে এবং তাঁর সঙ্গে মিলিত হয়ে থাকার সৌভাগ্য লাভ করবে? তারা বললেন, হ্যাঁ ইয়া রাসূলাল্লাহ ! এতে আমরা সন্তুষ্ট আছি। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, যদি লোকেরা একটি প্রান্তরে চলে আর আনসারগণ চলে অন্য একটি ঘাঁটিতে, তাহলে আমি আনসারদের ঘাঁটিই অবলম্বন করব। রাবী বলেন, আমি বললাম, হে আবূ হামযা (আনাস)! আপনি কি এ সময় উপস্থিত ছিলেন? তিনি বললেন, আমি তাঁকে ছেড়ে কোথায় যেতে পারি?

٢٣١٣–حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ وَحَامِدُ بْنُ عُمَرَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى قَالَ ابْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ حَدَّثَنِى السُّمَيْطُ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ افْتَتَحْنَا مَكَّةَ ثُمَّ اِنَّا غَزَوْنَا حُنَيْنًا فَجَاءَ الْمُشْرِكُوْنَ بِاَحْسَنِ صُفُوْفٍ رَأَيْتُ قَالَ فَصُفَّتِ الْخَيْلُ ثُمَّ صُفَّتِ الْمُقَاتِلَةُ ثُمَّ

صُفَّتِ النِّسَاءُ مِنْ وَرَاءِ ذَالِكَ ثُمَّ صُفَّتِ الْغَنَمُ ثُمَّ صُفَّتِ النَّعَمُ قَالَ وَنَحْنُ بَشَرٌ كَثِيْرٌ قَدْ بَلَغْنَا سِتَّةَ الْآفٍ وَعَلٰى مُجَنِّبَةِ خَيْلِنَا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيْدِ قَالَ فَجَعَلَتْ خَيْلُنَا تَلْوِىْ خَلْفَ ظُهُوْرِنَا فَلَمْ نَلْبَثْ اَنْ انْكَشَفَتْ خَيْلُنَا وَفَرَّتِ الْاَعْرَابُ وَمَنْ نَعْلَمُ مِنَ النَّاسِ قَالَ فَنَادٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَالَ الْمُهَاجِرِيْنَ يَالَ الْمُهَاجِرِيْنَ ثُمَّ قَالَ يَالَ الْاَنْصَارِ يَالَ الاَنْصَارِ قَالَ قَالَ اَنَسٌ هٰذَا حَدِيْثُ عِمِّيَّةٍ قَالَ قُلْنَا لَبَّيْكَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ فَتَقَدَّمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فَايْمُ اللّٰهِ مَا اَتَيْنَاهُمْ حَتّٰى هَزَمَهُمُ اللّٰهُ قَالَ فَقَبَضْنَا ذَالِكَ الْمَالَ ثُمَّ انْطَلَقْنَا اِلَى الطَّائِفِ فَحَصَرْنَاهُمْ اَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً ثُمَّ رَجَعْنَا اِلٰى مَكَّةَ فَنَزَلْنَا قَالَ فَجَعَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُعْطِى الرَّجُلَ الْمِائَةَ مِنَ الْاِبِلِ ثُمَّ ذَكَرَ بَاقِىَ الْحَدِيْثِ كَنَحْوِ حَدِيْثِ قَتَادَةَ وَاَبِى التَّيَّاحِ وَهِشَامِ بْنِ زَيْدٍ.

২৩১৩. 'উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন মু'আয, হামিদ ইব্‌ন 'উমর ও মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল আ'লা (র)...... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা মক্কা বিজয় করলাম। তারপর হুনায়নের যুদ্ধে অগ্রসর হলাম। এ সময় মুশরিকরা সুশৃংখল ও সারিবদ্ধভাবে যুদ্ধের ময়দানে উপস্থিত হল। প্রথম কাতারে ছিল তাদের অশ্বারোহী দল, তারপর পদাতিক বাহিনীর কাতার, তারপর মহিলাদের কাতার, তারপর বক্‌রীর কাতার, তারপর উটের কাতার। আনাস (রা) বলেন, আমরা ছিলাম সংখ্যায় অনেক। আমরা ছয় হাজারে উপনীত হয়েছিলাম।[১] আমাদের ডান দিকের অশ্বরোহী দলের সেনাপতি ছিলেন খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা)। এক সময় আমাদের ঘোড়াগুলো পশ্চাৎপদ হতে লাগল এবং আমাদের ঘোড়াগুলো দ্রুত ময়দান ছেড়ে গেল। আর বেদুঈন লোকেরা এবং আমাদের কিছু জানা লোকও পালাল। আনাস (রা) বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ উচ্চস্বরে ডাক দিলেন, হে মুহাজির সম্প্রদায়! হে মুহাজির সম্প্রদায়! আবার বললেন, হে আনসার সম্প্রদায়! হে আনসার সম্প্রদায়! রাবী বলেন, আনাস (রা) বলেছেন, হাদীসের পরবর্তী অংশ আমার চাচাদের কাছ থেকে বর্ণিত। আমরা বললাম, লাব্বায়ক! ইয়া রাসূলাল্লাহ! তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ সম্মুখের দিকে অগ্রসর হলেন। আনাস (রা) বলেন, আল্লাহ্‌র কসম, আমরা আমাদের স্থানে পৌঁছার পূর্বেই আল্লাহ্ তা'আলা মুশরিকদের পরাজিত করে দিলেন। আমরা তাদের সকল সম্পদ হস্তগত করলাম। তারপর আমরা তায়েফের দিকে চললাম এবং তায়েফবাসীদের চল্লিশ দিন পর্যন্ত অবরোধ করে রাখলাম। তারপর আমরা মক্কার দিকে ফিরে এলাম এবং সেখানে অবতরণ করলাম। রাবী বলেন, এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ কতিপয় লোককে একশ করে উট দিতে লাগলেন। হাদীসের পরবর্তী অংশ কাতাদা, আবূ তায়্যাহ ও হিশাম ইব্‌ন যায়দ (র) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ।

٢٣١٤–حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اَبِىْ عُمَرَ الْمَكِّىُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيْدِ بْنِ مَسْرُوْقٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ قَالَ اَعْطٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَبَا سُفْيَانَ بْنَ حَرْبٍ وَصَفْوَانَ بْنَ اُمَيَّةَ وَعُيَيْنَةَ بْنَ حِصْنٍ وَالْاَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ كُلَّ اِنْسَانٍ مِنْهُمْ مِائَةً مِنَ الْاِبِلِ وَاَعْطٰى عَبَّاسَ بْنَ مِرْدَاسٍ دُوْنَ ذَالِكَ فَقَالَ عَبَّاسُ بْنُ مِرْدَاسٍ :

১. অপর বিশুদ্ধ বর্ণনায় এ সংখ্যা দশ-বার হাজার বলে উল্লেখিত হয়েছে।

أَتَجْعَلُ نَهْبِى وَنَهْبَ الْعُبَيْدِ - بَيْنَ عُيَيْنَةَ وَالْاَقْرَعِ

فَمَا كَانَ بَدْرٌ وَلاَحَابِسٌ - يَفُوْقَانِ مِرْدَاسَ فِى الْمَجْمَعِ

وَمَا كُنْتُ دُوْنَ امْرِىءٍ مِنْهُمَا - وَمَنْ يُخْفَضِ الْيَوْمَ لاَيُرْفَعِ

قَالَ فَاَتَمَّ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِائَةً.

২৩১৪. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ 'উমর আল-মাক্কী (র)...... রাফি ইব্‌ন খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আবূ সুফিয়ান ইব্‌ন হারব, সাফ্‌ওয়ান ইব্‌ন উমায়্যা, উয়ায়না ইব্‌ন হিস্‌ন ও আকরা ইব্‌ন হাবিস (রা)-কে একশ' করে উট প্রদান করলেন। আব্বাস ইব্‌ন মিরদাস (রা)-কে ঐ পরিমাণ সংখ্যা থেকে কিছু কম দিলেন। তখন আব্বাস ইব্‌ন মিরদাস (রা) বললেন :

আপনি আমার ও আমার ঘোড়ার অংশকে বণ্টন করছেন, - উয়ায়না এবং আকরার মাঝে।

অথচ উয়ায়না ও আকরা কোন সমাবেশে - মিরদাস হতে অগ্রণী হতে পারেনি।

আমি তাদের চেয়ে কম বাহাদুর নই, - আজকে যাকে নিচে রাখা হবে

তাকে উপরে ওঠানো হবে না।

বর্ণনাকারী বলেন, এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকেও একশ উট পূর্ণ করে দিলেন।

٢٣١٥- وَحَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّىُّ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيْدِ بْنِ مَسْرُوْقٍ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَسَمَ غَنَائِمَ حُنَيْنٍ فَاَعْطٰى اَبَا سُفْيَانَ بْنَ حَرْبٍ مِائَةً مِنَ الْاِبِلِ وَسَاقَ الْحَدِيْثَ بِنَحْوِهِ وَزَادَ وَاَعْطٰى عَلْقَمَةَ بْنَ عُلاَثَةَ مِائَةً.

২৩১৫. আহ্‌মাদ ইব্‌ন 'আবদা আদ-দাব্বী (র)...... উমর ইব্‌ন সাঈদ ইব্‌ন মাসরূক (র) সূত্রে এ সনদে বর্ণনা করেছেন যে, নবী ﷺ হুনায়নের যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বন্টন করলেন এবং আবূ সুফিয়ান ইব্‌ন হারব (রা)-কে একশ' উট প্রদান করলেন। তারপর তিনি পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে এ হাদীসে একথাও রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ আলকামা ইব্‌ন উলাসা (রা)-কে একশ' উট প্রদান করলেন।

٢٣١٦-وَحَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ خَالِدِ الشَّعِيْرِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنِى عُمَرُ بْنُ سَعِيْدٍ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ وَلَمْ يَذْكُرْ فِى الْحَدِيْثِ عَلْقَمَةَ بْنَ عُلاَثَةَ وَلاَ صَفْوَانَ بْنَ اُمَيَّةَ وَلَمْ يَذْكُرِ الشِّعْرَ فِىْ حَدِيْثِهِ.

২৩১৬. মাখলাদ ইব্‌ন খালিদ (র)...... উমর ইব্‌ন সাঈদ (র) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি তার হাদীসে আলকামা ইব্‌ন উলাসা ও সাফ্‌ওয়ান ইব্‌ন উমায়্যার কথা উল্লেখ করেননি এবং তার হাদীসে কবিতারও উল্লেখ নেই।

٢٣١٧-حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُوْنُسَ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيٰى بْنِ عُمَارَةَ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيْمٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَيْدٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَمَّا فَتَحَ حُنَيْنًا قَسَمَ الْغَنَائِمَ فَاَعْطٰى

الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ فَبَلَغَه اَنَّ الْاَنْصَارَ يُحِبُّوْنَ اَنْ يُصِيْبُوْا مَا اَصَابَ النَّاسُ فَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَخَطَبَهُمْ فَحَمِدَ اللّٰهَ وَاَثْنٰى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ يَامَعْشَرَ الْاَنْصَارِ أَلَمْ اَجِدْكُمْ ضُلاَّلاً فَهَدَاكُمُ اللّٰهُ بِيْ وَعَالَةً فَاَغْنَاكُمُ اللّٰهُ بِيْ وَمُتَفَرِّقِيْنَ فَجَمَعَكُمُ اللّٰهُ بِيْ وَيَقُوْلُوْنَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَمَنُّ فَقَالَ اَلاَ تُجِيْبُوْنِيْ فَقَالُوْا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَمَنُّ فَقَالَ اَمَا اِنَّكُمْ لَوْ شِئْتُمْ اَنْ تَقُوْلُوْا كَذَا وَكَذَا وَكَانَ مِنَ الاَمْرِ كَذَا وَكَذَا لاَشْيَاءَ عَدَّدَهَا زَعَمَ عَمْرٌو اَنْ لاَ يَحْفَظُهَا فَقَالَ اَلاَ تَرْضَوْنَ اَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ بِالشَّاءِ وَالْاِبِلِ وَتَذْهَبُوْنَ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِلٰى رِحَالِكُمْ اَلْاَنْصَارُ شِعَارٌ وَالنَّاسُ دِثَارٌ وَلَوْلاَ الْهِجْرَةُ لَكُنْتُ اَمْرَاً مِّنَ الْاَنْصَارِ وَلَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِيًا وَشِعْبًا لَسَلَكْتُ وَادِيَ الْاَنْصَارِ وَشِعْبَهُمْ اِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ بَعْدِيْ اَثَرَةً فَاصْبِرُوْا حَتّٰى تَلْقَوْنِيْ عَلَى الْحَوْضِ.

২৩১৭. সুরায়জ ইব্ন ইউনুস (র)...... আবদুল্লাহ ইব্ন যায়দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুনায়ন বিজয় হয়ে গেলে রাসূলুল্লাহ ﷺ গনীমতের মাল বন্টন করলেন এবং আকর্ষণ সৃষ্টির উদ্দেশে নওমুসলিমদের তা থেকে দিলেন। পরে তাঁর কাছে এ খবর পৌঁছল যে, আনসারদের পসন্দ এই যে, তাদেরও অন্যান্য লোকদের সমান দেওয়া হোক। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ দাঁড়ালেন এবং আনসারদের উদ্দেশ্যে খুতবা দিলেন। তিনি আল্লাহ্র প্রশংসা এবং গুণাবলী বর্ণনা করলেন। তারপর বললেন, হে আনসার সম্প্রদায়! আমি কি তোমাদের পথহারা পাইনি? পরে আল্লাহ তা'আলা আমার দ্বারা তোমাদের হিদায়াত করেছেন। আমি কি তোমাদের নিঃস্ব পাইনি? তারপর আল্লাহ্ তা'আলা আমার দ্বারা তোমাদের বিত্তশালী করেছেন। আমি কি তোমাদের বিচ্ছিন্ন পাইনি? তারপর আল্লাহ্ তা'আলা আমার মাধ্যমে তোমাদের সংহত করেছেন। আনসারগণ বললেন, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল ﷺ অনুগ্রহশীল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমরা কি আমার কথার উত্তর দিবে না? তারা বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল অনুগ্রহশীল। তিনি বললেন, তোমরা চাইলে এরূপ এরূপ বলতে পার এবং বিষয়টা সে রকমই ছিল। তিনি কয়েকটি বিষয়ের কথা উল্লেখ করলেন। (বর্ণনাকারী) আমর (রা) বলেন যে, তিনি তা স্মরণ রাখতে পারেননি। তারপর নবী ﷺ বললেন, তোমরা কি খুশি হবে না যে, লোকেরা বক্রী এবং উট নিয়ে (ফিরে) যাবে আর তোমরা তোমাদের গৃহে যাবে আল্লাহ্র রাসূল ﷺ-কে নিয়ে? আনসারগণ আমার অন্তর্বাসস্বরূপ আর অন্যান্যরা আমার বহির্বাসস্বরূপ। যদি হিজরত না হত তবে অবশ্যই আমি আনসারদেরই একজন হতাম। যদি লোকেরা এক প্রান্তরে বা এক ঘাঁটিতে চলে। তবে আমি অবশ্যই আনসারদের প্রান্তর ও ঘাঁটি দিয়েই পথ চলব। তোমরা আমার পর একের উপর অন্যকে প্রাধান্য দিতে দেখবে, তখন তোমরা ধৈর্যধারণ করবে—হাউযে কাওসারে আমার সাথে সাক্ষাত হওয়া পর্যন্ত।

٢٣١٨- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعُثْمَانُ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ وَاِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اِسْحٰقُ اَخْبَرَنَا وَقَالَ الْاٰخَرَانِ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اَبِيْ وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ حُنَيْنٍ اٰثَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نَاسًا فِي الْقِسْمَةِ فَاَعْطَى الْاَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ مِائَةً مِنَ الْاِبِلِ وَاَعْطٰى عُيَيْنَةَ مِثْلَ ذَالِكَ وَاَعْطٰى اُنَاسًا مِنْ اَشْرَافِ الْعَرَبِ وَاٰثَرَهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْقِسْمَةِ فَقَالَ رَجُلٌ وَاللّٰهِ اِنَّ هٰذِه

لَقِسْمَةٌ مَا عُدِلَ فِيْهَا وَمَا أُرِيْدَ فِيْهَا وَجْهُ اللّٰهِ قَالَ فَقُلْتُ وَاللّٰهِ لَأُخْبِرَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فَأَتَيْتُهُ فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا قَالَ قَالَ فَتَغَيَّرَ وَجْهُهُ حَتّٰى كَانَ كَالصِّرْفِ ثُمَّ قَالَ فَمَنْ يَعْدِلُ إِنْ لَمْ يَعْدِلِ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ قَالَ ثُمَّ قَالَ يَرْحَمُ اللّٰهُ مُوْسٰى قَدْ أُوْذِيَ بِأَكْثَرَ مِنْ هٰذَا فَصَبَرَ قَالَ قُلْتُ لَا جَرَمَ لَاأَرْفَعُ إِلَيْهِ بَعْدَهَا حَدِيْثًا.

২৩১৮. যুহায়র ইব্‌ন হারব, উসমান ইব্‌ন আবূ শায়বা ও ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র)...... আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুনায়নের দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ গনীমতের মাল বন্টনে কতিপয় ব্যক্তিকে প্রাধান্য দিলেন। তিনি আকরা ইব্‌ন হাবিস (রা)-কে একশ উট দিলেন। উয়ায়না (রা)-কেও অনুরূপ দিলেন। আরবের শীর্ষ স্থানীয় কতিপয় ব্যক্তিকেও গনীমতের মাল দিলেন। বন্টনে তাদের সেদিন অন্যদের উপর প্রাধান্য দিলেন। তখন এক ব্যক্তি বলল, আল্লাহ্‌র কসম! এ বন্টনে ইনসাফ করা হয়নি। এতে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি কামনা করা হয়নি। আবদুল্লাহ (রা) বলেন, এ কথা শুনে আমি মনে মনে বললাম, এ সংবাদ অবশ্যই আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট পৌঁছিয়ে দিব। তারপর আমি তাঁর নিকট এসে সে যা বলেছিল, তা বলে দিলাম। এতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চেহারা মুবারক লাল হয়ে গেল। তারপর তিনি বললেন, যখন আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল ﷺ ন্যায়বিচার করেন নি, তবে ন্যায়বিচার আর কেই বা করবে? তারপর তিনি বলেলন, আল্লাহ্ হযরত মূসা (আ)-এর প্রতি রহম করুন। তাঁকে এর চেয়েও অধিক কষ্ট দেওয়া হয়েছে। তিনি ধৈর্যধারণ করেছেন। রাবী বলেন, আমি মনে মনে স্থির করলাম, ভবিষ্যতে এ ধরনের সংবাদ কখনো আমি তাঁর নিকট আর পৌঁছাব না।

٢٣١٩-حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيْقٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَسَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَسْمًا فَقَالَ رَجُلٌ إِنَّهَا لَقِسْمَةٌ مَا أُرِيْدَ بِهَا وَجْهُ اللّٰهِ قَالَ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَسَارَرْتُهُ فَغَضِبَ مِنْ ذَالِكَ غَضَبًا شَدِيْدًا وَاحْمَرَّ وَجْهُهُ حَتّٰى تَمَنَّيْتُ أَنِّيْ لَمْ أَذْكُرْهُ لَهُ قَالَ ثُمَّ قَالَ قَدْ أُوْذِيَ مُوْسٰى بِأَكْثَرَ مِنْ هٰذَا فَصَبَرَ.

২৩১৯. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)...... আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ গনীমতের মাল বন্টন করলেন। তখন এক ব্যক্তি বলল, এ বন্টনে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি কামনা করা হয়নি। রাবী বলেন, তারপর আমি নবী ﷺ-এর নিকট এসে চুপিচুপি তাঁকে এ কথা বললাম। এতে তিনি ভীষণ রাগান্বিত হলেন। এমনকি তাঁর চেহারা মুবারক লাল হয়ে গেল। আমি ভাবলাম, যদি আমি তাঁর নিকট (এ কথা) না বলতাম! বর্ণনাকারী বলেন, তারপর তিনি বললেন, হযরত মূসা (আ)-কে এর চাইতেও অধিক কষ্ট দেওয়া হয়েছে। আর তিনি ধৈর্যধারণ করেছেন।

٢٣٢٠-حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ قَالَ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ أَتٰى رَجُلٌ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بِالْجِعْرَانَةِ مُنْصَرَفَهُ مِنْ حُنَيْنٍ وَفِيْ ثَوْبِ بِلَالٍ فِضَّةٌ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقْبِضُ مِنْهَا يُعْطِي النَّاسَ فَقَالَ يَامُحَمَّدُ اعْدِلْ قَالَ وَيْلَكَ وَمَنْ

يَعْدِلُ اِذَا لَمْ اَكُنْ اَعْدِلُ لَقَدْ خِبْتُ وَخَسِرْتُ اِنْ لَمْ اَكُنْ اَعْدِلُ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ دَعْنِى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَاَقْتُلَ هٰذَا الْمُنَافِقَ فَقَالَ مَعَاذَ اللّٰهِ اَنْ يَتَحَدَّثَ النَّاسُ اَنِّى اَقْتُلُ اَصْحَابِى اِنَّ هٰذَا وَاَصْحَابَهُ يَقْرَأُوْنَ الْقُرْاٰنَ لاَيُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ يَمْرُقُوْنَ مِنْهُ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ.

২৩২০. মুহাম্মদ ইব্‌ন রুম্‌হ্ ইব্‌ন মুহাজির (র)...... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুনায়ন থেকে প্রত্যাবর্তনের সময় জি-রানাতে অবস্থানকালে এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আসল। এ সময় বিলাল (রা)-এর কাপড়ের মধ্যে কিছু রৌপ্য ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তা থেকে নিয়ে নিয়ে লোকদের দান করতে লাগলেন। তখন লোকটি বলল, হে মুহাম্মদ! ন্যায়ভাবে বন্টন করুন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমার ধ্বংস হোক, আমি যদি ন্যায় না করি, তবে কে ন্যায় করবে? যদি আমি ন্যায় না করি তবে তো আমি বঞ্চিত ও ক্ষতিগ্রস্ত হব। তখন উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! অনুমতি দিন, আমি এ মুনাফিককে কতল করে ফেলি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আল্লাহ্‌র পানাহ্, এতে লোকেরা রটাবে যে, আমি আমার সঙ্গীদের হত্যা করছি। এ ব্যক্তি এবং তার সঙ্গীরা তো কুরআন পাঠ করে কিন্তু কুরআন তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করে না। তারা কুরআন থেকে বেরিয়ে যায় যেমন তীর শিকার ভেদ করে বেরিয়ে যায়।

٢٣٢١- حَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِىُّ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيْدٍ يَقُوْلُ اَخْبَرَنِى اَبُوْ الزُّبَيْرِ اَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْبَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ حَدَّثَنِى قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنِى اَبُوْ الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَقْسِمُ مَغَانِمَ وَسَاقَ الْحَدِيْثَ.

২৩২১. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না ও আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)...... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলন, রাসূলুল্লাহ ﷺ গনীমতের সম্পদ বন্টন করছিলেন। উক্ত হাদীস শেষ পর্যন্ত বর্ণনা করেন।

٢٣٢٢-حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِىِّ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِى نُعْمٍ عَنْ اَبِى سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ قَالَ بَعَثَ عَلِىُّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ وَهُوَ بِالْيَمَنِ بِذَهَبَةٍ فِى تُرْبَتِهَا اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَسَمَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَيْنَ اَرْبَعَةِ نَفَرٍ اَلْاَقْرَعِ بْنِ حَابِسٍ الْحَنْظَلِىُّ وَعُيَيْنَةَ بْنِ بَدْرٍ الْفَزَارِىِّ وَعَلْقَمَةَ بْنِ عُلاَثَةَ الْعَامِرِىِّ ثُمَّ اَحَدِ بَنِى كِلاَبٍ وَزَيْدِ الْخَيْرِ الطَّائِىِّ ثُمَّ اَحَدِ بَنِى نَبْهَانَ قَالَ فَغَضِبَتْ قُرَيْشٌ فَقَالُوْا اَيُعْطِى صَنَادِيْدَ نَجْدٍ وَيَدَعُنَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنِّى اِنَّمَا فَعَلْتُ ذَالِكَ لاَتَاَلَّفَهُمْ فَجَاءَ رَجُلٌ كَثُّ اللِّحْيَةِ مُشْرِفُ الْوَجْنَتَيْنِ غَائِرُ الْعَيْنَيْنِ نَاتِئُ الْجَبِيْنِ مَحْلُوْقُ الرَّأْسِ فَقَالَ اتَّقِ اللّٰهَ يَامُحَمَّدُ قَالَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَمَنْ يُطِعِ اللّٰهَ اِنْ

عَصَيْتُه أَيَأْ مَنُنِى عَلى اَهْلِ الْاَرْضِ وَلَاتَأْمَنُوْنِى قَالَ ثُمَّ اَدْبَرَ الرَّجُلُ فَاسْتَأْذَنَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ فِى قَتْلِه (يُرَوْنَ اَنَّهُ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيْدِ) فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ مِنْ ضِئْضِئِ هٰذَا قَوْمًا يَقْرَأُوْنَ الْقُرْاٰنَ لَايُجَاوِزُ حَنَاجِرَ هُمْ يَقْتُلُوْنَ اَهْلَ الْاِسْلَامِ وَيَدَعُوْنَ اَهْلَ الْاَوْثَانِ يَمْرُقُوْنَ مِنَ الْاِسْلَامِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ لَئِنْ اَدْرَكْتُهُمْ لَاَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ عَادٍ.

২৩২২. হান্নাদ ইব্ন সারী (র)...... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আলী (রা) ইয়ামান থেকে কিছু মাটি মিশ্রিত স্বর্ণ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট পাঠালেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তা চারজন লোকের মধ্যে বন্টন করলেন। আকরা ইব্ন হাবিস হানযালী, উয়ায়না ইব্ন বাদর ফাযারী, 'আলকামা ইব্ন উলাসা আমিরী যিনি বনী কিলাবের একজন আর যায়দ আল-খায়র তাঈ যিনি বনী নাবহানের একজন। আবূ সাঈদ (রা) বলেন, এতে কুরায়শারা ক্রোধান্বিত হয়ে পড়ল এবং বলল, তিনি নজদের সর্দারদের দিচ্ছেন আর আমাদের বাদ দিচ্ছেন! তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আমি তাদের মন আকৃষ্ট করার জন্যই তা করেছি। ইতিমধ্যে ঘন দাঁড়ি, ফোলা গাল কোটরাগত চোখ, উচু ললাট এবং মুন্ডিত মস্তক এক ব্যক্তি এসে বলল, হে মুহাম্মদ! আল্লাহ্কে ভয় কর। রাবী বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আমি যদি আল্লাহ্র নাফরমানী করি তবে তাঁর আনুগত্য করবে কে? এ পৃথিবীর অধিবাসীদের ব্যাপারে আল্লাহ্ আমাকে বিশ্বাস করেছেন। অথচ তোমরা আমাকে বিশ্বাস করছ না। রাবী বলেন, এরপর লোকটি চলে গেল। তখন উপস্থিত সাহাবীদের একজন তাকে হত্যা করার অনুমতি চাইলেন, [সম্ভবত তিনি খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ (রা)] রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, এ লোকটির বংশ থেকে এমন সম্প্রদায় সৃষ্টি হবে, যারা কুরআন পাঠ করবে, কিন্তু কুরআন তাদের কণ্ঠনালীর ভিতরে প্রবেশ করবে না। তারা মূর্তি পূজকদের বাদ দিয়ে মুসলমানদের হত্যা করবে। তারাই ইসলাম থেকে এমনভাবে বেরিয়ে যাবে যেমনভাবে বেরিয়ে যায় তীর শিকার ভেদ করে। আমি যদি তাদের পাই, তাহলে অবশ্যই আদ সম্প্রদায়ের মত তাদের হত্যা করতাম।

٢٣٢٣–حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِى نُعْمٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا سَعِيْدِ الْخُدْرِيَّ يَقُوْلُ بَعَثَ عَلِىُّ بْنُ اَبِى طَالِبٍ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِنَ الْيَمَنِ بِذَهَبَةٍ فِىْ اَدِيْمٍ مَقْرُوْظٍ لَمْ تُحَصَّلْ مِنْ تُرَابِهَا قَالَ فَقَسَمَهَا بَيْنَ اَرْبَعَةِ نَفَرٍ بَيْنَ عُيَيْنَةَ بْنِ بَدْرٍ وَالْاَقْرَعِ بْنِ حَابِسٍ وَزَيْدِ الْخَيْلِ وَالرَّابِعُ اِمَّا عَلْقَمَةُ بْنُ عُلَاثَةَ وَاِمَّا عَامِرُ بْنُ الطُّفَيْلِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ اَصْحَابِهِ كُنَّا نَحْنُ اَحَقُّ بِهٰذَا مِنْ هٰؤُلَاءِ قَالَ فَبَلَغَ ذَالِكَ النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ اَلَا تَأْمَنُوْنِى وَاَنَا اَمِيْنُ مَنْ فِى السَّمَاءِ يَأْتِيْنِى خَبَرُ السَّمَاءِ صَبَاحًا وَمَسَاءً قَالَ فَقَامَ رَجُلٌ غَائِرُ الْعَيْنَيْنِ مُشْرِفُ الْوَجْنَتَيْنِ نَاشِزُ الْجَبْهَةِ كَثُّ اللِّحْيَةِ مَحْلُوْقُ الرَّأْسِ مُشَمَّرُ الْاِزَارِ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اتَّقِ اللّٰهَ فَقَالَ وَيْلَكَ أَوَلَسْتُ اَحَقُّ اَهْلِ الْاَرْضِ اَنْ يَتَّقِىَ اللّٰهَ قَالَ ثُمَّ وَلَّى الرَّجُلُ فَقَالَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيْدِ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَلَا اَضْرِبُ عُنُقَهُ فَقَالَ لَا لَعَلَّهُ اَنْ يَكُوْنَ يُصَلِّىْ قَالَ خَالِدٌ وَكَمْ مِنْ مُصَلٍّ يَقُوْلُ بِلِسَانِهِ مَالَيْسَ فِىْ قَلْبِهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنِّىْ لَمْ اُوْمَرْ اَنْ اَنْقُبَ عَنْ قُلُوْبِ

النَّاسِ وَلاَ اَشُقَّ بُطُوْنَهُمْ قَالَ ثُمَّ نَظَرَ اِلَيْهِ وَهُوَ مُقَفٍّ فَقَالَ اِنَّهُ يَخْرُجُ مِنْ ضِئْضِيِ هٰذَا قَوْمٌ يَتْلُوْنَ كِتَابَ اللّٰهِ رَطْبًا لاَيُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ يَمْرُقُوْنَ مِنَ الدِّيْنِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ قَالَ اَظُنُّهُ قَالَ لَئِنْ اَدْرَكْتُهُمْ لاَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ ثَمُوْدَ.

২৩২৩. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র)...... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইয়ামান থেকে 'আলী (র) দাবাগাত করা চামড়ার থলিতে করে কিছু সোনা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট পাঠালেন। তখনো স্বর্ণগুলো মাটি থেকে পৃথক করা হয়নি। রাসূলুল্লাহ ﷺ এগুলো চার ব্যক্তির মাঝে বন্টন করে দিলেন। উয়ায়না ইব্ন হিস্ন, আক্রা ইব্ন হাবিস, যায়দ আল-খায়ল, চতুর্থ ব্যক্তি হয়তো আলকামা ইব্ন উলাসা অথবা আমির ইব্ন তুফায়ল (রা)। তখন সাহাবীদের মধ্য থেকে একজন বললেন, তাদের থেকে আমরাই এ মালের অধিক হক্দার ছিলাম। এ খবর নবী ﷺ-এর নিকট পৌঁছার পর তিনি বললেন, তোমরা কি আমাকে আমানতদার মনে কর না? অথচ যিনি আসমানে আছেন, তাঁর কাছে আমি আমানতদার। আমার কাছে সকাল-সন্ধ্যায় আসমানের খবর আসে। রাবী বলেন, তখন কোটরাগত চোখ, ফোলা গাল, উঁচু ললাট, ঘন দাঁড়ি, মুন্ডিত মস্তক এবং লুঙ্গি কাঁচানো এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আপনি আল্লাহকে ভয় করুন। তখন নবী ﷺ বললেন, তোমার সর্বনাশ হোক। আল্লাহ্কে ভয় করার ব্যাপারে পৃথিবীতে আমি কি সর্বাধিক যোগ্য নই? রাবী বলেন, অতঃপর লোকটি ফিরে চলে গেল। এ সময় খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি কি তার গর্দান উড়িয়ে দেব না? তিনি বললেন, না, সম্ভবত সে সালাত আদায় করে। খালিদ (রা) বললেন, অনেক মুসল্লী আছে যারা মুখ দিয়ে এমন কথা বলে যা তাদের অন্তরে নেই। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, মানুষের হৃদয় অনুসন্ধানের এবং পেট বিদীর্ণ করার জন্য আমি আদিষ্ট হইনি। তারপর তিনি লোকটির দিকে তাকালেন, সে ঘাড় ফিরিয়ে চলে যাচ্ছে। তখন তিনি বললেন, তার বংশে এমন লোক জন্মগ্রহণ করবে যারা অনায়াসে আল্লাহ্র কিতাব তিলাওয়াত করবে কিন্তু তা তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না। তারা দীন থেকে এভাবে বেরিয়ে যাবে যেমন বেরিয়ে যায় তীর তার শিকার ভেদ করে। রাবী বলেন, আমার মনে হয়, তিনি এও বলেছেন, যদি আমি তাদের পাই তবে অবশ্যই তাদের সামূদ সম্প্রদায়ের মত হত্যা করব।

٢٣٢٤–حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ قَالَ وَعَلْقَمَةُ بْنُ عُلاَثَةَ وَلَمْ يَذْكُرْ عَامِرَ بْنَ الطُّفَيْلِ وَقَالَ نَاتِئُ الْجَبْهَةِ وَلَمْ يَقُلْ نَاشِزُ وَزَادَ فَقَامَ اِلَيْهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَلاَ اَضْرِبُ عُنُقَهُ قَالَ لاَ قَالَ ثُمَّ اَدْبَرَ فَقَامَ اِلَيْهِ خَالِدٌ سَيْفُ اللّٰهِ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَلاَ اَضْرِبُ عُنُقَهُ قَالَ لاَ فَقَالَ اِنَّهُ سَيَخْرُجُ مِنْ ضِئْضِئِ هٰذَا قَوْمٌ يَتْلُوْنَ كِتَابَ اللّٰهِ لَيِّنًا رَطَبًا وَقَالَ قَالَ عُمَارَةُ حَسِبْتُهُ قَالَ لَئِنْ اَدْرَكْتُهُمْ لاَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ ثَمُوْدَ.

২৩২৪. উসমান ইব্ন আবূ শায়বা (র)...... উমর ইব্ন কা'কা (র) সূত্রে এ সনদে উক্ত হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে বর্ণনাকারীর এ হাদীসের মধ্যে আলকামা ইব্ন উলাসার কথা রয়েছে কিন্তু আমির ইব্ন তুফায়লের কথা উল্লেখ নেই। অনুরূপভাবে এ হাদীসের মধ্যে نَاشِزُ এর স্থলে نَاتِئُ الْجَبْهَةِ কথাটি উল্লেখ রয়েছে। এ হাদীসে

অতিরিক্ত আছে যে, এরপর উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) দাঁড়িয়ে বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি কি তার গর্দান উড়িয়ে দেব না? তিনি বললেন, না। তারপর লোকটি পিছনের দিকে চলে গেল। অতঃপর খালিদ সাইফুল্লাহ (রা) দাঁড়িয়ে বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি কি তার গর্দান উড়িয়ে দেব না! তিনি বললেন, না। এরপর বললেন, অচিরেই তার বংশ থেকে এমন কাওম সৃষ্টি হবে, যারা নম্রভাবে মধুর সুরে আল্লাহ্র কিতাব পাঠ করবে। বর্ণনাকারী বলেন, উমর (রা) বলেছেন, আমার মনে হয়, তিনি বলেছেন : যদি আমি তাদেরকে পাই তবে সামূদ সম্প্রদায়ের মত অবশ্যই তাদের হত্যা করব।

٢٣٢٥-وحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ عُمَارَةَ بْنَ الْقَعْقَاعِ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ وَقَالَ بَيْنَ اَرْبَعَةِ نَفَرٍ زَيْدُ الْخَيْرِ وَالْاَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ وَعُيَيْنَةُ بْنُ حِصْنٍ وَعَلْقَمَةُ بْنُ عُلاَثَةَ اَوْ عَامِرُ بْنُ الطُّفَيْلِ وَقَالَ نَاشِزُ الْجَبْهَةِ كَرِوَايَةِ عَبْدِ الْوَاحِدِ وَقَالَ اِنَّهُ سَيَخْرُجُ مِنْ ضِئْضِئِ هٰذَا قَوْمٌ وَلَمْ يَذْكُرْ لَئِنْ اَدْرَكْتُهُمْ لاَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ ثَمُوْدَ.

২৩২৫. ইব্ন নুমায়র (র)...... উমারা ইব্ন কা'কা (র) সূত্রে এ সনদে উক্ত হাদীস বর্ণনা করেছেন। এ হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ সোনাগুলো যায়দ আল-খায়র, আকরা ইব্ন হাবিস, উয়ায়না ইব্ন হিসন ও আলকামা ইব্ন উলাসা বা আমির ইব্ন তুফায়ল (রা) এই চার ব্যক্তির মাঝে বন্টন করে দিলেন। আবদুল ওয়াহিদের হাদীসের মত এ হাদীসেও نَاشِزُ الْجَبْهَةِ কথাটি উল্লেখ রয়েছে। এ হাদীসে আছে যে, "এর ঔরষ থেকে এমন এক কাওম বের হবে।" তবে এ হাদীসের মধ্যে "যদি আমি তাদেরকে পাই; তবে সামূদ সম্প্রদায়ের হত্যা করার মত আমি তাদেরকে হত্যা করব" কথাটি উল্লেখ নেই।

٢٣٢٦-وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيْدٍ يَقُوْلُ اَخْبَرَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ وَعَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ اَنَّهُمَا اَتَيَا اَبَا سَعِيْدٍ الْخُدْرِيَّ فَسَأَلاَهُ عَنِ الْحَرُوْرِيَّةِ هَلْ سَمِعْتَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَذْكُرُهَا قَالَ لاَاَدْرِيْ مَنِ الْحَرُوْرِيَّةُ وَلٰكِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ يَخْرُجُ فِيْ هٰذِهِ الْاُمَّةِ (وَلَمْ يَقُلْ مِنْهَا) قَوْمٌ تَحْقِرُوْنَ صَلاَتَكُمْ مَعَ صَلاَتِهِمْ فَيَقْرَءُوْنَ الْقُرْاٰنَ لاَ يُجَاوِزُ حُلُوْقَهُمْ اَوْ حَنَاجِرَهُمْ يَمْرُقُوْنَ مِنَ الدِّيْنِ مُرُوْقَ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ فَيَنْظُرُ الرَّامِيْ اِلٰى سَهْمِهِ اِلٰى نَصْلِهِ اِلٰى رِصَافِهِ فَيَتَمَارٰى فِى الْفُوْقَةِ هَلْ عَلِقَ بِهَا مِنَ الدَّمِ شَيْءٌ.

২৩২৬. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না (র)..... আবূ সালামা ও আতা ইব্ন ইয়াসার (রা) থেকে বর্ণিত। একদা তারা দু'জন আবূ সাঈদ খুদরী (রা)-এর নিকট এসে হারূরিয়্যা (খারেজী সম্প্রদায়)-দের সম্পর্কে প্রশ্ন করলেন এবং বললেন, আপনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে হারূরিয়্যাদের আলোচনা করতে শুনেছেন কি? তিনি বললেন, হারূরিয়্যা কারা আমি জানি না, তবে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, এ উম্মাতের মাঝে, তিনি "এ উম্মাত থেকে " (এ কথা বলেন নি) এমন কাওম বের হবে তোমরা তোমাদের সালাতকে তাদের সালাতের তুলনায় তুচ্ছ মনে করবে। তারা

কুরআন পাঠ করবে কিন্তু এ কুরআন তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না। তারা দীন থেকে বেরিয়ে যাবে যেমন বেরিয়ে যায় তীর তার লক্ষ্যস্থল ভেদ করে। এরপর তীর নিক্ষেপকারী ব্যক্তি তার তীর, নাসল, রুসাফ-এর ফুকার (তীরের বিভিন্ন অংশের আরবী নাম) প্রতি তাকিয়ে দেখে যে, এতে রক্ত লেগেছে কিনা?

٢٣٢٧–حَدَّثَنِى اَبُوْ الطَّاهِرِ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِى يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِى اَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِى سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ ح وَحَدَّثَنِى حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيٰى وَاَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْفِهْرِىُّ قَالاَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِى يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِى اَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَالضَّحَّاكُ الْهَمْدَانِىُّ اَنَّ اَبَا سَعِيْدِ الْخُدْرِىَّ قَالَ بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ يَقْسِمُ قَسْمًا اَتَاهُ ذُوْ الْخُوَيْصِرَةِ وَهُوَ رَجُلٌ مِنْ بَنِى تَمِيْمٍ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اعْدِلْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَيْلَكَ وَمَنْ يَعْدِلُ اِنْ لَمْ اَعْدِلْ قَدْ خِبْتُ وَخَسِرْتُ اِنْ لَمْ اَعْدِلْ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ائْذَنْ لِىْ فِيْهِ اَضْرِبْ عُنُقَهُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ دَعْهُ فَاِنَّ لَهُ اَصْحَابًا يَحْقِرُ اَحَدُكُمْ صَلاَتَهُ مَعَ صَلاَتِهِمْ وَصِيَامَهُ مَعَ صِيَامِهِمْ يَقْرَأُوْنَ الْقُرْاٰنَ لاَيُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ يَمْرُقُوْنَ مِنَ الْاِسْلاَمِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ يَنْظُرُ اِلٰى نَصْلِهِ فَلاَ يُوْجَدُ فِيْهِ شَىْءٌ ثُمَّ يُنْظَرُ اِلٰى رِصَافِهِ فَلاَ يُوْجَدُ فِيْهِ شَىْءٌ ثُمَّ يُنْظَرُ اِلٰى نَضِيِّهِ فَلاَ يُوْجَدُ فِيْهِ شَىْءٌ وَهُوَ الْقِدْحُ ثُمَّ يُنْظَرُ اِلٰى قُذَذِهِ فَلاَ يُوْجَدُ فِيْهِ شَىْءٌ سَبَقَ الْفَرْثَ وَالدَّمَ اٰيَتُهُمْ رَجُلٌ اَسْوَدُ اِحْدٰى عَضُدَيْهِ مِثْلُ ثَدْىِ الْمَرْأَةِ اَوْ مِثْلُ الْبَضْعَةِ تَدَرْدَرُ يَخْرُجُوْنَ عَلٰى حِيْنِ فُرْقَةٍ مِنَ النَّاسِ قَالَ اَبُوْ سَعِيْدٍ فَاَشْهَدُ اَنِّىْ سَمِعْتُ هٰذَا مِنْ رَسُوْلِ ﷺ وَاَشْهَدُ اَنَّ عَلِىَّ بْنَ اَبِىْ طَالِبٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَاتَلَهُمْ وَاَنَا مَعَهُ فَاَمَرَ بِذٰلِكَ الرَّجُلِ فَالْتُمِسَ فَوُجِدَ فَاُتِىَ بِهٖ حَتّٰى نَظَرْتُ اِلَيْهِ عَلٰى نَعْتِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ الَّذِىْ نَعَتَ.

২৩২৭. আবূ তাহির, হারমালা ইব্‌ন ইয়াহ্‌য়া ও আহমাদ ইব্‌ন আবদুর রহমান ফিহরী (র)...... আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট বসা ছিলাম। তখন তিনি কিছু সম্পদ বন্টন করলেন। এ সময় বনী তামীম গোত্রের যুল খুওয়াইসিরা নামক এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! ইনসাফ করুন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমার ধ্বংস হোক, কে ইনসাফ করবে যদি আমি ইনসাফ না করি! আমি যদি ইনসাফ না করি তবে তো আমি অকৃতকার্য ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যাব। তখন উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে অনুমতি দিন, আমি তার গর্দান উড়িয়ে দেই। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তাকে ছেড়ে দাও। তার সঙ্গী-সাথীরা তো এমন যে, তোমরা তোমাদের সালাতকে তাদের সালাতের তুলনায় তুচ্ছ মনে করবে এবং তোমরা তোমাদের সিয়ামকে তাদের সিয়ামের তুলনায় নগণ্য মনে করবে। তারা কুরআন পাঠ করবে কিন্তু কুরআন তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না। তারা ইসলাম থেকে বেরিয়ে যাবে, যেমন বেরিয়ে যায় তীর শিকার ভেদ করে। তখন তীর নিক্ষেপকারী ব্যক্তি ধনুকের নাসল পরীক্ষা করে

দেখবে, এতে কিছুই পাওয়া যাবে না। এরপর সে এর রুসাফ পরীক্ষা করে দেখবে, এতেও কিছুই পাওয়া যাবে না। তারপর সে এর নাদীহ পরীক্ষা করে দেখবে, এতেও কিছুই পাওয়া যাবে না। কিদ্হকেই নাদী বলা হয়। তারপর সে এর কুযায পরীক্ষা করে দেখবে, এতেও কিছুই পাওয়া যাবে না। তীর এত তীব্র গতিতে বেরিয়ে যায় যে, মল বা রক্ত এতে লাগতেই পারে না। এ সম্প্রদায়ের লোকদের পরিচয় এই যে, এক কৃষ্ণকায় ব্যক্তি যার উভয় বাহু হতে একটি বাহু হবে মহিলাদের স্তনের ন্যায় অথবা এক টুকরা বাড়তি গোশ্তের ন্যায়। এদের আবির্ভাব তখন হবে যখন লোকদের মধ্যে মতানৈক্য দেখা দেবে। আবূ সাঈদ (রা) বলেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমি একথা রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে শুনেছি। আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আলী (রা) তাদের সাথে যুদ্ধ করেছেন, তখন আমি তাঁর সাথে ছিলাম। আলী (রা) এ লোকটিকে খোঁজ করার নির্দেশ দেওয়ার পর তাকে তালাশ করে পাওয়া গেল। এরপর তাকে আনা হল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তার যে নিদর্শন বর্ণনা করেছেন তা তার মধ্যে দেখতে পেলাম।

٢٣٢٨-وحَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عَدِىٍّ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ اَبِىْ نَضْرَةَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ ذَكَرَ قَوْمًا يَكُوْنُوْنَ فِىْ اُمَّتِهٖ يَخْرُجُوْنَ فِىْ فُرْقَةٍ مِنَ النَّاسِ سِيْمَاهُمُ التَّحَالُقُ قَالَ هُمْ شَرُّ الْخَلْقِ اَوْ مِنْ اَشَرِّ الْخَلْقِ يَقْتُلُهُمْ اَدْنَى الطَّائِفَتَيْنِ اِلَى الْحَقِّ قَالَ فَضَرَبَ النَّبِىُّ ﷺ لَهُمْ مَثَلاً اَوْ قَالَ قَوْلاً الرَّجُلُ يَرْمِى الرَّمِيَّةَ اَوْ قَالَ الْغَرْضَ فَيَنْظُرُ فِىْ النَّصْلِ فَلاَ يَرٰى بَصِيْرَةً وَيَنْظُرُ فِىْ النَّضِىِّ فَلاَ يَرٰى بَصِيْرَةً وَيَنْظُرُ فِىْ الْفُوْقِ فَلاَ يَرٰى بَصِيْرَةً قَالَ قَالَ اَبُوْ سَعِيْدٍ وَاَنْتُمْ قَتَلْتُمُوْهُمْ يَا اَهْلَ الْعِرَاقِ.

২৩২৮. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না (র)...... আবূ সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ একদল লোক সম্পর্কে আলোচনা করলেন যারা তাঁর উম্মাতের মাঝেই সৃষ্টি হবে। তারা আবির্ভূত হবে ঐ সময় যখন মানুষের মধ্যে বিরোধ দেখা দিবে। তাদের নিদর্শন এই যে, তাদের মাথা মুন্ডান থাকবে। তারা সৃষ্টির নিকৃষ্ট বা সর্বাধিক নিকৃষ্ট লোক হবে। তাদেরকে দু'দলের এমন দলটি হত্যা করবে যারা সত্যের অধিক নিকটবর্তী। এরপর নবী ﷺ তাদের একটি উপমা বর্ণনা করলেন অথবা বললেন, এক ব্যক্তি লক্ষ্যস্থল নিরুপণ করে তীর নিক্ষেপ করে। এরপর তার ফলা পরীক্ষা করে দেখে কিন্তু এতে বিন্দুমাত্র রক্তও সে দেখতে পায় না। এরপর এর নাযীহ পরীক্ষা করে দেখে, *এতেও বিন্দুমাত্র রক্ত সে দেখে না। তারপর সে এর ফুক পরীক্ষা করে দেখে কিন্তু এতেও সে বিন্দুমাত্র কোন কিছু* দেখতে পায় না। বর্ণনাকারী আবূ সাঈদ (রা) বলেন, হে ইরাকবাসী! তোমরা তাদেরকে হত্যা করেছ।

٢٣٢٩-حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوْخَ قَالَ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ وَهُوَ ابْنُ الْفَضْلِ الْحُدَّانِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ نَضْرَةَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَمْرُقُ مَارِقَةٌ عِنْدَ فُرْقَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ يَقْتُلُهٗ اَوْلَى الطَّائِفَتَيْنِ بِالْحَقِّ.

২৩২৯. শায়বান ইব্ন ফাররূখ (র)...... আবূ সাঈদ খুদ্রী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, মুসলমানদের মতবিরোধের সময় একটি দল বের হবে, তাদেরকে হত্যা করবে দু'দলের এমন দলটি, যারা হকের অধিক নিকটবর্তী।

٢٣٣٠-حَدَّثَنَا اَبُوْ الرَّبِيْعِ الزَّهْرَانِىُّ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِىْ نَضْرَةَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَكُوْنُ فِىْ اُمَّتِىْ فِرْقَتَانِ فَيَخْرُجُ مِنْ بَيْنِهِمَا مَارِقَةٌ يَلِىْ قَتْلَهُمْ اَوْلاَ هُمْ بِالْحَقِّ.

২৩৩০. আবুর রাবী যাহরানী ও কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র)...... আবূ সাঈদ খুদ্রী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমার উম্মাতে দু'টি দল সৃষ্টি হবে। তখন তাদের থেকে অন্য আরেকটি দল সৃষ্টি হবে। এদলকে দু'দলের ঐ দলই হত্যা করবে যারা হকের অধিক নিকটবর্তী।

٢٣٣١-حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْاَعْلٰى حَدَّثَنَا دَاوٗدُ عَنْ اَبِىْ نَضْرَةَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ تَمْرُقُ مَارِقَةٌ فِىْ فُرْقَةٍ مِنَ النَّاسِ فَيَلِىْ قَتْلَهُمْ اَوْلَى الطَّائِفَتَيْنِ بِالْحَقِّ.

২৩৩১. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না (র)...... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, মানুষের মধ্যে যখন মতবিরোধ দেখা দিবে, তখন একদল লোক বের হবে। তাদেরকে হত্যা করবে দু'দলের যে দলটি হকের অধিক নিকটবর্তী।

٢٣٣٢- حَدَّثَنِىْ عُبَيْدُ اللّٰهِ الْقَوَارِيْرِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ اَبِىْ ثَابِتٍ عَنِ الضَّحَّاكِ الْمِشْرَقِىِّ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ فِىْ حَدِيْثٍ ذَكَرَ فِيْهِ قَوْمًا يَخْرُجُوْنَ عَلٰى فِرْقَةٍ مُخْتَلِفَةٍ يَقْتُلُهُمْ اَقْرَبُ الطَّائِفَتَيْنِ مِنَ الْحَقِّ.

২৩৩২. উবায়দুল্লাহ্ কাওয়ারীরী (র)... আবূ সাঈদ খুদ্রী (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি এক কাওম সম্পর্কে আলোচনা করলেন যে, এক ভীষণ মতবিরোধ চলাকালীন অবস্থায় তারা আবির্ভূত হবে। তাদেরকে দু'দলের যে দলটি সত্যের অধিক নিকটবর্তী হবে, তারা হত্যা করবে।

٣٦-بَابُ التَّحْرِيْضِ عَلٰى قَتْلِ الْخَوَارِجِ

৩৬. পরিচ্ছেদ : খারিজীদেরকে হত্যা করতে উৎসাহ দান

٢٣٣٣-حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ الْاَشَجُّ جَمِيْعًا عَنْ وَكِيْعٍ قَالَ الْاَشَجُّ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ خَيْثَمَةَ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ قَالَ قَالَ عَلِىٌّ اِذَا حَدَّثْتُكُمْ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَلاَنْ اَخِرَّ مِنَ السَّمَاءِ اَحَبُّ اِلَىَّ مِنْ اَنْ اَقُوْلَ عَلَيْهِ مَالَمْ يَقُلْ وَاِذَا حَدَّثْتُكُمْ فِيْمَا بَيْنِىْ وَبَيْنَكُمْ فَاِنَّ الْحَرْبَ خَدْعَةٌ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ سَيَخْرُجُ فِىْ اٰخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ اَحْدَاثُ الْاَسْنَانِ سُفَهَاءُ الْاَحْلاَمِ يَقُوْلُوْنَ مِنْ خَيْرِ قَوْلِ الْبَرِيَّةِ يَقْرَأُوْنَ الْقُرْاٰنَ لاَيُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ

يَمْرُقُوْنَ مِنَ الدِّيْنِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ فَاِذَا لَقِيْتُمُوْهُمْ فَاقْتُلُوْهُمْ فَاِنَّ فِىْ قَتْلِهِمْ اَجْرًا لِمَنْ قَتَلَهُمْ عِنْدَ اللّٰهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

২৩৩৩. মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন নুমায়র ও আবদুল্লাহ ইব্ন সাঈদ আশাজ্জ (র)...... সুওয়ায়দ ইব্ন গাফালা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আলী (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যা বলেন নি এরূপ কোন কথা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামে বলার চেয়ে আমার নিকট আকাশ হতে পতিত হওয়া অধিক পসন্দনীয়। যখন আমি এবং তোমরা পরস্পর কোন কথা বলি, তখন মনে রাখবে যে, যুদ্ধে প্রতারণা সাদৃশ্য কৌশল বৈধ। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট শুনেছি; তিনি বলেন, শেষ যুগে একদল লোক বের হবে, তাদের বয়স কম হবে এবং জ্ঞানের দিক থেকে তারা হবে মূর্খ। তারা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষের ন্যায় উত্তম কথা বলবে, কুরআন পাঠ করবে কিন্তু কুরআন তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না। তারা দীন থেকে বেরিয়ে যাবে যেমন বেরিয়ে যায় তীর তার লক্ষ্যস্থল ভেদ করে। যখন তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করবে, তখন তাদেরকে তোমরা হত্যা করে ফেলবে। কেননা তাদেরকে হত্যা করার মাঝে রয়েছে কিয়ামতের দিন আল্লাহর নিকট প্রতিদান ঐ ব্যক্তির জন্য, যে তাদেরকে হত্যা করবে।

٢٣٣٤- حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَخْبَرَنَا عِيْسٰى بْنُ يُوْنُسَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اَبِىْ بَكْرٍ الْمُقَدَّمِىُّ وَاَبُوْ بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِىٍّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ كِلاَهُمَا عَنِ الْاَعْمَشِ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ مِثْلَهُ.

২৩৩৪. ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম, মুহাম্মদ ইব্ন আবূ বাকর মুকাদ্দামী, আবূ বাকর ইব্ন নাফি (র)... আ'মাশ (র) সূত্রে এ সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٢٣٣٥- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَاَبُوْ كُرَيْبٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ كِلاَهُمَا عَنِ الْاَعْمَشِ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ وَلَيْسَ فِىْ حَدِيْثِهِمَا يَمْرُقُوْنَ مِنَ الدِّيْنِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ.

২৩৩৫. উসমান ইব্ন আবূ শায়বা, আবূ বাক্র ইব্ন আবূ শায়বা, আবূ কুরায়ব ও যুহায়র ইব্ন হারব (র)...... আ'মাশ (র) সূত্রে এ সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে এ হাদীসের মধ্যে "তারা দীন থেকে বেরিয়ে যাবে যেমন তীর তার লক্ষ্যস্থল ভেদ করে বের হয়ে যায়"- কথাটি উল্লেখ নেই।

٢٣٣٦- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اَبِىْ بَكْرٍ الْمُقَدَّمِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ وَحَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ (وَاللَّفْظُ لَهُمَا) قَالاَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ عُلَيَّةَ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبِيْدَةَ عَنْ عَلِىٍّ قَالَ ذَكَرَ الْخَوَارِجَ فَقَالَ فِيْهِمْ رَجُلٌ مُخْدَجُ الْيَدِ اَوْ مُوْدَنُ الْيَدِ اَوْ مَثْدُوْنُ الْيَدِ لَوْلاَ اَنْ تَبْطَرُوْا لَحَدَّثْتُكُمْ بِمَا وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ يَقْتُلُوْنَهُمْ عَلٰى لِسَانِ مُحَمَّدٍ ﷺ قَالَ قُلْتُ اَنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْ مُحَمَّدٍ ﷺ قَالَ اِىْ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ اِىْ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ اِىْ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ.

২৩৩৬. মুহাম্মদ ইব্ন আবূ বাকর মুকাদ্দামী, কুতায়বা ইব্ন সাঈদ, আবূ বাকর ইব্ন আবূ শায়বা ও যুহায়র ইব্ন হারব (র)...... আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি খারেজী সম্প্রদায় সম্পর্কে আলোচনা করলেন এবং বললেন, এদের মধ্যে এক ব্যক্তি এমন হবে যার হস্তদ্বয় খাটো হবে। তোমরা ঔদ্ধত্য প্রদর্শন না করলে, আল্লাহ তা'আলা মুহাম্মদ ﷺ-এর যবানীতে তাদেরকে যারা হত্যা করবে, তাদের যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তা আমি তোমাদেরকে বলে দিতে পারি। বর্ণনাকারী বলেন, আমি তাঁকে বললাম, আপনি এ কথা মুহাম্মদ ﷺ থেকে শুনেছেন কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ, আমি শুনেছি, এ কা'বাগৃহের মালিকের শপথ, এ কা'বাগৃহের মালিকের শপথ, এ কা'বাগৃহের মালিকের শপথ।

٢٣٣٧–حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِى عَدِىٍّ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبِيْدَةَ قَالَ لاَ اُحَدِّثُكُمْ اِلاَّ مَا سَمِعْتُ مِنْهُ فَذَكَرَ عَنْ عَلِىٍّ نَحْوَ حَدِيْثِ اَيُّوْبَ مَرْفُوْعًا.

২৩৩৭. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না (র)...... মুহাম্মদ ইব্ন আবীদা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তাঁর থেকে আমি যা শুনেছি তাই তোমাদেরকে নিকট বর্ণনা করছি। এরপর তিনি আলী (রা) থেকে হাদীসটি আয়্যুবের অনুরূপ মারফূরূপে বর্ণনা করলেন।

٢٣٣٨–حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ اَبِى سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ زَيْدُ بْنُ وَهْبٍ الْجُهَنِىُّ اَنَّهُ كَانَ فِى الْجَيْشِ الَّذِيْنَ كَانُوْا مَعَ عَلِىٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ الَّذِيْنَ سَارُوْا اِلَى الْخَوَارِجِ فَقَالَ عَلِىٌّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَيُّهَا النَّاسُ اِنِّى سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ يَخْرُجُ قَوْمٌ مِّنْ اُمَّتِى يَقْرَاُوْنَ الْقُرْاٰنَ لَيْسَ قِرَاءَتُكُمْ اِلَى قِرَاءَتِهِمْ بِشَىْءٍ وَلاَ صَلاَتُكُمْ اِلَى صَلاَتِهِمْ بِشَىْءٍ وَلاَ صِيَامُكُمْ اِلَى صِيَامِهِمْ بِشَىْءٍ يَقْرَاُوْنَ الْقُرْاٰنَ يَحْسَبُوْنَ اَنَّهُ لَهُمْ وَهُوَ عَلَيْهِمْ لاَتُجَاوِزُ صَلاَتُهُمْ تَرَاقِيَهُمْ يَمْرُقُوْنَ مِنَ الْاِسْلاَمِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ لَوْ يَعْلَمُ الْجَيْشُ الَّذِيْنَ يُصِيْبُوْنَهُمْ مَا قُضِىَ لَهُمْ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِمْ لاَتَّكَلُوْا عَنِ الْعَمَلِ وَاٰيَةُ ذٰلِكَ اَنَّ فِيْهِمْ رَجُلاً لَهُ عَضُدٌ وَلَيْسَ لَهُ ذِرَاعٌ عَلَى رَأْسِ عَضُدِهِ مِثْلُ حَلَمَةِ الثَّدْىِ عَلَيْهِ شَعَرَاتٌ بِيْضٌ فَتَذْهَبُوْنَ اِلَى مُعَاوِيَةَ وَاَهْلِ الشَّامِ وَتَتْرُكُوْنَ هٰؤُلاَءِ يَخْلُفُوْنَكُمْ فِى ذَرَارِيِّكُمْ وَاَمْوَالِكُمْ وَاللّٰهِ اِنِّى لاَرْجُوْ اَنْ يَكُوْنُوْا هٰؤُلاَءِ الْقَوْمِ فَاِنَّهُمْ قَدْ سَفَكُوْا الدَّمَ الْحَرَامَ وَاَغَارُوْا فِى سَرْحِ النَّاسِ فَسِيْرُوْا عَلَى اسْمِ اللّٰهِ قَالَ سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ فَنَزَّلَنِى زَيْدُ بْنُ وَهْبٍ مَنْزِلاً حَتَّى قَالَ مَرَرْنَا عَلَى قَنْطَرَةٍ فَلَمَّا الْتَقَيْنَا وَعَلَى الْخَوَارِجِ يَوْمَئِذٍ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ الرَّاسِبِىُّ فَقَالَ لَهُمْ اَلْقُوْا الرِّمَاحَ وَسُلُّوْا سُيُوْفَكُمْ مِنْ جُفُوْنِهَا فَاِنِّى اَخَافُ اَنْ يُنَاشِدُوْكُمْ كَمَا نَاشَدُوْكُمْ يَوْمَ حَرُوْرَاءَ فَرَجَعُوْا فَوَحَّشُوْا بِرِمَاحِهِمْ وَسَلُّوْا السُّيُوْفَ وَشَجَرَهُمُ النَّاسُ بِرِمَاحِهِمْ قَالَ وَقُتِلَ بَعْضُهُمْ عَلَى

بَعْضٍ وَمَا أُصَيْبَ مِنَ النَّاسِ يَوْمَئِذٍ الاَّ رَجُوْلاَنِ فَقَالَ عَلِىٌّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ الْتَمِسُوْا فِيْهِمُ الْمُخْدَجَ فَالْتَمَسُوْهُ فَلَمْ يَجِدُوْهُ فَقَامَ عَلِىٌّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ بِنَفْسِهِ حَتّٰى اَتٰى نَاسًا قَدْ قُتِلَ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ قَالَ اَخِّرُوْهُمْ فَوَجَدُوْهُ مِمَّا يَلِى الْاَرْضَ فَكَبَّرَ ثُمَّ قَالَ صَدَقَ اللّٰهُ وَبَلَّغَ رَسُوْلُهُ قَالَ فَقَامَ اِلَيْهِ عَبِيْدَةُ السَّلْمَانِىُّ فَقَالَ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ اللّٰهُ الَّذِىْ لَااِلٰهَ الاَّ هُوَ لَسَمِعْتَ هٰذَا الْحَدِيْثَ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اِىْ وَاللّٰهِ الَّذِىْ لااِلٰهَ الاَّ هُوَ حَتّٰى اسْتَحْلَفَهُ ثَلاَثًا وَهُوَ يَحْلِفُ لَهُ.

২৩৩৮. আব্‌দ ইব্‌ন হুমায়দ (র)...... যায়দ ইব্‌ন ওয়াহব জুহানী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি ঐ সৈন্যদলের মধ্যে ছিলেন, যারা আলী (রা)-এর সাথে খারেজী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য সফর করেছিলেন। আলী (রা) বললেন, হে লোক সকল! আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট শুনেছি, তিনি বলেছেন, আমার উম্মত থেকে এমন একদল লোক বের হবে যারা কুরআন পাঠ করবে। তোমাদের কিরা'আত তাদের কিরা'আতের সামনে কিছুই নয়। তোমাদের সালাত তাদের সালাতের তুলনায় কিছুই নয় এবং তোমাদের সাওম তাদের সাওমের তুলনায় কিছুই নয়। আরা কুরআন পাঠ করবে আর ভাববে তা তাদের পক্ষে। প্রকৃতপক্ষে তা তাদের বিপক্ষে। তাদের সালাত তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না। তারা ইসলাম থেকে বের হয়ে যাবে যেমন তীর তার লক্ষ্যস্থল ভেদ করে বের হয়ে যায়; যে সেনাদল কর্তৃক তারা আক্রান্ত হবে তাদের সম্পর্কে নবী ﷺ-এর মুখে যে সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়েছে, তা যদি সৈন্যগণ জানত তবে অবশ্যই তারা আমল ছেড়ে দিয়ে বসে থাকত। তাদের নির্দশন এই যে, তাদের মাঝে এমন এক ব্যক্তি হবে যার বাহুর সঙ্গে হাত থাকবে না। তা হবে স্তনের বোঁটার ন্যায়, যার উপরে থাকবে সাদা কতগুলো পশম। (আলী রা) বলেন, তোমরা মু'আবিয়া (রা) ও সিরিয়াবাসীদের দিকে অগ্রসর হচ্ছ এবং তাদেরকে এড়িয়ে যাচ্ছ অথচ তারা তোমাদের পেছনে তোমাদের সন্তান-সন্ততিদেরকে কষ্ট দিবে এবং তোমাদের ধন-সম্পদ নষ্ট করবে। আল্লাহর শপথ! আমি আশংকা করি তারাই ঐ কাওম যারা অন্যায়ভাবে রক্তপাত ঘটাবে এবং মানুষের পশুগুলো লুণ্ঠন করবে। অতএব তোমরা আল্লাহর নাম নিয়ে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য চল। সালামা ইব্‌ন কুহায়ল (রা) বলেন, এরপর যায়দ ইব্‌ন ওয়াহব (র) আমার নিকট সৈন্যদের বিভিন্ন মনযিলে অবতরণের কথা বর্ণনা করলেন। তারপর বললেন, যেতে যেতে আমরা একটি পুল অতিক্রম করলাম। এরপর আমরা তাদের সাক্ষাত পেলাম। সেদিন খারেজীদের সেনাপতি ছিল আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ওয়াহাব রাসিবী। সে তাদেরকে দির্দেশ দিল, তোমরা বর্শা রেখে দাও এবং তরবারি খাপমুক্ত কর। আমি আশংকা করছি, তারা তোমাদের প্রতি হামলা করবে যেমন হারুরার দিন হামলা করেছিল। এরপর তারা ফিরে গিয়ে নিজ বর্শা খুলে রেখে দিল এবং তরবারি কোষমুক্ত করল। মুসলমানগণ বর্শাদ্বারা তাদের প্রতি আক্রমণ করলে তারা নিহত হয়ে একের পর এক ধরাশায়ী হতে লাগল। সেদিন মুসলমানদের দুই ব্যক্তিই কেবল শহীদ হয়েছিলেন। আলী (রা) বললেন, তোমরা এদের মধ্যে খাটো হাতবিশিষ্ট লোকটিকে তালাশ কর। তারা সকলেই তাকে তালাশ করলেন কিন্তু পেলেন না। এরপর আলী (রা) স্বয়ং দাঁড়ালেন এবং একের পর এক পতিত লাশগুলোর কাছে গেলেন। এরপর তিনি লাশগুলো সরাবার নির্দেশ দিলেন। এ সময় তারা মাটির সাথে লেগে থাকা অবস্থায় খাটো হাতবিশিষ্ট লোকটিকে পেয়ে গেলেন। তখন আলী (রা) 'আল্লাহ আকবার' ধ্বনি দিলেন এবং বললেন, আল্লাহ্ সত্য বলেছেন এবং তাঁর রাসূল ﷺ যথাযথভাবে পৌছিয়েছেন। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর আবীদা সালমানী (রা) তার নিকট দাঁড়িয়ে বললেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! তিনিই আল্লাহ্, যিনি ব্যতীত আর কোন ইলাহ নেই, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে

আপনি এ হাদীস শুনেছেন কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ, ঐ আল্লাহর শপথ! যিনি ব্যতীত আর কোন ইলাহ নেই। এভাবে 'আবীদা তিনবার তাকে কসম করতে বললেন এবং তিনি তার কথায় কসম করলেন।

٢٣٣٩- حَدَّثَنِىْ اَبُوْ الطَّاهِرِ وَيُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى قَالاَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ وَهْبٍ اَخْبَرَنِىْ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الاَشَجِّ عَنْ بُسْرِبْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ رَافِعٍ مَوْلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّ الْحَرُوْرِيَّةَ لَمَّا خَرَجَتْ وَهُوَ مَعَ عَلِىِّ ابْنِ اَبِىْ طَالِبٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالُوْا لاَحُكْمَ اِلاَّ لِلّٰهِ قَالَ عَلِىٌّ كَلِمَةُ حَقٍّ اُرِيْدَبِهَا بَاطِلٌ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَصَفَ نَاسًا اِنِّىْ لاَعْرِفُ صِفَتَهُمْ فِىْ هٰؤُلاَءِ يَقُوْلُوْنَ الْحَقَّ بِاَلْسِنَتِهِمْ لاَيَجُوْزُ هٰذَا مِنْهُمْ (وَاَشَارَ اِلٰى حَلْقِهٖ) مِنْ اَبْغَضِ خَلْقِ اللّٰهِ اِلَيْهِ مِنْهُمْ اَسْوَدُ اِحْدٰى يَدَيْهِ طُبْىُ شَاةٍ اَوْ حَلَمَةُ ثَدْىٍ فَلَمَّا قَتَلَهُمْ عَلِىُّ بْنُ اَبِىْ طَالِبٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ انْظُرُوْا فَنَظَرُوْا فَلَمْ يَجِدُوْا شَيْئًا فَقَالَ ارْجِعُوْا فَوَاللّٰهِ مَا كَذَبْتُ وَلاَ كُذِبْتُ مَرَّتَيْنِ اَوْ ثَلاَثًا ثُمَّ وَجَدُوْهُ فِىْ خَرِبَةٍ فَاَتَوْابِهٖ حَتّٰى وَضَعُوْهُ بَيْنَ يَدَيْهِ قَالَ عُبَيْدُ اللّٰهِ وَاَنَا حَاضِرُ ذَالِكَ مِنْ اَمْرِهِمْ وَقَوْلِ عَلِىٍّ فِيْهِمْ زَادَ يُوْنُسُ فِىْ رِوَايَتِهٖ قَالَ بُكَيْرٌ وَحَدَّثَنِىْ رَجُلٌ عَنِ ابْنِ حُنَيْنٍ اَنَّهٗ قَالَ رَاَيْتُ ذَالِكَ الْاَسْوَدَ.

২৩৩৯. আবুত তাহির ও ইউনুস ইব্‌ন আবদুল আ'লা (র)...... রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর আযাদকৃত গোলাম উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন আবূ রাফি' (রা) থেকে বর্ণিত। যখন খারেজী সম্প্রদায়ের উত্থান হল তখন তিনি (রাবী) আলী (রা)-এর সাথে ছিলেন। তারা বলতে লাগল যে, "হুকুম একমাত্র আল্লাহর।" তখন আলী (রা) বললেন, "কথা তো হক কিন্তু এর উদ্দেশ্য বাতিল।" রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কতিপয় লোকের নির্দশন বর্ণনা করেছেন, এ নিদর্শনগুলো এদের মাঝে আমি অবশ্যই দেখতে পাচ্ছি। দেখতে পাছি তারা মুখে সত্য কথা বলবে কিন্তু এ কথা তাদের এ স্থানও অতিক্রম করবে না। এই বলে তিনি কণ্ঠনালীর দিকে ইশারা করলেন। তারা সৃষ্টিজগতের সর্বাপেক্ষা ঘৃণিত লোক। তাদের মধ্যে একজন কালো লোক রয়েছে। তার একট হাত বক্‌রীর ওলানের মত অথবা স্তনের বোঁটার মত। যখন আলী (রা) তাদেরকে হত্যা করলেন তখন তিনি বললেন, তোমরা (তাকে) তালাশ কর। তারা তালাশ করলেন কিন্তু কিছুই পেলেন না। এরপর তিনি দু'বার কিংবা তিনবার বললেন। অতঃপর তারা তাকে লাশের স্তুপের মধ্যে পেয়ে আলী (রা)-এর নিকট নিয়ে আসলেন এবং তার সামনে রেখে দিলেন। 'উবায়দুল্লাহ (রা) বলেন, তাদের বিষয়টি আমি প্রত্যক্ষ করেছি এবং তাদের সম্পর্কে আলী (রা) যা বলেছেন আমি তা শুনেছি। ইউনুস (র)-এর রিওয়ায়াতে তিনি অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, বুকায়র বলেন, এক ব্যক্তি ইব্‌ন হুনায়ন থেকে আমাকে বর্ণনা করেছেন, ইব্‌ন হুনায়ন (র) বলেছেন, আমি কালো লোকটিকে দেখেছি।

٢٣٤٠- حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوْخَ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيْرَةِ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ هِلاَلٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ بَعْدِىْ مِنْ اُمَّتِىْ اَوْ سَيَكُوْنُ بَعْدِىْ مِنْ اُمَّتِىْ قَوْمٌ يَقْرَأُوْنَ الْقُرْاٰنَ لاَيُجَاوِزُ حَلاَقِيَهُمْ يَخْرُجُوْنَ مِنَ الدِّيْنِ كَمَا يَخْرُجُ السَّهْمُ مِنَ

الرَّمِيَّةِ ثُمَّ لاَ يَعُوْدُوْنَ فِيْهِ هُمْ شَرُّ الْخَلْقِ وَالْخَلِيْقَةِ فَقَالَ ابْنُ الصَّامِتِ فَلَقِيْتُ رَافِعَ بْنَ عَمْرٍو الْغِفَارِيَّ اَخَا الْحَكَمِ الْغِفَارِيِّ قُلْتُ مَا حَدِيْثٌ سَمِعْتُهُ مِنْ اَبِيْ ذَرٍّ كَذَا وَكَذَا فَذَكَرْتُ لَهُ هٰذَا الْحَدِيْثَ فَقَالَ وَاَنَا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ.

২৩৪০. শায়বান ইব্‌ন ফাররূখ (র)...... আবূ যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, আমার পর আমার উম্মাতের থেকে অথবা অচিরেই আমার পর আমার উম্মাত থেকে এমন কাওম আবির্ভূত হবে যারা কুরআন পাঠ করবে কিন্তু কুরআন তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না। তারা দীন থেকে বেরিয়ে যাবে যেমন বেরিয়ে যায় তীর তার লক্ষ্যস্থল ভেদ করে। এরপর তারা আর দীনের দিকে ফিরে আসবে না। তারা সৃষ্টি জগতের সর্ব নিকৃষ্ট লোক হবে এবং তাদের স্বভাব ও হবে নীচু ধরনের। ইব্‌ন সামিত (রা) বলেন, আমি হাকাম গিফারীর ভাই রাফি' ইব্‌ন আমর গিফারী (রা)-এর সঙ্গে সাক্ষাত করে বললাম, এ কেমন হাদীস শুনতে পেলাম আবূ যার (রা) থেকে! তার নিকট আমি হাদীসটি উল্লেখ করলাম। তখন তিনি বললেন, এ হাদীস আমিও রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট শুনেছি।

٢٣٤١-حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ يُسَيْرِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ سَاَلْتُ سَهْلَ بْنَ حُنَيْفٍ هَلْ سَمِعْتَ النَّبِيَّ ﷺ يَذْكُرُ الْخَوَارِجَ فَقَالَ سَمِعْتُهُ (وَاَشَارَ بِيَدِهِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ) قَوْمٌ يَقْرَأُوْنَ الْقُرْاٰنَ بِاَلْسِنَتِهِمْ لاَيَعْدُوْ تَرَاقِيَهُمْ يَمْرُقُوْنَ مِنَ الدِّيْنِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ.

২৩৪১. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)...... ইউসায়র ইব্‌ন আম্‌র (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সাহল ইবন হুনায়ফ (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম যে, নবী ﷺ খারেজীদের সম্পর্কে যে আলোচনা করেছেন, তা কি আপনি শুনেছেন? তিনি বললেন, আমি তা শুনেছি। তিনি (পূর্বদিকে হাত দিয়ে ইশারা করে) বললেন, তারা এমন কাওম যারা মুখে কুরআন পাঠ করবে কিন্তু কুরআন তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না। তারা দীন থেকে বেরিয়ে যাবে যেমন বেরিয়ে যায় তীর তার লক্ষ্যস্থল ভেদ করে।

٢٣٤٢-وَحَدَّثَنَاهُ اَبُوْ كَامِلٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الشَّيْبَانِيُّ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ وَقَالَ يَخْرُجُ مِنْهُ اَقْوَامٌ.

২৩৪২. আবূ কামিল (র)...... সুলায়মান শায়বানী (র)-এর সূত্রে এ সনদে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, এ উম্মাতের থেকে কতিপয় সম্প্রদায় আবির্ভূত হবে।

٢٣٤٣- حَدَّثَنَا اَبِيْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ وَاِسْحٰقُ جَمِيْعًا عَنْ يَزِيْدَ قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ ابْنُ هٰرُوْنَ عَنِ الْعَوَّامِ بْنِ حَوْشَبٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيُّ عَنْ اُسَيْرِبْنِ عَمْرٍو عَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يَتِيْهُ قَوْمٌ قِبَلَ الْمَشْرِقِ مُحَلَّقَةٌ رُؤُسُهُمْ.

২৩৪৩. আবূ বাকর ইবন আবূ শায়বা ও ইসহাক (র)...... সাহল ইব্ন হুনায়ফ (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, পূর্বাঞ্চলে এমন এক সম্প্রদায় আবির্ভূত হবে যাদের মাথা মুড়ান থাকবে।

٣٧- بَابُ تَحْرِيْمِ الزَّكَاةِ عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَعَلَى اٰلِهٖ وَهُمْ بَنُوْ هَاشِمٍ وَبَنُوْ الْمُطَّلِبِ دُوْنَ غَيْرِهِمْ

৩৭. পরিচ্ছেদ : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এবং তাঁর বংশধরদের জন্য যাকাত গ্রহণ করা অবৈধ; তাঁর বংশধর হল, বনী হাশিম এবং বনী মুত্তালিব গোত্রের লোকজন, অন্য কেউ নয়

٢٣٤٤- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِيْ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدٍ وَهُوَ ابْنُ زِيَادٍ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ اَخَذَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ تَمْرَةً مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ فَجَعَلَهَا فِيْ فِيْهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَخْ كَخْ اِرْمِ بِهَا اَمَا عَلِمْتَ اَنَّا لاَ نَاْكُلُ الصَّدَقَةَ.

২৩৪৪. উবায়দুল্লাহ্ ইবন মু'আয আম্বারী (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হাসান ইব্ন আলী (রা) সদকার একটি খেজুর হাতে নিয়ে তা মুখে দিলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ 'কাখ-কাখ ধ্বনিদ্বারা ইংগিত করে বললেন, এ ফেলে দাও। তুমি কি জান না আমরা সদকা খাই না?

٢٣٤٥- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى وَاَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ جَمِيْعًا عَنْ وَكِيْعٍ عَنْ شُعْبَةَ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ وَقَالَ اِنَّا لاَ تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ.

২৩৪৫. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া, আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা ও যুহায়র ইব্ন হারব (র)...... শু'বা (র) থেকে এ সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে এ হাদীসে আছে যে, সদকা আমাদের জন্য হালাল নয়।

٢٣٤٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ عَدِيٍّ كِلاَهُمَا عَنْ شُعْبَةَ فِيْ هٰذَا الْاِسْنَادِ كَمَا قَالَ ابْنُ مُعَاذٍ اَنَّا لاَ نَاْكُلُ الصَّدَقَةَ.

২৩৪৬. মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার ও ইবনুল মুসান্না (র)...... শু'বা (র) থেকে এ সনদে ইব্ন মু'আয (রা)-এর অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, সদকা আমরা খাই না।

٢٣٤٧- حَدَّثَنِيْ هٰرُوْنُ بْنُ سَعِيْدٍ الْاَيْلِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ عَمْرٌو اَنَّ اَبَا يُوْنُسَ مَوْلٰى اَبِيْ هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ قَالَ اِنِّيْ لاَنْقَلِبُ اِلٰى اَهْلِيْ فَاَجِدُ التَّمْرَةَ سَاقِطَةً عَلٰى فِرَاشِيْ ثُمَّ اَرْفَعُهَا لاٰكُلَهَا اَخْشٰى اَنْ تَكُوْنَ صَدَقَةً فَاُلْقِيْهَا.

২৩৪৭. হারুন ইব্ন সাঈদ আয়লী (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার পরিবার-পরিজনদের নিকট প্রত্যাবর্তন করে আমার বিছানার উপর একটি খেজুর পড়ে আছে দেখতে পাই। এরপর খাওয়ার জন্য আমি তা উঠিয়ে নিই। তারপর আমার আশংকা হয় তা সদকার হতে পারে তাই আমি তা ফেলে দেই

٢٣٤٨- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّامٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرُ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هٰذَا مَا حَدَّثَنَا اَبُوْ هُرَيْرَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرَ اَحَادِيْثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاللّٰهِ اِنِّىْ لاَنْقَلِبُ اِلٰى اَهْلِىْ فَاَجِدُ التَّمْرَةَ سَاقِطَةً عَلٰى فِرَاشِىْ اَوْ فِىْ بَيْتِىْ فَاَرْفَعُهَا لاَكُلَهَا ثُمَّ اَخْشٰى اَنْ تَكُوْنَ صَدَقَةً اَوْ مِنَ الصَّدَقَةِ فَاُلْقِيْهَا.

২৩৪৮. মুহাম্মদ ইব্‌ন রাফি' (র)...... হাম্মাম ইব্‌ন মুনাব্বিহ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবূ হুরায়রা (রা) মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন। এ বলে তিনি তাঁর থেকে কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করলেন। এরপর বললেন, রাসুলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, আল্লাহর শপথ! আমি আমার পরিবার-পরিজনের নিকট প্রত্যাবর্তন করে একটি খেজুর বিছানায় অথবা ঘরের ভেতর পড়ে থাকা অবস্থায় দেখতে পাই এবং খাওয়ার জন্য তা উঠিয়ে নিই। অনন্তর আমার ভয় হয় হয়ত তা সদকা হবে। তাই আমি তা ফেলে দেই।

٢٣٤٩- حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ يَحْيٰى قَالَ اَخْبَرَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ وَجَدَ تَمْرَةً فَقَالَ لَوْلاَ اَنْ تَكُوْنَ مِنَ الصَّدَقَةِ لاَكَلْتُهَا.

২৩৪৯. ইয়াহ্‌য়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌য়া (র)...... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। একদা নবী ﷺ একটি খেজুর পেয়ে বললেন, এটা যদি সদকার খেজুর না হত তাহলে অবশ্যই আমি তা খেয়ে ফেলতাম।

٢٣٥٠- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ قَالَ اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَرَّ بِتَمْرَةٍ بِالطَّرِيْقِ فَقَالَ لَوْلاَ اَنْ تَكُوْنَ مِنَ الصَّدَقَةِ لاَكَلْتُهَا.

২৩৫০. আবূ কুরায়ব (র)...... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ রাস্তায় পড়ে থাকা একটি খেজুরের পার্শ্ব দিয়ে পথ অতিক্রম করার সময় বললেন, যদি এটা সদকা না হত তাহলে অবশ্যই আমি খেয়ে ফেলতাম।

٢٣٥١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ وَجَدَ تَمْرَةً فَقَالَ لَوْلاَ اَنْ تَكُوْنَ صَدَقَةً لاَ كَلْتُهَا.

২৩৫১. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না ও ইব্‌ন বাশ্‌শার (র)...... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ একটি খেজুর পেয়ে বললেন, যদি সদকার না হত তাহলে অবশ্যই আমি এটা খেয়ে ফেলতাম।

٢٣٥٢- حَدَّثَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ اَسْمَاءَ الضُّبَعِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نَوْفَلِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ حَدَّثَهُ اَنَّ عَبْدَ الْمُطَّلِبِ بْنَ رَبِيْعَةَ بْنِ الْحَارِثِ حَدَّثَهُ قَالَ اجْتَمَعَ رَبِيْعَةُ بْنُ الْحَارِثِ وَالْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالَ وَاللّٰهِ لَوْ بَعَثْنَا هٰذَيْنِ الْغُلاَمَيْنِ (قَالاَ لِىْ وَلِلْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ) اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ فَكَلَّمَاهُ فَاَمَّرَ هُمَا عَلٰى هٰذِهِ

الصَّدَقَاتِ فَاَدَّيَا مَايُؤَدِي النَّاسُ وَاَصَابَا مِمَّا يُصِيْبُ النَّاسُ قَالَ فَبَيْنَمَا هُمَا فِيْ ذَالِكَ جَاءَ عَلِيُّ بْنُ اَبِيْ طَالِبٍ فَوَقَفَ عَلَيْهِمَا فَذَكَرَا لَهُ ذَالِكَ فَقَالَ عَلِيُّ بْنُ اَبِيْ طَالِبٍ لاَ تَفْعَلاَ فَوَ اللّٰهِ مَاهُوَ بِفَاعِلٍ فَانْتَحَاهُ رَبِيْعَةُ بْنُ الْحَارِثِ فَقَالَ وَاللّٰهِ مَاتَصْنَعُ هٰذَا الاَّ نَفَاسَةً مِنْكَ عَلَيْنَا فَوَ اللّٰهِ لَقَدْ نِلْتَ صِهْرَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَمَا نَفِسْنَاهُ عَلَيْكَ قَالَ عَلِيُّ اَرْسِلُوْهُمَا فَانْطَلَقَا وَاَضْطَجَعَ عَلِيُّ قَالَ فَلَمَّا صَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الظُّهْرَ سَبَقْنَاهُ اِلَى الْحُجْرَةِ فَقُمْنَا عِنْدَهَا حَتّٰى جَاءَ فَاَخَذَ بِاَذَانِنَا ثُمَّ قَالَ اَخْرِجَا مَا تُصَرِّرَانِ ثُمَّ دَخَلَ وَدَخَلْنَا عَلَيْهِ وَهُوَ يَوْمَئِذٍ عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ قَالَ فَتَوَاكَلْنَا الْكَلاَمَ ثُمَّ تَكَلَّمَ اَحَدُ نَا فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَنْتَ اَبَرُّ النَّاسِ وَاَوْصَلُ النَّاسِ وَقَدْ بَلَغْنَا النِّكَاحَ فَجِئْنَا لِتُؤَمِّرَنَا عَلٰى بَعْضِ هٰذِهِ الصَّدَقَاتِ فَنُؤَدِّيَ اِلَيْكَ كَمَا يُؤَدِّيْ النَّاسُ وَنُصِيْبَ كَمَا يُصِيْبُوْنَ قَالَ فَسَكَتَ طَوِيْلاً حَتّٰى اَرَدْنَا اَنْ نُكَلِّمَهُ قَالَ وَجَعَلَتْ زَيْنَبُ تُلْمِعُ عَلَيْنَا مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ اَنْ لاَتُكَلِّمَاهُ قَالَ ثُمَّ قَالَ اِنَّ الصَّدَقَةَ لاَتَنْبَغِيْ لاِلَ مُحَمَّدٍ اِنَّمَا هِيَ اَوْسَاخُ النَّاسِ اَدْعُوَالِيْ مَحْمِيَةَ (وَكَانَ عَلَى الْخُمُسِ) وَنَوْفَلَ بْنَ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَالَ فَجَاءَهُ فَقَالَ لِمَحْمِيَةَ اَنْكِحْ هٰذَا الْغُلاَمَ ابْنَتَكَ (لِلْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ) فَاَنْكَحَهُ وَقَالَ لَنَوْفَلِ بْنِ الْحَارِثِ اَنْكِحْ هٰذَا الْغُلاَمَ ابْنَتَكَ (لِيْ) فَاَنْكَحَنِيْ وَقَالَ لِمَحْمِيَةَ اَصْدِقْ عَنْهُمَا مِنَ الْخُمُسِ كَذَا وَكَذَا قَالَ الزُّهْرِيُّ وَلَيُسَمِّهِ لِيْ.

২৩৫২. 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আসমা আয্-যুবাঈ (র)...... 'আবদুল মুত্তালিব ইবনুল হারিস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাবী'আ ইবনুল হারিস (রা) এবং আব্বাস ইব্ন আবদুল মুত্তালিব (রা) একত্র হলেন। তারা আমার ও ফয্ল ইব্ন আবাস (রা) সম্পর্কে বললেন, আল্লাহর কসম! আমরা যদি এ দু'জন যুবককে রাসুলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট পাঠাই এবং তারা রাসুলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাথে কথা বলে; ফলে তিনি তাদেরকে যাকাত উসূলকারী নিয়োগ করেন এবং মানুষ যা যাকাত প্রদান করবে তা তারা তাঁর নিকট পৌছিয়ে দেয় এবং এবং তারা পারিশ্রমিক হিসাবে ঐ পরিমাণ পায় যা অন্যান্য লোকেরা পেয়ে থাকে; তবে ভাল হবে। এ সময় আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা) এসে তাদের নিকট দাঁড়ালেন। তারা এ বিষয়টি তার নিকট উল্লেখ করলেন। আলী (রা) বললেন, আপনারা পাঠাবেন না। কারণ আল্লাহর শপথ! রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এ কাজ করবেন না। তখন রাবী'আ ইবনুল হারিস (রা) আলী (রা)-এর প্রতি রেগে গেলেন এবং বললেন, আল্লাহর শপথ! আপনি আমাদের প্রতি ঈর্ষান্বিত হয়ে এ আচরণ করছেন। আল্লাহর কসম! আপনি রাসূলুল্লাহ্, ﷺ-এর জামাতা হবার সৌভাগ্য অর্জন করেছেন। কিন্তু আমরা তো এতে আপনার প্রতি ঈর্ষা করি না। এ কথা শুনে আলী (রা) বললেন, তোমরা তাদেরকে পাঠিয়ে দাও। এরপর তারা চললেন এবং আলী (রা) শুয়ে পড়লেন। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন যোহরের সালাত আদায় করলেন তখন তারা অগ্রে গিয়ে হুজরার নিকট দাঁড়িয়ে রইলেন। নবী ﷺ এসে তাদের উভয়ের কান ধরে বললেন, তোমাদের মনে কি কথা জমা আছে বল। তারপর তিনি হুজরায় প্রবেশ করলেন। আমরাও তাঁর সাথে

প্রবেশ করলাম। এ সময় তিনি যায়নাব বিনত জাহশের গৃহে অবস্থান করছিলেন। বারী বলেন, আমরা একে অন্যের উপর কথা বলার ভার অর্পণ করেছিলাম। এ সময় আমাদের একজন কথা বলতে আরম্ভ করল এবং বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি মানুষের মধ্যে সর্বাধিক দয়াবান এবং আত্মীয়তা রক্ষাকারী। আমরা বিবাহের বয়সে পদার্পণ করেছি। আমরা এসেছি, যেন আপনি আমাদেরকে এই যাকাতের মাল উসূলকারী নিয়োজিত করেন। আমরা তা আপনার নিকট পৌঁছিয়ে দিব যেমন অন্যান্য লোকেরা পৌঁছিয়ে দেন এবং আমরাও (এর থেকে কিছু) পাব যেমন অন্যান্যরা পান। বর্ণনকারী বলেন, এ কথা শুনে তিনি দীর্ঘক্ষণ নীবর থাকলেন। অবশেষে পুনরায় আমরা তাঁর সাথে (এ বিষয়ে) কথা বলার ইচ্ছা করলাম। তখন যায়নাব (রা) পর্দার অন্তরাল থেকে আমাদেরকে ইশারা করে বললেন, তাঁর সাথে এখন কোন কথা বলো না। রাবী বলেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, মুহাম্মদ ﷺ-এর পরিবার-পরিজনের জন্য সদকার মাল খাওয়া বৈধ নয়। এতো মানুষের ময়লা। তোমরা মাহমিয়াকে আমার নিকট ডেকে আন। সে খুমূসের রক্ষণাবেক্ষণকারী ছিল। আর নাওফল ইবনুল হারিস ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিবকেও। তারা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট আসলেন। তিনি মাহমিয়াকে বললেন, তুমি তোমার কন্যাকে ফযল ইব্‌ন আব্বাসের নিকট বিয়ে দিয়ে দাও। তিনি তাই করলেন। এরপর নাওফল ইব্‌ন হারিস (রা)-কে বললেন, তুমিও তোমার কন্যাকে এ ছেলেটির নিকট বিয়ে দিয়ে দাও। বর্ণনাকারী আবদুল মুত্তালিব (রা) বলেন, সুতরাং তিনি আমার নিকট নিজ কন্যাকে বিয়ে দিয়ে দিলেন। তারপর তিনি মাহ্‌মিয়াকে বললেন, খুমূসের মাল থেকে তাদের পক্ষ হতে মাহ্‌র আদায় করে দাও। ইমাম যুহরী (র) বলেন, তিনি আমার নিকট তার নাম উল্লেখ করেন নি।

٢٣٥٣- حَدَّثَنَا هٰرُوْنُ بْنُ مَعْرُوْفٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ بْنُ يَزِيْدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ الْهَاشِمِىِّ اَنَّ عَبْدَ الْمُطَّلِبِ بْنَ رَبِيْعَةَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ اَخْبَرَهُ اَنَّ اَبَاهُ رَبِيْعَةَ بْنَ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَالْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَالاَ لِعَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ رَبِيْعَةَ وَلِلْفَضْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَئْتِيَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَسَاقَ الْحَدِيْثَ بِنَحْوِ حَدِيْثِ مَالِكٍ وَقَالَ فِيْهِ فَاَلْقٰى عَلِىٌّ رِدَاءَهُ ثُمَّ اَضْطَجَعَ عَلَيْهِ وَقَالَ اَنَا اَبُوْ حَسَنِ الْقَرْمُ وَاللّٰهِ لاَ اَرِيْمُ مَكَانِىْ حَتّٰى يَرْجِعَ اِلَيْكُمَا ابْنَا كُمَا بِحَوْرِ مَا بَعَثْتُمَا بِهِ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَقَالَ فِى الْحَدِيْثِ ثُمَّ قَالَ لَنَا اِنَّ هٰذِهِ الصَّدَقَاتِ اِنَّمَا هِىَ اَوْسَاخُ النَّاسِ وَاِنَّهَا لاَتَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَلاَ لاٰلِ مُحَمَّدٍ وَقَالَ اَيْضًا ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اُدْعُوا لِىْ مَحْمِيَةَ بْنَ جَزْءٍ وَهُوَ رَجُلٌ مِنْ بَنِىْ اَسَدٍ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَسْتَعْمَلَهُ عَلَى الْاَخْمَاسِ.

২৩৫৩. হারূন ইব্‌ন মারূফ (র)...... 'আবদুল মুত্তালিব ইব্‌ন রাবী'আ ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তাঁর পিতা রাবী'আ ইবনুল হারিস ও আব্বাস ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিব (রা) আবুদল মুত্তালিব ইব্‌ন রাবী'আ ও ফযল ইব্‌ন আব্বাস (রা)-কে বললেন, তোমরা উভয়েই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট যাও। এরপর তিনি মালিক (রা)-এর বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করলেন। তবে এতে আছে যে, তারপর আলী (রা) চাদর বিছিয়ে তার উপর শুয়ে পড়লেন এবং বললেন, আমি হাসানের বাবা প্রজ্ঞাবান ও রায় প্রদানে বলিষ্ঠ।

আল্লাহ্‌র শপথ! আমি এ স্থান পরিত্যাগ করার পূর্বেই তোমাদের উভয়ের ছেলে ঐ উত্তর নিয়ে ফিরে আসবে যার জন্য তোমরা তাদেরকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট পাঠিয়েছ। এ হাদীসের মধ্যে এ কথাও বর্ণিত আছে যে, অতঃপর তিনি আমাদেরকে বললেন, এতো সদকা, এতো মানুষের ময়লা, এ মুহাম্মদ এবং মুহাম্মদ ﷺ-এর পরিবার-পরিজনের জন্য হালাল নয়। হাদীসে এ কথা বর্ণিত আছে যে, অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, আমার নিকট মাহমিয়া ইব্‌ন জুআ (রা)-কে ডেকে নিয়ে আস। তিনি ছিলেন বনী আসাদের এক ব্যক্তি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে গনীমতের মালের খুমূস (এক-পঞ্চমাংশ) উসূলকারী নিয়োগ করেছিলেন।

٣٨-بَابُ اِبَاحَةِ الْهَدِيَّةِ لِلنَّبِيِّ ﷺ وَلِبَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي الْمُطَّلِبِ وَاِنْ كَانَ الْمُهْدِي مَلَكَهَا بِطَرِيْقِ الصَّدَقَةِ.

৩১. পরিচ্ছেদ : নবী ﷺ, বনী হাশিম এবং বনী মুত্তালিবের জন্য হাদিয়া গ্রহণ করা বৈধ; যদিও হাদিয়াদাতা তার মালিক হয়েছে সদকা হিসাবে

٢٣٥٤- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالَ اَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ اَنَّ عُبَيْدَ بْنَ السَّبَّاقِ قَالَ اِنَّ جُوَيْرِيَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ اَخْبَرَتْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا فَقَالَ هَلْ مِنْ طَعَامٍ قَالَتْ لاَ وَاللّٰهِ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ مَا عِنْدَنَا طَعَامٌ اِلاَّ عَظْمٌ مِنْ شَاةٍ اُعْطِيَتْهُ مَوْلاَتِي مِنَ الصَّدَقَةِ فَقَالَ قَرِّبِيْهِ فَقَدْ بَلَغَتْ مَحِلَّهَا.

২৩৫৪. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ ও মুহাম্মদ ইব্‌ন রুমহ্ (র)...... নবী ﷺ-সহ সহধর্মিণী জুওয়ায়রিয়্যা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর গৃহে প্রবেশ করে বললেন, কিছু খাবার আছে কি? তিনি বললেন, না, আল্লাহর কসম! হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমার নিকট কোন খাবার নেই। তবে বকরির কিছু হাড়গোড় আছে যা আমার আযাদকৃত দাসীকে সদকা হিসাবে দেয়া হয়েছিল। একথা শুনে তিনি বললেন, তা আমার নিকট আন। বস্তুত সদকা তার আপন স্থানে পৌঁছে গিয়েছে।

٢٣٥٥- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنِ اَبِيْ شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَاِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ جَمِيْعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهٰذَا الاِسْنَادِ نَحْوَهُ.

২৩৫৫. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা, আমরুন নাকিদ ও ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র)...... যুহরী (র) থেকে এ সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٢٣٥٦-حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ وَاَبُوْ كُرَيْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ كِلاَهُمَا عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ ح وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ (وَاللَّفْظُ لَهُ) حَدَّثَنَا اَبِيْ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ سَمِعَ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ اَهْدَتْ بَرِيْرَةُ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ لَحْمًا تُصُدِّقَ بِهِ عَلَيْهَا فَقَالَ هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ.

২৩৫৬. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা, আবূ কুরায়ব, মুহাম্মদ ইবনূল মুসান্না, ইব্‌ন বাশ্‌শার ও উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন মু'আয (র)...... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। বারীরা (রা) সদকা হিসেবে প্রাপ্ত কিছু গোশ্‌ত নবী ﷺ-কে হাদিয়া দিলেন। তখন নবী ﷺ বললেন, এটা তার জন্য সদকা আর আমার জন্য হাদিয়া।

٢٣٥٧- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٌ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى وَابْنُ بَشَّارٍ (وَاللَّفْظُ لاِبْنِ الْمُثَنّٰى) قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ وَاُتِىَ النَّبِىُّ ﷺ بِلَحْمِ بَقَرٍ فَقِيْلَ هٰذَا مَا تُصُدِّقَ بِهِ عَلٰى بَرِيْرَةَ فَقَالَ هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ.

২৩৫৭. "উবায়দুল্লাহ্, ইব্‌ন মু'আয, মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না ও ইব্‌ন বাশ্‌শার (র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ-এর নিকট গরুর গোশ্‌ত আসল। তখন তাঁকে বলা হয়, এগুলো বারীরা (রা)-কে সদকা দেওয়া হয়েছে। তখন তিনি বললেন, এটা বারীরার জন্য সদকা, আর আমার জন্য হাদিয়া।

٢٣٥٨- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاَبُوْ كُرَيْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَتْ فِىْ بَرِيْرَةَ ثَلاَثَةُ قَضِيَّاتٍ كَانَ النَّاسُ يَتَصَدَّقُوْنَ عَلَيْهَا وَتُهْدِىْ لَنَا فَذَكَرْتُ ذَالِكَ لِلنَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ وَلَكُمْ هَدِيَّةٌ فَكُلُوْهُ.

২৩৫৮. যুহায়র ইব্‌ন হারব ও আবূ কুরায়ব (র)...... 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বারীরা (রা)-কে কেন্দ্র করে তিনটি বিধান প্রবর্তিত হয়েছে। লোকেরা তাকে সদকা দিত। আর সে তা আমাকে হাদিয়া করত। আমি তা নবী ﷺ-এর কাছে উল্লেখ করলাম। তিনি বলেন, তার জন্য তা সদকা আর তোমাদের জন্য হাদিয়া, সুতরাং তোমরা তা খাও।

٢٣٥٩- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِىٍّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ سَمِعْتُ الْقَاسِمَ يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ بِمِثْلِ ذَالِكَ.

২৩৫৯. আবূ বাক্‌র আবূ শায়বা ও মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না (র)...... আয়েশা (রা) থেকে নবী ﷺ সূত্রে অনুরূপ বর্ণিত।

٢٣٦٠- وَحَدَّثَنِىْ اَبُوْ الطَّاهِرِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ مَالِكُ بْنُ اَنَسٍ عَنْ رَبِيْعَةَ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ بِمِثْلِهِ ذَالِكَ غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ وَهُوَ لَنَا مِنْهَا هَدِيَّةٌ.

২৩৬০. আবূত তাহির (র)....... আয়েশা (রা) সূত্রে নবী থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে এতে রয়েছে "তা আমাদের জন্য তার পক্ষ থেকে হাদিয়া।"

٢٣٦١- حَدَّثَنِى زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ خَالِدٍ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ اُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ بَعَثَ اِلَيَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِشَاةٍ مِنَ الصَّدَقَةِ فَبَعَثْتُ اِلٰى عَائِشَةَ مِنْهَا بِشَىْءٍ فَلَمَّا جَاءَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلٰى عَائِشَةَ قَالَ هَلْ عِنْدَكُمْ شَىْءٌ قَالَتْ لاَ اِلاَّ اَنَّ نُسَيْبَةَ بَعَثَتْ اِلَيْنَا مِنَ الشَّاةِ الَّتِى بَعَثْتُمْ بِهَا اِلَيْهَا قَالَ اِنَّهَا قَدْ بَلَغَتْ مَحِلَّهَا.

২৩৬১. যুহায়র ইব্ন হারব (র)...... উম্মে 'আতিয়্যা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমার নিকট সদকার একটি বকরি পাঠালেন। আমি তা থেকে কিছু অংশ আয়েশা (রা)-এর নিকট পাঠিয়ে দিলাম। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন আয়েশা (রা)-এর নিকট আসলেন, তখন জিজ্ঞেস করলেন, তোমার নিকট কোন কিছু আছে কি? তিনি বললেন, না, কিছুই নেই। তবে নুসায়বা আমাদের জন্য বকরির যে গোশত্ পাঠিয়েছেন যা আপনি তাকে দিয়েছিলেন, তা আছে, তখন তিনি বললেন, বস্তুত সদকা তার স্থানে পৌঁছে গেছে।

٢٣٦٢- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ سَلاَّمٍ الْجُمَحِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا الرَّبِيْعُ يَعْنِى ابْنَ مُسْلِمٍ عَنْ مُحَمَّدٍ وَهُوَ ابْنُ زِيَادٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ وَكَانَ اِذَا اُتِىَ بِطَعَامٍ سَأَلَ عَنْهُ فَاِنْ قِيْلَ هَدِيَّةٌ اَكَلَ مِنْهَا وَاِنْ قِيْلَ صَدَقَةٌ لَمْ يَأْكُلْ مِنْهَا.

২৩৬২. আবদুর রহমান ইব্ন সাল্লাম জুমাহী (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ-এর নিকট কোন খাদ্যদ্রব্য আসলে তিনি সে সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতেন। যদি বলা হত হাদিয়া, তবে তা খেতেন। আর যদি বলা হত সদকা, তবে তা খেতেন না।

٣٩- بَابُ الدُّعَاءِ لِمَنْ اَتٰى بِصَدَقَتِهٖ

৩৯. পরিচ্ছেদ : যাকাতদাতার জন্য দু'আ করা

٢٣٦٣- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى وَاَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَاِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ يَحْيٰى اَخْبَرَنَا وَكِيْعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ اَبِىْ اَوْفٰى ح وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ وَاللَّفْظُ لَهٗ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَمْرٍو وَهُوَ ابْنُ مُرَّةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِىْ اَوْفٰى قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَتَاهُ قَوْمٌ بِصَدَقَتِهِمْ قَالَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِمْ فَاَتَاهُ اَبِىْ اَوْفٰى بِصَدَقَتِهٖ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى اٰلِ اَبِىْ اَوْفٰى.

২৩৬৩. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া, আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা, আমরুন নাকিদ, ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম ও উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন মু'আয (র)...... 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ আওফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন কোন

কাওম তাদের সদকা (যাকাত) নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট আসত, তখন তিনি বলতেন, হে আল্লাহ্! তাদের প্রতি করুণা বর্ষণ করুন। একদা আবূ আওফা (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট তার সদকা নিয়ে আসলে তিনি বললেন, হে আল্লাহ্! আবূ আওফার পরিবারের প্রতি রহমত বর্ষণ করুন।

٢٣٦٤- وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اِدْرِيْسَ عَنْ شُعْبَةَ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ صَلِّ عَلَيْهِمْ.

২৩৬৪. ইব্ন নুমায়র (র)...... শু'বা (র) থেকে এ সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে এ হাদীসের اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِمْ এর স্থলে صَلِّ عَلَيْهِمْ আছে।

٤٠- بَابُ اِرْضَاءِ السَّاعِى مَالَمْ يَطْلُبْ حَرَامًا

৪০. পরিচ্ছেদ : যাকাত উসূলকারীকে সন্তুষ্ট করা, যতক্ষণ না সে হারাম বস্তু যাচ্ঞা করে

٢٣٦٥- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى قَالَ اَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ وَاَبُوْ خَالِدِ الْاَحْمَرُ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ وَابْنُ اَبِىْ عَدِىٍّ وَعَبْدُ الْاَعْلٰى كُلُّهُمْ عَنْ دَاوُدَ ح وَحَدَّثَنِىْ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَخْبَرَنَا دَاوُدُ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَتَاكُمُ الْمُصَدِّقُ فَلْيَصْدُرْ عَنْكُمْ وَهُوَ عَنْكُمْ رَاضٍ.

২৩৬৫. ইয়াহ্‌য়া ইব্ন ইয়াহ্‌য়া, আবূ বাক্‌র ইব্ন আবূ শায়বা, মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না ও যুহায়র ইব্ন হারব (র)...... জারীর ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যখন যাকাত উসূলকারী তোমাদের নিকট আসবে, তখন সে যেন তোমাদের থেকে সন্তুষ্ট চিত্তে প্রত্যাবর্তন করে।

ইফা(উ)/২০০৮-২০০৯/অঃসঃ/৪৩৪১-৩২৫০